

বেদগ্রন্থমালা

পঞ্চদশ খণ্ড

অথর্ববেদ

গোপথ ব্রাহ্মণ



রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার

বেদগ্রন্থমালা (বাংলা অনুবাদ)

পঞ্চদশ খণ্ড

বেদগ্রন্থমালা (বাংলা অনুবাদ)

ঋগ্বেদ	সংহিতা	ঋগ্বেদ সংহিতা	প্রথম খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
সামবেদ	সংহিতা	সামবেদ সংহিতা	দ্বিতীয় খণ্ড	
শুক্রযজুর্বেদ	সংহিতা	মাধ্যম্দিন সংহিতা	তৃতীয় খণ্ড	
কৃষ্ণযজুর্বেদ	সংহিতা	তৈত্তিরীয় সংহিতা	চতুর্থ খণ্ড	
		মৈত্রায়ণী সংহিতা	পঞ্চম খণ্ড	
		কাঠক সংহিতা	ষষ্ঠ খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
অথর্ববেদ	সংহিতা	অথর্ববেদ সংহিতা	সপ্তম খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
ঋগ্বেদ	ব্রাহ্মণ	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	অষ্টম খণ্ড	
সামবেদ	ব্রাহ্মণ	আর্ষেয় ব্রাহ্মণ	নবম খণ্ড	
		জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ	দশম খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
		পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ	একাদশ খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
		ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ	দ্বাদশ খণ্ড	
শুক্রযজুর্বেদ	ব্রাহ্মণ	শতপথ ব্রাহ্মণ	ত্রয়োদশ খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
কৃষ্ণযজুর্বেদ	ব্রাহ্মণ	তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ	চতুর্দশ খণ্ড	
অথর্ববেদ	ব্রাহ্মণ	গোপথ ব্রাহ্মণ	পঞ্চদশ খণ্ড	
ঋগ্বেদ	আরণ্যক	ঐতরেয় আরণ্যক	ষোড়শ খণ্ড	
কৃষ্ণযজুর্বেদ	আরণ্যক	তৈত্তিরীয় আরণ্যক	সপ্তদশ খণ্ড	
		মৈত্রায়ণী আরণ্যক	অষ্টাদশ খণ্ড	
প্রধান উপনিষৎসমূহ			উনবিংশ খণ্ড	
অপ্রধান উপনিষৎসমূহ			বিংশ খণ্ড	

উপদেষ্টামণ্ডলী :

অধ্যাপক সমীরণচন্দ্র চক্রবর্তী

অধ্যাপক ভাস্করনাথ ভট্টাচার্য্য

অধ্যাপক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

স্বামী তত্ত্ববিদানন্দ

স্বামী সুপর্ণানন্দ

স্বামী চিদ্রূপানন্দ

স্বামী যাদবেন্দ্রানন্দ

বেদগ্রন্থমালা

(বাংলা অনুবাদ)

পঞ্চদশ খণ্ড

অথর্ববেদ

গোপথ ব্রাহ্মণ

অনুবাদ ও সম্পাদনা

অধ্যাপক তারকনাথ অধিকারী



রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার

গোলপার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০২৯

প্রকাশক
স্বামী সুপর্ণানন্দ
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার
গোলপার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০২৯

প্রথম সংস্করণ :
পয়লা বৈশাখ ১৪২৬ (১৪ এপ্রিল ২০১৬)

© সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

R M I C Cataloguing-in-Publication Data

বেদ

বেদগ্রন্থমালা। কলকাতা : রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব
কালচার, ২০১৬ খ্রিঃ।

খণ্ড। সেমি।

টীকা : বেদ বঙ্গানুবাদ

১৫শ খণ্ড, অথর্ববেদ : গোপথ ব্রাহ্মণ

তারকনাথ অধিকারী অনূদিত ও সম্পাদিত।

ISBN 978-93-81325-74-2 (VOL. XV)

ISBN 978-93-81325-67-4 (SET)

১। বেদ ২। গোপথ ব্রাহ্মণ

294.5921 — dc 23

মূল্য : তিনশো টাকা

*This book is being published with
financial assistance from the Government of West Bengal.*

মুদ্রক

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা- ৭০০ ০০৯

প্রকাশকের নিবেদন

স্বামী বিবেকানন্দ বেদের প্রচার চেয়েছিলেন; চেয়েছিলেন তাঁর গুরুভায়েরাও। এছাড়া অন্য কোনও উপায়ে নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ভারতবর্ষকে শক্তিশালী দেশে পরিণত করা যাবে না। জীবনমুখী ভাবনায় উপনিষদগুলি সমৃদ্ধ; অথচ বেদ-উপনিষৎ পঠন-পাঠনের অভাবে আমরা জনসাধারণের মধ্যে সে ভাবনাকে ছড়িয়ে দিতে পারিনি। স্বামীজীর ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য বেদের অনুবাদ হওয়া আবশ্যিক। বড়ই পরিতাপের বিষয়, সমগ্র বেদের বাংলা অনুবাদ এখনও হয়নি। আমরা সে-কাজে ব্রতী হয়েছি দেখে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাহায্যের হাত প্রসারিত করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। এই কাজটি করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কৃতবিদ্য বেদজ্ঞ পণ্ডিতদের আর পাওয়া যাচ্ছে না। বড় দেরি হয়ে গিয়েছে। যাঁদের পেয়েছি তাঁদের অনেকের বয়েস বেশি। ফলে, অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে। তবু আমাদের সংকল্প দৃঢ়; আমাদের পাথেয় শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ— এই চারটি ভাগে ঋক্, সাম, যজুর্বেদ বিভক্ত। অনেকের ধারণা, সমগ্র বেদের অনুবাদ হয়ে গিয়েছে। আসল সত্য, বেদের কিছু কিছু অংশ যেমন সংহিতার অনুবাদ মাত্র হয়েছে। কেবল অথর্ববেদেরই উপনিষৎ ভাগ নেই। সুতরাং সমগ্র বেদের অনুবাদ করতে হলে প্রায় ৬০টি খণ্ড প্রকাশ করতে হবে। বিপুল আয়তন, অথচ সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সময় মাত্র পাঁচ বছর। শুভ কাজে বিঘ্ন অনেক। তবু আমাদের পণ্ডিতবর্গ এবং এই প্রতিষ্ঠানের সাধু, কর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতায় নির্দিষ্ট সময়েই কাজটি শেষ হবে বলে বিশ্বাস করি।

এখন, অথর্ববেদের ব্রাহ্মণ খণ্ডের মধ্যে গোপথ ব্রাহ্মণ চলিত ভাষায় অনুবাদ করে সংকলিত করা হল। এই সমগ্র খণ্ডের অনুবাদের কাজে সাহায্য করেছেন— অধ্যাপক তারকনাথ অধিকারী। এই মহৎ কাজ সফল করার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

আমাদের এই উদ্যোগের জন্য শ্রীমৎ স্বামী প্রভানন্দজী (সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন), শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী (সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন) আনন্দ প্রকাশ করে আশীর্বাদ জানিয়েছেন। তাঁদের শ্রীচরণে প্রণাম জানাই। শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানাই পণ্ডিতবর্গকে যাঁরা এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, প্রীতি জানাই প্রতিষ্ঠানের সন্ন্যাসীদের এবং সেবকবৃন্দকে।

সবশেষে বলি —যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব (যা শুভ চিন্তা, তা আমাদের কাছে আসুক)।

স্বামী সুপর্ণানন্দ

অনুবাদক মণ্ডলী

- শ্রী সমীরণচন্দ্র চক্রবর্তী
শ্রী ভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্য
শ্রী অমর কুমার চ্যাটার্জী
শ্রীমতী শান্তি ব্যানার্জী
শ্রী ভাস্করনাথ ভট্টাচার্য
শ্রী তারকনাথ অধিকারী
শ্রী নবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমতী রত্না বসু
শ্রী প্রদ্যুৎ কুমার দত্ত
শ্রীমতী নীলাঞ্জনা শিকদার দত্ত
শ্রীমতী মৌ দাশগুপ্ত
শ্রীমতী তৃষ্ণা চ্যাটার্জী
শ্রীমতী সোমা বসু
শ্রীমতী শুক্লা সেন
শ্রীমতী চিরশ্রী ব্যানার্জী
শ্রীমতী কৃষ্ণকলি ভট্টাচার্য
শ্রীমতী ইন্দ্রাণী চ্যাটার্জী
শ্রীমতী তৃপ্তি সাহা
শ্রীমতী ইন্দ্রাণী কর
শ্রীমতী দীপ্তি বিশ্বাস
শ্রীমতী গার্গী ভট্টাচার্য
শ্রীমতী রীতা ভট্টাচার্য

বিষয়মুখী সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন	...	(৫)
শব্দ সংকেত	...	(১৬)
ভূমিকা	...	(১৭)
বেদ ও উপনিষৎ-প্রসঙ্গে	...	(৩৭)

পূর্বভাগ

প্রথম প্রপাঠক

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	ব্রহ্মের তপস্যা	১
২.	স্বেদ থেকে বারিধারা	১
৩.	ব্রহ্মরেতঃ থেকে জলের উৎপত্তি ও ভৃগুর জন্ম	২
৪.	ভৃগু থেকে অথর্বার জন্ম	৩
৫.	অথর্বার থেকে আর্থবণশ্বষি ও ব্যাহতির উৎপত্তি	৪
৬.	মহাব্যাহতি থেকে বেদের উদ্ভব	৫
৭.	সমুদ্র থেকে বরুণ, বরুণের অঙ্গিরস থেকে অঙ্গিরার উদ্ভব	৬
৮.	অঙ্গিরা থেকে বিশজন আঙ্গিরসের এবং তাদের থেকে আঙ্গিরসবেদের উদ্ভব	৬
৯.	আঙ্গিরসবেদের মাহাত্ম্য	৭
১০.	বেদ থেকে দিক, দিক থেকে পঞ্চবেদ এবং তার থেকে পঞ্চ ব্যাহতির উদ্ভব	৮
১১-১২.	মহাব্যাহতি থেকে চন্দ্রমা-নক্ষত্র-বনস্পতি- দেবতাদের উদ্ভব	৯
১৩-১৫.	ব্রহ্মের যজ্ঞবিতান এবং যজ্ঞবিরিষ্টি-সন্ধান এবং তার ফল	৯

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৬.	পরম ব্রহ্ম থেকে পুংব্রহ্মের উদ্ভব এবং তাঁর থেকে ওঁকারের উদ্ভব	১১
১৭-২১.	ওঁকারের চতুর্মাাত্রা থেকে পৃথিব্যাদি সকল প্রাণিজগতের সৃষ্টি	১২
২২-২৬.	ওঁকার-মহিমা	১৬
২৪-২৬.	ওঁকারের নির্বচন বিষয়ক প্রশ্নোত্তর ও সমাধান	১৫
২৭.	ওঁকারের মাত্রাদি নিরূপণ	১৭
২৮-৩০.	ওঁকার-মাহাত্ম্য	১৮
৩১-৩২.	মৌদগল্য-কর্তৃক গ্লাবের সাবিত্রীগায়ত্রীবিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তর	২১
৩৩-৩৮.	গায়ত্রী মন্ত্রের প্রতিপাদক ব্যাখ্যা, সাবিত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন	২৪
৩৯.	আচমনফল নির্দেশ	২৭

দ্বিতীয় প্রপাঠক

১-৮.	ব্রহ্মচারিস্তুতি এবং ব্রহ্মচর্যব্রত বিষয়ক আলোচনা	৩১
৯.	ব্রহ্মোদ্যব্যাখ্যা ও ভৃগুঈরার মাহাত্ম্যখ্যাপন	৩৯
১০.	কবন্ধির উপদেশ	৪১
১১-১৪.	দেবযজনের গুণ বর্ণনা, নানা প্রশ্নোত্তর	৪২
১৫.	অগ্ন্যাধান কর্ম	৪৫
১৬.	চাতুষ্প্রাশ্য ব্রহ্মোদন ও ব্যাখ্যা	৪৬
১৭.	আত্রেয়দক্ষিণা	৪৭
১৮.	ভৃগু ও অগ্নিরার মাহাত্ম্যকীর্তন	৪৮
১৯.	ব্রহ্মা প্রভৃতি ঋত্বিকদের উদ্ভব	৪৯
২০.	অগ্নির বিভিন্ন রূপের ধারণ	৫২
২১.	অশ্বের প্রশমন	৫৩

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
২২.	সান্ত্বন অগ্নির মাহাত্ম্য	৫৫
২৬.	সান্ত্বন গৃহকর্ম	৫৬
২৪.	ঋত্বিকবরণ	৫৬

তৃতীয় প্রপাঠক

১-২.	যজ্ঞে অথর্ববেদের ও ব্রহ্মার অপরিহার্যতা	৫৯
৩.	প্রায়শ্চিত্ত	৬১
৪-৫.	ঋত্বিককর্ম ও দক্ষিণাভাগ	৬২
৬.	উদালক-স্বৈদায়ন সংবাদ	৬৩
৭-৯.	দর্শপূর্ণমাসযাগপ্রসঙ্গে শরীরবিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তর	৬৪
১০.	দর্শপূর্ণমাসযাগে পদার্থনিরূপণ	৬৮
১১.	প্রাচীনযোগ্য ঋষিকর্তৃক অগ্নিহোত্র বিষয়ক প্রশ্ন	৬৯
১২.	উক্ত প্রশ্নসমূহের গৌতমকৃত সমাধান	৭১
১৩.	ঋষি প্রাচীনযোগ্যের অগ্নিবিষয়ক প্রশ্ন ও তার গৌতমীয় সমাধান	৭৩
১৪.	ব্যাহতিবিষয়ক আলোচনা	৭৫
১৫.	অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান	৭৬
১৬.	স্বাহাকারবিষয়ক আলোচনা	৭৭
১৭.	অগ্নিষ্টোম অনুষ্ঠানবিষয়ক আলোচনা	৭৮
১৮.	সবনীয় পশুবিভাগ	৭৮
১৯.	দীক্ষাবিষয়ক আলোচনা, দীক্ষা শব্দের নির্বচন	৭৯
২০-২৩.	দীক্ষিতধর্মবিবেচনা ও দীক্ষিতকৃত্যাদি আলোচনা	৮১

চতুর্থ প্রপাঠক

১.	গৃহপতিদীক্ষা	৮৫
২-৫.	ব্রহ্মাদি চারজন ঋত্বিকের দীক্ষা	৮৫
৬.	ব্রাহ্মণাচ্ছংসী প্রভৃতি বারোজন ঋত্বিকের দীক্ষা	৮৬

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
৭-৮.	অগ্নিষ্টোমাদ্ভূত ইষ্টির উৎপত্তি ও ফল বর্ণনা	৮৭
৯-১০.	সংবৎসরব্যাপী সত্রযাগের এবং তদ্ভূত ইষ্টির উৎপত্তি ও তার ফল	৯১
১১-১৩.	সংবৎসর যাগ	৯৩
১৪.	অতিরাত্র যাগ	৯৫
১৫-১৬.	দ্বাদশাহ যাগ	৯৫
১৭.	পৃষ্ঠ্য ও অভিপ্লব নামক ষড়হযাগদ্বয়	৯৬
১৮-১৯.	সত্রযাগ	৯৭
২০.	জ্যোতিষ্টোমযাগ	৯৮
২১-২২.	জ্যোতিষ্টোম যাগের অধ্যারোহ-নিবাহ (অবরোহ)	৯৯
২৩.	আদিত্য-অভিপ্লব-অঙ্গিরা-পৃষ্ঠ্য শব্দের নির্বচন	৯৯
২৪.	প্রৈদি-উদ্যালক সংবাদ	১০০

পঞ্চম প্রপাঠক

১.	অভিপ্লব ষড়হযাগ	১০২
২.	গাধপ্রতিষ্ঠা	১০২
৩-৫.	সংবৎসর যাগের সঙ্গে পুরুষের তুলনা	১০৪
৬.	প্রধান সত্রযাগসমূহের সংখ্যানির্দেশ	১০৮
৭.	যজ্ঞের ক্রমনির্ণয়	১০৮
৮.	সহস্রদক্ষিণা মাহাত্ম্য	১০৯
৯.	যজ্ঞক্রতুর আনন্তর্য	১১০
১০.	বিশ্বজিৎ যাগের সঙ্গে সহস্রবর্ষ সত্রযাগের তুলনা	১১১
১১.	সবনত্রয়ে ব্রহ্মার প্রাধান্য	১১৩
১২-১৪.	পরপর তিনটি সবনে ব্রহ্মার ঋকসমূহ	১১৪
১৫.	সংস্থিতসবনে ব্রহ্মার বচন	১১৬
১৬-১৯.	ব্রহ্মার বচনে উক্ত 'ভর্গ' প্রভৃতি পদ চতুষ্টয়ের ব্যাখ্যা	১১৭

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
২০.	পূর্ব পূর্ব কণ্ডিকাতে উক্ত চব্বিশটি পদার্থের মাহাত্ম্য	১১৮
২১.	প্রবরপাঠ	১১৯
২২.	সাবিত্রপশু	১১৯
২৩.	(শ্লোকে) যজ্ঞের একুশ প্রকার বিভাগ, ব্রহ্মোদ্য, যজ্ঞমাহাত্ম্য	১২০
২৪.	যজ্ঞের উৎপত্তি (শ্লোকে), মাহাত্ম্য	১২২
২৫.	যজ্ঞমাহাত্ম্য, অথর্ববেদ ও পুরোহিতের অপরিহার্যতা তথা শ্রেষ্ঠত্ব।	১২৫

উত্তর ভাগ

প্রথম প্রপাঠক

১.	দর্শপূর্ণমাসযাগের বিভিন্ন অঙ্গের বিবরণ	১২৯
২-৩.	প্রজাপতি যাগে রুদ্রের যজ্ঞভাগ না থাকার ফলে অন্যান্য দেবতাদের বিপত্তি, রুদ্র কর্তৃক প্রাশিত্রহরণ	১৩০
৪.	ব্রহ্মার মাহাত্ম্য	১৩৪
৫.	দর্শপূর্ণমাসযাগে দক্ষিণানিষেধপ্রসঙ্গ	১৩৫
৬.	অন্বাহার্যপাকের প্রয়োজনীয়তা	১৩৫
৭.	দেবাসুরসংগ্রাম, প্রজাপতির যজ্ঞভাগ	১৩৫
৮.	দর্শপূর্ণমাসযাগ না করলে সোমযাগ করা যায় না	১৩৬
৯.	প্রায়শ্চিত্ত	১৩৭
১০.	পূর্ণমাস ও অমাবস্যার মিথুনপ্রদর্শন	১৩৮
১১-১৩.	দর্শপূর্ণমাসযাগ ও তদঙ্গের বিবরণ	১৩৮
১৪.	ব্রতপতীষ্টি	১৪০
১৫.	ব্রতভূদিষ্টি	১৪০
১৬.	ইন্দ্রাগ্নিদেবতাকোষ্টি	১৪০
১৭.	আগ্রয়ণোষ্টি	১৪১

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮.	অগ্নিচয়নে প্রতিরথ সূক্ত	১৪২
১৯-২৩.	চাতুর্মাস্যাগবিবরণ	১৪৩
২৪-২৫.	পিতৃযজ্ঞ	১৪৮
২৬.	চাতুর্মাস্যমাহাত্ম্য	১৫০

দ্বিতীয় প্রপাঠক

১.	কাম্যোষ্টি যাগ (ঐন্দ্রাগ্নিপশুযাগ)	১৫৬
২-৪.	তানুনন্তোষ্টি যাগ	১৫৮
৫.	যাগে অথর্ববেদবিদ ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠত্ব	১৫৬
৬.	অগ্নিষ্টোমাদ্ভূত প্রবর্গ্যাগ	১৫৮
৭-৮.	উপসদ্বিনীকরণ-বিবরণ	১৬০
৯.	আগ্নীধ্ব-কর্তৃক দেবপত্নী ব্যাখ্যান	১৬২
১০.	তৈত্রিশ সংখ্যার যজ্ঞতনু (স্তোমভাগাদি)	১৬২
১১.	দেবাসুরসংগ্রামে যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের জয়	১৬৬
১২.	সোমযাগ	১৬৮
১৩-১৪.	আখ্যায়িকার মাধ্যমে স্তোমভাগের উৎপত্তি ও মন্ত্রসমূহ	১৬৬
১৫.	স্তোমভাগ জপের মাহাত্ম্য	১৬৯
১৬.	আগ্নীধ্বদ্বারা যাগসাধন	১৭০
১৭.	প্রবৃত্তআহুতি বিবরণ	১৭১
১৮-১৯.	সদঃ (প্রজাপতিকে) নমস্কার ও তৎফল	১৭২
২০-২২.	সবনত্রয়ে হোতৃবর্গকৃত্য	১৭৬
২৩.	বিচক্ষণ (সত্য) ভাষণ	১৭৮
২৪.	দর্শপূর্ণমাসযাগের পূর্বদিন দেবতাপরিগ্রহ	১৭৮

তৃতীয় প্রপাঠক

১-৬.	অগ্নিষ্টোমযোগে বষট্কার ও অনুবষট্কার	১৭৯
------	-------------------------------------	-----

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
৭-৮.	ঋতুযাগ	১৮৩
৯.	হিংকার	১৮৫
১০.	সবনত্রয়ে আহাবশস্ত্রের প্রয়োগ	১৮৬
১১.	শস্ত্রপ্রতিগরমধ্যে প্রণব	১৮৭
১২.	একাহ যাগে প্রাতঃসবন	১৮৯
১৩-১৫.	প্রাতঃসবনে মৈত্রাবরুণ-ব্রাহ্মণাচ্ছংসী- অচ্ছাবাক-শংসন	১৯০
১৬-১৯.	একাহ প্রাতঃসবনে আহাবচতুষ্টয়, দক্ষিণা	১৯২
২০-২৩.	একাহ মাধ্যদিন সবন-শস্ত্র বিভাগ	১৯৬

চতুর্থ প্রপাঠক

১-৬.	মাধ্যদিনসবনে ঋত্বিকত্রয় যথাক্রমে মৈত্রাবরুণ ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাকের পঠিত স্তোত্রিয়সমূহ	২০১
৮.	মাধ্যদিন সবনে আহাব	২০৬
৫.	তৃতীয় সবনে পাত্নীবতগ্রহ	২০৮
৬.	তৃতীয়সবনে শাকলহোম	২০৫
৭.	অধ্বর্যু ও যজমানের শুদ্ধি ও অবভৃথস্নান	২০৬
৮.	বেদির উপর ওষধিস্থাপন এবং সন্তুহোম	২০৭
৯.	একাষ্টকা ইষ্টি	২০৭
১০.	সূর্যের অবস্থানের সঙ্গে সবনত্রয়ের সাম্য	২০৮
১১.	সবনে উক্খমন্ত্র ব্যবহার	২১০
১২.	প্রজাপতি কর্তৃক অন্য দেবতা সৃষ্টির আখ্যায়িকা	২১১
১৩-১৪.	একাহ তৃতীয়সবনে উক্খ দেবতাশংসন	২১১
১৫-১৭.	একাহ তৃতীয়সবনে মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাকের স্তোত্রিয়সমূহ	২১২
১৮.	একাহ তৃতীয়সবনে আহাব-চতুষ্টয় (চার বার করে আবৃত্তি)	২১৬

ক্রম বিষয়

পৃষ্ঠা

১৯. ষোড়শী শব্দের নির্বচন

২১৭

পঞ্চম প্রপাঠক

১. অতিরাত্রায়াগোৎপত্তিবিষয়ে আখ্যায়িকা	২১৯
২-৩. অতিরাত্রায়াগে তিন পর্যায়ে শস্ত্রসমূহ	২২০
৪. যজ্ঞের সঙ্গে পুরুষের তুলনা	২২২
৫. যজ্ঞের বিভিন্ন পর্যায়ে স্তোত্র ও শস্ত্র	২২৩
৬-৭. সৌত্রামণীয়াগ	২২৪
৮. বাজপেয়য়াগ	২২৬
৯-১০. অপোষ্যাময়াগ	২২৮
১১. অহীনয়াগ	২৩০
১২. অহীনয়াগে আরম্ভনীয় ঋকসমূহ	২৩১
১৩-১৫. অহীনয়াগে ব্যবহৃত পরিধানীয় ও অন্যান্য সূক্তসমূহ	২৩১

ষষ্ঠ প্রপাঠক

১. অহীনয়াগে সম্পাতসূক্ত	২৩৬
২. অহীনয়াগে আবাপসূক্ত	২৩৮
৩. অহীনয়াগে কদম্ব প্রগাথসমূহ	২৪০
৪. অহীনয়াগে মৈত্রাবরুণ-ব্রাহ্মণাচ্ছংসী-অচ্ছাবাক— প্রযুক্ত মন্ত্রসমূহ	২৪১
৫. অহীনয়াগ	২৪২
৬. হোতা ও হোত্রককর্তৃক উক্ত বর্ণনা	২৪৪
৭. হোত্রকদের শিল্পসূক্ত	২৪৬
৮. নাভানেদিষ্ঠ-নারাশংস-বালখিল্য-সুকীর্তি-বৃষাকপি- এবয়ামরুত সূক্তসমূহের শংসন	২৪৭
১০-১১. পারুচ্ছেপী সূক্ত	২৫২

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১২.	সুকীৰ্ত্তি-ব্ৰহ্মকপি-কুস্তাপ-ৰৈভী-পাৰিক্ষিতী-কাৰব্য- জনকল্লা-ঐন্দ্ৰগাথ-সূক্তসমূহেৰ শংসন	২৫৫
১৩.	ঐতশপ্ৰলাপ-প্ৰবহ্লিকা-প্ৰতিৰোধ-আজিঙাসেন্যা- অতিবাদ-বিৰেভসূক্ত-শংসন	২৫৮
১৪.	আদিত্য-আঙ্গিৰস, ভূতছেদসূক্তশংসন	২৬০
১৫.	কুস্তাপ সূক্তেৰ মধ্যস্থিত আহনস্যসূক্তশংসন	২৬৩
১৬.	কুস্তাপসূক্তেৰ মধ্য দাধিক্ৰী-পাবমানী-ঐন্দ্ৰবাহুস্পত্য- সূক্তশংসন	২৬৪
	পৰিশিষ্ট-১	২৬৯
	পৰিশিষ্ট-২	২৮৭

পদসংকেত

বাংলা

অথর্ব. সং (পৈ)	অথর্ববেদসংহিতা (পৈপ্পলাদ)	৩৫
অথর্ব. সং (শৌ)	অথর্ববেদসংহিতা (শৌনক)	৩৬
আশ্ব. গৃহ্য. সূ.	আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্র	৩৭
আশ্ব. শ্রৌ. সূ.	আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্র	৩৮
ঋক্. সং	ঋগ্বেদ সংহিতা	৩৯
ঐ. আ.	ঐতরেয় আরণ্যক	৪০
ঐ. ব্রা.	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	৪১
কাঠক. সং	কাঠক সংহিতা	৪২
কৌ. ব্রা.	কৌষীতকি ব্রাহ্মণ	৪৩
কৌ. সূ.	কৌশিক সূত্র	৪৪
গো. ব্রা.	গোপথ ব্রাহ্মণ	৪৫
জৈ. ব্রা.	জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ	৪৬
তৈ. সং	তৈত্তিরীয় সংহিতা	৪৭
দ্র.	দ্রষ্টব্য	৪৮
পঞ্চ. ব্রা.	পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ	৪৯
মাধ্য. সং	মাধ্যন্দিন সংহিতা	৫০
মৈ.সং	মৈত্রায়ণী সংহিতা	৫১
বাজ. সং	বাজসনেয়ী সংহিতা	৫২
বি. দ্র.	বিশেষ দ্রষ্টব্য	৫৩
বৈ. সূ.	বৈতান সূত্র	৫৪
শত. ব্রা.	শতপথ ব্রাহ্মণ	৫৫
শাংখ্য. শ্রৌ. সূ.	শাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র	৫৬
সাম. সং	সামবেদ সংহিতা	৫৭

ଅମୃତୋ ମା ଗମ୍ଭୟ ତମସୋ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ । ମୃତ୍ୟୋର୍ମା ଅମୃତଂ ଗମୟ ଆବିରାବୀର୍ଯ୍ୟ ଏଷି ॥



ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ

ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଶେଷେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରା ଆ ଯେ ଧାମାନି ଦିବ୍ୟାନି ତନ୍ମୁଃ ॥
ବେଦାହମେତଂ ପୁରୁଷଂ ମହାଶକ୍ତମ୍ ଆଦିତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣଂ ତମସଃ ପରସ୍ତାତ୍ ॥
ତମେବ ବିଦିତ୍ବାହତି ମୃତ୍ୟୁମେତି ନାନ୍ୟଃ ପଞ୍ଚା ବିଦ୍ୟାତେହ୍ୟନାୟ ॥

ভূমিকা

‘যদ্ ভেষজং তদমৃতং যদমৃতং তদ্ ব্রহ্ম’— গোপথ ব্রাহ্মণ, (১.৩.৪)

ব্রাহ্মণ সাহিত্যের গুরুত্ব এবং তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মরিস্ ভিণ্টারনিৎস্ (M. Winternitz) এর একটি মন্তব্য আমরা এখানে দেখব যার দ্বারা ব্রাহ্মণসাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা হবে। উদ্ধৃতিটি অবশ্য তিনি মাত্র মূলর থেকে ধার নিয়েছেন—“However interesting the Brāhmaṇas may be to the students of Indian Literature, they are of small interest to the general reader.No person who is not acquainted before-hand with the place which the Brāhmaṇas fill in the history of the Indian mind, could read more than the pages without being disgusted” (HIL, VOL-1, p-163) এই ‘disgusted’ শব্দবন্ধটি আপাতদৃষ্টিতে ঠিকই মনে হবে, কিন্তু প্রাচীন ভারতের যান্ত্রিক সংস্কৃতি ও দার্শনিক ভাবনার প্রেক্ষিতে সেগুলি যে অমূল্য তা জানাতেও দ্বিধা করেননি ভিণ্টারনিৎস্ সাহেব—“that they are unpalatable as reading, but indispensable to the understanding of the whole religious and philosophical literature of the Indians and highly interesting for the general science of religion” (Winternitz, Ibid, p-163-164)

ভিণ্টারনিৎস্ সাহেব ব্রাহ্মণ সাহিত্যের মূল আকর্ষণ ও প্রয়োজনের অংশটি জানাতে ভুল করেন নি। ব্রাহ্মণ সাহিত্য আসলে “Science of Sacrifice”, কিন্তু একই সঙ্গে মন্ত্রের ব্যাখ্যা, গল্প-আখ্যান, দর্শন চর্চা, যজ্ঞের খুঁটিনাটি তত্ত্ব -সব কিছুকেই অল্প মধুর ভাষায় তুলে ধরেছেন।

বৈদিক সাহিত্য যা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের বিচিত্র পথে, অসংখ্য বৈভবে আপনাকে তুলে ধরেছিল তা খুব কম অংশই আজ আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে—“বেদা বৈ অনন্তাঃ”— এ দৃঢ় বিশ্বাস স্বামী বিবেকানন্দ অন্তর থেকে করতেন এবং এও বলতেন যে, এর অধিকাংশই আজ লুপ্ত হয়েছে। হারিয়ে যাওয়ার অনেক কারণের মধ্যে একটি হল, বৈদিক সাহিত্য তার শাখা-প্রশাখা মেলে সমগ্র আৰ্য সমাজকে একটি নিয়ন্ত্রিত জীবনচর্চায় যে বহুপ্রাচীন কালে প্রাণিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছিল, তার প্রায় সবটাই ছিল ‘শ্রুতি’। গুরুশিষ্য পরম্পরায় এই চলন একই রকমভাবে দীর্ঘ দীর্ঘ দিন স্মৃতিতে ব্যাখ্যা অবিকৃতভাবে সম্ভব হয়নি। যাস্ক (খ্রী. পূ. ৫০০ অব্দ) পর্যন্ত তা মেনে নিয়েছেন। ব্রহ্মর্ষি থেকে শ্রুতর্ষির চলনে ক্রমশ হারিয়ে গেছে বহু শাখা-প্রশাখা। “শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈস্তচ্ছিষ্যৈর্বেদান্তে শাখিনোহ্ভবন্” (ভাগবতপুরাণ)। মহাভাষ্যের

সাম্প্রদায়িক মানলে ঋগ্বেদের একশটি শাখা ছিল, যজুর্বেদের ১০১ টি, সামবেদের হাজার শাখা আর অথর্ববেদের নয়টি ('একশতমধ্বর্যুশাখাঃ, সহস্রবর্ত্তা সামবেদঃ। একবিংশতিধা বহুচ্যম, নবধাত্ববর্ণো বেদঃ' (মহাভাষ্য))।

যা হোক মূল বক্তব্য হল বেদের যে এত শাখা ভেদ, তার অধিকাংশ আজ লুপ্ত। ঋগ্বেদের দুটি শাখা বর্তমানে উপলব্ধ শাকল আর বাস্কল (সম্প্রতি আশ্বলায়ন শাখা আবিষ্কৃত হয়েছে)। যজুর্বেদের তৈত্তিরীয়, বাজসনেয়ি, কাঠক, কপিষ্ঠল, মৈত্রায়ণী শাখা পাওয়া যায়। সামবেদের কৌথুম, রাণায়ণীয় ও জৈমিনীয় শাখা উপলব্ধ। অথর্ববেদের দুটি শাখা শৌনক ও পৈঙ্গলাদ হাতে এসেছে। (ইতিমধ্যে পৈঙ্গলাদের একটি নতুন ধারা উড়িষ্যা থেকে আবিষ্কৃত। এবং ১৯৫৯ থেকে এর যাত্রা শুরু। আবিষ্কারক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ১৮টি কাণ্ড এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত। (অবশ্য উড়িষ্যা থেকে একখণ্ডে গোটা পৈঙ্গলাদশাখা পাওয়া যাচ্ছে)। বাঙালি হিসেবে তাঁর এই আবিষ্কার যুগান্তকারী এবং ডঃ দীপক ভট্টাচার্য্য এর জন্যে প্রবল পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

আমরা এখন সরাসরি ব্রাহ্মণ সাহিত্যের আলোচনায় আসি। ঋগ্বেদের দুটি ব্রাহ্মণ-ঐতরেয় ও সাংখ্যায়ন বা কৌষীতকি। তৈত্তিরীয় শাখার তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ প্রসিদ্ধ। শুক্লযজুর্বেদের ব্রাহ্মণের দুটি প্রধান শাখা কাণ্ড ও মাধ্যন্দিন। এই ব্রাহ্মণের নাম শতপথ ব্রাহ্মণ। সবচেয়ে বড় ব্রাহ্মণ; কাণ্ড শাখার ১০৪ টি অধ্যায়, মাধ্যন্দিন শাখায় ১০০টি অধ্যায়। এই ১০০টি অধ্যায় থাকার জন্য এর নাম শতপথ বলে চলে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা অন্য। শতপথগোত্রের ব্রাহ্মণদের রচনা এটি তাই ঐ নামকরণ। এখনও 'শতপথী ব্রাহ্মণ' উড়িষ্যাতে বিদ্যমান। সামবেদের ৮/৯টি ব্রাহ্মণ। কিন্তু অথর্ববেদের একটিই ব্রাহ্মণ। নাম গোপথব্রাহ্মণ। বর্তমানে এটি দুটি ভাগে বিভক্ত; পূর্বভাগে ৫টি অধ্যায়; উত্তরভাগে ৬টি অধ্যায়, মোট ১১টি অধ্যায় আছে।

বিষয়বস্তু

গোপথব্রাহ্মণ নিয়ে গবেষকদের ঔদাসীন্য বিস্মিত করে। পুরোনো বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাসে —ইংরাজি বা আঞ্চলিক ভাষায় এ বিষয়ে ২।১ পরিচ্ছেদের বেশী বরাদ্দ নেই। ভাবটা এরকম যেন এখানে কিছুই নতুন বক্তব্য নেই। এমনকি এমন ধারণাও গড়ে তোলা হয়েছে যে অথর্ববেদের কোনো ব্রাহ্মণই প্রথমে ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মণ গ্রন্থ না থাকলে বেদের সামগ্রিকতা ধাক্কা খাবে তাই পরবর্তীকালে এখান ওখান থেকে টেনে-টুনে একটা ব্রাহ্মণ দাঁড় করানো হয়েছে। এই চরম ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে একসময় বর্তমান লেখক যথাসম্ভব শ্রম ব্যয় করেছেন। তার ওপর গবেষণা করেছেন। তা ছাপিয়েছেন। এবং এখনও পর্যন্ত 'গুগল্ এর website' সেই

গ্রন্থটিই বিরাজমান। ১৯৯৯ সালে এটির একটি সম্পূর্ণ বঙ্গভাষায় অনুবাদও প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং এখনও পর্যন্ত এটিই পৃথিবীতে প্রথম প্রকাশিত অনুবাদ। তবে হ্যাঁ, অধ্যাপক হুকুম চাঁদ পাটিয়াল তার অনেক আগে (১৯৭৯-৮০?) পুণা থেকে অসাধারণ ভালো ইংরাজি অনুবাদ করেছেন। যদিও তা এখনও পর্যন্ত অপ্রকাশিত বলেই জানি।

যা হোক, দীর্ঘদিন এটি অবহেলিত থাকার পর ইদানীং চর্চা হচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে যে, এই ব্রাহ্মণটির মধ্যে যথেষ্ট আলোচিতব্য বিষয় আছে।। খানিকটা আরণ্যক ধর্ম, খানিকটা ঔপনিষদ ধর্ম এবং কিছুটা যাজ্ঞিক পর্ব এবং তৎসহ নানা আখ্যানপর্ব এতে পাওয়া যাচ্ছে।। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে অথর্ববেদকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার যথেষ্ট উপাদান ও প্রয়াস এই ব্রাহ্মণে লক্ষিত হয়। ওঁকার উপনিষদ ও গায়ত্রীপনিষদ দুটি এ ব্রাহ্মণের অংশ তা প্রথম অধ্যায়েই সূচিত। এর মধ্যে ব্যাকরণ ও নির্বচন সংক্রান্ত আলোচনাও যথেষ্ট আছে। যা হুকুমচাঁদ পাটিয়াল করেছেন, এবং একটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের গ্রন্থ ‘গোপথনির্বচন বিজ্ঞান’ নামে প্রকাশিত হয়েছে (লেখক- বীরেন্দ্রকুমার অলংকার, প্রকাশক- নিউ ভারতীয় বুক কর্পোরেশন, দিল্লি-২০০৬)।

এর বিষয়বস্তুর মধ্যে পূর্বভাগে ব্রহ্মার তপস্যা থেকে ভৃগু, অঙ্গিরা অথর্বার উৎপত্তি, ওঁকার ও গায়ত্রী সম্পর্কিত আলোচনা ব্রহ্মচারীর কর্তব্য যজ্ঞে অথর্ববেদের অপরিহার্যতা, অগ্নিষ্টোমের বর্ণনা, অগ্নীষোমীয় পশুযাগ দীক্ষা, একাহ, অহীন, সংবৎসর সত্রে বর্ণনা সবই আছে।। উত্তর ভাগে মূলতঃ বিবিধ যাগের বর্ণনা, হোতৃকৃত্য, দর্শপূর্ণমাসের বর্ণনা, এবং একাহ সোমযাগের বর্ণনা, হিংকার, বষট্কারের উদ্ভব ও গৌরব, নাভানেদিষ্ঠ-বৃষাকপি-কুস্তাপ-ঐন্দ্রগাথসূক্ত, ঐতশপ্রলাপসূক্তাদির ব্যাখ্যা পাবো। তবে সব ধরনের যাগের উল্লেখ সত্ত্বেও শুধু একাহ সোমযাগ ও অহীনের বর্ণনা চলতে চলতেই ব্রাহ্মণ শেষ হওয়ায় মনে হয় ব্রাহ্মণটি অসম্পূর্ণ। এটিও আমার ব্যক্তিগত অভিমত। ‘শতপ্রপাঠকং ব্রাহ্মণম্ আসীৎ’—বলে একটি বাক্যও এভাবনাকে দৃঢ়তর করে। যেখানে পাকযজ্ঞ, হবির্যজ্ঞ ও সবনযজ্ঞের বিভাগ করেও শুধু একাহে শেষ হওয়া সুসঙ্গত হয় কি?

এই ব্রাহ্মণের নামকরণ, কাল সম্পর্কে কিছু আলোচনা আবশ্যিক।

নামকরণ

ঐতরেয় বা শতপথ ব্রাহ্মণের নামকরণের পেছনে সম্প্রদায়ভুক্তদের বিশ্বাস, পুরাকথা এবং যুক্তিবিন্যাস যেমন পাওয়া যায়, গো. ব্রা. এর ক্ষেত্রে কাজটি প্রাথমিকভাবে এত সহজ ছিল না। যেহেতু এর শাখা চিহ্নিতকরণ একটি সমস্যা, অতএব কোনো শাখাগত ঋষি বা সম্পাদককে এর রচয়িতা বলে চিহ্নিত করার অসুবিধে থেকেই যাচ্ছে। অথর্বসংহিতা বা ব্রাহ্মণের মধ্যেও,

কিংবা লক্ষণ গ্রন্থগুলিতে ও প্রত্যক্ষভাবে এর সদুত্তর না থাকায় কিংবা কোনো ভাষ্য (প্রামাণিক বা অপ্রামাণিক) পাওয়া যায়নি বলে নামকরণের ইতিহাস নিয়েও পণ্ডিত মহলে একাধিক মতের উত্থাপ লক্ষ্য করা যাবে।

বৈদিক ‘গো’ শব্দের অনেকগুলি অর্থ আছে। গোরু, গোজাত দ্রব্য, আকাশ, বজ্র, বাক্, ইন্দ্রিয়, অশ্ব, আলো প্রভৃতি অন্ততঃ ২১ টি প্রতিশব্দ দেওয়া আছে মনিঅর উইলিয়মস এর অভিধানে। এদের নামকরণের মধ্যে কোন্ প্রতিশব্দ গো. ব্রা. এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা মুশকিল। বিজয়পাল বিদ্যাবারিধি তাঁর গো. ব্রা. গ্রন্থের ভূমিকাতে অনুমান করেছেন যে যেমন শতপথ কথার অর্থ শত অধ্যায়, তেমনই গোপথ কথার অর্থ একাদশ অধ্যায়। তাঁর যুক্তি হল, গো কথার একটি প্রতিশব্দ হল ইন্দ্রিয় যার সংখ্যা একাদশ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন)। বর্তমান গো. ব্রা. এ একাদশটি অধ্যায় আছে (দ্রষ্টব্য-বিদ্যাবারিধি, গো. ব্রা. ভূমিকা. পৃ-২৪) বলা বাহুল্য এই অনুমাননির্ভরতার পিছনে কোনও অভ্যন্তরীণ সমর্থন নেই এবং খুব সম্ভবত এক সময় গো. ব্রা. এর এগারটির বেশী অধ্যায় ছিল (তত্র গোপথঃ শতপ্রপাঠকং ব্রাহ্মণমাসীৎ, তস্যাবশিষ্টে দ্বৈ ব্রাহ্মণে পূর্বমুত্তরং চেতি। দ্র. অথর্বপরিশিষ্ট ৪৯.৪.৫)। অতএব অধ্যায় সংখ্যা এক সময় যেহেতু অনেক বেশী ছিল, তাই বিদ্যাবারিধির অনুমান যথার্থ নয়। সায়ণের প্রদত্ত গো. ব্রা. এর সব উদ্ধৃতি যা তিনি অথর্ব ভাষ্যভূমিকাতে দিয়েছেন তাও বর্তমান সংস্করণে সব পাওয়া যাবে না।

বিজয়পালের আর একটি অনুমান হল গোপথে গোপ্তারঃ পদটি একাধিকবার আছে (অথর্বাস্থিরসো গোপ্তারঃ ১.১.১৩; ১.৫.২৫)। ঐ গোপ্তারঃ পদ থেকেই গোপথ (গোপ্তা/গোপথ) এসেছে বলে তাঁর ধারণা। বলা বাহুল্য, এ অনুমানের অনুকূলেও কোনো দৃঢ় সমর্থন কোথাও নেই। আরও দু একটি তাঁর সংগৃহীত অনুমান যা টিকবে না, সে সব আর উল্লেখ করছি না। (তদেব, পৃ-২৪)

ক্ষেমকরণ দাস ত্রিবেদী তাঁর গোপথ ব্রাহ্মণের সংস্করণে একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস, গো কথার অর্থ ইন্দ্রিয় বা বাক্ বা বৈদিক জ্ঞান। এবং গো. ব্রা. পাঠের দ্বারা ঐ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের উপর পূর্ণ আধিপত্য বা বৈদিক বাকের উপর প্রভুত্ব অর্জন করেন এবং তার ফলে সকল ইষ্ট লাভ করেন। বলা বাহুল্য তাঁর এই বিশ্বাসের ব্যাখ্যাকে যুক্তি দিয়ে, শাস্ত্র সমর্থন দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। (দ্রষ্টব্য—ত্রিবেদী, গো.ব্রা. ভূমিকা, পৃ-১৮-১৯)

জনৈক বেদজ্ঞ অধ্যাপকের অভিমত গো শব্দের অর্থ ‘আলো’। জ্ঞানের আলো। যে বৈদিক জ্ঞানের আলোর পথ ধরে মানুষের প্রজ্ঞা বিকশিত হয়, গো. ব্রা. নামক বেদগ্রন্থ সেই প্রজ্ঞার পথ দেখায় বলে ঐরূপ নামকরণ। এটিও একধরনের দার্শনিক ব্যাখ্যা।

তবে নামকরণ সম্পর্কিত সর্বজনগ্রাহ্য এবং সম্ভাব্যতম বিষয়টি হল, বেদের অথর্বসংহিতাতে মন্ত্রদ্রষ্টা হিসেবে 'গোপথ' নামক ঋষির নাম পাচ্ছি। তিনি একাধিক সূক্তের দ্রষ্টা (১৯.২৫, ৪৭-৫০, পাঁচটি ছোটসূক্ত) অথর্ব পরিশিষ্টের (২০.৬.২) একটি স্থানে ঐ ঋষির নামও পাচ্ছি (অগ্নেঃ পুত্রং সাধনং গোপথোক্তৈঃ), যিনি বেদজ্ঞ শিক্ষক; খুব সম্ভবত অথর্ববেদজ্ঞ এই ঋষিই গোপথ-এর সম্পাদক বা রচয়িতা। পাটিয়ালেরও সেই মত (দ্রষ্টব্য-তদেব, ভূমিকা পৃ-৮)। এই মতটিকে এখন প্রায় সন্দেহমুক্ত এবং অভ্যন্তরীণ প্রমাণের দাঢ়্য গ্রাহ্যতম বলে মেনে নিতে সকলশ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের মত পার্থক্য থাকার কথা নয়। সেহেতু এখন এটি গো.ব্রা. নামকরণের যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ বলে ধরা যেতেই পারে। ঋষি 'গোপথ'ই এর দ্রষ্টা বা প্রথম সম্পাদক হিসেবে যুক্ত ছিলেন।

রচনাকাল

সাধারণভাবে বৈদিক সাহিত্যের কাল নির্ণয় একটি বিতর্কিত প্রয়াস। এই কাল চেতনা একান্তই পাশ্চাত্য-অবদান। ভারতীয় পণ্ডিতেরা আধুনিক কালে তাতে যত্ন নিয়েছেন। অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থের তুলনায় গো.ব্রা. এর কাল নির্ণয় আরও কষ্টসাধ্য, কেননা এর আলোচনার অনেকটাই পূর্ব পূর্ব সংহিতা ব্রাহ্মণ থেকে গৃহীত। তবে গ্রন্থের স্পষ্ট উল্লেখ একবারই মাত্র আছে (ইতি ২ স্মাহ কৌষীতকিঃ-২.৩.১১)। অন্যত্র যে অধিগ্রহণগুলি হয়েছে সেগুলি আধুনিক পণ্ডিতেরা তুলনাত্মক আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তবে বলতে হবে যে, গো. ব্রা. এর রচনাকার যথেষ্টভাবে পরিমার্জনা করে, তাকে অথর্ববেদের উপযোগী করে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ গো. ব্রা. এ তার চেহারাটি অথর্ববেদীয়।

অথর্ববেদ ও গো. ব্রা. এর আলোচনাতে ব্লুমফিল্ড বারে বারেই আসবেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি বা প্রথম দিকের সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্পষ্ট বা বিশদ কোনো আলোচনা করেন নি। ব্লুমফিল্ড 'দি অথর্ববেদ এ্যাণ্ড গোপথ ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে মাঝে মাঝে মন্তব্য করেছেন এটি, যথেষ্ট পরবর্তীকালের এবং একাধিক সময়ের রচনা। একস্থানে শিবের উল্লেখ দেখে তিনি বলেছেন 'এ অংশ পৌরাণিক যুগের' (সলিলস্য পৃষ্ঠে শিবোহভ্যতপৎ ১.২.৮)। অন্যত্র 'দোষপতি' শব্দটিকে আবিষ্কার করে তিনি এটিকে বৌদ্ধ পরবর্তী যুগের বলে চিহ্নিত করতে চান। বৌদ্ধ যুগের একজন অসুর ছিল 'দুষ্ণি'। কোনো কোনো অংশ তাঁর মতে উত্তর ঔপনিষদিক। এই ভাবেই তাঁর আলোচনাতে কাল চেতনা পরিবেশিত।

তার আলোচনাতে এইটি স্পষ্ট যে, তিনি ধরে নিয়েছেন এটি সমস্ত বৈদিক রচনা এমন কি বেদাঙ্গরচনাদি কৌশিক সূত্র, বৈতান সূত্রেরও পরবর্তী। রচনার যথার্থ সময় তিনি কখনও স্পষ্ট করে বলেন নি। তবে সুরটি স্পষ্ট। সমস্ত বৈদিক রচনার পরে, অথর্ব ব্রাহ্মণ রচনার তাগিদে প্রাচীন ঋষিরা পূর্ব পূর্ব ব্রাহ্মণ থেকে একেবারে অপরিকল্পিতভাবে খামচে খামচে অংশ তুলে নিয়ে ব্রাহ্মণটি রচনা করেছেন। ব্লুমফিল্ডের অস্পষ্টতা আর আরোপিত ব্যক্তিকতার যথার্থতা বিচার করার জন্যেই এই আলোচনা।

ব্লুমফিল্ড যেহেতু ধরেই নিয়েছেন যে এটি অত্যন্ত পরবর্তীকালের রচনা, সেহেতু তার যথার্থতা নিয়ে বেশী মাথা ঘামান নি। কিন্তু আমাদের আধুনিক গবেষণার স্বার্থে সেসব ভাবতেই হবে।

একথা অনেকাংশেই সত্য যে এই ব্রাহ্মণের সমগ্র অংশটুকু একসঙ্গে প্রস্তুত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে প্রস্তুত হওয়া সম্ভব কোনও কোনও অংশ। তাছাড়া প্রধান প্রধান সংহিতা ব্রাহ্মণ থেকে সংগৃহীত অংশগুলি প্রমাণ করে যে, এটি প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ যেমন ঐতরেয়, শতপথ, ছান্দোগ্য, কৌষীতকি, পঞ্চবিংশ, তৈত্তিরীয় প্রভৃতির পরে রচিত। কৌষীতকি শাখার প্রত্যক্ষ উল্লেখ পর্যন্ত আছে ব্রাহ্মণে (ইতি ২ স্মাহ কৌষীতকিঃ; গো. ব্রা. ২.৩.১১)। ঐতরেয় এবং শতপথের সঙ্গে অনেক অনুচ্ছেদের (পরে দ্রষ্টব্য) হুবহু সাদৃশ্য। বিষয় ও ভাষা উভয়ই প্রমাণ করে যে, এই ব্রাহ্মণ ঐসব ব্রাহ্মণের অনুজ হলেও বহুদূরবর্তী নয়।

গো. ব্রা. এর প্রথম দিককার কিছু বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরবর্তী যুগের উপনিষদের বিষয়গত সাদৃশ্য বিদ্যমান। যেমন ওঁকার সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা (১.১.১৬-৩০), গায়ত্রী সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা (১.১.৩১-৩৮), ব্রহ্মচর্যের মহিমা বর্ণন (১.২.১-৮) প্রভৃতি বিষয় থেকে অনুমিত হয় যে, আরণ্যক উপনিষদের দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্র তখন ভারতবর্ষে প্রস্তুত হচ্ছে। ঐতিহাসিক এবং বেদ-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, খ্রী.পূ. ৫০০ অব্দের মধ্যে বৈদিক সাহিত্য (উপনিষদসহ) রচনাপর্ব শেষ হয়েছিল। ব্রাহ্মণপর্ব অবশ্যই প্রাক্ উপনিষদ যুগের। সে হিসেবে শেষের দিকের ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি খ্রী. পূ. ৭০০-৬০০ মধ্যে রচিত হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া হয়। আর গো. ব্রা. কে যদি ব্রাহ্মণযুগের শেষ রচনা বলে ধরে নেওয়া হয়, সেক্ষেত্রেও খ্রী. পূর্ব. ৭০০-৬০০ অব্দের মধ্যে ঐ মোটামুটি সাধারণ কাঠামোটি প্রস্তুত হয়েছিল বলে মনে নিতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

সাধারণভাবে এই অসুবিধা না থাকলেও এই ব্রা. যে ঐ সময়ের রচনা, তা সরজমিনে তদন্ত করে দেখার প্রয়োজন আছে। বাহ্যাত্তরীয় প্রমাণ কিছু আছে কিনা সেসব অনুসন্ধানও খুবই জরুরী।

পতঞ্জলি (খ্রী. পূ. ১ম শতক) তাঁর মহাভাষ্য গ্রন্থে পাণিনির একটি অব্যয়সংক্রান্ত সূত্রের (পা. সূ. ১.১.৩৮) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটি বিখ্যাত কারিকার উল্লেখ করেছেন। কারিকাটি হল

‘সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্বাসু চ বিভক্তিশু।

বচনেষু চ সর্বেষু যন্ন ব্যোতি তদব্যয়ম্ ॥’

অব্যয়ের এই সংজ্ঞাটি প্রকৃতপক্ষে গো. ব্রা. (১.১.২৬) এ প্রথম পাওয়া যাবে, যদিও প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোনও ব্যাকরণ বা ভাষাতত্ত্বগত আলোচনার অংশ এটি নয়। ওঁকারের দার্শনিক স্বরূপটি সুদীর্ঘ অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচনার সময় ব্রহ্মরূপী ওঁকারের অব্যয়ত্ব বোঝানোর জন্যেই ব্রাহ্মণকার ঐ কারিকাটি তৈরী করেছেন এবং পরবর্তীকালে পতঞ্জলি সেটি সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো ব্যবহার করেছেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্য গ্রন্থে কারিকাটি উদ্ধৃতিচিহ্ন- সহযোগে বিদ্যমান (“ ”) এবং ‘তথোক্তম্’ পদটি পাওয়া যাবে। বোঝা যাচ্ছে, সম্পাদক মহাশয় এটিকে পূর্বোক্ত গ্রন্থের উদ্ধৃতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন (দ্রষ্টব্য পতঞ্জলির ব্যাকরণ মহাভাষ্য, ১ম খণ্ড সম্পাদক, এস. ডি. যোশী, পৃ-৩৫৫)।

তবুও কিছু কিছু পাঠক প্রশ্ন তুলতে চান এটি পতঞ্জলির নিজস্ব রচনা কিনা। এ অঙ্গতার উত্তর নেই। যেহেতু এই ব্রাহ্মণটি খুবই অবহেলিত ছিল বহুকাল পর্যন্ত, তাই বহু-প্রচলিত কারিকাটি এতদিন পতঞ্জলির রচিত বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। এই অঙ্গতা দূর হওয়া প্রয়োজন। কেউ কেউ প্রশ্ন করেন—আচ্ছা উল্টোটাও তো হতে পারে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণই ধার করেছেন পতঞ্জলির কাছে। প্রশ্নটি আপাত দৃষ্টিতে সাধারণ, নিরীহ। কিন্তু এর উত্তর একটি নয়, একাধিক। প্রথমতঃ একটি ব্রা. গ্রন্থ বৈদিক-উত্তর যুগের একটি ব্যাকরণগ্রন্থ থেকে একটি কারিকা গ্রহণ করছে—এমন দৃষ্টান্ত ব্রা. গ্রন্থে সাধারণভাবে তো বটেই কিংবা গো. ব্রা. এও আর কোথাও নেই। প্রয়োজনে তাঁরা তাদের নিজস্ব বৃত্তে ঘোরাফেরা করেন। এটাই রীতি। গো. ব্রা. এ অনেকানেক ব্যাকরণগত আলোচনা আছে। কোথাও সে মহাভাষ্য থেকে নিয়েছে তার পরিচয় নেই। কিন্তু মহাভাষ্যকার প্রয়োজনে নানা সংহিতা ব্রাহ্মণ থেকে নিয়েছেন, সে দৃষ্টান্ত প্রচুর। আরও একটি দৃষ্টান্ত আছে, যেটি দেখলে অত্যন্ত সাধারণ পাঠকও বুঝতে পারবেন যে পতঞ্জলি গো. ব্রা. থেকে স্পষ্টতঃই গ্রহণ করেছেন। গো. ব্রা. এ (১.২.৮) একটি বাক্য আছে ‘বিংশিনোহঙ্গিরস ঋষীন্ নিরমিমীত’। এখানে ব্রাহ্মণ বর্ণনা করেছেন যে ব্রহ্ম, এক অঙ্গিরা ঋষি থেকে কুড়িজন অঙ্গিরস ঋষিকে নির্মাণ করেছিলেন। প্রসঙ্গ অথর্ব-বেদের সৃষ্টি ইত্যাদি। বৈয়াকরণ পতঞ্জলি পাণিনির ৫.২.৩৭ সূত্রের বার্তিক (শনশতোর্ডিনি বক্তব্যঃ) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে

‘ডিনি’ (ইন্) প্রত্যয়ের যখন উদাহরণ দিচ্ছেন, তখন তিনি ঐ ‘বিংশিনোহঙ্গিরসঃ’ অংশটি তুলে (‘বিংশিন্’) ডিনি (ইন্) প্রত্যয়ের উদাহরণ দিয়েছেন। ঐ অংশটি অন্য কোনও বৈদিকগ্রন্থেও নেই। এর পরেও নিশ্চয় কোনো সতর্ক পাঠককে বলে দিতে হবে না, কে কার কাছ থেকে ধার করেছেন। এ প্রসঙ্গে পাটিয়ালের মন্তব্যও তুলে দিচ্ছি। “It may naturally lead one to think that in all probability, Patañjali, the ‘Mahābhāṣyakāra’ might have borrowed it from this (G.B) Text” (দ্রষ্টব্যঃ—তদেব, ভূমিকা, পৃ-৪৪)। অতএব গো. ব্রা. যে পতঞ্জলি পূর্বের সে সম্পর্কে আর সন্দেহ থাকে না।

এদিকে ব্লুমফিল্ড ধরে বসে আছেন যে, গো. ব্রা. নিরুক্ত-পরবর্তী (৫০০ খ্রী.পূ.)। তাঁর অনুমানের ভিত্তি হল মখ শব্দটির ব্যুৎপত্তি (তদেব, পৃ-১১৯)। গো. ব্রা. এ মখশব্দটি আছে (মখ ইত্যেতদ্ যজ্ঞনামধেয়ং ছিদ্রপ্রতিষেধসামর্থ্যাৎ। ছিদ্রং খমিত্যুক্তং, তস্য মেতি প্রতিষেধঃ, মা যজ্ঞঃ ছিদ্রং করিষ্যতি ইতি ২.২.৫)। এই শব্দটি নিরুক্তে গৃহীত আছে ব্যুৎপত্তিসহ। শুধু তাই নয়, নিরুক্তসম্পাদক লক্ষ্মণ স্বরূপ অন্ততঃ ১৪টি ক্ষেত্র দেখিয়েছেন, যেখানে শব্দার্থ নির্বাচনে নিরুক্ত গো. ব্রা. থেকে গ্রহণ করেছে বলে তাঁর দাবী। (দ্রষ্টব্য নিরুক্ত পরিশিষ্ট-১, পৃষ্ঠা, ২৬১-২৬৩) দু’একটি দৃষ্টান্ত দেখানো হচ্ছে।

গো. ব্রা. (২.২.৬; ২.৪.২) এ একটি বাক্য আছে ‘এতদ্বৈ যজ্ঞস্য সমৃদ্ধং যদ্ রূপসমৃদ্ধং যৎকর্ম ক্রিয়মাণমৃগ্ যজুর্বাভিবদতি’। নিরুক্ত ১.১৬ এ হুবহু এই উদ্ধৃতিটি আছে। এবং সেখানে ‘ইতি চ ব্রাহ্মণম্’ বলে স্পষ্টই জানানো হচ্ছে যে এটি একটি ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। ঐ. ব্রা. এ অনেকগুলি স্থানে এই উদ্ধৃতিটি পাওয়া যাবে। (১.৪; ১.১৩; ১.১৬ ইত্যাদি), কিন্তু কোথাও ‘যৎ ক্রিয়মাণমৃগ্ভিবদতি’ এই বাক্যাংশটি নেই।

এখন নিশ্চয় বলার অবকাশ থাকে না যে, নিরুক্ত কোন্ ব্রাহ্মণ থেকে মন্ত্রটি উদ্ধৃতি দিয়েছে। ঐতরেয় থেকে নিলে নিশ্চয় ঐ বাক্যাংশটুকু বাদ যেত না, যা কেবলমাত্র গো. ব্রা. এ পাচ্ছি। অনুরূপ ভাবে গো. ব্রা. ২.৩.৪ এ বাক্য পাব যেটি নিরুক্ত ৮.২২ এ হুবহু আছে। ঐ বাক্যটি ঐ. ব্রা. ৩.৮.১ এ আছে সত্য কিন্তু সেখানে ‘মনসা’ পদটি অনুপস্থিত, কিন্তু গো. ব্রা. এ মনসা পদটি বিদ্যমান। অতএব বোঝা যাচ্ছে নিরুক্ত কোন ব্রাহ্মণকে অনুসরণ করেছে। আর, গো. ব্রা. এ পক্ষে ‘মনসা’ পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্রাহ্মণ যখন অথর্ববেদের বেদত্বকে (এবং ত্রয়ী প্রসঙ্গকে) সুপ্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছে, তখন বার বার বলেছে যে, অন্য তিনটি বেদের দ্বারা ব্রহ্মা

যজ্ঞের এক পক্ষ সাধন করেন আর অথর্ববেদের দ্বারা বেদের অপর পক্ষ সাধন করেন। সেটি তার ‘মানস’ দিকটি (স বা এষ ত্রিভির্বেদৈর্যজ্ঞস্যন্যতরঃ পক্ষঃ সংক্ষিয়তে। মনসৈব ব্রহ্মা যজ্ঞস্যন্যতরঃ পক্ষঃ সংস্করোতি -১.৩.২)। আর যজ্ঞের দুটি দিক। মনসা চৈব হি বাচা চ যজ্ঞো বর্ততে (১.৩.২)। অতএব কীথও এই বিতর্কে যোগ দিয়ে গো. ব্রা. এর কাল সম্পর্কে মন্তব্য করেন—‘it is hardly open to doubt that the form (*manasā*) found in GB must have been before Yāska’s mind’ (কীথ, ঐ. আ., পাদটীকা, পৃ-২৫-২৬)।

গো. ব্রা. এ ঐ. ব্রা. বা শত. ব্রা. বা অন্যান্য ব্রাহ্মণের মতোই নিরুক্তরীতির শব্দতত্ত্বের আলোচনা প্রচুর। পুত্র, জায়া, সমুদ্র, বরুণ, ভৃগু, অথর্বা, অঙ্গিরা প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি (সমস্তই প্রথম প্রপাঠকে) এবং আরও বহু শব্দের ব্যুৎপত্তির যে কৃৎকৌশল গো. ব্রা. আছে তাতে নিরুক্তীয় শৈলী অনুসৃত হলেও তা যাস্ক পূর্ববর্তী—এ নিয়ে কেউ সংশয় প্রকাশ করেন নি। ভাষাতাত্ত্বিক ‘গুণের’ও অভিমত যে গো. ব্রা. নিরুক্তপূর্ববর্তী— GB is anterior to Nirukta, (Gune, ‘Brāhmaṇaquotations in Nirukta’. *Bhandarkar Commemorial Vol.* pp.43-53, উদ্ধৃতি, পাটিয়াল, ভূ, পৃ-৪৫)। এখন নিরুক্তের সময় যদি খ্রী. পূর্ব. ৫০০ অব্দ হয়, তাহলে নিরুক্তীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল গো. ব্রা. ঠিক তার পূর্ববর্তী হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ এর রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০-৬০০ অব্দ বলে ধরা যেতেই পারে।

পরিশেষে এটুকুই বলার যে, গো. ব্রা. এর কাল নিয়ে বহুদিন ধরে বহু বিভ্রান্তি রয়েছে। কিন্তু গত ৪০-৫০ বছরে নতুন করে এ বিষয়ে যে সব মনস্বী গবেষণা পণ্ডিতমহলে প্রস্তুত হচ্ছে, পণ্ডিতদের মধ্যে অথর্ববেদ নিয়ে আগ্রহও তৈরী হচ্ছে (এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, তৎপুত্র অধ্যাপক দীপক ভট্টাচার্যের প্রয়াস, অধ্যাপক পাটিয়াল, অধ্যাপক এস. কে. বালি, অধ্যাপক বি. আর. মোদক এবং বর্তমান গ্রন্থকার, অষ্ট্রিয়ার টমাস ক্রিশ্ প্রভৃতি এবং তৎসহ বহু নূতন নূতন শুধু অথর্ববেদকেন্দ্রিক গবেষণাপত্র, কর্মশালা, আলোচনাচক্র প্রত্যহ এর প্রতি আগ্রহকে প্রমাণ করছে)। প্রথম দিককার পণ্ডিত সমাজে গো.ব্রা. এর বিষয়বস্তু ও কাল নিয়ে যে সমস্ত তথ্যস্বল্পতার অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল এবং তার ফলশ্রুতি হিসেবে যে অনুমানভিত্তিক নির্মাণ ও সৃষ্টি গড়ে উঠেছিল, যেজন্যে এই একমাত্র অথর্ববেদব্রাহ্মণটি একেবারে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিল, সে সব ভাবনা এখন নতুন করে ভাবতে হচ্ছে এবং ব্রাহ্মণটি যে একেবারে গুরুত্বহীন নয় বৈদিক সমাজে তাও ক্রমশ স্ফুট হচ্ছে।

মৌলিক এবং সংগৃহীত/ঋণীকৃত অংশসমূহ

বহুদিন পর্যন্ত এইটিই জানা ছিল যে, অথর্ববেদের এই একমাত্র ব্রাহ্মণটিতে মৌলিক বা যজ্ঞবিষয়ক যে ব্রাহ্মণোচিত আলোচনা থাকা একান্ত আবশ্যিক, গো. ব্রা. এ সেসব তেমন কিছু নেই, ফলত পণ্ডিতেরা এর প্রতি বিশেষ কোনও আগ্রহ দেখান নি। ব্লুমফিল্ড বা রাজেন্দ্রলালের দ্বারা যে কাজটুকু প্রাথমিক পর্বে হয়েছিল তাতে ঐ সত্যই প্রকাশিত হয়েছে। ইদানীং সেই প্রচলিত সত্য (বিশ্বাস বলাই যুক্তিযুক্ত) সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছে। আলোচনার আগ্রহে বেরিয়ে আসছে নতুন নতুন তথ্য যা অনেকটা প্রচ্ছন্ন ছিল বলা যেতে পারে। দেখা যাচ্ছে যে, এই ব্রাহ্মণেও বেশ কিছু মৌলিক আলোচনা আছে এবং অনুজ ব্রাহ্মণ হওয়ার সুবাদে বা অপবাদে পূর্বপূর্ব গ্রন্থ থেকে অনেকানেক অংশ সংগৃহীত হয়েছে। আবার অসম্পূর্ণ হবার কারণে এর সমগ্র পরিচয়টুকুও পাওয়া যাবে না। যা হোক আপাতত এই অংশে আমরা এর মৌলিক অংশ, আধামৌলিক অংশ এবং সংগৃহীত বা ঋণীকৃত অংশের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

প্রথমে মৌলিক ও আধামৌলিক বিষয়সমূহের তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে।

ক) অথর্ববেদের উৎস তথা বিশ্বসৃষ্টি বিষয়ক আলোচনা

খ) ওঁকারবিষয়ক দীর্ঘ আলোচনা

গ) গায়ত্রী তত্ত্ব

ঘ) ব্রহ্মচর্যবিষয়ক তত্ত্ব

ঙ) অথর্ববেদ তথা ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়

চ) যজ্ঞক্রম তথা যজ্ঞবিভাজনে নতুনত্ব

ছ) কিছু ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব

জ) ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনা

বলা বাহুল্য এসব তত্ত্ব সবসময় সম্পূর্ণরূপে গো. ব্রা. এর নয়, কিন্তু আলোচনাতে নতুনত্ব আছে অবশ্যই।

ক. সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে অথর্ববেদের উৎস বিষয়ে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য তথ্য নেই। সংহিতার নিজের মধ্যেও নেই। ঋক্ সংহিতার বহুশ্রুত সূক্তে (১০.৯০) যেখানে যজ্ঞপুরুষ থেকে তিনটি বেদের উদ্ভব হয়েছে বলে দাবী করা হয়, (তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বভূতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। হন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত। (১০.৯০.৯), সেখানেও অথর্ববেদের উৎস

সম্পর্কে স্পষ্ট কথা বলা হয়নি। স্পষ্ট করে এর উদ্ভব সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে (অবশ্যই নিজস্ব ভঙ্গিতে) অথর্ববেদের ব্রাহ্মণ। একটি উপাখ্যানমুখে এই উদ্ভব ব্যাখ্যাত হয়েছে (১.১.২-৮)। সাতটি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্ম নিজেকে প্রতপ্ত করেন সৃষ্টির মানসে। তাঁর রোমকূপজ স্বেদধারা থেকেই উৎপন্ন সমগ্র জলরাশি। সেই জলরাশিতে নিক্ষিপ্ত হল তাঁর বীৰ্য। সেই ধৃতবীৰ্য জলরাশি থেকেই ভৃগুর উৎপত্তি (যদভৃজ্জত, তস্মাদ্ ভৃগুঃ সমভবৎ, ১.১.৩)। প্রাচীন ভৃগু সৃষ্টি সন্ধানে ব্রতী হলেন। তার সর্বধা অনুসন্ধান থেকে, অথর্বা ও অঙ্গিরাস্থির সৃষ্টি এবং অথর্বার শিষ্য-প্রশিষ্য এবং অঙ্গিরার শিষ্য প্রশিষ্যরাই অথর্বাদ্ভিরস বা অথর্বসংহিতার দ্রষ্টা বা স্রষ্টা। ঋষিদের সৃষ্টির যে তথ্যটি এখানে আছে, তা একান্তই ব্রাহ্মণের নিজস্ব শৈলীতে উক্ত এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণের মতোই নৈরুক্তীয় শৈলীতে তা ব্যাখ্যাত হয়েছে। যেমন অথর্বা—‘তদ্যদব্রবীৎ-অথর্বাঙ্ এনমেতাস্বেবান্সম্বিচ্ছেতি; তদথর্বাভবৎ (১.১.৪)।

অঙ্গিরাস্থি—তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য সন্তপ্তস্য সর্বেভ্যোহঙ্গেভ্যো রসোহক্ষরৎ। সোহক্ষরসোহভবৎ। তংবা এতমক্ষরসং সন্তমাদ্ভিরস ইত্যচক্ষতে পরোক্ষণ (১.১.৭)।

ব্রাহ্মণের বলার রীতিই এরকম। এর ঐতিহাসিক সত্যতা নির্ধারণ করা মুশকিল। এরপর পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত বিশ্বজগৎ এবং তার প্রতিটি বিষয়ের সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এই বেদের যে মহাব্যাহতিসকল তাদের আকর্ষণেই সূর্যচন্দ্রাদি, নক্ষত্ররাজি, কাল, পৃথিবী বৃক্ষরাজি সকলই উদ্ভূত।

খ. গো. ব্রা. এর অন্যতম মৌলিক অবদান হল ওঁকার সম্পর্কিত দীর্ঘ আলোচনা। সংহিতাগ্রন্থে স্পষ্টভাবে ওঁকার সম্পর্কে উল্লেখ নেই। প্রাচীন ব্রাহ্মণ যথা ঐতরেয় বা ছান্দোগ্য বা শতপথে ওঁকারের কোথাও কোথাও উল্লেখ আছে (তদেষাম্ ওমিতি—ঐ. ব্রা. ৩.৫; ‘ওম্ খং ব্রহ্ম’ শত. ব্রা. ১১.৫.৪)। কিন্তু এই একাক্ষরবিশিষ্ট তত্ত্বটি যা উপনিষৎ সাহিত্যের একান্ত প্রাণ এবং সকল সৃষ্টির মূলে, ব্রহ্মচর্চার অন্যতম সূত্র তা হঠাৎ কিভাবে উপনিষদে এমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, সেটিও আশ্চর্যজনকভাবে অজ্ঞাত ছিল। এখন তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। গো. ব্রা. এর দীর্ঘ পনেরটি অনুচ্ছেদে (১.১.১৬-৩০) ওঁকারের উদ্ভব, মাহাত্ম্য, দার্শনিকস্বরূপ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। এর এক একটি মাত্রা থেকে কিভাবে বিশ্বজগৎ, বেদ, জাগতিক প্রাণী সৃষ্ট হয়েছে তার বিস্তৃত পরিচয় আছে। (এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের গ্রন্থ গোপথব্রাহ্মণ—আ ক্রিটিক্যাল ষ্টাডি, পৃ-৪৬-৫৭)। এর ফলে একটি নতুন মিসিং লিঙ্ক আবিষ্কৃত হল। সংহিতা ব্রাহ্মণে অনুপস্থিত থেকেও উপনিষদে বিশেষতঃ অথর্বোপনিষদসমূহে ওঁকার কেন

এত মহিমাযিত হয়ে দেখা দিল সেটি উদ্ঘাটিত হল। এমনকি চারটি অনুচ্ছেদ জুড়ে এই অক্ষরটির রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে (১.১.২৪-২৭), যা মূলত বৈদিক সাহিত্যে এর নিজস্ব অবদান এবং এ সম্পর্কে কোনও বিতর্ক নেই।

গ. গো.ব্রা এ ১.১.৩১-৩৮ পর্যন্ত আটটি প্রমাণ সাইজের অনুচ্ছেদে গায়ত্রী সম্পর্কিত আলোচনা আছে। গায়ত্রী বা সাবিত্রী শব্দটি প্রায় সমস্ত বেদ ব্রাহ্মণে একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। প্রথম উল্লেখ ঋক্ বেদে (৩.৬২.১০)। বরঞ্চ অথর্বসংহিতাতে মন্ত্রটির উল্লেখ নেই, যদিও বেদমাতা, বরদা ইত্যাদি বলে তার স্তুতি সেখানে লক্ষ্য করা যাবে। (অথর্ব.১৯.৭.১২)। গো.ব্রা. এ ঐ সাবিত্রী মন্ত্রটি বিস্তৃত, দীর্ঘ এবং প্রাচীনতম ব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হবে। ব্লুমফিল্ড পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে এটিই গায়ত্রীমন্ত্রের প্রাচীনতম ব্যাখ্যা। (বর্তমান লেখকের পূর্বোল্লিখিত গবেষণা গ্রন্থে গায়ত্রী সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য. দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ—৫৮-৬৭)। মন্ত্রের দার্শনিক তাৎপর্য, আধ্যাত্মিকতা, সবিতা ও সাবিত্রীর গূঢ় সম্পর্ক সেখানে আলোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের গায়ত্রীমন্ত্রপ্রীতি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। গায়ত্রী তাঁর অত্যন্ত প্রিয় মন্ত্র ছিল। তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যাও তাঁর শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলিতে ও অন্যত্র আছে—সকলে জানেন।

ঘ. অথর্ববেদের একটি সূক্তে (১১.৫) ব্রহ্মচর্যবিষয়ক কিছু কথা উক্ত হয়েছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক এবং তৈ. উপনিষদের শিক্ষাবল্লীতে ১.২, শত. ব্রা. (১১.৫.৪.১) এ ব্রহ্মচর্য, ছাত্রব্রত (Religious studentship) বিষয়ে আলোচনা ও উপদেশ আছে।

মূলত অথর্ববেদকে অনুসরণ করে আটটি অনুচ্ছেদে ব্রহ্মচর্য বিষয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর দায়িত্ব, কর্তব্য, সংযম, করণীয় ও পরিবর্জনীয় কর্ম বিষয়ে বিশদ বিবরণ আছে। এটি গো. ব্রা. এর আধামৌলিক বিষয়ের অন্তর্গত একটি তত্ত্ব। প্রাচীন ভারতীয় জীবনচর্চার চতুরাশ্রমের প্রথম আশ্রমটির কিছু পরিচয় প্রথম এই ব্রাহ্মণে উপলব্ধ হয়।

ঙ. এই অবদানটি এই ব্রাহ্মণটির পক্ষে একটি স্বাভাবিক কর্ম বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই ব্রাহ্মণ রচিত হবার সময়ে খুব সম্ভব অথর্ববেদ অন্য বেদত্রয়ের তুলনায় হীনমন্য হয়ে পড়েছিল, মূলত অথর্ববেদের যাগবিষয়ক অংশ বা তার গৃহ্যকর্মগুলির গুরুত্ব অনুভূত হয়নি। খুব সম্ভবত বৈতানসূত্র যা অথর্ববেদের শ্রৌতসূত্র, তা রচিত হয় নি। ফলতঃ অথর্ববেদকে বৈদিক যাগ সংস্কৃতির অন্তর্গত দেখাতে উদ্যোগী গো. ব্রা. প্রায় ৫টি অনুচ্ছেদে (১.৩.১-৫) অথর্ববেদের যাগসংস্কৃতি, ব্রহ্মা নামক আথর্বণ পুরোহিতের শ্রেষ্ঠত্ব অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছে। একাধিকবার ব্রাহ্মণটি জানিয়েছে যে যজ্ঞ চতুষ্পাৎ । তাই চারটি বেদই প্রয়োজন। ব্রহ্মা

পুরোহিত, সর্বজ্ঞ। সে ছাড়া যজ্ঞের খুঁটিনাটি অন্যদের অজানা। একটি-দুটি বা তিনটি পা দিয়ে গোরু বা ঘোড়া যেমন চলাচলে অক্ষম, তেমনি একটি, দুটি বা তিনটি বেদ দিয়ে সমগ্র যজ্ঞকর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাতে যজ্ঞ নষ্ট হয়। (তদ্ যথা গৌর্বাশ্বো বাশ্বতরো বৈকপাদ্ দ্বিপাৎ ত্রিপাদিতি স্যাৎ, কিমভিবহেৎ....তথা হাস্য যজ্ঞঃ চতুর্ষু লোকেষু চতুর্ষু দেবেষু চতুর্ষু বেদেষু চতসৃষু হোত্রাসু চতুস্পাদ্ যজ্ঞঃ প্রতিতিষ্ঠতি-১.৩.১)। লক্ষণীয় দুটি বিষয়—‘চতসৃষু হোত্রাসু’ এবং ‘চতুস্পাদ্ যজ্ঞঃ’। অর্থাৎ যেমন হোত্রক চারজন প্রয়োজন, তেমনি চারটি বেদই প্রয়োজন—এবং যজ্ঞ সম্পাদনের জন্যেই প্রয়োজন। অথর্ববেদবিৎ ব্রহ্মা যজ্ঞের মানসিক দিকটি সম্পূর্ণরূপে পরিচালনা করেন। অর্থাৎ যজ্ঞ যে যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে, এই বোধের দিকটি হৃদয়ঙ্গমে সমর্থ একমাত্র ব্রহ্মা। অন্য পুরোহিতরা যজ্ঞের অপরাপর অংশ পরিচালনা করেন। অর্থাৎ ঋগ্বেদবিৎ হোতা তাঁর নিজস্ব পরিধিতে চলাফেরা করেন, তেমনি করেন উদ্গাতা বা অধ্বর্যু। সমগ্র যাগটিকে বাক্ ও মন দিয়ে সম্পন্ন করতে একমাত্র ব্রহ্মা যিনি অথর্ববেদবিৎ তিনিই সম্পন্ন করতে সক্ষম (১.৩.২)। এই সুর গো.ব্রা. নানাস্থানে বারে বারেই শোনা গেছে। অনেকস্থলে মন্ত্রব্রাহ্মণাংশ অন্যত্র থেকে গ্রহণ করেও তার মধ্যে আথর্বণ সৌরভ মিশিয়ে দিয়েছে গো.ব্রা। এটিও তার নিজস্ব অবদান।

চ. সাধারণত যজ্ঞকে পাঁচভাবে ভাগ করা হয়। হোম, ইষ্টি, পশু, সোম ও সত্র (সত্রের স্থানে কোথাও কোথাও চাতুর্মাস্যের নাম পাওয়া যায়)। ঐ. আরণ্যক যজ্ঞকে পাঁচভাগে ভাগ করেছে (স এষ যজ্ঞঃ পঞ্চবিধঃ...২.৩.৩)। তৈ. ব্রা এ (৩.৬.১-৩) একই কথা বলা হয়েছে। গো. ব্রা. ঐ পাঁচটি যজ্ঞাচারকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে ভাগ করেছে। তার মতে যজ্ঞ প্রথমতঃ তিনভাগে বিভক্ত—সোম, পাকযজ্ঞ ও হবির্যজ্ঞ। এরপর প্রতিটি ভাগ আবার সাতটি করে উপবিভাগে মোট একুশটি উপবিভাগে বিন্যস্ত (সপ্ত সুত্যাঃ সপ্ত চ পাকযজ্ঞা হবির্যজ্ঞা সপ্ত তথৈকবিংশতিঃ। ১.৫.২৪)।

গো. ব্রা. এর তিনটি অনুচ্ছেদ (১.৫.২৩-২৫), যা পদ্যে রচিত, তা প্রধানত যজ্ঞের বিভাগ, উপবিভাগের খুঁটিনাটিকে কেন্দ্র করেই। যাগের নানা হিসাব, সময়, পুরোহিত, দ্রব্য, হোত্রক সংখ্যা ইত্যাদি আলোচিত। এখানে একটি বিষয় খুবই স্পষ্ট যে, ঐ সমস্ত যাগে অথর্বাদ্ভিরাপুরোহিতদের প্রাধান্য এবং গুরুত্ব। সকল যাগেই তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। এইটি এ ব্রাহ্মণের অন্যতম অবদান। এছাড়া গো. ব্রা. ১.৫.৭ এ একটি যজ্ঞক্রমের তালিকা দেওয়া আছে, যেখানে অগ্ন্যাধান থেকে শুরু করে সর্বমেধ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ যাগগুলির নাম আছে। গো. ব্রা. যে অসম্পূর্ণ মনে হয় তার অন্যতম কারণ হল এতগুলি ক্রমানুসারী যাগের

বর্ণনার পর অগ্ন্যাধ্যান, ইষ্টি ও সোমযাগ বর্ণনার পরেই শেষ হয়ে যাচ্ছে গ্রন্থ। উল্লিখিত অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সর্বমেধ (হয়তো আরও আভিচারিক কর্মও থাকতে পারত) প্রভৃতি যাগের কোনো বিবরণ নেই। দুটি ক্ষেত্রে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) মাত্র অভিচারের সামান্য উল্লেখ আছে।

এখানে একটি বক্তব্য আছে। গো. ব্রা. তেমন নতুন যাগের কথা না বললেও প্রচলিত সকল যাগের কথাই বলেছে এবং অনেকগুলির বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছে। অর্থাৎ অথর্ববেদে যে কুসংস্কার, যাদু, আভিচারিক কর্ম ও ব্ল্যাক ম্যাজিকের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান বলে যাঁরা দাবী করেন সেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বেদবাদীদের এটুকুই বলার যে অথর্ববেদ যদি সত্যি তাই হত, তাহলে তার প্রথম ব্যাখ্যাগ্রন্থ ব্রাহ্মণে অন্তত তার পরিচয় অবশ্যই থাকতো। (যদি এটি পরবর্তী কালের হয় তবুও)। অথচ ব্রাহ্মণে সেই সমস্ত আভিচারিক, ব্ল্যাক ম্যাজিকের কোনও বিশ্বাসযোগ্য পরিচয় কোথাও নেই উল্টে তার শ্রীতানুসারিতা স্পষ্ট করেই উদ্ঘোষিত। অতএব বোঝা যায় যে অথর্ববেদ সংহিতার যে ব্যাখ্যা প্রচলিত জনসমাজে, গো.ব্রা. তাকে সমর্থন করেনা।

ছ. গো. ব্রা. এর ভৌগোলিক বা বৈজ্ঞানিক পরিচয়গুলি সর্বাংশে মৌলিক নয়। তবে কিছু পরিচয় ও তথ্য আছে, এটুকুই উল্লেখের।

গো. ব্রা. (১.২.৮, ১০) এর দুটি অনুচ্ছেদে অনেকগুলি ভৌগোলিক স্থানের নাম আছে যেমন বসিষ্ঠশিলা, কৃষ্ণশিলা, গুংগুবাস, ঋষিদ্রোণ, অগস্ত্যতীর্থ, কশ্যপতুঙ্গ, ঋষিবন প্রভৃতি। এগুলি মূলত ঋষিদের আশ্রমের নাম।

এর মধ্যে অগস্ত্যতীর্থ, ঋষিদ্রোণ, ঋষিবন, কশ্যপতুঙ্গ, কৃষ্ণশিলা, বসিষ্ঠশিলা প্রভৃতির নাম প্রথম এই গ্রন্থেই পাওয়া যাবে। এছাড়া কতকগুলি দেশের ও স্থানের নামও এই ব্রাহ্মণে পাওয়া যাচ্ছে যেমন কুরু, পঞ্চাল, অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, শাল্ব, মৎস্য, বশ, উশীনর। এসব প্রায় নামই পূর্বপূর্ব গ্রন্থে পাওয়া যাবে। ঐ সমস্ত আশ্রম ও স্থানগুলির বর্তমান অবস্থান অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন পাটিয়াল (দ্রষ্টব্য—তদেব, ভূমিকা, পৃ-৭৫-৮৯)

কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্যও এই ব্রাহ্মণের নজর এড়িয়ে যায় নি। যেমন জল যে স্থাবর জঙ্গম পদার্থের উৎস তা স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছে (অদ্যঃ স্থাবরজঙ্গমো ভূতগ্রামঃ সন্তবতি। ১.১.২৯)।

যা ভেষজ তা অমৃততুল্য হয়ে রোগ নিরাময় করে (যদ্ ভেষজং তদমৃতম্ ১.৩.৪)। বারবার এপ্রসঙ্গ আছে। রোগ যে ঋতুসন্ধিতে উৎপন্ন হয়, বাড়ে, তাও লক্ষ্য করেছে (ঋতুসন্ধিষু বৈ ব্যাধির্জায়তে ২.১.১৯)।

স্ত্রীপুরুষের মিথুন থেকেই যে প্রাণির সৃষ্টি তাও এই ব্রাহ্মণের অজানা ছিল না। এবং এই কথা বহুবার অন্যান্য বেদব্রাহ্মণের মতো এখানেও উচ্চারিত (তদ্বাদেবাস্মৈ মিথুনাং পশুন্ প্রজনয়তি২.১.১০ ইত্যাদি)।

আরও একটি গুরুত্ব বৈজ্ঞানিক তথ্যের উল্লেখ এ ব্রাহ্মণ করেছে। সূর্য যে কখনও উদিত হয় না, বা অস্তও যায় না, এটি প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের জানা ছিল। এবং এর ভুল জানা যে ক্ষতিকর তাও উল্লেখ করেছে (স বা এষ ন কদাচনাস্তময়তি নোদয়তি। ২.৪.১০)। কিভাবে এসব বিস্ময়কর তথ্য তাঁদের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল তা জানার কোনও উপায় নেই।

সংখ্যা গণনার কিছু সূক্ষ্ম হিসাব এ ব্রাহ্মণে পরিলক্ষিত হবে। যেমন সংবৎসর যাগে মোট অক্ষর সংখ্যা কত? ৩কোটি ২লক্ষ ১০ হাজার ৮ শত ৯ (৩, ০২, ১০, ৮০৯, দ্রষ্টব্য, গো.ব্রা. ১.৫.২৪)

সাধারণভাবে দিন, মাস, ঋতু, বৎসর—এইভাবে কালের বিভাগ যেমন করা হয়েছে, তেমনি সংবৎসরের সময়ের একটি সূক্ষ্ম ভাগও এ ব্রাহ্মণে আছে। সংবৎসরের কতগুলি মুহূর্ত আছে?—১৮, ৪৫, ২৮, ১২, ৫০, ০০০(১.৫.৫) যদিও এসব যাগের সঙ্গে জড়িত। অর্থাৎ গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যাসংক্রান্ত বৈদিক পরিচয় বেদে একধরনের ‘বাই প্রোডাক্ট’ তথাপি এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যাবে না।

জ. গো. ব্রা এর ভাষাতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণ পর্যালোচনা পর্যাপ্ত নয়। তবুও অধ্যাপক পাটিয়াল তার গবেষণাপত্রের ভূমিকাতে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন (দ্রষ্টব্য, তদেব *Linguistic Peculiarities of the Gopatha Brāhmaṇa*, ভূমিকা, পৃ-৫৫-৬৮) এখানে দীর্ঘ আলোচনা করলে মূলত সেটিরই পুনরাবৃত্তি করতে হয়। তাই সামান্য কিছু পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। তবে বলা যেতে পারে, ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের প্রচুর নতুন বৈশিষ্ট্য এখানে পাওয়া সম্ভব।

শব্দসৃষ্টির ক্ষেত্রে এই ব্রাহ্মণ অন্যান্য ব্রাহ্মণের মতই শব্দের রূপতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্বকে আশ্রয় করেছে যা পরবর্তীকালের নিরুক্তে অন্যতম উপজীব্য হয়েছে।

যেমন :-

সুবেদ > স্বেদ (১.১.১)

ধারয়িষ্যামি > ধারা (১.১.২)

অঙ্গরস > অঙ্গিরা (১.১.৭)

বরণ > বরণ (১.১.৭)

স্পৃশ্য > পৃষ্ঠ্য (১.৪.২৩)

দীক্ষিত > দীক্ষিত (১.৬.১৯)

এ উদাহরণ অজস্র।

সন্ধিতে অসন্ধি (Hiatus) বর্ষা ঋতুন্ (১.১.১৯)

শ্রুত ঋষি (১.৬.১৮)

প্রগৃহ্য স্থলেও সন্ধি (Double Sandhi)— আচার্যোবাচ (১.১.৩১)।

ধ্বনিতত্ত্বের একটি বৈশিষ্ট্য :- উপসর্গের অন্তিম স্বরের বৃদ্ধি - প্রতিবাহঃ (১.১.২৩) (উচিত প্রতিবাহঃ)।

রূপতত্ত্বে—আত্মন্ শব্দের ৭মীর একবচনে ‘নি’ স্থানে ন্। আত্মন্ (১.২.২১)(আত্মনি স্থানে)

Aorist এর ক্ষেত্রে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

Root Aorist—অন্নাগাৎ (১.২.৭)

Reduplicated Aorist—অচীক্লিপৎ (১.৩.৪), অন্যত্র পাওয়া যাবেনা।

s-Aorist—অবষট্কাষীৎ (১.৩.৪) এখানে ‘s’ augment দুকে পড়েছে উপসর্গের আগেই। একই ধরনের আরও দৃষ্টান্ত ঐ অনুচ্ছেদে আছে।

‘is’ Aorist বিরল উদাহরণ— প্রাব্রাজীৎ (১.১.৩৩), অশাংসীৎ।

এ অনুচ্ছেদে অজস্র ‘is’—Aorist এর ছড়াছড়ি।

আগেই উল্লেখ করেছি পতঞ্জলি অব্যয়ের সংজ্ঞা দিতে যে কারিকাটি ব্যবহার করেছেন, সেটি তিনি পেয়েছেন এই ব্রাহ্মণ থেকেই।

সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্বাসু চ বিভক্তিষু।

বচনেষু চ সর্বেষু যন্ন ব্যোতি তদব্যয়ম্ ॥(১.১.২৬)।

আরও তিনটি অনুচ্ছেদ উচ্চারণপদ্ধতির আলোচনাতে পূর্ণ। গো. ব্রা. এর (২.২.২০-২২) তিনটি অনুচ্ছেদ জুড়ে প্রাতিশাখ্যের শৈলীতে মন্ত্রের তিন প্রকার উচ্চারণ পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। বাকের বহুবিধ স্বরূপ আলোচিত হয়েছে, যা স্বরতত্ত্ববিদদের কৌতূহল সৃষ্টি করবে।

ব্রাহ্মণের ২.৪.১০ এও শব্দ উচ্চারণের পদ্ধতি ঐ.ব্রা. (৩.৪৪) কে অনুসরণ করে আলোচিত হয়েছে। প্রতিটি সবনে যেভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হবে তাও বলা হয়েছে।

বস্তুত ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণের একটি দীর্ঘ আলোচনা গো. ব্রা. কে অনুসরণ করে তৈরী করা সম্ভব বলে বর্তমান লেখক মনে করেন। পাটিয়াল কিছু বিস্তৃত তথ্য দিয়েছেন তা আগেই বলেছি।

সংগৃহীত তথা ঋণীকৃত অংশসমূহ

মৌলিক, আধামৌলিক অংশের মতোই গো.ব্রা পূর্ব পূর্ব সংহিতা ও ব্রাহ্মণ থেকে প্রয়োজনমতো নানা বিষয় গ্রহণ করেছে—এবং এর পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। এ প্রসঙ্গে বলা ভালো যে, এই ঋণীকরণ প্রক্রিয়া বেদসাহিত্যের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অপেক্ষাকৃত নবীনতর সংহিতা ব্রাহ্মণ, তদপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করে থাকে।

ঋকসংহিতা—বহু ঋক এই গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। প্রায় ৭৫টির মতো মন্ত্র পূর্ণ বা আংশিক ঋকসংহিতার অন্তর্গত (পরিশিষ্ট তালিকা দ্রষ্টব্য)।

অথর্ববেদের শৌনক সংহিতা থেকে শতাধিক মন্ত্র এবং পৈঙ্গলাদ থেকে পঞ্চাশটির বেশী মন্ত্র সংগৃহীত (পরিশিষ্টের তালিকা দ্রষ্টব্য)।

ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে মূলত ঐতরেয়, কৌষীতকি ও শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে সংগৃহীত বিষয় বেশী। অন্যান্য ব্রাহ্মণ যেমন ষড়্বিংশ, ছান্দোগ্য প্রভৃতি থেকেও অল্পবিস্তর সংগৃহীত বিষয় আছে। এখানে মূলতঃ যজ্ঞানুষ্ঠান এবং তদগত বিষয়াদি বিশেষভাবে সংগৃহীত। প্রয়োজনে গোপথ ব্রাহ্মণ তার ভাষা বা তাৎপর্য বদল করে নিয়েছে। সংগৃহীত অংশগুলির উল্লেখ অনুবাদের টিপ্পনীতে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশদ উল্লেখের পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। প্রধানতঃ জানানো যে, গো.ব্রা. এর পূর্বভাগের তৃতীয় প্রপাঠক এবং উত্তরভাগের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ প্রপাঠকের বহু অনুচ্ছেদ ঐ. ব্রা থেকে সংগৃহীত, যার মধ্যে আছে দর্শপূর্ণমাসযাগ, প্রবর্গ্য, বষট্কার, হিংকার, শস্ত্রপাঠরীতি প্রভৃতি। কৌষীতকি ব্রা. থেকেও (২.১;৬,১৩ এবং ১৪) দর্শপূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য যাগ যা কৌষীতকি ব্রা. এর পঞ্চম অধ্যায় বিদ্যমান, তা গো. ব্রা. এ হুবহু (২.১.১০-২৬) পাওয়া যাবে। শত. ব্রা. এর একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায় থেকে গো.ব্রা. এ বহু অনুচ্ছেদ সংগৃহীত। ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ থেকে গো.ব্রা. (১.৩.১৬) স্বাহার আলোচনা গ্রহণ করেছে। জৈ. ব্রা.(২.৭৩) থেকে যজ্ঞের শ্রেণীবিन্যাস নতুন ভাবে গো. ব্রা. (১.৫.২৩-২৫) এ পাওয়া যাবে।

শেষ কথা

পরিশেষে বলতে হয়, এই ব্রাহ্মণ যা প্রথমে রাজেন্দ্রলালমিত্র ও হরচন্দ্রবিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় (১৮৭২খ্রী.) এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় তা যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ ছিল। পরে Duke Gastra ১৯১৯ সালে সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৯৮০ সালে বিজয়পালবিদ্যাবারিধি (সিং) একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। আমার অনুবাদের মূল গ্রন্থটি বিজয়পালজীর সংস্করণ থেকে নেওয়া। এরপর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদবিদ্যা কেন্দ্রের প্রাক্তন অধিকর্তা অধ্যাপক ড. সমীরণচন্দ্র চক্রবর্তী আরও পুথির চেষ্টায় নির্ভুল সংস্করণ প্রস্তুত করার চেষ্টায় আছেন। যদিও অধ্যাপক চক্রবর্তীর মুখ থেকেই শোনা যে, কোনো পুঁথি থেকেই আর নির্ভরযোগ্য কোনো সুষম পাঠ পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলতঃ বিজয়পালসিং এর বইটিই এখন ভরসা। একথা সত্য যে, এই ব্রাহ্মণে প্রতিপদেই পাণিনি ব্যাকরণসম্মত পাঠের অসুবিধে। অজস্র দৃষ্টান্ত আছে। তাই অনুবাদও কঠিনতর। ১৯৯৯ সালে একবার অনুবাদ প্রকাশ

করেছিলাম কিন্তু সেখানে মূল অংশ না থাকায় বহু সুধী জন আমাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিন্তু তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অনুদানের যে পরিমাণ ছিল তাতে মূল ও অনুবাদ- দুটি একসঙ্গে দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, মূল ও অনুবাদ দুটি অংশই একসঙ্গে করতে সম্মত হয়েছেন। এখান থেকে সম্পূর্ণটি পাওয়া গেলে সবধরনের সুবিধাই হবে। বর্তমান অনুবাদেও কিছু ঝাড়াই বাছাই করা হয়েছে।। তবুও ব্রাহ্মণটির ব্যাকরণগত ও ভাষাগত যে জটিলতা আছে তা নিরসন আমার সাধ্যের বাইরে, তাই নিজের স্বল্প বিদ্যা বুদ্ধির পুঁজি দিয়ে যেটুকু পেরেছি তাই করা হয়েছে। এই ব্রাহ্মণটির অথর্ববেদের কোন্ শাখার তাও জানা মুশকিল। যা তথ্য পাওয়া গেছে তেমনই দেওয়া হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দের একান্ত ইচ্ছে ছিল যে বাংলাদেশে বেদের প্রচার হোক।। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার সেই মহত্তম ও বৃহত্তম কাজে হাত লাগিয়েছেন, এতে স্বামীজি যেমন খুশি হবেন তেমনই সমগ্র বঙ্গভাষাভাষীর দীর্ঘদিনের একটি সাংস্কৃতিক অভাবও পূর্ণ হবে। এ কাজ সমাধা হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও রামকৃষ্ণ মিশন যৌথভাবে এক অক্ষয় কীর্তির শরিক হবেন— তা বলাই বাহুল্য। আর আমার ‘সাড়ে বত্রিশভাজার’ মতো পাঁচকাজের মাঝে এই গ্রন্থ নিয়ে যেটুকু গভীর অন্বেষার চেষ্টা উচিত ছিল, তা করতে না পারার জন্যে সুধীজনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। ইনস্টিটিউট অব কালচারের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাষ্পদ স্বামী সুপর্ণানন্দ মহারাজ এত বৃহৎ কর্মযজ্ঞের আয়োজন করে অবশ্যই সুধী সমাজের কাছে ধন্যবাদার্থ হবেন। তাঁকে আমিও আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানাই। স্বামী চিদ্রূপানন্দ ও স্বামী যাদবেন্দ্রানন্দ মহারাজের ঐকান্তিক প্রেরণায় এ গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে— তাঁদের আভূমি প্রণতি জানাই।। একই সঙ্গে ইনস্টিটিউট অব কালচারের বেদগবেষণা বিভাগের উৎসাহী কর্মী শ্রী প্রবীর রায় চৌধুরীকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। সুদূর দক্ষিণ কলকাতা থেকে উত্তর কলকাতায় ঘনঘন যাওয়া আসা ও অল্লান হাসি নিয়ে আমাদের আদার সহ্য করে কাজ করেছেন, তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য কর্মীদেরও কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁদের নিষ্ঠার তুলনা নেই। বরদা বেদমাতা তাঁদের কল্যাণ করুন, বেদমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের আশীর্বাদ করুন-এই প্রার্থনা।

গোপথ ব্রাহ্মণের প্রথম প্রেরণা লাভ করি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্যের থেকে। তিনি নানাভাবে আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করি, তাঁকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই।। আমার সারস্বত ঋণ হুকুমচাঁদ পাটিয়ালের কাছে যিনি অনায়াসে সুদূর পুণা থেকে তাঁর অপ্রকাশিত অনুবাদ আমাকে অক্লেশে দিতে পেরেছেন।

অনুবাদের প্রফ দেখার কাজে নিষ্ঠার সঙ্গে সহায়তা করেছে আমার প্রাক্তন ছাত্রী অধ্যাপিকা ড. সুজাতা ব্যানার্জি। তার অভ্যুদয় হোক। শেষ পর্যন্ত শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের ইচ্ছেতেই, স্বামীজীর অন্তরের দাবিতে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-এর কর্তৃপক্ষ তথা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের প্রবল তাগিদে ও চেষ্টায় এ গ্রন্থ প্রকাশিত হতে চলেছে। তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টায় বহুদিন পর্যন্ত গুরুত্বহীন করে রাখা, মনগড়া যুক্তি দিয়ে উদাসীন হয়ে থাকা, প্রায় অনালোচিত এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থটি মূল-সহ অনূদিত হল বঙ্গ ভাষায়। মনে হয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থ অনুবাদে বাঙালীর যে কিঞ্চিৎ ন্যূনতার অপবাদ ছিল তা কিছুটা হলেও ঘুচবে। ভূমিকা একটু দীর্ঘতর হল- শুধু এই টুকু বোঝাতে যে এই ব্রাহ্মণটিতে শিক্ষিত মানসের ভাবনার উপাদান যথেষ্ট আছে; আরণ্যক, উপনিষদের বীজ আছে, বহু ধরনের যজ্ঞতত্ত্বের আখ্যানের পরিচয় আছে। গ্রন্থ শেষে দু'টি পরিশিষ্ট দেওয়া আছে। প্রথম পরিশিষ্টে যান্ত্রিক পরিভাষা এবং যজ্ঞসমশ্লিষ্ট দ্রব্য, দেবতা, ঋষি ঋক্ এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। দ্বিতীয় পরিশিষ্টে এই ব্রাহ্মণে গৃহীত মন্ত্র যা বিভিন্ন সংহিতা থেকে গৃহীত তার পরিচয় পাবো, অর্থাৎ যজ্ঞবিষয়ে গোপথ ব্রাহ্মণের যে গুরুত্ব বহু অবহেলিত, তার বিপ্রতীপ পরিচয় বা প্রতিবাদ পরিশিষ্ট দু'টি থেকে স্পষ্ট হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আথর্বণসংহিতার গৌরব ঘোষিত হবার উপাদান আছে। এই ব্রাহ্মণটির মূল ও অনুবাদ এই প্রথম বঙ্গদেশে তথা সমগ্র পৃথিবীতে একসঙ্গে প্রকাশিত হলো এতে যা দৈন্য, অপূর্ণতা আছে সম্পাদক ও অনুবাদক হিসেবে তার দায় আমার আর বেদজিজ্ঞাসু পাঠক যদি সামান্য উপকৃত হন এই অনুবাদ সম্পাদনা থেকে -তাহলেই এ পরিশ্রম সার্থক বলে জানব। এই আলোচিত ব্রাহ্মণটি সম্পর্কে বেদজ্ঞজনের আগ্রহ তৈরী হোক- এই আশায় ভূমিকা শেষ করি।

শ্রীরামকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।

— ইতি

তারকনাথ অধিকারী

অধ্যাপক, সংস্কৃতবিভাগ

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা

পয়লা বৈশাখ ১৪২৬

১৪ এপ্রিল ২০১৬

বেদ ও উপনিষৎ-প্রসঙ্গে

স্বামী বিবেকানন্দ

আপ্তবাক্য বেদ হইতে হিন্দুগণ তাঁহাদের ধর্ম লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা বেদসমূহকে অনাদি ও অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন। একখানি পুস্তককে অনাদি ও অনন্ত বলিলে এই শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তাহা হাস্যকর বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু ‘বেদ’ শব্দদ্বারা কোন পুস্তক-বিশেষ বুঝায় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে যে আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, বেদ সেই-সকলের সঞ্চিত ভাণ্ডারস্বরূপ। আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী যেমন সর্বত্রই বিদ্যমান ছিল এবং সমুদয় মনুষ্য-সমাজ ভুলিয়া গেলেও যেমন ঐগুলি বিদ্যমান থাকিবে, আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মাবলীও সেইরূপ। আত্মার সহিত আত্মার যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, প্রত্যেক জীবাত্মার সহিত সকলের পিতাস্বরূপ পরমাত্মার যে দিব্য সম্বন্ধ, আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও সেগুলি ছিল এবং সকলে বিস্মৃত হইয়া গেলেও এগুলি থাকিবে।

এই আধ্যাত্মিক সত্যগুলির আবিষ্কারকগণের নাম ‘ঋষি’। আমরা তাঁহাদিগকে সিদ্ধ বা পূর্ণ বলিয়া ভক্তি ও মান্য করি। আমি এই শ্রোতৃমণ্ডলীকে অতি আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, অতিশয় উন্নত ঋষিদের মধ্যে কয়েকজন নারীও ছিলেন।

এ-স্থলে এরূপ বলা যাইতে পারে যে, উক্ত আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী নিয়মরূপে অনন্ত হইতে পারে, কিন্তু অবশ্যই তাহাদের আদি আছে। বেদ বলেন—সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত। বিজ্ঞানও প্রমাণ করিয়াছে যে, বিশ্বশক্তির সমষ্টি সর্বদা সমপরিমাণ। আচ্ছা, যদি এমন এক সময়ের কল্পনা করা যায়, যখন কিছুই ছিল না, তবে এই সকল ব্যক্ত শক্তি তখন ছিল কোথায় : কেহ বলিবেন যে, এগুলি অব্যক্ত অবস্থায় ঈশ্বরেই ছিল। তাহা হইলে বলিতে হয়—ঈশ্বর কখনও সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয়, কখনও সক্রিয় বা গতিশীল; অর্থাৎ তিনি বিকারশীল। বিকারশীল পদার্থমাত্রই মিশ্র পদার্থ এবং মিশ্র-পদার্থমাত্রই ধ্বংস-নামক পরিবর্তনের অধীন। তাহা হইলে ঈশ্বরেরও মৃত্যু হইবে; কিন্তু তাহা অসম্ভব। সুতরাং এমন সময় কখনও ছিল না, যখন সৃষ্টি ছিল না; কাজেই সৃষ্টি অনাদি।

কোন উপমা দ্বারা বুঝাইতে হইলে বলিতে হয়—সৃষ্টি ও স্রষ্টা দুইটি অনাদি ও অনন্ত সমান্তরাল রেখা। ঈশ্বর শক্তিস্বরূপ—নিত্যসক্রিয় বিধাতা; তাঁহারই নির্দেশে বিশৃঙ্খল প্রলয়াবস্থা হইতে একটির পর একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ জগৎ সৃষ্ট হইতেছে, কিছুকাল চালিত হইতেছে, পুনরায়

ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। হিন্দু বালক গুরুর সহিত প্রতিদিন আবৃত্তি করিয়া থাকে : ‘সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।’—অর্থাৎ বিধাতা পূর্ব-পূর্ব কল্পের সূর্য ও চন্দ্রের মতো এই সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন।

(‘বাণী ও রচনা’ প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১১-১২)

বৈদিক যজ্ঞের বেদী হইতেই জ্যামিতির উদ্ভব হইয়াছিল।

দেবতা বা দিব্যপুরুষদের আরাধনাই ছিল পূজার ভিত্তি। ইহার ভাব এই : যে-দেবতা আরাধিত হন, তিনি সাহায্য প্রাপ্ত হন ও সাহায্য করেন। বেদের স্তোত্রগুলি কেবল স্তুতিবাক্য নয়, পরন্তু যথার্থ মনোভাব লইয়া উচ্চারিত হইলে উহারা শক্তিসম্পন্ন হইয়া দাঁড়ায়।

স্বর্গলোকসমূহ অবস্থান্তর মাত্র, যেখানে ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও উচ্চতর ক্ষমতা আরও অধিক। পার্থিব দেহের ন্যায় উর্ধ্বস্থিত সূক্ষ্ম দেহও পরিণামে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। ইহজীবনে এবং পরজীবনে সর্বপ্রকার দেহেরই মৃত্যু ঘটিবে। দেবগণও মরণশীল এবং তাঁহারা কেবল ভোগসুখ-প্রদানেই সমর্থ।

দেবগণের পশ্চাতে এক অখণ্ড সত্তা—ঈশ্বর বর্তমান, যেমন এই দেহের পশ্চাতে এক উচ্চতর সত্তা অবস্থিত, যিনি অনুভব ও দর্শন করেন।

বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় বিধানের শক্তি ও সর্বত্রবিদ্যমানতা, সর্বজ্ঞতা এবং সর্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি গুণাবলী দেবগণেরও নিয়ন্তা একমাত্র ঈশ্বরেই বিদ্যমান।

পৃথিবীতে আমরা মরণশীল। স্বর্গেও মৃত্যু আছে। উর্ধ্বতম স্বর্গলোকেও আমরা মৃত্যুর কবলে পতিত হই। কেবল ঈশ্বরলাভ হইলেই আমরা সত্য ও প্রকৃত জীবন লাভ করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হই।

উপনিষদ্ কেবল এই তত্ত্বগুলিরই অনুশীলন করে। উপনিষদ্ শুদ্ধ পথের প্রদর্শক। উপনিষদে যে-পথের নির্দেশ আছে, তাহাই পবিত্র পন্থা। বেদের বহু আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও স্থানীয় প্রসঙ্গ বর্তমানে বোঝা যায় না। কিন্তু উহাদের মাধ্যমে সত্য পরিস্ফুট হয়। সত্যের আলোক-প্রাপ্তির জন্য স্বর্গ ও মর্ত্য ত্যাগ করিতে হয়।

উপনিষদ্ ঘোষণা করিতেছেন :

সেই ব্রহ্ম সমগ্র জগতে ওতপ্রোত হইয়া আছেন। এই জগৎ-প্রপঞ্চ তাঁহারই। তিনি সর্বব্যাপী, অদ্বিতীয়, অশরীরী, অপাপবিদ্ধ, বিশ্বের মহান্ কবি, শুদ্ধ, সর্বদর্শী; সূর্য ও তারকাগণ যাঁহার ছন্দ—তিনি সকলকে যথানুরূপ কর্মফল প্রদান করিয়া থাকেন।

যাঁহারা কর্মানুষ্ঠানের দ্বারাই জ্ঞানের আলোক লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁহারা গভীর অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা মনে করেন, এই জগৎ-প্রপঞ্চই সর্বস্ব, তাঁহারাও অন্ধকারে রহিয়াছেন। এই-সকল ভাবনার দ্বারা যাঁহারা প্রকৃতির বাহির যাইতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন।

তবে কি কর্মানুষ্ঠান মন্দ? না, যাঁহারা প্রবর্তক মাত্র, তাহারা এই সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা উপকৃত হইবে।

একটি উপনিষদে কিশোর নচিকেতা- কর্তৃক এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে : মানুষের মরণ হইলে কেহ বলেন, তিনি থাকেন না; কেহ কেহ বলেন, তিনি থাকেন। আপনি যম, মৃত্যু স্বয়ং—আপনি নিশ্চিতই এই সত্য অবগত আছেন; আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। যম উত্তর করিলেন, ‘মানুষ তো দূরের কথা, দেবতাগণের মধ্যেও অনেকে ইহা জ্ঞাত নন। হে বালক, তুমি আমাকে ইহার উত্তর জিজ্ঞাসা করিও না।’ কিন্তু নচিকেতা স্থায়ী প্রশ্নে অবিচলিত রহিলেন। যম পুনরায় বলিলেন, ‘দেবতাগণের ভোগ্যবিষয়সকল আমি তোমাকে প্রদান করিব। ঐ প্রশ্ন-বিষয়ে আমাকে আর উপরোধ করিও না।’ কিন্তু নচিকেতা পর্বতের ন্যায় অটল রহিলেন। অতঃপর মৃত্যুদেবতা বলিলেন, ‘বৎস, তুমি তৃতীয়বারেও সম্পদ, শক্তি, দীর্ঘ জীবন, যশ, পরিবার সকলই প্রত্যাখ্যান করিয়াছ। চরম সত্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার মতো যথেষ্ট সাহস তোমার আছে। আমি তোমাকে এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিব। দুইটি পথ আছে—একটি শ্রেয়ের, অপরটি প্রেয়ের। তুমি প্রথমটি নির্বাচন করিয়াছ।’

এখানে সত্যবস্তু-প্রদানের শর্তগুলি লক্ষ্য কর। প্রথম হইল পবিত্রতা—একটি অপাপবিদ্ধ নির্মলচিত্ত বালক বিশ্বের রহস্য জানিবার জন্য প্রশ্ন করিতেছে। দ্বিতীয়ত : কোন পুরস্কার বা প্রতিদানের আশা না রাখিয়া কেবল সত্যের জন্যই সত্যকে গ্রহণ করিতে হইবে। যিনি স্বয়ং আত্মসাক্ষাৎকার করিয়াছেন, সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন—এইরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে সত্য সম্বন্ধে উপদেশ না আসিলে উহা ফলপ্রদ হয় না। গ্রন্থ উহা দান করিতে পারে না, তর্কবিচারে উহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যিনি সত্যের রহস্য অবগত, তাঁহার নিকটই সত্য উদ্ঘাটিত হয়।

এই রহস্য জানিবার পর শান্ত হইয়া যাও। বৃথা তর্কে উত্তেজিত হইও না। আত্মসাক্ষাৎকারে লাগিয়া যাও। তুমিই সত্যলাভ করিতে সমর্থ।

ইহা সুখ নয়, দুঃখ নয়; পাপ নয়; পুণ্যও নয়; জ্ঞান নয়, অজ্ঞানও নয়। ইহা তোমাকে বোধে বোধ করিতে হইবে। ভাষার মাধ্যমে আমি কেমন করিয়া তোমার নিকট ইহা বর্ণনা করিব?

যিনি অন্তর হইতে কাঁদিয়া বলেন, প্রভু, আমি একমাত্র তোমাকেই চাই—প্রভু তাঁহারই নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন। পবিত্র হও, শান্ত হও; অশান্ত চিত্তে ঈশ্বর প্রতিফলিত হন না।

‘বেদ যাঁহাকে ঘোষণা করে, যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আমরা প্রার্থনা ও যজ্ঞ করিয়া থাকি, ওম্ (ওঁ) সেই অব্যক্ত পুরুষের পবিত্র নামস্বরূপ। এই ওঙ্কার সমুদয় শব্দের মধ্যে পবিত্রতম! যিনি এই শব্দের রহস্য অবগত, তিনি প্রার্থিত বস্তু লাভ করেন।’ এই শব্দের আশ্রয় গ্রহণ কর। যে-কেহ এই শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহার নিকট পথ উদ্ঘাটিত হয়।

(‘বাণী ও রচনা’, দশম খণ্ড, পৃঃ ২৪৬-২৪৮)

গোপথ ব্রাহ্মণ

পূর্বভাগ

প্রথম প্রপাঠক

ওম্॥ ব্রহ্ম হ বা ইদমগ্র আসীৎ স্বয়ন্তেকমেব। তদৈক্ষত—মহদ্ বৈ যক্ষম্, তদেকমেবাস্মি, হস্তাহং মদেব মন্মাত্রং দ্বিতীয়ং দেবং নির্মম ইতি। তদভ্যশ্রাম্যদভ্যতপৎ সমতপৎ। তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য সংতপ্তস্য ললাটে স্নেহো যদার্দ্রমাজায়ত, তেনানন্দৎ। তদব্রবীৎ—মহদ্ বৈ যক্ষং সুবেদমবিদমহমিতি। তদ্ যদব্রবীৎ-মহদ্ বৈ যক্ষং সুবেদমবিদমহমিতি—তস্মাৎ সুবেদোহভবৎ। তং বা এতং সুবেদং সন্তং স্বেদ ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেন। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবা ভবন্তি প্রত্যক্ষদ্বিষঃ’ ॥১॥

ওম্। স্বয়ন্তু পরম ব্রহ্ম প্রথমে একা ছিলেন। তখন তিনি দেখলেন (অনুভব করলেন), আমি তো মহান যক্ষ, এক এবং অদ্বিতীয়। ঠিক আছে—আমি আমার থেকে আমার মতো দ্বিতীয় একজন দেবতাকে নির্মাণ করবো। তখন তিনি নিজেকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, অভিতপ্ত ও সন্তপ্ত করতে লাগলেন। সেই শ্রান্ত, তপ্ত ও সন্তপ্ত (পরম ব্রহ্মের) ললাটে স্নিগ্ধ আর্দ্রতা জাগল। তাতে আনন্দিত হলেন তিনি। তখন (তিনি) বললেন—‘আমি মহান যক্ষ, (লোকে) আমাকে বিশেষ অভিজ্ঞ (সুবেদ) বলে জানে।’ (যখন তিনি একথা বললেন) তখন তা থেকে সুবেদের জন্ম হ’ল। সেই সুবেদকে পরোক্ষভাবে স্বেদ বলা হয়। (সাধারণতঃ) দেবতারা পরোক্ষপ্রিয় ও প্রত্যক্ষদ্বিষী হন। ॥১॥

১. গোপথব্রাহ্মণে ভাষার ব্যাকরণগত কিছু অসুবিধা আছে- যা পণ্ডিতগণ নানাভাবে সংশোধনের চেষ্টায় আছেন। ‘যক্ষ’ শব্দ সংস্কৃতে পুংলিঙ্গ হলেও এখানে ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য বৈদিকভাষার এসব ত্রুটি আদৌ ত্রুটি কিনা- তাও বিবেচনাযোগ্য। আমরা শেষ প্রকাশিত সংস্করণ অনুসারে অনুবাদ করছি। অন্যান্য ব্রাহ্মণের মতো এখানেও ‘পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবা ভবন্তি প্রত্যক্ষদ্বিষঃ’ ইত্যাদি বাক্য ঘনঘন পাবো। এখানে ‘স্বেদ’ শব্দের অর্থগত ব্যুৎপত্তি পাচ্ছি।

স ভূয়োহশ্রাম্যদ্ ভূয়োহতপ্যদ্ ভূয় আত্মানং সমতপৎ। তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য সংতপ্তস্য সর্বেভ্যো রোমগর্তেভ্যঃ পৃথক্ স্বেদধারাঃ প্রাস্যন্দন্ত। তাভিরনন্দৎ। তদব্রবীৎ—আভির্বা অহমিদং সর্বং ধারয়িষ্যামি যদিদং কিং চ, আভির্বা অহমিদং সর্বং জনয়িষ্যামি যদিদং কিং চ,

আভির্বা অহমিদং সর্বমাস্ম্যামি যদিদং কিং চেতি। তদ্ যদব্রবীৎ—আভির্বা অহমিদং সর্বং ধারয়িষ্যামি যদিদং কিং চেতি, তস্মাদ্ ধারা অভবন্। তদ্ ধারাণাং ধারাত্বং, যচ্চাসু প্রিয়তে। তদ্ জায়ত্বং, যচ্চাসু পুরুষো জায়তে যচ্চ পুত্রঃ। পুন্নাম নরকমনেকশততারং, তস্মাৎ ত্রাতীতি পুত্রঃ। তৎ পুত্রস্য পুত্রত্বম্। তদ্ যদব্রবীৎ—আভির্বা অহমিদং সর্বমাস্ম্যামি যদিদং কিং চেতি, তস্মাদাপোহভবন্। তদপামগুপ্তম্। আপ্নোতি বৈ স সর্বান্ কামান্ যান্ কাময়তে (য এবং বেদ) ॥২॥

তিনি (নিজেকে) অত্যন্ত শ্রান্ত ও তপ্ত করতে লাগলেন। নিজেকে (তিনি পুনরায়) সন্তপ্ত করতে লাগলেন। সেই শ্রান্ত, তপ্ত ও সন্তপ্ত (ব্রহ্মের) সমস্ত রোমকূপ থেকে পৃথক পৃথক ভাবে স্বেদধারা নির্গত হতে লাগল। এর ফলে তিনি আনন্দিত হলেন। তখন তিনি বললেন—এই (ধারাসমূহ) দ্বারা সকলকে ধারণ করবো, যা কিছু আছে। যা কিছু আছে এর দ্বারা আমি সব কিছুর জন্ম দেবো। যা কিছু আছে—সব কিছু লাভ করবো। যখন তিনি বললেন, আমি সব কিছু ধারণ করবো (ধারণিষ্যামি), তখন তা থেকে ধারার সৃষ্টি হল। তা-ই হলো ধারার ধারাত্ব। যখন তিনি বললেন এর দ্বারা আমি সকলের জন্ম দেব (জনয়িষ্যামি), যা কিছু আছে, তা থেকে জায়ার সৃষ্টি হল। তা-ই জায়ার জায়াত্ব। যেহেতু তাদের থেকে পুরুষের জন্ম হয়, পুত্রেরও জন্ম হয়। পুন্নামক নরক বহুবিধ কষ্টের আশ্রয়স্থল। তা থেকে ত্রাণ করে যে, সেই পুত্র। তা-ই পুত্রের পুত্রত্ব। (তিনি) যখন বললেন—এর দ্বারা আমি সকলকে লাভ করবো (আস্ম্যামি), তখন তা থেকেই আপ (জলের) সৃষ্টি হল। তা-ই আপের আপত্ব। যে এ সব কামনা করে, (কাম্যবস্তু) তার সকল কিছুই লাভ হয়। ॥২॥

১. এখানে ধারা, জায়া, পুত্র ও আপ (জল) শব্দের ব্রাহ্মণীয় ব্যুৎপত্তি দেখানো হয়েছে। এধরনের ব্যুৎপত্তিনির্মাণের অজস্র দৃষ্টান্ত মন্ত্র, বিশেষত ব্রাহ্মণগ্রন্থে আমরা দেখতে পাবো। এর রূপতত্ত্বগত নির্মাণ যতই দুর্বল হোক- এ নিরুক্তি প্রাচীন বৈদিকভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। গোপথ ব্রাহ্মণ এর সপক্ষে যুক্তি দেবেন একটু পরেই - ‘রূপসামান্যাদর্থসামান্যং নেদীয়ঃ’। যাস্ক এপথেই নিরুক্তি নির্মাণ করেছেন।

তা অপঃ সৃষ্টবান্ধিত। তাসু স্বাং ছায়ামপশ্যৎ। তামস্যেক্ষমাণস্য স্বয়ং রেতোহস্কন্দৎ। তদঙ্গু প্রত্যতিষ্ঠৎ। তাস্ত্রৈবাত্যশ্রাম্যদ্ অভ্যতপৎ সমতপৎ। তাঃ শ্রান্তান্তপ্তাঃ সংতপ্তাঃ সার্বমেব রেতসা দ্বৈধমভবন্। তাসামন্যতরা অতিলবণা অপেয়া অস্বাদ্যঃ। তা অশান্তা রেতঃ সমুদ্রং বৃদ্ধাতিষ্ঠন্। অথেতরাঃ পেয়াঃ স্বাদ্যঃ শান্তাঃ। তাস্ত্রৈবাত্যশ্রাম্যদ্ অভ্যতপৎ সমতপৎ। তাভ্যঃ শ্রান্তান্তপ্তাভ্যঃ সংতপ্তাভ্যো যদ্ রেত আসীৎ, তদভৃজ্যৎ। যদভৃজ্যত, তস্মাদ্ ভৃগুঃ সমভবৎ। তদ্ ভৃগোর্ভৃগুত্বম্। ভৃগুরিব বৈ স সর্বেষু লোকেষু ভাতি য এবং বেদ ॥৩॥

তিনি (ব্রহ্ম) জল সৃষ্টি করে তা দেখলেন। সেই জলে তিনি আপনার ছায়াকে প্রত্যক্ষ করলেন। দেখতে দেখতে সেই জলে তার রেতঃপাত হল। সেই রেতঃ জলে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। তিনি সেই জলকে দারুণভাবে শ্রান্ত, তপ্ত ও সন্তপ্ত করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে সেই শ্রান্ত, তপ্ত ও সন্তপ্ত জলরাশি সরেত দ্বিধা বিভক্ত হ'ল। তার একটি (ভাগ) অতিশয় লবণাক্ত অপেয় বিস্বাদ; সেই অশান্ত(জলরাশি) রেতর্ধসহ সমুদ্রে অবস্থান করল। অপর (অংশটি) হ'ল স্বাদু, সুপেয় ও শান্ত। (ব্রহ্ম) সেই (শান্ত জলরাশিকে) মথিত, প্রতপ্ত ও সন্তপ্ত করতে লাগলেন। সেই মথিত, প্রতপ্ত ও সন্তপ্ত (জলরাশিতে) যে রেতঃ ছিল তা শুকিয়ে গেল (অভূজ্যত)। সেই যা শুকিয়ে গেল, তা থেকে জন্ম হল ভৃগুর (ভৃজ্ ধাতু থেকে)। তা-ই ভৃগুর ভৃগুত্ব। যিনি তাঁকে এই ভাবে জানেন, তিনি ভৃগুর মতোই সমস্ত লোকে প্রকাশিত হ'ন। ॥৩॥

১. এখানে 'ভৃগু' শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখানো হয়েছে।

স ভৃগুঃ সৃষ্টান্তরধীয়ত। স ভৃগুঃ সৃষ্টঃ প্রাঙৈজত। তং বাগন্ববদৎ— বায়ো বায় ইতি। স ন্যবর্তত। স দক্ষিণাং দিশমৈজত। তং বাগন্ববদৎ মাতরিশ্বন্ মাতরিশ্বন্বিতি। স ন্যবর্তত। স প্রতীচীং দিশমৈজত। তং বাগন্ববদৎ—পবমান পবমানেতি। স ন্যবর্তত। স উদীচীং দিশমৈজত। তং বাগন্ববদৎ—বাত বাতেতি। তমব্রবীৎ—ন স্ববিদমহমিতি। ন ইতি। অথার্বাণেনমেতা স্বেবান্সবন্বিচ্ছেতি। তদ্ যদব্রবীৎ— অথার্বাণেনমেতাস্বেবান্সন্বিচ্ছেতি, তদথর্বাববৎ। তদথর্বগোত্বথর্বত্বম্। তস্য হ বা এতস্য ভগবতোত্বথর্বগা ঋষের্থৈব ব্রহ্মণো লোমানি যথাজ্জানি যথা প্রাণ এবমেবাস্য সর্বং আত্মা সমভবৎ। তমথর্বগাং ব্রহ্মাব্রবীৎ—প্রজাপতেঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পালয়স্বেতি। তদ্ যদব্রবীৎ—প্রজাপতেঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পালয়স্বেতি, তস্মাৎ প্রজাপতিরভবৎ। তৎ প্রজাপতেঃ প্রজাপতিত্বম্। অথর্ব বৈ প্রজাপতিঃ। প্রজাপতিরিব বৈ স সর্বেষু লোকেষু ভাতি য এবং বেদ ॥৪॥

তিনি (ব্রহ্ম) ভৃগুকে সৃষ্টি করে অস্তিহিত হলেন। সৃষ্ট সেই ভৃগু তখন প্রথমে এগোলেন পূর্বদিকে। তাঁকে বাক্ বললেন—‘বায়ু হে বায়ু’। তিনি নিবৃত্ত হলেন। তিনি দক্ষিণ দিকে চলতে লাগলেন। বাক্ তাঁকে বললেন—‘মাতরিশ্বা, ওহে মাতরিশ্বা’। তিনি নিবৃত্ত হলেন। তিনি পশ্চিম দিকে যাত্রা করলেন। বাক্ তাঁকে বললেন—‘পবমান হে পবমান’। তিনি নিবৃত্ত হ'লেন। তিনি উত্তরাভিমুখে যাত্রা করলেন। বাক্ তাঁকে বললেন—‘বাতাস হে বাতাস’। তিনি (ভৃগু) তাঁকে বললেন—‘আমি তাঁকে (ব্রহ্মকে) জানিনা, জানিনা’। বাক্ বললেন—‘তথাস্তু, তুমি নীচে জলের দিকে খোঁজ করো’। যখন তিনি বললেন—‘তাঁকে জলের নীচে খোঁজ করো, তখনই অথর্বার উদ্ভব হ'ল’। তা-ই অথর্বার আত্বর্বণত্ব। সেই অথর্ব ঋষির থেকে ব্রহ্মের মতোই হুবহু এক লোমসমূহ অঙ্গরাজি, প্রাণ ও আত্মার সৃষ্টি হল। ব্রহ্ম অথর্বাকে বললেন—‘প্রজাপতির প্রজা সৃষ্টি করে পালন

কর'। যখন বললেন—‘প্রজাপতির প্রজা সৃষ্টি করে পালন কর’—তখনই প্রজাপতির উদ্ভব হ'ল। তা-ই প্রজাপতির প্রজাপতিত্ব। তাই অথর্বা হ'লেন প্রজাপতি। তিনি প্রজাপতির মতোই সকল লোকে প্রকাশিত হ'ন, যিনি এরূপ জানেন। ॥৪॥

১. এখানেই ‘অথর্বা’ শব্দের প্রাচীনতম ব্যুৎপত্তি পাচ্ছি। মনে রাখতে হবে- অথর্বা বেদের প্রধান তিনজন ঋষি হলেন অথর্বা, অঙ্গিরা এবং ভৃগু।

তমথর্বাণমৃষিমভ্যশ্রাম্যদ্ অভ্যতপৎ সমতপৎ। তস্মাচ্ছান্তাৎ তপ্তাৎ সংতপ্তাদ্ দশতয়ানথর্বাণ ঋষীন্ নিরমিমীত—একচান্ দ্ব্যচাংস্তৃচাংশ্চতুর্থাচান্ পঞ্চচান্ ষড্চান্সপ্তচান্ অষ্টচান্ নবচান্ দশচানিতি। তানথর্বাণ ঋষীনভ্যশ্রাম্যদ্ অভ্যতপৎ সমতপৎ। তেভ্যঃ শ্রান্তেভ্যস্তপ্তেভ্যঃ সংতপ্তেভ্যো দশতয়ানাথর্বাণানার্ষেয়ান্ নিরমিমীত একাদশান্ দ্বাদশান্সত্রয়োদশাংশ্চতুর্দশান্ পঞ্চদশান্ ষোড়শান্সপ্তদশান্ অষ্টাদশান্ নবদশান্ বিংশানিতি। তানথর্বাণ ঋষীনাথর্বাণাংশ্চার্ষেয়ান্ অভ্যশ্রাম্যদ্ অভ্যতপৎ সমতপৎ। তেভ্যঃ শ্রান্তেভ্যস্তপ্তেভ্যঃ সংতপ্তেভ্যো যান্ মন্ত্রানপশ্যত্, স আথর্বাণো বেদোহভবৎ। তমাথর্বাণং বেদমভ্যশ্রাম্যদ্ অভ্যতপৎ সমতপৎ। তস্মাচ্ছান্তাৎ তপ্তাৎ সংতপ্তাদৌমিতি মন এবোধ্বর্মক্ষরমুদক্রামৎ। স য ইচ্ছেৎ সর্বৈরৈতৈরথর্বাভিশ্চাথর্বাণৈশ্চ কুর্বায়েতি, এতয়েব তদ্ মহাব্যাহত্যা কুর্বাতি। সর্বৈ বা অস্মৈতৈরথর্বাভিশ্চাথর্বাণৈশ্চ কৃতং ভবতি য এবং বেদ, যশ্চৈবংবিদ্বানেবমেতয়া মহাব্যাহত্যা কুরুতে ॥৫॥

পুনরায় ব্রহ্ম অথর্বা ঋষিকে নিয়ে শ্রান্ত, অভিতপ্ত ও সন্তপ্ত করতে লাগলেন। সেই শ্রান্ত অভিতপ্ত ও সন্তপ্ত (অথর্বা) থেকে তিনি দশজন আথর্বাণ ঋষি তৈরী করলেন। (তাঁরা হলেন যথাক্রমে)—একর্চ, দ্ব্যর্চ, তৃচ, চতুর্থাচ, পঞ্চর্চ, ষড্চ, সপ্তর্চ, অষ্টর্চ, নবর্চ ও দশর্চ। তিনি সেই দশজন ঋষিকে নিয়ে পুনরায় মথিত, তপ্ত ও সন্তপ্ত করতে লাগলেন। ফলে সেখান থেকে আরও দশজন আথর্বাণ ঋষি নির্মাণ করলেন—(যথাক্রমে) একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ, উনবিংশতি ও বিংশতি। তিনি (ব্রহ্ম) পুনরায় তাদের মথিত, তপ্ত ও সন্তপ্ত করতে লাগলেন। তখন তিনি যে- সমস্ত মন্ত্ররাজি দর্শন করলেন, সেগুলিই অথর্বাবেদরূপে গণ্য হল। (ব্রহ্ম) সেই অথর্বাবেদকে আবার মথিত, তপ্ত ও সন্তপ্ত করতে লাগলেন। তখন সেই মথিত, তপ্ত ও সন্তপ্ত অথর্বাবেদ থেকে মনের ও উর্ধ্বগামী ‘ওম্’ এই অক্ষরের উৎক্রান্তি ঘটল। যাঁর ইচ্ছা হবে তিনি অথর্বাবেদ ও আথর্বাণ ঋষিদের সঙ্গে নিয়েই সে-সব অনুষ্ঠান করবেন। মহাব্যাহতি (ওম্) দ্বারাই করবেন। যিনি এরূপ জানেন, তিনি অথর্বাবেদকে ও আথর্বাণ ঋষিদের সঙ্গে নিয়েই মহাব্যাহতির দ্বারাই অনুষ্ঠান করে থাকেন। ॥৫॥

১. এখানে আমরা কাণ্ড সংখ্যার একটি অস্পষ্ট চিত্র পাচ্ছি। যেখানে কুড়িজন আথর্বণ ঋষির উল্লেখ পাচ্ছি যারা হয়তো বিংশসংখ্যক কাণ্ডের দ্রষ্টা বা শ্রষ্টা।

স ভূয়োঃশ্রাম্যদ্ ভূয়োঃতপ্যদ্ ভূয় আত্মানং সমতপৎ স আত্মত এব ত্রীল্লোকান্
নিরমিমীত—পৃথিবীমন্তরিক্ষং দিবমিতি। স খলু পাদাভ্যামেব পৃথিবীং নিরমিমীত,
উদরাদন্তরিক্ষং মূর্শো দিবম্। স তাস্ত্রীল্লোকানভ্যশ্রাম্যদ্ অভ্যতপৎ সমতপৎ। তেভ্যঃ
শ্রান্তেভ্যস্তপ্তেভ্যঃ সংতপ্তেভ্যস্ত্রীন্ দেবান্ নিরমিমীত—অগ্নিং বায়ুমাদিত্যমিতি। স খলু পৃথিব্যা
এবাগ্নিং নিরমিমীত, অন্তরিক্ষাদ্ বায়ুং, দিব আদিত্যম্। স তাংস্ত্রীন্ দেবানভ্যশ্রাম্যদ্ অভ্যতপৎ
সমতপৎ। তেভ্যঃ শ্রান্তেভ্যস্তপ্তেভ্যঃ সংতপ্তেভ্যস্ত্রীন্ বেদান্ নিরমিমীত—অগ্নিং বায়ুমাদিত্যমিতি।
স খলু পৃথিব্যা এবাগ্নিং নিরমিমীত, অন্তরিক্ষাদ্ বায়ুং, দিব আদিত্যম্। স তাংস্ত্রীন্
দেবানভ্যশ্রাম্যদ্ অভ্যতপৎ সমতপৎ। তেভ্যঃ শ্রান্তেভ্যস্তপ্তেভ্যঃ সংতপ্তেভ্যস্ত্রীন্ বেদান্
নিরমিমীত—ঋগ্বেদং যজুর্বেদং সামবেদমিতি। অগ্নেঋগ্বেদং বায়োযজুর্বেদমাদিত্যাৎ সামবেদম্।
স তাংস্ত্রীন্ বেদানভ্যশ্রাম্যদ্ অভ্যতপৎ সমতপৎ। তেভ্যঃ শ্রান্তেভ্যস্তপ্তেভ্যঃ সংতপ্তেভ্যস্ত্রীশ্চো
মহাব্যাহতীর্নিরমিমীত—ভূর্ভুবঃ স্বরিতি। ভূরিত্যগ্বেদাদ্; ভুব ইতি যজুর্বেদাৎ, স্বরিতি সামবেদাৎ।
স য ইচ্ছেৎ সর্বৈরৈতৈস্ত্রিভির্বেদৈঃ কুর্বায়েতি, এতাভিরেব তদ্ মহাব্যাহতিভিঃ কুর্বাতি। সর্বৈ
বা অসৈতৈস্ত্রিভির্বেদৈঃ কৃতং ভবতি। য এবং বেদ, যশ্চৈবংবিদ্বানেবমেতাভির্মহাব্যাহতিভিঃ
কুরুতে ॥৬॥

তিনি নিজেকে প্রচণ্ডভাবে মথিত, অভিতপ্ত, ও সন্তপ্ত করতে লাগলেন। নিজের ভিতর
থেকেই ত্রিলোক নির্মাণ করলেন— পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক। তিনি পদযুগল থেকে পৃথিবী,
উদরদেশ থেকে অন্তরিক্ষ ও মস্তক দেশ থেকে দ্যুলোক নির্মাণ করলেন। তিনি সেই ত্রিলোককে
পুনরায় মথিত, উত্তপ্ত ও সন্তপ্ত করতে লাগলেন। সেই শ্রান্ত, উত্তপ্ত, সন্তপ্ত থেকে ত্রিদেব নির্মাণ
করলেন। তাঁরা হলেন অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য। তিনি পৃথিবী থেকে অগ্নিকে নির্মাণ করলেন,
অন্তরিক্ষ থেকে বায়ুকে, দ্যুলোক থেকে আদিত্যকে নির্মাণ করলেন। তিনি সেই ত্রিদেবতাকে
আবার অতিমথিত অভিতপ্ত ও সন্তপ্ত করতে লাগলেন। সেই মথিত, উত্তপ্ত ও সন্তপ্ত ত্রিদেব
থেকে তিন বেদ নির্মাণ করলেন— অগ্নি থেকে ঋগ্বেদ, বায়ু থেকে যজুর্বেদ আর আদিত্য থেকে
সামবেদ। আর সেই ত্রীকে প্রমথিত, অভিতপ্ত ও সন্তপ্ত করতে থাকলেন। সেই অতিমথিত,
অভিতপ্ত ও সন্তপ্ত ত্রী থেকে নির্মাণ করলেন তিনি তিন মহাব্যাহতি—ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ। ঋগ্বেদ
থেকে ভূঃ, যজুর্বেদ থেকে ভুবঃ ও সামবেদ থেকে স্বঃ। যিনি কোন বৈদিক কর্মানুষ্ঠানের ইচ্ছা
করবেন, তিনি এই তিন মহাব্যাহতি দিয়েই তা করবেন। এ-সব যিনি এরূপে জেনে সে সকল
কার্যাদি অনুষ্ঠান করে থাকেন, তাঁর কাজ ত্রী দ্বারা যথাযথভাবেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ॥৬॥

তা যা অমৃ রেতঃ সমুদ্রং বৃদ্ধাতিষ্ঠন, তাঃ প্রাচ্যো দক্ষিণাচ্যঃ প্রতীচ্য উদীচ্যঃ সমবদ্রবন্ত।
তদ্ যৎ সমবদ্রবন্ত তস্মাৎ সমুদ্র উচ্যতে। তা ভীতা অকুবন্-ভগবন্তমেব বয়ং রাজানং বৃণীমহ
ইতি। যচ্চ বৃদ্ধাতিষ্ঠন্তদ্ বরণোহভবৎ। তং বা এতং বরণং সন্তং বরুণ ইত্য্যচক্ষতে পরোক্ষেন।
পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবা ভবন্তি প্রত্যক্ষদ্বিষঃ। স সমুদ্রাদমুচ্যত। স মুচ্যরভবৎ। তং বা এতং
মুচ্যং সন্তং মৃত্যুরিত্য্যচক্ষতে পরোক্ষেন। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবা ভবন্তি প্রত্যক্ষদ্বিষঃ। তং
বরুণং মৃত্যুমভ্যশ্রাম্যদ্ অভ্যতপৎ সমতপৎ। তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য সংতপ্তস্য সর্বৈভ্যোহঙ্গেভ্যো
রসোহক্ষরৎ। সোহক্ষরসোহভবৎ। তং বা এতমঙ্গরসং সন্তমঙ্গিরা ইত্য্যচক্ষতে পরোক্ষেন।
পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবা ভবন্তি প্রত্যক্ষদ্বিষঃ ॥৭॥

সেই (জলরাশি) যা রেতঃ ও সমুদ্রকে ঘিরে রেখেছিল, তা পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদিকে
প্রবাহিত হতে লাগল। যেহেতু এই জলরাশি সমস্ত দিকে ব্যাপকতা লাভ করেছিল তাই তাকে সমুদ্র
আখ্যা দেওয়া হয়। তারা (দিকসমূহ) তখন ভীত হয়ে বলল—‘আমরা আপনাকে রাজারূপে বরণ
করতে চাই’। যেহেতু তিনি বৃত করেছিলেন, তাই তিনি হলেন বরণ। আর সেই বরণ থেকে ‘বরুণ’
আখ্যা পেলেন। দেবতারা পরোক্ষপ্রিয় ও প্রত্যক্ষদ্বিষী। তিনি সমুদ্র থেকে প্রথম উন্মুক্ত হলেন। তাই
প্রথমে তিনি ‘মুচ্য’ ও পরে মৃত্যুরূপে পরিচিত হ’লেন। পরোক্ষভাবে তাই তাঁকে মৃত্যুও বলা হয়।
তিনি সেই মৃত্যুরূপী বরুণকে আবার মথিত, তপ্ত ও সন্তপ্ত করতে লাগলেন। তখন সেই শ্রান্ত,
প্রতপ্ত ও সন্তপ্ত বরুণের সমস্ত অঙ্গ থেকে রস নির্গত হতে লাগল। সেই অঙ্গরস থেকে জন্ম হল
অঙ্গিরাস। তাই তাঁকে পরোক্ষে অঙ্গিরাও বলা হয়। দেবতারা (চিরকাল) পরোক্ষপ্রিয় ও
প্রত্যক্ষদ্বিষী। ॥৭॥

১. এখানে বরুণদেবতার উৎপত্তি— প্রসঙ্গ পাচ্ছি।

তমঙ্গিরসমৃষিমভ্যশ্রাম্যদ্ অভ্যতপৎ সমতপৎ। তস্মাচ্ছ্রান্তাৎ তপ্তাৎ সংতপ্তাদ্
বিংশিনোহঙ্গিরস ঋষীন্ নিরমিমীত। তান্ বিংশিনোহঙ্গিরস ঋষীনভ্যশ্রাম্যদ্ অভ্যতপৎ সমতপৎ।
তেভ্যঃ শ্রান্তেভ্যস্তপ্তেভ্যঃ সংতপ্তেভ্যো দশতয়ানাগ্নিরসানার্ষেয়ান্ নিরমিমীতষোড়শিনো-
হষ্টাদশিনো দ্বাদশিন একচান্ দ্ব্যাচাংস্তৃচাংস্ততুর্জ্জ্বান্ পঞ্চচান্ ষড়্চান্ সপ্তচানিতি। তানঙ্গিরস
ঋষীনগ্নিরসাংচার্ষেয়ানভ্যশ্রাম্যদ্ অভ্যতপৎ সমতপৎ। তেভ্যঃ শ্রান্তেভ্যস্তপ্তেভ্যঃ সংতপ্তেভ্যো
যান্ মদ্রানপশ্যৎ স আগ্নিরসো বেদোহভবৎ। তমাঙ্গিরসং বেদমভ্যশ্রাম্যদ্ অভ্যতপৎ সমতপৎ।
তস্মাচ্ছ্রান্তাৎ তপ্তাৎ সংতপ্তাজ্জনদিতি দ্বৈতমক্ষরং ব্যভবৎ। স য ইচ্ছৎ
সর্বৈরৈতৈরগ্নিরোভিশ্চাঙ্গিরসৈশ্চ কুবীয়েতি এতয়েব তদ্ মহাব্যাহত্যা কুবীত। সর্বৈ বা

অসৌতৈরঙ্গিরোভিশ্চাঙ্গিরসৈশ্চ কৃতং ভবতি য এবং বেদ, যশ্চৈবংবিদ্বানেবমেতয়া মহাব্যাহত্যা কুরুতে ॥৮॥

পুনরায় (তিনি) ঋষি অঙ্গিরাকে প্রমথিত, প্রতপ্ত ও সন্তপ্ত করতে লাগলেন। সেই শ্রান্ত, তপ্ত ও সন্তপ্ত অঙ্গিরা থেকে কুড়িজন অঙ্গিরা ঋষি নির্মাণ করলেন। সেই কুড়িজন অঙ্গিরাকে পুনরায় প্রমথিত, প্রতপ্ত ও সন্তপ্ত করতে লাগলেন। সেই শ্রান্ত, তপ্ত ও সন্তপ্ত অঙ্গিরা থেকে দশজন আঙ্গিরস ঋষির নির্মাণ করলেন, যা (নিম্নোক্ত) সংখ্যাগুলির সঙ্গে যুক্ত। (সংখ্যাগুলি যথাক্রমে) ষোড়শ, অষ্টাদশ, দ্বাদশ, একচ, দ্ব্যচ, তৃচ, চতুর্খক, পঞ্চচ, ষড়চ ও সপ্তচ।

তিনি পুনরায় সেই ঋষিগণকে প্রমথিত, অভিতপ্ত ও সন্তপ্ত করতে লাগলেন। তখন সেই প্রমথিত, অভিতপ্ত ও সন্তপ্ত ঋষিগণ যে মন্ত্ররাজি দর্শন করলেন, তা-ই অঙ্গিরোবেদরূপে পরিগণিত হল। পুনরায় সেই অঙ্গিরোবেদকে প্রমথিত, অভিশপ্ত ও সন্তপ্ত করতে লাগলেন। সেই প্রমথিত, অভিতপ্ত ও সন্তপ্ত বেদ থেকে ‘জনৎ’— এই দ্বৈত-অক্ষরের সৃষ্টি হল। যিনি যখন চাইবেন আমি এই অঙ্গিরা ও আঙ্গিরসদের দ্বারাই (অনুষ্ঠান) করবো, তখন তিনি তা মহাব্যাহতি (জনৎ) দ্বারাই তা করবেন। এরূপ যিনি জানেন এবং জেনে সেই ভাবেই অনুষ্ঠান করেন, তাঁর (এই) বেদের দ্বারাই সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়। যিনি এরূপ জানেন এবং এরকম জেনে মহাব্যাহতির দ্বারা একাজ করেন, তাঁর সমস্ত (অনুষ্ঠান) সকল অঙ্গিরা ও আঙ্গিরসদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ॥৮॥

স উর্ধ্বোহতিষ্ঠৎ। স ইমাল্লোকান্ ব্যষ্টভ্নাৎ। তস্মাদঙ্গিরসোহধীয়ান উর্ধ্বস্টিষ্ঠিতি। তদ্ ব্রতম্। স মনসা ধ্যায়েদ্, যদ্ বা অহং কিং চ মনসা ধ্যাস্যামি তথৈব তদ্ ভবিষ্যতি। তদ্ব স্ম তথৈব ভবতি। তদপ্যেতদৃচোক্তম্—

শ্রেষ্ঠো হ বেদস্তপসোহধি জাতো ব্রহ্মজ্ঞানাং হৃদয়ে সংবভূব।

ঋচ্যগ্ভূতং যদসৃজ্যতেদং নিবেশনমনৃণং দূরমস্য ॥ ইতি।

তা বা এতা অঙ্গিরসাং জাময়ো যন্মেনয়ঃ। করোতি মেনিভিবীৰ্যং য এবং বেদ ॥৯॥’

সেই অঙ্গিরা উর্ধ্বলোকে অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি সেই উর্ধ্বলোকসমূহকেও ধারণ করেছিলেন। যে অঙ্গিরারচিত মন্ত্রসমূহ আবৃত্তি করে সে সেই উর্ধ্বলোকে অবস্থান করে। তিনি মনে মনে সেই ব্রত ধ্যান করবেন এবং চিন্তা করবেন—আমি মনে মনে যা ধ্যান করবো, স্থির করবো, তা-ই হবে। একটি ঋকে একথা বিবৃত আছে—তপস্যা হতেও শ্রেষ্ঠ এই বেদ জাত হয়ে ব্রহ্মজ্ঞগণের হৃদয়ে অবস্থান করেন, ঋকে ঋকরূপে যা সৃষ্ট হল, তা ব্রহ্মের ঋণরহিত আশ্রয় বলেই পরিগণিত হয়।

বেদগুণদের যে নিয়ম ও জানার শক্তি বিদ্যমান তা বজ্রের তুল্য দৃঢ় এবং সেই নিয়ম দিয়েই তাঁদের শক্তি প্রকটিত হয়। যিনি তা জানেন এবং এই ভাবে জানেন(তিনি সেরূপই হন)। তখন বাক্ষসসমূহ অঙ্গিরাসমূহের স্ত্রীশক্তি। যিনি এরূপ জানেন, তিনি শস্ত্রের দ্বারা বীরত্ব (লাভ) করেন। ॥৯॥

১. এই ঋক্টি বৈদিক বাঙ্গায়ে এখনো অনুপলব্ধ।

স দিশোঃশ্বৈক্ষত প্রাচীং দক্ষিণাং প্রতীচীমুদীচীং ধ্রুবামূর্ধ্বামিতি। তাস্তুত্রৈবাভ্যশ্রাম্যদ্ অভ্যতপৎ সমতপৎ। তাভ্যঃ শ্রান্তাভ্যস্তপ্তাভ্যঃ সংতপ্তাভ্যঃ পঞ্চ বেদান্ নিরমিমীত—সর্পবেদং পিশাচবেদমসুরবেদমিতিহাসবেদং পুরাণবেদমিতি। স খলু প্রাচ্যা এব দিশঃ সর্পবেদং নিরমিমীত, দক্ষিণস্যাঃ পিশাচবেদং, প্রতীচ্যা অসুরবেদম্, উদীচ্যা ইতিহাসবেদং, ধ্রুবায়াশ্চোর্ধ্বায়াশ্চ পুরাণবেদম্। স তান্ পঞ্চ বেদান্ভ্যশ্রাম্যদ্ অভ্যতপৎ সমতপৎ। তেভ্যঃ শ্রান্তেভ্যস্তপ্তেভ্যঃ সংতপ্তেভ্যঃ পঞ্চ মহাব্যাহতীর্নিরমিমীত—বৃধৎ করদ্ রুহন্ মহৎ তদिति—বৃধদिति সর্পবেদাৎ, করদिति পিশাচবেদাদ্ রুহদিত্যসুরবেদাদ্, মহদিতীতিহাসবেদাৎ, তদिति পুরাণবেদাৎ। স য ইচ্ছেৎ সর্বৈরৈতৈঃ পঞ্চভির্বেদৈঃ কুর্বায়েতি, এতাভিরেব তদ্ মহাব্যাহতিভিঃ কুর্বাতি। সর্বৈর্ বা অসৌতৈঃ পঞ্চভির্বেদৈঃ কৃতং ভবতি য এবং বেদ, যশ্চৈবংবিদ্বানেবমেতাভির্মহাব্যাহতিভিঃ কুরুতে ॥১০॥

তিনি (ব্রহ্ম) পুনরায় পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম উত্তর, ধ্রুব (ভূতল), ও উর্ধ্বলোক অবলোকন করতে লাগলেন। তিনি সেই দিকসমূহকে প্রমথিত, প্রতপ্ত ও সন্তপ্ত করতে লাগলেন। সেই প্রমথিত, প্রতপ্ত ও সন্তপ্ত (দিকসমূহ) থেকে পঞ্চবেদ নির্মাণ করলেন। সেগুলি হল—সর্পবেদ, পিশাচবেদ, অসুরবেদ, ইতিহাসবেদ ও পুরাণবেদ। তিনি পূর্বদিক থেকে নির্মাণ করলেন সর্পবেদ, দক্ষিণদিক থেকে পিশাচবেদ, পশ্চিমদিক থেকে অসুরবেদ, উত্তরদিক থেকে ইতিহাসবেদ; ধ্রুব ও উর্ধ্বদিক থেকে নির্মাণ করলেন পুরাণবেদ। সেই পাঁচটি বেদকে তিনি পুনরায় প্রমথিত, প্রতপ্ত ও সন্তপ্ত করতে লাগলেন। সেই প্রমথিত, প্রতপ্ত ও সন্তপ্ত পঞ্চবেদ থেকে তৈরী হল ‘বৃধৎ’, করৎ, রুহৎ, মহৎ ও তৎ—এই পঞ্চ মহাব্যাহতি। সর্পবেদ থেকে বৃধৎ, পিশাচবেদ থেকে করৎ, অসুরবেদ থেকে রুহৎ, মহৎকে অসুরবেদ থেকে ও পুরাণবেদ থেকে তৎকে নির্মাণ করলেন। যিনি চাইবেন—আমি এই পঞ্চবেদ দিয়ে অনুষ্ঠান করতে চাই, তিনি অবশ্যই পঞ্চ মহাব্যাহতির দ্বারাই তা করবেন। যিনি এসব এই ভাবে জানেন, তিনি পঞ্চ মহাব্যাহতি দ্বারাই (অনুষ্ঠান) করে থাকেন। ॥১০॥

স আবতশ্চ পরাবতশ্চাশ্বৈক্ষত। তাস্ত্রৈবাত্যশ্রাম্যদ্ অভ্যতপৎ সমতপৎ। তাভ্যঃ
শ্রান্তাভ্যস্তপ্তাভ্যঃ সংতপ্তাভ্যঃ শমিত্যুধ্বমক্ষরমুদক্রামৎ। স য ইচ্ছেৎ সর্বাভিরেতাভিরাবত্তিশ্চ
পরাবত্তিশ্চ কুর্বায়েতি, এতয়েব তদ্ মহাব্যাহৃত্য কুর্বাতি। সর্বাভির্হ বা অসৈত্যাভিরাবত্তিশ্চ
পরাবত্তিশ্চ কৃতং ভবতি য এবং বেদ, যশ্চৈবংবিদ্বানেবমেতয়া মহাব্যাহৃত্য কুরুতে ॥১১॥

তিনি (ব্রহ্ম) নিকটে ও দূরে দৃষ্টিপাত করলেন। সেই দিকগুলিকে তিনি প্রমথিত, প্রতপ্ত ও
সন্তপ্ত করতে লাগলেন। সেই প্রমথিত, প্রতপ্ত ও সন্তপ্ত (দিকসমূহ) থেকে উৎক্রান্ত হল ‘শম্’
এই উধ্বাক্ষর বাক্যের। যিনি চাইবেন—আমি নিকট ও দূর (এই উভয় দিক) দিয়েই অনুষ্ঠান
করতে চাই, তিনি তা ঐ মহাব্যাহৃতি দিয়ে করবেন, যিনি একে জানেন এবং এইভাবে জানেন।
যিনি এইভাবে করে থাকেন, তিনি এই সমস্ত মহাব্যাহৃতির দ্বারাই তা করে থাকেন। ॥১১॥

স ভূয়োহশ্রাম্যদ্ ভূয়োহতপ্যদ্ ভূয় আত্মানং সমতপৎ। স মনস এব চন্দ্রমসং নিরমিমীত,
নখেভ্যো নক্ষত্রাণি, লোমভ্য ওষধিবনস্পতীন্, ক্ষুদ্রেভ্যঃ প্রাণেভ্যোহন্যান্ বহূন্ দেবান্। স ভূয়ো
হশ্রাম্যদ্ ভূয়োহতপ্যদ্ ভূয় আত্মানং সমতপৎ। স এতং ত্রিবৃতং সপ্ততন্তুমেকবিংশতিসংস্থ।
যজ্ঞমপশ্যৎ। তদপ্যেতদুচোক্তম্— ‘অগ্নির্যজ্ঞং ত্রিবৃতং সপ্ততন্তুম্’ ইতি। অথাপ্যেষ
প্রাক্রীড়িতঃ শ্লোকঃ প্রত্যভিবদতি—

সপ্ত সুত্যাঃ সপ্ত চ পাকযজ্ঞা (হবির্যজ্ঞাঃ সপ্ত তথৈকবিংশতিঃ) ইতি ॥১২॥

তিনি পুনরায় নিজেকে অতিমাত্রায় মথিত, প্রতপ্ত ও সন্তপ্ত করতে লাগলেন। তিনি মন থেকে
চন্দ্রমা, নখ থেকে নক্ষত্ররাজি, লোম থেকে ওষধিবনস্পতিসমূহ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণ থেকে নির্মাণ
করলেন দেবতাগণকে। তিনি আবার নিজেকে প্রমথিত, প্রতপ্ত ও সন্তপ্ত করতে লাগলেন। তখন
তিনি ত্রিবৃত্তোম, সপ্ততন্তু ও একবিংশতিসংস্থ যজ্ঞকে (মানসচক্ষে) দেখলেন। একটি ঋকে তা
উক্ত হয়েছে। অগ্নি-র্যজ্ঞং ত্রিবৃতং সপ্ততন্তুং... এই পাদপূরণ শ্লোকে বলা হয়েছে; ‘সপ্তসুত্যাঃ সপ্ত
চ পাকযজ্ঞা..’ ইতি। ॥১২॥

১. অথর্ব বেদ (পৈ) ৫।২৮।১। বন্ধনীর অংশটি সংযোজিত। পরে ১।৫।২৫ অংশে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি আছে।

তমাহরৎ। তেনাযজত। তস্যাগ্নির্হোতাসীদ্, বায়ুরধ্বর্যুঃ, সূর্য উদ্গাতা, চন্দ্রমা ব্রহ্মা, পর্জন্যঃ
সদস্য, ওষধিবনস্পত্যশ্চমসাধ্বর্যবো, বিশ্বে দেবা হোত্রকাঃ, অথর্বান্দিরসো গোপ্তারঃ। তং হ
স্মৈতমেবং বিদ্বাংসঃ পূর্বে শ্রোত্রিয়া যজ্ঞং ততং সাবসায় হ স্মাহেত্যভিব্রজন্তি—মা নোহয়ং ঘর্ম
উদ্যতঃ প্রমত্তানামমৃতাঃ প্রজাঃ প্রধাক্ষীদতি। তান্ বা এতান্ পরিরক্ষকান্
সদঃপ্রসর্পকানিত্যাচক্ষতে দক্ষিণাসমৃদ্ধান্। তদু হ স্মাহ প্রজাপতিঃ। যদ্ বৈ যজ্ঞেংকুশলা

ঋত্বিজো ভবন্ত্যচরিতিনো ব্রহ্মচর্যমপরাগ্যা বা, তদ্ বৈ যজ্ঞস্য বিরিষ্টমিত্যাচক্ষতে। যজ্ঞস্য বিরিষ্টমনু যজমানো বিরিষ্যতে। যজমানস্য বিরিষ্টমৃত্বিজো বিরিষ্যন্তে। ঋত্বিজাং বিরিষ্টমনু দক্ষিণা বিরিষ্যন্তে। দক্ষিণানাং বিরিষ্টমনু যজমানঃ পুত্রপশুভির্বিরিষ্যতে। পুত্রপশুনাং বিরিষ্টমনু যজমানঃ স্বর্গেণ লোকেন বিরিষ্যতে। স্বর্গস্য লোকস্য বিরিষ্টমনু তস্যার্থস্য যোগক্ষেমো বিরিষ্যতে, যস্মিন্নর্থে যজন্ত ইতি ব্রাহ্মণম্ ॥১৩॥

তিনি (ব্রহ্মবাদী পুরুষ) তাকে (যজ্ঞপুরুষকে) আহরণ করলেন। তিনি যজ্ঞানুষ্ঠান করলেন। অগ্নি ছিলেন (সেই যজ্ঞের) হোতা, বায়ু অধ্বর্যু, সূর্য উদ্গাতা, চন্দ্রমা ব্রহ্মা এবং পর্জন্য সদস্য। ওষধিবনস্পতিসকল হল চমস (যজ্ঞপাত্র বিশেষ)। বিশ্বদেবগণ হোত্রক এবং অথর্বাদিরসগণ হলেন গোপ্তা।

বিদ্বান শ্রোত্রিয়েরা পূর্বে সেই যাগ সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁরা বললেন—এই উদ্যত ঘর্মপাত্র অমৃত প্রজাদের প্রতি অমনোযোগী হবে না। এই সমস্ত যজ্ঞরক্ষকেরা দক্ষিণা দ্বারা সমৃদ্ধ হবেন— তা বললেন। প্রজাপতি বললেন—যে যজ্ঞে অদক্ষ ঋত্বিকেরা থাকেন— যাঁরা ব্রহ্মচর্য পালনে অপারগ, সে যজ্ঞ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যজ্ঞবিনাশহেতু যজমানেরও বিনাশ হয়। যজমানের বিনাশহেতু ঋত্বিকদেরও বিনাশ হয়। ঋত্বিকেরা বিনষ্ট হন বলে দক্ষিণাও নাশপ্রাপ্ত হয়। দক্ষিণা নাশ প্রাপ্ত হওয়ায় যজমানের প্রজাপশু ধ্বংস হয়। প্রজাপশু ধ্বংস হওয়ার কারণে যজমানের স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে না। যজমানের স্বর্গপ্রাপ্তি না হওয়ার দরুণ যজমানের অর্ধেক যোগক্ষেম বিনষ্ট হয়, যে অর্ধে তাঁরা যাগ করেন—একথাই বলছেন ব্রাহ্মণ। ॥১৩॥

তং হ স্মৈতমেবং বিদ্বাংসং ব্রহ্মাণং যজ্ঞবিরিষ্টী বা যজ্ঞবিরিষ্টিনো বেতু্যপাধাবেরন্— নমন্তে অস্তু ভগবন্ যজ্ঞস্য নো বিরিষ্টং সংধেহীতি। তদ্ যত্রৈব বিরিষ্টং স্যাৎ তত্রাগ্নীনুপসমাধায় শান্ত্যদকং কৃৎবা পৃথিব্যে শ্রোত্রায় ইতি ত্রিরেবাগ্নীন্ সংপ্রোক্ষতি, ত্রিঃ পর্যুক্ষতি, ত্রিঃ কারয়মাণমাচাময়তি চ সংপ্রোক্ষতি চ, যজ্ঞবাস্তু ব সংপ্রোক্ষতি। অথাপি বেদানাং রসেন যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সংধীয়তে। তদ্ যথা লবণেন সুবর্ণং সংদধ্যাত্, সুবর্ণেন রজতং, রজতেন লোহং, লোহেন সীসং, সীসেন ত্রপু, এবমেবাস্য যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সংধীয়তে। যজ্ঞস্য সংধিতিমনু যজমানঃ সংধীয়তে। যজমানস্য সংধিতিমৃত্বিজঃ সংধীয়ন্তে। ঋত্বিজাং সংধিতিমনু দক্ষিণাঃ সংধীয়ন্তে। দক্ষিণানাং সংধিতিমনু যজমানঃ পুত্রপশুভিঃ সংধীয়তে। পুত্রপশুনাং সংধিতিমনু যজমানঃ স্বর্গেণ লোকেন সংধীয়তে। স্বর্গস্য লোকস্য সংধিতিমনু তস্যার্থস্য যোগক্ষেমঃ সংধীয়তে, যস্মিন্নর্থে যজন্ত ইতি ব্রাহ্মণম্ ॥১৪ ॥

যাঁদের যজ্ঞ প্রাপ্ত হয়েছে তাঁরা সেই যজ্ঞিকেরা বিদ্বান ব্রহ্মার কাছে গিয়ে অপরাধ স্বীকার করে বললেন—‘ভগবান্। আপনাকে প্রণাম। আপনি আমাদের যজ্ঞকে সম্যকভাবে ধারণ করুন; যথাযথ শান্তি বিধান করুন’। তখন যেখানে এই নাশ ঘটেছে ব্রহ্মা সেখানে গিয়ে অগ্নিসমূহের সমীপবর্তী হয়ে শান্তি জল বর্ষণ করে ‘পৃথিব্যৈ শ্রোত্রায়..’, এই মন্ত্র উচ্চারণ করবেন। অগ্নিতে তিনবার জল ছিটাবেন, তিনবার অগ্নির চারদিকে। তিনবার আচমন করে যজ্ঞভূমির উপর জল ছিটিয়ে এবং তার বেদসমূহের রসের (তাৎপর্যের) দ্বারা যজ্ঞক্ষতির পূরণ করবেন—যেমন লবণের দ্বারা সুবর্ণের, সুবর্ণের দ্বারা রজতের, রজতের দ্বারা লৌহের, লৌহ দ্বারা সীসার, সীসার দ্বারা টিনের ক্ষতিপূরণ ঘটে থাকে। তেমনভাবেই (বেদরসের দ্বারা) যজ্ঞক্ষতি পূরিত হ’বে। যজ্ঞের ক্ষতি পূরিত হ’লে যজমান পূর্ণ হবেন। যজমান অটুট থাকলে ঋত্বিকেরাও সংযুক্ত হবেন। ঋত্বিকেরা অটুট থাকলে দক্ষিণাও অটুট থাকবে। দক্ষিণা অটুট থাকলে যজমানের প্রজাপশুও বিনষ্ট হবে না। প্রজাপশু অক্ষত থাকলে যজমানের স্বর্গপ্রাপ্তিও নির্বাধ হবে। (আর) যজমানের স্বর্গপ্রাপ্তি হলে যে অর্ধে যাগসম্পন্ন হয়, সেই অর্ধদ্বারা যোগক্ষেম লাভ হ’বে—একথাই ব্রাহ্মণ বলেছেন। ॥১৪॥

১. অথর্ব (শৌ)-৬।১০।১

তদু হ স্মাহাথর্বা ‘দেবো বিজানন্’ যজ্ঞবিরিষ্টানন্দানীতু্যপশময়েরন্। যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্তিঃ ক্রিয়তে। অপি চ যদু বহিব যজ্ঞে বিলোমং ক্রিয়তে, ন চৈবাস্য কাচনার্তিভবতি, ন চ যজ্ঞবিক্রমুপয়াত্যপহন্তি পুনর্মৃত্যুমপাত্যেতি পুনরাজাতিং, কামচারোহস্য সর্বেষু লোকেষু ভাতি, য এবং বেদ যশ্চৈবংবিদ্বান্ ব্রহ্মা ভবতি, যস্য চৈবংবিদ্বান্ ব্রহ্মা দক্ষিণতঃ সদোহধ্যান্তে, যস্য চৈবংবিদ্বান্ ব্রহ্মা দক্ষিণত উদঙ্‌মুখ আসীনো যজ্ঞ আজ্যাহ্তীর্জুহোতীতি ব্রাহ্মণম্ ॥১৫॥

অথর্বা (পুরোহিতকে) দেববিৎ। (অন্য সব) পুরোহিতদের কাজ হল যজ্ঞবিঘ্ন থেকে যে নিন্দনীয় ব্যাপার ঘটেছে (সুখের যে ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে) তার উপশান্তি বিধান করা। যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্তের (বিধান) আছে। যজ্ঞে অনেক বিপরীত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানও থাকে, যাতে কারও ক্ষতি হয় না, যজ্ঞের অঙ্গহানিও ঘটে না, (উপরন্তু) সে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। যিনি এসব জানেন, তিনি ইচ্ছেমত সকল লোকে বিচরণ করতে সমর্থ। যিনি এসব জানেন, সেই ব্রহ্মা ঋত্বিক্ এ সব জেনে দক্ষিণ দিক থেকে উত্তরদিকে মুখ করে বসে আজ্যাহ্তি দেন, একথাই বলেছেন ব্রাহ্মণ। ॥১৫॥

ব্রহ্ম হ বৈ ব্রহ্মাণং পুরুষে সসৃজে। স খলু ব্রহ্মা সৃষ্টশ্চিত্তামাপেদে—কেনাহমেকেনাক্ষরেণ সর্বাংশ্চ কামান্তসর্বাংশ্চ লোকান্তর্বাংশ্চ দেবান্তসর্বাংশ্চ বেদান্তসর্বাংশ্চ যজ্ঞান্তসর্বাংশ্চ শব্দান্তসর্বাংশ্চ ব্যুপ্তীঃ সর্বাণি চ ভূতানি স্থাবরজঙ্গমান্যনুভবেয়মিতি। স ব্রহ্মচর্যমচরৎ। স ওমিত্যেতৎ

অক্ষরমপশ্যাদ্ দ্বিবর্ণং চতুর্মাাত্রং সর্বব্যাপি সর্ববিভব্য়াতয়ামব্রহ্ম ব্রাহ্মীং ব্যাহতিং ব্রহ্মদৈবতম্।
তয়া সর্বাংশ্চ কামান্তসর্বাংশ্চ লোকান্তসর্বাংশ্চ দেবান্তসর্বাংশ্চ বেদান্তসর্বাংশ্চ যজ্ঞান্তসর্বাংশ্চ
শব্দান্তসর্বাংশ্চ ব্যুপ্তীঃ সর্বাণি চ ভূতানি স্থাবরজঙ্গমান্যন্বভবৎ। তস্য প্রথমেন বর্ণেনাপঃ স্নেহঃ
চান্বভবৎ। তস্য দ্বিতীয়েন বর্ণেন তেজো জ্যোতীঃস্বান্বভবৎ ॥১৬॥

(পরম) ব্রহ্ম অপর ব্রহ্মকে (জীবব্রহ্মকে) পদ্মের উপর সৃষ্টি করলেন। সেই সৃষ্ট ব্রহ্ম চিন্তা
করলেন—‘কে এই একাক্ষর (সত্তা) যাঁর জন্যে আমি সমস্ত কাম্যবস্তু, সকল লোক, সমস্ত দেবতা,
বেদরাশি, যাগাদিসকল, শব্দসমূহ, সম্পদরাজি, সমস্ত, স্থাবর জঙ্গমাত্মক পার্থিব বিষয়সমূহ অনুভব
করতে পারছি’? তিনি ব্রহ্মচর্যে আসীন হলেন। (ধ্যানে) তিনি ‘ওম্’ এই একাক্ষর, দ্বিবর্ণক,
চতুর্মাত্রিক, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, নির্বিকার, ব্রাহ্মীব্যাহতি ব্রহ্মদেবতাকে প্রত্যক্ষ করলেন। সেই
(ব্রাহ্মীব্যাহতির দ্বারা) সমস্ত কাম্য বস্তু, সকল লোক, স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রাণিকুলের সৃষ্টি হ’ল। এর
প্রথম বর্ণ থেকে জলসমূহ ও স্নেহজাতীয় পদার্থসমূহের সৃষ্টি হল। দ্বিতীয় বর্ণ থেকে তেজ ও
জ্যোতির্ময় পদার্থসমূহের উৎপত্তি হ’ল। ॥১৬॥

১. এই অংশে ১৬ নং অনুচ্ছেদ থেকে গোপথব্রাহ্মণে ওঁকারের আধ্যাত্মিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পাচ্ছি।
১৬-৩০ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত এই ব্যাখ্যা চলবে। পরবর্তীকালে ওঁকার উপনিষদ্ এই অনুচ্ছেদগুলি নিয়েই
সংগৃহীত। এই অংশ গোপথব্রাহ্মণের মৌলিক অংশ বলে দাবি করা যেতেই পারে।

তস্য প্রথময়া স্বরমাাত্রয়া পৃথিবীমগ্নিমোষধিবনম্পতীন্ ঋগ্বেদং ভূরিতি ব্যাহতিং গায়ত্রং
হৃদম্ভিবৃতং স্তোমং প্রাচীং দিশং বসন্তম্ ঋতুং বাচমধ্যাত্নং জিহ্বাং রসমিতীন্দ্রিয়াণ্যন্বভবৎ ॥১৭॥

ওঁকারের প্রথম মাত্রা থেকে সৃষ্টি হল পৃথিবী, অগ্নি, ওষধি, বনম্পতি, ঋগ্বেদ, ভূঃ
নামক ব্যাহতি, গায়ত্রী হৃদ, ত্রিবৃৎস্তোম, পূর্বদিক, বসন্ত ঋতু, আধ্যাত্মিক বাক্, জিহ্বা
নামক রসেন্দ্রিয়। ॥১৭॥

তস্য দ্বিতীয়য়া স্বরমাাত্রয়াত্তরিক্ষং বায়ুং যজুর্বেদং ভুব ইতি ব্যাহতি ত্রৈষ্টুভং হৃদঃ পঞ্চদশং
স্তোমং প্রতীচীং দিশং গ্রীষ্মম্ ঋতুং প্রাণমধ্যাত্নং নাসিকে গন্ধঘ্রাণমিতীন্দ্রিয়াণ্যন্বভবৎ ॥১৮॥

ওঁকারের দ্বিতীয় মাত্রা থেকে সৃষ্টি হল অন্তরিক্ষ, বায়ু, যজুর্বেদ, ভুবঃ নামক ব্যাহতি, ত্রিষ্টুপ্
হৃদ, পঞ্চদশ স্তোম, পশ্চিমদিক, গ্রীষ্ম ঋতু আধ্যাত্মিক প্রাণ, নাসা নামক ঘ্রাণেন্দ্রিয়। ॥১৮॥

তস্য তৃতীয়য়া স্বরমাাত্রয়া দিবমাদিত্যং সামবেদং স্বরিতি ব্যাহতিং জাগতং হৃদঃ সপ্তদশং
স্তোমমুদীচীং দিশং বর্ষা ঋতুং জ্যোতিরথ্যাত্নং চক্ষুষী দর্শনমিতীন্দ্রিয়াণ্যন্বভবৎ ॥১৯॥

ওঁকারের তৃতীয় মাত্রা থেকে সৃষ্টি হল দ্যুলোক, আদিত্য, সামবেদ, স্বঃ নামক ব্যাহতি, জগতী ছন্দ, সপ্তদশ স্তোম, উত্তর দিক, বর্ষা ঋতু, আধ্যাত্মিক জ্যোতি, চক্ষুদ্বয় নামক দর্শনেন্দ্রিয় সমূহ। ॥১৯॥

তস্য বকারমাত্রাপশ্চন্দ্রমসমথর্ববেদং নক্ষত্রাণ্যোমিতি স্বমাত্মানং জনদিত্যগ্নিসামানুষ্টুভং ছন্দ একবিংশং স্তোমং দক্ষিণাং দিশং শরদম্ ঋতুং মনোহধ্যাত্মং জ্ঞানং জ্ঞেয়মিতীন্দ্রিয়াণ্যম্ভবৎ ॥২০॥

ওঁকারের (চতুর্থ) 'ব' মাত্রা অর্থাৎ উকার থেকে সৃষ্টি হল জল, চন্দ্রমা, অথর্ববেদ, নক্ষত্ররাজি, আত্মা, 'জনৎ' নামক আদ্রিস-ব্যাহতি, অনুষ্টুপ্ ছন্দ, একবিংশ স্তোম, দক্ষিণদিক, শরৎঋতু, মন, আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও জ্ঞেয় ইন্দ্রিয়সমূহ। ॥২০॥

তস্য মকারশ্রুত্যাতিহাসপুরাণং বাকোবাক্যং গাথা নারাশংসীরূপনিষদোহনুশাসনানীতি বৃধৎ করদ্ রুহন্ মহৎ তচ্ছমোমিতি ব্যাহতীঃ স্বরশম্যানানাতন্ত্রীঃ স্বরনৃত্যগীতবাদিত্রাণ্যম্ভবৎ, চৈত্ররথং দৈবতং বৈদ্যুতং জ্যোতির্বাহিতং ছন্দস্ত্রিণবত্রয়স্ত্রিংশৌ স্তোমৌ ধ্রুবামৃধ্বাং দিশং হেমন্তশিশিরাবৃত্ত শ্রোত্রমধ্যাত্মং শব্দশ্রবণমিতীন্দ্রিয়াণ্যম্ভবৎ ॥২১॥

সেই (ব্রহ্মের) ব্যঞ্জনান্ত 'মকার' থেকে সৃষ্টি হল ইতিহাস-পুরাণ, বাক্যগাথা, নারাশংসী উপনিষদ, অনুশাসনসমূহের। বৃধৎ, করৎ, রুহৎ, মহৎ, শম্, ওঁ—এই সমস্ত ব্যাহতির (সৃষ্টি হল)। সমস্ত স্বর শমাদির নানাতন্ত্রী, স্বর, নৃত্যগীতবাদাদি যন্ত্রসকল, সপ্তবিংশ ও ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোমদ্বয়, ধ্রুবা দিক, উর্ধ্বদিক, হেমন্ত ও শীত ঋতুদ্বয়, অধ্যাত্মিক শ্রবণ ও অন্যান্য শব্দ ও শ্রবণেন্দ্রিয়। ॥২১॥

সৈষৈকাক্ষরগ্ ব্রহ্মণস্তপসোহগ্রে প্রাদুর্ভূব ব্রহ্মবেদস্যথর্বণং শুক্রম্। অত এব মন্ত্রাঃ প্রাদুর্ভূবুঃ। স তু খলু মন্ত্রাণামতপসাস্তুশ্রবানধ্যায়াধ্যয়নেন যদূনং চ বিরিষ্টং চ যাতয়ামং চ কৰোতি, তদথর্বণাং তেজসা প্রত্যাপ্যায়য়েৎ, মন্ত্রাশ্চ মামভিমুখীভবেয়ুর্গর্ভা ইব মাতরমভিজিঘাংসুঃ। পুরস্তাদোংকারং প্রযুক্তে। এতয়ৈব তদৃচা প্রত্যাপ্যায়য়েৎ। এষৈব যজ্ঞস্য পুরস্তাদ্ যুজ্যতে, এষা পশ্চাৎ সর্বত এতয়া যজ্ঞস্তায়তে। তদপ্যেতদৃচোক্তম্—যা পুরস্তাদ্ যুজ্যত', ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ ইতি। তদেতদক্ষরং ব্রাহ্মণো যং কামমিচ্ছেৎ, ত্রিরাত্রোপোষিতঃ প্রাঙমুখো বাগ্যতো বর্হিষ্যপবিশ্য সহস্রকৃত্ত আবর্তয়েৎ। সিধ্যন্তুর্থাঃ সর্বকর্মাণি চেতি ব্রাহ্মণম্ ॥২২॥

ব্রহ্মের তপস্যার পূর্বেই ব্রহ্মবেদের এবাঙ্করা ঋক্ প্রাদুর্ভূত হয়েছিল। তা থেকে আথর্বণ শুক্র (উৎস) প্রকটিত হয়েছিল। সেহেতু তা থেকেই আথর্বণ মন্ত্রসমূহ প্রাদুর্ভূত হয়েছিল। যদি সে তপঃশুদ্ধ (চিত্তের) দ্বারা মন্ত্রসমূহের সেবা না করে, (কিংবা) যথাবিহিত অধ্যয়ন না করে ঘাটতি বা বিনষ্টি ঘটায়, তাহলে (একমাত্র) আথর্বণ তেজদ্বারাই সে তা (যে ঘাটতি বা বিনষ্টি ঘটেছিল) ফিরে পায়। (সে বলে), যেমন গর্ভস্থ শিশুরা মাতাকে মরণোন্মুখ করে (ব্যথা ইত্যাদির দ্বারা) তদভিমুখী করে, তেমনি মন্ত্রসমূহও (আমার অভিমুখী হোক)। তিনি (যজমান) যজ্ঞের পূর্বে ওঁকারের প্রয়োগ করেন। ঋকের দ্বারা তিনি তার ফল ফিরে পান। এই (ঋক্) তিনি যজ্ঞের পূর্বে প্রয়োগ করেন, (যজ্ঞের) পরেও (প্রয়োগ করেন)। ফলে এর দ্বারা যজ্ঞ রক্ষিত হয়। এই দুটি ঋকের দ্বারা সেটি বলা হয়েছে—‘যা পুরস্তাদ্ যুজ্যতে’^১, ‘ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্’^২ ইতি। এই ওঁকারের কাছে ব্রাহ্মণ যা ইচ্ছে করবেন, তা সিদ্ধ হয়, সেজন্য তিনি তিনরাত্রি উপবাস করে, পূর্বমুখী হয়ে, কুশাসনে বসে, সহস্রবার (ওঁকার) আবৃত্তি করবেন। একথা বলেছেন ব্রাহ্মণ। ॥২২॥

১. অথর্ব (শৌ) ১০।৮।১০

২. তদেব ৯।১০।১৮

বসোর্ধারাণামৈন্দ্রং নগরম্। তদসুরাঃ পর্যবারয়ন্ত। তে দেবা ভীতা আসন্—ক ইমানসুরানপহনিষ্যতীতি। ত ওঁকারং ব্রহ্মণঃ পুত্রং জ্যেষ্ঠং দদৃশুঃ। তে তমব্রুবন্—ভবতা মুখেনেমানসুরাঞ্জয়েমেতি। স হোবাচ—কিং মে প্রতীবাহো ভবিষ্যতীতি। বরং বৃণীষেতি। বৃণা ইতি। স বরমবৃণীত—ন মামনীরয়িত্বা ব্রাহ্মণা ব্রহ্ম বদেয়ুঃ, যদি বদেয়ুরব্রহ্ম তৎ স্যাদিতি। তথেতি। তে দেবা দেবযজনস্যোত্তরার্ধেহসুরৈঃ সংযত্তা আসন্। তানোংকারেণাগ্নীষ্ট্রীয়াদ্ দেবা অসুরান্ পরাভাবয়ন্ত। তৎ যৎ পরাভাবয়ন্ত, তস্মাদোংকারঃ পূর্বমুচ্যতে। যো হ বা এতমোংকারং ন বেদাবশঃ স্যাদিতি, অথ য এবং বেদ ব্রহ্মবশঃ স্যাদিতি। তস্মাদোংকার ঋচ্যগ্ভবতি, যজুষি যজুঃ, সামি সাম, সূত্রে সূত্রং, ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণং, শ্লোকে শ্লোকঃ, প্রণবে প্রণব ইতি ব্রাহ্মণম্ ॥২৩॥

ইন্দ্রের নগরে সম্পদের প্রাচুর্য। অসুরেরা (সে নগর) ঘিরে ফেলল। সেই দেবতারা ভীত হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন—‘কে এই অসুরদের হত্যা করবে’? তাঁরা তখন ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেখলেন। তাঁরা তাকে বললেন—‘আপনার নেতৃত্বেই এই অসুরদের আমরা জয় করবো’। তিনি বললেন—‘আমার পুরস্কার কী হবে’? (দেবতারা বললেন)—‘বর প্রার্থনা করুন’। ‘প্রার্থনা করছি’—বললেন তিনি। তিনি বর প্রার্থনা করলেন—‘আমাকে উচ্চারণ না করে ব্রাহ্মণেরা বেদ উচ্চারণ করবে না। যদি করেন তাহলে তা বেদ হবেনা’। তাই হবে’—দেবতারা বললেন। সেই

দেবতারা দেবযজনের উত্তরদিকে অসুরগণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। তাদের ওঁকারের দ্বারা পরাভূত করলেন। সেজন্যেই ওঁকার (সবার) প্রথমে উচ্চারিত হয়। যিনি ওঁকারকে এভাবে জানেন না তিনি শিথিলতনু হন। এভাবে যিনি জানেন তিনি ব্রহ্মজ্ঞ হন। সেহেতু ওঁকার ঋগ্ বেদে ঋক্, যজুর্বেদে যজুঃ, সামবেদে সাম, সূত্রে সূত্র, ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ, শ্লোকে শ্লোক, প্রণবে প্রণব—এই কথাই বলেছেন ব্রাহ্মণ। ॥২৩॥

ওঁকারং পৃচ্ছামঃ—কো ধাতুঃ? কিং প্রাতিপদিকম্? কিং নামাখ্যাতম্? কিং লিঙ্গম্? কিং বচনম্? কা বিভক্তিঃ? কঃ প্রত্যয়ঃ? কঃ স্বর উপসর্গো নিপাতঃ? কিং বৈ ব্যাকরণম্? কো বিকারঃ? কো বিকারী? কতিমাত্রঃ? কতিবর্ণঃ? কত্যক্ষরঃ? কতিপদঃ? কঃ সংযোগঃ? কিং স্থানানুপ্রদানকরণম্? শিক্ষুকাঃ কিমুচ্চারয়ন্তি? কিং ছন্দঃ? কো বর্ণ ইতি পূর্বে প্রশ্নাঃ। অথোত্তরে—মন্ত্রঃ কল্পো ব্রাহ্মণম্‌যজুঃ সাম? কস্মাদ্ ব্রহ্মবাদিন ওঁকারমাদিতঃ কুবন্তি? কিং দৈবতম্? কিং জ্যোতিষম্? কিং নিরুক্তম্? কিং স্থানম্? কা প্রকৃতিঃ? কিমধ্যাত্মমিতি। ষট্‌ত্রিশত্‌ প্রশ্নাঃ, পূর্বোত্তরাণাং ত্রয়ো বর্ণা দ্বাদশকাঃ। এতৈরোঁকারং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥২৪॥

ওঁকার সম্পর্ক জিজ্ঞাসা করতে চাই—(বললেন ব্রহ্মবাদীরা)। এর কী ধাতু? কী প্রাতিপদিক? নাম ও আখ্যাত (ক্রিয়াপদ) ই বা কী? লিঙ্গ কী? বচন কী? বিভক্তি কী? প্রত্যয় কী? স্বর কী? উপসর্গ কী? নিপাত কী? এর ব্যাকরণ (নির্বচন) কী? বিকার কী? (এর) বিকারী কী? কটি মাত্রা? কতগুলি অক্ষর? পদ কয়টি? এর সংযোগ কী? এর স্থানানুপ্রকরণ (উচ্চারণাদি) কোথায়? শিক্ষার্থী কিভাবে এর উচ্চারণ করবেন? এর ছন্দ কি? এর বর্ণ কি?—এই হল ওঁকার সম্পর্কে প্রাথমিক প্রশ্নসমূহ।

অন্য প্রশ্নসমূহ হল—এর মন্ত্র, কল্প, ব্রাহ্মণ, ঋক্, যজুঃ, সাম কী? কেন ব্রহ্মবাদীরা প্রথমেই ওঁকার উচ্চারণ করেন? এর দেবতা কী? জ্যোতিষ কী? নিরুক্তি কী? স্থান কী? প্রকৃতি কী? অধ্যাত্ম কী? (মোট) ছত্রিশটি প্রশ্ন পূর্বোত্তরমিলে বারোটি করে তিনটি বর্ণে (বিভক্ত)। এদের দ্বারা ওঁকারকে ব্যাখ্যা করবো। ॥২৪॥

১. এখানে ব্যাকরণ সংক্রান্ত আলোচনা পাচ্ছি।

ইন্দ্রঃ প্রজাপতিমপৃচ্ছৎ—ভগবন্! অভিষ্টীয় পৃচ্ছামীতি। পৃচ্ছ বৎসেতব্রবীৎ। কিময়মোঁকারঃ, কস্যঃ পুত্রঃ, কিং চৈতচ্ছন্দঃ, কিং চৈতদ্বর্ণঃ, কিং চৈতদ্রক্ষা ব্রহ্ম সংপদ্যতে? তস্মাদ্ বৈ তদ্‌ ভদ্রমোঁকারং পূর্বমালেভে। স্বরিতোদাত্ত একাক্ষর ওঁকার ঋগ্বেদে, ত্রৈস্বর্যোদাত্ত একাক্ষর ওঁকারো যজুর্বেদে, দীর্ঘপ্লুতোদাত্ত একাক্ষর ওঁকারঃ সামবেদে, হ্রস্বোদাত্ত একাক্ষর ওঁকারোঽথর্ববেদে, উদাত্তোদাত্তদ্বিপদ অ উ ইত্যর্ধচতশ্রো মাত্রা মকারে ব্যঞ্জনমিত্যাঙ্কঃ। যা সা

প্রথমা মাত্রা ব্রহ্মদেবত্যা রক্তা বর্ণেন। যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং, স গচ্ছেদ্ ব্রাহ্মং পদম্। যা সা দ্বিতীয়া মাত্রা বিষ্ণুদেবত্যা কৃষ্ণা বর্ণেন। যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং, স গচ্ছেদ্ বৈষ্ণবং পদম্। যা সা তৃতীয়া মাত্রা ঈশানদেবত্যা কপিলা বর্ণেন। যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং, স গচ্ছেদ্ ঈশানং পদম্। যা সার্বচতুর্থী মাত্রা সর্বদেবত্যা ব্যক্তীভূতা খং বিচরতি শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভা বর্ণেন। যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং, স গচ্ছেত্ পদমনামকম্। ওংকারস্য চোৎপত্তিঃ। বিপ্রো যো ন জানাতি তত্ পুনরুপনয়নম্। তস্মাদ্ ব্রাহ্মণবচনমাদর্তব্যম্—যথা লাতব্যো গোত্রো, ব্রাহ্মণঃ পুত্রো, গায়ত্রঃ ছন্দঃ, শুক্লো বর্ণঃ, পুংসো বৎসো, রুদ্রো দেবতা, ওংকারো বেদানাম্ ॥২৫॥

ইন্দ্র প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করলেন—‘ভগবন্। আপনার স্তুতি করে আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করি’। প্রজাপতি বললেন—‘বৎস! বল’। ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—‘কী এই ওঁকার? কে এর আত্মজ? এর ছন্দ কী? এর বর্ণ কী? এ কিভাবে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব সম্পাদন করে’? (প্রজাপতি বললেন)—‘এই সুভদ্র ওঁকারকে ব্রহ্মা প্রথম লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই ওঁকার ঋগ্বেদে স্বরিতোদাত্ত একাক্ষর। যজুর্বেদে একাক্ষর ওঁকারকে ত্রৈস্বর্যোদাত্ত করে পাঠ করা হয়। সামবেদে ওঁকার দীর্ঘপ্লুতোদাত্ত একাক্ষর। অথর্ববেদে ওঁকার একাক্ষর, হ্রস্বোদাত্ত। (ব্রহ্মবাদীরা বলেন) উদাত্তোদ্বিপাদ—‘অ’ ‘ও’ ‘উ’, প্রতিটি ওঁকারের অর্ধচতুর্মাাত্রা (অর্থাৎ চতুর্মাাত্রিক ওঁকারের অর্ধমাাত্রাবিশিষ্ট) মকারের মধ্যে ব্যঞ্জনবর্ণ বিদ্যমান।

ওঁকারের প্রথম মাত্রা রক্তবর্ণ এবং ব্রহ্মা তার দেবতা। তাকে যে নিত্য ধ্যান করে সে নিশ্চিতরূপে ব্রাহ্মীপদ লাভ করে। ওঁকারের দ্বিতীয় মাত্রা কৃষ্ণবর্ণ এবং তার দেবতা বিষ্ণু। ঐ মাত্রা যে নিত্য ধ্যান করে সে নিশ্চিতভাবে বৈষ্ণবপদ লাভ করে। ঈশা তার তৃতীয়মাত্রার দেবতা এবং বর্ণে কপিল। ঐ মাত্রার নিত্য ধ্যানকারী ঈশান পদ লাভ করে। যা সার্বচতুর্থীমাত্রা তা সর্বদেবতার প্রকটীভূত রূপ। আকাশে বিচরণকারী সে এবং স্ফটিকের ন্যায় বিশুদ্ধ তার বর্ণ। যে তাকে নিত্য ধ্যান করে, সে নামহীন পদ লাভ করে। (এই হল) ওঁকারের উৎপত্তি। যে ব্রাহ্মণ এ জানেন না তার পুনরায় উপনয়ন প্রয়োজন। সেহেতু (এই) ব্রাহ্মণবচন আদরণীয়। বেদে ওঁকারের গোত্র হল লাতব্য। (সে) ব্রহ্মের পুত্র, (তার) ছন্দ হল গায়ত্রী, বর্ণ শুক্ল, বৎস হল পুংবৎস। ‘দেবতা রুদ্র’। ॥২৫॥

কো ধাতুরিতি—আপ্ধাতুঃ, অবতিমপ্যেকে। রূপসামান্যাদর্থসামান্যং নেদীয়ঃ। তস্মাদাপেরোংকারঃ, সর্বমাপ্নোতীত্যর্থঃ। কৃদন্তমর্থবৎ প্রাতিপদিকমদর্শনং প্রত্যয়স্য নাম সংপদ্যতে, নিপাতেষু চৈনং বৈয়াকরণা উদাত্তং সমামনন্তি তদব্যয়ীভূতম্ অর্থবাচী শব্দো ন ব্যোতি কদাচনেতি।

সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্বাসু চ বিভক্তিষু।
বচনেষু চ সর্বেষু যন্ন ব্যোতি তদব্যয়ম্ ॥’

কো বিকারীতি—অবতেঃ প্রসারণম্, আপ্নোতেরাকারপকারৌ বিকার্যৌ। আদিত ওকারো বিক্রিয়তে, দ্বিতীয়ো মকারঃ। এবং দ্বিবর্ণ একাক্ষর ওমিত্যেংকারো নির্বৃত্তঃ ॥২৬॥

(ওঁকারের) ধাতু কী? √আপ্ ধাতু। কেউ বলেন √অব্ ধাতু। রূপগত সাদৃশ্যের চেয়ে অর্থগত সাদৃশ্য পদের বেশী কাছাকাছি। সেহেতু আপ্ ধাতু থেকে ওঁকার (উৎপন্ন)। সকলকে গ্রহণ করে (সর্বমাপ্নোতীত্যর্থঃ)। অর্থবান যে কৃদন্ত, তাই হল প্রাতিপদিক। প্রত্যয় সেখানে অদৃষ্ট। নিপাতগুলির মধ্যে একে (ওঁকারকে) উদাত্ত বলে উচ্চারণ করেন। অব্যয়ীভূত এই শব্দ অন্বর্থবাচী। কখনো এর পরিবর্তন হয় না।

সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্বাসু চ বিভক্তিষু।
বচনেষু চ সর্বেষু যন্ন ব্যোতি তদব্যয়ম্ ॥

[যে পদ তিনটি লিঙ্গেই একরূপ, সকল বিভক্তিতেও তাই, সমস্ত বচনেও যার কোনো ভিন্নতা নেই তা-ই হল অব্যয়]

কী এর বিকার?— √অব্ ধাতুর প্রসারণ। √আপ্ ধাতুর আকার ও পকারের বিকার হয়। (আ থেকে অ, প থেকে ব এবং পরে ব থেকে উ। আপ=ও) এভাবেই বিকারের দ্বারা আদির ওঁকার বিকৃতি থেকে (লব্ধ হয়) দ্বিতীয় বর্ণ হল মকার। এইভাবে দ্বিবর্ণ, একাক্ষর ওঁকার নিষ্পন্ন হয়। ॥২৬॥

১. ওঁকারের নিত্যত্ব, অব্যয়ত্ব বোঝাতে এই শ্লোকটি উল্লিখিত হতে দেখে গবেষক— মহলে সংশয় জন্মে গোপথব্রাহ্মণ কী খুব অর্বাচীন কালের? আমরা অন্যত্র এর উত্তর দিয়েছি যেখানে গোপথব্রাহ্মণের কাল আলোচিত। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। এই শ্লোকটি গোপথব্রাহ্মণের নিজস্ব অবদানও হতে পারে- যা পরবর্তী ব্যাকরণে গৃহীত।

কতিমাত্র ইতি—আদেস্তিত্রো মাত্রাঃ, অভ্যাদানে হি প্লবতে, মকারশ্চতুর্থীম্। কিং স্থানমিতি—উভাবোষ্ঠৌ স্থানং, নাদানুপ্রদানকরণৌ চ দ্বিস্থানম্। সংখ্যাক্ষরমবর্ণলেশঃ কঠো যথোক্তশেষঃ। পূর্বো বিবৃতকরণস্থিতশ্চ, দ্বিতীয়ঃ স্পৃষ্টকরণস্থিতশ্চ। ন সংযোগো বিদ্যতে। আখ্যাতোপসর্গানুদাত্তস্বরিতলিঙ্গবিভক্তিবচনানি চ সংস্থানাধ্যায়িন আচার্যাঃ পূর্বে বভূবুঃ, শ্রবণাদেব প্রতিপদ্যন্তে ন কারণং পৃচ্ছন্তি। অথাপরপক্ষীয়াণাং কবিঃ পঞ্চালচণ্ডঃ পরিপৃচ্ছকো

বভূবাংকপৃথগুদগীথদোষান্ ভবন্তো কুবন্তি। তদ্ বাচ্যপলক্ষয়েদ্ বর্ণাক্ষরপদাক্ষশঃ।
বিভক্ত্যাম্বিষিনিষেবিতামিতি বাচং স্তবন্তি। তস্মাত্ কারণং ক্রমঃ—বর্ণানাময়মিদং ভবিষ্যতীতি।
ষড়ঙ্গবিদস্তৎ তথাধীমহে। কিং ছন্দ ইতি—গায়ত্রী হি ছন্দঃ। গায়ত্রী বৈ দেবানামেকাক্ষরা শ্বেতবর্ণা
চ ব্যাখ্যাতা। দ্বৌ দ্বাদশকৌ বর্ণৌ। এতদ্ বৈ ব্যাকরণং ধাত্বর্থবচনং শৈক্ষ্যং ছন্দোবচনং চ।
অথোত্তরৌ দ্বৌ দ্বাদশকৌ বর্ণৌ বেদরহসিকী ব্যাখ্যাতা। মন্ত্রঃ কল্পো ব্রাহ্মণমৃগ্যজুঃ—সামাথর্বানি।
এষা ব্যাহতিঃ চতুর্গাং বেদানামানুপূর্বেণোং ভূভুবঃ স্বরিতি ব্যাহতয়ঃ ॥২৭॥

(ওঁকারের) মাত্রা কয়টি? এর আদ্যাক্ষরের মাত্রা তিনটি। (উচ্চারণ) প্লুত। মকারের চতুর্থ
মাত্রা। (এদের) উচ্চারণ স্থান কী? এদের উভয়ের উচ্চারণ স্থান হল ওষ্ঠ। নাদ ও দীর্ঘ এই দ্বিস্থান
হল (এদের) উচ্চারণ। সন্ধ্যাক্ষর (অ+উ=ও) এবং ক্লিষ্ট অ (অর্থাৎ অকারের উচ্চারণের
সংক্ষিপ্ততর সময়যুক্ত অ) হল কণ্ঠ্যবর্ণ। পূর্ব (ওকার) অক্ষরটি বিবৃত এবং মকার স্পৃষ্ট-প্রযত্ন।
(এদের) উচ্চারণগত সংযোগ (সমস্থানিকতা?) নেই।

এর আখ্যাত, উপসর্গ, অনুদাত্ত, স্বরিত, লিঙ্গ, বিভক্তি, বচন প্রভৃতি অধ্যয়নকারী আচার্যেরা
পূর্বে ছিলেন। তাঁরা শুনেই উচ্চারণস্থান নির্ধারণ করে থাকেন, কারণ জিজ্ঞাসা করেন। অতঃপর
অন্য পক্ষের মেধাবী (ঋষি) পঞ্চালচণ্ড জিজ্ঞাসু হয়েছিলেন। তিনি বললেন—আপনারা উদগীথের
(উচ্চারণ) ত্রুটির কথা বলতে পারেন। প্রত্যেক বাক্যের বর্ণ, অক্ষর, পদ ও সংখ্যা বিশেষভাবে
পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। বিভক্তির (অর্থাৎ যাগাদি প্রয়োগ কালে) সময় (উদগাতৃ) পুরোহিতেরা
সে সব গান করেন যা ঋষিগণকৃত সেবিত হয়েছে (অর্থাৎ দৃষ্ট হয়েছে)। সেজন্যে আমরা কারণ
বলে থাকি। বর্ণসমূহের মধ্যে এর এইরূপই (পাঠ) হবে। ষড়ঙ্গবিদদের কাছে থেকে আমরা তা
অধ্যয়ন করে থাকি। এর (ওঁকারের) ছন্দ কী?—এর ছন্দ হল গায়ত্রী।

গায়ত্রী দেবতাদের মধ্যে একাক্ষরা শ্বেতবর্ণা রূপে ব্যাখ্যাতা হয়েছেন। (গায়ত্রীর) বারোমাত্রার
দুটি বর্ণ আছে (মোট চব্বিশ অক্ষরের ছন্দ)। এর ব্যাকরণ (বিশ্লেষণ) হল—ধাত্বর্থ, শিক্ষা
(ধ্বনিতত্ত্ব) ও ছন্দোবিষয়ক আলোচনা। পরের দুটি দ্বাদশ মাত্রার বর্ণে বেদরহস্য ব্যাখ্যাত হয়েছে।
(এগুলি হল) মন্ত্র, কলা, ব্রাহ্মণ, ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব। ব্যাহতি হল আনুপূর্বিকভাবে চতুর্বেদে
ওম্, ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ। ॥২৭॥

অসমীক্ষ্যপ্রবলিহতানি শ্রয়ন্তে। দ্বাপরাদাবৃষীগামেকদেশো দোষপতিরহ চিন্তামাপেদে—
ত্রিভিঃ সোমঃ পাতব্যঃ সমাপ্তমিব ভবতি। তস্মাদ্ ঋগ্যজুঃ—সামান্যপক্রান্ততেজাংস্যাসন্। তত্র
মহর্ষয়ঃ পরিদেবয়াং চক্রিরে—মহচ্ছোকভয়ং প্রাপ্তাঃ স্মঃ, ন চৈতত্ সর্বৈঃ সমভিহিতম্, তে
বয় ভগবন্তমেবোপধাবাম, সর্বেষামেব শর্ম ভবানীতি। তে তথৈতুত্বা তুষ্টীমতিষ্ঠন্।
নানুপসন্নোভ্য ইতি। উপোপসীদামীতি। নীচৈর্ভূবুঃ। স এভ্য উপনীয় প্রোবাচ—মামিকামেব

ব্যাহতিমাদিত আদিতঃ কৃণুধ্বমিতি। এবং মামকা আধীয়ন্তে। নর্তে ভৃগুধ্বিরোবিদ্যুঃ সোমঃ পাতব্যঃ। ঋত্বিজঃ পরাভবন্তি, যজমানো রজসাপবধস্যতি, শ্রুতিশ্চাপধ্বস্তা তিষ্ঠতীতি। এবমেবোত্তরোত্তরাদৃ যোগাৎ তোকং তোকং প্রশাধ্বমিতি। এবং প্রতাপো ন পরাভবিষ্যতীতি। তথা হ তথা হ ভগবন্মিতি প্রতিপেদির আপ্যায়য়ন্। তে তথা বীতশোকভয়া বভূবুঃ। তস্মাদ্ ব্রহ্মবাদিন ওঁকারমাদিতঃ কুবন্তি ॥২৮॥

যথাযথ সমীক্ষা না করেই বেদরহস্য শ্রুত হয়। দ্বাপর যুগের প্রারম্ভে ঋষিদের মধ্যে দোষপতি নামে একজন (ঋষি) চিন্তা করলেন—তিন বেদের সঙ্গেই সোমপান বিহিত ও সমাপ্ত হবে। চতুর্থবেদ না থাকার ফলে ঋক্ যজুঃ সাম সমূহের তেজ চলে যেতে লাগল। তখন মহর্ষিরা (অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে) বিলাপ করতে লাগলেন—‘আমরা দারুণ ভয় ও শোক প্রাপ্ত হয়েছি। (এর কারণ) সবার কাছে বিদিত নয়। এখন আমরা ভগবান অঙ্গিরার কাছে যাবো’। (তাঁর কাছে) সবাই গিয়ে বললেন—‘সকলের এ লজ্জা আপনি (দূর করুন)’। একথা বলে তাঁরা চুপ করে রইলেন। (অঙ্গিরা) বললেন—‘আমি সেই (নাস্তিকদের) কাছে যাই না, যারা আমার কাছে আসে না’। ঋষিরা আরও নত হলেন। তখন তিনি তাদের কাছে গিয়ে বললেন—‘তোমরা আমার ব্যাহতি (ওঁকার) কে (মন্ত্র বা যাগের) শুরুতে পাঠ করবে। তাহলে আমার ব্যাহতি যথার্থরূপে বিধৃত হয়। ভৃগুধ্বিরাকে না জানলে সোমপান অবিধেয়। অন্যথায় ঋত্বিকেরা ধ্বংস হন, যজমান দোষযুক্ত হন, শ্রুতিও নষ্ট হয়। অতএব অনুক্ষণ ধারাবাহিকভাবে পরবর্তী (প্রজন্মকে) (বেদচর্চা) করাবে—তাহলে এর প্রতাপ নষ্ট হবে না’।

তখন ঋত্বিকরা বললেন—‘হে ভগবন্। তাই হবে, তাই হবে’। এভাবেই তাঁরা বীতশোকভয় হলেন। সেকারণে ব্রহ্মবাদীরা শুরুতেই ওঁকার (উচ্চারণ) করেন। ॥২৮॥

কিং দেবতমিতি— ঋচামগ্নিদেবতং, তদেব জ্যোতিঃ, গায়ত্রং ছন্দঃ, পৃথিবী স্থানম্।

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজুস্য দেবমৃত্বিজম্।

হোতারং রত্নধাতমম্ ॥’

ইত্যেবমাদিং কৃত্বা ঋগ্বেদমধীয়তে ।

যজুষাং বায়ুর্দেবতং, তদেব জ্যোতিঃ, ত্রৈষ্টুভং ছন্দঃ, অন্তরিক্ষং স্থানম্। ইষে ত্বোর্জে ত্বা বায়ব স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণ^২ ইত্যেবমাদিং কৃত্বা যজুর্বেদমধীয়তে।

সাম্নামাদিত্যো দেবতং, তদেব জ্যোতিঃ, জাগতং ছন্দঃ, দ্যৌঃ স্থানম্ ।

অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।^৩

নি হোতা সৎসি বর্হিষি ॥

ইত্যেবমাদিং কৃত্বা সামবেদমধীয়তে।

অথর্বণাং চন্দ্রমা দেবতং, তদেব জ্যোতিঃ, সর্বাণি ছন্দাংসি, আপঃ স্থানম্। শং নো দেবীরভিষ্টয়^১ ইত্যেবমাদিং কৃত্বা অথর্ববেদমধীয়তে।

অদ্যঃ স্থাবরজঙ্গমো ভূতগ্রামঃ সংভবতি। তস্মাৎ সর্বমাপোময়ং ভূতং সর্বং ভৃথঙ্গিরোময়ম্। অন্তরৈতে ত্রয়ো বেদা ভৃগুনঙ্গিরসঃ শ্রিতা ইত্যিতি প্রকৃতিরপামোংকারেণ চ। এতস্মাদ্ ব্যাসঃ পুরোবাচ—ভৃথঙ্গিরোবিদা সংস্কৃতোহন্যান্ বেদানধীয়ীত, নান্যত্র সংস্কৃতো ভৃথঙ্গিরসোহধীয়ীতে। সামবেদেহথ খিলশ্রুতিঃ—ব্রহ্মচর্যেণ চৈতস্মাদথর্বঙ্গিরসো হ যো বেদ স বেদ সর্বমিতি ব্রাহ্মণম্ ॥২৯॥

(বেদের) দেবতা কারা? (উত্তরে বলা হচ্ছে) ঋগ্বেদের দেবতা হলেন অগ্নি। তা-ই তাঁর জ্যোতি, গায়ত্রী ছন্দ, পৃথিবী তাঁর স্থান। ঋগ্বেদের পাঠ শুরু হয় ‘অগ্নিমীলে’....ইত্যাদি মন্ত্র দিয়ে। যজুর্বেদের দেবতা বায়ু, তা-ই তাঁর জ্যোতি, ত্রিষ্টুপ ছন্দ, তাঁর স্থান অন্তরিক্ষ। যজুর্বেদের পাঠশুরু হয়—‘ইষে ত্বোর্জে ত্বা বায়ব স্থ’..... ইত্যাদি মন্ত্র দিয়ে।

সামবেদের দেবতা আদিত্য। তা-ই তাঁর জ্যোতি। জগতী ছন্দ, দ্যুলোক তাঁর স্থান। ‘অগ্ন আ যাহি বীতয়ে গৃণানো’— ইত্যাদি মন্ত্র দিয়ে সামবেদের পাঠ শুরু হয়।

অথর্ববেদের দেবতা চন্দ্র। তা-ই তাঁর জ্যোতি। সমস্তই তাঁর ছন্দ। জল তাঁর স্থান। ‘শং নো দেবীরভিষ্টয়’...ইত্যাদি মন্ত্র দিয়ে অথর্ববেদের পাঠ শুরু হয়। জল থেকেই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত পার্থিব পদার্থের উদ্ভব। সেহেতু সমস্ত দ্রব্যই জলসম্ভব— সেহেতু সব কিছুই অথর্ববেদ— সম্ভূত (কেননা অথর্ববেদ ও জল উভয়েই অভিন্ন) (অন্য) বেদত্রয় অথর্ববেদের অন্তর্গত। জলের প্রকৃতি ওঁকারের সঙ্গে (সমতুল্য)। এজন্যে ব্যাস পূর্বেই বলেছিলেন—যিনি ভৃথঙ্গিরোবিদ্ (অর্থাৎ অথর্ববেদবিৎ) তিনি অন্যান্য বেদপাঠেও সক্ষম। কিন্তু যিনি (অন্য বেদসংস্কৃত) তিনি অথর্ববেদ পাঠে সক্ষম নন। সামবেদে এমনি একটি খিলশ্রুতি আছে—যিনি ব্রহ্মচর্যে রত হয়ে অথর্বঙ্গিরসকে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ।—একথা ব্রাহ্মণ বলেছেন। ॥২৯॥

১. ঋক্ সংহিতা - ১.১.১

২. শু. যজুঃসংহিতা- ১.১

৩. সামবেদ- ১.১

৪. অথর্ব (পৈ.)- ১.১.১

অধ্যাত্মমাত্মভৈষজ্যমাত্মকৈবল্যমোংকারঃ। আত্মানং নিরুধ্য সঙ্গমমাত্রীং ভূতার্থচিন্তাং চিন্তয়েৎ। অতিক্রম্য বেদেভ্যঃ সর্বপরমধ্যাত্মফলং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। সবিতর্কং জ্ঞানময়মিত্যেতৈঃ প্রশ্নৈঃ প্রতিপ্রশ্নৈশ্চ যথার্থং পদমনুবিচিন্ত্য প্রকরণজ্ঞো হি প্রবলো বিষয়ী স্যাৎ সর্বস্মিন্ বাকোবাক্য ইতি ব্রাহ্মণম্ ॥৩০॥

ওঁকার হল অধ্যাত্মজ্ঞান। আত্মভৈষজ্য ও আত্মকৈবল্যস্বরূপ। যিনি (বহির্জগৎ থেকে) নিজেকে সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ করে সংযোগসাধয়িত্রী ভূতার্থচিন্তার দ্বারা (ব্রহ্মসায়ুজ্য লাভের জন্য অগ্রসর হন), তিনি (সকল দুঃখ) অতিক্রম করে, বেদ থেকে শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মফল লাভ করেন। যিনি ওঁকারের এই জ্ঞানকে বহু আলোচনা, বিবিধ প্রশ্ন, প্রতিপ্রশ্নদ্বারা জেনে (এবং) যথাযথ পদ অনুধ্যান করে প্রকরণবিৎ হয়ে ঐ ব্যাপারে প্রবলভাবে অভিজ্ঞ হ'ন, তিনি সকল বিষয়ের আলোচনাতে নিপুণতা (লাভ) করেন—একথা বলেছেন ব্রাহ্মণ। ॥৩০॥

১. এ পর্যন্ত পরবর্তীকালের ওঁকার উপনিষদে বিধৃত।

এতদ্ধ স্মৈতদ্ বিদ্বাংসমেকাদশাক্ষং মৌদ্গল্যং গ্লাবো মৈত্রেয়োহভ্যাজগাম। স তস্মিন্ ব্রহ্মচর্যং বসতো বিজ্ঞায়োবাচ। কিং স্বিদ্ মর্যা অয়ং তদ্ মৌদ্গল্যোহথ্যেতি যদস্মিন্ ব্রহ্মচর্যং বসতীতি। তদ্ধি মৌদ্গল্যস্যান্তেবাসী শুশ্রাব। স আচার্য্যায়ব্রজ্যাচচষ্টে—দুরধীয়ানং বা অয়ং ভবন্তমবোচদ্ যোহয়মদ্যাতিথির্ভবতি। কিং সৌম্য বিদ্বানিতি। ত্রীন্ বেদান্ ক্রুতে ভো ইতি। তস্য সৌম্য যো বিপষ্টো বিজিগীষোহন্তেবাসী তং মে হুয়েতি। তমাজুহাব। তমভ্যুবাচ—অসাবিতি। ভো ইতি। কিং সৌম্য ত আচার্য্যোহথ্যেতীতি। ত্রীন্ বেদান্ ক্রুতে ভো ইতি। যদ্ নু খলু সৌম্যাস্মাভিঃ সর্বে বেদা মুখতো গৃহীতাঃ, কথং ত এবমাচার্য্যো ভাষতে? কথং নু শিষ্টাঃ শিষ্টেভ্য এবং ভাষেরন্? যং হ্যেনমহং প্রশ্নং পৃচ্ছামি ন তং বিবক্ষ্যতি ন হ্যেনমথ্যেতীতি। স হ মৌদ্গল্যঃ স্বমন্তেবাসিনমুবাচ—পরেহি সৌম্য গ্লাবং মৈত্রেয়মুপসীদ। অধীহি ভোঃ সাবিত্রীং গায়ত্রীং চতুর্বিংশতিযোনিং দ্বাদশমিথুনাং, যস্যা ভৃথঙ্গিরসশ্চক্ষুঃ, যস্যাং সর্বমিদং শ্রিতং তাং ভবান্ প্রবীত্বিতি। স চেৎ সৌম্য দুরধীয়ানো ভবিষ্যতি, আচার্য্যোবাচ ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণো সাবিত্রীং প্রাহেতি বক্ষ্যতি, তৎ ত্বং ক্রুয়াঃ—দুরধীয়ানং তং বৈ ভবান্ মৌদ্গল্যমবোচৎ। স ত্বা যং প্রশ্নমপ্রাক্ষীদ, ন তং ব্যবোচঃ। পুরা সংবৎসরাদার্তিমারিষ্যসীতি ॥৩১॥

গ্লাব মৈত্রেয় একদা বিদ্বান একাদশাক্ষ মৌদ্গল্যের কাছে গিয়েছিলেন। তাঁকে ব্রহ্মচর্য্যে আসীন জেনে (মৈত্রেয়) বললেন—‘কী এমন অধ্যয়নের বিষয় আছে যার জন্যে মৌদ্গল্য এমন ব্রহ্মচর্য্যে রত’? মৌদ্গল্যের এক অন্তেবাসী সে কথা শুনতে পেল। সে আচার্য্যের কাছে গিয়ে বলল—

‘আজকে যিনি (এখানে) অতিথি, তিনি আপনাকে বলেছেন কী এমন কঠিন অধ্যয়ন করেছেন’? তখন (মৌদগল্য) তখন বললেন—‘হে সৌম্য। তিনি কি যথার্থই বিদ্বান’? (শিষ্য বললেন)—‘তিনি তিনটি বেদই বলতে সক্ষম’। মৌদগল্য তখন বললেন—‘হে সৌম্য। সেই স্পষ্টবাদী জয়েচ্ছুকে আমার কাছে ডাক’। (মৈত্রেয়র শিষ্যকে ডাকা হলে) তাকে (মৌদগল্য) বললেন—‘হে সৌম্য তোমার আচার্য কি অধ্যয়নশীল’? ‘তিনবেদই তিনি বলতে সক্ষম’- (শিষ্য বললেন)। (মৌদগল্য বললেন)- ‘সৌম্য! কেমন করে তোমার আচার্য বললেন যে আমরা বেদসমূহ কেবল মুখ থেকে জেনেছি (অর্থাৎ যথাযথ অধ্যয়ন করিনি)? শিষ্টজনেরা কি শিষ্টজনেদের প্রতি এমন (অশিষ্ট) ভাষণ করেন? যে প্রশ্ন আমি জিজ্ঞাসা করব তিনি ইচ্ছে করলে (অবশ্য) তার উত্তর নাও দিতে পারেন। (কিন্তু না দিলে জানব) তিনি যথাযথভাবে বেদপাঠ করেন নি’।

তারপর মৌদগল্য তার অন্তেবাসীকে (ডেকে) বললেন—‘সৌম্য! যাও গ্লাব মৈত্রেয়ের কাছে। (গিয়ে বল) ভগবন্। আপনি আমাকে চতুর্বিংশযোনি, দ্বাদশমিথুন, সাবিত্রীগায়ত্রী সম্পর্কে উপদেশ করুন, যার চক্ষুদ্বয় হল ভৃগু ও অঙ্গিরা, (এবং) যাতে বিশ্বচরাচর আশ্রিত। হে সৌম্য, যদি তিনি দুরধীযান (যথার্থ অধ্যয়নশীল না হন) তাহলেও ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারীকে একথা জিজ্ঞাসা করে থাকে একথা আচার্য বলেছেন একথা বলবেন। আপনি মৌদগল্যকে যথাযথ অধ্যয়নশীল নন বলেছেন। তিনি আপনাকে এই প্রশ্ন করেছেন। এর উত্তর আপনি যদি না বলেন তাহলে একবৎসরের মধ্যে আপনি দুঃখের মধ্যে পড়বেন (বা বিনষ্ট হবেন)’। ॥৩১॥

১. ৩১-৩৮ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত গায়ত্রী উপনিষদ। পরবর্তীকালে সংগৃহীত গায়ত্রী উপনিষদে এই অংশটি এখান থেকেই গৃহীত হয়েছে।

স তত্রাজগাম যত্রেতরো বভূবা তং হ পপ্রচ্ছ। স হ ন প্রতিপেদো তং হোবাচ—দুরধীযানং তং বৈ ভবান্ মৌদগল্যমবোচৎ। স ত্বা যং প্রশ্নমপ্রাক্ষীদ, ন তং ব্যবোচঃ। পুরা সংবৎসরাদার্তিয়ারিষ্যসীতি। স হ মৈত্রেয়ঃ স্বানন্তেবাসিন উবাচ—যথার্থং ভবন্তো যথাগৃহং যথামনো বিপ্রসৃজ্যন্তাম্। দুরধীযানং বা অহং মৌদগল্যমবোচম্। স মা যং প্রশ্নমপ্রাক্ষীদ, ন তং ব্যবোচম্। তমুপৈষ্যামি, শান্তিং করিষ্যামীতি। স হ মৈত্রেয়ঃ প্রাতঃ সমিৎপাণিমৌদগল্যমুপসসাদ—অসৌ বা অহং ভো মৈত্রেয়ঃ। কিমর্থমিতি। দুরধীযানং বা অহং ভবন্তমবোচম্। ত্বং মা যং প্রশ্নমপ্রাক্ষীর্ন তং ব্যবোচম্। ত্বামুপৈষ্যামি, শান্তিং করিষ্যামীতি। স হোবাচ—অত্র বা উপেতং চ সর্বং চ কৃতং, পাপকেন ত্বা যানেন চরন্তমাহঃ। অথো অয়ং মম কল্যাণঃ, তং তে দদামি, তেন যাহীতি। স হোবাচ—এতদেবাত্ত্বিষং চানুশংস্যং চ যথা ভবানাহ, উপায়ামি ত্বেব ভবন্তমিতি। তং হোপেয়ায়। তং হোপেত্য পপ্রচ্ছ—

কিং স্বিদাহর্ভোঃ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য কবয়ঃ কিমাহঃ।
ধিয়ো বিচক্ষ যদি তাঃ প্রবেথ প্রচোদয়ন্ সবিতা যাভিরেতি ॥ ইতি।

তস্মা এতৎ প্রোবাচ—

বেদাংশ্চন্দাংসি সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য কবয়োহন্নমাহঃ।
কর্মাণি ধিয়ন্তদু তে ব্রবীমি প্রচোদয়ন্ সবিতা যাভিরেতি ॥ ইতি।
তমুপসংগৃহ্য পপ্রচ্ছ—অধীহি ভোঃ কঃ সবিতা? কা সাবিত্রী? ॥৩২॥

সেই (মৌদগল্য শিষ্য) যেখানে অন্যেরা (মৈত্রেয়রা) ছিলেন, সেখানে গেলেন এবং তাকে (পূর্বোক্ত) প্রশ্ন করলেন। (মৈত্রেয়) উত্তর দিতে পারলেন না। তখন (মৌদগল্য শিষ্য) (গ্লাব মৈত্রেয়কে) বললেন—‘আপনি (মৌদগল্যকে) যথার্থ অধ্যয়নশীল নন বলেছেন। (কিন্তু) আপনাকে তিনি যে প্রশ্ন করেছিলেন তার উত্তর আপনি দিতে পারলেন না, সেজন্যে আপনি বৎসরকালের মধ্যে দুঃখের মধ্যে পড়বেন’।

সেই মৈত্রেয় তখন তাঁর শিষ্যদের (ডেকে) বললেন—‘তোমরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করে নিজের মনোমত ব্রাহ্মণ খুঁজে নাও। আমি মৌদগল্যকে যথার্থ বেদজ্ঞ নয় বলেছি। (কিন্তু) তিনি আমাকে যে প্রশ্ন করেছিলেন, আমি তার উত্তর দিতে পারি নি। সেজন্যে আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর তুষ্টিবিধান করবো’। সেই মৈত্রেয় (পরদিন) সকালে সমিৎপাণি হয়ে মৌদগল্যের কাছে উপস্থিত হলেন এবং বললেন—‘ভগবন্! আমি সেই মৈত্রেয়।’ (তিনি বললেন) ‘আপনি কী চান’? (মৈত্রেয় বললেন)—‘আমি আপনাকে যথার্থ বেদপাঠক নন, একথা বলেছি কিন্তু আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করেছিলেন আমি তার উত্তর দিতে পারিনি সেজন্যে আমি আপনার ‘তুষ্টিবিধানের হেতু আপনার কাছে এসেছি।’

তিনি বললেন—‘(ব্রহ্মবাদীরা) বলে থাকেন যে এখানে যে আসে সে কৃতকর্মানুসারেই আসে। আপনি পাপ-যানে চেপেছেন। এখন আমার (উপদেশরূপ) কল্যাণরথ আপনাকে দান করবো। তাই দিয়েই যাবেন’। মৈত্রেয় বললেন—‘আপনি যা বললেন—তা সত্যই হিংসা ও ক্রুরতারহিত, সেই হেতু আপনার কাছে এসেছি’। মৈত্রেয় তার কাছে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন—‘ভগবান’! মেধাবীরা ‘সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য’-এর অর্থ কী করেন? ‘ধিয়ঃ’ এই পদেরই বা কী অর্থ করেন? বলুন আপনি, যাঁর ভিতর দিয়ে সূর্য (নিজেকে) প্রেরণ করেন—সে সম্পর্কে—যদি আপনি জানেন’।

তখন তিনি বললেন—‘মেধাবীরা বেদ ও ছন্দকে ‘সবিতুর্বরেণ্যং’ বলে থাকেন। ‘অন্ন’ বলেন ‘ভর্গকে’। ধিয়ঃ হচ্ছে কর্ম। প্রচোদয়াৎ—প্রেরণ করেন, সবিতাকে যার ভিতর দিয়ে

(কর্মের ভিতর দিয়ে)। মৈত্রেয় শুনলেন। তারপর মৌদগল্যকে অনুরোধ করলেন—‘ভগবন্। আপনি বলুন কে সবিতা। কেই বা সাবিত্রী’? ॥৩২॥

মন এব সবিতা বাক্ সাবিত্রী। যত্র হ্যেব মনস্তদ্বাক্, যত্র বৈ বাক্ তদ্ মন ইতি। এতে হে যোনী একং মিথুনম্। অগ্নিরেব সবিতা পৃথিবী সাবিত্রী। যত্র হ্যেবাগ্নিস্তৎ পৃথিবী, যত্র বৈ পৃথিবী তদগ্নিরিতি। এতে হে যোনী একং মিথুনম্। বায়ুরেব সবিতান্তরিক্ষং সাবিত্রী। যত্র হ্যেব বায়ুস্তদন্তরিক্ষং, যত্র বা অন্তরিক্ষং তদ্ বায়ুরিতি। এতে হে যোনী একং মিথুনম্। আদিত্য এব সবিতা দ্যৌঃ সাবিত্রী। যত্র হ্যেবাদিত্যস্তদ্ দ্যৌঃ, যত্র বৈ দ্যৌস্তদাদিত্য ইতি। এতে হে যোনী একং মিথুনম্। চন্দ্রমা এব সবিতা নক্ষত্রাণি সাবিত্রী। যত্র হ্যেব চন্দ্রমাস্তদ্ নক্ষত্রাণি, যত্র বৈ নক্ষত্রাণি তচ্চন্দ্রমা ইতি। এতে হে যোনী একং মিথুনম্। অহরেব সবিতা রাত্রিঃ সাবিত্রী। যত্র হ্যেবাহস্তদ্ রাত্রিঃ, যত্র বৈ রাত্রিস্তদহরিতি। এতে হে যোনী এক মিথুনম্। উষ্ণমেব সবিতা শীতং সাবিত্রী। যত্র হ্যেবোষ্ণং তচ্ছীতং, যত্র বৈ শীতং তদুষ্ণমিতি। এতে হে যোনী একং মিথুনম্। অভ্রমেব সবিতা বর্ষং সাবিত্রী। যত্র হ্যেবাব্রং তদ্ বর্ষং, যত্র বৈ বর্ষং তদভ্রমিতি। এতে হে যোনী একং মিথুনম্। বিদ্যুদেব সবিতা স্তনয়িত্বুঃ সাবিত্রী। যত্র হ্যেব বিদ্যুৎ তৎ স্তনয়িত্বুঃ, যত্র বৈ স্তনয়িত্বুস্তদ্ বিদ্যুদিতি। এতে হে যোনী একং মিথুনম্। প্রাণ এব সবিতান্নং সাবিত্রী। যত্র হ্যেব প্রাণস্তদন্নং, যত্র বা অন্নং তৎ প্রাণ ইতি। এতে হে যোনী একং মিথুনম্। বেদা এব সবিতা ছন্দাংসি সাবিত্রী। যত্র হ্যেব বেদাস্তচ্ছন্দাংসি, যত্র বৈ ছন্দাংসি তদ্ বেদা ইতি। এতে হে যোনী একং মিথুনম্। যজ্ঞ এব সবিতা দক্ষিণাঃ সাবিত্রী। যত্র হ্যেব যজ্ঞস্তদ্ দক্ষিণাঃ, যত্র বৈ দক্ষিণাস্তদ্ যজ্ঞ ইতি। এতে হে যোনী একং মিথুনম্। এতদ্ধ স্মৈতদ্বিদ্ধাংসমোপাকারিমাঃ স্তুর্ভক্ষচারী তে সংস্থিত ইতি। অথৈত আস্তুরাচিত ইব চিতো বভূব। অথোথায় প্রাব্রাজীদিতি। এতদ্ বা অহং বেদ। নৈতাসু যোনিষ্ঠিত এতেভ্যো বা মিথুনেভ্যঃ সংভূতো ব্রহ্মচারী মম পুরায়ুষঃ প্রেয়াদিতি ॥৩৩॥

(তিনি বলতে শুরু করলেন)। মন হল সবিতা বাক্ হল সাবিত্রী। যেখানে মন সেখানেই বাক্। যেখানে বাক্ সেখানেই মন। এদের দুটি উৎস কিন্তু মিথুন এক। অগ্নি সবিতা পৃথিবী সাবিত্রী। যেখানেই অগ্নি সেখানেই পৃথিবী, যেখানে পৃথিবী সেখানেই অগ্নি। এদের দুটি উৎস (কিন্তু) মিথুন এক। বায়ু সবিতা অন্তরিক্ষ সাবিত্রী। যেখানেই বায়ু সেখানেই অন্তরিক্ষ। যেখানে অন্তরিক্ষ, সেখানেই বায়ু। এদের উৎস দুই (কিন্তু) মিথুন এক। আদিত্য সবিতা, দ্যুলোক সাবিত্রী। যেখানেই আদিত্য সেখানেই দ্যুলোক, যেখানে দ্যুলোক, সেখানেই আদিত্য। এদের উৎস দুই (কিন্তু) মিথুন এক। চন্দ্রমা সবিতা, নক্ষত্রসমূহ সাবিত্রী। যেখানেই চন্দ্রমা, সেখানেই নক্ষত্ররাজি, যেখানেই নক্ষত্ররাজি, সেখানেই চন্দ্রমা। এদের উৎস দুটি, মিথুন এক। দিবা হল সবিতা রাত্রি সাবিত্রী।

যেখানেই দিবা সেখানেই রাত্রি, যেখানে রাত্রি সেখানেই দিবা। এদের উৎস দুই, মিথুন এক। উষ্ণতা সবিতা, শৈত্য সাবিত্রী। যেখানেই উষ্ণতা, সেখানেই শৈত্য। যেখানে শৈত্য সেখানেই উষ্ণতা। এদের দুটি উৎস, মিথুন এক। মেঘই সবিতা বর্ষণ সাবিত্রী। যেখানেই মেঘ সেখানেই বর্ষণ, যেখানে বর্ষণ সেখানেই মেঘ। এদের উৎস দুই, মিথুন এক। বিদ্যুৎই সবিতা, বজ্র সাবিত্রী। যেখানেই বিদ্যুৎ সেখানেই বজ্র, যেখানে বজ্র সেখানেই বিদ্যুৎ। এদের উৎস দুই, মিথুন এক। প্রাণই সবিতা অন্ন সাবিত্রী। যেখানেই প্রাণ সেখানেই অন্ন। যেখানেই অন্ন সেখানেই প্রাণ। এদের উৎস দুই, মিথুন এক। বেদ হল সবিতা, ছন্দঃসমূহ হল সাবিত্রী। যেখানেই বেদ সেখানেই ছন্দোৱাজি। যেখানে ছন্দোৱাজি সেখানেই বেদ। এদের উৎস দুই, মিথুন এক। (মৌদগল্য বললেন)—‘আমি বিদ্বান ব্যক্তির (গ্লাব এর) উপকার করেছি’। যজ্ঞ হল সবিতা, দক্ষিণা সাবিত্রী। যেখানেই যজ্ঞ সেখানে দক্ষিণা। যেখানে দক্ষিণা সেখানেই যজ্ঞ। এদের দুটি উৎস এক মিথুন। ব্রহ্মচারী, যিনি স্বপ্ননিদ্র, তিনি আপনার জন্যে সংস্থিত থাকেন। তিনি (মৈত্রেয়) স্বপ্ননিদ্র (ব্রহ্মচারীর) মত স্থির হয়েছিলেন। তারপর উঠে চলে গেলেন। এই আমি জানি। এই সমস্ত উৎস কিংবা এই সমস্ত মিথুন থেকে জাত যে ব্রহ্মচারী, সে পূর্ণ আয়ু লাভের আগে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। ॥৩৩॥

ব্রহ্ম হেদং শ্রিয়ং প্রতিষ্ঠামায়তনমৈক্ষত। তৎ তপস্ব। যদি তদ্ব্রতে শ্রিয়েত তৎসত্যে প্রত্যতিষ্ঠৎ। স সবিতা সাবিত্র্যা ব্রাহ্মণং সৃষ্টা তৎ সবিত্রীং পর্যদধাৎ। তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ইতি সাবিত্র্যাঃ প্রথমঃ পাদঃ। পৃথিব্যর্চং সমদধাৎ, ঋচাগ্নিম্, অগ্নিনা শ্রিয়ং, শ্রিয়া স্ত্রিয়ং, স্ত্রিয়া মিথুনং, মিথুনে প্রজাং, প্রজয়া কর্ম, কর্মণা তপঃ, তপসা সত্যং, সত্যেন ব্রহ্ম, ব্রহ্মণা ব্রাহ্মণং, ব্রাহ্মণেন ব্রতম্। ব্রতেন বৈ ব্রাহ্মণঃ সংশিতো ভবতি, অশূন্যো ভবতি, অবচ্ছিন্নো ভবতি। অবচ্ছিন্নোহস্য তন্তুরবিচ্ছিন্নং জীবনং ভবতি য এবং বেদ, যশ্চৈবংবিদ্বানেবমেতং সাবিত্র্যাঃ প্রথমং পাদং ব্যাচষ্টে ॥৩৪॥

(মৌদগল্য বলছেন) ব্রহ্ম এই শ্রী ও প্রতিষ্ঠার আশ্রয়কে লক্ষ্য করলেন। (বললেন) যদি এই ব্রতে অধিষ্ঠিত থাকতে চাও যা সত্যে প্রতিষ্ঠিত, তাহলে তপস্যা কর। সবিতা সাবিত্রীর সাহায্যে ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করে সেই সাবিত্রীকেই তাঁর মধ্যে ধারণ করলেন। (তাই) সাবিত্রীর প্রথম পাদ হল ‘তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্’। তিনি পৃথিবীর দ্বারা মন্ত্রকে ধারণ করলেন, মন্ত্রসমূহদ্বারা অগ্নিকে, অগ্নির দ্বারা শ্রীকে, শ্রীর দ্বারা স্ত্রীকে, স্ত্রীর দ্বারা মিথুনকে, মিথুনের দ্বারা সন্তানকে, সন্তানের দ্বারা কর্মকে, কর্মের দ্বারা তপস্যাকে, তপস্যার দ্বারা সত্যকে, সত্যের দ্বারা ব্রহ্মকে, ব্রহ্মের দ্বারা ব্রাহ্মণকে, ব্রাহ্মণের দ্বারা ব্রতকে ধারণ করেন। ব্রতের দ্বারা ব্রাহ্মণসমূহ সংশিত হয়, পূর্ণ হয় ও অবিচ্ছিন্ন থাকে। এই অবিচ্ছিন্ন তন্তু অবিচ্ছিন্ন জীবন দান করে যে একরূপজানে এবং একরূপ জেনে সাবিত্রীর প্রথম পাদকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন। ॥৩৪॥

ভর্গো দেবস্য ধীমহীতি সাবিত্র্যা দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। অন্তরিক্ষেণ যজুঃ সমদধাদ, যজুয়া বায়ু, বায়ুনাভ্রম্, অভ্রেণ বর্ষং, বর্ষেণৌষধিবনস্পতীন, ওষধিবনস্পতিভিঃ পশূন, পশুভিঃ কর্ম, কর্মণা তপঃ, তপসা সত্যং, সত্যেন ব্রহ্ম, ব্রহ্মণা ব্রাহ্মণং, ব্রাহ্মণেন ব্রতম্। ব্রতেন বৈ ব্রাহ্মণঃ সংশিতো ভবতি, অশূন্যো ভবতি, অবিচ্ছিন্নো ভবতি। অবিচ্ছিন্নোহস্য তন্তরবিচ্ছিন্নং জীবনং ভবতি য এবং বেদ, যশ্চৈবংবিদ্বানেবমেতং সাবিত্র্যা দ্বিতীয়ং পাদং ব্যাচষ্টে ॥৩৫॥

‘ভর্গো দেবস্য ধীমহি’ - এই হলো সাবিত্রীর দ্বিতীয় পাদ। সবিতা অন্তরিক্ষে যজুঃসমূহকে ধারণ করেন। তিনি যজুঃ দ্বারা বায়ুকে, বায়ুর দ্বারা আকাশকে, আকাশের দ্বারা পৃথিবীলোককে, পৃথিবীর দ্বারা ওষধিবনস্পতিসমূহকে, ওষধিবনস্পতি দ্বারা প্রাণিজগৎকে, প্রাণিজগৎ দ্বারা কর্মকে, কর্ম দ্বারা তপস্যাকে, তপস্যার দ্বারা সত্যকে, সত্যের দ্বারা ব্রহ্ম, ব্রহ্মের দ্বারা ব্রাহ্মণকে, ব্রাহ্মণের দ্বারা ব্রতকে ধারণ করেন। ব্রতের দ্বারা ব্রাহ্মণসমূহ সংশিত হয়, অশূন্য হয় ও অবিচ্ছিন্ন হয়। যে এভাবে জানে, অবিচ্ছিন্ন হয় তার জীবন। এভাবে জেনে সাবিত্রীর দ্বিতীয় পাদ ব্যাখ্যা করে যে তার (জীবনতন্তু) অবিচ্ছিন্ন থাকে। ॥৩৫॥

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াদিতি সাবিত্র্যাস্তৃতীয়ঃ পাদঃ। দিবা সাম সমদধাৎ, সামাদিত্যম্, আদিত্যেন রশ্মীন, রশ্মিভির্বর্ষং, বর্ষেণৌষধিবনস্পতীন, ওষধিবনস্পতিভিঃ পশূন, পশুভিঃ কর্ম, কর্মণা তপঃ, তপসা সত্যং, সত্যেন ব্রহ্ম, ব্রহ্মণা ব্রাহ্মণং, ব্রাহ্মণেন ব্রতম্। ব্রতেন বৈ ব্রাহ্মণঃ সংশিতো ভবতি, অশূন্যো ভবতি, অবিচ্ছিন্নো ভবতি। অবিচ্ছিন্নোহস্য তন্তরবিচ্ছিন্নং জীবনং ভবতি য এবং বেদ, যশ্চৈবংবিদ্বানেবমেতং সাবিত্র্যাস্তৃতীয়ং পাদং ব্যাচষ্টে ॥৩৬॥

‘ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ’ - এই হল সাবিত্রীর তৃতীয়পাদ। তিনি দিবসের দ্বারা সামসমূহকে, সামের দ্বারা আদিত্য, আদিত্যের দ্বারা রশ্মিসমূহ, রশ্মিসমূহের দ্বারা পৃথিবী, পৃথিবীর দ্বারা ওষধিবনস্পতিসমূহ, ওষধি বনস্পতি দ্বারা প্রাণিজগৎ, প্রাণিজগৎ দ্বারা কর্ম, কর্ম দ্বারা তপস্যা, তপস্যার দ্বারা সত্য, সত্যের দ্বারা ব্রহ্ম, ব্রহ্মের দ্বারা ব্রাহ্মণসমূহ ধারণ করেন। ব্রতের দ্বারা ব্রাহ্মণসমূহ সংশিত হয়। অশূন্য হয় ও অবিচ্ছিন্ন থাকে। তাঁর তন্তু অবিচ্ছিন্ন থাকে, তাঁর জীবন অবিচ্ছিন্ন থাকে, যিনি এভাবে জানেন, আর এভাবে জেনে সাবিত্রীর তৃতীয়পাদকে এভাবেই ব্যাখ্যা করেন। ॥৩৬॥

তেন হ বা এবংবিদুষা ব্রাহ্মণে ব্রহ্মাভিপন্নং গ্রসিতং পরামৃষ্টম্। ব্রহ্মণাকাশমভিপন্নং গ্রসিতং পরামৃষ্টম্। আকাশেন বায়ুরভিপন্নো গ্রসিতঃ পরামৃষ্টঃ। বায়ুনা জ্যোতিরভিপন্নং গ্রসিতং পরামৃষ্টম্। জ্যোতিষাপোহভিপন্না গ্রসিতাঃ পরামৃষ্টাঃ। অন্তিভূমিরভিপন্না গ্রসিতা পরামৃষ্টা।

ভূম্যান্নমভিপন্নং গ্রসিতং পরামৃষ্টম্। অগ্নেন প্রাণোহভিপন্নো গ্রসিতঃ পরামৃষ্টঃ। প্রাণেন মনোহভিপন্নং গ্রসিতং পরামৃষ্টম্। মনসা বাগভিপন্না গ্রসিতা পরামৃষ্টা। বাচা বেদা অভিপন্না গ্রসিতাঃ পরামৃষ্টাঃ। বেদৈর্যজ্ঞোহভিপন্নো গ্রসিতঃ পরিমৃষ্টঃ। তানি হ বা এতানি দ্বাদশমহাভূতান্যেবংবিদি প্রতিষ্ঠিতানি। তেষাং যজ্ঞ এব পরার্থ্যঃ ॥৩৭॥

সেই বিদ্বান ব্রাহ্মণ দ্বারা ব্রহ্ম গৃহীত, অধিকৃত ও সংস্পৃষ্ট হন। ব্রহ্মের দ্বারা আকাশ গৃহীত, অধিকৃত ও বোধিত হন। আকাশের দ্বারা বায়ু গৃহীত, অধিকৃত ও সংস্পৃষ্ট হন। বায়ু দ্বারা জ্যোতি গৃহীত, অধিকৃত ও সংস্পৃষ্ট হন। জ্যোতির দ্বারা জল গৃহীত, অধিকৃত ও সংস্পৃষ্ট হন। জলের দ্বারা ভূমি গৃহীত, অধিকৃত ও সংস্পৃষ্ট হন। ভূমির দ্বারা অন্ন গৃহীত, অধিকৃত ও সংস্পৃষ্ট হন। অগ্নির দ্বারা প্রাণ, গৃহীত, অধিকৃত ও বোধিত হন। প্রাণের দ্বারা মন উপপন্ন, গ্রসিত ও সংস্পৃষ্ট হন। মনের দ্বারা বাক্ উপপন্ন, অধিকৃত ও সংস্পৃষ্ট হন। বাকের দ্বারা বেদ গৃহীত, অধিকৃত ও সংস্পৃষ্ট হন। বেদের দ্বারা যজ্ঞ গৃহীত, অধিকৃত ও সংস্পৃষ্ট হন। (আর যিনি এসব জানেন) তাঁর মধ্যে এই দ্বাদশ মহাভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অংশ হল যজ্ঞ। ॥৩৭॥

তং হ স্মৈতমেবংবিদ্বাংসো মন্যন্তে বিদ্বৈনমিতি যাথা তথ্যমবিদ্বাংসঃ। অয়ং যজ্ঞ বেদেষু প্রতিষ্ঠিতঃ। বেদা বাচি প্রতিষ্ঠিতাঃ। বাঙ্ মনসি প্রতিষ্ঠিতা। মনঃ প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্। প্রাণোহগ্নে প্রতিষ্ঠিতঃ। অন্নং ভূমৌ প্রতিষ্ঠিতম্। ভূমিরপ্সু প্রতিষ্ঠিতা। আপো জ্যোতিষি প্রতিষ্ঠিতাঃ। জ্যোতির্বায়ৌ প্রতিষ্ঠিতম্। বায়ুরাকাশে প্রতিষ্ঠিতঃ। আকাশং ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠিতম্। ব্রহ্ম ব্রাহ্মণে ব্রহ্মবিদি প্রতিষ্ঠিতম্। যো হ বা এবংবিৎ স ব্রহ্মবিৎ। পুণ্যং চ কীর্তিঃ লভতে সুরভীংশ্চ গন্ধান্। সোহপহতপাপ্মা। অনন্তাং শ্রিয়মশ্নুতে য এবং বেদ, যশ্চৈবংবিদ্বানেবমেতাং বেদানাং মাতরং সাবিত্রীং সম্পদমুপনিষদমুপাস্ত ইতি ব্রাহ্মণম্ ॥৩৮॥

যারা নিজেদের বিদ্বান বলে মনে করে, আমরা সব জানি— এই ভেবে, তারা যথার্থ বিদ্বান নয় (মৌদ্গল্য বলেন)।

এই যজ্ঞ বেদে প্রতিষ্ঠিত। বেদ বাকে প্রতিষ্ঠিত। বাক্ মনে প্রতিষ্ঠিত। মন প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। প্রাণ অগ্নে প্রতিষ্ঠিত। অন্ন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। ভূমি জলে প্রতিষ্ঠিত। বাক্ মনে প্রতিষ্ঠিত। জল জ্যোতিতে প্রতিষ্ঠিত। জ্যোতি বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত। বায়ু আকাশে প্রতিষ্ঠিত। আকাশে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্ম ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এসব জানেন, তিনিই ব্রহ্মবিৎ। তিনি পুণ্যকীর্তি, সুরভিত গন্ধসমূহ লাভ করেন। তিনি সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে অনন্ত সম্পদ প্রাপ্ত হন, যিনি এরূপ জেনে এই বেদমাতা সাবিত্রীকে (গায়ত্রী মন্ত্র)। সকল সম্পৎ-স্বরূপে উপাসনা করেন। ॥৩৮॥

১. গায়ত্রীকে এখানে বেদমাতা বলে সম্বোধন করা হচ্ছে।

আপো গৰ্ভং জনয়ন্তীঃ' ইতি। অপাং গৰ্ভঃ পুরুষঃ। স যজ্ঞঃ। অদ্বিষজ্ঞঃ প্রণীয়মানঃ প্রাঙ্তায়তে। তস্মাদাচমনীয়ং পূর্বমাহারয়তি। স যদাচামতি ত্রিরাচামতি। দ্বিঃ পরিশুশ্রুতি। আয়ুরবরুহ্য পাপ্মানং নির্গুদতি। উপসাদ্য যজুষোদ্ধৃত্য মন্ত্রান্ প্রযুজ্যাবসায় প্রাচীঃ শাখাঃ সংখ্যায় নিরঙ্গুষ্ঠে পাণাবমৃতমস্যমৃতোপস্তরগমস্যমৃতায় দ্বোপস্তরগমীতি পাণাবুদকমানীয় জীবা স্থ^২ ইতি সূক্তেন ত্রিরাচামতি। স যৎ পূর্বমাচামতি সপ্ত প্রাণাংস্তানেতেনাস্মিন্নাপ্যায়য়তি। যা হোমা বাহ্যঃ শরীরাদ্ মাত্রাস্তদ্য যথৈতদগ্নিঃ বায়ুমাদিত্যং চন্দ্রমসমপঃ পশুনন্যাংষ্ট প্রজাস্তানেতেনাস্মিন্নাপ্যায়য়তি। আপো হমৃতম্। স যদ্ দ্বিতীয়মাচামতি সপ্তাপানাংস্তানেতেনাস্মিন্নাপ্যায়য়তি। যা হোমা বাহ্যঃ শরীরাদ্ মাত্রাস্তদ্য যথৈতৎ পৌর্ণমাসীমষ্টকামমাবাস্যাং শ্রদ্ধাং দীক্ষাং যজ্ঞং দক্ষিণাস্তানেতেনাস্মিন্নাপ্যায়য়তি। আপোহমৃতম্। স যৎ তৃতীয়মাচামতি সপ্ত ব্যানাংস্তানেতেনাস্মিন্নাপ্যায়য়তি। যা হোমা বাহ্যঃ শরীরাদ্ মাত্রাস্তদ্য যথৈতৎ পৃথিবীমন্তরিক্ষং দিবং নক্ষত্রাণ্যতুনার্তবান্ সংবসরাংস্তানেতেনাস্মিন্নাপ্যায়য়তি। আপোহমৃতম্। পুরুষো ব্রহ্ম। অথাপ্যগ্নিঃ নিগমো ভবতি—তস্মাদ্ বৈ বিদ্বান্ পুরুষমিদং পুণ্ডরীকম্ ইতি^৩। প্রাণ এষ স পুরি শেতে, সংপুরি শেত ইতি। পুরিশয়ং সন্তং প্রাণং পুরুষ ইত্যচক্ষতে পরোক্ষেন। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবা ভবন্তি প্রত্যক্ষদ্বিষঃ। স যৎ পূর্বমাচামতি পুরস্তাদ্ধোমাংস্তেনাস্মিন্নবরুহ্য দ্ধো। স যদ্ দ্বিতীয়মাচামত্যাজ্যভাগৌ তেনাস্মিন্নবরুহ্য দ্ধো। স যৎ তৃতীয়মাচামতি সংস্থিতহোমাংস্তেনাস্মিন্নবরুহ্য দ্ধো। স যদ্ দ্বিঃ পরিশুশ্রুতি তৎ সংমিৎ সংবর্হিঃ। স যৎ সর্বাণি খানি সর্বং দেহমাপ্যায়য়তি যচ্চান্যদাতারং মন্ত্রকার্যং যজ্ঞে স্কন্দতি সর্বং তেনাস্মিন্নবরুহ্য দ্ধো। স যদোংপূর্বান্ মন্ত্রান্ প্রযুঙ্ত আ সর্বমেধাদেতে ক্রতব এত এবাস্য সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু দেবেষু সর্বেষু বেদেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষু সত্ত্বেষু কামচারঃ কামবিমোচনং ভবত্যর্থে চ ন প্রমীয়তে য এবং বেদ। তদপ্যেতদ্চোক্তম্—

আপো ভৃগ্বজিরোরুপমাপো ভৃগ্বজিরোময়ম্।

সর্বমাপোময়ং ভূতং সর্বং ভৃগ্বজিরোময়ম্।

অন্তরৈতে ত্রয়ো বেদা ভৃগুনজিরসোহনুগাঃ॥

অপাং পুষ্পং মূতিরীকাশং পবিত্রমুত্তমম্। ইতি^৪

আচম্যাভ্যক্ষ্যাত্মানমনুমন্তয়ত ইন্দ্র জীব^৫ ইতি ব্রাহ্মণম্ ॥৩৯॥

॥ ইত্যথর্ববেদে গোপথব্রাহ্মণপূর্বভাগে প্রথমঃ প্রপাঠকঃ ॥

‘আপো গর্ভং জনয়ন্তী...’ এই হলো ঋক্। পুরুষ (ব্রহ্ম) হলেন জলের গর্ভ (যে জল আবার সকলের গর্ভ অর্থাৎ উৎস)। তিনি হলেন যজ্ঞ (পুরুষ), জল দ্বারা যজ্ঞ আনীত হয়ে বিস্তার লাভ করে। এজন্যে (যাজ্ঞিকপুরুষ) প্রথমেই জল দিয়ে আচমন করেন। আচমনকারী প্রথমে তিনবার জল দিয়ে আচমন করেন। প্রথম দুবার উজ্জ্বলতাবৃদ্ধির জন্যে, (তৃতীয় বার) তিনি আয়ুকে অবরুদ্ধ করে পাপকে বিতাড়িত করেন।

তিনি (দেবার্চনার সঙ্গে সঙ্গে) যজ্ঞনিয়মের কাছে নিয়ে আসেন। এবং মন্ত্রসমূহ প্রয়োগ করেন। পূর্বশাখাগুলি হাতের উপর স্থাপিত করে বুড়ো আঙুলটি দিয়ে হাতের অন্যান্য আঙুলগুলি আলাদা করে তারপর তিনবার আচমন করবেন। বলবেন—‘হে অমৃত তুমি অমৃতেই থাকো। অমৃতার্থে আরও বিস্তার লাভ কর। আমি অমৃতে জন্মে তোমাকে আরও বিস্তৃত করছি’। —এই বলে এই ব্রাহ্মণবাক্যের সঙ্গে জীবা হুঃ এই সূক্তটির দ্বারা জল হাতে নিয়ে তিনবার আচমন করবে।

তিনি যেহেতু প্রথমবার আচমন করেন, সেহেতু তার দ্বারা প্রাণবায়ু পুষ্ট হয়। শরীরের বাইরের যে সমস্ত মাত্রা যেমন অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র, জল, পশুসকল ও অন্যান্য প্রাণিসমূহ, তাদেরকে আপ্যায়িত করে (পুষ্ট করে)। জল অমৃতস্বরূপ। তিনি যেহেতু দ্বিতীয়বার আচমন করেন—সেহেতু তার দ্বারা তিনি সপ্ত অপানবায়ুকে তৃপ্ত করেন। যে সমস্ত মাত্রা শরীরের বাইরে বিদ্যমান যথা পৌর্ণমাসী রাত্রি, অষ্টমী তিথি, অমাবস্যা, শ্রদ্ধা, দীক্ষা, যজ্ঞ, দক্ষিণা, তাদের এর দ্বারা তৃপ্ত করেন। জল অমৃতস্বরূপ। তিনি যেহেতু তৃতীয়বার আচমন করেন সেহেতু তিনি সপ্ত ব্যানবায়ুকে আপ্যায়িত করেন। যে সমস্ত মাত্রা শরীরের বাইরে বিদ্যমান যেমন পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, আকাশ, নক্ষত্ররাজি, ঋতুসমূহ, সংবৎসর ত্য সমূহকে এর দ্বারা তৃপ্ত করেন। জল অমৃতস্বরূপ।

(যজ্ঞ) পুরুষই ব্রহ্ম। বেদে বলা হয়—‘সেহেতু এই পুণ্ডরীক বিদ্বানপুরুষকে’ ইত্যাদি। সেই প্রাণ শরীরের মধ্যে অবস্থান করে। শরীরস্থ এই প্রাণকে পুরুষ বলা হয় পরোক্ষভাবে। দেবতারা প্রত্যক্ষদেখী পরোক্ষপ্রিয় হন।

তিনি যেহেতু প্রথমবার আচমন করেন, সেহেতু তিনি পুরস্তাদ্হোমকে তার দ্বারা নিজের মধ্যে গ্রহণ করেন। তিনি যেহেতু দ্বিতীয়বার আচমন করেন, সেহেতু তিনি আজ্যভাগদ্বয়কে তার দ্বারা নিজমধ্যে গ্রহণ করেন। তিনি যেহেতু তৃতীয়বার আচমন করেন, সেহেতু তিনি সংস্থিতহোমকে নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ করেন।

যেহেতু তিনি দুইবার (যজ্ঞকে) পরিশোভিত করেন, (সে দুটি হল) যজ্ঞকাষ্ঠ ও যজ্ঞতৃণ। তিনি এর দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে ও সমগ্র দেহকে পুষ্ট করেন। যে সমস্ত অন্যদাতা ও মন্ত্রকর্মকে যজ্ঞে পাঠ করেন, তার দ্বারা সবকিছু (আত্মমধ্যে) গৃহীত হয়। তিনি যেহেতু প্রথমে ওঁকারকে উচ্চারণ করেন, সেহেতু সর্বমেধযাগ পর্যন্ত তিনি তাকে গ্রহণ করেন। যিনি এরূপ জানেন তিনি সকললোকে, সকল দেবতাদের মধ্যে, সমস্ত বেদে, সকল ভূতে, সমস্ত সত্ত্বে সফল হন। জীবনের

অর্ধপথে তার প্রমাণ হয় (অর্থাৎ অর্ধেক জীবন ধারণ করেন না)। একাধিক মন্ত্রের মধ্যে তা উক্ত হয়েছে—

জল হল অথর্ববেদরূপ, জল হল অথর্ববেদময়।

সমস্ত কিছুই জলময় (অতএব) সব কিছু অথর্ববেদময়।

তিনটি বেদই এই অথর্ববেদের অনুগামীও অন্তর্গত।

এ হল জলের পুষ্পস্বরূপ, প্রকাশ, পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ আকাশ।

এই মন্ত্র দ্বারা আচমন করে ও মার্জনা করে ‘ইন্দ্র জীব...’ ইত্যাদি বলে অনুমন্ত্রণ করবেন।
একথা বলেছেন ব্রাহ্মণ। ॥৩৯॥

অথর্ববেদীয় গোপথব্রাহ্মণের পূর্বভাগে প্রথম প্রপাঠক বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

১. অথর্ব (পৈ) ৪।১।৮, শৌনক ৪।২।৮ এ ভিন্ন পাঠ সহ ‘আপো বৎসং জনয়ন্তী’ পাঠ আছে।
২. অথর্ব (শৌ) ১৯।৬৯।১; পৈ. ২০।৪১।১
৩. অথর্ব (শৌ) ১১।৮।৩২; পৈ. ১৬।৮৮।৩
৪. এই ঋক্ দুটি এখনো পর্যন্ত কোনো মুদ্রিত বেদগ্রন্থে উপলব্ধ নয়।
৫. অথর্ব (শৌ) ১৯।৭০।১

পূর্বভাগ

দ্বিতীয় প্রপাঠক

ওম্। ব্রহ্মচারীষণ্ডশ্চরতি রোদসী উভে^১ ইত্যাচার্যমাহ। তস্মিন্ দেবাঃ সংমনসো ভবন্তি^২ ইতি বায়ুমাহ। স সদ্য এতি পূর্বস্মাদুত্তরং সমুদ্রম্^৩ ইত্যাদিত্যমাহ। দীক্ষিতো দীর্ঘশ্মশ্রুঃ^৪। এষ দীক্ষিত এষ দীর্ঘশ্মশ্রুঃ^৫। এষ এবাচার্যস্থানে তিষ্ঠন্নাচার্য ইতি স্তূয়তে, বৈদ্যুতস্থানে তিষ্ঠন্ বায়ুরিতি স্তূয়তে, দ্যৌস্থানে তিষ্ঠন্নাদিত্য ইতি স্তূয়তে। তদপ্যেতদ্চোক্তম্—ব্রহ্মচারীষণ্ড^৬ ইতি ব্রাহ্মণম্ ॥১॥

ওঁ (ব্রহ্মবাদীরা) আচার্যকে বলেন—‘ব্রহ্মচারী ভূলোকে দ্যুলোকে উভয় লোকেই বিচরণ করেন। তিনি বায়ুকে বলেন তাঁর মধ্যে দেবতারা মনস্ক হন। তিনি আদিত্যকে বলেন—তিনি একমুহূর্তে পূর্ব থেকে উত্তর সমুদ্র পর্যন্ত গমন করেন। ‘দীক্ষিত দীর্ঘশ্মশ্রুযুক্ত হয়’। দীক্ষিত (তাই) দীর্ঘশ্মশ্রু। একে আচার্যস্থলে বসিয়ে আচার্যরূপে স্তুতি করা হয়। অন্তরিক্ষস্থানে তাকে বায়ুরূপে স্তুতি করা হয়। দ্যুস্থানে থেকে তাকে আদিত্যরূপে স্তুতি করা হয়। একটি ঋকে সে কথা বলা হয়েছে— ব্রহ্মচারীষণ্ড ইত্যাদি। ॥১॥

১. অথর্ব (শৌ) ১১.৫.১

২. তদেব ১১.৫.১

৩. তদেব ১১.৫.৬

৪. তদেব ১১.৫.৬

৫. তদেব ১১.৫.১

এটি ব্রহ্মচর্যবিষয়ক আথর্বণবিবরণ। প্রথম আটটি অনুচ্ছেদে ব্রহ্মচারীর কর্তব্যাকর্তব্য আলোচিত হয়েছে।

জায়মানো হ বৈ ব্রাহ্মণঃ সপ্তেন্দ্রিয়াণ্যভিজায়তে—ব্রহ্মবর্চসং চ যশশ্চ স্বপ্নং চ ক্রোধং চ শ্লাঘাং চ রূপং চ পুণ্যমেব গন্ধং সপ্তমম্। তানি হ বা অসৈত্যানি ব্রহ্মচর্যমুপেতস্যোপক্রামন্তি। মৃগানস্য ব্রহ্মবর্চসং গচ্ছতি, আচার্যং যশঃ, অজগরং স্বপ্নঃ, বরাহং ক্রোধঃ, অপঃ শ্লাঘা, কুমারীং রূপম্, ওষধিবনম্পতীন্ পুণ্যো গন্ধঃ। স যদ্ মৃগাজিনানি বস্তে, তেন তদ্ ব্রহ্মবর্চসমবরুন্ধে, যদস্য মৃগেষু ভবতি। স হ স্নাতো ব্রহ্মবর্চসী ভবতি। স যদহরহরাচার্যায় কর্ম করোতি, তেন তদ্ যশোহবরুন্ধে যদস্যাচার্যে ভবতি। স হ স্নাতো যশস্বী ভবতি। স যৎ সুষুপ্তুর্নিদ্রাং নিনয়তি, তেন তং স্বপ্নমবরুন্ধে, যোহস্যাজগরে ভবতি। তং হ স্নাতং

স্বপন্তমাল্লঃ—স্বপিতু মৈনং বোদ্ধথেন্তি। স যৎ ক্রুদ্ধো বাচা ন কংচন হিনস্তি পুরুষাৎ পুরুষাৎ
পাপীয়ানিব মন্যমানঃ, তেন তং ক্রোধমবরুদ্ধে, যোহস্য বরাহে ভবতি। তস্য হ স্নাতস্য ক্রোধাঃ
প্লাঘীয়সং বিশন্তে। অথাত্তিঃ প্লাঘমানো ন স্নায়াৎ, তেন তাং প্লাঘামবরুদ্ধে যাস্যাপ্সু ভবতি। স হ
স্নাতঃ প্লাঘীয়োহন্যেভ্যঃ প্লাঘ্যতে। অথৈতদ্ ব্রহ্মচারিণো রূপং যৎ কুমার্যাঃ। তাং নগ্নাং
নোদীক্ষেত, ইতি বেতি বা মুখং বিপরিধাপয়েৎ। তেন তদ্ রূপমবরুদ্ধে, যদস্য কুমার্যাঃ ভবতি।
তং হ স্নাতং কুমারীমিব নিরীক্ষন্তে। অথৈতদ্ ব্রহ্মচারিণঃ পুণ্যো গন্ধো য ওষধিবনস্পতীনাং,
তাসাং পুণ্যং গন্ধং প্রচ্ছিদ্য নোপজিষ্মেৎ। তেন তং পুণ্যং গন্ধমবরুদ্ধে, যোহসৌষধিবনস্পতিষু
ভবতি। স হ স্নাতঃ পুণ্যগন্ধির্ভবতি' ॥২॥

ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মচারী) জন্মালেই তার (মানবোচিত) ইন্দ্রিয়জনিত সপ্ত অনুরাগ জন্ম নেয়, (যথা)
ব্রহ্মতেজ, যশ, (নিদ্রা) স্বপ্ন, ক্রোধ, আত্মপ্লাঘা, রূপ ও সপ্তম হল গন্ধ। এই সমস্ত (বিষয়) ব্রহ্মচার্য
ব্রতধারীর কাছ থেকে চলে যায়। মৃগের কাছে ব্রহ্মতেজ, আচার্যের কাছে যশ, অজগরের কাছে
স্বপ্ন, বরাহের কাছে ক্রোধ, জলের কাছে আত্মপ্লাঘা, কুমারীর কাছে রূপ, ওষধিবনস্পতির কাছে
পুণ্যগন্ধ। সে যেহেতু মৃগাজিন পরিধান করে সেহেতু সে ব্রহ্মচার্যকে অবরুদ্ধ করে যা মৃগে বিদ্যমান।
অভিষেকান্তে সে ব্রহ্মতেজ লাভ করে। সে যেহেতু নিত্যদিন আচার্যের জন্য কাজ করে সেহেতু
তার দ্বারা সে যশ যা আচার্যে বিদ্যমান তা লাভ করে। অভিষেকান্তে সে যশস্বী হয়। সে যেহেতু
কোনো নিদ্রালুর নিদ্রা আহরণ করে সেহেতু সে তার স্বপ্নকে (নিদ্রাকে) গ্রহণ করে যা অজগরে
বিদ্যমান। অভিষেকান্তে সে ব্রহ্মতেজ লাভ করে। সে যেহেতু ক্রোধবশতঃ
'কাউকে কথার দ্বারা আঘাত করে না পুরুষ থেকে পুরুষকে (অর্থাৎ সকল পুরুষকে) পাপী ভেবে,
সেহেতু তার দ্বারা ক্রোধকে সে অবরুদ্ধ করে যা বরাহে বিদ্যমান। অভিষেকান্তে (ব্রহ্মচারীর)
ক্রোধসমূহ প্রবেশ করে। আত্মপ্লাঘা বশতঃ যদি সে জলদিয়ে স্নান না করে তাহলে প্লাঘাকে সে লাভ
করে, যা জলে বিদ্যমান। অভিষেকান্তে সেই (ব্রহ্মচারী) আত্মপ্লাঘা প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মচারীর রূপ কুমারীর
(রূপের মতো)। সেহেতু সে নগ্ন (যুবতীকে) দেখবে না (দেখলে) মুখ ফিরিয়ে নেবে। (দেখলে)
অভিষেকান্তে সেই রূপকে যা কুমারীতে বিদ্যমান তা সে লাভ করবে। পুণ্যগন্ধ যা ব্রহ্মচারীর মধ্যে
বিদ্যমান তা ওষধিবনস্পতির। তাই সে (ওষধিবনস্পতিপাতা ইত্যাদির) ছিঁড়ে আঘ্রাণ নেবে না।
তাহলে সে সেই পবিত্রগন্ধ যা ওষধিবনস্পতিতে বিদ্যমান তা লাভ করবে। (অভিষেক) স্নানের পর
সে (ব্রহ্মচারী) পবিত্রগন্ধী হয় ॥২॥

১. ব্রহ্মচারীর যে সমস্ত কর্তব্যকর্ম অধ্যয়নকালে করা প্রয়োজন, সে বিষয়ে সম্ভবত এখানেই প্রথম আলোকপাত করা হচ্ছে।

স বা এষ উপযংচতুর্ধোপৈত্যগ্নিং পাদেনাচার্যং পাদেন গ্রামং পাদেন মৃত্যং পাদেন। স যদহরহঃ সমিধ আহৃত্য সায়াংপ্রাতরগ্নিং পরিচরেৎ, তেন তং পাদমবরুদ্ধে, যোহস্যাগ্নৌ ভবতি। স যদহরহরাচার্যায় কৰ্ম করোতি, তেন তং পাদমবরুদ্ধে, যোহস্যার্চার্যে ভবতি। স যদহরহগ্রামং প্রবিশ্য ভিক্ষামেব পরীক্ষতি ন মৈথুনং, তেন তং পাদমবরুদ্ধে, যোহস্য গ্রামে ভবতি। স যৎ ক্রুদ্ধো বাচা ন কঞ্চন হিনস্তি পুরুষাৎ পুরুষাৎ পাপীয়ানিব মন্যমানঃ, তেন তং পাদমবরুদ্ধে, যোহস্য মৃত্যৌ ভবতি ॥৩॥

সেই (ব্রহ্মচার্যব্রতধারী) চতুর্দিকেই অগ্নিসর হবেন। এক পা অগ্নির দিকে, দ্বিতীয় পা আচার্যের দিকে, তৃতীয় পা গ্রামের দিকে, অস্তিম পা মৃত্যুর দিকে। যেহেতু তিনি প্রত্যহ সমিধ আহরণ করে অগ্নিহোত্র উপাসনা করেন, সেইহেতু সেই পদ লাভ করেন যা অগ্নিতে বিদ্যমান (তেজস্বিতা)। যেহেতু তিনি আচার্যের জন্যে কাজ করেন সেজন্য তিনি আচার্যের মধ্যে বিদ্যমান পদ (বিদ্যাপ্রতিষ্ঠা) লাভ করেন। যেহেতু তিনি ভিক্ষার জন্যে প্রত্যহ গ্রামে যান, মৈথুনের জন্যে নয়, সেজন্যে ঐ পদ পান যা গ্রামে বিদ্যমান (অর্থাৎ গ্রামে স্থিতি)। যেহেতু ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি কাউকে কথার দ্বারা আঘাত করেন না, নিজেকে অন্য পুরুষের চেয়ে বেশী পাপী ভেবে, সেজন্যে তিনি তার দ্বারা সেইপদ অবরুদ্ধ করে সেই পদ লাভ করেন, যা মৃত্যুতে বিদ্যমান (মৃত্যু তার বশে আসে)। ॥৩॥

পঞ্চ হ বা এতে ব্রহ্মচারিণ্যগ্নয়ো ধীয়ন্তে, দ্বৌ পৃথক্ক্ষন্তয়োর্মুখে হৃদয় উপস্থ এব পঞ্চমঃ। স যদ্ দক্ষিণেন পাগিনা স্ত্রিয়ং ন স্পৃশতি তেনাহরহর্যাজিনাং লোকমবরুদ্ধে, যৎ সব্যেন তেন প্রব্রাজিনাম্, যদ্ মুখেন তেনাগ্নিপ্রস্কন্ধিনাং, যদ্ হৃদয়েন তেন শূরাণাং, যদুপস্থেন তেন গৃহমেধিনাম্। তৈশ্চেৎ স্ত্রিয়ং পরাহরতি, অনগ্নিরিব শিষ্যতে। স যদহরহরাচার্যায় কুলেহ্নুতিষ্ঠতে সোহ্নুষ্ঠায় ক্রুয়াদ্—ধর্ম গুপ্তো মা গোপায়েতি। ধর্মো হৈনং গুপ্তো গোপায়তি। তস্য হ প্রজা স্বঃ স্বঃ শ্রেয়সী শ্রেয়সীহ ভবতি। ধায়ৈব প্রতিধীয়তে। স্বর্গে লোকে পিতৃন্ নিদধতি। তান্তবং ন বসীত। যস্তান্তবং বস্তে, ক্ষত্রং বর্ধতে ন ব্রহ্ম। তস্মাৎ তান্তবং ন বসীত, ব্রহ্ম বর্ধতাং মা ক্ষত্রমিতি। নোপর্যাসীত। যদ্ উপর্যাস্তে, প্রাণমেব তদ্ আত্মনোহধরং কুরুতে, যদ্ বাতো বহতি। অথ এবাসীত, অধঃ শয়ীত, অধস্তিষ্ঠেদ্, অথো ব্রজেৎ। এবং হ স্ম বৈ তৎ পূর্বে ব্রাহ্মণা ব্রহ্মচার্যং চরন্তি। তং হ স্ম তৎ পুত্রং ভ্রাতরং বোপতাপিনমাহঃ— উপনয়েতৈনমিতি। আ সমিদ্ধারাৎ স্বরেষ্যন্তোহন্নমদ্যাৎ। অথাহ জঘনমাহঃ—স্নাপয়েতৈনমিত্যা সমিদ্ধারাৎ। ন হ্যেতানি ব্রতানি ভবন্তি। তং চেচ্ছ্যানমাচার্যোহভিবদেৎ স প্রতिसংহায় প্রতিশৃণুয়াৎ, তং চেচ্ছ্যানমুখায়, তং চেদুখিতমভিপ্রক্রম্য, তং চেদভিপ্রক্রান্তমভিপলায়মানম্। এবং হ স্ম বৈ তৎ পূর্বে ব্রাহ্মণা ব্রহ্মচার্যং চরন্তি। তেষাং হ স্ম বৈষা পুণ্যা কীর্তির্গচ্ছত্যা হ বা অয়ং সোহদ্য গমিষ্যতীতি ॥৪॥

ব্রহ্মচারীর মধ্যে পঞ্চাগ্নি বিধৃত থাকে। দুই হাতে (দুটি), মুখে, হৃদয়ে ও পঞ্চমটি উপস্থে। তিনি যেহেতু ডানহাতের দ্বারা স্ত্রীলোককে স্পর্শ করেন না, তাই তিনি অহর্যাজী লোক লাভ করেন। বামহাতের দ্বারা প্রব্রজ্যালোক, মুখের দ্বারা অগ্নিহোত্র লোক, হৃদয়ের দ্বারা শূরলোক, ও উপস্থের দ্বারা গৃহমেধী লোক লাভ করেন। যদি সেসবের দ্বারা তিনি স্ত্রীলোককে পরাহত করেন তাহলে অগ্নিহীনের ন্যায় নিঃশেষ হন (যজ্ঞাগ্নিমুক্ত সন্ন্যাসীর মতো তিনি হন—এরকম অর্থ কি বোঝানো হচ্ছে?) যেহেতু আচার্যের কাছে থেকে সেই কুলে থেকে (ব্রহ্মচার্যাদি ব্রত) অনুষ্ঠান করে থাকে, সেহেতু (অনুষ্ঠানের পর) সে বলবে—‘হে ধর্ম তুমি রক্ষণীয় এবং রক্ষাকারী’ ধর্ম যা রক্ষিতব্য, তা তাঁকে রক্ষা করে।

প্রতিদিন ধর্মানুষ্ঠানের ফলে তিনি শ্রেয়োবস্তু সমূহ লাভ করেন। সন্তান লাভ করেন। তাঁর ধায্যা রক্ষিত হয়। স্বর্গলোক পিতৃপুরুষকে ধারণ করতে সমর্থ হয়।

ব্রহ্মচারী কখনো বোনা কাপড় পরবে না। যে তাঁতবস্ত্র পরে, তার ক্ষাত্রতেজ বৃদ্ধি হয়, ব্রহ্মতেজ নয়,— এই বলে সে তাঁত বস্ত্র পরিহার করবে। (ব্রহ্মচারী) নীচে (ভূমিতে) শয়ন করবে। (সে) নম্রভাবে চলাফেরা করবে। প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা এইভাবেই ব্রহ্মচার্য আচরণ করতেন। তাঁরা উপতাপিত পুত্র বা ভাইকে বলতেন—এর উপনয়নের ব্যবস্থা করো।

সমিধ্ নিয়ে এলে সুখার্থী (ব্রহ্মচারী) খাদ্য গ্রহণ করে আচার্যের কাছে। তারপর সে প্রসন্ন হলে তাকে তাঁরা উৎসাহী (আগ্রহী) বলেন। আচার্য তাকে অভিষেক স্নান করান। কেবলমাত্র সমিধ্ আহরণ করলেই (ব্রহ্মচার্যব্রত) সম্পন্ন হয় না। ঘুমন্ত ছাত্রকেও ডেকে যদি আচার্য কিছু বলেন তাহলেও সে নিবিষ্ট হয়ে তা শুনবে। (কিন্তু) শয়ন থেকে উঠে যদি সে (পালাতে চায়), তাহলেও অভিনিবেশ সহকারে সেকথা শুনবে। এইভাবেই প্রাচীন ব্রহ্মবাদীরা ব্রহ্মচার্যব্রত আচরণ করতেন। তাঁদের পুণ্যকীর্তির পথে আজ সে (নতুন ব্রহ্মচারী) যাত্রা শুরু করবে। ॥৪॥

কিছু শব্দের পাঠ সন্দিগ্ধ, তাই অনুবাদেও জড়তা থাকছে।

জনমেজয়ো হ বৈ পারীক্ষিতো মৃগয়াং চরিয়ন্ হংসাভ্যামসিয়ন্ উপাবতস্থ ইতি।
তাবূচতুর্জনমেজয়ং পারীক্ষিতম্—অভ্যাজগাম। স হোবাচ—নমো বাং ভগবন্তৌ, কৌ নু
ভগবন্তাবিতি? তাবূচতুঃ—দক্ষিণাগ্নিশ্চাহবনীয়শ্চেতি। স হোবাচ—নমো বাং ভগবন্তৌ,
তদাকীয়তামিতীহোপারামমিতি। অপি কিল দেবা ন রমন্তে, ন হি দেবা ন রমন্তে, অপি
চৈকোপারামাদ্ দেবা আরামমুপসংক্রামন্তীতি। স হোবাচ—নমো বাং ভগবন্তৌ, কিং পুণ্যমিতি?
ব্রহ্মচর্যমিতি। কিং লৌক্যমিতি? ব্রহ্মচর্যমেবেতি। তৎ কো বেদ ইতি? দন্তাবলো ধৌষঃ। অথ
খলু দন্তাবলো ধৌষো যাবতি তাবতি কালে পারীক্ষিতং জনমেজয়মভ্যাজগাম। তস্মা উথায়
স্বয়মেব বিষ্টরং নিদধৌ। তমুপসংগৃহ্য পপ্রচ্ছ—অধীহি ভো কিং পুণ্যমিতি? ব্রহ্মচর্যমিতি। কিং

লৌক্যমিতি? ব্রহ্মচর্যমেবেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ—অষ্টাচত্বারিংশদ্বর্ষং সর্ববেদব্রহ্মচর্যম্। তচ্চতুর্থা বেদেষু ব্যুহ্য দ্বাদশবর্ষং ব্রহ্মচর্যং দ্বাদশবর্ষাণ্যবরার্থম্। অপি স্নায়ংশচরেদ্ যথাশক্ত্যপরম্। তস্মা উ হ স ঋষভৌ সহস্রং দদৌ। অপ্যপি কীর্তিতম্—আচার্যো ব্রহ্মচারী ইতি। এক আত্মরাকাসমধিদৈবতম্। অথাধ্যাত্মং ব্রাহ্মণো ব্রতবাংশচরণবান্ ব্রহ্মচারী ॥৫॥

(রাজা) পরীক্ষিতের বংশোদ্ভূত জনমেজয় যখন মৃগয়া করছিলেন, তখন পথে দুটি হাঁসের দ্বারা উক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। তারা জনমেজয়কে দেখে কথা বলে উঠতেই রাজা তাদের কাছে গেলেন এবং বললেন—‘ভগবন্! আপনাদের দুজনকে প্রণাম। আপনারা দুজন কে ভগবন্? তারা দুজনে বলে উঠল—‘আমরা হলাম দক্ষিণাঘ্নিও আহবনীয়াঘ্নি’। রাজা বললেন—‘মহাশয়েরা আপনাদের দুজনকে পুনঃপ্রণাম। আপনাদের তপোবনটি কোথায়’? (হাঁস দুটি বলল) ‘দেবতারা আমোদ প্রমোদ করেন না ঠিকই বটে, কিন্তু (কখনো) করেন না, তা নয়। তাঁরা সর্বদাই এক তপোবন থেকে তপোবনান্তরে বিহার করেন’। রাজা বললেন—আপনাদের(পুনঃ) নমস্কার। (আমার জিজ্ঞাসা হল) ‘মানুষের পুণ্যকর্ম কি’? (তারা উত্তর দিল) ‘ব্রহ্মচর্য’। রাজা প্রশ্ন করলেন—‘লৌকিক ব্যাপারে (আদর্শের মানদণ্ড) কি’? (তারা বলল) ‘ব্রহ্মচর্য’। (রাজা জিজ্ঞেস করলেন) ‘কে এ বিষয়ে জানেন’? (তারা উত্তর দিল)—‘দ্বৌশ্র দন্তাবল (নামক ঋষি)’।

কিছুদিন পর দ্বৌশ্র দন্তাবল পরীক্ষিতবংশজ জনমেজয়ের কাছে হাজির হলেন। তাঁকে দেখে (তিনি) আসন থেকে উঠে এসে তাঁকে আসন দিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—‘আমাকে বলুন পুণ্য—কর্ম কি’? (তিনি বললেন) ‘ব্রহ্মচর্য’। (রাজা জিজ্ঞাসা করলেন) ‘লৌকিক (কাজের আদর্শের মানদণ্ড) কি?’ (তিনি বললেন) ‘ব্রহ্মচর্যই’। (দন্তাবল) (রাজাকে) বললেন সামগ্রিকভাবে সমগ্র বেদচর্চার জন্য আটচল্লিশ বছর। চারবেদের মধ্যে ভাগ করলে প্রতিবেদের জন্য বারো বছর। বাকি সময় যথাশক্তি (পবিত্র) আচরণ করা।

(এই উপদেশের জন্য) (রাজা) তাঁকে দুটি বৃষ ও সহস্র (মুদ্রা?) দান করলেন। এরূপ কীর্তিত আছে—‘আচার্যো ব্রহ্মচারী’ ইতি। কেউ বলেন (ব্রহ্মচর্য) আধিদৈবিক আকাশ। কেউ বলেন আধ্যাত্মিক। যিনি ব্রতবান ও শোভন আচরণকারী, তিনিই ব্রহ্মচারী। ॥৫॥

১. অথর্ব (শৌ) ১১.৫.১৬

ব্রহ্ম হ বৈ প্রজা মৃত্যবে সংপ্রযচ্ছদ্ ব্রহ্মচারিণমেব ন সংপ্রদদৌ। স হোবাচ—অশ্যাম্ অগ্নিমিতি। কিমিতি? যাং রাত্রীং সমিধমনাহত্য বসেৎ, তামায়ুষোংবরুক্ষীয়েতি। তস্মাদ্ ব্রহ্মচার্যহরহঃ সমিধ আহত্য সাযংপ্রাতরগ্নিং পরিচরেৎ। নোপর্যুপসাদয়েদথ প্রতিষ্ঠাপয়েৎ। যদুপর্যুপসাদয়েজ্জীমূতবর্ষী তদহঃ পর্জন্যো ভবতি। তে দেবা অকুবন্—ব্রাহ্মণো বা অয়ং

ব্রহ্মচার্যঃ চরিত্যতি। কৃত্যস্মৈ ভিক্ষা ইতি গৃহপতিৰ্কৃত বহুচারী গৃহপত্ন্যা ইতি। কিমস্যা বৃঞ্জীতাদদত্যা ইতি? ইষ্টাপূর্তসুকৃতদ্রবিণমবরুদ্ধাদিতি। তস্মাদ্ ব্রহ্মচারিণেহহরহভিক্ষাং দদ্যাদ্ গৃহিণী, মা মেহয়মিষ্টাপূর্তসুকৃতদ্রবিণমবরুদ্ধাদিতি। সপ্তমীং নাতিনয়েৎ। সপ্তমীমতিনয়ন্ ন ব্রহ্মচারী ভবতি। সমিদ্ভিক্ষে সপ্তরাত্রমচরিতবান্ ব্রহ্মচারী পুনরুপনেয়ো ভবতি ॥৬॥

ব্রহ্ম সমস্ত প্রাণিকে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করেছিলেন, কেবলমাত্র ব্রহ্মচারীকেই সমর্পণ করেননি। তিনি বলেন—‘এই (রাত্রি) ও এই (দিনে) কি আছে’? (তিনি উত্তর দেন) ‘যে রাত্রে ব্রহ্মচারী যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণ করে না, ‘(তাঁহলে) সে রাত্রেই আমি জীবন বিনষ্ট করবো’। অতএব ব্রহ্মচারী অবশ্য সমিধ্ আহরণ করে সন্ধ্যাকালে ও প্রাতঃকালে অগ্নির উপাসনা করবে। সমিধ্কে উপরে (উঁচু স্থানে) রাখবে না। নীচে রাখবে। উপরে রাখলে মেঘ জলবর্ষী হবে। (অর্থাৎ ভিক্ষে যাবে)। সেই দেবতারা (ব্রহ্মকে) বললেন—‘এই ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচার্য ব্রত করবে’। এর ভিক্ষা কে দেবে? (ব্রহ্ম বললেন) ‘বহুঅনুষ্ঠানকারী গৃহপতি’। (দেবতারা বললেন) ‘গৃহপত্নী যদি ভিক্ষাদানে অনিচ্ছুক হন’? (ব্রহ্ম বললেন) ‘তাঁর ইষ্টাপূর্ত (ইষ্ট=যজ্ঞানুষ্ঠান, পূর্ত=প্রতিষ্ঠা কর্ম), সুকৃতি ও ধন অবরুদ্ধ হবে’। অতএব ব্রহ্মচারীকে গৃহিণী প্রত্যহ ভিক্ষা দেবেন। তিনি চান আমার ইষ্টাপূর্ত, সুকৃতি ও ধন অবরুদ্ধ না হোক। ব্রহ্মচারী সপ্তমী রাতকে ত্যাগ করবে না। সপ্তমী রাতকে ত্যাগ করলে তিনি ব্রহ্মচারী থাকবেন না। সমিধ্ আহরণ ও ভিক্ষাবৃত্তি সাতরাত্রি না করলে ব্রহ্মচারীকে পুনরায় উপনীত হতে হবে। ॥৬॥

১. তুলনীয় পাঠ:—শত. ব্রা. ১১.৩.৬

নোপরিশায়ী স্যাৎ ন গায়নো ন নর্তনো ন সরণো ন নিষ্ঠীবেৎ। যদুপরিশায়ী ভবত্যভীক্ষঃ নিবাসা জায়ন্তে। যদ্ গায়নো ভবত্যভীক্ষশ আক্রন্দান্ ধাবন্তে। যদ্ নর্তনো ভবত্যভীক্ষশঃ প্রেতান্ নিহরন্তে। যৎ সরণো ভবত্যভীক্ষশঃ প্রজাঃ সংবিশন্তে। যদ্ নিষ্ঠীবতি মধ্য এব তদাত্মনো নিষ্ঠীবতি। স চেদ্ নিষ্ঠীবেদ্ দিবো নু মাং’, যদত্রাপি মধোরহং^২ যদত্রাপি রসস্য মে^৩ ইত্যাত্মানমনুমন্ত্রয়তে।

যদত্রাপি মধোরহং নিরষ্ঠবিষমস্মৃতম্ ।

অগ্নিশ্চ তৎ সবিতা চ পুনর্মে জঠরে ধত্তাম্^৪ ॥

যদত্রাপি রসস্য মে পরা পপাতাস্মৃতম্।

তদিহোপ হুয়ামহে তন্ম আ প্যায়তাং পুনঃ^৫ ॥ ইতি

ন শ্মশানমাতিষ্ঠেৎ। স চেদভিতিষ্ঠেদুদকং হস্তে কৃৎবা যদীদমৃতুকাম্যেত্যভিমন্ত্রয় জপন্ সংপ্রোক্ষ্য পরিক্রামেৎ, সময়ায়োপরিব্রজেৎ।

যদীদমৃত্যুকাম্যাঘং রিপ্ৰমুপেয়িম।

অন্ধঃ শ্লোণ ইব হীয়তাং মা নোহন্বাগাদঘং যতঃ^১ ॥ ইতি

অথ হৈতদ্ দেবানাং পরিষূতং যদ্ ব্রহ্মচারী। তদপ্যেতদ্চোক্তম্ —

দেবানামেতৎ পরিষূতমনভ্যাকৃঢ়ং চরতি রোচমানম্।

তস্মিন্ সৰ্বে পশবস্তত্র যজ্ঞাস্তস্মিন্নন্নং সহ দেবতাভিঃ^২ ॥ ইতি ব্রাহ্মণম্ ॥৭॥

সে (ব্রহ্মচারী) কখনোই খাটের উপর শয়ন করবে না। সে কখনো গীত, নৃত্য ও ভ্রমণ করবে না অর্থাৎ (আসক্ত হবে না) সে যত্রতত্র থুথু ফেলবে না। যে খাটে শয়ন করে, তাকে বারবার ঘরে ফিরে আসতে হয় (অর্থাৎ ব্রহ্মচার্য পালনে ব্যর্থ হয়)। যদি সে গান করে, তাহলে তাকে বারবার বিলাপ করতে হয়। যদি সে নর্তক হয় তাহলে মৃত্যু তাকে বারবার ছুঁয়ে যায়। যদি সে ভ্রমণাসক্ত হয় তাহলে বারবার জন্মের মধ্যে (চক্রে) প্রবেশ করে। যদি সে (যত্রতত্র) থুথু ফেলে তাহলে আত্মার উপরই থুথু ফেলে।

যদি সে থুথু ফেলে তাহলে সে এই মন্ত্র নিজের মনে অনুমন্ত্রণ করবে ‘দিবো নু মাং’, ‘যদত্রাপি মধোরহং’ ও ‘যদত্রাপি রসস্য মে’। (অনুবাদ :— যা মধুর ও আমার কাছে যার বিষ নষ্ট হয়ে গেছে। তাই আমাকে অগ্নি ও সবিতা তা পুনরায় আমার জঠরে ধারণ করান।)

ব্রহ্মচারী শ্মশানে বাস করবে না। যদি সে থাকে, তাহলে হাতে জল নিয়ে ‘যদীদমৃত্যুকাম্যা ...’ ইত্যাদি মন্ত্র জপ করে জল ছিটিয়ে দিয়ে পরিক্রমণ করবে এবং (আচরণ) পালনের জন্যে ফিরে আসবে।

১. অথর্ব (শৌ) ৬.১২৪.১

২. অনুপলব্ধ ঋক্

৩. অথর্ব (পৈ) ২০.২৬.৮

৪. অনুপলব্ধ ঋক্

৫. অথর্ব (পৈ) ২০.২৬.৮

৬. অনুপলব্ধ ঋক্

৭. অথর্ব (পৈ) ১৬.১৫৫.৪ (পাঠভেদসহ), শৌনক সংহিতাতে পূর্বার্ধমাত্র আছে। তাতে মনে হয় এগুলি অন্য কোনো শাখার মন্ত্র।

যদীদমৃত্যুকাম্যাঘং রিপ্ৰমুপেয়িম।

অন্ধঃ শ্লোণ ইব হীয়তাং মা নোহন্বাগাদঘং যতঃ॥

[অনুবাদ—যদি আমরা ঋতু কামনা করে দুষ্ট (ক্ষতের) প্রতি আগুয়ান হই, তাহলে সেই (দুষ্ট) আঘাত অন্ধ ও পঙ্গুর মতো আমাদের ত্যাগ করবে। আমরা যারা আগুয়ান, তাদের অনুসরণ করবে না।]

এইবলে নিজেকে দেবতাদের অনুকূল করবে (ব্রহ্মচারী)।

এই মন্ত্রে সে কথা বলা আছে :—

দেবানামেতৎ পবিষুতমনভ্যারুঢং চরতি রোচমানম্।

তস্মিন্ সৰ্বে পশবন্তত্র যজ্ঞাস্তস্মিন্নন্নং সহ দেবতাভিঃ॥

[অনুবাদ :— (ব্রহ্মচারী) দেবতাদের দ্বারা পরিগৃহীত। স্বপ্রকাশ ও দীপ্যমান। অন্যের দ্বারা আক্রান্ত না হয়ে বিরাজমান। সেখানেই পশুসম্পদ সমূহ, যজ্ঞসমূহ। তাতেই দেবতারা অন্নহীন না হয়ে বাস করেন।] এই কথা ব্রাহ্মণ বলেছেন। ॥৭॥

প্রাণাপানৌ জনয়ন্' ইতি শঙ্খস্য মুখে মহর্ষেবসিষ্ঠস্য পুত্র এতাং বাচং সসৃজে, শীতোষ্ণাবিহোৎসৌ প্রাদুর্ভবেয়াতামিতি। তথা তচ্ছবদনুবর্ততে। অথ খলু বিপাণ্মধ্যে বসিষ্ঠশিলা নাম প্রথম আশ্রমঃ। দ্বিতীয়ঃ কৃষ্ণশিলাঃ। তস্মিন্ বসিষ্ঠঃ সমতপৎ। বিশ্বামিত্রজমদগ্নী জামদগ্নে তপতঃ। গৌতমভরদ্বাজৌ সিংহৌ প্রভবে তপতঃ। গুংগুগুংগুবাসে তপতি। ঋষিঋষিদ্রোণেভ্যতপৎ। অগস্ত্যোংগস্ত্যতীর্থে তপতি। দিব্যত্রিহ তপতি। স্বয়ম্ভুঃ কশ্যপঃ কশ্যপতুঙ্গেভ্যতপৎ। উলবৃকক্ষুতরক্ষুঃ শ্বা বরাহচিল্লটিবন্ধুকাঃ সর্পদংষ্ট্রন সহানুকৃৎনানাঃ। কশ্যপতুঙ্গদর্শনাং সরণবাটাং সিদ্ধির্ভবতি। ব্রাহ্ম্যং বর্ষসহস্রমৃষিবনে ব্রহ্মচার্যেকপাদেনাতিষ্ঠৎ দ্বিতীয়ং বর্ষসহস্রং মূর্ধন্যেবামৃতস্য ধারামাধারয়ৎ। ব্রাহ্মাণ্যষ্টাচত্বারিংশদ্ বর্ষসহস্রাণি সলিলস্য পৃষ্ঠে শিবোভ্যতপৎ। তস্মাৎ তপ্তাৎ তপসো ভূয় এবাভ্যতপৎ। তদপ্যেতা ঋচোভিবদন্তি— প্রাণাপানৌ জনয়ন্' ইতি ব্রাহ্মণম্ ॥৮॥

মহর্ষি বসিষ্ঠের পুত্র শঙ্খের মুখে 'প্রাণাপানৌ জনয়ন্' এই বাক্য সৃষ্টি করলেন, যাতে সেখানে একটি সম শীতোষ্ণ জলধারার উৎপত্তি হয়। তিনি সেই কর্মেই নিয়োজিত থাকলেন। অতঃপর বিপাণমধ্যে বসিষ্ঠশিলা নামক প্রথম আশ্রম (তৈরী হল)। দ্বিতীয় (আশ্রম) কৃষ্ণশিলা। সেখানে বসিষ্ঠ তপস্যায় রত হলেন। জমদগ্নির (আশ্রমে) বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি তপস্যারত ছিলেন। গৌতম ও ভরদ্বাজ যাঁরা (সিংহ সদৃশ প্রভাবশালী তাঁরাও সেখানে তপস্যারত ছিলেন। গুঙ্গু তপস্যা করছিলেন গুঙ্গুবাসে। ঋষি তপস্যা করছিলেন ঋষিবনে। অগস্ত্যতীর্থে তপস্যারত ছিলেন অগস্ত্য। অত্রিমুনি দিব্যধামে তপস্যা করতেন। স্বয়ম্ভু কশ্যপ কশ্যপতুঙ্গে তপস্যা করতেন। (ঐ কশ্যপতুঙ্গে)

বাস করত ভেড়া, ভল্লুক, নেকড়ে, বাঘ, হায়া, কুকুর, শূকর, চিহ্নটি, বাদামীরঙের নকুল, সাপ প্রভৃতি জন্তু। তারা হিংসা পরিহার করে বাস করতো। পথ থেকে কশ্যপতুঙ্গ দর্শনেই সিদ্ধি লাভ হয়।

ব্রহ্মচারী একপদ হয়ে ঋষিবনে হাজার বছর দণ্ডায়মান ছিলেন। দ্বিতীয় একহাজার বছর তিনি আপন মস্তকে অমৃতধারাকে ধারণ করেছিলেন। শিব সমুদ্রের উপরে আটচল্লিশহাজার বছর তপস্যা করেছিলেন। এই তপশ্চর্যা তাকে আরও তপস্যায় আগ্রহী করেছিল—একটি ঋকে সেকথা বলা হয়েছে। ॥৮॥

১. অথর্ব(পৈ) ১৬.১৫৫.৫; শৌনক সংহিতাতে উত্তরার্ধ বিদ্যমান। (১১।৫।২৪)

একপাদ্ দ্বিপদ' ইতি। বায়ুরেকপাৎ। তস্যাকাশং পাদঃ। চন্দ্রমা দ্বিপাৎ। তস্য পূর্বপক্ষাপরপক্ষৌ পাদৌ। আদিত্যস্বিপাৎ। তস্যেমে লোকাঃ পাদাঃ। অগ্নিঃ ষট্পাদঃ। তস্য পৃথিব্যন্তরিক্ষং দ্যৌরাপ ওষধিবনম্পত্য ইমানি ভূতানি পাদাঃ। তেষাং সর্বেষাং বেদা গতিরাত্মা প্রতিষ্ঠিতাশ্চতস্রো ব্রহ্মণঃ শাখাঃ। অথো আত্মঃ—ষড়্ভিত্তি, মূর্তিরাকাশশ্চেতি। ঋচা মূর্তিঃ। যাজুষী গতিঃ। সামময়ং তেজঃ। ভৃগ্বগ্নিরসা মায়া। এতদ্ ব্রহ্মৈব যজ্ঞশ্চতুষ্পাদ্ দ্বিঃ সংস্থিত ইতি। তস্য ভৃগ্বগ্নিরসঃ সংস্থে। অথো আত্মঃ—একসংস্থিত ইতি। যদ্বোতর্চাং মণ্ডলৈঃ কুরোতি, পৃথিবীং তেনাপ্যায়য়তি। এতস্যাং হ্যগ্নিশ্চরতি। তদপ্যেতদ্চোক্তম্—অগ্নিবাসাঃ পৃথিব্যাসিতজ্জুঃ ইতি। যদধ্বর্যুযজুসা কুরোতি, অন্তরিক্ষং তেনাপ্যায়য়তি। তস্মিন্ বায়ুর্ন নিবিশতে কতমচ্চনাহরতি। তদপ্যেতদ্চোক্তম্—

অন্তরিক্ষে পথিভিহ্রীয়মাণো ন নি বিশতে কতমচ্চনাহঃ ।

অপাং যোনিঃ প্রথমজা ঋতস্য ক্ব স্বিজ্জাতঃ কুত আ বভূব^২ ॥ ইতি ।

যদুদ্গাতা সাম্ভা কুরোতি, দিবং তেনাপ্যায়য়তি। তত্র হ্যাদিত্যঃ শুক্রশ্চরতি। তদপ্যেতদ্চোক্তম্—উচ্চা পতন্তমরুণং সুপর্ণম্ ইতি। যদ্ ব্রহ্মর্চাং কাণ্ডৈঃ কুরোতি, অপস্তুনাপ্যায়য়তি। চন্দ্রমা হ্যল্লু চরতি। তদপ্যেতদ্চোক্তম্—চন্দ্রমা অপস্বন্তঃ ইতি। তাসামোষধিবনম্পত্যঃ কাণ্ডানি। ততো মূলকাণ্ডপর্ণপুষ্পফলপ্ররোহরসগন্ধৈর্যজ্ঞো বর্ততে। অন্তিঃ কর্মণি প্রবর্তন্তে। অন্তিঃ সোমোহভিষুয়তে। তদ্ যদ্ ব্রহ্মাণং কর্মণি কর্মণ্যামন্ত্রয়তি, অপস্তুনানুজানাতি। এষো হ্যস্য ভাগঃ। তদ্ যথা ভোক্ষ্যমাণোহপ এব প্রথমমাচাময়েদপ উপরিষ্টাদ্, এবং যজ্ঞোহন্তিরেব প্রবর্ততে, অল্লু সংস্থাপ্যতে। তস্মাদ্ ব্রহ্মা পুরস্তাদ্বোমসংস্থিতহোমৈর্যজ্ঞো বর্ততে। অন্তরা হি পুরস্তাদ্বোমসংস্থিতহোমৈর্যজ্ঞং পরিগৃহ্নাতি। অন্তরা হি ভৃগ্বগ্নিরসো বেদানাদুহ্য ভৃগ্বগ্নিরসঃ সোমপানং মন্যন্তে। সোমাত্মকো হ্যয়ং বেদ।

তদপ্যেতদৃচোক্তম্—সোমং মন্যতে পপিবান্^৩ ইতি। তদ্ যথেমাং পৃথিবীমুদীর্গাং জ্যোতিষা ধূমায়মানাং বর্ষং শময়তি, এবং ব্রহ্মা ভৃগুর্জিহোভির্ব্যাহতিভির্যজ্ঞস্য বিরিষ্টং শময়তি। অগ্নিরাদিত্যা যম ইত্যেতেহঙ্গিরসঃ। এত ইদং সর্বং সমাপ্নুবন্তি। বায়ুরাপশ্চন্দ্রমা ইত্যেতে ভৃগবঃ। এত ইদং সর্বং সমাপ্যায়ন্তি। একমেব সংস্থং ভবতীতি ব্রাহ্মণম্ ॥৯॥

মন্ত্রটি হল ‘একপাদ দ্বিপদ’ ইতি। বায়ু একপাদবিশিষ্ট আকাশ তার পা। চন্দ্রমা দ্বিপাদ। পূর্ব ও উত্তর এই দুটি পক্ষ তার (দুটি পা)। সূর্য ত্রিপাদবিশিষ্ট। এই ভুবনত্রয় (পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক) তার তিনটি পা। অগ্নির পা ছয়টি। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক, জল, ওষধি বনস্পতি ও প্রাণিকুল। বেদসমূহই তাদের সকলের গতি। আত্মা সেখানেই প্রতিষ্ঠিত।

ব্রহ্মের চারিটি শাখা। (বায়ু, চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি)। কেউ কেউ বলেন ছয়টি। মূর্তি ও আকাশ ধরে। মন্ত্র হল মূর্তি, যজুঃ গতি, সাম তেজ, অথর্ব হল মায়া। ব্রহ্ম হল চতুষ্পাদ যজ্ঞবিশিষ্ট। দুটি সংস্থায় তার স্থিতি। সেই স্থিতি হল ভৃগু ও অঙ্গিরা। কখনো বলা হয় তিনি একসংস্থ। হোতা যে মন্ত্রসমূহ দিয়ে যজ্ঞকার্য সম্পাদন করেন তাতে পৃথিবী পুষ্টিলাভ করে। সেখানে অগ্নি বিচরণ করে। এই মন্ত্রটিতে সেকথা বলা হয়েছে—‘অগ্নিবাসাঃ পৃথিব্য...’ ইতি।

অধ্বর্যু যা (যজ্ঞকর্ম) যজুর্বেদ দিয়ে করেন, তাতে অন্তরিক্ষ লোকপুষ্টি লাভ করে। বায়ু সেখানে একদিনের তরেও বিশ্রাম পায় না (অর্থাৎ বায়ু সেখানে চরিত্ব সदा) এই মন্ত্রে সে কথা বলা হয়েছে—‘অন্তরিক্ষে পথিভিঃ’... (অর্থ—ইনি আকাশ পথে গতি সঞ্চারের সময় কোন সময়ই স্থির থাকেন না। ইনি জলের উৎস ও জলের আগে জাত। কোথা থেকে জাত? কোথায় বা ছিলেন আগে?)।

সামবেদের দ্বারা উদ্গাতা যা করেন, তাতে দ্যুলোক পুষ্টি লাভ করে। সেখানে বীর্যবান সূর্য বিচরণ করেন। একথা এই ঋক্টিতে বলা হয়েছে—‘উচ্চা পতন্তম্....’। ইতি

ব্রহ্মা যা (অথর্ববেদ দিয়ে) করেন, তাতে বারি পুষ্টি লাভ করে। চন্দ্রমা সেই জলে বিচরণ করেন। একটি মন্ত্রে সেকথা বলা হয়েছে—‘চন্দ্রমা অম্লন্তঃ...’ ইতি। জলের (ফলশ্রুতি হল) ওষধিবনস্পতিসমূহ। যজ্ঞ সেজন্য সম্পন্ন হয় ওষধিবনস্পতি সমূহের মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল, অঙ্কুর ও গন্ধ দ্বারা। সমস্ত যজ্ঞকর্ম ও সর্বন সম্পন্ন হয় জল দিয়ে। সেহেতু ব্রহ্মাকে প্রথমে যজ্ঞকর্মে আহ্বান করা হয়। জল এই ভাবে সম্মানিত হয়। এ হলো ব্রহ্মের (যজ্ঞ) বিভাগ। যেহেতু যজ্ঞারম্ভে সকলে জল দিয়ে আচমন করে (শুরু করে) জল দিয়েই শেষ করে, সেহেতু যজ্ঞ জল দ্বারা প্রবর্তিত হয়, সংস্থাপিত হয়।

যজ্ঞ পুরস্তাদ্ হোম ও সংস্থিত হোম দ্বারা ধৃত হয়। এর মধ্যবর্তীস্থানে ব্রহ্মা যজ্ঞকে ধারণ করেন। প্রকাশমান জ্ঞানাত্মক অথর্ববেদ থেকে সারপদার্থ সংগ্রহ করে ভৃগু ও অঙ্গিরা সোমপান করে

থাকেন। তাই বেদ হল সোমাত্মক। একটি ঋকে সেকথা বলা হয়েছে—‘সোমং মন্যতে পপিবান্’। ইতি। যেমন বৃষ্টি জ্যোতিধুমাকীর্ণ এই ধরাকে শান্তি দেয়, তেমনি ব্রহ্মাও আথর্বণ মন্ত্র দিয়ে ও ব্যাহতি দিয়ে যজ্ঞের বিঘ্নসমূহকে শান্ত করেন। অগ্নি, আদিত্য ও যম হলেন অঙ্গিরা ঋষি, তাঁরা সকল কর্মের সাধক। বায়ু, বারি ও চন্দ্রমা হলে ভৃগুঋষি। তাঁরা এসব সমাপ্ত করেন। এই হল একসংস্থ (জ্যোতিষ্টোম যাগ)। এ কথা বলছেন ব্রাহ্মণ। ॥৯॥

১. অথর্ব (শৌ) ১৩.২.২৭

২. অথর্ব (পৈ) ১.১০৭.৪ (পাঠভেদ সহ), ঋগ্বেদ ১০.১৬৮. ৩(পাঠভেদসহ)

৩. অথর্ব (শৌ) ১৪.১.৩

বিচারী হ বৈ কাবন্ধিঃ কবন্ধস্যথর্বণস্য পুত্রো মেধাবী মীমাংসকোহনূচান আস। স হ স্নেহাতিমানেন মানুষং বিভ্ণং নেয়ায়। তং মাতোবাচ—ত এবৈতদন্নমবোচন্, ত ইম এষু কুরুপঞ্চালেষ্ণঙ্গমগধেষু কাশিকৌশলেষু শাল্লমৎস্যেষু সবশোশীনরেষুদীচ্যেধন্নমদন্তীতি। অথ বয়ং তবৈবাতিমানেনানাদ্যাঃ স্মঃ। বৎস বাহনমন্নিচ্ছেতি। স মাক্ষাতুর্যৌবনাস্থস্য সার্বভৌমস্য রাজ্ঞঃ সোমং প্রসূতমাজগাম। স সদোহনুপ্রবিশ্যত্বিজশ্চ যজমানং চামন্ত্রয়ামাস—তদ্ যাঃ প্রাচ্যো নদ্যো বহন্তি যাশ্চ দক্ষিণাচ্যো যাশ্চ প্রতীচ্যো যাশ্চোদীচ্যস্তাঃ সর্বাঃ পৃথঙ্নামধেয়া ইত্যাচক্ষতে, তাসাং সমুদ্রমভিপদ্যমানানাং ছিদ্যতে নামধেয়ং সমুদ্র ইত্যাচক্ষতে। এবমিমে সর্বে বেদা নির্মিতাঃ সকল্লাঃ সরহস্যাঃ সব্রাহ্মণাঃ সোপনিষৎকাঃ সেতিহাসাঃ সান্নাখ্যানাঃ সপুরাণাঃ সস্বরাঃ সসংস্কারাঃ সনিরুক্তাঃ সানুশাসনাঃ সানুমার্জনাঃ সবাকোবাক্যাঃ। তেষাং যজ্ঞমভিপদ্যমানানাং ছিদ্যতে নামধেয়ং যজ্ঞ ইত্যেবাচক্ষতে ॥১০॥

আথর্বণপুত্র বিচারশীল কাবন্ধি ছিলেন বুদ্ধিমান ও মীমাংসক। অত্যধিক আত্মমর্যাদাহেতু তাঁর পার্থিব সম্পদ ছিল না। একদিন তাঁকে তাঁর মা বললেন—লোকেরা খাবারের কথা বলে, তারা কুরু, পাঞ্চাল, অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, শাল্ল, মৎস, সবশ, উশীনর প্রভৃতি উত্তরাপথের জনপদ থেকে খাদ্যসংগ্রহ করে থাকে। অথচ আমরা বেশী মান বশতঃ না খেয়ে আছি। (অর্থাৎ অন্যত্র যাচ্ছি না)। (অতএব) হে পুত্র। বাহন অন্বেষণ কর। তখন সেই (কাবন্ধি) যুবনাস্থের বংশজ সার্বভৌম রাজা মাক্ষাতা যৌবনাস্থের সোমযাগে উপস্থিত হলেন। তিনি যজ্ঞশালাতে প্রবেশ করে ঋত্বিক্ ও যজমানকে উদ্দেশ্য করে বললেন—‘যেমন পূর্ববাহিনী, দক্ষিণবাহিনী, পশ্চিমবাহিনী ও উত্তরবাহিনী নদীসকল (প্রথম দিকে) প্রবাহিত হওয়ার সময় নিজস্ব (আলাদা আলাদা) নাম থাকে, কিন্তু সমুদ্রে গিয়ে মিশে গেলে তাদের নিজস্ব অস্তিত্ব বিনষ্ট হয় (এবং) তারাও সমুদ্র হয়ে যায়; সে রকম সমস্ত বেদগ্রন্থ, কল্পগ্রন্থ, রহস্যগ্রন্থ, ব্রাহ্মণগ্রন্থ, উপনিষদরাজি, ইতিহাস, ব্যাখ্যানগ্রন্থ,

পুরাণ, স্বর, সংস্কার, নিরুক্ত, অনুশাসন, সংশোধনী, আলোচনা শাস্ত্র—(সবই) যজ্ঞে প্রযুক্ত হলে নিজস্ব সত্তা হিন্ন হয়। যজ্ঞ নাম ধারণ করে’—এরূপ বলে থাকেন (ব্রহ্মবাদীরা)। ১০॥

১. এখানে অনেকগুলি জনপদের নাম পাচ্ছি।

ভূমেই বা এতদ্ বিচ্ছিন্নং দেবযজনং যদপ্রাক্ প্রবণং যদনুদক্ প্রবণং যৎ কৃত্রিমং যৎ সমবিষমম্। ইদং হ ত্বেব দেবযজনং যৎ সমং সমূলমবিদগ্ধং প্রতিষ্ঠিতং প্রাগুদক্ প্রবণং সমং সমাস্তীর্ণমিব ভবতি, যত্র ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণতাং বিদ্যাৎ ব্রহ্মা ব্রহ্মত্বং করোতীতি। বোচে হৃন্দস্তদ্ ন বিন্দামো যেনোত্তরমেমহীতি। তান্ হ পপ্রচ্ছ—কিং বিদ্বান্ হোতা হৌত্রং করোতি, কিং বিদ্বানধ্বর্যুরাধ্বর্যবং করোতি, কিং বিদ্বানুদগাতৌদগাত্রং করোতি, কিং বিদ্বান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মত্বং করোতীতি? বোচে হৃন্দস্তদ্ ন বিন্দামো যেনোত্তরমেমহীতি। তে ক্রমঃ—বাগেব হোতা হৌত্রং করোতি। বাচো হি স্তোমাশ্চ বষট্কারাশ্চাভিসংপদ্যন্তে। তে ক্রমঃ—বাগেব হোতা, বাগ্ ব্রহ্ম, বাগ্ দেব ইতি। প্রাণাপানাত্যামেবাব্ধর্যুরাধ্বর্যবং করোতি। প্রাণপ্রণীতানি হ ভূতানি, প্রাণপ্রণীতাঃ প্রণীতাঃ। তে ক্রমঃ—প্রাণাপানাবেবাব্ধর্যুঃ, প্রাণাপানৌ ব্রহ্ম, প্রাণাপানৌ দেব ইতি। চক্ষুষেবোদগাতৌদগাত্রং করোতি। চক্ষুষা হীমানি ভূতানি পশ্যন্তি। অথো চক্ষুরেবোদগাতা, চক্ষুর্ব্রহ্ম, চক্ষুর্দেব ইতি। মনসৈব ব্রহ্মা ব্রহ্মত্বং করোতি। মনসা হি তির্যক্ চ দিশ উধ্বং চ, যচ্চ কিং চ মনসৈব করোতি তদ্ ব্রহ্ম। তে ক্রমঃ—মন এব ব্রহ্মা, মনো ব্রহ্ম, মনো দেব ইতি ॥১১॥

এই দেবযজনস্থান যা পূর্বে বা উত্তরে অবনত, যা কৃত্রিম, যা উচ্চাবচ তা ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন (অর্থাত্ অযথার্থ বেদী)। সেই যজ্ঞবেদীই যথার্থ যা সমান, অদগ্ধ সমূল তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত, প্রতিষ্ঠিত। উত্তর ও পূর্বে সামান্য বন্ধুর। তৃণবিস্তীর্ণ থাকে সেখানে। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব সেখানে জানা যায়। ব্রহ্মা সেখানে যজ্ঞকর্ম করে থাকেন।

(ব্রহ্মবাদীর জিজ্ঞাসা) ‘আমি বেদকে (জানি না, তাই) সম্মান জানাচ্ছি না। (যজ্ঞকর্মাদি বিষয়ে) উত্তর দিতে পারছি না’।

তিনি বললেন—‘কি জেনে হোতা হোতৃকর্ম সম্পাদন করেন? কি জেনে অধ্বর্যু আধ্বর্যব কর্ম সম্পাদন করেন? কি জেনে উদগাতা উদগাতৃকর্ম সম্পাদন করেন? এবং কি জেনে ব্রহ্মা ব্রহ্মকর্ম সম্পন্ন করেন’? আমরা (শিক্ষার্থীরা) বলি। ‘আমরা বেদ জানি না তাই এর উত্তর জানি না’।

তাঁরা বললেন—‘বাক্ই হোতা, তিনিই হোতৃকর্ম করেন। বাকের দ্বারাই স্তোম ও বষট্কার সমূহ সম্পাদিত হয়। বাক্ই হোতা, বাক্ই ব্রহ্মা, বাক্ই দেবতা’।

প্রাণ ও অপানবায়ু দ্বারা অধ্বর্যু আধ্বর্যব কর্ম সম্পন্ন করেন। প্রাণীরা এই প্রাণবায়ু অবলম্বন করে জীবনধারণ করে থাকে। প্রণীতা (বারি) হল প্রাণ। তাঁরা (ব্রহ্মবাদীরা) বললেন—‘প্রাণ ও অপানবায়ুই অধ্বর্যু। প্রাণ ও অপান হল ব্রহ্ম। প্রাণ ও অপানই দেবতা’।

চোখের দ্বারা উদ্গাতা উদ্গাতৃকর্ম সম্পাদন করেন। চোখের দ্বারাই প্রাণিকুল দেখে। চোখই উদ্গাতা; চোখই ব্রহ্ম, চোখই দেবতা।

মনের দ্বারা ব্রহ্ম যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করেন। মনের দ্বারা তির্যক বা উর্ধ্বদিকের যা কিছু কর্ম তা সম্পাদন করেন। যা কিছু মনের দ্বারা তিনি করেন তা-ই যজ্ঞ। তাঁরা বলেন—‘মনই ব্রহ্মা, মনই ব্রহ্ম, মনই দেবতা’। ॥১১॥

তদ্ যথা হ বা ইদং যজমানশ্চ যাজয়িতারশ্চ দিবং ক্র্যুঃ পৃথিবীতি, পৃথিবীং বা দ্যৌরীতি ক্র্যুঃ, তদন্যো নানুজানাতে্যতাম্, এবং নানুজানাতি যদেতদ্ ক্র্যাৎ। অথ নু কথমিতি? হোতেত্যেব হোতারং ক্র্যাদ্, বাগীতি বাচং, ব্রহ্মেতি ব্রহ্ম, দেব ইতি দেবম্। অধ্বর্যুরিত্যেব অধ্বর্যুঃ ক্র্যাৎ, প্রাণাপানাবিতি প্রাণাপানৌ, ব্রহ্মেতি ব্রহ্ম, দেব ইতি দেবম্। উদ্গাত্যেবোদ্গাতারং ক্র্যাৎ, চক্ষুরিতি চক্ষুঃ, ব্রহ্মেতি ব্রহ্ম, দেব ইতি দেবম্। ব্রহ্মেত্যেব ব্রহ্মাণং ক্র্যাদ্, মন ইতি মনঃ, ব্রহ্মেতি ব্রহ্ম, দেব ইতি দেবম্ ॥১২॥

(কাবক্ষি) বললেন—‘যজমান ও যজ্ঞের ঋত্বিকরা বলেন যে, এই দু্যলোকই পৃথিবী কিংবা এই পৃথিবীই দু্যলোক’। অন্যেরা তা জানেন না। তাঁরা এসব জানেন না। সেজন্য তাঁরা বলেন—‘এ কেমন করে হবে’? তিনি বলেন—‘(এ ব্যাপারে) একমাত্র হোতাই হোতাকে বলতে পারেন। বাক্ বাক্কে, ব্রহ্ম ব্রহ্মকে, দেব দেবকে, অধ্বর্যু অধ্বর্যুকেই একমাত্র বলতে পারেন। প্রাণাপানবায়ু প্রাণাপানবায়ুকেই বলতে পারে, ব্রহ্ম ব্রহ্মকে, দেবতা দেবতাকে।

উদ্গাতা বলতে পারেন কেবলমাত্র উদ্গাতাকেই, চোখ চোখকেই, ব্রহ্ম ব্রহ্মকে, দেবতা দেবতাকেই।

ব্রহ্মা বলতে পারেন ব্রহ্মাকেই। মন মনকেই, ব্রহ্ম ব্রহ্মকে, দেব দেবকে’। ॥১২॥

নানাপ্রবচনানি হ বা এতানি ভূতানি ভবন্তি। যে চৈবাসোমপং যাজয়ন্তি যে চ সুরাপং যে চ ব্রাহ্মণং বিচ্ছিন্নং সোমযাজিনং তং প্রাতঃ সমিৎপাণয় উপোদেয়ুঃ—উপায়ামো ভবন্তুমিতি। কিমর্থমিতি? যানেব নো ভবাংস্তান্ হ্যঃ প্রশ্নানপৃচ্ছৎ তান্ এব নো ভবান্ ব্যাচক্ষীতেতি। তথেন্। তেভ্য এতান্ প্রশ্নান্ ব্যাচচষ্টে। তদ্ যেন হ বা ইদং বিদ্যমানং চাবিদ্যমানং চাভিনিদধাতি তদ্ ব্রহ্ম। তদ্ যো বেদ স ব্রাহ্মণোঽধীয়ানোঽধীত্যাচক্ষত ইতি ব্রাহ্মণম্ ॥১৩॥

এই ভূতজগৎ নানাধরনের ভাষা ব্যবহার করে। যাঁরা অসোমপায়ী (ঋত্বিক দ্বারা) যাগানুষ্ঠান করান, যাঁরা সুরাপায়ী এবং সোমযাগ বিচ্ছিন্ন(ঋত্বিকদের) দ্বারা যাগানুষ্ঠান করান, তাঁরা সোমযাজী ব্রাহ্মণের কাছে সকাল বেলায় সমিৎপাণি হয়ে গিয়ে বলবেন—‘আমরা আপনার কাছে এসেছি’। (তিনি বলবেন) ‘কি জন্য (এসেছ)’? তাঁরা বলবেন— ‘যে প্রশ্নসমূহ আপনি গতকাল আমাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেই প্রশ্নগুলি আপনি আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করুন’। তিনি বললেন— ‘তথাস্তু’। তাঁদের কাছে তিনি প্রশ্নসমূহ ব্যাখ্যা করলেন। যাঁর দ্বারা এই বিদ্যমান ও অবিদ্যমান (জগৎ) বিধৃত তিনি ব্রহ্ম। যিনি একথা জানেন সেই অধ্যয়নশীল ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করেই একথা বলেছেন—একথাই বলেছেন ব্রাহ্মণ। ॥১৩॥

অথাতো দেবযজনানি। আত্মা দেবযজনম্। শ্রদ্ধা দেবযজনম্। ঋত্বিজো দেবযজনম্। ভৌমং দেবযজনম্। তদ্ বা এতদাত্মা দেবযজনং যদুপব্যায়চ্ছমানো বানুপব্যায়চ্ছমানো বা শরীরমধিবসতি। এষ যজ্ঞঃ, এষ যজতে, এতং যজন্তে, এতদ্ দেবযজনম্। অথৈতচ্ছ্রদ্ধা দেবযজনম্। যদৈব কদাচিদাদধ্যাৎ, শ্রদ্ধা ত্বৈবৈনং নাভীয়াৎ, তদ্ দেবযজনম্। অথৈতদৃত্বিজো দেবযজনম্। যত্র কচিদ্ ব্রাহ্মণো বিদ্যাবান্ মন্ত্রেণ কুরোতি তদ্ দেবযজনম্। অথৈতদ্বৌমং দেবযজনম্। যত্রাপস্তিষ্ঠন্তি যত্র স্যন্দন্তি, প্র তদ্ বহন্ত্যদ্বহন্তি, তদ্ দেবযজনম্। যৎ সমং সমূলমবিদগ্ধং প্রতিষ্ঠিতং প্রাগুদকপ্রবণং সমং সমাস্তীর্ণমিব ভবতি, যস্য শ্বভ্র উর্মো বৃক্ষঃ পর্বতো নদী পস্থা বা পুরস্তাৎ স্যাৎ। ন দেবযজনমাত্রং পুরস্তাৎ পর্যবশিষ্যেৎ। নোত্তরতোঃগ্নেঃ পর্যুপসীদেৱনিতি ব্রাহ্মণম্ ॥১৪॥

অতঃপর দেবযজনস্থানগুলি সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

আত্মা দেবযজনস্থান। শ্রদ্ধা দেবযজনস্থান। ঋত্বিক্ৰা দেবযজনস্থান, ভূমি দেবযজনস্থান, সেই আত্মা যা সदा চেষ্টমান, অথবা সदा অচঞ্চল, শরীরের মধ্যে অবস্থানকারী তাই দেবযজনস্থান। এই আত্মাই যজ্ঞ করে, আত্মাই পূজিত হন। আত্মাই দেবযজনস্থান।

অতঃপর এই শ্রদ্ধাই দেবযজনস্থান। যখন কোনো ব্যক্তি শ্রদ্ধাকে গ্রহণ করে, তখন শ্রদ্ধা তাকে কখনোই অতিক্রম করে যায় না। এই দেবযজন স্থান।

অতঃপর ঋত্বিক্ৰা দেবযজনস্থান। যেখানে কোনো ব্রাহ্মণ যিনি বিদ্বান, তিনি মন্ত্রের দ্বারা যা করেন, তাই দেবযজনস্থান। দেবযজন স্থান ভূমিকায়। যেখানে জল থাকে বা জল গড়িয়ে পড়ে, কিংবা প্রবাহিত হয়, উথলে পড়ে, তাই দেবযজনস্থান। সেস্থান সমতল, সমূলতৃণাচ্ছাদিত, অদগ্ধ, শক্ত, উত্তরপূর্বে ঢালু, সমান, তৃণাচ্ছাদিত, যার সামনে থাকে গর্ত (শ্বভ্র), উচ্চাবচ, (উঁচুনিচু স্থান) গাছ, পর্বত, নদী, কিংবা পথ, (তাই দেবযজনস্থান)

দেবযজনস্থান মাত্রই সামনের দিকে শেষ হয় না, কিংবা উত্তর দিকে অগ্নির উপাসনা করবে না, একথা বলছেন ব্রাহ্মণ। ॥১৪॥

অদিতিৰৈ প্রজাকামৌদনমপচৎ। তত উচ্ছিষ্টমাশ্নাৎ। সা গর্ভমধত্ত। তত আদিত্যা অজায়ন্ত। য এষ ওদনঃ পচ্যত, আরম্ভণমেবৈতৎ ক্রিয়ত আক্রমণমেব। প্রাদেশমাত্রীঃ সমিধো ভবন্তি। এতাবান্ হ্যাত্মা প্রজাপতিনা সংমিতঃ। অগ্নেৰৈ যা যজ্ঞিয়া তনূরশ্বথে তয়া সমগচ্ছত। এষাস্য ঘৃত্যা তনূর্যদ্ ঘৃতম্। যদ্ ঘৃতেন সমিধোহনক্তি, তাভ্যামেবৈনং তৎ তনূভ্যাং সমর্থয়তি। যৎ নিমর্গিস্যাদধাতি, অবগূর্ত্যা বৈ বীৰ্যং ক্রিয়তে। যদ্ নিমর্গিস্যাদধাত্যবগূর্ত্যা এব। সংবৎসরো বৈ প্রজননম্। অগ্নিঃ প্রজননম্। এতৎ প্রজননম্। যৎ সংবৎসর ঋচাগ্নৌ সমিধমাদধাতি, প্রজননাদেবৈনং তৎ প্রজনয়িতা প্রজনয়তি। অভক্তুর্ভু বৈ পুরুষঃ। ন হি তদ্ বেদ যমৃতুম্ অভিজায়তে। যদ্ নক্ষত্রং তদাপ্নোতি। য এষ ওদনঃ পচ্যতে, যোনিরেবৈষা ক্রিয়তে। যৎ সমিধ আধীয়ন্তে, রেতস্তদ্ ধীয়তে। সংবৎসরে বৈ রেতো হিতং প্রজায়তে। যঃ সংবৎসরে পর্যেতেহগ্নিমাধত্তে, প্রজাতমেবৈনমাধত্তে। দ্বাদশসু রাত্রীষু পুরা সংবৎসরস্যাদেয়াঃ। তা হি সংবৎসরস্য প্রতিমা। অথো তিসৃষথো দ্বয়োরথো পূর্বেদ্যুরাদেয়াঃ। ত এবাগ্নিমাদধানেন। আদিত্যা বা ইত উত্তমা অমুং লোকমায়ন্। পথিরক্ষয়ন্ত ইয়ক্ষমাণং প্রতিনুদন্তে। উচ্ছেষণভাজা বা আদিত্যাঃ। (যদুচ্ছিষ্টং)। যদুচ্ছিষ্টেন সমিধোহনক্তি, তেভ্য এব প্রাবোচৎ। তেভ্য এব প্রোচ্য স্বর্গং লোকং যাতি ॥১৫॥

অদিতি সন্তান কামনায় অন্ন প্রস্তুত করলেন। অতঃপর ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন গ্রহণ করে গর্ভ ধারণ করলেন। তা থেকে জন্ম হল আদিত্যদের। সেজন্য যে অন্ন পাক করা হয়, তা-ই (অগ্ন্যাধানের) আরম্ভ ও পরিক্রমণ। যজ্ঞকাষ্ঠগুলি প্রদেশপরিমাণ (অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ থেকে তর্জনী পরিমাণ)। এইরূপ আত্মা প্রজাপতির সঙ্গে সংযুক্ত। অগ্নির যা যজ্ঞীয় শরীর, তার দ্বারা তিনি অশ্বখবৃক্ষে গমন করেন। এই তার যজ্ঞশরীর যাতে ঘৃত দ্বারা অগ্নিসংযোগ করা হয়। ঘি যা অগ্নির শরীরকে পুষ্ট করে, সেই ঘি যা যজ্ঞকাষ্ঠে সেচন করা হয়, তার দ্বারা অগ্নির শরীর বৃদ্ধি লাভ করে।

যে নিঃসংশয় পথে সংকল্প করে অগ্ন্যাধান করে, তার বীৰ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে সংশয়হীন ভাবে অগ্ন্যাধান করে, তার বীৰ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সংবৎসর হল প্রজনন। অগ্নিই প্রজনন। এই হল প্রজনন। যে সংবৎসর মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে যজ্ঞকাষ্ঠ প্রদান করে সেই প্রজননকারী জন্ম নিয়ে (অগ্নি থেকে), (পুনরায়) প্রজনন করে থাকে।

পুরুষের সৃষ্টিকাল স্পষ্ট নয়। সে জানেনা কোন্ ঋতুতে সে জন্মে। যে নক্ষত্র (তখন থাকে) তাকে তখন সে লাভ করে। (যজ্ঞের জন্য) যে অন্ন পাক করা হয়, তা-ই জন্মের হেতু। যার দ্বারা যজ্ঞকাষ্ঠসমূহ ধৃত হয়, তার দ্বারাই রেতঃ ধৃত হয়। সংবৎসরব্যাপী নিহিত হয়ে জন্মদান করে। যে

নিয়মানুসারে সংবৎসর পর্যন্ত অগ্ন্যাধান করে, তার দ্বারাই সে সন্তানকেও (সংবৎসরব্যাপী) ধারণ করে। তাই সংবৎসরব্যাপী অগ্ন্যাধান করে তারা পূর্বেই দ্বাদশ রাত্রিতেই অগ্ন্যাধান করে থাকে।

ঐ (দ্বাদশ রাত্রিই) সংবৎসরের প্রতীক। অতঃপর তিন দিনে অথবা দুই দিনে বা পূর্ব দিনেই সে অগ্ন্যাধান করবে। আদিত্যেরা যখন ঐ পথে গমন করে, তখন তারা নিজেদেরকে অন্য জয়েশ্বদের কাছ থেকে রক্ষা করে চলে। তখন তাদেরকে জয়ের যে চেষ্টা করে তাকে উচ্ছেদ করে। এই আদিত্যেরা উচ্ছিষ্টভোজী। সেই উচ্ছিষ্টান্ন দিয়ে তিনি সমিধ্ প্রজ্জ্বলিত করেন—একথা তিনি তাদেরকে বলেন। তাদেরকে একথা বলে তিনি স্বর্গলোকে গমন করেন। ॥১৫॥

প্রজাপতিরথবা দেবঃ স তপস্তপ্তৈকং চাতুঃপ্রাশ্যং ব্রহ্মৌদনং নিরমিমীত চতুর্লোকং চতুর্দেবং চতুর্বেদং চতুর্হৌত্রমিতি। চত্বারো বা ইমে লোকাঃ পৃথিব্যন্তরিক্ষং দ্যৌরাপ ইতি। চত্বারো বা ইমে দেবা অগ্নির্বায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমাঃ। চত্বারো বা ইমে বেদা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদো ব্রহ্মবেদ ইতি। চতশ্রো বা ইমা হোত্রা হৌত্রমাধ্বর্যবমৌদ্গাত্রং ব্রহ্মত্বমিতি। তদপ্যেতদৃচোকথম্—

চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বৈ শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য।

ত্রিধা বন্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্যাঁ আবিবেশ' ॥ ইতি ।

চত্বারি শৃঙ্গৈতি বেদা বা এত উক্তাঃ। ত্রয়ো অস্য পাদা ইতি সবনান্যেব। দ্বৈ শীর্ষে ইতি ব্রহ্মৌদনপ্রবর্গ্যাবেব। সপ্ত হস্তাসো অস্যেতি ছন্দাস্যেব। ত্রিধা বন্ধ ইতি মন্ত্রঃ কল্পো ব্রাহ্মণম্। বৃষভো রোরবীত্যেষ হ বৈ বৃষভঃ, এষ তদ্ রোরবীতি যদ্ যজ্ঞেষু শস্ত্রাণি শংসত্যগ্ভির্যজুর্ভিঃ সামভির্ব্রহ্মভিরিতি। মহো দেবো মর্ত্যাঁ আবিবেশেত্যেষ হ বৈ মহান্ দেবো যদ্ যজ্ঞঃ। এষ মর্ত্যাঁ আবিবেশ। যো বিদ্যাৎ সপ্ত প্রবত' ইতি প্রাণানাহ। সপ্ত বিদ্যাৎ পরাবত ইত্যপানানাহ। শিরো যজ্ঞস্য যো বিদ্যাদ্' ইতি, এতদ্ বৈ যজ্ঞস্য শিরো যদ্ মন্ত্রবান্ ব্রহ্মৌদনঃ। যো হ বা এতমমন্ত্রবন্তং ব্রহ্মৌদনমুপেয়াদ্, অপশিরসা হ বা অস্য যজ্ঞমুপेतো ভবতি। তস্মাদ্ মন্ত্রবন্তমেব ব্রহ্মৌদনমুপেয়াদ্ নামমন্ত্রবন্তমিতি ব্রাহ্মণম্ ॥১৬॥

অথবা দেব প্রজাপতি। তিনি তপস্যার দ্বারা প্রতপ্ত হয়ে চতুর্ধা ব্যাপ্ত ব্রহ্মৌদন প্রস্তুত করলেন। (এই ব্রহ্মৌদন হল) চতুর্লোক, চতুর্দেবতা চতুর্বেদ ও হোত্রক চতুষ্টয়। জগৎ চতুষ্টয় হল—পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক ও আপ। চতুর্দেবতা হলেন—অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও চন্দ্রমা। চতুর্বেদ

হল—ঋক্, যজুঃ, সাম ও ব্রহ্মবেদ। হোত্রক চতুষ্টয় হলেন—হোতা, অধ্বর্যু, উদ্‌গাতা ও ব্রহ্মা। একটি ঋকে একথা বলা হয়েছে।

চত্বারি শৃঙ্গস্ত্রয়স্যো পাদা দ্বৈ শীর্ষে সপ্তহস্তাসো অস্যা।

ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্যাঁ আবিবেশ^১ ॥

[ব্রাহ্মণ নিজেই অর্থ দিয়েছেন] এই যজ্ঞের শৃঙ্গ (চারটি) হল চতুর্বেদ। তিনটি পাদ হল সবনত্রয়। শীর্ষদ্বয় হল ব্রহ্মৌদন ও প্রবর্গ্য। সপ্ত হস্ত হল গায়ত্র্যাদি (সাতটি) ছন্দ। ত্রিধা বদ্ধ হল মন্ত্র, কল্প ও ব্রাহ্মণ। বৃষের রব হল যজ্ঞে শস্ত্রশংসন ঋক্ যজুঃ, সাম ও ব্রহ্মবেদ থেকে। ‘মহো দেবো মর্ত্যাঁ আবিবেশ’ (এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে) মহান দেবতা হলেন যজ্ঞপুরুষ। তিনি মর্ত্যে আগমন করলেন।

‘যো বিদ্যাৎ সপ্ত প্রবতঃ^২’ এই কথা তিনি প্রাণবায়ুকে বললেন। ‘সপ্তবিদ্যাৎ পরাবতঃ^৩’ একথা বলেছেন অপানবায়ুকে। ‘শিরো যজ্ঞস্য যো বিদ্যাৎ’ সেই হল যজ্ঞের শীর্ষদেশ যা মন্ত্রবান ব্রহ্মৌদন। যে এই ব্রহ্মৌদনের কাছে যায় (মন্ত্রহীন হয়ে) তার যজ্ঞের শিরোভাগ বিচ্ছিন্ন হয়। সেজন্য প্রত্যেককেই মন্ত্রযুক্ত হয়ে ব্রহ্মৌদনের কাছে যেতে হবে, মন্ত্রহীন হয়ে নয়—একথাই বলেছেন ব্রাহ্মণ। ॥১৬॥

১. ঋগ্বেদ— ৪.৫৮.৩

২ ও ৩. অথর্ব (শৌ) ১০.১০.২

৩. ব্রহ্মৌদন পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

কিমুপজ্ঞ আত্রেয়ো ভবতীতি? আদিত্যঃ হি তমো জগ্রাহ। তদত্রিরপনুনোদ।
তদত্রিরপশ্যৎ। তদপ্যেতদ্‌চোক্তম্—

জুতাদ্‌ যমত্রির্দিবমুনির্নায়^১।

দিবি ত্বাত্রিরধারয়ৎ সূর্যা মাসায় কর্তবে^২ ॥ ইতি।

তং হোবাচ—বরং বৃণীষেতি। স হোবাচ—দক্ষিণীয়া মে প্রজা স্যাদিতি। তস্মাদাত্রেয়ায়
প্রথমদক্ষিণা যজ্ঞে দীয়ন্ত ইতি ব্রাহ্মণম্ ॥১৭॥

‘কি উপজ্ঞাত আত্রেয়’? (উত্তরে বলা হয়েছে)—অন্ধকার আদিত্যকে গ্রাস করেছিল। অত্রি সেই অন্ধকারকে দূর করেন। অত্রি দেখেছিলেন সেই (সূর্যকে)। একটি মন্ত্রে সেকথা বলা হয়েছে—

যাকে অত্রি তরল দেশ থেকে দ্যুলোকে উত্থিত করেছিলেন, (সে) হে সূর্য (তুমি)। তোমাকে অত্রি আকাশে ধারণ করেছিলেন মাস তৈরী করার জন্য (অর্থাৎ মাস নির্ধারিত হয় সূর্যের দ্বারাই) (সূর্য) তাকে (অত্রিকে) বললেন—‘বর প্রার্থনা কর’। তিনি বললেন—‘আমার সন্তান যেন দক্ষিণাযোগ্য হন (যজ্ঞে)’। সেজন্য আত্রেয় (অত্রি সন্তান) —কে যজ্ঞে প্রথম দক্ষিণা দেওয়া হয়—একথা বলছেন ব্রাহ্মণ। ॥১৭॥

১. অথর্ব (শৌ) ৩.২.৪

২. অথর্ব (শৌ) ১৩.২.১২

প্রজাপতির্বেদানুবাচ—অগ্নীনাদধীয়েতি। তান্ বাগভ্যুবাচ—অশ্বো বৈ সংভারাণামিতি। তং ঘোরাৎ কুরাৎ সলিলাৎ সরস উদানিন্যুঃ। তান্ বাগভ্যুবাচ—অশ্বঃ শম্যেতেতি। তথ্যেতি। তম্বেদ এত্যাচ—অহমশ্বঃ শমেয়মিতি। তস্মা অভিসৃপ্তায় মহদ্ ভয়ং সসৃজে। স এতাং প্রাচীং দিশং ভেজে। স হোবাচ—অশান্তোহয়মশ্ব ইতি। তং যজুর্বেদ এত্যাচ—অহমশ্বঃ শমেয়মিতি। তস্মা অভিসৃপ্তায় মহদ্ ভয়ং সসৃজে। স এতাং প্রতীচীং দিশং ভেজে। স হোবাচ—অশান্তোহয়মশ্ব ইতি। তং সামবেদ এত্যাচ—অহমশ্বঃ শমেয়মিতি। কেন নু ত্বং শময়িষ্যসীতি? রথংতরং নাম মে সামাঘোরং চাকুরং চ, তেনাশ্ব অভিস্টুয়েতেতি। তস্মা অপ্যভিসৃপ্তায় তদেব মহদ্ ভয়ং সসৃজে। স এতামুদীচীং দিশং ভেজে। স হোবাচ—অশান্তোহয়মশ্ব ইতি। তান্ বাগভ্যুবাচ—শংযুমাথর্বণং গচ্ছতেতি। তে শংযুমাথর্বণমাসীনং প্রাপ্যোচুঃ—নমস্তে অস্তু ভগবন্, অশ্বঃ শম্যেতেতি। তথ্যেতি। স খলু কবন্ধস্যাতর্বণস্য পুত্রমামন্ত্রয়ামাস—বিচারিণিতি। ভগো ইতি হাশ্বৈ প্রতিশ্রুতং প্রতিশ্রুতাব। অশ্বঃ শম্যেতেতি। তথ্যেতি। স খলু শান্ত্যদকং চকার, আথর্বণীভিশ্চাঙ্গিরসীভিশ্চ চাতনৈর্মাতৃনামভির্বাশ্তোপ্তৈরিতি শময়তি। তস্য হ স্নাতস্যাতর্বণস্যাতর্বণিতস্য সর্বেভ্যো রোমসমরেভ্যোহঙ্গারা আশীর্ষন্ত। সোহশ্বস্তুটো নমস্কারং চকার। নমঃ শংযুমাথর্বণায়, যো মা যজ্ঞিয়মচীক্লুপদিতি। ভবিষ্যন্তি হ বা অতোহন্যে ব্রাহ্মণা লঘুসংভারতমাঃ। ত আদিত্যস্য পদ আধাস্যন্ত্যনডুহো বৎসস্যাজস্য শ্রবণস্য ব্রহ্মচারিণো বা। এতদ্ বা আদিত্যস্য পদং যদ্ ভূমিঃ। তস্যৈব পদ আহিতং ভবিষ্যতীতি। সোহগ্নৌ প্রণীয়মাণেহশ্বোহস্বারন্ধং ব্রহ্মা যজমানং বাচয়তি—যদক্রন্দঃ প্রথমং জায়মান’ ইতি পঞ্চ। তং ব্রাহ্মণা উপবহন্তি, তং ব্রহ্মোপাকুরুতে। এষ হ বৈ বিদ্বান্ সর্ববিদ্ ব্রহ্মা যদ্ ভূখঙ্গিরোবিদিতি ব্রাহ্মণম্ ॥১৮॥

প্রজাপতি বেদকে বললেন—‘আমি তাহলে অগ্নিসমূহ (আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি)—কে স্থাপন করি’। বাক্ তাকে জানালেন—‘এই অশ্ব (রূপ অগ্নি) সমস্ত উপকরণ সমূহের মধ্যে

প্রধান। ভয়ঙ্কর ও ক্রুর সরোবরের জল থেকে তাকে (বাক্) উদ্ধার করেছে। বাক্ বললেন—‘প্রথমে এই অশ্বকে শান্ত কর’। (প্রজাপতি বললেন) ‘তাই হোক’। ঋক্বেদ তাঁর (প্রজাপতির) কাছে গিয়ে বললেন—‘আমি অশ্বটিকে শান্ত করবো তিনি অশ্বের দিকে অগ্রসর হলে মহৎ ভয়ের সৃষ্টি হল। ঋগ্বেদকে (প্রজাপতি) পূর্বদিকে পাঠালেন। তিনি (ঋগ্বেদ) বললেন—‘এই অশ্ব অত্যন্ত অশান্ত’। তখন যজুর্বেদ এসে বললেন—‘আমি এই ঘোড়াকে শান্ত করবো’। তিনি অশ্বের দিকে এগোলে মহৎ ভয়ের সৃষ্টি হল। (প্রজাপতি) তাকে পশ্চিমদিকে পাঠিয়ে দিলেন। সে বলল ‘এ ঘোড়া অত্যন্ত অশান্ত’। তখন সামবেদ তার কাছে নিয়ে বলল—‘আমি এই ঘোড়াকে শান্ত করবো’। (প্রজাপতি তাকে জিজ্ঞেস করলেন) ‘তুমি কি দিয়ে শান্ত করবে’? সাম বলল—‘আমার কাছে অঘোর এবং অক্রুর রথন্তর সাম আছে, আমি তার দ্বারা স্তুতি করবো’। তার দিকে অগ্রসর হলে মহৎ ভয়ের সৃষ্টি হল। (প্রজাপতি) তাকে উত্তর দিকে পাঠিয়ে দিলেন। সে বলল ‘এ ঘোড়া অত্যন্ত অশান্ত’।

তাদেরকে বাক্ বললেন—‘তোমরা আথর্বণ ঋষি শংযুর কাছে যাও’। তাঁরা উপবিষ্ট আথর্বণ ঋষির কাছে গিয়ে বললেন—‘ভগবন্! আপনাকে প্রণাম। আপনি অশ্বটিকে শান্ত করুন’। তিনি বললেন—‘তথাস্তু’। তিনি আথর্বণ কবন্ধের পুত্রকে আমন্ত্রণ জানালেন—‘হে বিচারশীল (শোন)’। সে বলল—‘ভগবন্! (বলুন)’। তিনি প্রতিশ্রুতি শোনালেন—‘অশ্বকে শান্ত করো’ একথা বললেন। সে বলল—‘ঠিক আছে’। তখন তিনি আথর্বণ, আঙ্গিরস, চাতন, মার্ত্তনাম, বাস্তোষ্পত্যবিধি দ্বারা শান্তি উদক প্রস্তুত করলেন এবং তার দ্বারা (অশ্বকে) শান্ত করলেন।

সেই জলে স্নাত অশ্বটির সমস্ত রোমকূপ থেকে অঙ্গার খসে পড়ল। স্নাত অশ্বটি সন্তুষ্ট হয়ে নমস্কার করে বললেন—‘আথর্বণ শংযুকে প্রণাম, যিনি আমাকে যজ্ঞের উপযুক্ত করলেন। এই কাজে অন্য ব্রাহ্মণদের কাজ লঘুতম হয়ে যাবে। তারা আদিত্যের স্থানে বৃষ, বৎস, ছাগ, শ্রুতাধ্যায়ী ব্রহ্মচারীকে উৎসর্গ করবে। এই ভূমি হল আদিত্যের স্থান। তার পদই এখানে স্থাপিত হবে’। তিনি অগ্নিতে অশ্বকে নিয়ে এলে ব্রহ্মা আরন্ধযজ্ঞ যজমানকে পাঠ করান ‘যদক্রন্দঃ প্রথমঃ জায়মান’ ইত্যাদি পাঁচটি (ঋক্)। তাকে ব্রাহ্মণেরা বহন করেন ও ব্রহ্মা সংস্কার করেন। এই হল সেই বিদ্বান সর্ববিৎ ব্রহ্মা যিনি অথর্ববেদবিৎ—একথাই বলছেন ব্রাহ্মণ। ॥১৮॥

১. ঋগ্বেদ.১.১৬৩.১

দেবাশ্চ হ বা অসুরাশ্চাম্পর্ধন্ত। তে দেবা ইন্দ্রমক্শুবন্—ইমং নস্তাবদ্ যজ্ঞং গোপায়, যাবদসুরৈঃ সংযতামহা ইতি। স বৈ নন্তেন রূপেণ গোপায়, যেন নো রূপেণ ভূয়িষ্ঠং ছাদয়সি, যেন শক্ষ্যসি গোপ্তুমিতি। স ঋগ্বেদো ভূত্বা পুরস্তাৎ পরীত্যোপাতিষ্ঠৎ। তং দেবা অক্শুবন্—যেন শক্ষ্যসি গোপ্তুমিতি। স অন্যৎ তদ্ রূপং কুরুষ, নৈতেন নো রূপেণ ভূয়িষ্ঠং ছাদয়সি, নৈতেন শক্ষ্যসি গোপ্তুমিতি। স যজুর্বেদো ভূত্বা পশ্চাৎ পরীত্যোপাতিষ্ঠৎ। তং দেবা অক্শুবন্—অন্যৎ তদ্ রূপং কুরুষ, নৈতেন

নো রূপেণ ভূয়িষ্ঠং ছাদয়সি, নৈতেন শক্ষ্যসি গোপ্তুমিতি। স সামবেদো ভূত্বোত্তরতঃ পরীত্যোপাতিষ্ঠৎ। তং দেবা অকুবন্—অন্যদেব তদ্ রূপং কুরুষ, নৈতেন নো রূপেণ ভূয়িষ্ঠং ছাদয়সি, নৈতেন শক্ষ্যসি গোপ্তুমিতি। স ইন্দ্র উষ্ণীষী ব্রহ্মবেদো ভূত্বা দক্ষিণতঃ পরীত্যোপাতিষ্ঠৎ। তং দেবা অকুবন্—এতৎ তদ্ রূপং কুরুষ, এতেন নো রূপেণ ভূয়িষ্ঠং ছাদয়সি, এতেন শক্ষ্যসি গোপ্তুমিতি। তদ্ যদিহ উষ্ণীষী ব্রহ্মবেদো ভূত্বা দক্ষিণতঃ পরীত্যোপাতিষ্ঠৎ, তদ্ ব্রহ্মাভবৎ। তদ্ ব্রহ্মণো ব্রহ্মত্বম্। তদ্ বা এতদথর্বণো রূপং যদুষ্ণীষী ব্রহ্মা। তং দক্ষিণতো বিশ্বে দেবা উপাসীদন্। তং যদ্ দক্ষিণতো বিশ্বে দেবা উপাসীদন্, তৎ সদস্যোহভবৎ। তৎ সদস্যস্য সদস্যত্বম্। বলৈর্ বা এতদ্ বলমুপজায়তে যৎ সদস্যঃ। আময়তো বৈ ব্রজস্য বহুলতরং ব্রজং বিদন্তি। ঘোরা বা এষা দিগ্ দক্ষিণা, শান্তা ইতরাঃ। তদ্ যানি স্তুতানি ব্রহ্মানুমদ্রয়তে, মনসৈব তানি সদস্যো জনদিত্যেতাং ব্যাহতিং জপতি। আত্মানং জনয়তি নজিত্যাত্মানমপিত্তে দধাতি। তং দেবা অকুবন্—বরং বৃণীষেতি। বৃণা ইতি। স বরমবৃণীত—অস্যামেব মাং হোত্রায়ামিদ্ভূতং পুনন্ত স্তবন্তঃ শংসন্তস্তিষ্ঠেয়ুঃ ইতি। তং তস্যামেব হোত্রায়ামিদ্ভূতং পুনন্ত স্তবন্তঃ শংসন্তোহতিষ্ঠন্। তং যৎ তস্যামেব হোত্রায়ামিদ্ভূতং পুনন্ত স্তবন্তঃ শংসন্তোহতিষ্ঠন্, তদ্ ব্রাহ্মণাচ্ছংস্যভবৎ। তদ্ ব্রাহ্মণাচ্ছংসিত্বম্। সৈষৈন্দ্রী হোত্রা যদ্ ব্রাহ্মণাচ্ছংসীয়া। দ্বিতীয়ং বরং বৃণীষেতি। বৃণা ইতি। স বরমবৃণীত—অস্যামেব মাং হোত্রায়াং বায়ুভূতং পুনন্ত স্তবন্তঃ শংসন্তস্তিষ্ঠেয়ুঃ ইতি। তং তস্যামেব হোত্রায়াং বায়ুভূতং পুনন্ত স্তবন্তঃ শংসন্তোহতিষ্ঠন্। তং যৎ তস্যামেব হোত্রায়াং বায়ুভূতং পুনন্ত স্তবন্তঃ শংসন্তোহতিষ্ঠন্, তৎ পোতাভবৎ। তৎ পোতুঃ পোত্বম্। সৈষা বায়ব্যা হোত্রা যৎ পোত্ৰীয়া। তৃতীয়ং বরং বৃণীষেতি। বৃণা ইতি। স বরমবৃণীত—অস্যামেব মাং হোত্রায়ামগ্নিভূতমিহ্মানাঃ পুনন্ত স্তবন্তঃ শংসন্তস্তিষ্ঠেয়ুরিতি। তং তস্যামেব হোত্রায়ামগ্নিভূতমিহ্মানাঃ পুনন্ত স্তবন্তঃ শংসন্তোহতিষ্ঠন্। তং যৎ তস্যামেব হোত্রায়ামগ্নিভূতমিহ্মানাঃ পুনন্ত স্তবন্তঃ শংসন্তোহতিষ্ঠন্, তদাগ্নীধোহভবৎ। তদাগ্নীধস্যাগ্নীধত্বম্। সৈষাগ্নেয়ী হোত্রা যদাগ্নীধীয়েতি ব্রাহ্মণম্ ॥১৯॥

দেবতা ও অসুরেরা পরস্পর যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। দেবতারা ইন্দ্রকে বললেন—‘আপনি কি ততদিন এই যজ্ঞকে রক্ষা করতে পারবেন যতদিন আমরা অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপ্ত থাকবো? যে রূপের দ্বারা আপনি আমাদের বহুবার রক্ষা করেছেন, সেই রূপের দ্বারা আপনি আমাদের রক্ষা করতে পারেন’।

ইন্দ্র তখন ঋগ্বেদ হয়ে যজ্ঞের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেবতারা বললেন—‘অন্যরূপ ধারণ করুন, এই রূপের দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে আড়াল করতে পারবেন না, এর দ্বারা রক্ষা করতে পারবেন না’।

তখন (ইন্দ্র) যজুর্বেদ হয়ে যজ্ঞের পশ্চিমদিকে এসে দাঁড়ালেন। দেবতারা তাঁকে আবার বললেন—‘আপনি অন্যরূপ ধারণ করুন। এই রূপের দ্বারা আপনি (আমাদের) সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করতে পারবেন না’।

তিনি (তখন) সামবেদ হয়ে যজ্ঞের উত্তর দিকে এসে দাঁড়ালেন। দেবতারা তাঁকে বললেন—‘আপনি অন্য কোনো রূপ ধারণ করুন, এরূপ দিয়ে আপনি আমাদের সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করতে পারবেন না’।

ইন্দ্র তখন উষ্ণীষধারী ব্রহ্মবেদের (অথর্ববেদের) রূপ ধরে যজ্ঞের দক্ষিণদিকে এসে দাঁড়ালেন। দেবতারা তখন তাঁকে বললেন—‘এই রূপই আপনি ধারণ করুন। এই রূপের দ্বারাই আপনি আমাদের সম্পূর্ণ রূপে রক্ষা করতে সমর্থ’। এই হল অথর্ববেদের রূপ বা যা উষ্ণীষধারী ব্রহ্মার রূপ। তাঁকে দক্ষিণ দিকে রেখে সমস্ত দেবতারা উপবেশন করলেন। তাঁকে দক্ষিণ দিকে রেখেই যেহেতু সমস্ত দেবতারা বসলেন, সেহেতু তিনি সদস্য হলেন। সেজন্যই সদস্যের সদস্যত্ব।

যিনি সদস্য তার বল সঞ্জাত হয় বলি থেকে (যজ্ঞবলি)। যিনি সদস্য তিনি বহু ভ্রমণহেতু পথের হৃদিশ জানেন।

এই দক্ষিণদিক অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। অন্যদিকগুলি (তুলনায়) শান্ত, ব্রহ্মা যে- সমস্ত স্তুতি অনুবচন করেন, সদস্য মনে মনে তা ‘জনৎ’ এই ব্যাহতি সহ জপ করেন। এর দ্বারা নিজেকে সৃষ্টি করেন তিনি। সেখানে তাকে তিনি অপিত্তে ধারণ করেন।

দেবতারা তখন (ইন্দ্রকে) বললেন—‘আপনি বর প্রার্থনা করুন’। ইন্দ্র বললেন—‘চাইছি’। তিনি বর চাইলেন—‘দেবতারা ইন্দ্রত্বপ্রাপ্ত আমাকে এই স্তুতিতে পবিত্র, পূজিত ও প্রশংসিত করবেন’। যিনি ইন্দ্রত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন সেই (দেবতাকে) দেবতারা পবিত্র, পূজিত ও প্রশংসিত করতে লাগলেন। যেহেতু সেই স্তুতিতে পবিত্রকরণ, পূজন ও শংসন (ছিল) তাই আবির্ভাব হল ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর। তাই হল ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর ব্রাহ্মণাচ্ছংসিত্ব। হোতাকর্তৃক এই ইন্দ্রস্তুতি হল তাই ব্রাহ্মণাচ্ছংসীয়।

(দেবতারা বললেন)—‘দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করুন’। ‘প্রার্থনা করছি’—বললেন (ইন্দ্র)। তিনি বর প্রার্থনা করলেন—‘এই হোতৃস্তুতিতে যাজ্ঞিকরা বায়ুভূত আমাকে পবিত্র, পূজিত ও শংসিত করতে থাকুক’। তাঁরা (ব্রহ্মবাদীরা) সেই হোতৃস্থানে তাঁকে পবিত্র, স্তুত ও শংসিত করে অবস্থান করতে লাগলেন। সেই হোতৃস্থানে যেহেতু তাঁরা তাঁকে পবিত্র পূজিত ও প্রশংসিত করতে থাকলেন—সেহেতু আবির্ভাব হল পোতার। তাই পোতার পোত্ব। তাই পবনস্তুতি পোতৃসম্বন্ধীয়।

(দেবতারা তাঁকে বললেন) ‘আপনি তৃতীয় বর প্রার্থনা করুন’। (তিনি বললেন) ‘প্রার্থনা করছি’। তিনি বর প্রার্থনা করলেন—‘এই হোতৃস্তুতিতে অগ্নিভূত প্রজ্জ্বলিত আমাকে পবিত্র, স্তুত ও শংসিত করতে থাকুক’। তাঁকে সেই (যাজ্ঞিকরা) সেই হোতৃস্থানে অগ্নিভূত (যাজ্ঞিকেরা) প্রদীপ্ত

পবিত্র, প্রশংসিত ও শংসিত করতে থাকলেন। যেহেতু তাঁকে সেই হোতৃস্থানে অগ্নিভূত প্রজ্বলিত পবিত্র, পূজিত ও শংসিত করতে থাকলেন তাই আবির্ভাব হল আগ্নীধর। তাই (অগ্নিজাত হওয়ায়) আগ্নীধর আগ্নীধর। তাই অগ্নির স্থান। এই স্থান যা আগ্নীধরকর্তৃক গৃহীত হয় তা অগ্নিরও স্থান—একথা বলছেন এই ব্রাহ্মণ। ॥১৯॥

ব্রাহ্মণো হ বা ইমমগ্নিঃ বৈশ্বানরং বভার। সোহয়মগ্নিবৈশ্বানরো ব্রাহ্মণেন ত্রিয়মাণা ইমাংলোকান্ জনয়তে। অথায়মীক্ষতে—অগ্নিজাতবেদা ব্রাহ্মণদ্বিতীয়ো হ বা অয়মিদমগ্নিবৈশ্বানরো জ্বলতি, হস্তাহং যদ্ ময়ি তেজ ইন্দ্রিয়ং বীৰ্যং তদ্ দর্শয়াম্যুত বৈ মা বিভূয়াদিতি। স আত্মানমাপ্যায়ৈতং পয়োহধোক্। তমিমং ব্রাহ্মণং দর্শয়িত্বাত্মন্যজুহোৎ। স দ্বিতীয়মাত্মানমাপ্যায়ৈতং ঘটমধোক্। তমিমং ব্রাহ্মণং দর্শয়িত্বাত্মন্যজুহোৎ। স তৃতীয়মাত্মানমাপ্যায়ৈতদিদং বিশ্বং বিকৃতমনাদ্যমধোক্। তমিমং ব্রাহ্মণং দর্শয়িত্বাত্মন্যজুহোৎ। স চতুর্থমাত্মানমাপ্যায়ৈতেন ব্রাহ্মণস্য জায়াং বিরাজমপশ্যৎ। তামস্মৈ প্রাযচ্ছৎ। সাত্মা অপিত্বমভবৎ। তত ইমমগ্নিঃ বৈশ্বানরং পরাস্যুর্ব্রাহ্মণোহগ্নিঃ জাতবেদসমধত্ত। সোহয়মব্রবীৎ—অগ্নে জাতবেদোহভিনিধেহি মেহীতি। তস্য দ্বৈতং নামাধত্তাঘোরং চাক্রুরং চ। সোহশ্বোহভবৎ। তস্মাদশ্বো বহেন রথিনং ন বহতি পৃষ্ঠেন সাদিনম্। স দেবানগচ্ছৎ। স দেবেভ্যোহস্বাতিষ্ঠৎ। তস্মাদ্ দেবা অবিভয়ুঃ। তং ব্রাহ্মণে প্রাযচ্ছৎ। তমেতয়র্চাশময়ৎ ॥২০॥

ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ বৈশ্বানর অগ্নিকে ধারণ করলেন। ব্রহ্মবিৎ কর্তৃক ধৃত সেই বৈশ্বানর অগ্নি এই জগৎসমূহ সৃষ্টি করলেন। তখন সেই জাতবেদা অগ্নি চিন্তা করলেন; বৈশ্বানর অগ্নি ব্রাহ্মণের সাহায্যে প্রজ্বলিত হন। ঠিক আছে, আমি তাকে (ব্রাহ্মণকে) আমার দীপ্ত, শক্তি ও বীৰ্য যা আছে আমার মধ্যে, তা দেখাবো, যাতে ব্রাহ্মণ আমাকে ধারণ করেন। তিনি (অগ্নি) নিজেকে পূর্ণ করলেন দুধ দিয়ে ব্রাহ্মণের জন্যে। ব্রাহ্মণকে দেখিয়ে সেই দুধ তিনি নিজেকেই উৎসর্গ করলেন। তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য ঘি দিয়ে নিজেকে পূর্ণ করলেন। ব্রাহ্মণকে দেখিয়ে সেই ঘি তিনি নিজের মধ্যে উৎসর্গ করলেন। তিনি এরপর তৃতীয়বারের জন্য নিজেকে অন্ন দিয়ে পূর্ণ করলেন। ব্রাহ্মণকে দেখিয়ে সেই অন্ন তিনি নিজের মধ্যে আত্মতা দিলেন। চতুর্থবারের জন্য তিনি নিজেকে আপ্যায়িত করলেন। এবং সেজন্য তিনি ব্রাহ্মণপত্নী বিরাটকে দেখলেন। ব্রাহ্মণকে তা তিনি দান করলেন। সেই আত্মা অপিত্ব(?) হয়েছিল। তখন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারভিজ্ঞ সেই ব্রাহ্মণ বৈশ্বানর অগ্নিকে, জাতবেদা অগ্নিকে (আত্মমধ্যে) ধারণ করলেন।

সেই ব্রাহ্মণ বললেন—‘হে জাতবেদ অগ্নি। আমাকে সকলভাবে পুষ্ট কর, আমার কাছে এস’। তাঁকে (অগ্নিকে) তিনি দ্বৈত নামে ধারণ করলেন—অঘোর ও অক্রুর।

তখন সেই (অগ্নি) হলেন অশ্ব। (=দ্রুতগতি সম্পন্ন)। সেজন্য অশ্ব রথের দ্বারা রথীকে বহন করে। আরোহীকে পিঠেও বহন করে।

অগ্নি দেবতাদের কাছে গিয়েছিলেন। তিনি দেবতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। দেবতারা ভয় পেলেন। তাঁকে ব্রহ্মাকে দান করে দিলেন। (ব্রহ্মা) তাঁকে এই মন্ত্রের দ্বারা শান্ত করলেন—‘তারা তোমাকে বৈশ্বানর অগ্নি বলে। তুমি শত্রুর গৃহ দগ্ধ করে এসেছ। তুমি আমাদের কাছে দেব প্রতিনিধি হও (আমাদের কথা দেবতাদেরকে জানাও)। আমাদের কোনো ক্ষতি করো না। আমরা তোমার (আশ্রয়ে বাস করি)’। ॥২০॥

অগ্নিং ত্বাহবৈশ্বানরং সদনান্ প্রদহন্ স্বগাঃ।

স নো দেবত্রাধি ক্রুহি মা রিষামা বয়ং তব' ॥ ইতি ।

তমেতাভিঃ পঞ্চাভিষ্কাগ্ভিরূপাকুরুতে—যদক্রন্দঃ প্রথমং জায়মান ইতি সোহশাম্যৎ।
তস্মাদশ্বঃ পশূনাং জিঘৎসুতমো ভবতি। বৈশ্বানরো হ্যেষঃ। তস্মাদগ্নিপদমশ্বঃ ব্রহ্মণে দদাতি।
ব্রহ্মণে হি প্রভুং। তস্য রসমপীড়য়ৎ। স রসোহভবৎ। রসো হ বা এষঃ। তং বা এতং রসং সন্তং
রথ ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেন। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবা ভবন্তি প্রত্যক্ষদ্বিষঃ। স দেবানাগচ্ছৎ। স
দেবেভ্যোহস্মাতিষ্ঠৎ। তস্মাদ্ দেবা অবিভয়ুঃ। তং ব্রহ্মণে প্রায়চ্ছৎ। তমেতযর্চাজ্যাহত্যাভ্যজুহোৎ—
ইন্দ্রসৌজো মরুতামনীকম্ ইতি। রথমভিহৃত্য তমেতযর্চাতিষ্ঠৎ— বনস্পতে বীড্বঙ্গো হি
ভূয়া^১ ইতি। তস্মাদাগ্ন্যাধেয়িকং রথং ব্রহ্মণে দদাতি। ব্রহ্মণে হি প্রভুং। তস্য তক্ষাগন্তনুং জ্যেষ্ঠাং
দক্ষিণাং নিরমিমত। তাং পঞ্চস্বপশ্যদৃচি যজুষি সান্নি শান্তেহথ ঘোরে। তাসাং হে ব্রহ্মণে প্রায়চ্ছদ্
বাচং চ জ্যোতিশ্চ। বাগ্ বৈ ধেনুর্জ্যোতির্হিরণ্যম। তস্মাদাগ্ন্যাধেয়িকাং চাতুঃপ্রাশ্যাং ধেনুং ব্রহ্মণে
দদাতি। ব্রহ্মণে হি প্রভু। পশুষু শাম্যমানেষু চক্ষুর্হাপয়ন্তি। চক্ষুরেব তদাত্মনি ধত্তে। যদ্ বৈ
চক্ষুস্তদ্বিরণ্যম্। তস্মাদাগ্ন্যাধেয়িকং হিরণ্যং ব্রহ্মণে দদাতি। ব্রহ্মণে হি প্রভুং। তস্যাত্মনধত্ত। তেন
প্রাজ্জলয়ৎ। যদ্ নাধত্ত তদাগ্নাভবৎ। তদাগ্না ভূত্বা সা সমুদ্রং প্রাবিশৎ। সা সমুদ্রমদহৎ। তস্মাৎ
সমুদ্রো দুর্গিরবপি বৈশ্বানরেণ হি দক্ষঃ। সা পৃথিবীমুদৈৎ। সা পৃথিবীং ব্যদহৎ। সা দেবানাগচ্ছৎ।
সা দেবানহেডৎ। তে দেবা ব্রহ্মাণমুপাধাবন্। স নৈবাগায়দ্, নানৃত্যৎ। সৈষাগ্না। এষা কারুবিদা
নাম। তং বা এতমাগ্নাহতং সন্তমাগ্নাগৃধ ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেন। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবা
ভবন্তি প্রত্যক্ষদ্বিষঃ। য এষ ব্রাহ্মণো গায়নো নর্তনো বা ভবতি, তমাগ্নাগৃধ ইত্যাচক্ষতে। তস্মাদ্
ব্রাহ্মণো নৈব গায়েদ্, ন নৃত্যেদ্, মাগ্নাগৃধঃ স্যাৎ। তস্মাদ্ ব্রাহ্ম্যং পূর্বং হবি পরং প্রাজাপত্যম্।
প্রাজাপত্যাদ্ ব্রাহ্ম্যমেবোত্তরমিতি ব্রাহ্মণম্ ॥২১॥

সেই (ঋত্বিক) পাঁচটি ঋক্ দিয়ে অগ্নির উপাসনা করলেন—‘যদক্রন্দঃ প্রথমং জায়মানঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র দিয়ে। সে (অশ্ব) শান্ত হল। সেহেতু পশুদের মধ্যে অশ্ব সবচেয়ে বেশী খাদ্য গ্রহণকারী।

এ (অশ্ব) হল বৈশ্বানর (অগ্নি)। সেহেতু অগ্নিপদ এই অশ্বকে (দেবতারা) ব্রহ্মাকে দান করেন। ব্রহ্মার জন্য সে প্রদত্ত হয়েছিল। তার রস নিংড়ে নেওয়া হল। সেই (অশ্ব) হল রস। রস হয়ে যাওয়া তাকে তাই পরোক্ষভাবে রথ বলা হয়। দেবতারা সতত পরোক্ষপ্রিয় এবং প্রত্যক্ষদ্বেষী হন। সে দেবতাদের কাছে গিয়েছিল। সে দেবতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল। তখন দেবতারা তাতে ভীত হয়েছিলেন। তাঁরা (তখন) তাকে ব্রহ্মাকে দান করে দেন। (ঋত্বিক) তাই এই মন্ত্রের দ্বারা আজ্যাহুতি দেন।

‘ইন্দ্রসৌজো মরুতামনীকম্’ ইত্যাদি মন্ত্ৰ।

রথকে অভ্যর্থনা করে আহুতি দেবেন—‘বনস্পতে বীড়বঙ্গো হি ভূয়া’ এই (মন্ত্র পাঠ করে)।

সেহেতু যজমান অগ্ন্যাধেয়সম্বন্ধীয় রথ ব্রহ্মাকে দান করেন। ব্রহ্মার নিমিত্ত প্রদত্ত তাঁর শরীরকে যজ্ঞের প্রথম দক্ষিণা হিসাবে প্রস্তুত করলেন। সেই (দক্ষিণাকে) তিনি পঞ্চাবয়ব (বেদের) মধ্যে দেখলেন—(যথা) ঋক্, যজুঃ, সাম, শান্ত ও ঘোর। এ সবার মধ্যে তিনি (যজমান) বাক্ ও আলো ব্রহ্মাকে দান করলেন। বাক্ হল গাভী ও আলো হল হিরণ্য।

সেহেতু (যজমান) চাতুষ্প্রাশ্য (যাগকর্মের অন্তর্গত) অগ্ন্যাধান কর্মের নিমিত্ত একটি গাভী দান করেন ব্রহ্মাকে। ব্রহ্মা তা গ্রহণ করেন। পশুদের হত্যা করার সময় তারা চক্ষু হারায়। আত্মমধ্যে তিনি (ব্রহ্মা) চক্ষুকে ধারণ করেন তখন। যা চক্ষু তাই হিরণ্য। সেহেতু তাঁরা অগ্ন্যাধানের নিমিত্ত প্রস্তুত সোনা ব্রহ্মাকে দান করেন। ব্রহ্মাকে প্রদত্ত সেই সোনা তিনি আত্মমধ্যে ধারণ করেন। ফলতঃ সেই সোনা প্রদীপ্ত হয়ে (জগৎকে) প্রকাশিত করে। যে তেজকে ধারণ করে না সে আগ্না হয়। আগ্না সমুদ্রে প্রবেশ করে। সে (আগ্না) সমুদ্রকে দগ্ধ করেছিল। সেজন্য দুর্গম হলেও সেই সমুদ্র বৈশ্বানরের দ্বারা দগ্ধ হয়। সে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় ও পৃথিবীকে দগ্ধ করে। সে দেবতাদের কাছে যায় এবং দেবতাদেরকে হেয় করে। দেবতারা তখন ব্রহ্মার কাছে যান। ব্রহ্মা তখন গানও করলেন না, নৃত্যও করলেন না।

এই সেই আগ্না যে কারুবিৎ। সেজন্য আগ্নায়ুক্ত হওয়ায় তাকে আগ্নাগৃধ বলা হয়। দেবতারা পরোক্ষপ্রিয় ও প্রত্যক্ষদেষী হন। তাই যে ব্রাহ্মণ নাচগান করে তাকে আগ্নাগৃধ আখ্যা দেওয়া হয়। অতএব কোনো ব্রাহ্মণ গান ও নাচ করবে না। তাহলে তাকে আগ্নাগৃধ বলা হবে।

অতএব প্রথমে ব্রাহ্মহবি, তারপর প্রাজাপত্য হবি—একথাই বলেছেন ব্রাহ্মণ। ॥২১॥

১. অথর্ব (পৈ) ১.৯৪.৩
২. অথর্ব (শৌ) ৬.১২৫.৩
৩. ঐ ৬.১২৫.১

অথবাণশ্চ হ বা অগ্নিরসশ্চ তৃণচক্ষুষী তদ্ ব্রহ্মাভিব্যপশ্যন্। তদজানন্-বয়ং বা ইদং সর্বং
যদ্ ভৃগ্বগ্নিরস ইতি। তে দেবা ব্রাহ্ম্য হবিষং সাংতপনেংগ্নাবজুহবুঃ, এতদ্ বৈ ব্রাহ্ম্যং হবিষং
সাংতপনে হগ্নৌ হয়তে। এষ হ বৈ সাংতপনোহগ্নিৰ্যদ্ ব্রাহ্মণঃ। তস্যোৰ্জযোৰ্জাং দেবা অভজন্ত
সুমনস এব স্বধাং পিতরঃ শ্রদ্ধয়া স্বৰ্গং লোকং ব্রাহ্মণাঃ। তেন সুবৃত্ত্যযোহন্তত দ্বিয়ঃ কেবল
আত্মন্যবারুন্ধত বাহ্যা উভয়েন সুবৃত্তি। যদ্ বৈ যজ্ঞে ব্রাহ্ম্যং হবিন্ নিরুপ্যেতান্জবঃ
প্রাজাপত্যহবিষো মনুষ্যা জায়েরন্। অসৌ যাঁল্লোকাপ্তুৰ্হিতি পিতা হ্যেষ আহবনীয়স্য গার্হপত্যস্য
দক্ষিণাগ্নেয়োহগ্নিহোত্রং জুহোতীতি। দেবাঃ প্রিয়ে ধামনি মদন্তি। তেষামেযোহগ্নিঃ সন্তপনঃ
শ্রেষ্ঠো ভবতি। এতস্য বাচি তৃণায়ামগ্নিস্তৃপ্যতি। প্রাণে তৃপ্তে বায়ুস্তৃপ্যতি। চক্ষুষি তৃপ্ত
আদিত্যস্তৃপ্যতি। মনসি তৃপ্তে চন্দ্রমাস্তৃপ্যতি। শ্রোত্রে তৃপ্তে দিশশ্চান্তর্দেশাশ্চ তৃপ্যন্তি। স্নেহেষু
তৃপ্তেহাপস্তৃপ্যন্তি। লোমেসু তৃপ্তেঘোষধিবনস্পত্যস্তৃপ্যন্তি। শরীরে তৃপ্তে পৃথিবী তৃপ্যতি।
এবমেযোহগ্নিঃ সাংতপনঃ শ্রেষ্ঠস্তৃপ্তঃ সর্বাংস্তৃপ্তাংস্তৃপয়তীতি ব্রাহ্মণম্ ॥২২॥

অথবা ও অগ্নিরা হলেন ভৃগুর চক্ষুদ্বয়, যার দ্বারা ব্রহ্মকে তাঁরা দেখেছিলেন, তাকে
জেনেছিলেন। আমরা বা এই সব (জগৎ) সমস্তই ভৃগ্বগ্নিরস (অথর্ববেদ)। সেই দেবতারা ব্রাহ্ম্যহবি
সান্তপন অগ্নিতে আত্মতি দেন। এই সেই ব্রাহ্ম্যহবি যা সান্তপন অগ্নিতে আত্মতি দেন। এই সেই
ব্রাহ্ম্যহবি যা সান্তপন অগ্নিতে আত্মতি দেওয়া হয়। এই সান্তপন অগ্নিই হল ব্রাহ্মণ।

দেবতারা তার তেজ থেকেই শক্তি লাভ করেন। শোভনচিত্ত পিতারা লাভ করেন স্বধাকে
(আর) ব্রাহ্মণেরা সশ্রদ্ধভাবে স্বৰ্গলোককে লাভ করেন। এর দ্বারা ঋষিরা কর্মের অন্তে সোমরস
নিষ্কাশন করেন। কেবলমাত্র স্ত্রীলোকেরা নিজেকে নিরুদ্ধ করে ঋষিরা উভয়বিধ (ব্রাহ্ম্য) ও
(প্রাজাপত্য) হবির দ্বারা (সোমরস) বাহ্যিকভাবে নিষ্কাশন করেন।

যদি যজ্ঞে (ঋত্বিক্) ব্রাহ্ম্যহবি প্রদান না করেন, তাহলে (শুধুমাত্র) প্রাজাপত্য হবি থেকে
কুটিল মানুষদের জন্ম হয়। যে লোকসমূহকে তিনি জানেন, তিনি পিতাই। তিনি আহবনীয়,
গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নির রক্ষক হন, যিনি অগ্নিহোত্র যাগ করেন। দেবতারা তাদের এই সকল
প্রিয়স্থানে আনন্দ করেন। সেখানে সকল অগ্নির মধ্যে সান্তপন শ্রেষ্ঠ।

বাক্ তৃপ্তি লাভ করলে অগ্নি তৃপ্ত হয়। প্রাণ তৃপ্ত হলে বায়ু তৃপ্ত হয়। চোখ তৃপ্ত হলে সূর্য তৃপ্তি
লাভ করে, মন তৃপ্ত হলে চন্দ্রমা তৃপ্তি লাভ করে। কান তৃপ্ত হলে অন্তর্দেশসকল তৃপ্তি লাভ করে।
স্নেহ পদার্থসকল তৃপ্তি লাভ করলে জল তৃপ্ত হয়। লোমরাজি তৃপ্ত হলে বনস্পতিসকল তৃপ্ত হয়।
শরীর তৃপ্তি লাভ করলে পৃথিবী তৃপ্তি লাভ করে। এইরূপেই শ্রেষ্ঠ সান্তপন অগ্নি তৃপ্তি লাভ করলে
সকলে তৃপ্ত হয়। এবং সকলকে তৃপ্ত করে—একথা বলেছেন ব্রাহ্মণ। ॥২২॥

সান্তপনা ইদং হবিঃ' ইতি। এষ হ বৈ সাংতপনোহগ্নিৰ্যদ ব্রাহ্মণঃ। যস্য গৰ্ভাধানপুংসবনসীমন্তোন্নয়নজাতকৰ্মনামকরণনিষ্ক্ৰমণান্নপ্রাশনগোদানচূড়াকরণোপনয়নাপ্লবনগ্নি হোত্র—ব্রতচর্যাदीनि कृतानि भवन्ति स सांतपनः। अथ योऽयमग्निकः स कुष्ठे लोष्टः। तद् होत्र—ब्रतचर्यादीनि कृतानि भवन्ति स सांतपनः। अथ योऽयमग्निकः स कुष्ठे लोष्टः। तद् यथा कुष्ठे लोष्टः प्रक्षिप्तो नैव शौचार्थाय कल्लते नैव शस्यं निर्वर्तयति, एवमेवायं ब्रह्मणोऽह्निकः। तस्य ब्रह्मणस्याह्निकस्य नैव दैवः दद्याद् न पित्र्यं न चास्य स्वाध्यायाशिषो न यज्ज्ञाशिषः स्वर्गंगमा भवन्ति। तदप्येतदुक्तम्—

अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्।

अस्य यज्ज्ञस्य सूक्तम् ॥ ইতি ব্রাহ্মণম্ ॥২৩॥

‘সান্তপনা ইদং হবিঃ’ ইতি এই হল সান্তপন অগ্নি, যা ব্রাহ্মণ। গৰ্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকৰ্ম, নামকরণ, নিষ্ক্ৰমণ, অন্নপ্রাশন, গোদান, চূড়াকরণ, উপনয়ন, আপ্লবন, অগ্নিহোত্র, ব্রহ্মচর্য বিষয় সম্পন্ন হয় (যার দ্বারা) সে হল সান্তপন অগ্নি।

অতএব যে ব্রাহ্মণ সান্তপন অগ্নি নয়, সে কলসীতে মাটির ঢেলার (মতোই অপ্রয়োজনীয়)। যেমন কলসীতে ফেলা টিল জলকে শুদ্ধ করে না, ফলোৎপাদন করতে সক্ষম হয় না, তেমনি যে ব্রাহ্মণ (সান্তপন) অগ্নিসমৃদ্ধ নয়, (সেও তেমনি মূল্যহীন)। যজমান কখনোই সেই অনগ্নিক ঋত্বিক কে দেবযজ্ঞ বা পিতৃযজ্ঞের ভার দেবেন না। তার স্বাধ্যায়পাঠে, আশীর্বচনে, যজ্ঞাশিস থেকে স্বর্গলাভ হয় না। একটি মন্ত্ৰে সেকথা বলা হয়েছে—

যে অগ্নি দূতস্বরূপ, হোতা, সকল বিষয়জ্ঞ এবং এই যজ্ঞের সুনিষ্পাদক (সেই অগ্নিকে) আমরা বরণ করি। ॥২৩॥

১. অথর্ব (শৌ) ৭.৭৭.১

২. তদেব ২০.১০১.১

অথ হ প্রজাপতিঃ সোমেন যক্ষ্যমাণো বেদানুবাচ—কং বো হোতারং বৃণীয় কমধ্বৰ্যুঃ কমুদগাতারং কং ব্রহ্মাণমিতি। ত উচুঃ—ঋগ্বিদমেব হোতারং বৃণীষ যজুৰ্বিদমধ্বৰ্যুঃ সামবিদমুদগাতারারথর্বঙ্গিরোবিদং ব্রহ্মাণম্। তথা হাস্য যজ্ঞশ্চতুৰ্ষু লোকেষু চতুৰ্ষু দেবেষু চতুৰ্ষু বেদেষু চতসৃষু হোত্রাসু চতুস্পাদ্ যজ্ঞঃ প্রতিতিষ্ঠতি। প্রতিতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভিৰ্য এবং বেদ। তস্মাদৃগ্বিদমেব হোতারং বৃণীষ, স হি হোত্রং বেদ। অগ্নিৰ্বে হোতা। পৃথিবী বা ঋচামায়তনম্, অগ্নির্দেবতা, গায়ত্রং ছন্দো, ভূরিতি শুক্রম্। তস্মাৎ তমেব হোতারং বৃণীষেত্যেতস্য লোকস্য জিতয়ে, এতস্য লোকস্য বিজিতয়ে, এতস্য লোকস্য সংজিতয়ে, এতস্য লোকস্যাবরুদ্ধয়ে,

এতস্য লোকস্য বিবৃদ্ধয়ে, এতস্য লোকস্য সমৃদ্ধয়ে, এতস্য লোকস্যোদাত্তয়ে, এতস্য লোকস্য ব্যাপ্তয়ে, এতস্য লোকস্য পর্যাপ্তয়ে, এতস্য লোকস্য সমাপ্তয়ে। অথ চেদ্ নৈবংবিদং হোতারং বৃণুতে, পুরস্তাদৈবৈষাং যজ্ঞো রিচ্যতে। যজুর্বিদমেবাধ্বর্যুং বৃণীষ, স হ্যাধ্বর্যবং বেদ। বায়ুর্বা অধ্বর্যুঃ, অন্তরিক্ষং বৈ যজুষামায়তনং, বায়ুর্দেবতা, ত্রৈষ্টুপ্ ছন্দঃ, ভুব ইতি শুক্রম্। তস্মাৎ তমেবাধ্বর্যুং বৃণীষ্যেত্যেতস্য লোকস্যেত্যেব। অথ চেদ্ নৈবংবিদমধ্বর্যুং বৃণুতে, পশ্চাদৈবৈষাং যজ্ঞো রিচ্যতে। সামবিদমেবোদ্গাতারং বৃণীষ, স হৌদ্গাত্রং বেদ। আদিত্যো বা উদ্গাতা। দ্যৌর্বৈ সাম্নামায়তনম্, আদিত্যো দেবতা, জাগতং ছন্দঃ, স্বরিত্তি শুক্রম্। তস্মাৎ তমেবোদ্গাতারং বৃণীষ্যেত্যেতস্য লোকস্যেত্যেব। অথ চেদ্ নৈবংবিদমুদ্গাতারং বৃণুতে, উত্তরত এবৈষাং যজ্ঞো রিচ্যতে। অথর্বাসিরোবিদমেব ব্রহ্মাণং বৃণীষ, স হি ব্রহ্মত্বং বেদ। চন্দ্রমা বৈ ব্রহ্মা। আপো বৈ ভৃগবঙ্গিরসামায়তনং, চন্দ্রমা দেবতা, বৈদ্যুতশ্চোষিষ্কাকুভে ছন্দসী, ওমিত্যথর্বণং শুক্রং জনদিত্যঙ্গিরসাম্। তস্মাৎ তমেব ব্রহ্মাণং বৃণীষ্যেত্যেতস্য লোকস্য জিতয়ে, এতস্য লোকস্য বিজিতয়ে, এতস্য লোকস্য সংজিতয়ে, এতস্য লোকস্যাবরুদ্ধয়ে, এতস্য লোকস্য বিবৃদ্ধয়ে, এতস্য লোকস্য সমৃদ্ধয়ে, এতস্য লোকস্যোদাত্তয়ে, এতস্য লোকস্য ব্যাপ্তয়ে, এতস্য লোকস্য পর্যাপ্তয়ে, এতস্য লোকস্য সমাপ্তয়ে। অথ চেদ্ নৈবংবিদং ব্রহ্মাণং বৃণুতে, দক্ষিণত এবৈষাং যজ্ঞো রিচ্যতে, দক্ষিণত এবৈষাং যজ্ঞো রিচ্যতে ॥২৪॥

॥ ইত্যথর্ববেদে গোপথব্রাহ্মণপূর্বভাগে দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ ॥

অতঃপর প্রজাপতি সোমযোগে ইচ্ছুক বেদ সমূহকে বললেন—‘কাকে আমি হোত্বরূপে, কাকে অধ্বর্যুরূপে, কাকে উদ্গাতারূপে, (আর) কাকেই বা ব্রহ্মারূপে বরণ করবো’? তাঁরা (প্রজাপতিকে) বললেন—‘ঋগ্বেদবিৎকে হোতা, যজুর্বেদবিৎকে অধ্বর্যু, সামবেদবিৎকে উদ্গাতারূপে এবং অথর্ববেদবিৎকে ব্রহ্মারূপে বরণ করবেন’। এইভাবেই চতুষ্পাদ যজ্ঞ চতুর্লোকে, চতুর্দেবলোকে, চতুর্বেদে পুরোহিতচতুষ্টয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যিনি এসব জানেন তাঁর সন্তান ও পশুসম্পদ বৃদ্ধি লাভ করে। সেহেতু যিনি ঋগ্বেদবিৎ তাঁকেই হোতারূপে গ্রহণ করতে হবে। এই পৃথিবী ঋক্মন্ত্রসমূহের আশ্রয়স্থল। (এর) দেবতা অগ্নি, ছন্দ গায়ত্রী, (ব্যাহতি) ভূঃ হল বীর্য, সেহেতু এই পৃথিবীলোকের জয়ের জন্য, এই লোকের বিজয়ের জন্য, এই লোকের রক্ষার জন্য, এই লোকের বিবর্ধনের জন্য, এই লোকের ব্যাপ্তির জন্য, এই লোকের পরিপূর্তির জন্য, এই লোকের সংসিদ্ধির জন্য হোতাকে বরণ করবো। যিনি এই রূপে হোতাকে বরণ করেন না, তাঁর যজ্ঞ পূর্বদিকে পালিয়ে যায়।

যজুর্বেদবিৎকে অধ্বর্যুরূপে বরণ করবো। তিনি আধ্বর্যব কর্ম জানেন। পবন হলেন অধ্বর্যু। যজুর্বেদের স্থান অন্তরিক্ষে। এর দেবতা বায়ু, ছন্দ ত্রিষ্টুপ্, ভুবঃ হল বীর্য। অতএব (যজমান)

তাঁকেই অধ্বর্যুরূপে বরণ করবেন। তিনি ঐ লোকের জন্য, ঐ লোকের বিজয়ের জন্য, ঐ লোককে রক্ষার নিমিত্ত, ঐ লোকের বিশেষ বৃদ্ধির জন্য, ঐ লোকের সমৃদ্ধির জন্য, ঐ লোকের উত্থানের জন্য, ঐ লোকের বিস্তারের জন্য, ঐ লোকের ব্যাপ্তির জন্য, ঐ লোকের পরিপূর্তির জন্য, ঐ লোকের সংসিদ্ধির জন্য অধ্বর্যুরূপে বরণ করবেন যিনি ঐরূপ যজুর্বেদাভিষ্ঠ অধ্বর্যুরূপে বরণ না করেন, তাঁর যজ্ঞ পশ্চিমদিক দিয়ে অতিক্রান্ত হয়ে যায়।

(যজমান) সামবেদবিৎকে উদ্গাতারূপে বরণ করবেন। তিনি ঔদগাতৃকর্ম সম্পর্কে অবহিত। আদিত্য হলেন উদ্গাতা। সামবেদের আশ্রয় হল দ্যুলোক। আদিত্য দেবতা, জগতী ছন্দ, (ব্যাহতি) স্বঃ হল বীর্য। অতএব (যজমান) ঐ উদ্গাতাকে বরণ করবেন ঐ লোকের জন্য। যদি ঐরূপ উদ্গাতাকে বরণ না করেন, তাহলে উত্তর দিকে তার যজ্ঞ অতিক্রান্ত হয়ে যাবে।

অথর্ববেদবিৎকে ব্রহ্মারূপে বরণ করবেন। তিনি ব্রহ্মকর্ম জানেন। চন্দ্রমা হলেন ব্রহ্মা। জল হল অথর্ববেদের আশ্রয়। চন্দ্রমা দেবতা, বিদ্যুৎময়ী উষিঃ ও ককুভ্ হল ছন্দ। (ব্যাহতি) ওম্ হল বীর্য অথর্বার। জনৎ হল অঙ্গিরার (বীর্য)। সেহেতু তাঁকেই ব্রহ্মারূপে বরণ করবেন এই লোকের জয়ের জন্য। এই লোকের বিজয়ের জন্য, এই লোকের রক্ষার জন্য, এই লোকের অবরোধের জন্য, এই লোকের বিবর্ধনের জন্য, এই লোকের সমৃদ্ধির জন্য, এই লোকের উত্থানের জন্য, এই লোকের ব্যাপ্তির জন্য, এই লোকের পরিপূর্তির জন্য, এই লোকের সমাপ্তির জন্য। অতঃপর যিনি (যজমান) এরূপ অভিষ্ঠ ব্রহ্মাকে বরণ করেন না, তাঁর যজ্ঞ দক্ষিণদিক দিয়ে অতিক্রান্ত হয়। দক্ষিণদিক দিয়ে তাঁর যজ্ঞ অতিক্রান্ত হয়। ॥২৪॥

অথর্ববেদীয় গোপথ ব্রাহ্মণের পূর্বভাগে দ্বিতীয় প্রপাঠক সমাপ্ত।

পূর্বভাগ

তৃতীয় প্রপাঠক

ওম্। দক্ষিণাপ্রবণা ভূমিঃ, দক্ষিণত আপো বহন্তি। তস্মাদ্ যজ্ঞস্তদুৎকৃষ্টতরমিব ভবতি, যত্র ভৃগ্বঙ্গিরসো বিষ্ঠাঃ। তদ্ যথাপ ইমাল্লোকানভিবহন্তি, এবমেব ভৃগ্বঙ্গিরসঃ সর্বান্ দেবানভিবহন্তি। এবমেবৈষা ব্যাহতিঃ সর্বান্ বেদানভিবহত্যোমিতি হর্চামোমিতি যজুষ্যামোমিতি সাম্নামোমিতি সর্বস্যাহাভিবাদঃ। তং হ স্মৈতদুত্তরং যজ্ঞে বিদ্বাংসঃ কুবন্তি। দেবা ব্রহ্মাণ আগচ্ছতাগচ্ছত ইতি। এতে বৈ দেবা ব্রহ্মাণো যদ্ ভৃগ্বঙ্গিরসঃ। তানৈবৈতদ্ গৃণানাস্তান্ বৃণানা হুয়ন্তো মন্যন্তে। নান্যোহ্ভৃগ্বঙ্গিরোবিদো বৃতো যজ্ঞমাগচ্ছেৎ। যজ্ঞস্য তেজসা তেজ আপ্নোত্যূর্জযোজাং যশসা যশঃ। নান্যোহ্ভৃগ্বঙ্গিরোবিদো বৃতো যজ্ঞমাগচ্ছেদ্, নেদ্ যজ্ঞং পরিমুখীয়াদিতি। তদ্ যথা পূর্বং বৎসোহধীত্য গাং ধয়েদেবং ব্রহ্মা ভৃগ্বঙ্গিরোবিদ্ বৃতো যজ্ঞমাগচ্ছেদ্, নেদ্ যজ্ঞং পরিমুখীয়াদিতি। তদ্ যথা গৌর্বাশ্বো বাশ্বতরো বৈকপাদ্ দ্বিপাৎ ত্রিপাদিতি স্যাৎ, কিমভিবহেৎ, কিমভ্যশ্নুয়াদিতি? তস্মাদ্ধিদমেব হোতারং বৃণীষ যজুর্বিদমধ্বর্যুং সামবিদমুদ্গাতারমথর্বাঙ্গিরোবিদং ব্রহ্মাণম্। তথা হাস্য যজ্ঞশ্চতুষু লোকেষু চতুষু দেবেষু বেদেষু চতসৃষু হোত্রাসু চতুষ্পাদ্ যজ্ঞঃ প্রতিতিষ্ঠতি। প্রতিতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভির্য এবং বেদ, যশৈচবমৃদ্বিজামার্বিজ্যং বেদ, যশ্চ যজ্ঞে যজনীয়ং বেদেতি ব্রাহ্মণম্ ॥১॥

(যজ্ঞ) ভূমি হবে দক্ষিণ দিকে অবনত। জল দক্ষিণ দিকেই প্রবাহিত হয়। সেহেতু যজ্ঞ (বেদি) সেই স্থান থেকে উন্নততর ভূমিতে স্থাপন করা হবে, যে স্থানে ভৃগ্বঙ্গিরা সকলে উপবেশন করেন। যেমন জল এই সমস্ত লোকসমূহকে বহন করে, তেমনি ভৃগ্বঙ্গিরারাও সকল দেবতাদের বহন করে থাকেন। সেইরূপ এই ব্যাহতি (ওম্) ও সকল বেদকে বহন করে। ঋগ্বেদের ‘ওম্’, যজুর্বেদের ‘ওম্’, সামবেদের ‘ওম্’ তাই সকলের অভিবাদনাই। সেই জন্যেই বিদ্বান লোকেরা (ওম্কে) সর্বাগ্রে স্থান দেন। হে দেব, হে ব্রহ্মা, তোমরা এখানে এস, এস (এই বলে ব্রহ্মাকে আহ্বান করা হয়)। এই দেবতা ও ব্রহ্মা হলেন ভৃগ্বঙ্গিরা সকল। প্রশংসাকারীরা, পছন্দকারীরা ও আহ্বাতারা সকলে (কেবলমাত্র) ভৃগ্বঙ্গিরাসকলকে মান দেন। ভৃগ্বঙ্গিরোবিৎ (অথর্ববেদবিৎ) ভিন্ন অন্যের দ্বারা বৃত হয়ে কেউ যজ্ঞে আসেন না। তিনি যজ্ঞের তেজের দ্বারা তেজ, শক্তির দ্বারা শক্তি ও যশের দ্বারা যশ লাভ করেন। অথর্ববেদবিৎ ভিন্ন অন্যের দ্বারা বৃত হয়ে (যজমান) যজ্ঞে আগমন করেন না। তারা যজ্ঞকে অপহরণ (অর্থাৎ জোর করে অধিকার) করেন না। যেমন গোবৎস (দুগ্ধ পানের

জন্যে) পূর্বে গো (মাতার) কাছে যায় তেমনি (পূর্বে) অথর্ববেদবিৎ ব্রহ্মা প্রথমে বৃত হয়ে (তারপর) যজ্ঞে আগমন করেন। তিনি (নিজে) যজ্ঞকে ছিনিয়ে নেন না।

যেমন গো অথবা অশ্ব, কিংবা অশ্বতর একপাৎ বা দ্বিপাৎ বা ত্রিপাৎ হলে কি বহন করতে পারে বা খেতে পারে (অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণ করতে পারে)? সে জন্যে (যজ্ঞে যজমান) ঋগ্বিদ হোতাকে, যজুর্বিদ অধ্বর্যুকে, সামবিদ উদ্গাতাকে এবং অথর্ববেদবিদ ব্রহ্মাকে বরণ করবে। এই (যজমানের) চতুষ্পাদ যজ্ঞ চারলোকে, চারদেবতাতে, চার বেদে, চার হোত্রকে প্রতিষ্ঠিত। সন্তান ও পশুদ্বারা তিনি প্রতিষ্ঠিত হন, যিনি ঋত্বিকদের ঋত্বিক্ত্ব জানেন এবং যজ্ঞীয় নিয়মকানুন জানেন। একথা বলেছেন ব্রাহ্মণ। ॥১॥

প্রজাপতির্যজ্ঞমতনুত। স ঋচৈব হৌত্রমকরোদ্ যজুষাধ্বর্যবঃ সামৌদ্গাত্রমথর্বাঙ্গিরোভির্ব্রহ্মত্বম্। তং বা এতং মহাবাদ্যং কুরুতে, যদৃচৈব হৌত্রমকরোদ্ যজুষাধ্বর্যবঃ সামৌদ্গাত্রমথর্বাঙ্গিরোভির্ব্রহ্মত্বম্। স বা এষ ত্রিভির্বেদৈর্যজ্ঞস্যন্যতরঃ পক্ষঃ সংস্ক্রিয়তে। মনসৈব ব্রহ্মা যজ্ঞস্যন্যতরং পক্ষং সংস্করোতি। অয়মু বৈ যঃ পবতে স যজ্ঞঃ। তস্য মনশ্চ বাক্ চ বর্তনী। মনসা চৈব হি বাচা চ যজ্ঞো বর্ততে। অদ এব মন ইয়মেব বাক্। স যদ্ বদন্নাস্তে, বিদ্যাদর্শং মেহস্য যজ্ঞস্যান্তরগাদিতি। তদ্ যথৈকপাৎ পুরুষো যনেকচক্রো বা রথো বর্তমানো ভ্রেষং ন্যোতি, এবমেবাস্য যজ্ঞো ভ্রেষং ন্যোতি। যজ্ঞস্য ভ্রেষমনু যজমানো ভ্রেষং ন্যোতি। যজমানস্য ভ্রেষমমৃত্বিজো ভ্রেষং নিয়ন্তি। ঋত্বিজাং ভ্রেষমনু দক্ষিণা ভ্রেষং নিয়ন্তি। দক্ষিণানাং ভ্রেষমনু যজমানঃ পুত্রপশুভির্ভ্রেষং ন্যোতি। পুত্রপশুনাং ভ্রেষমনু যজমানঃ স্বর্গেণ লোকেন ভ্রেষং ন্যোতি। স্বর্গস্য লোকস্য ভ্রেষমনু তস্যার্ষস্য যোগক্ষেমো ভ্রেষং ন্যোতি, যস্মিন্নর্থে যজন্ত ইতি ব্রাহ্মণম্ ॥২॥

প্রজাপতি যজ্ঞকে বিস্তৃত করলেন। তিনি ঋগ্বেদের দ্বারা হৌত্রকর্ম করলেন, যজুর্বেদের দ্বারা করলেন আধ্বর্যব কর্ম, সামবেদের দ্বারা করলেন উদ্গাতৃকর্ম ও অথর্ববেদের দ্বারা ব্রহ্মকর্ম সম্পাদন করলেন। একাজ তিনি প্রশংসনীয়ভাবে করেন। (যজ্ঞের) একটি পক্ষ (প্রথম) তিনটি বেদের দ্বারা সংস্কৃত হয়। অন্য পক্ষ ব্রহ্মা মনের দ্বারা সম্পন্ন করেন।

যা পবিত্র করে তাই যজ্ঞ। তার পথ হল দুটি; বাক্ ও মন। মন ও বাকের দ্বারা যজ্ঞ প্রবর্তিত হয়। ঐ (জগৎ) হল মন এই (জগৎ) হল বাক্। যখন (প্রজাপতি) বাক্ বলেন না, তখন তিনি (যজমান) জানবেন যে তাঁর যজ্ঞ অর্ধেক নষ্ট হল। (অর্থাৎ বাক্ ছাড়া অর্ধেক যজ্ঞ পণ্ড হয়)। যেমন একপাদ পুরুষ, যেমন একচক্র রথ ভেঙে পড়ে, তেমনি (একপাক্ষিক) যজ্ঞের নষ্ট হওয়ায় যজমানও পতিত হয়। যাজ্ঞিকের পতনে যজ্ঞফলও নষ্ট হয়। যজ্ঞফল নষ্ট হওয়ার কারণে যজমানের প্রজা ও পশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। প্রজা ও পশুর বিনষ্টিতে যজমানও স্বর্গগমন থেকে বঞ্চিত হয়।

যেহেতু সে স্বর্গগমন থেকে বঞ্চিত হয়, সেহেতু তার সঞ্চিত ধনের অর্ধেক নষ্ট হয়, যে অর্ধে সে যজ্ঞ সম্পাদন করে—একথা বলেছেন ব্রাহ্মণ। ॥২॥

তদু হ স্মাহ শ্বেতকেতুরাকণেয়ো ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা ভাষমাণম্—অর্থং মেহস্য যজ্ঞস্যান্তরগাদিতি।
তস্মাদ্ ব্রহ্মা স্তুতে বহিষ্পবমানে বাচোয়ম্যম্ উপাংশ্বন্তর্যামাভ্যাম্, অথ যে পবমানা ওদৃচস্তেষু,
অথ যানি স্তোত্রাণি সশস্ত্রাণ্যা বষট্কারাৎ তেষু। স যদ্ত্বে ভ্বেষং ন্যচ্ছেদ্ ওং ভূর্জনদিতি
গাইপত্যে জুহুয়াৎ। যদি যজুষ্ট ওং ভুবো জনদিতি দক্ষিণাগ্নৌ জুহুয়াৎ। যদি সামত ওং
স্বর্জনদিত্যাহবনীয়ে জুহুয়াৎ। যদ্যনাজ্জাতাদ্ ব্রহ্মতো বোং ভূর্ভুবঃ স্বর্জনদোমিত্যাহবনীয় এব
জুহুয়াৎ। তদ্ বাকোবাক্যস্যচাং যজুষাং সাম্যামথর্বাঙ্গিরসাম্। অথাপি বেদানাং রসেন যজ্ঞস্য
বিরিষ্টং সংধীয়তে। তদ্ যথা লবণেনেত্যুক্তম্। তদ্ যথোভয়পাৎ পুরুষো যন্মুভয়চক্রো বা রথো
বর্তমানোহ্বেষংন্যেতি, এবমেবাস্য যজ্ঞোহ্বেষংন্যেতি। যজ্ঞস্যাহ্বেষমনু যজমানোহ্বেষংন্যেতি।
যজমানস্যাহ্বেষমম্বহ্বিজোহ্বেষং নিযন্তি। ঋত্বিজামহ্বেষমনু দক্ষিণা অহ্বেষং নিযন্তি।
দক্ষিণানামহ্বেষমনু যজমানঃ পুত্রপশুভিরহ্বেষং ন্যেতি। পুত্রপশূনামহ্বেষমনু যজমানঃ স্বর্গেণ
লোকেনাহ্বেষং ন্যেতি। স্বর্গস্য লোকস্যাহ্বেষমনু তস্যার্ধস্য যোগক্ষেমোহ্বেষংন্যেতি, যস্মিন্নর্ধে
যজন্ত ইতি ব্রাহ্মণম্ ॥৩॥

অরুণতনয় শ্বেতকেতু ভাষণরত ব্রাহ্মণকে দেখে বললেন—‘আমার যজ্ঞের অর্ধেক ফল নষ্ট হয়ে গেছে’। সেজন্য ব্রহ্মা বহিষ্পবমান স্তোত্র পাঠ হলে বাক্সংবরণ করবেন (বাচোযম্যম্) উপাংশু ও অন্তর্যামপাত্র প্রদান পর্যন্ত।

অতঃপর যে পবমান (স্তোত্রসমূহ) উচ্চারিত হবে এবং অন্য যে সমস্ত স্তোত্রসমূহ শাস্ত্রসহ
পঠিত হবে, সেগুলো থেকে বষট্কার পর্যন্ত (তিনি বাক্ সংবরণ করবেন)। যদি ঋকের ত্রুটি
নিরাময় করতে চান, তাহলে ‘ওঁ, ভূঃ, জনৎ’ এই (ব্যাহতি) দ্বারা গাইপত্য অগ্নিতে আহুতি
দেবেন। যদি তা যজুর হয় তাহলে ‘ওঁ ভুবো জগৎ’ এই (ব্যাহতি) দ্বারা দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি
দেবেন। যদি সামের(ত্রুটি) (নিরাময় করতে চান) তাহলে ‘ওঁ স্বঃ জনৎ’, এই (ব্যাহতি দ্বারা)
আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দেবেন। যদি ব্রহ্মবেদের (ত্রুটি হয়) তাহলে ‘ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ জনৎ ওঁ’
বলে আহবনীয়তে আহুতি দেবেন। এই বাক্যবাক্য হল ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ববেদের (শক্তি)।
যেমন উক্ত আছে লবণের দ্বারা ইত্যাদি। যেমন কোনো ব্যক্তি যখন দুপায়ে হাঁটে কিংবা কোন রথ
যখন দুটি চাকার সাহায্যে চলে, তখন তা ভেঙে পড়েনা তেমনি (বাক্ ও মনোময়) অভগ্ন যজ্ঞও
যখন দুটি চাকার সাহায্যে চলে, তখন তা ভেঙে পড়েনা তেমনি (বাক্ ও মনোময়) অভগ্ন যজ্ঞও
ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। যজ্ঞ ভ্রষ্ট না হলে যজমানও ভ্রষ্ট হন না। যজমান ভ্রষ্ট না হলে ঋত্বিকেরাও ভ্রষ্ট
হন না। ঋত্বিকেরা ভ্রষ্ট না হলে দক্ষিণাও ভ্রষ্ট হয় না। দক্ষিণা অটুট থাকায় যজমান পুত্র পশু দ্বারা

ভ্রষ্ট হন না। পুত্র পশু ভ্রষ্ট না হওয়ায় যজমান স্বর্গলাভ থেকে ভ্রষ্ট হন না। স্বর্গলোক বিচ্যুত না হওয়ায় সম্পদের অর্ধাংশ যা দিয়ে যোগক্ষেম (রক্ষিত) হয় তা বিনষ্ট হয় না, যে অর্ধে তাঁরা যাগ করেন—একথা বলেছেন ব্রাহ্মণ। ॥৩॥

তদ্ যদৌদুশ্বর্যা ম আসিষ্ট হিঙ্গুকার্ষীদ্ মে প্রান্তাবীদ্ ম উদগাসীদ্ মে সুব্রহ্মণ্যামাহ্বাসীদিত্যুদগাত্রে দক্ষিণা নীয়ন্তে, গ্রহান্ মেংগ্রহীৎ প্রাচারীদ্ মেংশুশ্রবদ্ মে সমনসঙ্কার্ষীদয়াক্ষীদ্ মেংবষট্কার্ষীদ্ মে ইত্যধ্বর্যবে, হোতৃষদন আসিষ্টায়াক্ষীদ্ মেংশংসীন্ মেংবষট্কার্ষীদ্ ম ইতি হোত্রে, দেবযজনং মেংচীক্লুপদ্ ব্রহ্মাসাদং মেংসীস্পদ্ ব্রহ্মজপান্ মেংবষট্কার্ষীদ্ ম ইতি হোত্রে, দেবযজনং মেংচীক্লুপদ্ ব্রহ্মাসাদং মেংসীস্পদ্ ব্রহ্মজপান্ মেংজপীৎ পুরস্তাদ্বোমসংস্থিতহোমান্ মেংহৌষীদয়াক্ষীদ্ মেংশাংসীদ্ মেংবষট্কার্ষীদ্ ম ইতি ব্রহ্মণে। ভূয়িষ্ঠেন মা ব্রহ্মণাকার্ষীদিতি। এতদ্ বৈ ভূয়িষ্ঠং ব্রহ্ম, যদ্ ভূধ্বঙ্গিরসঃ। যেংঙ্গিরসঃ স রসঃ। যেংথর্বাণো যেংথর্বাণস্তদ্ ভেষজম্। যদ্ ভেষজং তদমৃতং। যদমৃতং তদ্ ব্রহ্ম। স বা এষ পূর্বেষামৃদ্বিজামর্ধভাগস্যামর্ধমিতরেষামর্ধং ব্রহ্মণ ইতি ব্রাহ্মণম্ ॥৪॥

(যজমান বলবেন)—যে উদ্ গাতা উদুশ্বর আসনে বসে আমার জন্যে ‘হিং’ উচ্চারণ করেছেন, আমার জন্যে স্তুতি করেছেন, আমার জন্যে সামগান করেছেন, সুব্রহ্মণ্যকে আহ্বান করেছেন সেই উদ্ গাতার উদ্দেশ্যে দক্ষিণাদান বিধেয়। যে অধ্বর্যু আমার জন্যে সোমপাত্র গ্রহণ করেছেন, আমাকে তা প্রদান করেছেন, আমার জন্যে শ্রবণ করেছেন, যিনি শত্রুদের ও সুমনা (শোভন মনোযুক্ত) করেছেন, যিনি আমার জন্যে আত্মতি দিয়েছেন, আমার জন্যে ‘বষট্’ (কার) করেছেন, তাঁর জন্যে দক্ষিণা বিধেয়।

যে (হোতা) আমার জন্যে হোতৃসদন গ্রহণ করেছেন, আমার জন্যে যাজ্ঞা পাঠ করেছেন, আমার জন্যে বষট্কার করেছেন (সেই হোতারও দক্ষিণা প্রাপ্য)। তিনি (ব্রহ্মা) আমার দেবযজনকে যথাযথভাবে স্থাপিত করেছেন। ব্রহ্মার আসনকে আমার (যজ্ঞে) প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি ব্রহ্মজপ আমার জন্যে করেছেন। তিনি আমার জন্যে প্রথম (পুরস্তাদহোম) ও অন্তিম (সংস্থিতহোমে)-এ আত্মতি দান করেছেন। তিনি আমার জন্যে যজ্ঞসম্পাদন করেছেন। তিনি আমার জন্যে বষট্কার করেছেন। সেই ব্রহ্মার জন্যে (দক্ষিণা বিধেয়)। এই ভূয়িষ্ঠ ব্রহ্মাই হল ভূধ্বঙ্গিরস। যারা আঙ্গিরস তাই হল রস। যেই অথর্বা তাই ভেষজ। যা ভেষজ তাই অমৃত। যা অমৃত তাই ব্রহ্ম। এই হল সেই পূর্বের (অন্যান্য) ঋত্বিকদের (বাকি) অর্ধেক, যে অর্ধেক ব্রহ্মার—একথা বলেছেন ব্রাহ্মণ। ॥৪॥

দেবাশ্চ হ বা অসুরাশ্চ সংগ্রামং সময়তন্ত। তত্রৈতান্তিশ্রো হোত্রা (হোত্রকাঃ) জিহ্মাঃ
প্রতিপেদিরে। তাসামিন্দ্র উক্থানি সামানি লুলোপ। তানি হোত্রে প্রাযচ্ছৎ। আজ্যং হ বৈ
হোতুর্ভূব, প্রউগং পোতুঃ। বৈশ্বদেবং হ বৈ হোতুর্ভূব, নিক্বেবল্যং নেষ্টুঃ। মরুত্বতীয়ং হ বৈ
হোতুর্ভূব, আগ্নিমারুতমাগ্নীধস্য। তস্মাদেতদভ্যস্ততরমিব শস্যতে যদাগ্নিমারুতম্। তস্মাদেতে
সংশংসুকা ইব ভবন্তি যদ্ ধোতা পোতা নেষ্টা। আগ্নীধো মুমুহে বসীত। তদ্ ব্রহ্মৈয়সামিবাস।
তাসামর্ধং প্রতিলুলোপ প্রথমার্হণং চ প্রথমপদং চৈতদ্ দক্ষিণাং চৈতৎ পরিশিষেদেদ্ ইতি
ব্রাহ্মণম্ ॥৫॥

দেবতা ও অসুরেরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। তখন তিনজন হোত্রক পরামর্শ শুরু করলেন।
ইন্দ্র তাদের (অর্থাৎ অসুরদের) উক্থগীতিসমূহ বিলোপ করলেন। সেসব তিনি হোতাকে প্রদান
করলেন। আজ্য হল হোতার, প্রউগ হল পোতার, বৈশ্বদেব হল হোতার, নিক্বেবল্য হল নেষ্টার।
মরুত্বতীয় হল হোতার, আগ্নিমারুত হল আগ্নীধর। এজন্য আগ্নিমারুত (শস্ত্র) অভ্যস্ত
(পুনরুচ্চারণ) সহ পঠিত হয়। সেহেতু এইসব হোতা বা নেষ্টা হলেন শংসনকারীর মতোই।
আগ্নীধ মোহের গভীর অন্ধকারের মধ্যে বাস করছিলেন। ব্রহ্মাও তখন উদাসীন ছিলেন। তখন
তিনি (ইন্দ্র) তাদের (হোত্রকদের) অর্ধভাগ (দক্ষিণা?) বিলোপ করলেন। এবং তার প্রথমার্হতা,
প্রথমপ্রাপ্তিযোগ্যতা ও দক্ষিণা নিষেধ করেন। ॥৫॥

১. হোত্রক বলতে বোঝায় হোতাদের তিনজন সহকারী ঋত্বিক। তাঁরা হলেন মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক ও
গ্রাবস্তুৎ। উদ্গাতার তিনজন সহকারী হলেন প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা, সুব্রহ্মণ্য। অধ্বর্যুর সহকারীগণ হলেন
প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা ও উন্নোতা। ব্রহ্মার সহকারী ঋত্বিক হলেন- ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, আগ্নীধ ও পোতা।
সোমযাগে ষোলজন ঋত্বিক লাগে, অন্য যাগে এতজনের প্রয়োজন হয় না।

উদ্বালকো হ বা আরুণিরুদীচ্যান্ বৃত্তো ধাবয়াংচকার। তস্য হ নিক্শ উপাহিতো
বভূবোপবাদাদ্ বিভ্যতঃ— যো মা ব্রাহ্মণোহনূচান উপবদিষ্যতি, তস্মা এতং প্রদাস্যামীতি।
তদ্বোদীচ্যান্ ব্রাহ্মণান্ ভয়ং বিবেদ—উদ্বালকো হ বা অয়মায়াতি কৌরুপঞ্চোলো ব্রহ্মা
ব্রহ্মপুত্রঃ। স উর্ধ্বং বৃত্তো ন পর্যাদধীত। কেনেমং বীরেণ প্রতिसংযতামহা ইতি। তং যত এব
প্রপন্নং দধে, তত এবমনুপ্রতিপেদিরে। তে হ স্বৈদায়নং শৌনকমুচুঃ—স্বৈদায়ন ত্বং বৈ নো
ব্রহ্মিষ্ঠোহসীতি, ত্বয়েমং বীরেণ প্রতिसংযতামহা ইতি। তং যত এব প্রপন্নং দধে, তত
এবমনুপ্রতিপেদিরে। তং হ স্বৈদায়ন ইত্যামন্ত্রয়ামাস। স হো গৌতমস্য পুত্রোতি হাস্মা
অসূয়াপ্রতিশ্রুতং প্রতিশুশ্রাব। স বৈ গৌতমস্য পুত্র উর্ধ্বং বৃত্তো ধাবেৎ ॥৬॥

আরুণি উদ্দালক বৃত হয়ে উত্তরদিকে ধাবিত হলেন। নিষ্কযুক্ত হয়ে (চললেন)। (উত্তরদেশীয়দের) তর্কের ভয় (দেখাবেন তিনি)। (মনে মনে বললেন)—‘যে ব্রাহ্মণ (সাস্ত্রবেদ) অনুষ্ঠাত হয়ে উপদেশ করবেন, তাঁকে এসব দান করবো’। উত্তরদেশীয় ব্রাহ্মণদের ভয় উত্তরের মধ্যে জাগল—ঐ এসেছে ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মা, কুরুপাঞ্চালের অধিবাসী উদ্দালক। সে শরীরের উর্ধ্বদিকে নিষ্কবৃত হয়ে আছে। একে কোন বীরের প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রতিপন্ন করবো? যখন তিনি এগিয়ে এলেন তখন তাঁরা তাঁকে গ্রহণ করলেন। তাঁরা স্বৈদায়ন শৌনককে বললেন—‘হে স্বৈদায়ন। তুমি আমাদের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র, তুমি এই বীরের প্রতিপক্ষ হও’। তিনি যখন এলেন, তখন তাঁরা তাঁকে গ্রহণ করলেন। তাঁকে (স্বৈদায়নকে)—‘হে স্বৈদায়ন’—এই বলে আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি তাঁকে ডেকে বললেন—‘ওহে গৌতমের পুত্র (এস তর্ক কর)’। যখন অসূয়াযুক্ত হয়ে (ক্ষুব্ধ হয়ে) তিনি তাঁর (প্রশ্নের উত্তর দিলেন) তখন সেই গৌতমের পুত্র (স্বৈদায়ন) শরীরের উর্ধ্বভাগে সেই নিষ্ক ধারণ করলেন। ॥৬॥

যস্তদ্ দর্শপূর্ণমাসয়ো রূপং বিদ্যাং কস্মাদ্ ইমাঃ প্রজাঃ শিরন্তঃ প্রথমঃ লোমশা জায়ন্তে, কস্মাদাসামপরমিব শ্মশ্রুণ্যপকক্ষাণ্যানি লোমানি জায়ন্তে? যস্তদ্ দর্শপূর্ণমাসয়ো রূপং বিদ্যাং কস্মাদিমাঃ প্রজাঃ শিরন্তঃ প্রথমঃ পলিতা ভবন্তি, কস্মাদন্ততঃ সর্বা এব পলিতা ভবন্তি? যস্তদ্ দর্শপূর্ণমাসয়ো রূপং বিদ্যাং কস্মাদিমাঃ প্রজা অদন্তিকা জায়ন্তে, কস্মাদাসামপরমিব জায়ন্তে? যস্তদ্ দর্শপূর্ণমাসয়ো রূপং বিদ্যাং কস্মাদাসাং সপ্তবর্ষাষ্টবর্ষাণাং প্রতিদ্যন্তে, কস্মাদাসাং পুনরেব জায়ন্তে, কস্মাদন্ততঃ সর্ব এব প্রতিদ্যন্তে? যস্তদ্ দর্শপূর্ণমাসয়ো রূপং বিদ্যাং কস্মাদধরে দন্তাঃ পূর্বে জায়ন্তে, পর উত্তরে? যস্তদ্ দর্শপূর্ণমাসয়ো রূপং বিদ্যাং কস্মাদধরে দন্তাঃ অণীয়াংসো হ্রসীয়াংসো বর্ষীয়াংসো বর্ষীয়াংস উত্তরে? যস্তদ্ দর্শপূর্ণমাসয়ো রূপং বিদ্যাং কস্মাদিমৌ দংষ্ট্রৌ দীর্ঘতরৌ, কস্মাৎ সমে ইব জংভে? যস্তদ্ দর্শপূর্ণমাসয়ো রূপং বিদ্যাং কস্মাদিমে শ্রোত্রে অন্তরতঃ সমে ইব দীর্ঘে? যস্তদ্ দর্শপূর্ণমাসয়ো রূপং বিদ্যাং কস্মাংসঃ শ্মশ্রুবন্তোহশ্মশ্রুবঃ স্ত্রিয়ঃ? যস্তদ্ দর্শপূর্ণমাসয়ো রূপং বিদ্যাং কস্মাদাসাং সংততিমিব শরীরং ভবতি, কস্মাদাসামস্থীনি দৃঢ়তরাণীব ভবন্তি। যস্তদ্ দর্শপূর্ণমাসয়ো রূপং বিদ্যাং কস্মাদাসাং প্রথমে বয়সি রেতঃ সিজং ন সংভবতি, কস্মাদাসাং মধ্যমে বয়সি রেতঃ সিজং সংভবতি, কস্মাদাসামুত্তমে বয়সি রেতঃ সিজং ন সংভবতি? যস্তদ্ দর্শপূর্ণমাসয়ো রূপং বিদ্যাং কস্মাদিদং শিশ্নুমুচ্চশ এতি নীচী পদ্যতে? কস্মাৎ সকৃদপানম্? ॥৭॥

(উদ্দালক জিজ্ঞাসা করলেন)—‘যিনি দর্শপূর্ণমাসযোগের রূপ জানেন (তিনি বলুন); কোথা থেকে এই প্রাণীরা জন্ম নেয় যাদের প্রথম কেশ মস্তকে দেখা যায়? কোথা থেকেই বা তাদের দাড়ি ও কক্ষিস্থানের লোমসমূহ জন্মায়? যিনি দর্শপূর্ণমাস যোগের রূপ জানেন (তিনি বলুন), কেন

প্রাণীদের মাথার কেশ প্রথম পাকে তারপর কেন অন্যান্যস্থানের লোমসমূহ পাকে। যিনি দর্শপূর্ণমাসযাগ জানেন, (তিনি বলুন) কেন প্রথমে প্রাণীরা দন্তহীন হয়ে জাত হয়, কেনই বা পরে তাদের দন্ত উদগত হয়। যিনি দর্শপূর্ণমাস যাগের রূপ জানেন (তিনি বলুন) কেনই বা সাত আট বছর বয়সীদের (দাঁত) ভেঙে পড়ে আর কেনই বা পুনরায় তা জন্মায়। কোথায় বা শেষে তা একেবারে হারিয়ে যায়। যিনি দর্শপূর্ণমাস যাগের রূপ জানেন (তিনি বলুন), কোথা থেকে প্রথমে নীচের পাটির দাঁত উদগত হয়, পরে উপর পাটির। যিনি দর্শপূর্ণমাস যাগের রূপ জানেন (তিনি বলুন) কেন নীচের পাটির দাঁতগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি ও হ্রস্ব, উপরপাটির গুলি চওড়া ও লম্বা। যিনি দর্শপূর্ণমাস যাগের রূপ জানেন (তিনি বলুন) কেনই বা (সামনের) দাঁতদুটি দীর্ঘতর (অপেক্ষাকৃত), কেনই বা চোয়াল দুটি সমান হয়। যিনি দর্শপূর্ণমাস যাগের রূপ জানেন (তিনি বলুন) কিভাবেই বা এই কান দুটি মাঝখানে সমান ছিদ্রযুক্ত। যিনি দর্শপূর্ণমাসযাগের রূপ জানেন (তিনি বলুন) কেন পুরুষ মানুষ শ্মশ্রুযুক্ত, কেনই বা স্ত্রীলোকেরা শ্মশ্রুহীন। যিনি দর্শপূর্ণমাস যাগের রূপ জানেন (তিনি বলুন), কেনই বা শরীর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কেনই বা শরীরের অস্থিসমূহ এত দৃঢ়তর হয়। যিনি দর্শপূর্ণমাস যাগের রূপ জানেন (তিনি বলুন), কেন (প্রাণীদের) প্রথম বয়সে রেতঃ সিক্ত হয় না, কেনই বা মধ্যবয়সে (প্রাণীদের) রেতঃ সিক্ত হয়, কেনই বা শেষ বয়সে রেতঃ সিক্ত হয় না। যিনি দর্শপূর্ণমাস যাগের রূপ জানেন (তিনি বলুন) কেনই বা লিঙ্গ উন্নত হয়, কেনই বা অবনত হয়, কেনই বা একবার অপান বায়ু গ্রহণ করা হয়' ॥৭॥

১. মূলে সর্বত্র 'দর্শপূর্ণমাসয়ো' আছে। বিসর্গবিহীন। বিসর্গ হওয়া উচিত ছিল।

অথ যঃ পুরস্তাদষ্টাবাজ্যভাগান্ বিদ্যাৎ, মধ্যতঃ পঞ্চঃ হবির্ভাগাঃ ষট্ প্রাজাপত্যাঃ, উপরিষ্টাদষ্টাবাজ্যভাগান্ বিদ্যাৎ, অথ যো গায়ত্রীং হরিণীং জ্যোতিষ্পক্ষাং সর্বৈর্যজ্ঞৈর্যজমানঃ স্বর্গং লোকমভিবহন্তীং বিদ্যাৎ, অথ যঃ পণ্ডিত্ত্বং পঞ্চপদাং সপ্তদশাঙ্করাং সর্বৈর্যজ্ঞৈর্যজমানঃ স্বর্গং লোকমভিবহন্তীং বিদ্যাৎ। তস্মৈ হ নিক্তং প্রযচ্ছনুবাচ—অনূচানো হ বৈ স্বেদায়নাসি সুবর্ণং বৈ সুবর্ণবিদে দদামীতি। তদুপযম্য নিশ্চক্রাম। তত্রাপবব্রাজ যত্রেতরো বভূব। তং হ পপ্রচ্ছ—কিমেষ গৌতমস্য পুত্র ইতি। এষ ব্রহ্মা ব্রহ্মাপুত্র ইতি হোবাচ, যদেনং কশ্চিদুপবদেতোত মীমাংসেত হ বা মূর্খা বা অস্য বিপতেৎ প্রাণা বৈনং জহ্যুরিতি। তে মিথ এব চিক্রন্দেয়ুর্বিপ্রাপবব্রাজ যত্রেতরো বভূব। তে প্রাতঃ সমিৎপাণয় উপোদেয়ুঃ—উপায়ামো ভবন্তুমিতি। কিমর্থমিতি? যানেব নো ভবাংস্তান্ হ্যঃ প্রশ্নানপৃচ্ছৎ, তানেব নো ভবান্ ব্যাচক্ষীতেতি। তথ্যেতি। তেভ্য এতান্ প্রশ্নান্ ব্যাচচষ্টে ॥৮॥

যিনি প্রথম আটটি আজ্যভাগ, মধ্যের পাঁচটি হবির্ভাব, প্রজাপতির ছয়ভাগ এবং শেষের আটটি আজ্যভাগকে জানেন, অতঃপর যিনি সোনার বরণ, আলোর পাখাযুক্ত গায়ত্রীকে জানেন, যিনি সকল যজ্ঞের দ্বারা যজমানকে স্বর্গলোকে বহনকারী, যিনি পঞ্চপদী ও সপ্তদশ অক্ষরযুক্ত যুক্ত এবং যিনি সকল যজ্ঞের দ্বারা যজমানকে স্বর্গলোকে বহন করে নিয়ে যান, সেই পণ্ডিত (ছন্দকে) জানেন, তাঁকে স্বর্ণমুদ্রা (নিষ্ক) দিয়ে তিনি (উদালক) বললেন—‘স্বৈদায়ন! তুমি বিদ্বান। আমি তাকেই স্বর্ণদান করছি, যে স্বর্ণবিৎ’। অতঃপর (স্বৈদায়ন) তা গ্রহণ করে চলে গেলেন। তিনি সেখানে চলে গেলেন যেখানে অন্য জন ছিল। তাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—‘ওহে গৌতমের পুত্র! কেমন এ জন (তোমার সঙ্গে ব্যবহার করে)’? তখন ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মা বললেন—‘যে তার সম্পর্কে অভদ্র বাক্য উচ্চারণ করেছে এবং অনুসন্ধান করেছে, তার মুণ্ড যেন খসে পড়ে, প্রাণবায়ু তাকে ত্যাগ করে চলে যায়’। তখন সেই বিদ্বান লোকেরা চিৎকার করতে লাগল এবং যেখানে(উদালক) ছিলেন, সেখানে চলে গেল।

সকলে সকালবেলায় সমিৎপাণি হয়ে (উদালকের) কাছে উপস্থিত হয়ে বলল—‘আমরা আপনার কাছে এসেছি’। (তিনি জিজ্ঞাসা করলেন) ‘কেন’? (তারা বলল) ‘যে সমস্ত প্রশ্ন আপনি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সে সমস্ত (প্রশ্নের) ব্যাখ্যা আপনি করুন’। তিনি বললেন ‘তথাস্তু’। তখন তিনি তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।।।৮।।

যৎ পুরস্তাদ্ বেদেঃ প্রথমং বর্হি স্তৃণাতি, তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ শিরস্তঃ প্রথমং লোমশা জায়ন্তে। যদপরমিব প্রস্তরমনুপ্রস্তৃণাতি, তস্মাদাসামপরমিব শ্মশ্রুগ্যপকক্ষাগ্যন্যানি লোমানি জায়ন্তে। যৎ প্রাগ্ বর্হিষঃ প্রস্তরমনুপ্রহরতি, তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ শিরস্তঃ প্রথমং পলিতা ভবন্তি। যদন্ততঃ সর্বমেবানুপ্রহরতি, তস্মাদন্ততঃ সর্ব এব পলিতা ভবন্তি। যৎ প্রযাজা অপুরোহনুবাক্যাবন্তো ভবন্তি, তস্মাদিমাঃ প্রজা অদন্তিকা জায়ন্তে। যদ্ববীংষি পুরোহনুবাক্যাবন্তি ভবন্তি, তস্মাদাসামপরমিব জায়ন্তে। যদনুযাজা অপুরোহনুবাক্যাবন্তো ভবন্তি, তস্মাদাসাং সপ্তবর্ষাষ্টবর্ষাণাং প্রভিধ্যন্তে। যৎ পত্নীসংযাজাঃ পুরোহনুবাক্যাবন্তো ভবন্তি, তস্মাদাসাং পুনরেব জায়ন্তে। যৎ সমিষ্টযজুরপুরোহনুবাক্যাবদ্ ভবতি, তস্মাদন্ততঃ সর্ব এব প্রভিধ্যন্তে। যদ্ গায়ত্র্যানূচ্য ত্রিষ্টুভা যজতি, তস্মাদধরে দন্তাঃ পূর্বে জায়ন্তে, পর উত্তরে। যদ্চানূচ্য যজুষা যজতি, তস্মাদধরে দন্তা অণীয়াংসো হ্রসীয়াংসঃ, প্রথীয়াংসো বর্ষীয়াংস উত্তরে। যদাঘারৌ দীর্ঘতরৌ প্রাঞ্চাবাঘারয়তি, তস্মাদিমৌ দংষ্ট্রৌ দীর্ঘতরৌ। যৎ সংযাজ্যে সচ্ছন্দসী, তস্মাৎ সমে ইব জন্তে। যচ্চতুর্থে প্রযাজে সমানয়তি, তস্মাদিমে শ্রোত্রে অন্তরতঃ সমে ইব দীর্গে। যজ্ঞপং জপিত্বাভিহিংকণোতি, তস্মাৎ পুমাংসঃ শ্মশ্রুবন্তোহশ্মশ্রুব স্ত্রিয়ঃ। যৎ সামিধেনীঃ সংতম্বনম্বাহ তস্মাদাসাং সংততমিব শরীরং ভবতি। যৎ সামিধেন্যঃ কাষ্ঠহবিষো ভবন্তি, তস্মাদাসামস্থীনি

দৃঢ়তরাণীৰ ভবন্তি। যৎ প্রযাজা আজ্যহবিষো ভবন্তি। তস্মাদাসাং প্রথমে বয়সি রেতঃ সিক্তং ন সংভবতি। যদ্ মধ্যে হবিষাং দগ্ধা চ পুরোডাশেন চ প্রচরন্তি, তস্মাদাসাং মধ্যমে বয়সি রেতঃ সিক্তং সংভবতি। যদনুযাজা আজ্যহবিষো ভবন্তি, তস্মাদাসামুত্তমে বয়সি রেতঃ সিক্তং ন সংভবতি। যদুত্তমে অনুযাজে সকৃদপানিতি, তস্মাদিদং শিশ্নুমুচ্চশ এতি নীচী পদ্যতে। যদ্ নাপানেৎ সকৃচ্ছুনং স্যাৎ। যদ্ মুহুরপানেৎ সকৃৎ পন্নং স্যাৎ। তস্মাৎ সকৃদপানিতি, নেৎ সকৃচ্ছুনং স্যাৎ সকৃৎ পন্নং বেতি ॥৯॥

(উত্তর)—যেহেতু প্রথমে তিনি সামনের বেদিতে কুশ বিছিয়ে দেন, সেহেতু যে সমস্ত প্রাণী জন্মায়, তাদের প্রথম কেশ মস্তকে জন্ম নেয়। যেহেতু তিনি পিছনের দিকে প্রস্তর বিছিয়ে দেন, সেহেতু এদের দাড়ি, উপকক্ষ (বগল) ও অন্যান্য (স্থানে) কেশ লোমসমূহ জন্ম নেয়। যেহেতু তিনি প্রথমেই কুশ (বিছিয়ে দেবার আগে) প্রস্তরসমূহ (অগ্নিতে) বিছিয়ে দেন এবং (তা ছাই-সাদা হয়) সেহেতু এ সমস্ত প্রাণীর মাথার চুল প্রথমে সাদা হয়। যেহেতু শেষে সমস্ত কিছু প্রদান (আহুতি) করা হয়, সেহেতু সমস্ত কেশ শেষে পলিত হয়ে যায়। যখন প্রযাজসমূহ পুরোহনুবাক্যহীন হয়ে প্রযুক্ত হয়, সেহেতু এই প্রজাসকল প্রথমে দন্তহীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে। যেহেতু পরে হবিঃ সমূহ পুরোহনুবাক্যযুক্ত প্রযুক্ত হয়, সেহেতু প্রজাদের (অর্থাৎ প্রাণীদের) পরে (দাঁত) গজায়। যেহেতু অনুযাজসমূহ পুরোহনুবাক্য বিহীন হয়, সেহেতু (প্রাণীদের) (দাঁত) সাতআট বছরেই ভ্রষ্ট হয়। যেহেতু সংযাজসমূহ পুরোহনুবাক্যযুক্ত হয়ে থাকে, সেহেতু এদের (দাঁত) পুনরায় জন্মায়। যেহেতু সমিষ্টযজুঃ পুরোহনুবাক্যহীন হয়, সেহেতু অবশেষে সকল (দাঁত) পুনরায় ভ্রষ্ট হয়। যেহেতু (যজমান) গায়ত্রী ছন্দ উচ্চারণ করার পর ত্রিষ্টুপ্ দিয়ে যাগ করেন, সেহেতু অধরে (নীচের দিকে) প্রথমে দাঁত জন্মায়, পরে উপরের (পাটিতে)। যেহেতু ঋকমন্ত্র উচ্চারণ করে যজুঃমন্ত্রের দ্বারা আহুতি দেওয়া হয়, সেহেতু নীচের (পাটির) দাঁতগুলি (আকারে) ক্ষুদ্র ও হ্রস্ব, উপরেরগুলি চওড়া ও দীর্ঘ। যেহেতু (যজমান) পূর্বদিকে মুখ করে দুটি দীর্ঘতর ঘৃতাহুতি দেন, সেহেতু সামনের দাঁতদুটি (অপেক্ষাকৃত) দীর্ঘ হয়। যেহেতু সংযাজ্যা (অনুবাক্য ও যাজ্যা) একই ছন্দের হয়, সেহেতু চোয়ালের (দাঁতগুলি) সমান হয় (ছোট বড় হয় না)। যেহেতু চতুর্থপ্রযাজকালে (অধবর্ষ্য) (আজ্য উপভূৎপাত্র থেকে জুহুতে) সমানভাবে রাখেন, সেহেতু দুটি কানের মধ্যস্থ গহ্বর সমান হয়। যেহেতু জপ করেই তিনি অভিহিংকার করেন, সেহেতু পুরুষেরা শ্মশ্রুবান হন, মহিলারা শ্মশ্রুহীনা হন। যেহেতু (হোতা) সামিধেনী (অগ্নিপ্রজ্বালন মন্ত্রসমূহ) দীর্ঘতর পাঠ করেন, সেহেতু এদের শরীরও দীর্ঘতর হয়। যেহেতু সামিধেনীসমূহ কাষ্ঠহবিঃ (দ্বারা) সম্পন্ন হয়, সেহেতু (প্রাণিকুলের) শরীরের অস্থিসমূহ দৃঢ়তর হয়। যেহেতু প্রথমে প্রযাজসমূহ আজ্যহবিঃ (দ্বারা) সম্পন্ন হয়, সেহেতু প্রথমবয়সে (প্রাণীদের) রেতঃ সিক্ত হয় না (উৎপাদনশীল হয় না)। যেহেতু হবিঃ সমূহের মধ্যে দধি ও পুরোডাশ দিয়ে (আহুতি) দেন, সেহেতু মধ্যবয়সে বীৰ্য সিক্ত থাকে (অর্থাৎ উৎপাদনশীল

থাকে)। যেহেতু শেষে অনুযাজে আজ্যহবি (দ্বারা সম্পন্ন) হয়, সেহেতু শেষ বয়সে রেতঃ সিক্ত থাকে না। যেহেতু শেষ অনুযাজে (হোতা) একবার মাত্র প্রস্থাস নেন, সেহেতু (পুরুষের) লিঙ্গ থাকে না। যেহেতু শেষ অনুযাজে (হোতা) একবার মাত্র প্রস্থাস নেন তাহলে শরীর স্ফারিত (একবার) উচ্ছ্রিত। অতঃপর অবনত হয়। যদি তিনি (হোতা) প্রস্থাস নেন তাহলে শরীর স্ফারিত হয়। যদি বারবার তিনি অপান বায়ু গ্রহণ করেন তাহলে (শরীর) একেবারে ভেঙে পড়বে। সেহেতু (হোতা) একবারই অপানবায়ু গ্রহণ করবেন। তাহলে শরীর স্ফারিত হবেনা। (ফুলে যাবে না) বা ভেঙে পড়বে না। ॥৯॥

অথ যে পুরস্তাদষ্টাবাজ্যভাগাঃ পঞ্চ প্রযাজা দ্বাবাঘারৌ দ্বাবাজ্যভাগাবাগ্নেয় আজ্যভাগানাং প্রথমঃ সৌম্যো দ্বিতীয়ো হবির্ভাগানাম্। হবির্হেব সৌম্যম্, আগ্নেয়ঃ পুরোডাশঃ, অগ্নীষোমীয়ঃ উপাংশুযাজঃ, অগ্নীষোমীয়ঃ পুরোডাশঃ, অগ্নিঃ স্থিষ্টকৃদিত্যেতে মধ্যতঃ পঞ্চ হবির্ভাগাঃ। অথ যে ষট্ প্রাজাপত্যা ইড়া চ প্রাশিত্রং চ যচ্চাগ্নীধ্রাবদ্যতি ব্রহ্মভাগো যজমানভাগোহন্বাহার্য এব ষষ্ঠঃ। অথ য উপরিষ্টাদষ্টাবাজ্যভাগান্নয়োহনুযাজাশ্চত্বারঃ পত্নীসংযাজাঃ সমিষ্টযজুরষ্টমম্। অথ যা গায়ত্রী হরিণী জ্যোতিষ্পক্ষা সর্বৈর্যজ্ঞৈর্যজমানং স্বর্গং লোকমভিবহতি, বেদিরেব সা। তস্য যে পুরস্তাদষ্টাবাজ্যভাগাঃ, স দক্ষিণঃ পক্ষঃ, অথ য উপরিষ্টাদষ্টাবাজ্যভাগাঃ, স উত্তরঃ পক্ষঃ, হবীংষ্যাভ্রা, গাইপত্যো জঘনম্, আহবনীয়ঃ শিরঃ, সৌবর্ণরাজতৌ পক্ষৌ। তদ্ যদাদিত্যং পুরস্তাৎ পর্যন্তং ন পশ্যন্তি, তস্মাদজ্যোতিষ্ক উৎকরো ভবতি। অথ যা পঙক্তাঃ পঞ্চপদা সপ্তদশাক্ষরা সর্বৈর্যজ্ঞৈর্যজমানং স্বর্গং লোকমভিবহতি, যাজ্যেব সা। তস্যা ওং শ্রাবয়েতি চতুরক্ষরম্, অস্ত্র শ্রৌষড়িতি চতুরক্ষরং, যজেতি দ্ব্যক্ষরং, যে যজামহ ইতি পঞ্চাক্ষরম্, দ্ব্যক্ষরো বৈ বষট্কারঃ। সৈষা পঙক্তাঃ পঞ্চপদা সপ্তদশাক্ষরা সর্বৈর্যজ্ঞৈর্যজমানং স্বর্গং লোকমভিবহতি। তদ্ যত্রাসৈশ্বর্যং স্যাদ্ যত্র বৈনমভিবহেয়ুঃ, এবংবিদমেব তত্র ব্রহ্মাণং বৃণীয়াদ্ নানেবংবিদমিতি ব্রাহ্মণম্ ॥১০॥

অতঃপর যে আটটি আজ্যভাগ পূর্বে (প্রদত্ত হয়েছে), তার মধ্যে পাঁচটি হল প্রযাজ, দুটি আঘার দুটি আজ্য ভাগ। আগ্নেয় আজ্যভাগটি হল প্রথম। (মোট আজ্যভাগ হল আট)। হবির্ভাগের মধ্যে দ্বিতীয়টি হল সৌমের। সৌম হলেন হবিঃ। আগ্নেয় পুরোডাশ, অগ্নীষোমীয় উপাংশুযাজ, অগ্নীষোমীয় পুরোডাশ, স্থিষ্টকৃৎ অগ্নি—এই হল মধ্যের পাঁচটি হবির্ভাগ। অতঃপর প্রজাপতির ছটি ভাগ; ইড়া ও প্রাশিত্র আগ্নীধ্রের জন্যে দুটি, ব্রহ্মার ভাগ একটি, যজমানের ভাগটি নিয়ে মোট ছটি ভাগ। অতঃপর শেষ যে আটটি আজ্যভাগ আছে—তার মধ্যে তিনটি অনুযাজ, চারটি পত্নীসংযাজ ও অষ্টমটি হল সমিষ্টযজুঃ। অতঃপর যিনি সোনার বরণ আলোর পাখাযুক্ত গায়ত্রী, যিনি সমস্ত যজ্ঞের মধ্য দিয়ে যজমানকে স্বর্গলোকে বহন করে নিয়ে যান, সেই (গায়ত্রী) হলেন বেদি। তাঁর যে

পূর্বকালীন আটটি আজ্যভাগ, তাই হল তাঁর দক্ষিণ পক্ষ। অতঃপর পরের যে আটটি আজ্যভাগ, তা-ই হল তাঁর অন্য পক্ষ। হবিঃসমূহ হল আত্মা, গার্হপত্য (অগ্নি) হল জঘন, আহবনীয় (অগ্নি) তার মাথা। পাখা দুটি (যথাক্রমে) সোনার ও রূপার তৈরী।

তাঁরা আদিত্যকে প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখতে পাননা। উৎকর তাই জ্যোতিহীন। (এখানে কি আবর্জনার গর্তের অন্ধকারকে বোঝান হচ্ছে?)

অতঃপর যে পঙক্তির ছন্দ পঞ্চপদযুক্ত, সপ্তদশ অক্ষর বিশিষ্ট, সে সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে দিয়ে যজমানকে স্বর্গলোকাভিমুখে বহন করে নিয়ে যায়। সে হল যাজ্ঞা। তার ‘ওঁ শ্রাবয়’ এরূপ যে চার অক্ষর, তার পাদ ‘অস্তু শ্রৌষট্’ এইরূপ যে চার অক্ষর (তারপর) ‘যজ’ এইরূপ অক্ষরদ্বয় এবং ‘যে যজামহে’ এইরূপ যে পঞ্চাশ অক্ষর (পাদ) এবং ‘বষ্টকার’ হল তার দুটি অক্ষর বিশিষ্ট (পাদ), এই সেই পঙক্তি পঞ্চপদযুক্ত এবং সপ্তদশ অক্ষরবিশিষ্ট। সে সমস্ত যজ্ঞের ভিতর দিয়ে যজমানকে স্বর্গলোক অভিমুখে বহন করে নিয়ে যায়। তাদের যেখানে ঐশ্বর্য আছে, কিংবা সেখানে তারা একে (যজমানকে) বহন করে নিয়ে যায়, সেসব যে জানে সেই ব্রহ্মাকে সেখানে বরণ করবে—সেই অভিজ্ঞকে এই কথাই ব্রাহ্মণ বলছেন। ॥১০॥

১. এই অংশটি দর্শপূর্ণমাস যাগে প্রযাজ সংক্রান্ত।

অথ হ প্রাচীনযোগ্য আজগাম—অগ্নিহোত্রঃ ভবন্তঃ পৃচ্ছামি গৌতমেতি। পৃচ্ছ প্রাচীনযোগ্যেতি। কিংদেবত্যং তে গবীড়ায়াম্? কিংদেবত্যমুপহৃতায়াম্? কিংদেবত্যমুপসৃষ্টায়াম্? কিংদেবত্যং বৎসমুন্নীয়মানম্? কিংদেবত্যং বৎসমুন্নীতম্? কিংদেবত্যং দুহ্যমানম্? কিংদেবত্যং দুগ্ধম্? কিংদেবত্যং প্রক্রম্যমাণম্? কিংদেবত্যং হ্রিয়মাণম্? কিংদেবত্যমধিষ্ঠীয়মাণম্? কিংদেবত্যমধিষ্ঠিতম্? কিংদেবত্যমভ্যবজ্জাল্যমানম্? কিংদেবত্যমভ্যবজ্জালিতম্? কিংদেবত্যং সমুদ্রান্তম্? কিংদেবত্যং বিষ্যমাণম্? কিংদেবত্যমদ্ভিঃ প্রত্যনীতম্? কিংদেবত্যমুদাস্যমানম্? কিংদেবত্যমুদাসিতম্? কিংদেবত্যমুন্নীয়মানম্? কিংদেবত্যমুন্নীতম্? কিংদেবত্যং প্রক্রম্যমাণম্? কিংদেবত্যং হ্রিয়মাণম্? কিংদেবত্যমুপসাদ্যমানম্? কিংদেবত্যমুপসাদিতম্? কিংদেবত্যা সমিৎ? কিংদেবত্যাং প্রথমামাহুতিমহৌষীঃ? কিংদেবত্যাং গার্হপত্যমবেক্ষিষ্ঠাঃ? কিংদেবত্যোত্তরাহুতিঃ? কিংদেবত্যাং হুত্বা ঋ চং ত্রিরুদধমুদনৈষীঃ? কিংদেবত্যাং বর্হিষি ঋ চং নিধায়োন্মুজ্যোত্তরতঃ পাণী নিরমাক্ষীঃ? কিংদেবত্যাং দ্বিতীয়মুন্মুজ্য পিত্রুপবীতং কৃত্বা দক্ষিণতঃ পিতৃভ্যঃ স্বধামকার্ষীঃ? কিংদেবত্যাং প্রথমং প্রাশীঃ? কিংদেবত্যাং দ্বিতীয়ম্? কিংদেবত্যমনন্ততঃ সর্বমেব প্রাশীঃ? কিংদেবত্যমপ্রক্ষালিতয়োদকং ঋ চা ন্যনৈষীঃ? কিংদেবত্যাং প্রক্ষালিতয়া? কিংদেবত্যমপরেণাহবনীয়মুদকং ঋ চা ন্যনৈষীঃ? কিংদেবত্যাং ঋ বং ঋ চং চ প্রত্যতাক্ষীঃ? কিংদেবত্যাং রাত্রৌ ঋগদধুমবামাক্ষীঃ? কিংদেবত্যাং প্রাতরুদমাক্ষীরিতি? এতচ্চৈদ্ ঋ চং চ প্রত্যতাক্ষীঃ? কিংদেবত্যাং রাত্রৌ ঋগদধুমবামাক্ষীঃ? কিংদেবত্যাং প্রাতরুদমাক্ষীরিতি? এতচ্চৈদ্

বেথ গৌতম হুতং তে, যদ্যু ন বেথাহুতং ত ইতি ব্রাহ্মণম্ ॥১১॥

অতঃপর (ঋষি) প্রাচীনযোগ্য (অন্য ঋষি) (গৌতমের) কাছে গেলেন এবং বললেন—
আপনাকে অগ্নিহোত্রের (বিষয়) জিজ্ঞাসা করছি, হে গৌতম।

(গৌতম)—জিজ্ঞাসা কর প্রাচীনযোগ্য।

(প্রাচীনযোগ্য প্রশ্ন করছেন)—অগ্নিহোত্রের জন্য দুগ্ধদোহনকালে কোন দেবতা থাকেন?

(অর্থাৎ তখন কোন দেবতার কাজ শুরু হয়?)

(গাভীকে) ডাকার সময় কো দেবতা থাকেন?

(গাভীকে) কাছে আনার সময় কো দেবতা থাকেন?

বৎসকে (গাভীর) কাছে আনার সময় কো দেবতা থাকেন?

বৎস উপনীত (বিযুক্তকালে) কোন দেবতা থাকেন?

(গাভী) দোহন-কালে কো দেবতা থাকেন?

দুগ্ধের দেবতা কে? দুগ্ধমস্থন কালে দেবতা কে?

(দুগ্ধ) নিয়ে যাওয়ার সময়ই বা দেবতা কে?

(দুগ্ধ) (অগ্নিতে) স্থাপন করতে যাবার সময় দেবতা কে?

(অগ্নিতে) দুগ্ধ স্থাপিত হলে তখন কে দেবতা থাকেন?

দুগ্ধ জ্বাল দেওয়ার সময় দেবতা কোন জন?

দুগ্ধ জ্বাল দেওয়া হয়ে গেলে দেবতা কে থাকেন?

দুগ্ধ যখন (আগুনের गरমে) ফুলে ওঠে, তখনই বা দেবতা কে?

দুগ্ধ যখন বিস্কৃত (বিস্মিষ্ট) (মাখনের জন্য) করা হয়, তখন কে দেবতা?

দুগ্ধে জল দেওয়ার সময় দেবতা কে থাকেন?

(আগুন থেকে) দুগ্ধ নামিয়ে নেবার সময় কে দেবতা?

(আগুন থেকে) দুগ্ধ নামানো হলে, তখন দেবতা কে থাকেন?

দুগ্ধকে (হাতা দিয়ে) নাড়ানোর সময় দেবতা কে?

দুগ্ধ থেকে (মাখন) তুলে নেবার সময় কে দেবতা?

(মাখন নিয়ে) এগিয়ে চলার সময় দেবতা কে?

(মাখন) উপসাদিত (রাখা হলে) দেবতা কে?

সমিৎ (যজ্ঞকাষ্ঠ) কোন দেবতা?

কোন দেবতাকে আপনি প্রথমে আহুতি প্রদান করেছেন?

গার্হপত্য (অগ্নি) কোন দেবতা যাকে আপনি সম্মান দিয়েছেন?

উত্তরাহুতির দেবতা কে?

কোন দেবতার উদ্দেশ্যে আপনি তিনবার উত্তর দিকে হাতা তুলেছেন?

যখন আপনি কুশের উপর হাতটি রেখে উত্তরদিকে হাত পরিষ্কার করেছেন তখন দেবতা কে?
তখন কোন দেবতা থাকেন, যখন (আপনি) দ্বিতীয়বার হাতটি ধুয়ে পিতৃউপবীত ধারণ করে
দক্ষিণ দিকে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে স্বধা (কর্ম) করেন?

প্রথম ভক্ষণকালে দেবতা কে?

দ্বিতীয় (ভক্ষণ) কালে দেবতা কে?

শেষে সব কিছু ভক্ষণ করার কালে দেবতা কে?

মার্জনা না- করা হাতা দিয়ে জলগ্রহণ- কালে দেবতা কে?

মার্জনা করা (হাতা দিয়ে জলগ্রহণ- কালে) দেবতা কে?

অন্য হাতা দিয়ে আহবনীয় (অগ্নিতে) জলদান- কালে দেবতা কে?

যখন শ্রব (অগ্নিহোত্র যাগ কালে যে চামচ দিয়ে দুগ্ধ গৃহীত হয়) ও হাতা প্রতপ্ত করা হয়,
তখন কোন দেবতা থাকেন?

রাত্রিতে যখন শ্রবের (হাতাবিশেষ) দণ্ড ধুয়ে ফেলেন তখন কোন দেবতা থাকেন?

সকালে হাতা (ধোয়ার) সময় দেবতা কে?

হে গৌতম! যদি আপনি এসব জানেন, তাহলে আপনার অগ্নিহোত্র যথার্থ, যদি না জানেন,
তাহলে আপনার আহুতি যথার্থ নয়-একথা এই ব্রাহ্মণ বলছেন। ॥১১॥

স হোবাচ—রৌদ্রং মে গবীড়ায়ং, মানব্যমুপহূতায়ং, বায়ব্যমুপসৃষ্টায়ং, বৈরাজং
বৎসমুন্নীয়মানম্, জাগতমুন্নীতম্, আশ্বিনং দুহ্যমানং, সৌম্যং দুগ্ধং, বাইস্পত্যং প্রক্রম্যমাণং,
দ্যাবাপৃথিব্যং হ্রিয়মাণম্, আগ্নেয়মধিষ্ঠীয়মাণং, বৈশ্বানরীয়মধিষ্ঠিতং, বৈষ্ণবমভ্যবজ্জাল্যমানং,
মারুতমভ্যবজ্জালিতং, পৌষং সমুদ্বাস্তং, বারুণং বিষ্যন্তং, সারস্বতমন্দিঃ প্রত্যানীতং,
ত্বষ্ট্রমুদ্বাস্যমানং, ধাত্রমুদ্বাসিতং, বৈশ্বদেবমুন্নীয়মানং, সাবিত্রমুন্নীতং, বাইস্পত্যং প্রক্রম্যমাণং,
দ্যাবাপৃথিব্যং হ্রিয়মাণম্, ঐন্দ্রমুপসাদ্যমানং, বলায়োপসন্নম্, আগ্নেয়ী সমিৎ। যাং
প্রথমাহুতিমহৌষং মামেব তৎ স্বর্গে লোকেঽধাম্। যদ্ গাইপত্যমবেক্ষিষমস্য লোকস্য
সংততৈ। প্রাজাপত্যোত্তরাহুতিঃ, তস্মাৎ পূর্ণতরা মনসৈব সা। যদুত্তা ঋচং ত্রিরুদধমুদনৈষং
রুদ্রাংস্তেনাপ্রৈষম্। যদ্ বর্হিষি ঋচং নিধায়োন্মজ্যোত্তরতঃ পাণী নিরমার্ক্ষম্
ওষধিবনস্পতীংস্তেনাপ্রৈষম্। যদ্ দ্বিতীয়মুন্মজ্য পিত্রুপবীতং কৃত্বা দক্ষিণতঃ পিতৃভ্যঃ স্বধামকার্ষং
পিতৃস্তেনাপ্রৈষম্। যৎ প্রথমং প্রাশিষং প্রাণাংস্তেনাপ্রৈষং, যদ্ দ্বিতীয়ং গর্ভাংস্তেন। তস্মাদনশ্লন্তো
গর্ভা জীবন্তি। যদন্ততঃ সর্বমেব প্রাশিষং বিশ্বান্ দেবাংস্তেনাপ্রৈষম্। যদপ্রক্ষালিতয়োদকং ঋ চা
ন্যনৈষং সর্পেতরজনাংস্তেনাপ্রৈষং, যৎ প্রক্ষালিতয়া সর্পপুণ্যজনাংস্তেন। যদপরেণাহবনীয়মুদকং
ঋ চা ন্যনৈষং গন্ধর্বান্সরসস্তেনাপ্রৈষম্। যদ্ শ্রবং ঋচং চ প্রত্যতান্সং সপ্তর্ষীংস্তেনাপ্রৈষম্। যদ্

রাত্রৌ ঋগদগুমবামার্কং যে রাত্রৌ সংবিশন্তি দক্ষিণাংস্তানুদনৈষম্। যৎ প্রাতরুদমার্কং যে প্রাতঃ
প্রব্রজন্তি দক্ষিণাংস্তানুদনৈষমিতি ব্রাহ্মণম্ ॥১২॥

(প্রাচীনযোগ্যের ৪০ টি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন গৌতম)

তিনি বললেন—(অগ্নিহোত্র) যাগের জন্য দুগ্ধদোহন কালে দেবতা হলেন রুদ্র।

বৎসকে ডাকার সময় থাকা দেবতা হলেন মনু।

(বৎসকে) যোজনাকালে থাকেন বায়ু দেবতা।

(বৎসকে) পৃথক করার সময় বিরাট দেবতা।

(বৎস) বিছিন্ন হওয়ার পর দেবতা জগতী।

দোহনকালে দেবতা অশ্বিদ্বয়

দুগ্ধের দেবতা হলেন সোম।

(দুগ্ধ) মস্থনকালে যে দেবতা কর্ম করেন তিনি হলেন বৃহস্পতি।

দুগ্ধ নিয়ে যাবার সময়ে দেবতা দ্যাবাপৃথিবী।

দুগ্ধ আগুনে স্থাপন করার সময় দেবতা অগ্নি।

অগ্নিতে স্থাপিত হলে তখন কর্ম করেন বৈশ্বানর দেবতা।

ফুটন্ত দুগ্ধের সময় দেবতা হলেন বিষ্ণু।

ফুটে যাওয়া দুগ্ধের দেবতা হলেন মরুৎ।

ফেঁপে যাওয়া দুগ্ধের দেবতা হলেন পৃষণ।

বিল্লিষ্ট (মাখনের জন্য) দুগ্ধের দেবতা হলেন বরুণ।

দুগ্ধে জল মিশ্রিত করার সময় দেবতা হলেন সরস্বতী।

(আগুন থেকে) দুগ্ধ নামিয়ে নেওয়ার সময় দেবতা হলেন ত্বষ্টা।

(আগুন থেকে) দুগ্ধ নামিয়ে নেওয়ার পর তখন দেবতা থাকেন ধাতা।

(মাখন তৈরীর জন্য) দুগ্ধ নাড়ানোর সময় দেবতা বিশ্বদেবগণ।

(মাখন) তুলে নেওয়ার পর দেবতা থাকেন সবিতা।

(মাখন) নিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময় দেবতা হলেন বৃহস্পতি।

এগিয়ে গিয়ে যথাস্থানে হাজির হবার সময় থাকেন ইন্দ্র।

সেখানে অবস্থানকালে দেবতা হলেন বল।

অগ্নিদেবতা হল সমিৎ।

যেহেতু প্রথম আমি আত্মতি দিয়েছি সেহেতু আমি আমাকে স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছি।

যা গাইপত্য অগ্নিতে আমি আত্মতি দিই তা এই (পৃথিবী) লোকের বিস্তৃতির জন্যে।

প্রজাপতির উদ্দেশ্যে আমি পরের আত্মা দিই, সে আত্মা পূর্ণতর এবং মনের দ্বারাই (তা দেওয়া হয়)।

যখন হাতটি আমি ধুয়ে তিনবার জল প্রদান করি তখন রুদ্রগণ তৃপ্ত হন।

যখন কুশে হাতটি স্থাপন করে পরে হাত দুটিমার্জনা করি তখন তার দ্বারা ওষধি বনস্পতিসমূহ তৃপ্ত হয়।

দ্বিতীয় বার যখন হাতটি ধুয়ে পিতৃউপবীত ধারণ করে দক্ষিণ দিকে পিতৃদের উদ্দেশ্যে স্বধা উচ্চারণ করি, তখন পিতৃগণকে আমি তৃপ্ত করি।

যখন প্রথম ভক্ষণ করি তখন প্রাণসমূহ তৃপ্ত হন।

দ্বিতীয় ভক্ষণকালে গর্ভসমূহ তৃপ্ত হয়। তখন ক্ষুধার্ত গর্ভেরা জীবিত হয়।

যখন শেষে সমস্তটা ভক্ষণ করি, তখন সমস্ত বিশ্বদেবগণ তৃপ্ত হন।

অমার্জিত হাতা দ্বারা জল গ্রহণ কালে সর্প ও অন্যান্য প্রাণীকুল তৃপ্ত হয়।

যখন মার্জিত হাতা দিয়ে জল গ্রহণ করি তখন সর্প ও অন্যান্য পুণ্যবান জনেরা (তৃপ্ত হন)।

যখন অপর হাতের দ্বারা আহবনীয় অগ্নিকে জল দিই তখন গন্ধর্ব-অঙ্গরারা (তৃপ্ত হন)।

যখন চামচ ও হাতা উভয়ই প্রতপ্ত করা হয়, তার দ্বারা সপ্ত-ঋষি (তৃপ্ত হন)।

যখন রাত্রিতে হাতা দণ্ডটি মার্জনা করা হয়, তাতে রাত্রিকালীন দক্ষিণদিক থেকে আগত (অশুভ শক্তি) সকলকে তৃপ্ত করি।

যখন সকালে মার্জনা করি তখন প্রাতঃকালীন যে (দেবতারা) দক্ষিণ দিকে গমন করেন তাঁদের (তৃপ্ত করি)—এই কথাই বলছেন এই ব্রাহ্মণ। ॥১২॥

এবমেবৈতদ্ ভো যথা ভবানাহ। পৃচ্ছামি ত্বেব ভবন্তুমিতি। পৃচ্ছ প্রাচীনযোগ্যেতি। যস্য সায়মগ্নয় উপসমাহিতাঃ স্যুঃ, সর্বে জ্বলয়েয়ুঃ, প্রক্ষালিতানি যজ্ঞপাত্রাণ্যুপসন্নানি স্যুঃ, অথ চেদ্ দক্ষিণাগ্নিরুদ্বায়াৎ কিং বা ততো ভয়মাগচ্ছেদিতি? ক্ষিপ্ৰমস্য পত্নী প্রৈতি যোংবিদ্বান্ জুহোতি, বিদ্যায়া ত্বেবাহমভিজুহোমীতি। কা তে বিদ্যা, কা প্রায়শ্চিত্তিরিতি? গার্হপত্যাদধি দক্ষিণাগ্নিঃ প্রণীয় প্রাচোংঙ্গারানুদধৃত্য প্রাণাপানাভ্যাং স্বাহেতি জুহুয়াৎ। অথ প্রাতর্যথাস্থানমগ্নীনুপসমাধায় যথাপুরং জুহুয়াৎ। সা মে বিদ্যা, সা প্রায়শ্চিত্তিরিতি। অথ চেদাহবনীয় উদ্বায়াৎ কিং বা ততো ভয়মাগচ্ছেদিতি? ক্ষিপ্ৰমস্য পুত্রঃ প্রৈতি যোংবিদ্বান্ জুহোতি। বিদ্যায়া ত্বেবাহমভিজুহোমীতি। কা তে বিদ্যা, কা প্রায়শ্চিত্তিরিতি? গার্হপত্যাদধ্যাহবনীয়ং প্রণীয় প্রতীচোংঙ্গারানুদধৃত্য সমানব্যানাভ্যাং স্বাহেতি জুহুয়াৎ। অথ প্রাতর্যথাস্থানমগ্নীনুপসমাধায় যথাপুরং জুহুয়াৎ। সা মে বিদ্যা, সা প্রায়শ্চিত্তিরিতি। অথ চেদ্ গার্হপত্য উদ্বায়াৎ কিং বা ততো ভয়মাগচ্ছেদিতি? ক্ষিপ্ৰং গৃহপতিঃ প্রৈতি যোংবিদ্বান্ জুহোতি। বিদ্যায়া ত্বেবাহমভিজুহোমীতি। কা তে বিদ্যা, কা

প্রায়শ্চিত্তিরিতি? সভস্মকমাহবনীয়ং দক্ষিণেন দক্ষিণাগ্নিঃ পরিহৃত্য গাইপত্যস্যায়তনে প্রতিষ্ঠাপ্য তত আহবনীয়ং প্রণীয় উদীচোংঙ্গারানুদ্ব্যুত্যা দানরূপাভ্যাং স্বাহেতি জুহুয়াৎ। অথ প্রাতঃস্থানমগ্নীনুপসমাধায় যথাপুরং জুহুয়াৎ। সা মে বিদ্যা, সা প্রায়শ্চিত্তিরিতি। অথ চেৎ সর্বেংগয় উদ্বায়েয়ুঃ কিং বা ততো ভয়মাগচ্ছেদिति? ক্ষিপ্রং গৃহপতিঃ সর্বজ্যানিঃ জীযতে যোংবিদ্বান্ জুহোতি। বিদ্যায়া ত্বেবাহমভিজুহোমীতি। কা তে বিদ্যা, কা প্রায়শ্চিত্তিরিতি? আনডুহেন শকৃৎপিণ্ডেনাগ্ন্যায়তনানি পরিলিপ্য হোম্যমুপসাদ্যাগ্নিঃ নির্মথ্য প্রাণাপানাভ্যাং স্বাহা সমানব্যানাভ্যাং স্বাহোদানরূপাভ্যাং স্বাহেতি জুহুয়াৎ। অথ প্রাতঃস্থানমগ্নীনুপসমাধায় যথাপুরং জুহুয়াৎ। সা মে বিদ্যা, সা প্রায়শ্চিত্তিরিতি। অথ চেদ্ নাগ্নিঃ জনয়িতুং শকুয়ুঃ, ন কুতশ্চন বাতো বায়াৎ, কিং বা ততো ভয়মাগচ্ছেদिति? মোঘমস্যেষ্টং চ হতং চ ভবতি, যোংবিদ্বান্ জুহোতি। বিদ্যায়া ত্বেবাহমভিজুহোমীতি। কা তে বিদ্যা, কা প্রায়শ্চিত্তিরিতি? আনডুহেনৈব শকৃৎপিণ্ডেনাগ্ন্যায়তনানি পরিলিপ্য হোম্যমুপসাদ্য বাত আ বাতু ভেষজম্' ইতি সূক্তেনাত্বন্যেব জুহুয়াৎ। অথ প্রাতঃগ্নিঃ নির্মথ্য যথাস্থানমগ্নীনুপসমাধায় যথাপুরং জুহুয়াৎ। সা মে বিদ্যা সা প্রায়শ্চিত্তিরিতি ব্রাহ্মণম্ ॥১৩॥

(প্রাচীনযোগ্য) বললেন—‘আপনি যেহেতু এসব বললেন তাই আপনাকে আমি (আরও) কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই’। (গৌতম) বললেন—‘হে প্রাচীনযোগ্য! জিজ্ঞাসা কর’। (প্রাচীনযোগ্য জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন)—‘সন্ধ্যাকালে যাঁর অগ্নিসমূহ প্রজ্বলিত হয় ও দগ্ধ করে, প্রক্ষালিত যজ্ঞপাত্র সমূহ সংস্থাপিত থাকে, দক্ষিণাগ্নি নির্বাপিত হয়ে যায়, তাহলে তাঁর কী বিপদ হতে পারে’? (গৌতম)—‘যে যজমান এই ভাবে না জেনে আত্মতি দেয়, তার শীঘ্র পত্নীবিয়োগ হয়। সেজন্যে আমি (সমস্ত) জেনেই আত্মতি দিই’।

(প্রাচীনযোগ্য)—‘কী সেই আপনার বিদ্যা (জ্ঞান), কীই বা সেই প্রায়শ্চিত্ত’?

(গৌতম)—‘(সায়ংকালে) গাইপত্য অগ্নি থেকে এনে দক্ষিণাগ্নি প্রণয়ন করে, পূর্বদিক থেকে অঙ্গারসমূহ উদ্ধার করে ‘প্রাণাপানাভ্যাং স্বাহা’-এরূপ উচ্চারণ করে আত্মতি দেবেন। অতঃপর পুনরায় আবার প্রাতঃকালে যথাস্থানে অগ্নিসমূহ স্থাপন করে পূর্বের মতোই আত্মতি দেবেন। এই হল আমার বিদ্যা, এই আমার প্রায়শ্চিত্ত’।

(প্রাচীনযোগ্য)—‘যদি তার আহবনীয়াগ্নি নির্বাপিত হয়ে যায়, তাহলে কী বিপদ হতে পারে’?

(গৌতম)—‘যে এরূপ না জেনে আত্মতি দেবেন, শীঘ্র তাঁর পুত্রের মৃত্যু ঘটবে। আমি সে-কথা জেনেই এসব আত্মতি দিই’।

(প্রাচীনযোগ্য)—‘কী সেই বিদ্যা আপনার কীই বা সে প্রায়শ্চিত্ত’?

(গৌতম)—(সায়ংকালে) গার্হপত্য অগ্নি থেকে আহবনীয়াগ্নি প্রণয়ন করে পশ্চিমদিক থেকে অঙ্গারসমূহ উদ্ধার করে ‘সমানব্যানাভ্যাং স্বাহা’ এইরূপ (মন্ত্র) উচ্চারণ করে যাগে আত্মতি দেবেন। অতঃপর প্রাতঃকালে যথাস্থানে অগ্নিসমূহ স্থাপন করে পূর্বের মতো আত্মতি দেবেন। এই আমার বিদ্যা। এই আমার প্রায়শ্চিত্ত’।

(প্রাচীনযোগ্য)—‘আচ্ছা, যদি গার্হপত্যাগ্নির নির্বাপণ ঘটে তাহলে কী বিপদ উপস্থিত হতে পারে’?

(গৌতম)—‘যিনি এসব না জেনে আত্মতি দেবেন, তাঁর গৃহপতির শীঘ্র মৃত্যু ঘটবে। আমি তাই (সব) জেনেই তবে আত্মতি দিই’।

(প্রাচীনযোগ্য)—‘(এক্ষেত্রে) আপনার কী বিদ্যা, কীই বা প্রায়শ্চিত্ত’?

(গৌতম)—(সায়ংকালে) দক্ষিণ দিক থেকে দক্ষিণাগ্নিকে পরিহার করে সভস্মক আবহনীয়াগ্নিকে গার্হপত্যের স্থানে প্রতিষ্ঠা করে তারপর আহবনীয়াগ্নি প্রণয়ন করে উত্তরদিক থেকে অঙ্গারকে উদ্ধার করে ‘উদানরূপাভ্যাং স্বাহা’ বলে আত্মতি দেবেন। অতঃপর প্রাতঃকালে যথাস্থানে পূর্বের মতোই অগ্নিসংস্থাপন করে আত্মতি দেবেন। অতঃপর প্রাতঃকালে যথাস্থানে পূর্বের মতো অগ্নিসংস্থাপন করে আত্মতি দেবে। এই আমার বিদ্যা—এই আমার আত্মতি।

(প্রাচীনযোগ্য)—‘যদি তারা অগ্নিকে উৎপন্ন করতে সক্ষম না হন, কিংবা কোনদিক থেকে বায়ু প্রবাহিত না হয়, তাতেই বা কী বিপদ হতে পারে’?

(গৌতম)—‘যিনি এসব না জেনে আত্মতি দেন, তার ইষ্টি ও হোম ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই আমি জেনেই আত্মতি দিই’।

(প্রাচীনযোগ্য)—‘(এক্ষেত্রে) তোমার কী বিদ্যা (অর্থাৎ জ্ঞান), কীই বা প্রায়শ্চিত্ত’?

(গৌতম)—‘তখন গরুর গোময় দিয়ে অগ্নির আয়তনসমূহ লেপন করে, হোমের দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ করে, তিনি ‘বাত আ বাতু ভেষজম্’ এই মন্ত্রের দ্বারা আত্মাতে আত্মতি দেবেন। অতঃপর প্রাতঃকালে যথাস্থানে অগ্নি উপস্থাপন করে, যথাপূর্ব আত্মতি দেবেন। এই আমার বিদ্যা—এই আমার প্রায়শ্চিত্ত’, —এই কথা বলছেন ব্রাহ্মণ। ॥১৩॥

১. অথর্ব (পৈ) ১৯.৪৬.৭

এবমেবৈতদ্ ভো ভগবন্ যথা ভবানাহ, উপয়ামি ত্বেব ভবন্তমিতি। এবং চেদ্ নাবক্ষ্যে মূর্ধা তে ব্যপতিষ্যদিতি। হস্ত তু তে তদ্ বক্ষ্যামি যথা তে ন বিপতিষ্যতীতি। যো হ বা এবংবিদ্বানশ্চাতি চ পিবতি চ বাক্ তেন তৃপ্যতি। বাচি তৃপ্তায়ামগ্নিস্তৃপ্যতি। অগ্নৌ তৃপ্তে পৃথিবী তৃপ্যতি। পৃথিব্যাং তৃপ্তায়াং যানি পৃথিব্যাং ভূতান্যন্যায়তানি তানি তৃপ্যন্তি। যো হ বা এবংবিদ্বানশ্চাতি চ পিবতি চ প্রাণস্তেন তৃপ্যতি। প্রাণে তৃপ্তে বায়ুস্তৃপ্যতি। বায়ৌ তৃপ্তে হস্তরিক্ষং

তৃপ্যতি। অন্তরিক্ষে তৃপ্তে যান্যন্তরিক্ষে ভূতান্যায়ত্তানি তানি তৃপ্যন্তি। যো হ বা এবংবিদ্বানগ্নাতি চ পিবতি চ চক্ষুস্তেন তৃপ্যতি। চক্ষুষি তৃপ্ত আদিত্যতৃপ্যতি। আদিত্যে তৃপ্তে দ্যৌস্তৃপ্যতি। দিবি তৃপ্তায়াং যানি দিবি ভূতান্যায়ত্তানি তানি তৃপ্যন্তি। যো হ বা এবংবিদ্বানগ্নাতি চ পিবতি চ মনস্তেন তৃপ্যতি। মনসি তৃপ্তে চন্দ্রমাস্তৃপ্যতি। চন্দ্রমসি তৃপ্ত আপস্তৃপ্যন্তি। অঙ্গু তৃপ্তাসু যান্যঙ্গু তৃপ্যতি। মনসি তৃপ্তে চন্দ্রমাস্তৃপ্যতি। চন্দ্রমসি তৃপ্ত আপস্তৃপ্যন্তি। অঙ্গু তৃপ্তাসু যান্যঙ্গু তৃপ্যতি। ভূতান্যায়ত্তানি তানি তৃপ্যন্তি। যো হ বা এবংবিদ্বানগ্নাতি চ পিবতি চ শ্রোত্রং তেন তৃপ্যতি। শ্রোত্রে তৃপ্তে দিশশ্চাস্তর্দেশাশ্চ তৃপ্যন্তি। দিক্ষু চাস্তর্দেশেষু চ তৃপ্তেষু যানি দিক্ষু চাস্তর্দেশেষু চ ভূতান্যায়ত্তানি তানি তৃপ্যন্তি। যো হ বা এবংবিদ্বানগ্নাতি চ পিবতি চ তস্যায়মেব দক্ষিণঃ পাণির্জুহুঃ সব্য উপভূৎ, কণ্ঠো ধ্রুবা, অন্নং হবিঃ, প্রাণা জ্যোতীংষি। সদেষ্টং সদা হুতং সদাশিতং পায়িতমগ্নিহোত্রং ভবতি য এবং বেদ, যশ্চৈবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতীতি ব্রাহ্মণম্ ॥১৪॥

(প্রাচীনযোগ্য)—‘হে ভগবন্! এই আপনি যা বললেন তা শোনার জন্যেই এখানে আমি উপস্থিত হয়েছি’।

(গৌতম)—‘একথা যদি তুমি না বলতে, তাহলে তোমার মাথা খসে পড়ত। ঠিক আছে আমি বলছি যে এখন তোমার মাথা আর খসে পড়বে না। যিনি এরূপ জেনে যিনি খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করেন তাঁর বাক্ তৃপ্তি লাভ করে। বাক্ তৃপ্তি লাভ করলে অগ্নি তৃপ্ত হয়। অগ্নি তৃপ্তি লাভ করলে পৃথিবী তৃপ্ত হয়। পৃথিবী তৃপ্তি লাভ করলে পৃথিবীর প্রাণীকুল তৃপ্ত হয়। এরূপ জেনে যিনি খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করেন, তাঁর প্রাণ তৃপ্ত হয়। প্রাণ তৃপ্ত হলে বায়ু তৃপ্ত হয়। বায়ু তৃপ্ত হলে অন্তরিক্ষ তৃপ্ত হয়। অন্তরিক্ষ তৃপ্ত হলে অন্তরিক্ষস্থ প্রাণিসমূহ তৃপ্ত হয়। এরূপ জেনে যিনি খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করেন তাঁ চক্ষুরিন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়। চক্ষু তৃপ্ত হওয়ার জন্যে আদিত্য তৃপ্ত হন। আদিত্য তৃপ্ত হওয়ায় দ্যুলোক তৃপ্ত হয়। দ্যুলোক তৃপ্ত হওয়ার দরুণ সেখানকার প্রাণিসমূহ তৃপ্ত হয়। এরূপ জেনে যিনি অন্ন ও পানীয় গ্রহণ করেন, তাঁ মন তৃপ্ত হয়। মন তৃপ্ত হওয়ার দরুণ চন্দ্রমা তৃপ্ত হয়। চন্দ্রমা তৃপ্ত হওয়ায় জল তৃপ্ত হয়। জল তৃপ্ত হওয়ায় জলজ প্রাণিসমূহ তৃপ্ত হয়। এরূপ জেনে যিনি অন্ন ও পানীয় গ্রহণ করেন, তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়। শ্রবণেন্দ্রিয় তৃপ্ত হওয়ার দরুণ বহির্দিক ও অন্তর্দিক সমূহ তৃপ্ত হয়। দিক ও অন্তরলোক তৃপ্ত হওয়ায় সেখানকার প্রাণীকুল তৃপ্ত হয়। এরূপ জেনে যিনি খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করেন তাঁর দক্ষিণপাণি হল জুহু, বামপাণি উপভূৎ। কণ্ঠ হল ধ্রুবা, অন্ন হল হবিঃ এবং প্রাণ হল জ্যোতিঃসমূহ। যিনি এসব জানেন এবং এরূপ জেনে যিনি আত্মা দেন তাঁর ইষ্টি, আত্মা, পীতবারি ও অগ্নিহোত্র সর্বদা (সফল) হয়। আত্মা, পীতবারি ও অগ্নিহোত্র সর্বদা (সফল) হয়’ ॥১৪॥

প্রিয়মেধা হ বৈ ভরদ্বাজা যজ্ঞবিদো মন্যমানাঃ। তে হ স্ম ন কঞ্চন বেদবিদমুপয়ন্তি। তে সর্বমবিদুঃ। তে সর্হেবাবিদুঃ। তেহগ্নিহোত্র এব ন সমবদন্ত। তেষামেকঃ সকৃদগ্নিহোত্রমজুহোদ্

দ্বিরেকস্তিরেকঃ। তেষাং যঃ সকৃদগ্নিহোত্রমজুহোৎ, তমিতরাবপৃচ্ছতাম্—কস্মৈ ত্বং জুহোষীতি? একথা বা ইদং সৰ্বং প্রজাপতিঃ। প্রজাপত্য এবাহং সাং জুহোমীতি, প্রজাপত্যে প্রাতরিতি। তেষাং যো দ্বিরজুহোৎ, তমিতরাবপৃচ্ছতাম্—কাভ্যাং ত্বং জুহোষীতি? অগ্নয়ে প্রজাপত্য ইতি সাং, সূর্যায় প্রজাপত্য ইতি প্রাতঃ। তেষাং যস্তিরজুহোৎ, তমিতরাবপৃচ্ছতাম্—কেভ্যস্ত্বং জুহোষীতি? অগ্নয়ে প্রজাপত্যেহনুমত্য ইতি সাং, সূর্যায় প্রজাপত্যেহগ্নয়ে স্থিষ্টকৃত ইতি প্রাতঃ। তেষাং যো দ্বিরজুহোৎ, স আর্গোৎ। স ভূয়িষ্ঠোহভবৎ। প্রজয়া চেতরৌ শ্রিয়া চেতরাবত্যাক্রামৎ। তস্য হ প্রজামিতরয়োঃ প্রজে সজাতত্বমুপৈতাম্। তস্মাদ্ দ্বিহোতব্যং যজুষা চৈব মনসা চ। যামেব স ঋদ্ধিমাৰ্গোৎ তামৃণোতি য এবং বেদ, যশ্চৈবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতীতি ব্রাহ্মণম্ ॥১৫॥

প্রিয়মেধা ভরদ্বাজ (ঋষিরা) নিজেদের যজ্ঞবিৎ মনে করত। তাই তারা কোনো বেদজ্ঞ ব্যক্তির কাছে যায় নি। তারা সবকিছু জানত, মিলিতভাবেই জানত। তারা অগ্নিহোত্র নিয়ে কোনো আলোচনা করে নি। তাদের একজন একবার, একজন দুবার, একজন তিনবার অগ্নিহোত্র যাগ করেছিল। তাদের মধ্যে যে একবার অগ্নিহোত্র করেছিল তাকে বাকি দুজন জিজ্ঞাসা করল—‘কোন দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দিয়েছ’? (সে উত্তর দিল) ‘এসবই হল এক প্রজাপতি। সাংকালে আমি প্রজাপতির উদ্দেশ্যে আহুতি দিয়েছি প্রাতঃকালে সেই প্রজাপতির উদ্দেশ্যেই (আহুতি দিয়েছি)’। তাদের মধ্যে যে দুবার অগ্নিহোত্র করেছিল তাকে অন্য দুজন জিজ্ঞাসা করল—‘কোন দুজনের উদ্দেশ্যে তুমি আহুতি দিয়েছ’? (সে বলল) ‘অগ্নি আর প্রজাপতিকে সন্ধ্যাকালে আর সূর্য ও প্রজাপতিকে প্রাতঃকালে (আহুতি দিয়েছি)’। তাদের মধ্যে যে তিনবার অগ্নিহোত্র করেছে তাকে অন্য দুজন জিজ্ঞাসা করল—‘কোন কোন দেবতাদের উদ্দেশ্যে তুমি আহুতি দিয়েছ’? (সে উত্তর দিল)—‘সাংকালে অগ্নি, প্রজাপতি ও অনুমতি, প্রাতঃকালে সূর্য, প্রজাপতি ও স্থিষ্টকৃত। তাদের মধ্যে যে দুবার অগ্নিহোত্র করেছিল সে ঋদ্ধতম হয়েছিল। সে ভূয়িষ্ঠকে লাভ করেছিল। সন্তান ও সম্পদে সে অন্য দুজনকে অতিক্রম করে-গিয়েছিল। অন্য দুজনের সন্তানেরা তার সন্তানের সমগোত্রিয়তা লাভ করেছিল। সেহেতু (অগ্নিহোত্র যাগ) দুবার করা উচিত— যাগানুষ্ঠান ও মানসিক প্রক্রিয়া দ্বারা। যে সম্পদের দ্বারা সম্পদশালী হওয়া যায়, সেই সম্পদকেই সে লাভ করে, সে এভাবে জানে এবং জেনে অগ্নিহোত্র যাগ করে। একথা এই ব্রাহ্মণ বলছেন। ॥১৫॥

স্বাহা বৈ কুতঃ সংভূতা? কেন প্রকৃতা? কিং বাস্যা গোত্রম্? কত্যক্ষরা? কতিপদা? কতিবর্ণা? কিংপূর্বাৱসানা? ক্ চিৎস্থিতা? কিমধিষ্ঠানা? কুহি স্বাহায়া যদ্ দৈবতং রূপং চ। স্বাহা বৈ সত্যসংভূতা। ব্রহ্মণা প্রকৃতা। লামগায়নসগোত্রা। দ্বৈ অক্ষরে। একং পদম্। ত্রয়শ্চ বর্ণাঃ—

শুক্লঃ পদ্মঃ সুবর্ণ ইতি। সৰ্বচ্ছন্দসাং বেদেষু সমাসভূতৈকোচ্চ বাসা বর্ণান্তে। চত্বারো বেদাঃ শরীরমা
ষড়ঙ্গান্যঙ্গানি। ওষধিবনস্পত্যয়ো লোমানি। চক্ষুষী সূর্য্যচন্দ্রমসৌ। সা স্বাহা সা স্বধা সৈষা যজ্ঞেষু
বষট্কারভূতা প্রযুক্ত্যতে। তস্যা অগ্নির্দেবতং, ব্রাহ্মণো রূপমিতি ব্রাহ্মণম্ ॥১৬॥

স্বাহা কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছেন? কিসের দ্বারা তিনি নির্মিত? তাঁর গোত্রই বা কী? কত
অক্ষরবিশিষ্ট? কত পদযুক্ত? কত বর্ণযুক্ত? এর আদিতো এবং অবসানেই বা কী আছে? কোথায়

তাঁর স্থিতি? তাঁর অধিষ্ঠানই বা কোথায়? স্বাহার দেবতা ও আকার সম্পর্কে বল।
স্বাহা সত্য থেকে উৎপন্ন। ব্রহ্ম এঁর নিৰ্মাতা। লামগায়ন এঁর গোত্র। দুটি এর অক্ষর। একটিই
পদ। তিনটি বর্ণযুক্ত। শ্বেত, রক্ত ও স্বর্ণবর্ণ। বেদে সকল ছন্দ সমাসভূত বর্ণান্তে একশ্বাসময়।
চারটি বেদ এর শরীর। ছয়টি অঙ্গ এর অঙ্গসমূহ। ওষধি ও বনস্পতিরা এর লোমসমূহ। সূর্য ও
চন্দ্র এর দুটি চোখ। তিনি স্বাহা, তিনি স্বধা, যজ্ঞসমূহে তিনি বষট্কার হয়ে প্রযুক্ত হন। অগ্নি তাঁর
দেবতা। ব্রাহ্মণ তাঁর রূপ। একথাই ব্রাহ্মণ বলছেন। ॥১৬॥

অথাপি কারবো হ নাম ঋষয়োঃল্লস্বা আসন্। ত ইমমেকগুমগ্নিষ্টোমং দদৃশুঃ। তমাহরন্।
তেনায়জন্ত। তে স্বর্যয়ুঃ। স য ইচ্ছেৎ স্বর্যয়ামিতি, স এতেনৈকগুন্যগ্নিষ্টোমেন যজেতেতি
ব্রাহ্মণম্ ॥১৭॥

কারব নামক ঋষিরা ছিলেন অল্পবিত্ত। তাঁরা এই অগ্নিষ্টোমকে একগু (অর্থাৎ একগাভী দান
দ্বারা সম্পন্ন) রূপে দেখলেন। তাঁরা (একটি গরু) আহরণ করেছিলেন। তার দ্বারাই যজ্ঞ
করেছিলেন। তাঁরা স্বর্গগমন করেছিলেন। অতএব যিনি ইচ্ছে করবেন—আমি স্বর্গে যাবো, তিনি
একগু অগ্নিষ্টোম যাগ করবেন একথাই ব্রাহ্মণ বলছেন। ॥১৭॥

অথাতঃ সবনীয়স্য পশোৰ্বিভাগং ব্যাখ্যাস্যামঃ। উদ্ধৃত্যাবদানানি—হনু সজিহ্বে প্রস্তোতুঃ,
কণ্ঠঃ সকাবুদ্রঃ প্রতিহর্তুঃ, শ্যোনং বক্ষ উদ্গাতুঃ, দক্ষিণং পার্শ্বং সাংসমধ্বর্যোঃ,
সব্যমুপগাতৃণাম্, সব্যোংংসঃ প্রতিপ্রস্থাতুঃ, দক্ষিণা শ্রোণিরথ্যাস্ত্রী ব্রহ্মণঃ, অবরসক্খং
ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ, উরুঃ পোতুঃ, সব্যা শ্রোণিহৌতুঃ, অবরসক্খং মৈত্রাবরুণস্য,
উরুরচ্ছাবাকস্য, দক্ষিণা দোনেষ্টুঃ, সব্যা সদস্যস্য, সদং চানুকং চ গৃহপতেঃ, জাঘনী পত্ন্যাঃ,
তাং সা ব্রাহ্মণেন প্রতিগ্রাহয়তি, বনিষ্ঠুর্হৃদয়ং বৃক্কৌ চান্দুল্যানি দক্ষিণো বাহুরাগ্নীধ্রস্য, সব্যা
আত্রেয়স্য, দক্ষিণৌ পাদৌ গৃহপতের্ব্রতপ্রদস্য, সব্যৌ পাদৌ গৃহপত্ন্যাঃ ব্রতপ্রদায়াঃ,
সহৈবৈনয়োরোষ্ঠঃ। তং গৃহপতিরেবানুশিনষ্টি, মণিকাশ্চ স্কন্ধ্যস্তিস্রশ্চ কীকসা গ্রাবস্ততঃ,
তিস্রশ্চৈব কীকসা অর্ধং চাপানস্যোন্নেতুঃ, অত উধ্বং চমসাধ্বর্যুণাম্, ক্রোমা শময়িতুঃ, শিরঃ

সূর্য্যাক্ষ্যস্য। যঃ স্বঃসূত্যা মাহুয়তে তস্য চর্ম। তথা খলু ষট্‌ত্রিংশৎ সম্পদ্যন্তে। ষট্‌ত্রিংশদবদানা গৌঃ। ষট্‌ত্রিংশদক্ষরা বৃহতী। বাহতো বৈ স্বর্গো লোকঃ। বৃহত্যা বৈ দেবাঃ স্বর্গে লোকে যজন্তে। বৃহত্যা স্বর্গে লোকে প্রতিতিষ্ঠন্তি। প্রতিতিষ্ঠন্তি প্রজয়া পশুভির্ষ এবং বিভজন্তে। অথ যদতোহন্যাখাশীলিকো বা পাপকৃতো বা হৃতাদো বান্যজনা বা বিমথ্নীরন্ এবমেবৈষাং পশুর্বিমথিতো ভবত্যস্বর্গ্যঃ। দেবভাজো হ বা ইমং শ্রুতঋষিঃ পশোর্বিভাগং বিদাংচকার। তমু গিরিজায় বাভ্রব্যায়ান্যো মনুষ্যেভ্যঃ প্রোবাচ। ততোহয়ম্ অর্বাঙ্ মনুষ্যেভ্যাসীদিতি ব্রাহ্মণম্ ॥১৮॥

অতঃপর সেজন্যে আমরা সবনীয় পশুর বিভাজন ব্যাখ্যা করবো। (পশুর) অংশসমূহ গ্রহণ করার পর সজিহ্ব হনুদ্বয় হল প্রস্তোতার। সকাবুদ্র কণ্ঠ হল প্রতিহর্তার। শ্যেন-বক্ষ পাবেন উদ্‌গাতা। দক্ষিণ পাঁজর ঋক্সসহ হল অধ্বর্যুর। বাঁদিকটা হল উদ্‌গাতার। বামঋক্স প্রতিপ্রস্থাতার। অথ্যাস্ত্রীসহ দক্ষিণনিতম্ব হল ব্রহ্মার। (ডানদিকের) নীচের জানু ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর। (ডান) উরু পোতার। বামনিতম্ব হোতার। (বামদিকের) নিচের জানু মৈত্রাবরুণের। (বাম) উরু অচ্ছাবাকের। ডানবাহু নেষ্টার। বামবাহু সদস্যের। গৃহপতির হল মেরুদণ্ড ও অনূক (মূত্রথলি?)। পত্নীর (ভাগ) হল জঘন। সেটি তিনি অন্য ব্রাহ্মণকে দিয়ে দেবেন। আগ্নীধ্বর হল মলাশয়, হৃৎপিণ্ড, বৃক্কদ্বয় (কিডনিদ্বয়), অঙ্গুলিসমূহ ও দক্ষিণ বাহু। বামবাহু হল আত্রেয়ের। দুটি ডানদিকের পা হল গৃহপতির ব্রতপ্রদের (অর্থাৎ যিনি ব্রতান্তে গৃহপতিকে ভোজন করান)। বামপদদ্বয় হল গৃহপত্নীর ব্রতপ্রদার। তাদের দুজনেরই ওষ্ঠ। তাকে গৃহপতি অন্যদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন। ঘাড়ের মাংসল অংশ ও তিনটি পাঁজর হাড় পাবেন গ্রাবস্তুৎ। বামদিকের অপর তিনটি পাঁজরহাড় ও উপস্থের অর্ধেক পাবেন উন্নেতা। এর উপরের অংশ পাবেন চমসধারী অধ্বর্যুরা, শাময়িতার (অর্থাৎ ঘাতকের) অংশ হল ফুসফুস, সূর্য্যাক্ষ্যের অংশ হল শির। যিনি পরের দিন সূত্যা সময়ে আহ্বান করবেন তাঁর (অংশ) হল চামড়া। এই ভাবে ছত্রিশটি ভাগ সম্পন্ন হয়।

গরু হল ছত্রিশভাগযুক্ত। বৃহতী ছন্দ ছত্রিশ অক্ষরবিশিষ্ট। বৃহতীর (আশ্রয়) হল স্বর্গলোক। বৃহতীছন্দে দেবতারা স্বর্গে যাগ করেন। বৃহতীর দ্বারা তাঁর স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হন। যে এরূপ বিভাগ করে সে সন্তান ও পশু লাভ করে। আর যে জনেরা এর বিরুদ্ধ আচরণকারী, কিংবা পাপানুষ্ঠানকারী কিংবা হৃত-হবিঃ ভক্ষণকারী অথবা অন্যজনেরা, যারা বিমথনকারী, তাদের পশু বিমথিত হয়, ফলে তাদের স্বর্গলাভ করা হয় না।

দেবভাগ শ্রুত-ঋষি এই পশুবিভাজন করেছিলেন। তিনি এই বিভাগ বভ্রবংশজ ঋষি গিরিজকে (শিখিয়েছিলেন)। তিনি আবার অন্য মানুষদেরক বলেছিলেন। সেই থেকে এই (বিভাজন) মানুষদের মধ্যে (প্রচলিত হল)। এই কথা ব্রাহ্মণ বলছেন। ॥১৮॥

১. পশুর শরীরের বিভিন্ন অংশের নাম সেই প্রাচীনকালেই পাচ্ছি।

অথাতো দীক্ষা। কস্য স্বিক্তোদীক্ষিত ইত্যাচক্ষতে? শ্রেষ্ঠাং ধিয়ং ক্ষিয়তীতি। তং বা এতং
 ধীক্ষিতং সন্তং দীক্ষিত ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষণ। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবা ভবন্তি প্রত্যক্ষদ্বিষা।
 কস্য স্বিক্তোদীক্ষিতোহপ্রত্যুখায়িকো ভবত্যনভিবাদুকঃ প্রত্যুখেয়োহভিবাদ্যঃ? যে প্রত্যুখেয়া
 অভিবাদ্যাস্ত এনমাবিষ্টা ভবন্ত্যথর্বাঙ্গিরসঃ। তস্য কিমথর্বণমিতি? যদাত্নন্যেব জুহুতি ন
 পরস্মিন্। এবং হাথর্বণানামদনামদনসবানাম্ আত্নন্যেব জুহুতি ন পরস্মিন্। অথাস্য
 কিমাঙ্গিরসমিতি? যদাত্ননশ্চ পরেযাং চ নামানি ন গৃহ্নাতি। এবং হ তস্মিন্নাসাজ আত্ননশ্চৈব
 পরেযাং চ নামানি ন গৃহ্যন্তে। বিচক্ষণবতীং বাচং ভাষন্তে চনসিতবতীম্। বিচক্ষয়ন্তি ব্রাহ্মণং
 চনসয়ন্তি প্রাজাপত্যম্। সৈষা ব্রতধুগথর্বাঙ্গিরসঃ। তাং হ্যন্বায়ন্তাঃ। কস্য
 স্বিক্তোদীক্ষিতোহনাশ্যনো ভবতি নাস্য নাম গৃহ্নন্তি। অন্বস্থো নামস্থো ভবতীত্যাহঃ। তস্য
 যেহন্নমদন্তি তেহস্য পাপ্মানমদন্তি। অথাস্য যে নাম গৃহ্নন্তি তেহস্য নাম্নঃ পাপ্মানমপায়তে।
 অথাপি বেদানাং গর্ভভূতো ভবতীত্যাহঃ। তস্যাজাতস্যাবিজ্ঞাতস্যাক্রীতসোমস্যাভোজনীয়ং
 ভবতীত্যাহঃ। স দীক্ষাণাং প্রাতর্জায়তে, সোমং ক্রীণন্তি, তস্য জাতস্য বিজ্ঞাতস্য ক্রীতসোমস্য
 ভোজনীয়ং ভবতীত্যাহঃ। কস্য স্বিক্তোঃ সংসবাঃ পরিজিহীর্ষিতা ভবন্তি? যতরো বীর্ষবত্তরো
 ভবতি, স পরস্য যজ্ঞং পরিমুঞ্চতি। কস্য স্বিক্তোদৈবে ন ধ্যায়েৎ, সংস্থিতে নাধীযীতেতি?
 সংসবসৈব হেতোরিতি। বিদ্যোতমানে স্তনয়ত্যথো বর্ষতি বায়ব্যমভিষুঞ্চন্তি বৈ দেবাঃ সোমং চ
 ভক্ষয়ন্তি। তদভিষুঞ্চন্তি ব্রাহ্মণাঃ শুশ্রূবাংসোহনূচানাঃ। তেষাং সর্বরসভক্ষাঃ পিতৃপিতামহা
 ভবন্তি। স দৈবে ন ধ্যায়েৎ, সংস্থিতে নাধীযীতেতি ব্রাহ্মণম্ ॥১৯॥

অতঃপর তাই দীক্ষার (কথা বলা হচ্ছে)। কেন দীক্ষিত এরূপ বলা হচ্ছে? যে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিকে
 লাভ করে সেই ধীক্ষিতকে পরোক্ষভাবে তাই দীক্ষিত বলা হয়। দেবতারা পরোক্ষপ্রিয় ও
 প্রত্যক্ষদ্বিষী। যাঁদের দেখে উঠে দাঁড়ানো বা অভিবাদন জানানো উচিত, তাঁদের দেখেও কেন
 দীক্ষিত উঠে দাঁড়াবেন না বা অভিবাদন করবেন না? (প্রকৃতপক্ষে) যাঁদের দেখে উঠে দাঁড়ানো
 বা অভিবাদন করা উচিত সেই অর্থবা ও অঙ্গিরা তাঁর মধ্যে প্রবেশ করেন।

দীক্ষিতের আথর্বণ (কর্ম) কি? (অর্থাৎ কেন তিনি আথর্বণ কর্ম করবেন?) যেহেতু তিনি
 কেবলমাত্র নিজের মধ্যেই আত্মি দেন, পরের মধ্যে নয়। এইরূপে তিনি আথর্বণ ওদনসব
 নিজের মধ্যে আত্মি দেন, পরের মধ্যে নয়। অতঃপর কেন আঙ্গিরস (কর্ম) (দীক্ষিত)
 করবেন? যেহেতু তিনি নিজের এবং অন্যের কোনও নাম গ্রহণ করেন না। এইরূপে তিনি সেই
 (দীক্ষিত আসন) থেকে নিজের বা পরের কোনও নাম গ্রহণ করেন না।

দীক্ষিত বিচক্ষণবান (অর্থাৎ ভূয়োদর্শনের অভিজ্ঞতাপূর্ণ) বাক্য ব্যবহার করবেন, যা সম্মানযুক্ত।
 এই বাক্য ব্রাহ্মণকে বিচক্ষণ ও প্রজাপতিকে সম্মানিত করে। সেই হল অথর্ববেদের ব্রতধারী। তাকে

অন্যেরা অনুসরণ করে। কেন দীক্ষিতের অন্ন অন্যে গ্রহণ করবে না বা তার নাম গ্রহণ করবে না? দীক্ষিত অন্নযুক্ত ও নামযুক্ত একথা তাঁরা বলেন। (আসলে) তার অন্ন যারা গ্রহণ করে, তারা তাঁর পাপকেই ভক্ষণ করে; যারা তার নাম গ্রহণ করে তারা তাঁর নামের পাপকেই গ্রহণ করে। তাঁরা বলেন তিনি (দীক্ষিত) বেদের গর্ভভূত। তাঁরা বলেন—তার খাদ্য গ্রহণীয় নয় যে জন্মায় নি, যে অজ্ঞাত ব্যক্তি এবং যে এখনো সোম ক্রয় করেনি। সে দীক্ষার সকালে জন্মলাভ করে, সোম ক্রয় করে। তখন (নতুন করে জাত) তার, বিজ্ঞাতের, সোমক্রয়কারীর খাদ্য ভোজনের যোগ্য হয়—একথা তাঁরা বলেন।

কী ভাবে সংসব (নামক দোষ) পরিহার করা যায়? যার সোমযাগ বেশী শক্তিশালী সে অন্যের যজ্ঞকে অধিকার করে নেয়।

কেন সে দৈবের ধ্যান করে না? সংস্থিতহোমের সময় পাঠ করে না? সংসব দোষবশত। বিদ্যুতের পরে মেঘগর্জন তারপর বর্ষণ হয়। দেবতারা বায়ুর (উদ্দেশে নিবেদিত) সোমকে অভিষব করে ভক্ষণ করেন। ব্রাহ্মণেরা তার অভিষব করেন, তাঁরা বেদশ্রবণকারী ও অনুবচনকারী। তাদের পিতা ও পিতামহের সকলে সোমরস ভক্ষণকারী। সেজন্যে সেই (দীক্ষিত) ধ্যান করবে না এবং সংস্থিত হোমে অধ্যয়ন (স্বধ্যায়) করবে না—তাই বলছেন ব্রাহ্মণ। ॥১৯॥

সমাবৃত্তা আচার্যা নিষেদুঃ। তান্ হ যজ্ঞো দীক্ষিষ্যমাণান্ ব্রাহ্মণরূপং কৃত্বোপোদেয়ায়। ইথং চেদ্ বোহপসমবৎসুঃ, হন্ত বোহং মধ্যে দীক্ষা ইতি। ত উচুঃ—নৈব ত্বা বিদ্বা ন জানীমঃ। কো হীদবিজ্ঞায়মানেন সহ দীক্ষিষ্যতীতি? যন্ দ্বিদং দীক্ষিষ্যথৈব ভূয়ো ন দীক্ষিষ্যথৈব। অথ বা উ একং দীক্ষিষ্যথ, সং বৈ তর্হি মোহিষ্যথ। মোহিষ্যতি বো যজ্ঞঃ। সর্বে তে দীক্ষিষ্যথৈতি। অথ বা উ একং দীক্ষিষ্যথ, তে বা অহীনর্জিজো গৃহপতয়ো ভবিষ্যথ। তে তৃষ্ণীং ধ্যায়ন্ত আসাং চক্রিরে। স হোবাচ—কিং নু তৃষ্ণীমাথৈব? ভূয়ো বঃ পৃচ্ছামঃ। পৃচ্ছতেতি। যদ্ দ্বিদং দীক্ষিষ্যথৈব, উপময়ে এতস্মিন্ সংবৎসরে মিথুনং চরিষ্যথ, নোপৈষ্যথৈতি। ধিগিতি হোচুঃ। কথং নু দীক্ষিতা উপৈষ্যামো, নোপৈষ্যামহা ইতি। তে বৈ ব্রাহ্মণানামভিমন্তারো ভবিষ্যথ। রেতো হ বো য এতস্মিন্ সংবৎসরে ব্রাহ্মণাস্তদভবিষ্যন্তে বোধিমতা ভবিষ্যথৈতি। অথ বা উপৈষ্যামো, নোপৈষ্যামহা ইতি। তে বৈ দীক্ষিতা অবকীর্ণিনো ভবিষ্যথ। ন হ বৈ দেবযানঃ পস্থাঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতীতি। তিরো বৈ দেবযানঃ পস্থা ভবিষ্যতীতি। তে বয়ং ভগবন্তমেবোপধাবাম, যথা স্বস্তি সংবৎসরস্যোদৃচং সমশ্লবামহা ইতি ব্রাহ্মণম্ ॥২০॥

যাঁদের সমাবর্তন সংস্কার হয়ে গেছে এমন সব আচার্য একত্রে বসলেন। ব্রাহ্মণের রূপ ধরে যজ্ঞ দীক্ষিত হবে এমন লোকদের কাছে এসে উপদেশ করলেন—আমি তোমাদের মধ্যে দীক্ষাস্বরূপ, তোমাদের মধ্যে বল স্থাপন করবো। তাঁরা বললেন—‘তোমাকে আমরা জানিনা। কেই

বা অজ্ঞাতজনের কাছে দীক্ষা নেবে’? (ব্রাহ্মণ বললেন) ‘যে এখন দীক্ষা নেবে তার বারবার দীক্ষা নিতে হবে না’। (আচার্যেরা বললেন) ‘তাহলে একজনকে দীক্ষা দাও’। (ব্রাহ্মণ বললেন)—‘তাহলে তোমরা সকলে মোহগ্রস্ত হবে। যজ্ঞ (তোমাদের) মোহযুক্ত হবে। অতএব সকলে দীক্ষা গ্রহণ কর। কিংবা তোমাদের একজন যদি দীক্ষা গ্রহণ কর, সেক্ষেত্রে দীক্ষাহীন ঋত্বিকরা গৃহপতি হিসাবে গণ্য হবেন’।

তারা সকলে চুপ করে চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি বললেন—‘কেন তোমরা চুপ করে আছ’? (তারা বললেন) ‘আপনাকে অনেক জিজ্ঞাসা করতে চাই’। জিজ্ঞাসা কর’—‘(তিনি বললেন)। ‘যদি তোমরা দীক্ষা নাও তাহলে এক বছরের মধ্যেই তোমরা মিথুনকে লাভ করবো’ ‘কেন তোমরা আসছ না’? তারা বললেন ‘ধিক। আমরা দীক্ষিত হয়ে, কেন কাছে যাবো (মিথুনের)? আমরা যাবো না’। (ব্রাহ্মণ বললেন)—‘দীক্ষিত ব্যক্তির ব্রাহ্মণদের মধ্যে সবচেয়ে অভিনন্দনযোগ্য হয়। তোমাদের মধ্যে যে ব্রাহ্মণেরা রেতঃ (গ্রহণ) করবেন, সংবৎসরের মধ্যে তারা বোধিমান বলে গণ্য হবেন।

আচার্যেরা বললেন—‘আমরা কি কাছ আসবো নাকি আসবো না’? (ব্রাহ্মণ বললেন)—‘যারা (অন্যত্র) দীক্ষিত তারা ধর্মচ্যুত হবেন। তাদের কাছে দেবজনমার্গ প্রাদুর্ভূত হবে না। দেবজনমার্গ তাদের কাছ থেকে অন্তর্ধান করবে’। (আচার্যেরা বললেন তখন)—‘হে ভগবন! আমরা তাই আপনার কাছে এসেছি—যাতে সংবৎসরের সঙ্গে যুক্ত যে মন্ত্র তাকে লাভ করতে পারি, যাতে আমাদের কল্যাণ হয়’। একথাই বলছেন এই ব্রাহ্মণ। ॥২০॥

স হোবাচ—দ্বাদশ হ বৈ বসুনি দীক্ষিতাদুৎক্রামন্তি। ন হ বৈ দীক্ষিতোহগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ। ন পৌর্ণমাসেন যজ্ঞেন যজেত, নামাবাস্যেন। অস্মিন্ বসীত, ন পিতৃযজ্ঞেন যজেত। ন তত্র গচ্ছেদ্ যত্র মনসা জিগমিষেৎ। নেষ্ট্যা যজেত। ন বাচা যথাকথাচদিভিভাষেত। ন মিথুনং চরেৎ। নান্নাস্য যথাকামমুপযুক্তীত। ন পশুবন্ধেন যজ্ঞেন যজেত। ন তত্র গচ্ছেদ্ যত্র চক্ষুষা পরাপশ্যেৎ। কৃষ্ণাজিনং বসীত। কুরীরং ধারয়েৎ। মুষ্ঠী কুর্যাৎ। অঙ্গুষ্ঠপ্রভৃতয়স্তিশ্র উচ্ছয়েৎ। মৃগশৃঙ্গং গৃহীয়াৎ। তেন কষেত। অথ यस্য দীক্ষিতস্য বাগ্ বায়তা স্যাদ্ মুষ্ঠী বা বিসৃষ্টৌ স এতানি জপেৎ ॥২১॥

সেই (ব্রাহ্মণ) বললেন—‘বারোটি ঐশ্বর্য যখন দীক্ষিতের কাছে থেকে চলে যায়, (তখন) দীক্ষিত ব্যক্তি অগ্নিহোত্র যাগ করতে পারবে না, পৌর্ণমাসযাগ করতে পারবে না, অমাবাস্যাও না। পিতৃযজ্ঞ করতে পারবে না। মনের দ্বারা যেখানে যাওয়া সম্ভব, সেখানেও যেতে পারবে না। ইষ্টিযাগ করতে পারবে না। বাক্যদ্বারা যা খুশী ভাষণ দিতে পারবে না। দ্বৈত হয়ে চলাফেরা করতে পারবে না। অন্নকে যথেষ্টভাবে ভোগ করতে পারবে না। পশুবন্ধ যাগ করতে পারবে না।

চোখের অন্তরালে দূরে সে যেতে পারবে না। অতএব সে কৃষ্ণাজিন পরিধান করবে। চুলবেঁধে রাখবে। হাত মুঠো করে রাখবে। (তার মধ্যে) অঙ্গুষ্ঠাদি তিনটি আঙ্গুল উঁচু করে রাখবে। হরিণের শিঙা রাখবে। তার দ্বারাই গা ঘষবে। যখন দীক্ষিতের বাক্ সংযত হবে এবং মুঠি শিথিল হবে, তখন সে জপ করবে।' ॥২১॥

অগ্নিহোত্রঃ চ মা পৌর্ণমাসশ্চ যজ্ঞঃ পুরস্তাৎ প্রত্যঞ্চমুভৌ কামপ্রৌ ভূত্বা ক্ষিত্যা সহাবিশতাম্। বসতিশ্চ মামাবাস্যশ্চ যজ্ঞঃ পশ্চাৎ প্রাঞ্চমুভাবিতি সমানম্। মনশ্চ মা পিতৃযজ্ঞশ্চ যজ্ঞো দক্ষিণত উদঞ্চমুভাবিতি সমানম্। বাক্ চ মেষ্টিশ্চোত্তরতো দক্ষিণাঞ্চমুভাবিতি সমানম্। রেতশ্চ মান্নং চেত উর্ধ্বমুভাবিতি সমানম্। চক্ষুশ্চ মা পশুবন্ধশ্চ যজ্ঞোহমুতোহর্বাঞ্চমুভৌ কামপ্রৌ ভূত্বা ক্ষিত্যা সহাবিশতামিতি। খলু হ বৈ দীক্ষিতো য আত্মনি বসুনি ধত্তে, ন চৈবাস্য কা চনাতির্ভবতি, ন চ যজ্ঞবিক্রমমুপয়াতি। অপহরন্তি পুনর্মৃত্যুম্। অপাত্যেতি পুনরাজাতিম্। কামচারোহস্য সর্বেষু লোকেষু ভাতি য এবং বেদ, যশ্চৈবংবিদ্বান্ দীক্ষামুপৈতীতি ব্রাহ্মণম্ ॥২২॥

প্রায়শ্চিত্ত জপের মন্ত্র অগ্নিহোত্রযাগ ও পৌর্ণমাসযাগ পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে আমার মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে কামনা পরিপূর্ণ হয়ে প্রবেশ করুক। আর পশ্চিম থেকে পূর্বে বাস ও অমাবস্যা যজ্ঞ আমার মধ্যে প্রবেশ করুক একই ভাবে। মনও আগের মতোই পিতৃযজ্ঞ দক্ষিণ থেকে উত্তরে আমার মধ্যে প্রবেশ করুক। বাক্ ও ইষ্টিযাগ উত্তরদিক থেকে দক্ষিণে (প্রবেশ করুক)। রেতঃ ও অন্ন নীচের দিকের থেকে উঁচু দিকে আমার মধ্যে (প্রবেশ করুক)। উঁচু দিক থেকে নীচের দিকে (প্রবেশ করুক) চক্ষু ও পশুবন্ধ (যাগ)। (তারা প্রবেশ করুক) ইচ্ছাসমূহের পরিপূরক হয়ে, অক্ষত হয়ে।

যে দীক্ষিত নিজের মধ্যেই সমস্ত সম্পদকে ধারণ করেন, তাঁর কোনোপ্রকার বিপদ বা যজ্ঞস্বলন ঘটে না। এমনকী তিনি মৃত্যুকে জয় করেন, পুনর্জন্মকে অতিক্রম করেন। যিনি এরূপ জানেন এবং এরূপ জেনে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তিনি সকল লোকে ইচ্ছামত ভ্রমণ করেন। এই কথাই ব্রাহ্মণ বলছেন। ॥২২॥

অথ যস্য দীক্ষিতস্যর্তুমতী জায়া স্যাৎ প্রতিম্নাবা প্রতিম্নাবা সরূপবৎসায়া গোঃ পয়সি স্থালীপাকং শ্রপয়িত্বাভিঘার্যোদ্বাস্যোদ্ধৃত্যাভিহিংকৃত্য গর্ভবেদনপুংসবনৈঃ সংপাতবন্তং কৃত্বা তং পরৈব প্রানীয়াৎ রেতো বা অন্নম্। বৃষা হিংকারঃ। এবং হীশ্বরী যা দীক্ষিতায় দীক্ষিতা জায়া পুত্রং লভেতেতি। এতেনৈব প্রক্রমেণ যজেতেতি ব্রাহ্মণম্ ॥২৩॥

॥ ইত্যথর্ববেদে গোপথব্রাহ্মণপূর্বভাগে তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ ॥

অনন্তর যদি দীক্ষিতের ঋতুমতী স্ত্রী থাকেন, তাহলে তাঁকে ঋতু স্নানের পর স্থালীপাক করে খাওয়ানো হবে আর সেই স্থালীপাক হবে সেই গরুর দুগ্ধ, যার নিজের ও গোবৎসের রঙ একই। সেই (স্থালীপাকে) ঘি মাখিয়ে, (কস্তুরী প্রভৃতি দিয়ে) সুগন্ধিত করে, হিংকার উচ্চারণ করে গর্ভবেদন পুংসবন সংস্কার করে, সন্তাপ মন্ত্র উচ্চারণ করে তারপর সেই (স্থালীপাক) ভক্ষণ করবেন। অন্নই হল রেতঃ। হিংকার হল রেতঃ সেবন। এইরূপে ঐশ্বর্যযুক্তা দীক্ষিতা যজমানপত্নী দীক্ষিতের জন্য পুত্র লাভ করেন। এই ক্রমানুসারেই যাগ করবেন। এই কথাই বলছেন ব্রাহ্মণ। ॥২৩॥

১. যাঁরা দাবি করেন অথর্ববেদে শ্রীত্যাগের তেমন কোনো প্রসঙ্গ নেই, তারা যেন এই তৃতীয় প্রপাঠকটি এবং পরের প্রপাঠকগুলির পাঠ নেন- তাহলে সেই ভ্রান্তধারণার মূলোৎপাটন সম্ভব হবে। এখন যাগ, প্রযাজ, ইষ্টিকর্ম, দীক্ষা, অগ্নিহোত্র সমস্ত প্রসঙ্গই আখ্যান আকারে পরিবেশিত হয়েছে।

অথর্ববেদীয় গোপথব্রাহ্মণে পূর্বভাগে তৃতীয় প্রপাঠক সমাপ্ত।

পূর্বভাগ

চতুর্থ প্রপাঠক

ওম্। অয়ং বৈ যজ্ঞো যোংয়ং পবতে। তমেত ঈক্ষন্তি যে সংবৎসরায় দীক্ষন্তে। তেষাং গৃহপতিঃ প্রথমো দীক্ষতে। অয়ং বৈ লোকো গৃহপতিঃ। অস্মিন্ বা ইদং সৰ্বং লোকে প্রতিষ্ঠিতম্। গৃহপতা উ এব সৰ্বে সত্রিণঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। প্রতিষ্ঠায়া এবৈনং তৎপ্রতিষ্ঠিতৌ দীক্ষন্তে ॥১॥

ওঁ। এই যজ্ঞ যা পবিত্র করে। এই যজ্ঞকে যারা চায়, তারা সেই সংবৎসরসাধ্য (যাগের) জন্য দীক্ষাগ্রহণ করে। তাদের যে গৃহপতি, সে প্রথম দীক্ষাগ্রহণ করে। গৃহপতি হল অন্তরিক্ষলোক। এই লোকে সব প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য যাজ্ঞিকেরা (গৃহপতির) উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা (গৃহপতিকে) প্রথম দীক্ষাদান করেন তার প্রতিষ্ঠার জন্য। ॥১॥

১. যাগানুষ্ঠান করতে হলে যজমানকে দীক্ষাগ্রহণ করতে হয়। দীক্ষাগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারকর্ম (চুল, নখ কাটা, শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান ইত্যাদি) এবং একটি ইষ্টিযাগের দ্বারা সেই দীক্ষাগ্রহণ সমাপ্ত হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথমাধ্যায়ে দীক্ষণীয়েষ্টি সংস্কার বর্ণিত আছে।

অথ ব্রহ্মাণং দীক্ষয়তি। চন্দ্রমা বৈ ব্রহ্মাধিদৈবং মনোংধ্যাত্মম্। মনসৈব তদোষধীঃ সংদধাতি। তদ্ যা ওষধীর্বেদ, স এব ব্রহ্মৌষধীস্তদনেন লোকেন সংদধাতি। তস্মাদেতাবন্তরেণান্যো ন দীক্ষতে। স যদেতাবন্তরেণান্যো দীক্ষতে, ইমং তং লোকমোষধিভির্ব্যাপাদয়েৎ। উচ্ছেষুকা হ স্যুঃ। তস্মাদেতাবন্তরেণান্যো ন দীক্ষতে ॥২॥

অতঃপর (গৃহপতির পর) (যাজ্ঞিকেরা) ব্রহ্মাকে দীক্ষা দেন। দেবতা হিসেবে ব্রহ্মা হলেন চন্দ্র। তাঁর মন হল অধ্যাত্মমন। তিনি মনের দ্বারাই ওষধিসমূহকে জানেন। তিনি ওষধিসমূহকে এই লোকের জন্যে প্রযুক্ত করেন। (বা সংযুক্ত করেন)। সেহেতু এর মাঝখানে কেউ দীক্ষাগ্রহণ করবে না। এ-দুজনের মাঝে যদি কেউ দীক্ষাগ্রহণ করে, সে এই লোককে সমস্ত ওষধিসহ ধ্বংস করবে। তারা শুষ্ক হয়ে পড়বে। এ-দুজনের মাঝে তাই কেউ দীক্ষাগ্রহণ করবে না। ॥২॥

১. চতুর্থ প্রপাঠকে প্রধানত সংবৎসরসাধ্য সোমযাগ যা সত্র নামে পরিচিত তার বিবরণে পূর্ণ। মূলত শতপথব্রাহ্মণের দ্বাদশ অধ্যায় থেকে অধিকাংশ বিষয়সমূহ গৃহীত। তাই এটি যে শতপথব্রাহ্মণের অনুবর্তী ও পরবর্তী তা অনুমিত হয়।

অথোদ্গাতারং দীক্ষয়তি। আদিত্যো বা উদ্গাতাধিদৈবং চক্ষুরধ্যাত্মম্। পর্জন্য আদিত্যঃ। পর্জন্যাদধি বৃষ্টির্জায়তে। বৃষ্টিরেব তদোষধীঃ সংদধাতি। তস্মাদেতাবন্তরেণান্যো ন দীক্ষ্যেত। স যদেতাবন্তরেণান্যো দীক্ষ্যেত, ইমং তং লোকং বর্ষণে ব্যাপাদয়েৎ। অবরুকা ই স্যুঃ। তস্মাদেতাবন্তরেণান্যো ন দীক্ষ্যেত ॥৩॥

এরপর যাজ্ঞিক উদ্গাতাকে দীক্ষা দেন। দেবতা হিসেবে উদ্গাতা আদিত্য। তাঁর অধ্যাত্ম শরীর হল চোখ। পর্জন্যদেব হলেন আদিত্য। পর্জন্য থেকেই বৃষ্টি হয়। বৃষ্টিহেতু ওষধিসমূহ যথাযথভাবে ধৃত হয়। সেজন্য এদের দুজনের মাঝে অন্য কেউ দীক্ষা নেবে না। যদি কেউ এই দুজনের মধ্যে দীক্ষা নেন তাহলে এই লোক বর্ষণহীন হয়ে পড়বে। অতএব দুজনের মাঝে কেউ দীক্ষাগ্রহণ করবে না। ॥৩॥

অথ হোতারং দীক্ষয়তি। অগ্নির্বে হোতাধিদৈবং বাগধ্যাত্মম্। অন্নং বৃষ্টিঃ। বাচং চৈব তদগ্নিঃ চান্নেন সংদধাতি। তস্মাদেতাবন্তরেণান্যো ন দীক্ষ্যেত। স যদেতাবন্তরেণান্যো দীক্ষ্যেত, ইমং তং লোকমন্নেন ব্যাপাদয়েৎ। অশনায়ুকা স্যুঃ। তস্মাদেতাবন্তরেণান্যো ন দীক্ষ্যেত ॥৪॥

এরপর (তিনি) হোতাকে দীক্ষা দেন। হোতার দেবতা হলেন অগ্নি। অধ্যাত্ম বাক্‌ই তাঁর শরীর। অন্নই হল বৃষ্টি। সেজন্য তিনি বাক্ ও অগ্নিকে অন্নের দ্বারা সংযুক্ত করেন। অতএব এ দুজনের মাঝে যদি কেউ দীক্ষা নেন তাহলে অন্ন দ্বারা (অর্থাৎ অন্ন অভাবে) এ লোককে তিনি ধ্বংস করবেন। এই লোক অন্নহীন হয়ে পড়বে। অতএব এ দুজনের মাঝে কেউ দীক্ষাগ্রহণ করবে না। ॥৪॥

অথাধ্বর্যুঃ প্রতিপ্রস্থাতা দীক্ষয়তি। বায়ুর্বা অধ্বর্যুরধিদৈবং প্রাণোহধ্যাত্মম্। অন্নং বৃষ্টিঃ। বায়ুং চৈব তৎ প্রাণং চান্নেন সংদধাতি। তস্মাদেতাবন্তরেণান্যো ন দীক্ষ্যেত, স যদেতাবন্তরেণান্যো দীক্ষ্যেত, ইমং তং লোকং প্রাণেন ব্যাপাদয়েৎ। প্রমায়ুকা ই স্যুঃ। তস্মাদেতাবন্তরেণান্যো ন দীক্ষ্যেত ॥৫॥

অতঃপর অধ্বর্যুকে প্রতিপ্রস্থাতা দীক্ষা দেবেন। অধ্বর্যুর দেবতা বায়ু। অধ্যাত্মপ্রাণই তাঁর শরীর। অন্নই বৃষ্টি। সেহেতু তিনি বায়ু ও প্রাণকে অন্নের দ্বারা সংযুক্ত করেন, সেহেতু এই দুজনের মাঝে কেউ দীক্ষা নেবে না। যদি এ-দুজনের মাঝে কেউ দীক্ষা নেয়, তাহলে সে এই লোককে প্রাণ সহ বিনাশ করবে। এই লোক প্রাণহীন হয়ে ধ্বংস হবে। তাই এ-দুজনের মাঝে কেউ দীক্ষাগ্রহণ করবে না। ॥৫॥

অথ ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনং দীক্ষয়তি। অথোদ্গাত্রে প্রস্তোতারং দীক্ষয়তি। অথ হোত্রে মৈত্রাবরুণং দীক্ষয়তি। অথাধ্বর্যবে প্রতিপ্রস্থাতারং নেষ্টা দীক্ষয়তি। স হৈনমনু। এতেষাং বৈ

নবানাং ক্লৃপ্তিমবিতরে কল্পন্তে। নব বৈ প্রাণাঃ। প্রাণৈর্যজ্ঞস্তায়তে। অথ ব্রহ্মণে পোতারং দীক্ষয়তি। অথোদগাত্রে প্রতিহর্তারং দীক্ষয়তি। অথ হোত্রেচ্ছাবাকং দীক্ষয়তি। অথ অধ্বর্যবে দীক্ষয়তি। অথোদগাত্রে সুব্রহ্মণ্যং নেষ্টারমুন্নেতা দীক্ষয়তি। স হৈনমনু। অথ ব্রহ্মণ আগ্নীধ্বং দীক্ষয়তি। অথোদগাত্রে সূব্রহ্মণ্যং দীক্ষয়তি। অথ হোত্রে গ্রাবস্তুতং দীক্ষয়তি। অথ তমন্যঃ স্নাতকো বা ব্রহ্মচারী বা দীক্ষয়তি। ন পূতঃ পাবয়েদিত্যাহুঃ। সৈষানুপূর্বং দীক্ষা। তদ্ য এবং দীক্ষন্তে, দীক্ষিষ্যমাণা এব তে সত্রিণাং প্রায়শ্চিত্তং ন বিন্দন্তে। সত্রিণাং প্রায়শ্চিত্তমনু তস্যার্থস্য যোগক্ষেমঃ কল্পতে যস্মিন্নর্থে দীক্ষন্ত ইতি ব্রাহ্মণম্ ॥৬॥

তারপর তিনি ব্রহ্মার (সহায়ক) ব্রাহ্মণাচ্ছংসীকে দীক্ষা দেবেন। তিনি উদগাতার জন্য (সহায়ক) প্রস্তোতাকে দীক্ষা দেবেন। এরপর হোতার জন্য (সহায়ক) মৈত্রাবরুণকে দীক্ষা দেবেন। তারপর অধ্বর্যুর জন্য (তাঁর সহায়ক) প্রতিপ্রস্থাতাকে দীক্ষা দেবেন। অতঃপর তিনি নয়জন (ঋত্বিককে) দীক্ষাদানের সংকল্প করবেন। এরা নয় প্রাণবায়ুর। এই নয় প্রাণবায়ু দ্বারা যজ্ঞ বিস্তার লাভ করে।

অতঃপর ব্রহ্মার জন্য পোতাকে দীক্ষা দেন। উদগাতার জন্য প্রতিহর্তাকে দীক্ষা দেন। হোতার জন্য অচ্ছাবাককে দীক্ষা দেন। অধ্বর্যুর জন্য নেষ্টাকে দীক্ষা দেন। ব্রহ্মার জন্য আগ্নীধ্বকে দীক্ষা দেন। উদগাতার জন্য সুব্রহ্মণ্যকে দীক্ষা দেন। হোতার জন্য গ্রাবস্তুতকে দীক্ষা দেন। এরপর তাকে (সেই যাজ্ঞিককে) অন্য স্নাতক বা ব্রহ্মচারী দীক্ষা দেন। তাঁরা বলেন তিনি (ব্রহ্মচারী) (পূর্ব থেকেই) পূত। তাই তাঁকে পুনরায় পবিত্র করার দরকার নেই।

এই হল দীক্ষার ক্রম। যখন যাঁরা দীক্ষা নেবেন, তখন তাঁদের প্রায়শ্চিত্ত অজানা। যাজ্ঞিকদের প্রায়শ্চিত্তের পর (গৃহপতি) সম্পত্তির অর্ধেক দিয়ে যোগক্ষেম (যোগক্ষেমঃ=অপ্রাপ্তস্য প্রাপণং যোগঃ, প্রাপ্তস্য রক্ষণং চ ক্ষেমঃ) সাধন করবেন, বাকি অর্ধেকের দ্বারা তাঁরা দীক্ষা লাভ করবেন। ॥৬॥

শ্রদ্ধয়া বৈ দেবা দীক্ষণীয়াঃ নিরমিমত, অদিতোঃ প্রায়ণীয়াং, সোমাং ক্রয়ং, বিষ্ণোরাতিথ্যম্, আদিত্যাং প্রবর্গ্যং, স্বধায়া উপসদঃ, অগ্নীষোমাত্যামৌপবসথ্যমহঃ, প্রাতর্যাবন্ত্যো দেবেভ্যঃ প্রাতরনুবাকং, বসুভ্যঃ প্রাতঃসবনং, রুদ্রেভ্যো মাধ্যন্দিনং সবনম্, আদিত্যেভ্যস্তৃতীয়সবনং, বরুণাদবভৃথম্, অদিতেরুদয়নীয়াং, মিত্রাবরুণাত্যামনূবক্ষ্যাং, ত্বষ্ট্রস্বাষ্ট্রং, দেবীভ্যো দেবিকাভ্যো দেবতাহবীংষি, কামাদ্ দশাতিরাত্রং স্বর্গাল্লোকাদুদবসানীয়াম্। তদ্ বা এতদগ্নিষ্টোমস্য জন্ম। স য এবমেতদগ্নিষ্টোমস্য জন্ম বেদ, অগ্নিষ্টোমেন সাত্বা সলোকো ভূত্বা দেবানপ্যেতীতি ব্রাহ্মণম্ ॥ ৭ ॥ ॥

দেবতারা শ্রদ্ধা ভরে দীক্ষণীয়েষ্টি নির্মাণ করলেন। তাঁরা অদिति থেকে গ্রহণ করলেন প্রায়ণীয়েষ্টি, সোম থেকে সোমক্রয়, বিষ্ণু থেকে আতিথ্য, আদিত্য থেকে প্রবর্গ্য, স্বধা থেকে উপসং, অগ্নীষোম থেকে উপবাস-দিবস, প্রাতঃকালীন দেবতা থেকে প্রাতরনুবাক, বসুদেবদের থেকে প্রাতঃসবন, রুদ্রদের কাছ থেকে মাধ্যন্দিন সবন, আদিত্য থেকে তৃতীয় সবন, বরুণের কাছ থেকে অবভৃথ (স্নান), অদিতির কাছ থেকে সমাপ্তি ইষ্টি, মিত্রাবরুণের কাছ থেকে অনুবক্ষ্য (পশুযাগ) ত্বষ্টার কাছ থেকে ত্বষ্টকর্ম; দেবী ও দেবিকাদের কাছ থেকে দেবহবিঃ, কামনা থেকে দশাতিরাত্র যাগ, স্বর্গলোক থেকে সমাপ্তি ইষ্টি (=উদয়নীয়েষ্টি) এভাবে জন্ম অগ্নিষ্টোমযাগের। যিনি এইরূপে এই অগ্নিষ্টোমের জন্ম জানেন, তিনি অগ্নিষ্টোমের দ্বারাই সাত্বা, সলোক দেবতাদেরকে লাভ করেন—একথাই বলছেন এই ব্রাহ্মণ। ॥৭॥

অথ যদ্ দীক্ষণীয়য়া যজন্তে, শ্রদ্ধামেব তদ্ দেবীং দেবতাং যজন্তে। শ্রদ্ধা দেবী দেবতা ভবন্তি। শ্রদ্ধায়া দেব্যাঃ সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যৎ প্রায়ণীয়া যজন্তে, অদিতিম্বেব তদ্ দেবীং দেবতাং যজন্তে। অদিতিদেবী দেবতা ভবন্তি। অদিত্যা দেব্যাঃ সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যৎ ক্রয়মুপয়ন্তি, সোমমেব তদ্ দেবং দেবতাং যজন্তে। সোমো দেবো দেবতা ভবন্তি। সোমস্য দেবস্য সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যদাতিথ্যা যজন্তে, বিষ্ণুমেব তদ্ দেবং দেবতাং যজন্তে। বিষ্ণুর্দেবো দেবতা ভবন্তি। বিষ্ণোর্দেবস্য সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যৎ প্রবর্গ্যমুপয়ন্তি, আদিত্যমেব তদ্ দেবং দেবতাং যজন্তে। আদিত্যো দেবো দেবতা ভবন্তি। আদিত্যস্য দেবস্য সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যদুপসদমুপয়ন্তি, স্বধামেব তদ্ দেবীং দেবতাং যজন্তে। স্বধা দেবী দেবতা ভবন্তি। স্বধায়া দেব্যাঃ সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যদৌপবসথ্যমহরুপয়ন্তি, অগ্নীষোমাবেব তদ্ দেবৌ দেবতে যজন্তে। অগ্নীষোমৌ দেবৌ দেবতে ভবন্তি। অগ্নীষোময়োর্দেবতয়োঃ সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যৎ প্রাতরনুবাকমুপয়ন্তি, প্রাতর্যাব্ণ এব তদ্ দেবান্ দেবতা যজন্তে। প্রাতর্যাবাণো দেবা দেবতা ভবন্তি। প্রাতর্যাব্ণাং দেবানাং সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যৎ প্রাতঃসবনমুপয়ন্তি, বসুনেব তদ্ দেবান্ দেবতা যজন্তে। বসবো দেবা দেবতা ভবন্তি। বসুনাং দেবানাং সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যদ্ মাধ্যংদিনং সবনমুপয়ন্তি, রুদ্রানেব তদ্ দেবান্ দেবতা যজন্তে। রুদ্রা দেবা দেবতা ভবন্তি। রুদ্রাণাং দেবানাং সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যৎ তৃতীয়সবনমুপয়ন্তি, আদিত্যানেব তদ্ দেবান্ দেবতা যজন্তে। আদিত্যা দেবা দেবতা ভবন্তি। আদিত্যানাং দেবানাং সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যদবভৃথমুপয়ন্তি, বরুণমেব তদ্ দেবং দেবতাং যজন্তে। বরুণো দেবো দেবতা ভবন্তি।

বরুণস্য দেবস্য সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যদুদয়নীয়া যজন্তে, অদিতিম্বে তদ্ দেবীং দেবতাং যজন্তে। অদিতিদেবী দেবতা ভবন্তি। অদিত্যা দেব্যাঃ সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যদনূৰ্দ্ধ্বা যজন্তে, মিত্রাবরুণাব্বে তদ্ দেবৌ দেবতে যজন্তে। মিত্রাবরুণৌ দেবৌ দেবতে ভবন্তি। মিত্রাবরুণয়োৰ্দেবয়োঃ সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যৎ ত্বাষ্ট্রেণ পশুনা যজন্তে, ত্বষ্টারম্বে তদ্ দেবং দেবতাং যজন্তে। ত্বষ্টা দেবো দেবতা ভবন্তি। ত্বষ্টুর্দেবস্য সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যদ্ দেবিকাহবির্ভিচ্চরন্তি, যা এতা উপসৎসু ভবন্ত্যগ্নিঃ সোমো বিষ্ণুরিতি দেব্যো দেবিকা দেবতা ভবন্তি। দেবীনাং দেবিকানাং দেবতানাং সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যদ্ দশাতিরাত্রমুপয়ন্তি, কামম্বে তদ্ দেবং দেবতাং যজন্তে। কামো দেবো দেবতা ভবন্তি। কামস্য দেবস্য সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যদুদবসানীয়া যজন্তে, স্বৰ্গম্বে তল্লোকং দেবং দেবতাং যজন্তে। স্বৰ্গো লোকো দেবো দেবতা ভবন্তি। স্বৰ্গস্য লোকস্য দেবস্য সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। তদ্ বা এতদগ্নিষ্টোমস্য জন্ম। স য এবমেতদগ্নিষ্টোমস্য জন্ম বেদ, আঐশ্বৰ্য তদগ্নিষ্টোমং স্বৰ্গে লোকে প্রতিতিষ্ঠতি। প্রতিতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভির্ষ এবং বেদ। অগ্নিষ্টোমেন সাত্বা সলোকো ভূত্বা দেবানপ্যেতীতি ব্রাহ্মণম্ ॥৮॥

অতএব যেহেতু তাঁরা দীক্ষণীয়েষ্টি দ্বারা যাগ করেন, সেহেতু তাঁরা দেবী শ্রদ্ধাকেই দেবতারূপে যাগ করেন। শ্রদ্ধাদেবী সেখানে দেবতা হন। যাঁরা তাঁর কাছে যান তাঁরা শ্রদ্ধাদেবীর সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। অতঃপর যেহেতু তাঁরা প্রায়ণীয়েষ্টি দ্বারা যাগ করেন, সেহেতু তাঁরা দেবী অদিতিকে দেবতারূপে যাগ করেন। অদিতিদেবী সেখানে দেবতা। যাঁরা তাঁর কাছে যান (বা এসব জানেন) তাঁরা অদিতি দেবতার সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। অতঃপর যেহেতু (সোম) ক্রয় করেন, সেহেতু সোমদেবতাকে যাগ করেন। দেব সোম সেখানে দেবতা। যাঁরা এসব করেন, তাঁরা সোমদেবতার সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। অতঃপর যেহেতু তারা আতিথেয়ষ্টি করেন, সেহেতু দেব বিষ্ণুর তাঁরা যাগ করেন। দেব বিষ্ণু সেখানে দেবতা। যাঁরা এসব করেন, তাঁরা বিষ্ণুদেবের সাযুজ্য ও সলোকতা প্রাপ্ত হন। অতঃপর যেহেতু তারা প্রবৰ্গ্য অনুষ্ঠান করেন সেখানে তাঁরা আদিত্যদেবের যাগ করেন। দেব আদিত্যই সেখানে দেবতা। যাঁরা এই অনুষ্ঠান করেন তাঁরা আদিত্যদেবের সঙ্গে সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। তারপর যখন তাঁরা উপসদের অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা তার ফলে দেবী স্বধার যাগানুষ্ঠান করেন। দেবী স্বধা সেখানে দেবতা। যাঁরা এ অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা স্বধাদেবীর সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। এরপর যেহেতু ঔপবসথ্য দিবসের (সোমযাগের পূর্বদিন—যেদিন যজমান উপবাস করেন) অনুষ্ঠান করেন, সেহেতু তাঁরা অগ্নীষোম দেবদ্বয়ের যাগ করেন। সেখানে অগ্নীষোম হলেন দেবতাদ্বয়। যাঁরা এই অনুষ্ঠান করেন,

তাঁরা দেবতা অগ্নীষোমের সঙ্গে সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। এরপর যেহেতু তাঁরা প্রাতঃকালীন দেবতার তখন দেবতা। যাঁরা এই অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা প্রাতঃকালীন দেবতার সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। এরপর যেহেতু তাঁরা প্রাতঃসবনের অনুষ্ঠান করেন, সেহেতু তাঁরা বসুদেবদের যাগ করে থাকেন। বসুদেবগণই তখন দেবতা। যাঁরা এই অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা বসুদেবদের সাযুজ্য লাভ করেন। অতঃপর যাঁরা মাধ্যম্নিন সবনের অনুষ্ঠান করেন তখন তাঁরা রুদ্রদেবদের যাগ করেন, সেখানে রুদ্রদেবরাই দেবতা। যাঁরা এই অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা রুদ্রদেবদের সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। অতঃপর যাঁরা তৃতীয় সবনের অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা দ্বারা তাঁরা আদিত্যদেবদের যাগ করেন। সেখানে আদিত্যরাই দেবতা। যাঁরা এই অনুষ্ঠান করেন তাঁরা আদিত্য দেবতাদের সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। অতঃপর যাঁরা অবভৃথের অনুষ্ঠান করেন এর দ্বারা তাঁরা বরুণ দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দেন। দেব বরুণ সেখানে দেবতা। যাঁরা এই অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা বরুণ দেবতার সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। অতঃপর তাঁরা যখন উদয়নীয়ের অনুষ্ঠান করেন, তখন দেবী অদিতির যাগ তাঁরা করেন। দেবী অদিতিই সেখানে দেবতা। যাঁরা এই অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা দেবী অদিতির সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। অতঃপর যাঁরা অনূবক্ষ্যের অনুষ্ঠান করেন, সেক্ষেত্রে মিত্রাবরুণের উদ্দেশ্যে যাগ করেন। মিত্রাবরুণই সেখানে দেবতা। যাঁরা এই অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা মিত্রাবরুণের সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। অতঃপর যাঁরা তাষ্ট্র পশু যাগ করেন, তাঁরা ফলে তাঁরা দেব ত্বষ্টার উদ্দেশ্যেই যাগ করেন। ত্বষ্টা সেখানে দেবতা। যাঁরা এই অনুষ্ঠান করেন তাঁরা ত্বষ্টদেবতার সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। যখন তাঁরা দেবিকা হবির অনুষ্ঠান করেন, তখন তাঁরা আহুতি দেন অগ্নি, সোম ও বিষ্ণুকে। এই দেবিকারা তখন দেবতা। যাঁরা এই অনুষ্ঠান করেন তাঁরা দেবী দেবিকাদের সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। যাঁরা যখন দশাতিরাত্রের অনুষ্ঠান করেন, তখন দেবতা কামের যাগ করেন তাঁরা। কামদেব তখন দেবতা। যাঁরা এই অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা কামদেবের সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। যাঁরা উদবসানীয়ের অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা স্বর্গলোকের উদ্দেশ্যে যাগ করেন। স্বর্গলোকই তখন দেবতা। যাঁরা এই অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা স্বর্গলোকের সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন।

এই হল অগ্নিষ্টোমের জন্ম। যিনি এভাবে অগ্নিষ্টোমের জন্ম জানেন, তিনি অগ্নিষ্টোমকে লাভ করে জানেন, স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠা পান। যিনি এরূপে জানেন, তিনি প্রজা ও পশুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হন। জ্যোতিষ্টোমের দ্বারা আত্মবান ও লোকবান হয়ে সমস্ত দেবতাদেরকে লাভ করেন—একথাই বলছেন এই ব্রাহ্মণ। ॥৮॥

অহোরাত্রাভ্যাং বৈ দেবাঃ প্রায়ণীয়মতিরাত্রং নিরমিমত, অর্ধমাসেভ্যশ্চতুর্বিংশমহঃ, ব্রহ্মণোহভিপ্লবং, ক্ষত্রাং পৃষ্ঠ্যম্, অগ্নেরভিজিতম্, অদ্যঃ স্বরসাম্নঃ, সূর্যাদ্ বিষুবন্তম্, উক্তা আবৃত্তাঃ স্বরসামানঃ, ইন্দ্রাদ্ বিশ্বজিতম্, উক্তৌ পৃষ্ঠ্যাভিপ্লবৌ, মিত্রাবরুণাভ্যাং গবায়ুষী, বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো দশরাত্রং, দিগ্ভ্যো দাশরাত্রিকং পৃষ্ঠ্যং ষড়হম্, এভ্যো লোকেভ্যশ্ছন্দোমং ত্রাহং, সংবৎসরাদ্ দশমমহঃ, প্রজাপতের্মহাব্রতং, স্বর্গাল্লোকাদুদয়নীয়মতিরাত্রম্। তদ্ বা এতৎ সংবৎসরস্য জন্ম। স য এবমেতৎ সংবৎসরস্য জন্ম বেদ, সংবৎসরেণ সাত্বা সলোকো ভূত্বা দেবানপ্যেতীতি ব্রাহ্মণম্ ॥৯॥

দেবতারা দিন ও রাত্রির দ্বারা প্রায়ণীয়াতিরাত্র প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁরা অর্ধমাস থেকে চতুর্বিংশ দিবসের নির্মাণ করলেন। তাঁরা ব্রহ্মতেজ থেকে অভিপ্লবষড়হ, ক্ষত্রতেজ থেকে পৃষ্ঠ্যষড়হ, অগ্নি থেকে অভিজিৎ, জল থেকে স্বরসাম, সূর্য থেকে বিষুবদিবস, পুনরুচ্চারিত স্বরসাম থেকে দিন, ইন্দ্র থেকে বিশ্বজিৎ, পূর্ব উচ্চারিত (মন্ত্র থেকে) পৃষ্ঠ্য ও অভিপ্লব, মিত্রাবরুণ থেকে গবায়ুষী, বিশ্বদেব থেকে দশরাত্র, দিকসমূহ থেকে দাশরাত্রিক পৃষ্ঠ্যষড়হ, এই সমস্ত লোক থেকে ছন্দোময় দিবসত্রয়, সংবৎসর থেকে দশ দিবসব্যাপী (যাগ), প্রজাপতি থেকে মহাব্রত, স্বর্গলোক থেকে উদয়নীয় অতিরাত্র নির্মাণ করলেন। এই ভাবেই জন্ম হল সংবৎসর (সত্র) যাগের। যিনি এইভাবে সংবৎসর যাগের জন্মের কথা জানেন, তিনি সংবৎসরের দ্বারাই আত্মবান ও সলোক হয়ে দেবতাদেরকে লাভ করেন—একথাই বলছেন ব্রাহ্মণ। ॥৯॥

অথ যৎ প্রায়ণীয়মতিরাত্রমুপয়ন্তি, অহোরাত্রাবেব তদ্ দেবৌ দেবতে যজন্তে। অহোরাত্রৌ দেবৌ দেবতে ভবন্তি। অহোরাত্রয়োর্দেবয়োঃ সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যচ্চতুর্বিংশমহরুপয়ন্তি, অর্ধমাসানেব তদ্ দেবান্ দেবতা যজন্তে। অর্ধমাসা দেবা দেবতা ভবন্তি। অর্ধমাসানাং দেবানাং সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যদভিপ্লবমুপয়ন্তি, ব্রহ্মণমেব তদ্ দেবং দেবতাং যজন্তে। ব্রহ্মা দেবো দেবতা ভবন্তি। ব্রহ্মণো দেবস্য সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যৎ পৃষ্ঠ্যমুপয়ন্তি, ক্ষত্রমেব তদ্ দেবং দেবতাং যজন্তে। ক্ষত্রং দেবো দেবতা ভবন্তি। ক্ষত্রস্য দেবস্য সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যদভিজিতমুপয়ন্তি, অগ্নিমেব তদ্ দেবং দেবতাং যজন্তে। অগ্নির্দেবো দেবতা ভবন্তি। অগ্নের্দেবস্য সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যৎ স্বরসাম্ উপয়ন্তি, অপ এব তদ্ দেবীর্দেবতা যজন্তে। আপো দেব্যা দেবতা ভবন্তি। অপাং দেবীনাং সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যদ্ বিষুবন্তমুপয়ন্তি, সূর্যমেব তদ্ দেবং দেবতাং যজন্তে। সূর্যো দেবো দেবতা ভবন্তি। সূর্যস্য দেবস্য সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। উক্তা আবৃত্তাঃ স্বরসামানঃ।

অথ যদ্ বিশ্বজিতমুপয়ন্তি, ইন্দ্রমেব তদ্ দেবং দেবতাং যজন্তে। ইন্দ্রো দেবো দেবতা ভবন্তি। ইন্দ্রস্য দেবস্য সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। উক্তৌ পৃষ্ঠ্যাভিপ্লবৌ। অথ যদ্ গবায়ুযী উপয়ন্তি, মিত্রাবরুণাবেব তদ্ দেবৌ দেবতে যজন্তে। মিত্রাবরুণৌ দেবৌ দেবতে ভবন্তি। মিত্রাবরুণয়োর্দেবয়োঃ সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যদ্ দশরাত্রমুপয়ন্তি, বিশ্বানেব তদ্ দেবান্ দেবতা যজন্তে। বিশ্বে দেবা দেবতা ভবন্তি। বিশ্বেষাং দেবানাং সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যদ্ দাশরাত্রিকং পৃষ্ঠ্যং ষড়্হমুপয়ন্তি, দিশ এব তদ্ দেবীর্দেবতা যজন্তে। দিশো দেব্যো দেবতা ভবন্তি। দিশাং দেবীনাং সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যচ্ছন্দোমং ত্র্যহমুপয়ন্তি, ইমানেব তল্লোকান্ দেবান্ দেবতা যজন্তে। ইমে লোকা দেবা দেবতা ভবন্তি। এষাং লোকানাং দেবানাং সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যদ্ দশমমহরুপয়ন্তি, সংবৎসরমেব তদ্ দেবং দেবতাং যজন্তে। সংবৎসরো দেবো দেবতা ভবন্তি। সংবৎসরস্য দেবস্য সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যদ্ মহাব্রতমুপয়ন্তি, প্রজাপতিমেব তদ্ দেবং দেবতাং যজন্তে। প্রজাপতির্দেবো দেবতা ভবন্তি। প্রজাপতের্দেবস্য সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি, য এতদুপয়ন্তি। অথ যদুদয়নীয়মতিরাত্রমুপয়ন্তি, স্বর্গমেব তল্লোকং দেবং দেবতাং যজন্তে। স্বর্গো লোকো দেবো দেবতা ভবন্তি। স্বর্গস্য লোকস্য দেবস্য সাযুজ্যং সলোকতাং যন্তি য এতদুপয়ন্তি। তদ্ বা এতৎ সংবৎসরস্য জন্ম। স য এবমেতৎ সংবৎসরস্য জন্ম বেদ, আপ্তবৈব তৎ সংবৎসরং স্বর্গে লোকে প্রতিতিষ্ঠতি। প্রতিতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভির্য এবং বেদ। সংবৎসরেণ সাত্বা সলোকো ভূত্বা দেবানপ্যেতীতি ব্রাহ্মণম্ ॥১০॥

যেহেতু তাঁরা প্রায়ণীয় অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করেন, সেহেতু তাঁরা অহোরাত্র দেবতাদ্বয়ের উদ্দেশ্যে আহুতি দেন। অহঃ ও রাত্রি দেবতা সেখানে। তাই যাঁরা এই অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা অহোরাত্রি দেবতাদ্বয়ের সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। অতঃপর তাঁরা যখন চতুর্বিংশ দিনের অনুষ্ঠান করেন, তখন অর্ধমাস দেবতাদের উদ্দেশ্যেই যাগ করেন। অর্ধমাস সেখানে দেবতা। যাঁরা চতুর্বিংশ দিবসের অনুষ্ঠান করেন তাঁরা অর্ধমাস দেবতাদের সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। যখন তাঁরা অভিপ্লব ষড়্হের অনুষ্ঠান করেন, তখন তাঁরা ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে যাগ করেন। দেব ব্রহ্মা তখন দেবতা। যাঁরা এই অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা তখন দেবতা ব্রহ্মার সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। তাঁরা যখন পৃষ্ঠ্যষড়্হের অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা তখন ক্ষত্রদেবতার উদ্দেশ্যে যাগ করেন। ক্ষত্রদেবই তখন দেবতা। যাঁরা পৃষ্ঠ্যষড়্হের অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা তখন ক্ষত্রদেবতার সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। এরপর তাঁরা যখন অভিজিতের অনুষ্ঠান করেন, তখন তাঁরা অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে যাগ করেন। দেব অগ্নি তখন দেবতা। যাঁরা অভিজিতের অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা অগ্নিদেবতার সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। এরপর যখন তাঁরা স্বরসামের অনুষ্ঠান করেন,

তখন তাঁরা আপদেবতার উদ্দেশ্যে যাগ করেন। আপদেবীই তখন দেবতা। যাঁরা অতএব স্বরসামের অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা তখন আপ দেবীর সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। যখন তারা বিষুব-দিনের অনুষ্ঠান করেন, তখন তাঁরা সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে যাগ করেন। দেব সূর্যই তখন দেবতা। যাঁরা অতএব বিষুব দিনের অনুষ্ঠান করেন, তাঁর দেব সূর্যের সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন।

পুনরুচ্চারিত মন্ত্রই স্বরসাম। অতঃপর যেহেতু বিশ্বজিতের অনুষ্ঠান করেন, তখন তাঁরা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যাগ করেন। দেব ইন্দ্র তখন দেবতা। যাঁরা বিশ্বজিতের অনুষ্ঠান করেন, তখন তাঁরা ইন্দ্রদেবের সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। পৃষ্ঠাভিপ্লবের কথা বলা হয়েছে। অতঃপর যেহেতু তিনি গবায়ুধীর অনুষ্ঠান করেন, সেহেতু তাঁরা মিত্রাবরুণের উদ্দেশ্যে যাগ করেন। মিত্রাবরুণই সেখানে দেবতা। যাঁরা এই অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা মিত্রাবরুণের সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। অতঃপর তাঁরা যখন দশরাত্রের অনুষ্ঠান করেন, সেহেতু তখন তারা বিশ্বদেবদের উদ্দেশ্যে যাগ করেন, বিশ্বদেবগণ তখন দেবতা। যাঁরা এই অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা বিশ্বদেবগণের সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। অনন্তর যখন তাঁরা দাশরাত্রিক পৃষ্ঠ্যষড়হের অনুষ্ঠান করেন, তখন দেবতা দিক। যাঁরা এই অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা তখন দিগ্‌দেবীর সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। অতঃপর যাঁরা যখন ছন্দোম নামত্র্যহের অনুষ্ঠান করেন, সেহেতু তাঁরা তখন ইহলোকের দেবতাদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান করেন। ইহলোকসমূহ তখন দেবতা। যাঁরা এই অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা এই লোকসমূহের সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। অতঃপর যাঁরা তখন দশম অহের অনুষ্ঠান করেন, তখন তাঁরা সংবৎসর দেবগণের উদ্দেশ্যে যাগ করেন। সংবৎসর তখন দেবতা। অতএব যাঁরা এ অনুষ্ঠান করেন, সেহেতু তাঁরা সংবৎসরে সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। অনন্তর যখন মহাব্রতের অনুষ্ঠান করেন, সেহেতু তাঁরা দেবতা প্রজাপতির উদ্দেশ্যে যাগ করেন। দেব প্রজাপতি তখন দেবতা। যাঁরা এই অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা প্রজাপতিদেবের সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন। অতঃপর যখন উদয়নীয় অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করেন তখন স্বর্গলোকের উদ্দেশ্যে যাগ করেন। স্বর্গলোক তখন দেবতা। যাঁরা এই অনুষ্ঠান করেন, তখন তাঁরা স্বর্গলোকের সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করেন।

এই হল সংবৎসর (যাগের) জন্ম। যিনি এরূপে সংবৎসরের জন্ম জানেন, তিনি সংবৎসর (যাগকে) লাভ করে স্বর্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। (ইহজগতে) প্রজা ও পশুর দ্বারা সমৃদ্ধ হন। সংবৎসরের দ্বারা সাত্ব ও সলোক হয়ে দেবতাদেরকে লাভ করেন-এ কথা বলছেন এ ব্রাহ্মণ। ॥১০॥

স বা এষ সংবৎসরোঽধিদৈবঃ চাধ্যাত্নঃ চ প্রতিষ্ঠিতঃ। স য এবমেতৎ সংবৎসরমধিদৈবঃ চাধ্যাত্নঃ চ প্রতিষ্ঠিতং বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি। প্রতিতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভির্ষ এবং বেদ ॥১১॥

এই ভাবেই আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে সংবৎসর (সত্রযাগ) প্রতিষ্ঠিত। যিনি এই সংবৎসরকে আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত বলে জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তিনি প্রজা ও পশুর দ্বারা (প্রতিষ্ঠা) লাভ করেন। ॥১১॥

স বা এষ সংবৎসরো বৃহতীমভিসংপন্নঃ। দ্বাবক্ষরাবহাং ষড়্হৌ দ্বৌ পৃষ্ঠ্যাভিপ্লবৌ। গবায়ুষী দশরাত্রঃ। তথা খলু ষট্‌ত্রিংশৎ সংপদ্যন্তে। ষট্‌ত্রিংশদবদানা গৌঃ। ষট্‌ত্রিংশদক্ষরা বৃহতী। বাহতো বৈ স্বর্গো লোকঃ। বৃহত্যা বৈ দেবাঃ স্বর্গে লোকে যজন্তে। বৃহত্যা স্বর্গে লোকে প্রতিতিষ্ঠতি। প্রতিতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভির্য এবং বেদ ॥১২॥

এই সেই সংবৎসর ব্যাপী (যাগ) বৃহতী (ছন্দের) দ্বারা সংপূর্ণ। দুটি করে দ্বাদশাক্ষরবিশিষ্ট ষড়্‌হ; পৃষ্ঠ্য ও অভিপ্লব (মোট বারো দিন)। অতঃপর গবায়ুষী (দুই দিন)। তারপর দশরাত্র (দশ দিন)। এই ভাবেই ত্রিশ অক্ষর সম্পাদিত হয়। গরুকে ছত্রিশটি অংশে বিভক্ত করা হয়। বৃহতী ছন্দের অক্ষর হল ছত্রিশটি। স্বর্গলোক বৃহতী ছন্দের সঙ্গে যুক্ত। স্বর্গলোকে দেবতারা বৃহতী ছন্দোদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করে থাকেন। (যজমান) বৃহতী ছন্দের দ্বারা (যজ্ঞানুষ্ঠান করে) স্বর্গলোক লাভ করেন। প্রজা ও পশুর দ্বারা তিনি সমৃদ্ধি লাভ করেন, যিনি একে (বৃহতীকে) এইভাবে জানেন। এই হল সংবৎসর (সত্রযাগ)। ॥১২॥

স বা এষ সংবৎসরস্ত্রিমহাব্রতঃ। চতুর্বিংশে মহাব্রতং বিষুবতি মহাব্রতং মহাব্রত এব মহাব্রতম্। তং হ স্মৈতমেবং বিদ্বাংসঃ পূর্বে ত্রিমহাব্রতমুপয়ন্তি। তে তেজস্বিন আসন্ সত্যবাদিনঃ সংশিতব্রতাঃ। য এনমদ্য তথোপৈয়ুর্থথামপাত্রমুদক আসিক্তে নির্মৃত্যেদ্ এবং যজমানা নির্মৃত্যেরন্, উপর্যুপয়ন্তি। তথা হাস্য সত্যেন তপসা ব্রতেন চাভিজিতমবরুদ্ধং ভবতি য এবং বেদ ॥১৩॥

এই সংবৎসর (যাগে) তিনি মহাব্রতের অনুষ্ঠান থাকে। চতুর্বিংশ অর্থাৎ মহাব্রত অনুষ্ঠান থাকে। বিষুবৎ দিবসে মহাব্রত অনুষ্ঠান হয়। পূর্বে বিদ্বান ব্যক্তিরা তিনটি মহাব্রত অনুষ্ঠান করতেন। ফলে তাঁরা তেজস্বী, সত্যবাদী ও সংশিতব্রত হয়েছিলেন। কিন্তু যারা এই অনুষ্ঠানকে নষ্ট করতে চায় তারা যেমন কাঁচা মাটির পাত্রে জল রাখলে তা ভেঙে পড়ে তেমনি ভেঙে পড়বে। যাঁরা তাই এই সংবৎসর অনুষ্ঠানকে সত্যের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, ব্রতের দ্বারা গ্রহণ করেন তাঁরা অভিজিৎকে লাভ করেন, এবং যাঁরা এরূপে জানেন (তাঁরা লাভ করেন)। ॥১৩॥

১. মহাব্রত একটি বিশেষ অনুষ্ঠান যা সংবৎসরসাধ্য সোমযাগে অনুষ্ঠিত হয়। পরিশিষ্টে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

অথ যচ্চতুর্বিংশমহরুপেত্যানুপেত্য বিষুবন্তং মহাব্রতমুপেয়াৎ, কথমনাগূর্ত্যে ভবতীতি? যমেবামুং পুরস্তাদ্ বিষুবতোহতিরাত্রমুপয়ন্তি, তেনেতি ক্রয়াৎ। অভিপ্লবাৎ পৃষ্ঠ্যো নির্মিতঃ। পৃষ্ঠ্যাদভিজিৎ। অভিজিতঃ স্বরসামানঃ। স্বরসামভ্যো বিষুবান্। বিষুবতঃ স্বরসামানঃ। স্বরসামভ্যো বিশ্বজিৎ। বিশ্বজিতঃ পৃষ্ঠ্যাভিপ্লবৌ। পৃষ্ঠ্যাভিপ্লবাভ্যাং গবায়ুষী। গবায়ুর্ভ্যাং দশরাত্রঃ। দশরাত্রাদ্ মহাব্রতম্। মহাব্রতাদুদয়নীয়োহতিরাত্রঃ। উদয়নীয়োহতিরাত্রঃ স্বর্গায় লোকায়ান্নাদ্যায় প্রতিষ্ঠিত্যে ॥১৪॥

চতুর্বিংশ অহের অনুষ্ঠানের পর এবং বিষুবৎ এর আগে মহাব্রত অনুষ্ঠান করা হয়। তাহলে ‘আগু’ কিভাবে হবে? (যাঞ্জিকরা) বলেন বিষুবৎ অনুষ্ঠানের আগে অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করা হয়। তার দ্বারাই হয়। সেজন্য তাঁরা অভিপ্লব ষড়হ থেকে পৃষ্ঠ্য ষড়হ নির্মাণ করেন। অতঃপর পৃষ্ঠ্য থেকে অভিজিৎ, অভিজিৎ থেকে স্বরসাম, স্বরসাম থেকে বিষুবৎ, বিষুবৎ থেকে স্বরসাম, স্বরসাম থেকে বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিৎ থেকে পৃষ্ঠ্যাভিপ্লব, পৃষ্ঠ্যাভিপ্লব থেকে গবায়ুষী, গবায়ুষী থেকে দশরাত্র, দশরাত্র থেকে মহাব্রত, মহাব্রত থেকে উদয়নীয়াতিরাত্র (নির্মাণ করেন)। উদয়নীয় অতিরাত্রে স্বর্গলোক উপপন্ন হয়, অন্নাদিপ্রতিষ্ঠাও উপপন্ন হয়। ॥১৪॥

অথ যচ্চতুর্বিংশমহরুপেত্যানুপেত্য বিষুবন্তং মহাব্রতমুপেয়াৎ, কথমনাগূর্ত্যে ভবতীতি? যমেবামুং পুরস্তাদ্ বিষুবতোহতিরাত্রমুপয়ন্তি, তেনেতি ক্রয়াৎ। অভিপ্লবাৎ পৃষ্ঠ্যো নির্মিতঃ। পৃষ্ঠ্যাদভিজিৎ। অভিজিতঃ স্বরসামানঃ। স্বরসামভ্যো বিষুবান্। বিষুবতঃ স্বরসামানঃ। স্বরসামভ্যো বিশ্বজিৎ। বিশ্বজিতঃ পৃষ্ঠ্যাভিপ্লবৌ। পৃষ্ঠ্যাভিপ্লবাভ্যাং গবায়ুষী। গবায়ুর্ভ্যাং দশরাত্রঃ। অথ হ দেবেভ্যো মহাব্রতং ন তস্মৈ কথমূর্ধ্বৈ স্তোমৈর্বিষুবন্তমুপাগাতাবৃত্তৈর্মামিতি? তে দেবা ইহসামিবাসুঃ উপ তং যজ্ঞক্রতুং জানীমো, য উর্ধ্বস্তোমো, যেনৈতদহরবাপ্নুয়ামেতি। তত এতং দ্বাদশরাত্রমূর্ধ্বস্তোমং দদৃশুঃ। তমাহরন্। তেনাযজন্ত। তত এভ্যোহতিষ্ঠন্। তিষ্ঠতি হ্যস্মৈ মহাব্রতম্। প্রতিতিষ্ঠতি। প্রতিতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভির্ষ এবং বেদ ॥১৫॥

অতঃপর চতুর্বিংশ অহ-এর অনুষ্ঠান। বিষুবৎ দিবসের অনুষ্ঠান করার আগে মহাব্রত অনুষ্ঠান করা হয়—সেক্ষেত্রে কেমন করে (যাঞ্জিক) আগু না করে তা করবেন? (উত্তর)—যেহেতু তাঁরা বিষুবৎ দিবসের আগে অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করে থাকেন, সেহেতু তার দ্বারাই (তিনি এটা করে থাকেন)। তখন তিনি বলেন—অভিপ্লব ষড়হের পর পৃষ্ঠ্যষড়হের নির্মাণ করতে হবে। পৃষ্ঠ্য থেকে অভিজিৎ, অভিজিৎ থেকে স্বরসাম, স্বরসাম থেকে বিষুবৎ, বিষুবৎ থেকে স্বরসাম, স্বরসাম থেকে বিষুবৎ, বিষুবৎ থেকে স্বরসাম, স্বরসাম থেকে বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিৎ থেকে পৃষ্ঠ্য ও অভিপ্লব, পৃষ্ঠ্য ও অভিপ্লব থেকে গবায়ুষী, গবায়ুষী থেকে দশরাত্রের নির্মাণ করবে। মহাব্রত অনুষ্ঠান দেবতাদের

কাছে ছিল না। তাহলে কীভাবে তা উর্ধ্বস্তোমসমূহের দ্বারা বিষুবৎ দিবসের কাছে আবৃত্ত হয়? দেবতারা ছিলেন এখানে। আমরা উদ্ভাবন করি সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের যা হল উর্ধ্বস্তোম, যার মধ্য দিয়ে আমরা সেই বিশেষ দিনটিকে লাভ করি। তারপর তাঁরা দ্বাদশরাত্রিব্যাপী সেই স্তোমকে ধারণ করলেন। তাঁরা আহরণ করলেন, আহুতি দিলেন, এবং তার মধ্যে অবস্থান করলেন। মহাব্রত এর মধ্যেই থাকেন প্রতিষ্ঠিত। যিনি এরূপ জানেন, তিনি প্রজা ও পশুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হন। ॥১৫॥

অথ যচ্চতুর্বিংশমহরুপেত্যানুপেত্য বিষুবন্তং মহাব্রতমুপেয়াৎ, কথমনাগূর্ত্যে ভবতীতি? যমেবামুং পুরস্তাদ্ বিষুবতোহতিরাত্রমুপয়ন্তি, তেনেতি ক্রয়াৎ। তদাহঃ—কতি সংবৎসরস্য পরাঞ্চ্যহানি ভবন্তি কত্যাৰ্বাঞ্চি? তদ্ যানি সকৃৎ সকৃদুপয়ন্তি, তানি পরাঞ্চি। অথ যানি পুনঃ পুনরুপয়ন্তি, তান্যাৰ্বাঞ্চীতেব। এনান্যুপাসীরন্। ষড়হয়োহ্যাবৃন্তিমম্বাবর্তন্তে ॥১৬॥

তারপর চতুর্বিংশ অহের অনুষ্ঠান করার পর ও বিষুবৎ দিবসের অনুষ্ঠান করার আগে তিনি মহাব্রত দিবসে প্রবেশ করবেন। কিন্তু কেমন করে ‘আগু’ না করেই তা করবেন? বিষুবৎ দিবসের অনুষ্ঠানের আগে তাঁরা অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করেন। তার দ্বারাই (করে থাকেন)। তাঁরা বলেন—সংবৎসরের যাগের কতগুলি পরাক্ অহ (পূর্বদিন) কতগুলি অৰ্বাক্ অহ (সামনের দিন) থাকে? যে- সমস্ত দিবস একটি একটি বার করে অনুষ্ঠিত হয় সে গুলিই পরাক্ অহ (পূর্ব দিবস) আর যেগুলি বারবার অনুষ্ঠিত হয় সেগুলি অৰ্বাক্ অহ। (নূতন দিবস)। এই দিনগুলিকে তাঁরা উপাসনা করবেন। ষড়হদ্বয়ের পুনরাবর্তন তাঁরা করেন। ॥১৬॥

অথ যচ্চতুর্বিংশমহরুপেত্যানুপেত্য বিষুবন্তং মহাব্রতমুপেয়াৎ, কথমনাগূর্ত্যে ভবতীতি? যমেবামুং পুরস্তাদ্ বিষুবতোহতিরাত্রমুপয়ন্তি, তেনেতি ক্রয়াৎ। অভিপ্লবঃ পুরস্তাদ্ বিষুবতঃ পূর্বমুপয়ন্তি, পৃষ্ঠ্যমুপরিষ্টাৎ। পিতা বা অভিপ্লবঃ, পুত্রঃ পৃষ্ঠ্যঃ। তস্মাৎ পূর্বে বয়সি পুত্রাঃ পিতরমুপজীবন্তি। পৃষ্ঠ্যং পশ্চাদ্ বিষুবতঃ পূর্বমুপয়ন্তি, অভিপ্লবমুপরিষ্টাৎ। পিতা বা অভিপ্লবঃ, পুত্রঃ পৃষ্ঠ্যঃ। তস্মাদুত্তমে বয়সি পুত্রান্ পিতোপজীবতি য এবং বেদ। তদপ্যেতদৃচোক্তম্—

শতমিনু শরদো অস্তি দেবা যত্রা নশ্চক্রা জরসং তনুনাম্।

পুত্রাসো যত্র পিতরো ভবন্তি মা নো মধ্যা রীরিষতায়ুর্গন্তোঃ ॥ ইতি।

উপ হ বা এনং পূর্বে বয়সি পুত্রাঃ পিতরমুপজীবন্তি, উপোত্তমে বয়সি পুত্রান্ পিতোপজীবতি য এবং বেদ ॥১৭॥

অতঃপর চতুর্বিংশ অহের অনুষ্ঠান করার পর ও বিষুবৎ দিবসের অনুষ্ঠান করার আগে মহাব্রত অনুষ্ঠান তিনি আগু না করেই কীভাবে করবেন? বিষুবৎ দিবসের অনুষ্ঠানের আগেই তাঁরা অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করবেন, তার দ্বারাই (মহাব্রত করে থাকেন)। (তাঁরা বলেন)—তাঁরা বিষুবৎ অনুষ্ঠানের আগে অভিল্বের অনুষ্ঠান করবেন। পৃষ্ঠ্যের অনুষ্ঠান পরে। অভিল্ব পিতা ও পুত্র পৃষ্ঠ্য। যেমন প্রথম বয়সে পুত্রেরা পিতার দ্বারাই জীবনধারণ করেন। বিষুবতের পূর্বে পৃষ্ঠ্যের অনুষ্ঠান করেন। অভিল্বের অনুষ্ঠান পরে করেন। অভিল্ব পিতা পৃষ্ঠ্য পুত্র। পরবর্তী জীবনে যেমন পিতা পুত্রের দ্বারাই জীবনধারণ করেন। একটি ঋকে এই কথাটি বলা হয়েছে—

ওহে দেবগণ, যেভাবে তোমরা আমাদের জন্য শত শরৎ আবির্ভূত থাকো, যেভাবে তোমরা আমাদের শরীরকে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত করাও, যেভাবে তোমরা আমাদের পুত্রগণকে পিতাতে রূপান্তরিত করাও, বয়সের মধ্যভাগে তোমরা সেই চঞ্চল জীবনকে হিংসা কর না (ধ্বংস কর না)। যিনি এরূপ জানেন—যে পূর্ব বয়সে পুত্রেরা পিতার দ্বারা জীবনধারণ করে, শেষ বয়সে পিতা পুত্রের উপর নির্ভর করেন (তিনি ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন)। ॥১৭॥

অথ হৈষ মহাসুপর্ণঃ। তস্য যান্ পুরস্তাদ্ বিষুবতঃ ষণ্মাসানুপয়ন্তি, স দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অথ যানাবৃত্তানুপরিষ্টাৎ ষড়ুপয়ন্তি, স উত্তরঃ পক্ষঃ। আত্মা বৈ সংবৎসরস্য বিষুবানঙ্গানি পক্ষৌ। যত্র বা আত্মা তৎ পক্ষৌ। যত্র বৈ পক্ষৌ তদাত্মা। ন বা আত্মা পক্ষাবতিরিচ্যতে । নো পক্ষাবাত্মানমতিরিচ্যেতে ইতি। এবমু হৈব তদপরেষাং স্থিদিমহাং পরেষামিতি। অপরেষাং চৈব পরেষাং চেতি ক্রিয়াৎ ॥১৮॥

সংবৎসর (যাগ) বিশাল ঈগলপাখি। বিষুবৎ দিবসের আগের যে ছয়মাস তা তার দক্ষিণপক্ষ, অন্য যে ছয় মাস, তা তার বামপক্ষ। সংবৎসরের আত্মা তার বিষুবৎ দিন। পক্ষদ্বয় অঙ্গ। যেখানে আত্মা সেখানেই পক্ষদ্বয়। আত্মা পক্ষদ্বয় থেকে ভিন্ন নয়। আবার পক্ষদ্বয়ও আত্মা থেকে ভিন্ন নয়। এইভাবে বিষুবৎ দিবস থেকে অন্য যে আগের দিনগুলি তা অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য। পরের দিনগুলিও। একথাই ব্রাহ্মণ বলেন। ॥১৮॥

তদাঙ্কঃ—যদ্ দ্বাদশ মাসাঃ সংবৎসরোৎথ হৈতদহরবাপ্নুয়ামেতি। যদ্ বৈষুবতমপরেষাং স্থিদিমহাং পরেষামিতি। অপরেষাং চৈব পরেষাং চেতি ক্রিয়াৎ। আত্মা বৈ সংবৎসরস্য বিষুবানঙ্গানি মাসাঃ। যত্র বা আত্মা তদঙ্গানি, যত্রাঙ্গানি তদাত্মা। ন বা আত্মাঙ্গান্যতিরিচ্যতে, নোৎঙ্গান্যাঙ্গানমতিরিচ্যন্ত ইতি। এবমু হৈব তদপরেষাং স্থিদিমহাং পরেষামিতি। অপরেষাং চৈব পরেষাং চেতি ক্রিয়াৎ। স বা এষ সংবৎসরঃ ॥১৯॥

তাঁরা বলেন—যেহেতু সংবৎসরে বারোটি মাস সেহেতু তার মধ্যেই আমরা একে (বিষুবৎকে) লাভ করব। বিষুবৎ দিবসের পূর্বের ও পরের যে-দিনগুলি আছে সেগুলি পরিশ্রমসাধ্য। সংবৎসরের আত্মা হল বিষুবৎ। মাসগুলি হল অঙ্গ সমূহ। যেখানে আত্মা সেখানেই অঙ্গসমূহ, যেখানে অঙ্গসমূহ সেখানেই আত্মা। আত্মা অঙ্গ থেকে ভিন্ন নয়, অঙ্গসমূহও আত্মা থেকে ভিন্ন নয়। পূর্বের ও পরের দিনগুলির মাঝেই বিষুবৎ এর অবস্থান। তিনি বলেন পূর্বের ও পরের দিনগুলির (মাসেই বিষুবৎ এর অবস্থান)। এই হল সংবৎসর। ॥১৯॥

তদাহঃ—কথমুভয়তোজ্যোতিষোঃভিপ্লবা অন্যতরতোজ্যোতিঃ পৃষ্ঠ্য ইতি? উভয়তোজ্যোতিষো বা ইমে লোকা অগ্নিনেত আদিত্যেনামুত ইতি। এষ হ বা এতেষাং জ্যোতির্ষ এনং প্রমৃদীৰ তপতি। দেবচক্রে হ বা এতে পৃষ্ঠ্যপ্রতিষ্ঠিতে পাপ্মানং তৃংহতী পরিপ্লবেতে। তদ্ য এবং বিদুষাং দীক্ষিতানাং পাপকং কীর্তয়েদ্, এতে এবাস্য তদ্ দেবচক্রে শিরশ্ছিন্তুঃ। দশরাত্র উদ্ধিঃ। পৃষ্ঠ্যাভিপ্লবৌ চক্রে দশরাত্রমুদ্ধিঃ পৃষ্ঠ্যাভিপ্লবৌ চক্রে তন্ত্রং কুর্বাতেতি হ স্মাহ বাসু্যঃ। তয়ো স্তোত্রাণি চ শস্ত্রাণি চ সঞ্চারেয়ৎ। যঃ সঞ্চারেয়ৎ, তস্মাদিমে পুরুষে প্রাণা নানা সন্ত একোদয়াচ্ছরীরমধিবসতি, যদ্ ন সংচারয়েৎ প্রমায়ুকো হ যজমানঃ স্যাৎ। এষ হ বৈ প্রমায়ুকঃ, যোহন্ধো বা বধিরো বা। নবাগ্নিষ্টোমা মাসি সংপদ্যন্তে। নব বৈ প্রাণাঃ। প্রাগৈর্যজ্ঞস্তায়তে। একবিংশতিরুক্খ্যাঃ। এক উক্খ্যঃ ষোড়শী। অন্নং বা উক্খ্যঃ। বীৰ্যং ষোড়শ্যেব। তথা রুচন্ স্বর্গং লোকমধ্যারোহন্তি ॥২০॥

তাঁরা বলেন—কেমন করে জ্যোতিষ্টোমের দ্বারা অভিপ্লব উভয়দিকেই বিশিষ্টতা লাভ করে, এবং পৃষ্ঠ্য একদিকে? এই লোকের উভয়দিকেই জ্যোতি। একদিকে অগ্নির, অন্যদিকে আদিত্যের। এদের মধ্যে যে (আদিত্য) তীব্রভাবে (মৃদুভাবে?) তাপ দেয়। সে হল জ্যোতিদের মধ্যে জ্যোতি। পৃষ্ঠ্য ও অভিপ্লব নামক দুই দেবচক্র আবর্তনের দ্বারা (যজমানের) অনিষ্ট নাশ করে। যদি কেউ বিদ্বান দীক্ষিতদের সম্পর্কে কুকথা কীর্তন করে, তাহলে এই দেবচক্র তার শিরশ্ছেদ করে।

দশরাত্র হল রথের আসন, আর পৃষ্ঠ্যাভিপ্লব ষড়হৃদয় তার দুটি চাকা। তাঁরা বলেন দশরাত্র দিয়ে আসন ও পৃষ্ঠ্যাভিপ্লব দিয়ে চক্র নির্মাণ কর এই তন্ত্রে। এরূপই হয়। তাদের (পৃষ্ঠ্যাভিপ্লবের) স্তোত্র ও শস্ত্রসমূহ সঞ্চালন করবেন। যিনি এই সঞ্চালন ঘটান তাঁর শরীরে প্রাণাদি প্রধান বায়ুসমূহ যদিও নানাপ্রকার, তথাপি একত্রভাবে অবস্থান করে।

যদি সঞ্চালন না করেন, তাহলে যজমান আয়ুহীন হন। অথবা তিনি আয়ুহীন, অথবা অন্ধ বা বধির হয়ে যাবেন।

মাসে মাসে নয়টি অগ্নিষ্টোম সম্পাদিত হয়। নয়টি প্রাণ। যজ্ঞ তাই প্রাণের দ্বারা রক্ষিত হয়। উক্ত্যসংখ্যা একুশটি। একটি উক্ত্য থাকে ষোড়শীতে। উক্ত্য হল অন্ন। ষোড়শী বীৰ্য। এই ইষ্টির অনুষ্ঠান করে [যজমান] স্বর্গলোকে যাত্রা করেন। ॥২০॥

অথাতোহ্লামধ্যারোহঃ। প্রায়ণীয়েনাতিরাত্রোগোদয়নীয়মতিরাত্রমধ্যারোহন্তি, চতুর্বিংশেন মহাব্রতম্, অভিপ্লবেন পরমভিপ্লবং, পৃষ্ঠ্যেন পরং পৃষ্ঠ্যম্, অভিজিতাভিজিতং, স্বরসামভিঃ পরান্তস্বরসামানঃ। অথৈতদহরবাপ্নুয়ামেতি যদ্ বৈষুবতমপরেষাং স্বিদিতমহাং পরেষামিতি। অপরেষাং চৈব পরেষাং চেতি ক্রুয়াৎ। স বা এষ সংবৎসরঃ ॥২১॥

অতঃপর তাই যজ্ঞাহগুলির উত্তরণ। তাঁরা প্রায়ণীয়াতিরাত্রের দ্বারা উদয়নীয়তিরাত্রের আরোহন করেন। চতুর্বিংশ অহের দ্বারা মহাব্রতে, অভিপ্লবের দ্বারা পরের অভিপ্লবে, পৃষ্ঠ্যের দ্বারা পরের পৃষ্ঠ্যে, অভিজিতের দ্বারা অভিজিৎ, স্বরসামের দ্বারা পরের স্বরসামে উত্তীর্ণ হন। এভাবে আমরা বিষুবদিনকে লাভ করি। বিষুবদিন থেকে ঐ দিনগুলি হয় পূর্বের এবং পরের—এই কথাই যাজ্ঞিকেরা বলে থাকেন। এই হল সংবৎসর। ॥২১॥

অথাতোহ্লাম নিবাহঃ। প্রায়ণীয়োহতিরাত্রচতুর্বিংশায়াহ্নে নিবহতি, চতুর্বিংশমহরভিপ্লবায়, অভিপ্লবঃ পৃষ্ঠ্যায়, পৃষ্ঠ্যোহভিজিতে, অভিজিৎ স্বরসামভ্যঃ, স্বরসামানো বিষুবতে, বিষুবান্তস্বরসামভ্যঃ, স্বরসামানো বিশ্বজিতে, বিশ্বজিৎ পৃষ্ঠ্যাভিপ্লবাত্যঃ, পৃষ্ঠ্যাভিপ্লবৌ গবায়ুর্ভ্যাং, গবায়ুর্ষী দশরাত্রায়, দশরাত্রৌ মহাব্রতায়, মহাব্রতমুদনীয়ায়তিরাত্রায়, উদয়নীয়োহতিরাত্রঃ স্বর্গায় লোকায়ান্নাদ্যায় প্রতিষ্ঠিত্যে ॥২২॥

এরপর তাই দিনসমূহের অবরোহণ। প্রায়ণীয়াতিরাত্র চতুর্বিংশ অহে অবরোহণ করে, চতুর্বিংশ অহ অভিপ্লবে, অভিপ্লব পৃষ্ঠ্যে, পৃষ্ঠ্য অভিজিতে, অভিজিৎ স্বরসামে, স্বরসাম বিষুবতে, বিষুবৎ স্বরসামে, স্বরসাম বিশ্বজিতে, বিশ্বজিৎ পৃষ্ঠ্যাভিপ্লবে, পৃষ্ঠ্যাভিপ্লব গবায়ুর্ষীতে, গবায়ুর্ষী দশরাত্রে, দশরাত্র মহাব্রতে, মহাব্রত উদয়নীয় অতিরাত্রে। উদয়নীয়তিরাত্র স্বর্গলোকে অন্নাতির জন্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি গমন করেন। ॥২২॥

আদিত্যাশ্চ হ বা অঙ্গিরসশ্চ স্বর্গে লোকেহম্পর্ষন্ত—বয়ং পূর্বে স্বরেষ্যামো, বয়ং পূর্ব ইতি। ত আদিত্যা লঘুভিঃ সামভিশ্চতুর্ভিঃ স্তোমৈর্দ্ব্যভ্যাং পৃষ্ঠ্যভ্যাং স্বর্গং লোকমভ্যপ্লবন্ত। যদভ্যপ্লবন্ত তস্মাদভিপ্লবঃ। অন্নঞ্চ এবাঙ্গিরসো গুরুভিঃ সামভিঃ সর্বৈ স্তোমৈঃ সর্বৈঃ পৃষ্ঠ্যৈঃ স্বর্গং লোকমভ্যম্পৃশন্ত। যদভ্যম্পৃশন্ত তস্মাৎ স্পৃশ্যঃ। তং বা এতং স্পৃশ্যং সন্তং পৃষ্ঠ্য ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেন। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবা ভবন্তি প্রত্যক্ষদ্বিষঃ। অভিপ্লবাৎ পৃষ্ঠ্যো নির্মিতঃ,

পৃষ্ঠাদভিজিৎ, অভিজিতঃ স্বরসামানঃ, স্বরসামভ্যো বিষুবান, বিষুবতঃ স্বরসামানঃ, স্বরসামভ্যো বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিতঃ পৃষ্ঠাভিপ্লবৌ। পৃষ্ঠাভিপ্লবভ্যাং গবায়ুষী, গবায়ুর্ভ্যাং দশরাত্রঃ। তানি হ বা এতানি যজ্ঞারণ্যানি যজ্ঞকৃত্ত্বাণি। তেষাং শতং শতং রথানান্যন্তরং তদ্ যথারণ্যান্যাকৃতা অশনাপিপাসে তে পাপ্মানং তৃংহতী পরিপ্লবেতে, এবং হৈবৈতে প্রপ্লবন্তে যেংবিদ্বাংস উপয়ন্তি। অথ যে বিদ্বাংস উপয়ন্তি তদ্ যথা প্রবাহাৎ প্রবাহং স্থলাৎ স্থলং সমাৎ সমং সুখাৎ সুখমভয়াদভয়মুপসংক্রামন্তীতি, এবং হৈবৈতে সংবৎসরস্যোদৃচং সমপ্লবামহা ইতি ব্রাহ্মণম্ ॥২৩॥

আদিত্য ও অঙ্গিরাগণ স্বর্গলোকে এই বলে পরস্পর স্পর্শ প্রকাশ করেছিল—‘আমরা প্রথমে স্বর্গে যাব, আমরা প্রথমে ইত্যাদি’। আদিত্যেরা লঘু সামের দ্বারা, চারটি স্তোমের দ্বারা দুটি পৃষ্ঠের দ্বারা স্বর্গলোকের দিকে প্লাবিত (ধাবিত) হয়েছিল। যেহেতু অভিপ্লাবিত (অভিমুখে ধাবিত) হয়েছিল, সেহেতু অভিপ্লব। অঙ্গিরাগণ গুরু সামের দ্বারা, সমস্ত স্তোমের দ্বারা, সমস্ত পৃষ্ঠের দ্বারা স্বর্গলোককে স্পর্শ করেছিল। যেহেতু স্পর্শ করেছিল সেহেতু স্পৃশ্য। স্পৃশ্য থেকেই পৃষ্ঠ্য হয়েছে পরোক্ষ। দেবতারা পরোক্ষপ্রিয় বা প্রত্যক্ষদেষী। অভিপ্লব থেকে পৃষ্ঠ্য নির্মিত হয়। পৃষ্ঠ্য থেকে অভিজিৎ, অভিজিৎ থেকে স্বরসাম, স্বরসাম থেকে বিষুবান, বিষুবান থেকে স্বরসামসমূহ, স্বরসাম থেকে বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিৎ থেকে পৃষ্ঠ্যভিপ্লবদ্বয়, পৃষ্ঠ্যভিপ্লবদ্বয় থেকে গবায়ুষী, গবায়ুষী থেকে দশরাত্র নির্মিত হয়। সেসব যজ্ঞসমূহ হল অরণ্যতুল্য। যজ্ঞকর্মে প্রয়োজনীয় উপায়সমূহ হল সেসব। তাদের মধ্যে শত শত রথ দূরত্ব বিদ্যমান। যেমন মানুষেরা যদি (পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া) অরণ্যে উপস্থিত হয়, তাহলে তারা ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ে, তেমনি তারা পাপযুক্ত হয়ে দুর্দশায়ুক্ত হয়ে পড়ে। এরূপ বিপন্ন হয়, যারা না জেনে অনুষ্ঠান করে। যারা জেনে অনুষ্ঠান করে তারা যেমন নদী থেকে নদীতে, একস্থান থেকে অন্যস্থানে, সম থেকে সমে, সুখ থেকে সুখে, অভয় থেকে অভয়ে যাত্রা করে, আমরাও সেরূপই সংবৎসরের মন্ত্রকে লাভ করব—এ কথাই বলছেন ব্রাহ্মণ। ॥২৩॥

প্রেদির্হ বৈ কৌশাশ্বেয়ঃ কৌসুরুবিদুরুদ্ধালক আরুণৌ ব্রহ্মচর্যমুবাস। তমাচার্যঃ পপ্রচ্ছ—কুমার কতি তে পিতা সংবৎসরস্যাহান্যমন্যতেতি? কতি ত্বেবেতি? দশেতি হোবাচ। দশ বা ইতি হোবাচ? দশাঙ্করা বিরাড্, বৈরাজো যজ্ঞঃ। কতি ত্বেবেতি? নবেতি হোবাচ। নব বা ইতি হোবাচ? নব বৈ প্রাণাঃ, প্রাণৈর্যজ্ঞস্তায়তে। কতি ত্বেবেতি? অষ্টেতি হোবাচ। অষ্টৌ বা ইতি হোবাচ। অষ্টাঙ্করা গায়ত্রী, গায়ত্রো যজ্ঞঃ। কতি ত্বেবেতি? সপ্তেতি হোবাচ। সপ্ত বা ইতি হোবাচ। সপ্ত ছন্দাংসি, ছন্দোভির্যজ্ঞস্তায়তে। কতি ত্বেবেতি? ষড়্ভিতি হোবাচ। ষড়্ বা ইতি হোবাচ। ষড়্ বা ঋতবঃ, ঋতুনামাষ্ট্র্য। কতি ত্বেবেতি? পঞ্চেতি হোবাচ। পঞ্চ বা ইতি হোবাচ। পঞ্চপদা পঙ্তিঃ, পাঙ্তো যজ্ঞঃ। কতি ত্বেবেতি? চত্বারীতি হোবাচ। চত্বারি বা ইতি হোবাচ।

চত্বারো বৈ বেদাঃ, বেদৈর্যজ্ঞাস্তায়তে। কতি ত্বেবেতি। ত্রীণীতি হোবাচ। ত্রীণি বা ইতি হোবাচ।
ত্রিষবণো বৈ যজ্ঞঃ, সবনৈর্যজ্ঞাস্তায়তে। কতি ত্বেবেতি? ত্বে ইতি হোবাচ। ত্বে বা ইতি হোবাচ।
দ্বিপাদ্ বৈ পুরুষঃ। দ্বিপ্রতিষ্ঠঃ পুরুষঃ, পুরুষো বৈ যজ্ঞঃ। কতি ত্বেবেতি? একমিতি হোবাচ।
একং বা ইতি হোবাচ। অহরহরিত্যেব সর্বং সংবৎসরম্ ॥২৪॥

॥ ইত্যথর্ববেদে গোপথব্রাহ্মণপূর্বভাগে চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ॥

কৌশাশ্বীর প্রেদি কৌসুর্যবিন্দু এবং উদালক আরুণ ব্রহ্মচার্যে রত ছিলেন। তাকে (উদালক আরুণকে) আচার্য বললেন—‘হে কুমার! একটি বছরে কতগুলি দিন আছে বলে তোমার বাবা মনে করেন’? ‘কতগুলি’? সে বলল—‘দশটি’। ‘দশটি’, সে বলল। বিরাট্ ছন্দ দশাক্ষরবিশিষ্ট। যজ্ঞ বিরাট্ ছন্দোবিশিষ্ট। ‘(পুনরায়) কত (দিন)’? সে বলল—‘নয়টি’। ‘নয়টি প্রাণ’—তিনি বললেন। ‘প্রাণের দ্বারাই যজ্ঞ রক্ষিত হয়’। ‘কতদিন’? (তিনি জিজ্ঞাসা করলেন)। ‘আটটি’, সে বলল। ‘গায়ত্রী অষ্টাক্ষরা’, যজ্ঞ গায়ত্রীছন্দোময়। ‘কতদিন’? (তিনি জিজ্ঞাসা করলেন)। সে বলল, ‘সাতটি’। সাতটি ছন্দ। সাতটি ছন্দের দ্বারাই যজ্ঞ রক্ষিত হয় (তিনি বললেন)। ‘কত দিন’? (তিনি জিজ্ঞাসা করলেন)। ‘ছয়টি’, সে বলল। ‘ছয়টি’। (তিনি বললেন) ‘ঋতু ছয়টি’। ‘ঋতুদের লাভ করেন’। ‘কয়টি দিন’? (তিনি জিজ্ঞাসা করলেন) সে বলল, ‘পাঁচটি’। ‘পঙক্তি পাঁচটি পাদযুক্ত’ (তিনি বললেন)। ‘যজ্ঞ পঙক্তিময়’। ‘কয়টি’? (তিনি জিজ্ঞাসা করলেন)। ‘চারটি’, সে বলল। ‘চারটি’। ‘বেদ চারটি’ তিনি বললেন, ‘বেদের দ্বারা যজ্ঞ রক্ষিত হয়’। ‘কয়টি দিন?’ (তিনি জিজ্ঞাসা করলেন)। ‘তিনটি’—সে বলল। ‘তিনটি’। ‘সবন তিনটি’, তিনি বললেন। ‘যজ্ঞ ত্রিসবনযুক্ত। সবনের দ্বারাই যজ্ঞ রক্ষিত হয়’। ‘কয়টি’? (তিনি জিজ্ঞাসা করলেন)। ‘দুটি’, সে বলল। ‘দুটি’, ‘পুরুষ দ্বিপাদযুক্ত’। ‘দুটির দ্বারাই পুরুষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন’ (তিনি বললেন)। পুরুষ হল যজ্ঞ। ‘কয়টি’? (তিনি জিজ্ঞাসা করলেন)। ‘একটি’, সে বলল—‘একটি’। ‘একটি’, তিনি বললেন। একটি একটি দিন মিলেই সংবৎসর। ॥২৪॥

অথর্ববেদীয় গোপথব্রাহ্মণে পূর্বভাগে চতুর্থপ্রপাঠক সমাপ্ত।

পূর্বভাগ

পঞ্চম প্রপাঠক

ওম্। অভিলবঃ ষড়হঃ। ষড়্ঢ্যহানি ভবন্তি—জ্যোতির্গৌরায়ুর্গৌরায়ুর্জ্যোতিঃ। অভিলবঃ পঞ্চাহঃ। পঞ্চ হ্যেবাহানি ভবন্তি। যদ্ ধ্যেব প্রথমমহস্তদুত্তমমহঃ। অভিলবশ্চতুরহঃ। চত্বারো হি স্তোমা ভবন্তি —ত্রিবৎ পঞ্চদশঃ সপ্তদশ একবিংশ এব। অভিলবস্ত্র্যহঃ, ত্রয়াবৃতিঃ—জ্যোতির্গৌরায়ুঃ। অভিলবো দ্ব্যহঃ। দ্বৈ হ্যেব সামনী ভবতো বৃহদ্রথংতরে এব। অভিলব একাহঃ। একাহস্য হি স্তোমৈস্তায়তে। চতুর্গামুকথ্যানাং দ্বাদশ স্তোত্রাণ্যতিরিচ্যন্তে। স সপ্তমোহগ্নিষ্টোমঃ। তথা খলু সপ্তাগ্নিষ্টোমা মাসি সংপদ্যন্ত ইতি ব্রাহ্মণম্ ॥১॥

ওঁ। অভিলবষড়হের' (কথা বলা হচ্ছে)। এটি ছয়দিন ব্যাপী (অনুষ্ঠিত হয়)। জ্যোতি, গো, আয়ু, গো, আয়ু এবং জ্যোতি। অভিলব পঞ্চাহ। এতে পাঁচটি দিন আছে। প্রথম ও শেষদিন (একই প্রকার)। অভিলব চারদিনেরও হয়। (কেননা) স্তোম চারটি; ত্রিবৎ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ ও একবিংশ। অভিলব তিনদিনেরও হয়;—জ্যোতি, গো এবং আয়ু। অভিলব দু-দিনেরও হয়—(যেহেতু) দুটি সাম, বৃহৎ ও রথন্তর। অভিলব একাহ—একাহের স্তোমের দ্বারাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। চারটি উক্থ্যের যা দ্বাদশ স্তোত্রের অতিরিক্ত থাকে (অর্থাৎ তিনটি বেশী থাকে), সেটি হল সপ্তম অগ্নিষ্টোম। সেই হেতু মাসে সাতটি অগ্নিষ্টোম সম্পাদিত হয়—এই ব্রাহ্মণ বলছেন। ॥১॥

১. অভিলবষড়হ ছয়দিনব্যাপী একটি অনুষ্ঠেয় সোমযাগ। সংবৎসরসাধ্য সোমযোগে গবাময়নসত্র যার নাম, তাতে অভিলবষড়হ, পৃষ্ঠ্যষড়হ ইত্যাদি ছয়দিনসাধ্য যাগ প্রতি মাসেই অনুষ্ঠিত হয়। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।
২. পঞ্চম প্রপাঠকটিও শতপথব্রাহ্মণের দ্বাদশ অধ্যায় থেকে গৃহীত। এই প্রপাঠকে সংবৎসর সাধ্য সত্রের বর্ণনা পাবো।

অথাতো গাধপ্রতিষ্ঠা। সমুদ্রং বা এতে প্রতরন্তি যে সংবৎসরায় দীক্ষন্তে। তেষাং তীর্থমেব প্রায়ণীয়োহতিরাত্রঃ। তীর্থেন হি প্রতরন্তি। তদ্ যথা সমুদ্রং তীর্থেন প্রতরেয়ুস্তাদৃক্ তৎ। গাধং প্রতিষ্ঠা চতুর্বিংশমহঃ, যথোপকক্ষদধ্বং বা কণ্ঠদধ্বং বা যতো বিশ্রম্য প্রস্নায়েয়ুস্তাদৃক্ তৎ। প্রস্নেয়োহভিলবঃ। প্রস্নেয়ঃ পৃষ্ঠ্যঃ। গাধং প্রতিষ্ঠাভিজিদ্, যথোপকক্ষদধ্বং বা কণ্ঠদধ্বং বা যতো বিশ্রম্য প্রস্নায়েয়ুস্তাদৃক্ তৎ। নীবিদধ্ব এব প্রথমঃ স্বরসামা, জানুদধ্বো দ্বিতীয়ঃ, কুল্ফদধ্বতৃতীয়ঃ। দ্বীপঃ প্রতিষ্ঠা বিষুবান্, যথোপকক্ষদধ্বং বা কণ্ঠদধ্বং বা যতো বিশ্রম্য প্রস্নায়েয়ুস্তাদৃক্ তৎ। কুল্ফদধ্ব এব প্রথমোহর্বাঙ্স্বরসামা, জানুদধ্বো দ্বিতীয়ঃ, নীবিদধ্বতৃতীয়ঃ। গাধং প্রতিষ্ঠা বিশ্বজিৎ, যথোপকক্ষদধ্বং বা কণ্ঠদধ্বং বা যতো বিশ্রম্য প্রস্নায়েয়ুস্তাদৃক্ তৎ।

প্রস্নেয়ঃ পৃষ্ঠ্যঃ, প্রস্নেয়োহভিপ্লবঃ, প্রস্নেয়ে গবায়ুসী, প্রস্নেয়ো দশরাত্রঃ। গাধং প্রতিষ্ঠা মহাব্রতং, যথোপকক্ষদগ্নং বা কণ্ঠদগ্নং বা যতো বিশ্রম্য প্রস্নায়েয়ুস্তাদৃক্ তৎ। তেষাং তীর্থমেবোদয়নীয়োহতিরাত্রঃ। তীর্থেন হৃদ্যন্তি। তদ্ যথা সমুদ্রং তীর্থেনোদেয়ুস্তাদৃক্ তৎ। অথ হ স্নাহ শ্বেতকেতুরারুণেয়ঃ—সংবৎসরায়ত্নং দীক্ষা ইতি। তস্য হ পিতা মুখমুদীক্ষ্যেবাচ—বেথ নু ত্বমাযুষ্মন্ সংবৎসরস্য গাধপ্রতিষ্ঠে ইতি। বেদেতি। এতদ্ধ স্মৈতদ্ বিদ্বানাংহেতি ব্রাহ্মণম্ ॥২॥

অতঃপর তাই গাধপ্রতিষ্ঠা (=উত্তরণের সেতু নির্মাণ)। যে সংবৎসরের জন্য দীক্ষা গ্রহণ করে সে এই সমুদ্র অতিক্রম করে। এদের উত্তরণের সাধন হচ্ছে প্রায়ণীয়া অতিরাত্র। এই তীর্থের মার্গের (=সাধনের) সাহায্যে তাঁরা উত্তীর্ণ হয়ে যান। যেমন তীর্থের (=সাধনের) সাহায্যে লোকে সমুদ্র পেরিয়ে যায় সেরূপ (প্রায়ণীয়া দ্বারা সংবৎসর উত্তীর্ণ হন)। চতুর্বিংশ অহ হল গাধপ্রতিষ্ঠা। (জল) কাঁধ বা গলা পর্যন্ত (হলেও) সেখানে বিশ্রাম করে স্নান করা যায় যেমন, সেরূপ (চতুর্বিংশ অহ দ্বারা উত্তীর্ণ হওয়া হয়)।

অভিপ্লব স্নানযোগ্য। পৃষ্ঠ্য স্নানযোগ্য। অভিজিৎ গাধপ্রতিষ্ঠা। (জল) কাঁধ পর্যন্ত বা গলা পর্যন্ত হলেও সেখানে বিশ্রাম করে স্নান করা যায় যেমন তেমনি (অভিজিৎ এর সাহায্যে)। প্রথম স্বরসামটি নীবি পর্যন্ত গভীর। দ্বিতীয়টি জানু পর্যন্ত গভীর। তৃতীয়টি গোড়ালি পর্যন্ত গভীর। বিষুবান দিবস দ্বীপপ্রতিষ্ঠা। যেমন (জল) কাঁধ পর্যন্ত কিংবা কণ্ঠ পর্যন্ত হলেও সেখানে বিশ্রাম করে স্নান করা হয়ে যায় তেমনি (বিষুবানের সাহায্যেও)। প্রথম অর্বাঙ্ক স্বরসামটি গোড়ালি গভীর, দ্বিতীয়টি জানু-গভীর, তৃতীয়টি নীবি-গভীর। বিশ্বজিৎ গাধ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা। যেমন (জল) কাঁধ পর্যন্ত কিংবা গলা পর্যন্ত (গভীর হলেও) সেখানে বিশ্রাম করে স্নান করা যায়, তেমনি (বিশ্বজিতের সাহায্যেও যজ্ঞীয় স্নান করা যায়)।

পৃষ্ঠ্য স্নানযোগ্য, অভিপ্লব স্নানযোগ্য, স্নানযোগ্য গবায়ুসী, প্রস্নেয় দশরাত্র, মহাব্রতও গাধপ্রতিষ্ঠা। যেমন (জল) কাঁধ পর্যন্ত বা গলা পর্যন্ত গভীর হলেও সেখানে বিশ্রাম নিয়ে স্নান করা যায়, তেমনি (মহাব্রতের সাহায্যেও স্নান করা যায়)।

তাদের তীর্থ হল উদয়নীয়াতিরাত্র। তীর্থের দ্বারাই উত্তীর্ণ হন। যেমন তীর্থের দ্বারা সমুদ্র উত্তীর্ণ হন, (তেমনি উদয়নীয়াতিরাত্র দ্বারা যজ্ঞ উত্তীর্ণ হওয়া যায়)।

অতঃপর আরুণিপুত্র শ্বেতকেতু বললেন—‘দীক্ষা সংবৎসরের জন্যেই’। তাঁর পিতা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—‘হে আযুষ্মন্! তুমি কি সংবৎসরের গাধ ও প্রতিষ্ঠা জানো’? ‘জানি’ (বললেন পুত্র)। জেনেই তিনি এ কথা বলেছিলেন—একথা বলছেন ব্রাহ্মণ। ॥২॥

পুরুষো বাব সংবৎসরঃ। তস্য পাদাবেব প্রায়ণীয়োহতিরাত্রঃ। পাদাভ্যাং হি প্রযন্তি। তয়োৰ্যচ্ছুক্লং তদহো রূপং, যৎ কৃষ্ণং তদ্ রাত্রোঃ। নখানি নক্ষত্রাণাং রূপং,

লোমান্যোষধিবনম্পতীনাম্। উরু চতুর্বিংশমহঃ, উরোঃভিগ্নবঃ, পৃষ্ঠং পৃষ্ঠ্যঃ। শির এব ত্রিবৎ, ত্রিবৃতং হ্যেব শিরো ভবতি ত্বগস্থি মজ্জা মস্তিষ্কম্। গ্রীবাঃ পঞ্চদশঃ। চতুর্দশ হ্যেবৈতস্যাঃ করুকেরাণি ভবন্তি। বীৰ্যং পঞ্চদশম্। তস্মাদাভিরধীভিঃ সতীভির্গুরুং ভারং হরতি। তস্মাদ্ গ্রীবাঃ পঞ্চদশঃ। উরঃ সপ্তদশঃ। অষ্টাবন্যে জত্রবোঃষ্টাবন্যে, উরঃ সপ্তদশম্। তস্মাদুরঃ সপ্তদশঃ। উদরমেকবিংশঃ। বিংশতিহ্যেবৈতস্যান্তর উদরে কুস্তাপানি ভবন্ত্যদরমেকবিংশম্। তস্মাদুদরমেকবিংশঃ। পার্শ্বে ত্রিণবঃ। ত্রয়োদশান্যাঃ পর্শবস্ত্রয়োদশান্যাঃ, পার্শ্বে ত্রিণবঃ। তস্মাৎ পার্শ্বে ত্রিণবঃ। অনূকং ত্রয়স্ত্রিংশঃ। দ্বাত্রিংশদ্ ধ্যেবৈতস্য পৃষ্ঠীকুণ্ডীলানি ভবন্তি, অনূকং ত্রয়স্ত্রিংশম্। তস্মাদনূকং ত্রয়স্ত্রিংশঃ। তস্যায়মেব দক্ষিণো বাহুরভিজিৎ। তস্যেমে দক্ষিণে ত্রয়ঃ প্রাণাঃ স্বরসামানঃ। আত্মা বিষুবান্। তস্যেমে সব্যে ত্রয়ঃ প্রাণা অর্বাঙ্স্বরসামানঃ। তস্যায়ং সব্যো বাহুর্বিষজিৎ। উক্তৌ পৃষ্ঠ্যভিগ্নবৌ। যাববাঞ্ছৌ প্রাণৌ তে গবায়ুষী। অঙ্গানি দশরাত্রঃ। মুখং মহাব্রতম্। তস্য হস্তাবেবোদয়নীয়োঃতিরাত্রঃ। হস্তাভ্যাং হৃদ্যন্তি ॥৩॥

পুরুষই সংবৎসর (সাধ্য সত্রয়াগ)। তার পাদুটি হল প্রায়ণীয়াতিরাত্র। পা দিয়েই সে অগ্রসর হয়। তাদের মধ্যে যেটি শ্বেতবর্ণ, সেটি দিবসের আর যেটি কৃষ্ণবর্ণ সেটি রাত্রির রূপ। নখ হল নক্ষত্র। রোমরাজি ওষধি বনম্পতি। উরু হল চতুর্বিংশ অহ। হৃদয় অভিগ্নব, পৃষ্ঠ্য হল পিঠ। মাথা হল ত্রিবৎস্তোম, কেননা ত্রিবৎ-এর ন্যায় মাথাও হাড়, মজ্জা ও মস্তিক এই তিনটির সমন্বয়, যা চর্মাবৃত।

গ্রীবা হল পঞ্চদশ স্তোম। (কেননা) ঘাড়ে চতুর্দশ কশেরুকা (হাড়) ও বীৰ্য নিয়ে হল পঞ্চদশ। ঐ কশেরুকা হাড় ক্ষুদ্র হলেও সেটি ভারী ওজন বহিতে পারে। গ্রীবা হল পঞ্চদশ স্তোম। হৃদয় হল সপ্তদশ স্তোম। সেখানে আটটি জত্র (কোমল অস্থি) একদিকে, অন্যদিকে আরো আটটি (ঐ পঞ্জরাস্থি), এবং হৃদয় এই নিয়ে হৃদদেশ হল সপ্তদশ। উদর হল একবিংশস্তোম। উদরের মধ্যে কুড়িটি কুস্তাপ (গ্রন্থি) এবং উদর নিজে—সব মিলিয়ে উদরদেশ হল একবিংশ। কোমর হল ত্রিণব (স্তোম)। সেখানে একদিকে তেরটি, অন্যদিকে তেরটি হাড় এবং কোমর। সব মিলিয়ে ত্রিণব (=সাতাশ)। ত্রয়স্ত্রিংশস্তোম হল অনূক অর্থাৎ মেরুদণ্ড (ত্রিবেদীমতে মূত্রস্থলী)। ‘পৃষ্ঠীকুণ্ডীলাস্থি’ হল বত্রিশটি, মেরুদণ্ড এক। অতএব মেরুদণ্ড হল ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম।

(পুরুষের) ডান বাহু হল অভিজিৎ। তার তিনটি প্রাণ হল তিনটি স্বরসাম। (=ভূজদণ্ড, ভূজ, কব্জি) আত্মা (=শরীর) হল বিষুবান দিবস। তার বামদিকের তিনটি প্রাণ হল তিনটি অর্বাঙ্ স্বরসাম। তাঁর বামবাহু হল অভিজিৎ। পৃষ্ঠ্য ও অভিগ্নবের কথা বলা হয়েছে। নিম্নস্থ যে প্রাণবায়ুদ্বয় তা হল গবায়ুষী। (অন্যান্য) অঙ্গসমূহ দশরাত্র। মুখ হল মহাব্রত। দুটি হাত উদয়নীয়াতিরাত্র। হাত দিয়েই মানুষ উঁচু দিকে এগোয়। ॥৩॥

পুরুষো বাব সংবৎসরঃ। তস্য প্রাণ এব প্রায়ণীয়োহতিরাত্রঃ। প্রাণেন হি প্রযন্তি।
বাগারন্তুণীয়মহঃ। যদ্ যদারভতে, বাগারভতে। বাচৈব তদারভতে। তস্যায়মেব দক্ষিণঃ
পাণিরভিপ্লবঃ। তস্যেদং প্রাতঃসবনমিদং মাধ্যংদিনং সবনমিদং তৃতীয়সবনম্। গায়ত্র্যা
আয়তনে। তস্মাদিয়মসৈ হুসিষ্ঠা। তস্যেদং প্রাতঃসবনমিদং মাধ্যংদিনং সবনমিদং তৃতীয়সবনম্।
ত্রিষ্টুভ আয়তনে। তস্মাদিয়মসৈ বরিষ্ঠা। তস্যেদং প্রাতঃসবনমিদং মাধ্যংদিনং সবনমিদং
তৃতীয়সবনম্। জগত্যা আয়তনে। তস্মাদিয়মনয়োবরিষ্ঠা। তস্যেদং প্রাতঃসবনমিদং মাধ্যংদিনং
সবনমিদং তৃতীয়সবনম্। পঙক্ত্যা আয়তনে। পৃথুরিব বৈ পঙক্তিঃ। তস্মাদিয়মাঙ্গাং প্রথিষ্ঠা।
তস্যেদং প্রাতঃসবনমিদং মাধ্যংদিনং সবনমিদং তৃতীয়সবনম্। বিরাজ আয়তনে। অন্নং বৈ শ্রীঃ,
বিরাজাদ্যম্। অন্নাদ্যস্য শ্রিয়োহবরুদ্যৈ। তস্মাদিয়মাঙ্গাং বরিষ্ঠা। তস্যেদং প্রাতঃসবনমিদং
মাধ্যংদিনং সবনমিদং তৃতীয়সবনম্। অতিছন্দস আয়তনে। অতিছন্দো বৈ ছন্দসামায়তনম্।
তস্মাদিদং প্রথিষ্ঠং ফলকম্। তস্যেদং প্রাতঃসবনমিদং মাধ্যংদিনং সবনমিদং তৃতীয়সবনম্। স
ইতঃ স ইতোহভিপ্লবঃ স ইত আত্মা পৃষ্ঠ্যঃ। প্লবতীবাভিপ্লবঃ। তিষ্ঠতীবা পৃষ্ঠ্যঃ। প্লবত ইব
হ্যেবমঙ্গৈঃ। তিষ্ঠতীবাত্মনা। তস্যায়মেব দক্ষিণঃ কর্ণোহভিজিৎ। তস্য যদ্ দক্ষিণমঙ্কঃ শুক্লং স
প্রথমঃ স্বরসামা, যৎ কৃষ্ণং স দ্বিতীয়ঃ, যদ্ মণ্ডলং স তৃতীয়ঃ। নাসিকে বিষুবান্। মণ্ডলমেব
প্রথমোহবাক্ষবরসামা, যৎ কৃষ্ণং স দ্বিতীয়ঃ, যচ্ছুক্লং স তৃতীয়ঃ। তস্যায়ং সব্যঃ কর্ণো বিশ্বজিৎ।
উক্তৌ পৃষ্ঠ্যাভিপ্লবৌ। যাববাক্ষৌ প্রাণৌ তে গবায়ুষী। অঙ্গানি দশরাত্রঃ। মুখং মহাব্রতম্।
তস্যোদান এবোদয়নীয়োহতিরাত্রঃ। উদানেন হ্যদ্যন্তি ॥৪॥

পুরুষই হল সংবৎসর। তার প্রাণ হল প্রায়ণীয়াতিরাত্র। প্রাণের দ্বারাই মানুষ গমন করে
(গতিশীল)। বাক্ হল আরন্তুণীয় দিবস। যা আরন্তু হয় তা বাক্ দিয়েই আরন্তু হয়। ডান হাত হল
অভিপ্লব। তার (তিনটি অংশ হল) যথাক্রমে প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবন। গায়ত্রী-
এর আয়তন। কনিষ্ঠা অঙ্গুলি তাই (অঙ্গুলিসমূহের মধ্যে) সবচেয়ে ছোট। এই হল প্রাতঃ সবন, এই
মাধ্যন্দিন সবন, এই তৃতীয় সবন। এখানেই ত্রিষ্টুপের স্থান। তাই অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যে (অনামিকা)
বড়। এই হল প্রাতঃসবন, এই মাধ্যন্দিন সবন, এই তৃতীয় সবন। এই স্থান জগতীর। সেই জন্য
(মধ্যমাঙ্গুলি) সবার চেয়ে বড়। এই হল প্রাতঃসবন, এই মাধ্যন্দিন সবন, এই তৃতীয় সবন। তাই
পঙক্তি বেশ চওড়া। বৃদ্ধাঙ্গুলি সব চেয়ে স্থূল। এই প্রাতঃসবন, এই মাধ্যন্দিন সবন, এই তৃতীয়
সবন। এই স্থান বিরাজের। অন্নই শ্রী। অন্নের দ্বারাই শ্রী উপলব্ধ হয়। তাই প্রথমাঙ্গুলি সবার শ্রেষ্ঠ।
এই প্রাতঃসবন, এই মাধ্যন্দিন সবন, এই তৃতীয় সবন। এই স্থান অতিছন্দের। অতিছন্দ সকল
ছন্দের আশ্রয়। সেহেতু কাঁধই সকলের চেয়ে চওড়া। এই প্রাতঃসবন, এই মাধ্যন্দিন সবন, এই

তৃতীয় সৰন। অভিল্ব এদিকে বিস্তৃত হয়। পৃষ্ঠ্য হচ্ছ যজ্ঞের আত্মা। লাফিয়ে চলার দরুণ (নাম) অভিল্ব। অবস্থান করে তাই পৃষ্ঠ্য। (যজ্ঞ) অঙ্গসমূহের দ্বারা লাফিয়ে চলে, আত্মার দ্বারা স্থিত হয়। ডান কান হল অভিজিৎ। ডান চোখের যে সাদা (অংশ) তাই প্রথম স্বরসাম, দ্বিতীয় হল কালো (অংশ)। সমগ্র চোখ হল তৃতীয় (স্বরসাম)। নাসারন্ধ্রদ্বয় বিষুবান দিবস। (পুনরায়) প্রথম স্বরসাম (বাম) আঁখিমণ্ডল, দ্বিতীয় তার কালো (অংশ), তৃতীয় তার সাদা (অংশ)। বাম কান হল বিশ্বজিৎ। পৃষ্ঠ্যভিল্বের কথা আগেই বলা হয়েছে। নিম্নস্থ দুই প্রাণবায়ু গবায়ুষী, (অন্যান্য) অঙ্গসমূহ দশরাত্র। মুখ মহাব্রত। উদয়নীয়াতিরাত্র হল উদানবায়ু। উদানবায়ুর দ্বারাই মানুষ উর্ধ্বদিকে যাত্রা করে। ॥৪॥

পুরুষো বাব সংবৎসরঃ। পুরুষ ইত্যেকম্। সংবৎসর ইত্যেকম্। অত্র তৎ সমম্। হে অহোরাত্রে সংবৎসরস্য। দ্বাবিমৌ পুরুষে প্রাণাবিতি। অত্র তৎ সমম্। ত্রয়ো বা ঋতবঃ সংবৎসরস্য। ত্রয় ইমে পুরুষে প্রাণা ইতি। অত্র তৎ সমম্। ষড়্ বা ঋতবঃ সংবৎসরস্য। ষড়্‌মে পুরুষে প্রাণা ইতি। অত্র তৎ সমম্। সপ্ত বা ঋতবঃ সংবৎসরস্য। সপ্তেমে পুরুষে প্রাণা ইতি। অত্র তৎ সমম্। দ্বাদশ মাসাঃ সংবৎসরস্য। দ্বাদশেমে পুরুষে প্রাণা ইতি। অত্র তৎ সমম্। ত্রয়োদশ মাসাঃ সংবৎসরস্য। ত্রয়োদশেমে পুরুষে প্রাণা ইতি। অত্র তৎ সমম্। চতুর্বিংশতিরধমাসাঃ সংবৎসরস্য। চতুর্বিংশোহয়ং পুরুষঃ। বিংশত্যঙ্গুলিশ্চতুরঙ্গ ইতি। অত্র তৎ সমম্। ষড়্‌বিংশতিরধমাসাঃ সংবৎসরস্য। ষড়্‌বিংশো হয়ং পুরুষঃ, প্রতিষ্ঠে ষড়্‌বিংশে ইতি। অত্র তৎ সমম্। ত্রীণি চ হ বৈ শতানি ষষ্টিশ্চ সংবৎসরস্যাহোরাত্রাণীতি। এতাবন্ত এব পুরুষস্য প্রাণা ইতি। অত্র তৎ সমম্। সপ্ত চ হ বৈ শতানি বিংশতিশ্চ সংবৎসরস্যাহানি চ রাত্রয়শ্চেতি। এতাবন্ত এব পুরুষস্যাহীনি চ মজ্জানশ্চেতি। অত্র তৎ সমম্। চতুর্দশ চ হ বৈ শতানি চত্বারিংশচ্চ সংবৎসরস্যার্ধাহাশ্চাৰ্ধরাত্রয়শ্চেতি। এতাবন্ত এব পুরুষস্য স্থূরা মাংসানীতি। অত্র তৎ সমম্। অষ্টাবিংশতিশ্চ হ বৈ শতান্যশীতিশ্চ সংবৎসরস্য পাদাহাশ্চ পাদরাত্রয়শ্চেতি। এতাবন্ত এব পুরুষস্য স্নাবা বন্ধ্যা ইতি। অত্র তৎ সমম্। দশ চ হ বৈ সহস্রাণ্যষ্টৌ চ শতানি সংবৎসরস্য মুহূর্তা ইতি। এতাবন্ত এব পুরুষস্য পেশশমরা ইতি। অত্র তৎ সমম্। যাবন্তো মুহূর্তাঃ পঞ্চদশকৃত্তস্তাবন্তঃ প্রাণাঃ। যাবন্তঃ প্রাণাঃ পঞ্চদশকৃত্তস্তাবন্তোহপানাঃ। যাবন্তোহপানাঃ পঞ্চদশকৃত্তস্তাবন্তো ব্যানাঃ। যাবন্তো ব্যানাঃ পঞ্চদশকৃত্তস্তাবন্তঃ সমানাঃ। যাবন্তঃ সমানাঃ পঞ্চদশকৃত্তস্তাবন্ত উদানাঃ। যাবন্ত উদানাঃ পঞ্চদশকৃত্তস্তাবন্ত্যেতাদীনি। যাবন্ত্যেতাদীনি তাবন্ত্যেতহীণি। যাবন্ত্যেতহীণি তাবন্তি স্বেদায়নানি। যাবন্তি স্বেদায়নানি তাবন্তি ক্ষিপ্ৰায়ণানি। যাবন্তি ক্ষিপ্ৰায়ণানি তাবন্তো রোমকূপাঃ। যাবন্তো রোমকূপাঃ পঞ্চদশকৃত্তস্তাবন্তো বর্ষতো ধারাঃ। তদেতৎ ক্রোশশতিকং পরিমাণম্। তদপ্যেতদ্‌চোক্তং—

শ্রমাদন্যত্র পরিবর্তমানশ্চরন্ বাসীনো যদি বা স্বপন্নপি।
অহোরাত্রাত্যাং পুরুষঃ ক্ষণেন কতিকৃত্বঃ প্রাণিতি চাপানিতি চ ॥

শতং শতানি পরিবৎসরাণামষ্টৌ চ শতানি সংবৎসরস্য মুহূর্তান্ যান্ বদন্তি। অহোরাত্রাত্যাং
পুরুষঃ সমেন কতিকৃত্বঃ প্রাণিতি চাপানিতি চ ইতি ব্রাহ্মণম্ ॥৫॥

পুরুষই সংবৎসর। পুরুষ এক, বৎসরও এক। এখানেই সাম্য। বছর দিন ও রাত্রি মিলিয়ে দুটি।
দুটি বায়ু (প্রাণ ও অপান) মিলে মানুষ। এভাবেই উভয়ের সাম্য। সারা বছরে তিনটি (প্রধান ঋতু)।
পুরুষের শরীরেও তিনটি প্রাণবায়ু। এখানেই উভয়েরই সাম্য। সংবৎসরে ছয়টি ঋতু। পুরুষের
মাধ্যেও ছয়টি প্রাণ। এখানেই উভয়ের সাম্য। সংবৎসরের সাতটি ঋতু। পুরুষের মধ্যে সাতটি প্রাণ।
এখানেই উভয়ের সাম্য। সংবৎসরের বারোটি মাস। পুরুষের মধ্যে বারোটি প্রাণ। এখানেই উভয়ের
সাম্য। সংবৎসরে তেরটি মাস। পুরুষের মধ্যে ও তেরটি প্রাণ। এখানেই সেই সাম্য।

সারা বছরে চব্বিশটি অর্ধমাস। এই পুরুষও চতুর্বিংশ। চারটি অঙ্গ (হাত+পা) ও কুড়িটি
আঙুল। এইখানেই সেই সাম্য। সংবৎসরের ছাব্বিশ অর্ধমাস। পুরুষও ছাব্বিশ। প্রতিষ্ঠা ছাব্বিশ।
এইখানেই সেই সাম্য। সংবৎসরের তিনশ ষাটটি দিনরাত্রি। সংখ্যায় এতগুলি প্রাণ মানুষের মধ্যে।
এইখানেই সেই সাম্য। সংবৎসরে সাতশ কুড়ি সংখ্যক দিনরাত্রি। ততগুলি সংখ্যক পুরুষের অস্থি ও
মজ্জা। সারা বছরে চৌদ্দশত চল্লিশটি অর্ধদিন ও অর্ধরাত্রি বিদ্যমান। পুরুষের শরীরে ততগুলি
মাংসপিণ্ড বিদ্যমান। এখানেই উভয়ের সমতা। সংবৎসরে মোট দু'হাজার আটশত আশিটি
একচতুর্থাংশ দিন ও রাত্রি আছে। এখানেই সাম্য। সারা বছরে দশহাজার আটশটি মুহূর্ত আছে।
তেমনি মানুষেরও রূপময় অঙ্গ বিদ্যমান। এখানেই সেই সাম্য। যত সংখ্যক মুহূর্ত আছে তার
পনেরগুণ প্রাণবায়ু (অর্থাৎ $= ১০,৮০০ \times ১৫ = ১,৬২,০০০$) শরীরে আছে। যত সংখ্যক প্রাণবায়ু
আছে তার পনেরগুণ অপানবায়ু (অর্থাৎ $= ১,৬২,০০০ \times ১৫ = ২৪,৩০,০০০$)। যত সংখ্যক অপানবায়ু আছে
তার পনের গুণ ব্যানবায়ু বিদ্যমান (অর্থাৎ $= ২৪,৩০,০০০ \times ১৫ = ৩,৬৪,৫০,০০০$)। যত
সংখ্যক ব্যানবায়ু আছে তার পনেরগুণ সমানবায়ু বিদ্যমান (অর্থাৎ $= ৩,৬৪,৫০,০০০ \times ১৫ =$
 $৫৪,৬৭,৫০,০০০$)। যত সংখ্যক সমানবায়ু আছে তার পনেরগুণ হচ্ছে উদানবায়ু
(অর্থাৎ $= ৫৪,৬৭,৫০,০০০ \times ১৫ = ৮২০,১২,৫০,০০০$)। যত সংখ্যক উদানবায়ু তার পনের
গুণ হচ্ছে এতাদি (অর্থাৎ $= ৮২০, ১২,৫০,০০০ \times ১৫ = ১,২৩,০১,৮৭,৫০০০০$)। যত
সংখ্যক এতাদি ততসংখ্যক এতর্হি। যত সংখ্যক এতর্হি, তত সংখ্যক রোমরাজি যত সংখ্যক
রোমরাজি, ততসংখ্যক ক্ষিপ্রায়ণ। যত সংখ্যক ক্ষিপ্রায়ণ ততগুলি রোমকূপ। যত সংখ্যক
রোমকূপ তার পনের গুণ হল স্বেদধারা (অর্থাৎ $= ১,২৩,০১,৮৭,৫০,০০০ \times ১৫ =$

১৮,৪৫,২৮,১২,৫০,০০০)। এ হল ক্রোশশত পরিমাণ দূরত্ব। একটি ঋকে একথা বলা হয়েছে—‘কোনো মানুষ শ্রমহেতু এখানে ওখানে চলাফেরা করার সময় বসে থাকার সময়, কিংবা স্বপ্নে, দিনেরাত্রে প্রতি ক্ষণে কতবার, প্রাণবায়ু গ্রহণ করে’? তাঁরা বলেন—‘পরিপূর্ণ বছরে দশহাজার বার এবং সংবৎসরে যে আটশ মুহূর্ত আছে, পুরুষ দিনেরাত্রে ততবার এই প্রাণাপানবায়ু গ্রহণ করে’। —একথা বলছেন ব্রাহ্মণ। ॥৫॥

সংবৎসরস্য সমতা বেদিতব্যেতি হ স্মাহ বাসুঃ। একমেব পুরস্তাদ্ বিষুবতো হতিরাত্রমুপয়ন্ত্যেকমুপরিষ্টাৎ। ত্রিপঞ্চাশতমেব পুরস্তাদ্ বিষুবতোহগ্নিষ্টোমানুপয়ন্তি ত্রিপঞ্চাশতমুপরিষ্টাৎ। বিংশতিশতমেব পুরস্তাদ্ বিষুবত উক্খ্যানুপয়ন্তি বিংশতিশতমুপরিষ্টাৎ। ষড়্বেব পুরস্তাদ্ বিষুবতঃ ষোড়শিন উপয়ন্তি ষড়ুপরিষ্টাৎ। ত্রিংশদেব পুরস্তাদ্ বিষুবতঃ ষড়্হানুপয়ন্তি ত্রিংশদুপরিষ্টাৎ। সৈষা সংবৎসরস্য সমতা। স য এবমেতাং সংবৎসরস্য সমতাং বেদ, সংবৎসরেণ সাত্বা সলোকো ভূত্বা দেবানপ্যেতীতি ব্রাহ্মণম্ ॥৬॥

সংবৎসর (যাগের) সমতা জানা প্রয়োজন একথা— বলে থাকেন বাসু (নামক ঋষি)। তাঁরা বিষুবান দিনের আগে একটি ও পরে একটি অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করেন। তাঁরা বিষুবান দিনের আগে তিপান্নটি ও পরে তিপান্নটি অগ্নিষ্টোম করে থাকেন। তাঁরা বিষুবান দিনের আগে একশকুড়িটি ও পরে একশকুড়িটি উক্খ্যের অনুষ্ঠান করে থাকেন। তাঁরা বিষুবান দিনের আগে ত্রিশটি ও পরে ত্রিশটি ষোড়শীর অনুষ্ঠান করে থাকেন। এই হল সংবৎসর (যাগের) সমতা। যিনি সংবৎসরের এই সমতা জানেন, তিনি ঐ সংবৎসরের দ্বারা সাত্বা ও সলোক হয়ে দেবতাদের লাভ করেন। ॥৬॥

অথাতো যজ্ঞক্রমাঃ। অগ্ন্যাধেয়ম্। অগ্ন্যাধেয়াৎ পূর্ণাহুতিঃ। পূর্ণাহুতেরগ্নিহোত্রম্। অগ্নিহোত্রাদ্ দর্শপূর্ণমাসৌ। দর্শপূর্ণমাসাভ্যামাগ্রয়ণম্। আগ্রয়ণাচ্চাতুর্মাস্যানি। চাতুর্মাস্যেভ্যঃ পশুবন্ধঃ। পশুবন্ধাদগ্নিষ্টোমঃ। অগ্নিষ্টোমাদ্ রাজসূয়ঃ। রাজসূয়াদ্ বাজপেয়ঃ। বাজপেয়াদশ্বমেধঃ। অশ্বমেধাৎ পুরুষমেধঃ। পুরুষমেধাৎ সর্বমেধঃ। সর্বমেধাদ্ দক্ষিণাবন্তঃ। দক্ষিণাবন্ত্যোহদক্ষিণঃ। অদক্ষিণাঃ সহস্রদক্ষিণে প্রত্যতিষ্ঠন্। তে বা এতে যজ্ঞক্রমাঃ। স য এবমেতান্ যজ্ঞক্রমান্ বেদ, যজ্ঞেন সাত্বা সলোকো ভূত্বা দেবানপ্যেতীতি ব্রাহ্মণম্ ॥৭॥

এরপর তাই যজ্ঞক্রম। প্রথমে অগ্ন্যাধান। অগ্ন্যাধানের পরে পূর্ণাহুতি, পূর্ণাহুতির পরে অগ্নিহোত্র। অগ্নিহোত্রের পরে দর্শপূর্ণমাস। দর্শপূর্ণমাসের পরে আগ্রয়ণ। আগ্রয়ণের পরে চাতুর্মাস্য। চাতুর্মাস্যের পরে পশুবন্ধ। পশুবন্ধের পরে অগ্নিষ্টোম। অগ্নিষ্টোমের পরে রাজসূয়। রাজসূয়ের পরে বাজপেয়। বাজপেয়ের পরে অশ্বমেধ। অশ্বমেধের পরে পুরুষমেধ। পুরুষমেধের পরে সর্বমেধ।

সর্বমেধের পরে সদক্ষিণা (যাগ)। সদক্ষিণার পরে অদক্ষিণা। অদক্ষিণার পরে সহস্রদক্ষিণা (যাগ)। এই হল যজ্ঞক্রম, যিনি এই যজ্ঞক্রম জানেন, তিনি যজ্ঞের দ্বারা সাত্ত্ব ও সলোক হয়ে দেবতাকে লাভ করেন—একথা ব্রাহ্মণ বলছেন। ॥৭॥

প্রজাপতিরকাময়ত—অনন্ত্যমশুভীয়েতি। সোহগ্নীনাথায় পূর্ণাহুত্যাযজত। সোহন্তমেবাপশ্যৎ। সোহগ্নিহোত্রেণেষ্টান্তমেবাপশ্যৎ। স দর্শপূর্ণমাসাত্যামিষ্টান্তমেবাপশ্যৎ। স আগ্রয়ণেনেষ্টান্তমেবাপশ্যৎ। স চাতুর্মাস্যেরিষ্টান্তমেবাপশ্যৎ। স পশুবন্ধেনেষ্টান্তমেবাপশ্যৎ। সোহগ্নিষ্টোমেনেষ্টান্তমেবাপশ্যৎ। স রাজসূয়েনেষ্টা রাজেতি নামাধত্ত। সোহন্তমেবাপশ্যৎ। স বাজপেয়েনেষ্টা সম্রাডিত নামাধত্ত। সোহন্তমেবাপশ্যৎ। স পুরুষমেধেনেষ্টা স্বরাডিত নামাধত্ত। সোহন্তমেবাপশ্যৎ। স পুরুষমেধেনেষ্টা বিরাডিত নামাধত্ত। সোহন্তমেবাপশ্যৎ। স সর্বমেধেনেষ্টা সর্বরাডিত নামাধত্ত। সোহন্তমেবাপশ্যৎ। সোহহীনৈদক্ষিণাবদ্বিরিষ্টান্তমেবাপশ্যৎ। সোহহীনৈদক্ষিণাবদ্বিরিষ্টান্তমেবাপশ্যৎ। স সত্রেণোভয়তোহতিরাত্রোন্ততোহযজত। বাচং হ বৈ হোত্রে প্রাযচ্ছৎ, প্রাণমধ্বর্যবে, চক্ষুরদ্ব্যগত্রে, মনো ব্রহ্মণে, অঙ্গানি হোত্রকেভ্যঃ, আত্মানং সদস্যেভ্যঃ। এবমানন্ত্যমাত্মানং দত্ত্বানন্ত্যমশুভ। তদ্ যা দক্ষিণা আনয়ৎ, তাভিরাত্মানং নিষ্কীণীয়া। তস্মাদেতেন জ্যোতিষ্টোমেনাগ্নিষ্টোমেনাত্বনিষ্কর্যণেন সহস্রদক্ষিণেন পৃষ্ঠশমনীয়েন ত্বরেত। যো হ্যনিষ্টা পৃষ্ঠশমনীয়েন প্রৈতি, আত্মানং সোহনিষ্কর্য প্রৈতীতি ব্রাহ্মণম্ ॥৮॥

প্রজাপতি কামনা করলেন—‘আমি অনন্ত (সুখ) লাভ করতে চাই’। তিনি অগ্নিসমূহ স্থাপন করে যখন পূর্ণাহুতি দান করলেন, তখন তিনি অন্তকে দেখতে পেলেন। তিনি অগ্নিহোত্রের দ্বারা যজ্ঞ করে অন্তকে দেখতে পেলেন। তিনি দর্শপূর্ণমাসের দ্বারা যজ্ঞ করে অন্তকে দেখতে পেলেন। তিনি আগ্রয়ণের দ্বারা যজ্ঞ করে অন্তকে দর্শন করলেন। তিনি চাতুর্মাস্যের দ্বারা যজ্ঞ করে অন্তকে দর্শন করলেন। তিনি অন্তকে দেখতে পেলেন পশুবন্ধের দ্বারা যজ্ঞ করে। অগ্নিষ্টোমের দ্বারা যজ্ঞ করে তিনি অন্তকে দর্শন করলেন। তিনি রাজসূয়ের দ্বারা যজ্ঞ করে রাজা নাম ধারণ করলেন এবং অন্তকে দর্শন করলেন। তিনি বাজপেয়ের দ্বারা যজ্ঞ করে সম্রাট নাম ধারণ করলেন এবং অন্তকে দেখতে পেলেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে স্বরাট নাম ধারণ করলেন এবং অন্তকে দর্শন করলেন। তিনি বিরাট নাম ধারণ করলেন পুরুষমেধ যজ্ঞ করে এবং অন্তকে দর্শন করলেন। তিনি সর্বমেধ যজ্ঞ করে সর্বরাট এই নাম ধারণ করলেন এবং অন্তকে দর্শন করলেন। তিনি অহীন দক্ষিণা যাগ করে অন্তকে দেখতে পেলেন। তিনি অহীন অদক্ষিণা যজ্ঞ করে অন্তকে দেখতে পেলেন।

অবশেষে তিনি উভয় অতিরাত্রদ্বারা সত্র যাগ করলেন। তিনি তখন বাক্ হোতাকে, শ্বাস অধ্বর্যুকে, দৃষ্টি উদ্গাতাকে, মন ব্রহ্মাকে, অঙ্গসমূহ হোত্রকদেরকে এবং আত্মা সদস্যকে উৎসর্গ

করলেন। এরপর আনন্ত্যকে আত্মাদান করে অনন্ত (সুখ)—কে লাভ করলেন। তারপর তিনি যা দক্ষিণা এনেছিলেন, তা দিয়ে নিজেকে পুনরুদ্ধার করলেন।

সেহেতু জ্যোতিষ্টোম, অগ্নিষ্টোম, আত্ম-পুনরুদ্ধার, সহস্রদক্ষিণাযাগ—এর এসমস্তের সঙ্গে পৃষ্ঠশমনীয় (যাগ) দ্রুত করা উচিত। যে পুরুষ (অগ্নিষ্টোমাদি) যজ্ঞ না করেই পৃষ্ঠশমনীয় যজ্ঞের দ্বারা যাত্রা শুরু করে, সে নিজেকে মুক্ত না করেই যাত্রা করে—এ কথাই এ ব্রাহ্মণ বলছেন। ॥৮॥

যদ্ বৈ সংবৎসরায় সংবৎসরসদো দীক্ষন্তে কথমেষামগ্নিহোত্রমনন্তরিতং ভবতি? ব্রতেনেতি ক্রয়াৎ। কথমেষাং দর্শোহনন্তরিতো ভবতি। দগ্না চ পুরোডাশেন চেতি ক্রয়াৎ। কথমেষাং পৌর্ণমাসমনন্তরিতং ভবতি? আজ্যেন চ পুরোডাশেন চেতি ক্রয়াৎ। কথমেষামাগ্রয়ণমনন্তরিতং ভবতি? সৌম্যেন চরুণেতি ক্রয়াৎ। কথমেষাং চাতুর্মাস্যান্যনন্তরিতানি ভবন্তি? পয়স্যেতি ক্রয়াৎ। কথমেষাং পশুবন্ধোহনন্তরিতো ভবতি? পশুনা চ পুরোডাশেন চেতি ক্রয়াৎ। কথমেষাং সৌম্যোহধ্বরোহনন্তরিতো ভবতি? গ্রহৈরিতি ক্রয়াৎ। কথমেষাং গৃহমেধোহনন্তরিতো ভবতি? ধানাকরন্তৈরিতি ক্রয়াৎ। কথমেষাং পিতৃযজ্ঞোহনন্তরিতো ভবতি? ঔপাসনৈরিতি ক্রয়াৎ। কথমেষাং মিথুনমনন্তরিতং ভবতি? হিংকারেনেতি ক্রয়াৎ। সৈষা সংবৎসরে যজ্ঞক্রতু নামপীতিঃ। স য এবমেতাং সংবৎসরে যজ্ঞক্রতু নামপীতিং বেদ, যজ্ঞেন সাত্বা সলোকো ভূত্বা দেবানপ্যেতীতি ব্রাহ্মণম্ ॥৯॥

যাঁরা সংবৎসরের যজ্ঞের জন্যে, সাংবৎসরিক অধিবেশনের জন্যে দীক্ষাগ্রহণ করেন, কেন তাঁদের অগ্নিহোত্র নির্বাধ থাকে? বলা হয়ে থাকে যে—ব্রতের জন্যে। কীভাবে এঁদের অমাবস্যায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞ নির্বাধ হয়? বলা হয় দধি ও পুরোডাশ আহুতির দ্বারা। কীভাবে এঁদের পৌর্ণমাসী যজ্ঞ নির্বাধ হয়? বলা হয়ে থাকে আজ্য ও পুরোডাশের দ্বারা। কেন এঁদের আগ্রয়ণ (যজ্ঞ) বাধাহীন ভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে? বলা হয়—যেই সৌমলতা থেকে প্রস্তুত চরু থেকে। কীভাবে এঁদের চাতুর্মাস্য নির্বাধে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে? বলা হয়—পয়োদানের দ্বারা। কীভাবে এঁদের পশুবন্ধযজ্ঞ নির্বাধ হয়ে থাকে? বলা হয় যে পশু এবং পুরোডাশ আহুতির দ্বারা। কীভাবে এঁদের সোমযাগ নির্বাধে অনুষ্ঠিত হয়? বলা হয়ে থাকে—(সোমপাত্র) গ্রহণের দ্বারা। কীভাবে এঁদের গৃহমেধযজ্ঞ নির্বাধে অনুষ্ঠিত হয়? বলা হয়ে থাকে—ধান এবং করন্তের দ্বারা। কীভাবে পিতৃযজ্ঞ নির্বাধ হয়? উপাসনা-অনুষ্ঠানের দ্বারা। একথাই বলা হয়ে থাকে। কীভাবে এঁদের মিথুন নির্বাধ হয়? বলা হয়—হিংকারের দ্বারা। সংবৎসরে যে সাংবৎসরিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, তিনি সে সব সম্পন্ন করে থাকেন। যিনি এই সাংবৎসরিক যজ্ঞকর্ম অনুষ্ঠানের বিষয়ে জানেন, তিনি যজ্ঞের দ্বারা স-আত্মা, সলোক দেবগণকে লাভ করেন এ কথাই বলছেন—এই ব্রাহ্মণ। ॥৯॥

দেবা হ বৈ সহস্রসংবৎসরায় দিদীক্ষিরে। তেষাং পঞ্চ শতানি সংবৎসরাণাং পর্যুপেতান্যাসন্।
 অথৈদং সৰ্বং শস্ত্রাম, যে স্তোমা যানি পৃষ্ঠানি যানি শস্ত্রাণি। তে দেবা ইহসামিবাসুঃ—উপ তং
 যজ্ঞক্রতুং জানীমঃ, যঃ সহস্রসংবৎসরস্য প্রতিমা। কো হি তস্মৈ মনুষ্যো যঃ সহস্রসংবৎসরেণ
 যজেতেতি? তদয়াতয়াম মধ্যে যজ্ঞস্যাপশ্যন্। তেনায়াতয়াম্মা যা বেদে ব্যষ্টিরাসীৎ, তাং
 পঞ্চস্বপশ্যন্—ঋচি যজুষি সাম্নি শান্তেহথ ঘোরে। তা বা এতাঃ পঞ্চ ব্যাহতয়ো ভবন্তি—ও
 শ্রাবয়, অস্তু শ্রৌষড্, যজ, যে যজামহে, বৌষড্ ইতি। তে দেবা ইহসামিবাসুঃ—উপ তং
 যজ্ঞক্রতুং জানীমঃ যঃ, সহস্রসংবৎসরস্য প্রতিমা। কো হি তস্মৈ মনুষ্যো যঃ সহস্রসংবৎসরেণ
 যজেতেতি? তত এতং তাপশ্চিতং সহস্রসংবৎসরস্যাজ্ঞস্যমপশ্যন্। তে হ্যেব স্তোমা ভবন্তি,
 তানি পৃষ্ঠানি, তানি শস্ত্রাণি। স খলু দ্বাদশ মাসান্ দীক্ষাভিরেতি দ্বাদশমাসানুপসন্দির্দ্বাদশমাসান্
 সুত্যাভিঃ। অথ যদ্ দ্বাদশমাসান্ দীক্ষাভিরেতি দ্বাদশমাসানুপসন্দিঃ, তেনৈতাবগ্যর্কাবাপ্নোতি।
 অথ যদ্ দ্বাদশমাসান্ সুত্যাভিঃ, তেনেদং মহদুক্খমবাপ্নোতি। তে দেবা ইহসামিবাসুঃ—উপ তং
 যজ্ঞক্রতুং জানীমঃ, যঃ সহস্রসংবৎসরস্য প্রতিমা। কো হি তস্মৈ মনুষ্যো যঃ সহস্রসংবৎসরেণ
 যজেতেতি? তত এতং সংবৎসরং তাপশ্চিতস্যাজ্ঞস্যমপশ্যন্। তে হ্যেব স্তোমা ভবন্তি, তানি
 পৃষ্ঠানি তানি শস্ত্রাণি। তে দেবা ইহসামিবাসুঃ—উপ তং যজ্ঞক্রতুং জানীমো যঃ
 সহস্রসংবৎসরস্য প্রতিমা। কো হি তস্মৈ মনুষ্যো যঃ সহস্রসংবৎসরেণ যজেতেতি? তত এতং
 দ্বাদশাহং সংবৎসরস্যাজ্ঞস্যমপশ্যন্। তে হ্যেব স্তোমা ভবন্তি, তানি পৃষ্ঠানি, তানি শস্ত্রাণি। স
 খলু দ্বাদশাহং দীক্ষাভিরেতি দ্বাদশাহমুপসন্দির্দ্বাদশাহং সুত্যাভিঃ। অথ যদ্ দ্বাদশাহং
 দীক্ষাভিরেতি দ্বাদশমাসানুপসন্দিঃ, তেনৈতাবগ্যর্কাবাপ্নোতি। অথ যদ্ দ্বাদশাহং সুত্যাভিঃ,
 তেনেদং মহদুক্খমবাপ্নোতি। তে দেবা ইহসামিবাসুঃ—উপ তং যজ্ঞক্রতুং জানীমঃ, যঃ
 সহস্রসংবৎসরস্য প্রতিমা। কো হি তস্মৈ মনুষ্যো যঃ সহস্রসংবৎসরেণ যজেতেতি? তত এতং
 পৃষ্ঠ্যং ষড়হং দ্বাদশাহস্যাজ্ঞস্যমপশ্যন্। তে হ্যেব স্তোমা ভবন্তি, তানি পৃষ্ঠানি, তানি শস্ত্রাণি। তে
 দেবা ইহসামিবাসুঃ—উপ তং যজ্ঞক্রতুং জানীমো যঃ সহস্রসংবৎসরস্য প্রতিমা। কো হি তস্মৈ
 মনুষ্যো যঃ সহস্রসংবৎসরেণ যজেতেতি? তত এতং বিশ্বজিতং পৃষ্ঠ্যষড়হস্যাজ্ঞস্যমপশ্যন্। তে
 হ্যেব স্তোমা ভবন্তি, তানি পৃষ্ঠানি, তানি শস্ত্রাণি। তে দেবা ইহসামিবাসুঃ—উপ তং যজ্ঞক্রতুং
 জানীমঃ, যঃ সহস্রসংবৎসরস্য প্রতিমা। কো হি তস্মৈ মনুষ্যো যঃ সহস্রসংবৎসরেণ যজেতেতি?
 স বা এষ বিশ্বজিদ্ যঃ সহস্রসংবৎসরস্য প্রতিমা। এষ হ প্রজানাং প্রজাপতির্যদ্ বিশ্বজিদিতি
 ব্রাহ্মণম্ ॥১০॥

দেবতারা সহস্রবৎসরব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্যে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। মধ্যে যখন
 পাঁচশ'বছর কেটে গেল তখন সমস্ত স্তোম, সমস্ত পৃষ্ঠসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেল। তখন সেই

দেবতারা ব্যাকুল হয়েছিলেন (এই জন্যে) আমরা সেই যজ্ঞকৃত্তকে জানবো যে যজ্ঞ হাজার বছর ব্যাপী যজ্ঞের তুল্য (বা বিকল্প), কেননা কোন্ মানুষ হাজার বছর ব্যাপী এই যজ্ঞানুষ্ঠান করতে সক্ষম? তাঁরা নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাবার আগেই যজ্ঞকে দেখলেন।

যজমান (এই যজ্ঞকে) নির্দিষ্ট সময় পেরোবার আগেই লাভ করলেন। (যজ্ঞের) দীপ্তি (প্রকাশ) লাভ করল। ঐ প্রকাশকে তাঁরা পাঁচ (বেদের) মধ্যে দেখতে পেলেন—ঋকে, যজুঃতে, সামে, শান্ত ও ঘোরে, (অর্থাৎ অথর্ববেদে)। এগুলির পাঁচটি ব্যাহতি,—‘ওঁ শ্রাবয়’, ‘অস্ত্র শ্রৌষট্’, ‘যজ’, ‘যে যজামহে’ এবং ‘বৌষট্’।

সেই দেবতারা তখন ব্যাকুল হলেন—সেই যজ্ঞকৃত্তকে আমরা জানতে চাই যা সহস্রবৎসরব্যাপী যজ্ঞের সমতুল্য। কেননা কে সেই মানুষ যে হাজার বছরব্যাপী এই যজ্ঞানুষ্ঠানে সক্ষম? তখন তাঁরা সহস্রবৎসরব্যাপী তপঃপ্রভাবিত গতিমানকে দেখলেন, সেখানে ছিল সেই একই স্তোম, পৃষ্ঠ এবং একই শস্ত্রসমূহ।

যে বারোমাস দীক্ষাব্রত পালন করে থাকে, ঐ একই বারোমাস উপসদের দ্বারা (উপাসনায়জ্ঞ) করে, সে অগ্নি এবং সূর্যকে লাভ করে। এবং যখন সে বারোমাস সোমনিক্ষাশনে অতিবাহিত করে, তার দ্বারা সে উক্খ্যাদিনকে লাভ করে।

দেবতারা এখানে (আবার) আকুল হলেন—আমরা সেই যজ্ঞকৃত্তকে জানব, যা সহস্র বৎসর ব্যাপী যজ্ঞের বিকল্প কেননা কে সেই মানব যে সহস্রবৎসরব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠানে সক্ষম? তারপর তাঁরা তপঃপ্রভাবিত গতিমানকে দেখলেন, সেগুলি হল সেই স্তোম, সেই পৃষ্ঠ, সেই একই শস্ত্রসমূহ।

দেবতারা এখানে আবার ব্যাকুলিত হলেন—আমরা সেই যজ্ঞকৃত্তকে জানতে চাই যা সহস্রবৎসরব্যাপী যজ্ঞের বিকল্প (তুল্য), কেননা কে সেই মানব যে হাজার বছর ব্যাপী এই যাগ অনুষ্ঠান করবে? তারপর তাঁরা দ্বাদশাহ সংবৎসরের গতিমানকে দেখলেন। তারা হল স্তোম, তারাই হল পৃষ্ঠ, এবং তারাই হল শস্ত্র। সে দ্বাদশাহ দীক্ষাব্রতের দ্বারা পালন করল, দ্বাদশাহ উপসদের দ্বারা এবং দ্বাদশাহ সোম নিক্ষাশনের দ্বারা। অতঃপর সে অগ্নি ও সূর্যকে লাভ করেছিল, যেহেতু সে বারোদিন সোমপেষণের দ্বারা পালন করেছিল সেহেতু সে মহৎ উক্খ্যকে লাভ করেছিল।

দেবতারা এখানে আবার ব্যাকুল হলেন—আমরা সেই যজ্ঞকৃত্তকে জানতে চাই যে যজ্ঞকৃত্ত সহস্রবৎসর ব্যাপী যজ্ঞের তুল্য। কেননা কেই বা সেই মানুষ যে হাজার বছর ব্যাপী এই যজ্ঞ করবে? তারপর তাঁরা দেখলেন দ্বাদশাহ এর বদলে পৃষ্ঠ্য ষড়হ। সেখানে ছিল সেই স্তোম, সেই পৃষ্ঠ, সেই শস্ত্রসমূহ। দেবতারা উদ্বিগ্ন হলেন। আমরা সেই যজ্ঞকৃত্তকে জানতে চাই যা সহস্রবৎসরব্যাপী যজ্ঞের বিকল্প, কেননা কে সেই মানব, যে এই সহস্রবৎসরব্যাপী যজ্ঞ অনুষ্ঠানে

সক্ষম? তারপর তাঁরা পৃষ্ঠা ষড়্‌হের পরিবর্তে বিশ্বজিৎ যাগকে দেখলেন। সেখানে সেই একই স্তোম, একই পৃষ্ঠ এবং এই শস্ত্রসমূহ। দেবতারা উদ্বিগ্ন হলেন। আমরা সেই যজ্ঞকৃতকে জানতে চাই যা সহস্রবৎসর ব্যাপী যজ্ঞের বিকল্প, কেননা কে সেই মানব, যে এই সহস্রবৎসর ব্যাপী যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সক্ষম? তারপর তাঁরা পৃষ্ঠা ষড়্‌হের পরিবর্তে বিশ্বজিৎ যাগকে দেখলেন। সেখানে সেই একই স্তোম, একই পৃষ্ঠ এবং একই শস্ত্রসমূহ।

দেবতারা আবার উদ্বিগ্ন হলেন—‘আমরা সেই যজ্ঞকৃতকে জানতে চাই, যা সহস্রবৎসরব্যাপী যজ্ঞের বিকল্প, কেননা কে সেই মানুষ যে হাজার বছর ব্যাপী এই যজ্ঞানুষ্ঠানে সক্ষম? তা হল এই বিশ্বজিৎ, যা সহস্রবৎসরের বিকল্প (তুল্য)। সে প্রজাদের প্রজাপতি, সে এই বিশ্বজিৎ—একথাই বলছেন এই ব্রাহ্মণ। ॥১০॥

পুরুষঃ হ বৈ নারায়ণঃ প্রজাপতিরূবাচ—যজস্ব যজস্বৈতি। স হোবাচ যজস্ব যজস্বৈত্যেবং হাথ মা। ত্রিরয়স্কতেমে বসবঃ প্রাতঃসবনেনাগু রুদ্রা মাধ্যদিনসবনেনাদিত্যাস্তৃতীয়সবনে। যজ্ঞবাস্তুন্যেবপর্যশিষো যজ্ঞবাস্তুমিত্যেবমাশিষোহং বা এতদ্ বেদ যজ্ঞে বসবঃ প্রাতঃসবনেনাগু রুদ্রা মাধ্যদিনসবনেনাদিত্যাস্তৃতীয়সবনে যজ্ঞবাস্তুন্যেব পর্যশিষো যজ্ঞবাস্তুমিত্যেবমাশিষো বিদ্বাংসো নুনং ত্বা যাজয়েয়ুঃ। এতে হ বা অবিদ্বাংসো যত্রানৃধ্বিক্রোতা ভবত্যজুর্বিদধ্বর্যুরসামবিদুদ্গাতাভূধ্বঙ্গিরোবিদ্ ব্রহ্মা। যজস্বৈব হন্ত তু তে তদ্ বক্ষ্যামি, যথা সূত্রে মণিরিব সূতান্যুত্থাহানি ভবন্তি সূত্রমিব বা মণাবিতি। তস্মাদ্ য এব সর্ববিৎ স্যাৎ, তং ব্রহ্মাণং কুর্বাতি। এষ হ বৈ বিদ্বান্ সর্ববিদ্ ব্রহ্মা যদ্ ভূধ্বঙ্গিরোবিৎ। এতে হ বা অস্য সর্বস্য শময়িতারঃ পালয়িতারঃ। তস্মাদ্ ব্রহ্মা স্তুতে বহিঃপবমানে বাচয়তি ॥১১॥

প্রজাপতি (পরম) পুরুষ নারায়ণকে বললেন ‘যজ্ঞ কর’, যজ্ঞ কর’। কথাটি শুনে তিনিও বললেন—‘যজ্ঞ কর, যজ্ঞ কর’। তিনবার যজ্ঞ করা হয়। প্রাতঃসবনের দ্বারা অগ্নিসহ দেবতা হলেন বসুগণ, মাধ্যদিন সবনে রুদ্রদেবতাসকল এবং তৃতীয় সবনে আদিত্যেরা যাগ করলেন। (তিনি বললেন) ‘যজ্ঞস্থানে যজ্ঞবেদি প্রতিষ্ঠিত করুন’। তখন (প্রজাপতি বললেন)—‘এই আশীর্বাদ আমি জানি যাতে প্রাতঃসবনে বসুদেবতারা, মাধ্যদিন সবনে রুদ্রদেবতাসকল এবং তৃতীয় সবনে আদিত্য দেবতাগণ আসেন। তুমি যজ্ঞস্থানে এই জন্যে এদের যজ্ঞবেদি প্রতিষ্ঠা কর, আর এই রকম আশীর্বাদপ্রাপ্ত বিদ্বানেরা অবশ্যই তোমাকে দিয়ে যজ্ঞ করাবেন। সেখানকার লোকেরা হল অবিদ্বান যেখানে ঋগ্বেদের জ্ঞানহীন ব্যক্তি হোতা, যেখানে যজুর্বেদজ্ঞানহীন ব্যক্তি অধ্বর্যু, সামবেদে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি উদ্গাতা এবং ব্রহ্মা হন সেই জন যিনি ভূধ্বঙ্গিরাকে জানেন না। অতএব তুমি যজ্ঞ কর—আমি বলছি। যেমন সূত্রে মণি, কিংবা মণিতে সূত্র তেমনি

উক্ত্যগুলি সূত্রের ন্যায়। সেজন্যে যিনি সর্ববিদ, তাকে ব্রহ্মা বলে জানবে। আর যিনি সর্ববিৎ বিদ্বান ব্রহ্মা, তিনি আসলে অথর্ববেদবিৎ। এই বেদবিৎ ব্যক্তি সকল যজ্ঞের শান্তিদাতা এবং পালনকর্তা। সেজন্যে বহিঃপবমান (সূক্ত) ঋত্বিক ব্রহ্মা উচ্চারণ করান। ॥১১॥

শ্যেনোহসি গায়ত্রছন্দা অনু ত্বারভে।

স্বস্তি মা সংপারয়' ॥ ইতি।

স যদাহ শ্যেনোহসীতি, সোমং বা এতদাহ। এষ হ বা অগ্নিভূত্বাস্মিংশ্লোকে সংশায়য়তি। তদ্ যৎ সংশায়য়তি তস্মাচ্ছেনঃ। তচ্ছেনস্য শ্যেনত্বম্। স যদাহ গায়ত্রছন্দা অনুত্বারভ ইতি, গায়ত্রেণ ছন্দসা বসুভির্দেবৈঃ প্রাতঃসবনেহস্মিংশ্লোকেহগ্নিং সন্তমস্বারভতে। স যদাহ স্বস্তি মা সংপারয়েতি, গায়ত্রৈগৈব ছন্দসা বসুভির্দেবৈঃ প্রাতঃসবনেহস্মিংশ্লোকেহগ্নিনা দেবেন স্বস্তি মা সংপারয়েতি। গায়ত্রৈগৈবৈনং তচ্ছন্দসা বসুভির্দেবৈঃ প্রাতঃসবনেহস্মিংশ্লোকেহগ্নিনা দেবেন স্বস্তি সংপদ্যতে য এবং বেদ ॥১২॥

(এই মন্ত্র ব্রহ্মা পাঠ করবেন)—তুমি (গায়ত্রী) ছন্দে (সৃষ্ট) শ্যেন (বাজ) পাখী, আমি নিরন্তর তোমাকে গ্রহণ করি। তুমি আমাকে কল্যাণের সাথে পার করিয়ে দাও। তিনি যখন বললেন—‘তুমি শ্যেন পাখী’, তখন সেকথা তিনি সোমকে বললেন। সেই (শ্যেন) অগ্নি হয়ে এই লোকে সম্যক্রূপে ব্যাপ্ত হয়। যেহেতু সে ‘সংশায়য়তি’—সেজন্যে এর নাম শ্যেন। তা-ই শ্যেনের শ্যেনত্ব।

সে যেহেতু বলল—‘গায়ত্রী ছন্দের দ্বারা আমাকে সদা গ্রহণ করে থাকো’, সেহেতু গায়ত্রী ছন্দের দ্বারা, বসুদেবগণের দ্বারা, প্রাতঃসবনে এই লোকে অগ্নিদেবতাকে গ্রহণ করে থাকে। সে যেহেতু বলল—‘স্বস্তির সঙ্গে আমাকে পার করিয়ে দাও, গায়ত্রী ছন্দের দ্বারা, বসুদেবগণকর্তৃক প্রাতঃসবনে এই লোকে অগ্নিদেবতার সঙ্গে আমাকে সুখে পার করে দাও’। যেহেতু যিনি এইরূপে জেনে থাকেন, তাঁর গায়ত্রী ছন্দ দ্বারা, বসুদেবগণকর্তৃক, প্রাতঃসবনে এই লোকে অগ্নিদেবতার সঙ্গে সুখে পারাপার ঘটে থাকে। ॥১২॥

১. অথর্ব (পৈ) ১৯.৪৪.৪

(শৌ) ৬.৪৮.১

অথ মাধ্যংদিনে পবমানে বাচয়তি—

সম্রাডসি ত্রিষ্টুপছন্দা অনু ত্বারভে।

স্বস্তি মা সংপারয়' ॥ ইতি।

স যদাহ সম্রাডসীতি, সোমং বা এতদাহ। এষ হ বৈ বায়ুর্ভূত্বান্তরিক্ষলোকে সম্রাজতি। তদ্ যৎ সম্রাজতি তস্মাৎ সম্রাট। তৎ সম্রাজস্য সম্রাটত্বম্। স যদাহ ত্রিষ্টুপ্ছন্দা অনু ত্বারভ ইতি, ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা রুদ্রৈর্দেবৈর্মাধ্যংদিনে সবনেহন্তরিক্ষলোকে বায়ুং সন্তমস্বারভতে। স যদাহ স্বস্তি মা সংপারয়েতি, ত্রৈষ্টুভেনৈব ছন্দসা রুদ্রৈর্দেবৈর্মাধ্যংদিনে সবনেহন্তরিক্ষলোকে বায়ুনা দেবেন স্বস্তি মা সংপারয়েতি। ত্রৈষ্টুভেনৈবৈনং তচ্ছন্দসা রুদ্রৈর্দেবৈর্মাধ্যংদিনে সবনেহন্তরিক্ষলোকে বায়ুনা দেবেন স্বস্তি সংপদ্যতে য এবং বেদ ॥১৩॥

মাধ্যন্দিন সবনে পবমানস্তোত্রে (ব্রহ্মা) (যজমানকে দিয়ে) পাঠ করান :- ‘আপনি সম্রাট, ত্রিষ্টুপ্ছন্দ আপনাতে বর্তমান। আমি আপনাকে আশ্রয় করছি—আপনি আমাকে নিরাপদে কল্যাণের সঙ্গে পার করিয়ে দিন’। যখন তিনি বলেন, ‘তুমি সম্রাট’, তখন তিনি একথা সোমকে বলে থাকেন। এই (সোম) বায়ু হয়ে অন্তরিক্ষ লোকে রাজত্ব করেন। যেহেতু তিনি সম্যক্রূপে রাজত্ব করেন, তাই সম্রাট। এই হল সম্রাটের সম্রাটত্ব। যিনি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের অধিকারী, তিনি যখন বলেন—‘আমি ত্রিষ্টুপ্ছন্দের সঙ্গে তোমাকে আশ্রয় করে আছি, তখন ত্রিষ্টুভ্ছন্দের দ্বারা, রুদ্র দেবতাদের সঙ্গে মাধ্যন্দিন সবনে অন্তরিক্ষলোকে তিনি আশ্রয় লাভ করেন, যা বায়ু—দেবতাতে পরিণত হয়’। তিনি যখন বলেন—‘আমাকে সুখে পার করাও’, তখন ত্রিষ্টুপ্ছন্দের দ্বারা রুদ্রদেবতাদের সঙ্গে, মাধ্যন্দিন সবনে, অন্তরিক্ষলোকে বায়ু দেবতার সঙ্গে স্বস্তিতে পার হন। তিনি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের দ্বারা, রুদ্রদেবতাদের সঙ্গে, মাধ্যন্দিন সবনে, অন্তরিক্ষলোকে বায়ুদেবতার সঙ্গে কল্যাণের সাথে পার হন, যিনি এসব জানেন। ॥১৩॥

১. অথর্ব (পৈ) ১৯.৪৪.৫

তদেব (শৌ) ৬.৪৮.৩

অথাৰ্ভবে পবমানে বাচয়তি—

স্বরোহসি গয়োহসি জগচ্ছন্দা অনু ত্বারভে।

স্বস্তি মা সংপারয় ॥ ইতি।

স যদাহ স্বরোহসীতি, সোমং বা এতদাহ। এষ হ বৈ সূর্যো ভূত্বামুষ্ণিল্লোকে স্বরতি। তদ্ যৎ স্বরতি তস্মাৎ স্বরঃ। তৎ স্বরস্য স্বরত্বম্। স যদাহ গয়োহসীতি, সোমং বা এতদাহ। এষ হ বৈ চন্দ্রমা ভূত্বা সর্বাংলোকান্ গচ্ছতি। তদ্ যদ্ গচ্ছতি তস্মাদ্ গয়ঃ। তদ্ গয়স্য গয়ত্বম্। স যদাহ জগচ্ছন্দা অনু ত্বারভ ইতি, জাগতেন ছন্দসাদিত্যের্দেবৈস্তৃতীয়সবনেহমুষ্ণিল্লোকে সূর্যং সন্তমস্বারভতে। স যদাহ স্বস্তি মা সংপারয়েতি জাগতেনৈব

হৃন্দসাদিত্যেদৈবৈতৃতীয়সবনেহুমুখিল্লোকে সূর্যেণ দেবেন স্বস্তি মা সংপারয়েতি। জাগতেনৈবনং
তচ্ছন্দসাদিত্যেদৈবৈতৃতীয়সবনেহুমুখিল্লোকে সূর্যেণ দেবেন স্বস্তি সংপদ্যতে য এবং বেদ ॥১৪॥

অতঃপর আর্ভব-পবমান কালে (তিনি) (যজমানকে দিয়ে) পাঠ করাবেন— ‘আপনি স্বরস্বরূপ এবং সর্বগতিময়, জগতীহৃন্দ আপনার মধ্যে আশ্রিত। আমি সর্বদাই আপনাকে আশ্রয় করে থাকি। আপনি নিরাপদে আমাকে পার করান’। যখন তিনি ‘আপনি স্বর’ একথা বলেন, তখন তিনি একথা সোমকেই বলে থাকেন। (সেই সোম) সূর্য হয়ে দ্যুলোকে শব্দ করেন। যেহেতু স্বর শব্দ করে থাকেন, তাই স্বরের স্বরত্ব (শব্দের শব্দত্ব)। তিনি যেহেতু সোমকে সর্বত্র গতিশীল বলে থাকেন, সেহেতু সোম চন্দ্রমা হয়ে সকল লোকে গমন করেন, সেহেতু গমনের গমনত্ব। সে যেহেতু বলেছিল জগতী হৃন্দের দ্বারা আশ্রিত হয়, সেহেতু জগতী হৃন্দের দ্বারা আদিত্য দেবতাদের সঙ্গে, তৃতীয় সবনে সেই লোকে সূর্যরূপে অবস্থান করে থাকে (ঐ লোক আশ্রয় করাতে পরে সূর্যে পরিণত হয়)। সে যেহেতু বলে থাকে আমাকে স্বস্তিতে পার করাও, সেহেতু জগতীজাত হৃন্দের দ্বারা আদিত্য দেবতাদের সঙ্গে ঐ লোকে সূর্যদেবতার সঙ্গে স্বস্তিতে পার হয়। জগতী হৃন্দের দ্বারা, আদিত্য দেবতাদের সঙ্গে, তৃতীয় সবনে ঐ লোকে সূর্যদেবতার সঙ্গে তিনি স্বস্তিতে পার হন—যিনি এসব জানেন। ॥১৪॥

অথ সংস্থিতে সংস্থিতে সবনে বাচয়তি—ময়ি ভর্গো ময়ি মহো ময়ি যশো ময়ি সর্বম্’ ইতি। পৃথিব্যেব ভর্গোহন্তরিক্ষ এব মহো দ্যৌরেব যশোহপ এব সর্বম্। অগ্নিরেব ভর্গো বায়ুরেব মহ আদিত্যা এব যশশ্চন্দ্রমা এব সর্বম্। বসব এব ভর্গো রুদ্রা এব মহ আদিত্যা এব যশো বিশ্বদেবা এব সর্বম্। গায়ত্র্যেব ভর্গস্ত্রিষ্টুবেব মহো জগত্যেব যশোহনুষ্টুবেব সর্বম্। প্রাচ্যেব ভর্গঃ প্রতীচ্যেব মহ উদীচ্যেব যশো দক্ষিণেব সর্বম্। বসন্ত এব ভর্গো গ্রীষ্ম এব মহো বর্ষা এব যশঃ শরদেব সর্বম্। ত্রিবৃদেব ভর্গঃ পঞ্চদশ এব মহঃ সপ্তদশ এব যশ একবিংশ এব সর্বম্। ঋগ্বেদ এব ভর্গো যজুর্বেদ এব মহঃ সামবেদ এব যশো ব্রহ্মবেদ এব সর্বম্। হোতৈব ভর্গোহধ্বর্যুরেব মহ উদ্গাতৈব যশো ব্রহ্মৈব সর্বম্। বাগেব ভর্গঃ প্রাণ এব মহশ্চক্ষুরেব যশো মন এব সর্বম্ ॥১৫॥

অতঃপর যখন (প্রত্যেকটি সবন) সম্পূর্ণ হয়েছে, (ব্রহ্মা) তখন বলাবেন (যজমানের মুখ দিয়ে)—‘আমাতে জ্যোতি, আমাতে শক্তি, আমাতে যশ, আমাতে সব কিছু (অর্পিত হোক)। এই পৃথিবীই জ্যোতি; অন্তরিক্ষপ্রদেশ হচ্ছে শক্তি, দ্যুলোক হল যশ, বারিই হল সর্বাধারস্বরূপ। অগ্নি হল জ্যোতি (বা আলোক), বায়ু হল শক্তি, আদিত্য হল যশ, চন্দ্রমা হল সর্বাধারস্বরূপ। বসুগণ

হলেন আলোক, শক্তি হলেন রুদ্রদেবতাবৃন্দ, আদিত্যদেবসকল হলেন যশ, আর বিশ্বদেবগণ সকল-আধারস্বরূপ।

গায়ত্রী হল আলোকধারা, ত্রিষ্টুপ হল শক্তি, জগতী হল যশ আর অনুষ্টুপ সর্বাধারস্বরূপ।
পূর্বদিক হল আলোক, প্রতীচ্য হল শক্তি, উত্তরদিক যশ, আর দক্ষিণদিক সর্বাধারস্বরূপ।
বসন্তঋতু হল আলোক, গ্রীষ্ম হল শক্তি, বর্ষা হল যশ, আর শরৎঋতু হল সর্বাধারস্বরূপ।
ত্রিবৃৎস্তোম হল ভর্গ (আলোক), পঞ্চদশ (স্তোম) হল শক্তি, সপ্তদশ যশ আর একবিংশ হল সর্বাধারস্বরূপ।

ঋগ্বেদ হল আলোক, যজুর্বেদ শক্তি, সামবেদ যশ, আর ব্রহ্মবেদ (অর্থাৎ অথর্ববেদ) হল সর্বাধারস্বরূপ।

হোতা হলেন আলোক, অধ্বর্যু হলেন শক্তি, উদ্গাতা হলেন যশ আর ব্রহ্মা হলেন সর্বাধারস্বরূপ।

বাক হলো আলোক, প্রাণ হল শক্তি, চক্ষু হল যশ, আর মন হল সর্বাধারস্বরূপ। ॥১৫॥

১. অথর্ব (পৈ) ১৯.৪৪.৬

২. তদেব (শৌ) ৬.৪৮.২

স যদাহ ময়ি ভর্গ ইতি, পৃথিবীমেবৈতল্লোকানামাহ, অগ্নিঃ দেবানাং, বসূন্ দেবান্ দেবগণানাং, গায়ত্রং ছন্দসাং, প্রাচীং দিশাং, বসন্তমৃতুনাং, ত্রিবৃৎ স্তোমানাম্, ঋগ্বেদং বেদানাং, হৌত্রং হোত্রকাণাং, বাচমিন্দ্রিয়াণাম্ ॥১৬॥

তিনি যখন বলেন—‘আমাতে আলোক’ তখন তিনি পৃথিবীর উদ্দেশ্য একথা বলেন। দেবতাদের মধ্যে অগ্নিকে, দেবগণের মধ্যে বসুদেবকে, ছন্দো সমূহের মধ্যে গায়ত্রীকে, দিকের মধ্যে পূর্বদিককে, ঋতুদের মধ্যে বসন্তকে, স্তোমসমূহের মধ্যে ত্রিবৃৎকে, বেদের মধ্যে ঋগ্বেদকে, পুরোহিতদের মধ্যে হোতাকে, ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে বাক্কে উদ্দেশ্য করে একথা বলে থাকেন। ॥১৬॥

স যদাহ ময়ি মহ ইতি, অন্তরিক্ষমেবৈতল্লোকানামাহ, বায়ুং দেবানাং, রুদ্রান্ দেবান্ দেবগণানাং, ত্রৈষ্টুভং ছন্দসাং, প্রতীচীং দিশাং, গ্রীষ্মমৃতুনাং, পঞ্চদশং স্তোমানাং, যজুর্বেদং বেদানাং, আধ্বর্যবং হোত্রকাণাং, প্রাণমিন্দ্রিয়াণাম্ ॥১৭॥

যখন তিনি বলেন—‘আমাতে শক্তি’, তখন তিনি একথা অন্তরিক্ষলোকের উদ্দেশ্যেই বলে থাকেন। তখন তিনি দেবতাদের মধ্যে বায়ুকে, দেবগণের মধ্যে রুদ্রদেবদের, ছন্দো সমূহের মধ্যে ত্রিষ্টুপ ছন্দকে, দিকসমূহের মধ্যে পশ্চিমদিককে, ঋতুর মধ্যে গ্রীষ্মকে, স্তোমসমূহের মধ্যে

পঞ্চদশকে, বেদের মধ্যে যজুর্বেদকে, পুরোহিতদের মধ্যে অধ্বর্যুকে, ইন্দ্রিয় সমূহের মধ্যে প্রাণকে একথা বলে থাকেন। ॥১৭॥

স যদাহ ময়ি যশ ইতি, দিবমেবৈতল্লোকানামাহ, আদিত্যং দেবানাম্, আদিত্যান্ দেবান্ দেবগণানাং, জাগতং ছন্দসাম্, উদীচীং দিশাং, বর্ষা ঋতুনাং, সপ্তদশং স্তোমানাং, সামবেদং বেদানাম্, ঔদ্গাত্রং হোত্রকাণাং, চক্ষুরিন্দ্রিয়াণাম্ ॥১৮॥

যখন তিনি বলেন—‘আমাতে যশ, (সঞ্চারিত হোক), তখন তিনি একথা দ্যুলোককে উদ্দেশ্য করে বলে থাকেন। তখন তিনি দেবতাদের মধ্যে আদিত্যকে, দেবগণের মধ্যে আদিত্যদের, ছন্দোমূহের মধ্যে জগতীকে, দিকসমূহের মধ্যে উত্তরকে, ঋতুসমূহের মধ্যে বর্ষাকে, স্তোমসমূহের মধ্যে সপ্তদশ, বেদসমূহের মধ্যে সামবেদকে, হোত্রকদের মধ্যে উদ্গাতাকে, ইন্দ্রিয় সমূহের মধ্যে চক্ষুকে—একথা বলে থাকেন। ॥১৮॥

স যদাহ ময়ি সর্বমিতি, অপ এবৈতল্লোকানামাহ, চন্দ্রমসং দেবানাং, বিশ্বান্ দেবান্ দেবগণানাম্, আনুষ্টুভং ছন্দসাং, দক্ষিণাং দিশাং, শরদমৃতুণাম্, একবিংশং স্তোমানাং, ব্রহ্মবেদং বেদানাং, ব্রহ্মত্বং হোত্রকাণাং মন ইন্দ্রিয়াণাম্ ॥১৯॥

যখন তিনি ‘আমাতে সর্বকিছু (সঞ্চারিত হোক)’—একথা বলেন, তখন তিনি একথা অপ্লোকের উদ্দেশ্যে বলে থাকেন। (একথা তিনি) দেবতাদের মধ্যে চন্দ্রমাকে, দেবগণের মধ্যে বিশ্বদেবদের, ছন্দোমূহের মধ্যে অনুষ্টুপকে, দিকের মধ্যে দক্ষিণকে, ঋতুর মধ্যে শরৎকে, স্তোমসমূহের মধ্যে একবিংশকে, বেদের মধ্যে অথর্ববেদকে, হোত্রকদের মধ্যে ব্রহ্মাকে, ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে মনকে একথা বলে থাকেন। ॥১৯॥

স বা এষ দশধা চতুঃ সংপদ্যতে। দশ চ হ বৈ চতুর্বিরাজোহক্ষরাণি। তং গর্ভা উপজীবন্তি। শ্রীর্বে বিরাড়, যশোহ্নাদ্যম্। শ্রিয়মেব তদ্ বিরাজং যশস্যনাদ্যে প্রতিষ্ঠাপয়তি। প্রতিষ্ঠন্তীরিদং সর্বমনুপ্রতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভির্য এবং বেদ ॥২০॥

তিনি (ব্রহ্মা পুরোহিত) মোট চল্লিশটি বিষয় লাভ করে থাকেন। বিরাট ছন্দে চল্লিশটি অক্ষর আছে, গর্ভ তাদের রক্ষা করে। বিরাট হল শ্রী, যশ হল তার প্রকৃত খাদ্য। এবং এই (ব্রহ্মা) সেই শ্রীসম্পন্ন বিরাটকে যশে প্রতিষ্ঠিত করান। প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত এই সমগ্র জগৎ এই (শক্তিতে অর্থাৎ যশে) প্রতিষ্ঠিত। যিনি এসব এইভাবে জানেন, তিনি সন্তানাদি ও পশু প্রভৃতির দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ॥২০॥

অনবীণং হ বৈ দেবং দধ্যঙ্‌গাঙ্গিরস উপসীদং হ যজ্ঞস্য শ্রুষ্টিং সমল্লবামহা ইতি। স দধ্যঙ্‌-
গাঙ্গিরসোহব্রবীৎ—যো বৈ সপ্তদশং প্রজাপতিং যজ্ঞেহস্থিতং বেদ, নাস্য যজ্ঞোরিষ্যতে, ন
যজ্ঞপতিরিষ্যন্ত ইতি। তা বা এতাঃ পঞ্চ ব্যাহতয়ো ভবন্তি—ও শ্রাবয়, অস্তু শ্রৌষড্, যজ, যে
যজামহে, বৌষড্ ইতি। স দধ্যঙ্‌গাঙ্গিরসোহব্রবীৎ—ন বয়ং বিদ্রো যদি ব্রাহ্মণাঃ স্মো
যদ্যব্রাহ্মণাঃ স্মঃ, যদি তস্যর্ষেঃ স্মো বান্যস্যেতি। অনবীণশ্চ হ বা ঋতাবন্তশ্চ পিতরঃ
স্বধায়ামাব্ধায়ন্ত—বয়ং বদামহৈ বয়ং বদামহা ইতি। সোহয়াৎ স্বায়ংভুবো বা ঋতাবন্তো
মদেয়াতাং ন বয়ং বদামহা ইতি। তস্মাৎ প্রবরে প্রব্রিয়মাণে বাচয়েৎ—দেবাঃ পিতর ইতি
তিস্রঃ। য এতি সংযজতি স ভবতি যশ্চ ন ক্রুতে, যশ্চ ন ক্রুত ইতি ব্রাহ্মণম্ ॥২১॥

ঋষি আগ্নিরস দধ্যঙ্‌ অহিংসক দেবতার কাছে গেলেন। সেই আগ্নিরস দধ্যঙ্‌ তাঁকে
বললেন—আমাদের যজ্ঞের উজ্জ্বলতা দান করুন। অহিংসক (দেবতা বললেন)—যে যজ্ঞে
সপ্তদশ প্রজাপতিকে সংযুক্ত দেখে (করে) তার যজ্ঞ নষ্ট হয় না। (শত্রুও) যজ্ঞপতিকে নষ্ট
করতে পারে না। (এর) পঞ্চ ব্যাহতি আছে—(তারা হল), ওঁ শ্রাবয়, অস্তু শ্রৌষট্, যজ, যে
যজামহে, বৌষট্ ইতি। সেই আগ্নিরস দধ্যঙ্‌ বলল—‘আমরা জানিনা—আমরা ব্রাহ্মণ
(ব্রহ্মজ্ঞানী) কিংবা অব্রাহ্মণ (অজ্ঞান), কিংবা আমরা সেই (ব্রহ্মজ্ঞ) ঋষির অন্তর্গত, অথবা
অন্য কারও। অহিংসক ও সত্যভাষী পিতা সকল আনন্দিত হলেন এবং (বলতে লাগলেন)—
‘আমাদের বলতে দিন, আমরা বলব’। যজমান (এই বলে) অগ্নসর হতে লাগলেন—‘স্বয়ন্তু
এবং সত্যভাষী (পিতারা) আনন্দ করুন। আমাদের বলতে বলবেন না’। সেই হেতু যখন প্রবরের
অনুষ্ঠান হয়, তখন তিনি (যজমানকে দিয়ে) বলাবেন—‘দেবা পিতর...’, ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র।
যে অগ্নসর হয়ে যজ্ঞ করে এবং যে (অসত্য) ভাষণ করে না, সে যজ্ঞে (সফল) হয়—এই
কথাই বলছেন এই ব্রাহ্মণ। ॥২১॥

সাবিত্রং হ স্মৈতং পূর্বে পুরস্তাৎ পশুমালাভন্ত ইত্যেতর্হি প্রাজাপত্যং, যোহ্যেব সবিতা স
প্রজাপতিরিতি বদন্তঃ। তস্মাদু সমুপ্যাগ্নীংস্তেন যজেরন্। তে সমানধিষ্যা এব
সুরোখাসংভরণীয়ায়াঃ। উখাসংভরণীয়ায়াং বিন্যুপ্যাগ্নীংস্তয়া যজেরন্। তে নানাধিষ্যা এব সুরা
দীক্ষণীয়ায়াঃ। দীক্ষণীয়ায়াং সংন্যুপ্যাগ্নীংস্তয়া যজেরন্। তে সমানধিষ্যা এব সুরোদবসানীয়ায়াঃ।
উদবসানীয়ায়াং বিন্যুপ্যাগ্নীংস্তয়া যজেরন্। নানাধিষ্যা এব স্যুঃ। অথ যদি যজমানস্যোপতপেৎ,
পার্শ্বতোহগ্নীনাথায় তাবদাসীত যাবদগদঃ স্যাৎ। যদি প্রেয়াৎ, স্মৈরেব তমগ্নিভির্দহেৎ।
অশবান্নিভিরিতরে যজমানা আসত ইতি বদন্তঃ। তস্য তদেব ব্রাহ্মণং, যদদঃ পুরঃসবনে।
পিতৃমেধ আশিষো ব্যাখ্যাতাঃ ॥২২॥

পূর্বে লোকেরা (এই পশুকে) হত্যা করত সবিতা দেবতার নামে, এখন তারা হত্যা করে প্রজাপতির নামে। তারা এই কথা বলে যে—সবিতা এবং প্রজাপতি অভিন্ন। এই হেতু, যাঁরা আবহনীয়, গার্হপত্য এবং দক্ষিণাগ্নিতে হোম করেন, তাঁরা সমান অজেয় হন।

উখা সংভরণীয়েষ্টি পর্যন্ত তাঁদের একই হোমকুণ্ড থাকবে। উখাসংভরণীয়েষ্টি করার সময় অগ্নিতে কাষ্ঠ সমর্পণ করে শুরু করবেন। দীক্ষণীয়েষ্টি যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ তাঁদের পৃথক পৃথক যজ্ঞ হোমকুণ্ড থাকবে। যজ্ঞারণি সংগ্রহ করে তাঁরা দীক্ষণীয়েষ্টি সম্পাদন করবেন। উদবসানীয়েষ্টি করার সময় হোমকুণ্ডে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করেই তাঁরা ইষ্টি করবেন। তাঁদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক হোমকুণ্ড থাকবে।

যদি কোনও যাজ্ঞিক কখনও (যজ্ঞকালে) অসুস্থ হয়ে পড়েন, সেক্ষেত্রে তিনি তাঁর পার্শ্বে অগ্নিকে রাখবেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি সুস্থ হয়ে উঠছেন। যদি তিনি মারা যান তাহলে ঐ অগ্নি দ্বারাই তাঁকে দাহ করা হবে, এই বলে অন্যান্য যাজ্ঞিকেরা মৃতের অগ্নি ছাড়াই (সমগ্র যজ্ঞকাল) বসে থাকতে পারেন। পুরঃ সবনের (প্রাথমিক অনুষ্ঠান) এবং ক্ষেত্রে—এই হল ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা। পিতৃমেধ যজ্ঞে আশীর্বাদ ব্যাখ্যাত হল। ॥২২॥

সায়ংপ্রাতর্হোমৌ স্থালীপাকো নবশ্চ যঃ।

বলিশ্চ পিতৃযজ্ঞশ্চাষ্টকা সপ্তমঃ পশুঃ ॥

ইত্যেতে পাকযজ্ঞাঃ।

অগ্ন্যাধেয়মগ্নিহোত্রং পৌর্ণমাস্যমাবাস্যে।

নবেষ্টিশ্চাতুর্মাস্যানি পশুবন্ধোহত্র সপ্তমঃ

ইত্যেতে হবির্যজ্ঞাঃ।

অগ্নিষ্টোমোহত্যগ্নিষ্টোম উক্খ্যঃ ষোড়শিমাংস্ততঃ।

বাজপেয়োহতিরাত্রশ্চাপ্তোর্যামাত্র সপ্তমঃ ॥

ইত্যেতে সুত্যাঃ।

কে স্বিদ্ দেবাঃ প্রবোবাজাঃ কে স্বিদ্ দেবা অভিদ্যবঃ।

কে স্বিদ্ দেবা হবিষ্মন্তঃ কিং স্বিজ্জিগতি সুনয়ুঃ ॥

ঋতব এব প্রবোবাজা মাসা দেবা অভিদ্যবঃ।

অর্ধমাসা হবিষ্মন্তস্তজ্জিগতি সুনয়ুঃ ॥

কতি স্বিদ্ রাত্রয়ঃ কত্যহানি কতি স্তোত্রাণি কতি শস্ত্রাণ্যস্যা।

কতি স্বিৎ সবনাঃ সংবৎসরস্য স্তোত্রিয়াঃ পদাক্ষরাণি কত্যস্য ॥

দ্বাবতিরাত্রৌ ষট্শতমগ্নিষ্টোমা দ্বে বিংশতিশতে উক্খ্যানাম্।
 দ্বাদশ ষোড়শিনঃ ষষ্টিঃ ষড়হা বৈষুবতং চ ॥
 অহান্যস্য বিংশতিশতানি ত্রীণ্যহশ্চৈকং তাবদস্য।
 সংবৎসরস্য সবনাঃ সহস্রমশীতি ত্রীণি চ সংস্কৃতস্য ॥
 ষট্শষ্টিশ্চ দ্বে চ শতে ভবত স্তুতশাস্ত্রাণামযুতং চৈকমস্য।
 স্তোত্রিয়াশ্চ নবতিসহস্রা দ্বে নিযুতে নবতিশ্চাতি ষট্ চ ॥
 অষ্টৌ শতান্যযুতানি ত্রিংশচ্চতুর্নবতিশ্চ পদান্যস্য।
 সংবৎসরস্য কবিভির্মিতসৈ্যেতাবতী মধ্যমা দেবমাত্রা ॥
 অযুতমেকং প্রযুতানি ত্রিংশদ্ দ্বে নিযুতে তথাহনুসৃষ্টাঃ।
 অষ্টৌ শতানি নব চাক্ষরাণ্যেতাবানাত্মা পরমঃ প্রজাপতেঃ ॥
 আদ্য বষট্কারঃ প্রদানান্তমেতমগ্নিষ্টোমে পর্বশঃ সাধু ক্লপ্তম্।
 সৌভেষজং ছন্দ ঈঙ্গন যদগ্নৌ চতুঃ শতং বহুধা হুয়তে যৎ ॥
 প্রাতঃসবন স্তুত একবিংশো গায়ত্রস্তোমমিত এক এব।
 মাধ্যন্দিনঃ সপ্তদশেন ক্লপ্তস্ত্রয়স্ত্রিংশেন সবনং তৃতীয়ম্ ॥২৩॥

(সমগ্র কণ্ডিকাটি পদ্যাকারে বিদ্যমান)

সায়ং ও প্রাতর্হোম, নবস্থালীপাক, বলি; পিতৃযজ্ঞ, অষ্টকা, সপ্তমটি হল পশু— এই হল (সাত) পাকযজ্ঞ।

অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, পৌর্ণমাসী, অমাবস্যা, নবোষ্টি, চাতুর্মাস্য, পশুবন্ধ—এই হল (সাত) হবির্যজ্ঞ।

অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্খ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র, অপ্তোর্যাম—এই হল (সাত) সোমনিক্ষাশন (=সোমযাগ)।

কোন্ দেবতারা (প্রবোবাজা) সন্মুখগামী? কারাই বা দ্যুলোকগামী? কোন্ দেবতারাই বা হবিষ্টান? সুখাভিলাষী মানুষ কোনদিকেই বা যাবে?

(উত্তর)—ঋতুগণ হল সন্মুখগমনশীল। মাসেরা হল দ্যুলোকবর্তী দেবতা, অর্ধমাসগুলি হল হবিষ্টান্ত (দেবতা)। আর সুখপ্রত্যাশী মানুষ সেদিকেই গমন করবে।

এই সংবৎসরে কতগুলি রাত্রি? কতগুলি দিন? কতগুলি স্তোত্র, কতগুলি শাস্ত্র, কতগুলিই বা সবন, স্তোত্রিয়? কত সংখ্যকই বা পদ ও অক্ষর?

(উত্তর)—একটি সংবৎসরে (বিষুবান যজ্ঞের আগে এক ও পরে এক) দুটি অতিরাত্র, একশত ছয়টি (বিষুবান দিনের আগে ৫৩, পরে ৫৩) অগ্নিষ্টোম, দুইশত চল্লিশটি (বিষুবান দিনের আগে ১২০ পরে ১২০) উক্খ্য, বারোটি (বিষুবান দিনের আগে ৬, পরে ৬ টি) ষোড়শী, ষাটটি (বিষুবান দিনের আগে ৩০ পরে ৩০), ষড়্হ, একটি বিষুবান।

সংবৎসরে একশো কুড়ি করে তিনটি এবং একটি বিষুবান (মোট ৩৬১ দিন)। সংবৎসরের সবন হল একহাজার তিরিশিটি।

(সংবৎসরে) দশ হাজার দুশ, ছেষটিটি, স্তোত্র ও শস্ত্র আছে; স্তোত্রিয় আছে দু লক্ষ নব্বই হাজার ছিয়ানব্বইটি (২,৯০,০৯৬)।

(সংবৎসরে) মোট পদের সংখ্যা তিনলক্ষ আটশ চুরানব্বইটি (৩,০০,৮৯৪) এবং কবিগণ (সংবৎসরে) এতগুলি মধ্যম দেবমাত্রা নির্ধারণ করেছেন।

(সংবৎসরব্যাপী সত্রযোগ) মোট অক্ষর সংখ্যা তিনকোটি দু লক্ষ দশ হাজার আটশ নয় (৩,০২,১০,৮০৯)— এই হল প্রজাপতির মহান স্বরূপ। যিনি সোমভেষজের ছন্দকে অভীঙ্গা করবেন, তার জন্যে প্রথমে বষট্কার উচ্চারণের সঙ্গে অগ্নিষ্টোমে পর্বে পর্বে চারশ আত্মি অগ্নিতে দিতে হবে।

প্রাতঃসবনে একবিংশ স্তোম দ্বারা, মাধ্যন্দিন সবনে সপ্তদশ স্তোম দ্বারা, তৃতীয় সবন ত্রয়স্বিংশ স্তোম দ্বারা স্তুত হয়ে থাকে। ॥২৩॥

শ্রদ্ধায়াং রেতস্তপসা তপস্বী বৈশ্বানরঃ সিষিচেৎপত্যমীপ্সন্।
ততো জজ্ঞে লোকজিৎ সোমজন্তা ঋষেঋষিরঙ্গিরাঃ সংবভূব ॥
ঋষেঋজস্য চতুর্বিধস্য শ্রদ্ধাং যঃ শ্রেয়সীং লোকমমুং জিগায়।
যস্মৈ বেদাঃ প্রসূতাঃ সোমবিন্দু যুক্তা বহন্তি সুকৃতামু লোকম্ ॥
ঋচোঃস্য ভাগাংশচতুরো বহন্ত্যকথশস্ত্রেঃ প্রমুদো মোদমানাঃ।
গ্রহৈর্বিভিষ্য কৃতাকৃতশ্চ যজুংষি ভাগাংশচতুরো বহন্তি ॥
ঔদুম্বর্যাং সামঘোষণে তাবৎ সবিষ্টুতিভিষ্য স্তোমৈঃ ছন্দসা।
সামানি ভাগাংশচতুরো বহন্তি গীত্যা স্তোমেন সহ প্রস্তাবেন চ ॥
প্রায়শ্চিত্তৈর্ভেষজৈঃ সংস্তবন্তোঃখর্বাণোঃগিরসশ্চ শান্তাঃ।
ক্ষা ব্রহ্মত্বেন প্রমুদো মোদমানা অসংসৃষ্টান্ ভাগাংশচতুরো বহন্তি ॥
যো ব্রহ্মবিৎ সোঃভিকরোঃস্ত বঃ শিবো ধিরা ধীরো রক্ষতু ধর্মমেতম্।
মা বঃ প্রমত্তামমৃত্যুচ যজ্ঞাৎ কর্মাচ্চ যেনানঙ্গিরসোঃপিয়াসীৎ ॥

মাযুং দশং মারুশস্তাঃ প্রমেষ্ঠা মা মে ভূর্যুক্তা বিদহাথ লোকান্।
 দিব্যং ভয়ং রক্ষত ধর্মমুদ্যতং যজ্ঞং কালাশ স্তুতিগৌপনায়নম্ ॥
 হোতা চ মৈত্রাবরুণশ্চ পাদমচ্ছাবাকঃ সহ গ্রাবস্তুতৈকম্।
 ঋগ্ভি স্তবস্তোহরহঃ পৃথিব্যা অগ্নিং পাদং ব্রহ্মণা ধারয়ন্তি ॥
 অধ্বর্যুঃ প্রতিপ্রস্থাতা নেষ্টোন্নোতা নিহিতং পাদমেকম্।
 সমন্তরিক্ষং যজুষা স্তবস্তো বায়ুং পাদং ব্রহ্মণা ধারয়ন্তি ॥
 সাম্নোদ্গাতা ছাদয়নপ্রমত্ত ঔদুম্বর্যাং স্তোভদেয়ঃ সগদগদঃ।
 বিদ্বান্ প্রস্তোতা বিদহাথ সুষ্টুতিং সুব্রহ্মণ্যঃ প্রতিহর্তাথ যজ্ঞে ॥
 সাম্না দিব্যেকং নিহিতং স্তবস্তঃ সূর্যং পাদং ব্রহ্মণা ধারয়ন্তি।
 ব্রহ্মা হৈকং ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ সহ পোতাগ্নীধ্রো নিহিতং পাদমেকম্ ॥
 অথর্বভিরঙ্গিরোভিশ্চ গুপ্তোহন্সু চন্দ্রং পাদং ব্রহ্মণা ধারয়ন্তি।
 ষোড়শিকং হোত্রকা অভিষ্টুবন্তি বেদেষু যুক্তাঃ প্রপৃথক্ চতুর্থা ॥
 মনীষিণো দীক্ষিতাঃ শ্রদ্ধধানা হোতারো গুপ্তা অভিবহন্তি যজ্ঞম্।
 দক্ষিণতো ব্রহ্মাণস্যোং জনদিত্যেতাং ব্যাহতিং জপন্ ॥
 সপ্তদশং সদস্যং তং কীর্তয়ন্তি পুরা বিদুঃ।
 অষ্টাদশী দীক্ষিতা দীক্ষিতানাং যজ্ঞে পত্নী শ্রদ্ধধানেহ যুক্তা ॥
 একোনবিংশঃ শমিতা বভূব বিংশো যজ্ঞে গৃহপতিরেব সুবন্।
 একবিংশতিরেবৈষাং সংস্থায়ামঙ্গিরো বহ।
 বেদৈরভিষ্টুতো লোকো নানাবেশাপরাজিতঃ ॥ ২৪ ॥

(এটিও পদ্যে রচিত)

তপস্বী বৈশ্বানর (অগ্নি) অপত্য কামনায় তপস্যার দ্বারা শ্রদ্ধাতে আপনার রেতোবিন্দু সেচন করলেন। তারপর সেই রেতোবিন্দু থেকে জন্ম নিলেন লোকজয়ী, সোমপায়ী, স্বয়ম্ভু অঙ্গিরা ঋষি।

যিনি সেই লোকে গমন করেন, যেখানে ঋষির চতুর্বিধ যজ্ঞের শ্রেয়সী শ্রদ্ধা বিদ্যমান। যাকে সোমবিন্দুযুক্ত বিস্তৃত বেদসমূহ সূকৃতলোকে (স্বয়ং) বহন করে নিয়ে যায়, (তিনি হলেন সেই ঋষি অঙ্গিরা)।

আনন্দিত ও উল্লসিত ঋকেরা চারটি ভাগকে উক্খশস্ত্রের দ্বারা বহন করে নিয়ে যায় (যজ্ঞে)। যজুঃরাও তাদের কৃত (সম্পূর্ণ) ও অকৃত (অসম্পূর্ণ) ভাগ চারটি (যজ্ঞীয়) পাত্র ও হবিঃসমূহের দ্বারা বহন করে নিয়ে যায়। সামেরা ও তাদের ভাগ চারটি সাম উচ্চারণ করতে করতে বিষ্টুতি সহ স্তোমসমূহের দ্বারা ও ছন্দের দ্বারা, গানের দ্বারা, স্তোমও প্রস্তাবনা দ্বারা উদুম্বর পাত্রে বহন করে নিয়ে যায়।

প্রায়শ্চিত্ত কর্ম ও ভেষজের মন্ত্র দ্বারা প্রশংসা করতে করতে শান্ত, অথর্বা ও অঙ্গিরা ঋষিরা ও ব্রহ্মা ব্রহ্মত্বের দ্বারা আমোদিত হয়ে নিষ্কলুষ ভাগ চারটি বহন করেন।

যিনি ব্রহ্মবিৎ তিনি কর্মবীর। (তিনি বলেন) তোমাদের মঙ্গল হোক। ধীর (যান্ত্রিক) বুদ্ধির দ্বারা ধর্মকে রক্ষা করুন। তোমরা প্রমত্ত হয়ে যজ্ঞ থেকে, কর্ম থেকে (ভ্রষ্ট) হয়ে না। কেননা তাহলে তারা অঙ্গিরস থাকবে না, অনঙ্গিরস হয়ে যাবে।

হে ব্রহ্মা! আমার আয়ুকে আঘাত কর না; আমার সন্তানদের আঘাত কর না; তাদেরকে হত্যা কর না; জগৎকে দক্ষ কর না, আমার প্রতি পৃথিবী প্রসন্ন হোক; দেবভীতি থেকে রক্ষা কর; গৃহীত-অনুষ্ঠানকে (রক্ষা কর); যজ্ঞকে রক্ষা কর; পুরুষার্থী পুরুষের স্থিতিযোগ্য কর; পুরুষার্থী পুরুষের স্থিতিযোগ্য (কলাশাস্ত্রতিঃ) ও গোপনির্দিষ্ট (গৌপনায়নম্) পথে উদ্যতযজ্ঞস্বরূপ ধর্মকে রক্ষা কর।

হোতা, মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক, গ্রাবস্তুতের সঙ্গে এক পাদকে ঋকের দ্বারা সর্বদা স্তব করতে করতে পৃথিবীর পাদ অগ্নিকে ব্রহ্মার সাহায্যে ধারণ করেন।

অধ্বর্যু, প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা, উন্নেতা, অন্তরিক্ষে নিহিত এক পাদকে যজুঃ দ্বারা স্তব করতে করতে ব্রহ্মার দ্বারা বায়ুপাদকে ধারণ করেন।

উদ্গাতা, যিনি অপ্রমত্ত, তিনি গদগদভাবে উদুম্বরী (আসনে বসে) স্তোত্র উচ্চারণ করেন। তিনি (যজ্ঞের) আচ্ছাদন কর্তা। বিদ্বান প্রস্তোতা, সুব্রহ্মণ্য ও প্রতিহর্তা যজ্ঞে সুষ্টুতি করে থাকেন।

সামের দ্বারা নিহিত এক দিব্য সূর্যপাদকে স্তব করতে করতে ব্রহ্মশক্তি দিয়ে ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা ও আগ্নীধ্রকে নিয়ে সেই পাদকে ধারণ করেন।

অথর্বা ও অঙ্গিরার দ্বারা জলে নিহিত চন্দ্রপাদকে ব্রহ্মশক্তির দ্বারা ধারণ করেন। ষোলজন হোত্রক বেদে যুক্ত। তাঁরা পৃথক পৃথক চারভাগে অভিষ্টবন করে থাকেন।

জ্ঞানী, দীক্ষিত, রক্ষিষু হোতার শ্রদ্ধার সঙ্গে যজ্ঞকে বহন করে ব্রহ্মার (পুরোহিতের) দক্ষিণদিকে 'ওঁ জনৎ' এই ব্যাহতি জপ করতে করতে নিয়ে যান।

প্রাচীন ঋষিরা সপ্তদশ (ঋত্বিক্কে) সদস্য বলে থাকেন। যজ্ঞে অষ্টাদশ হলেন দীক্ষিত যান্ত্রিকের পত্নী যিনি শ্রদ্ধাশীলা ও দীক্ষিতা, তিনি যুক্ত হন।

যজ্ঞে উনবিংশ হল শমিতা (পশু বধকারী)। বিংশ হলেন সোমপেষণকারী গৃহপতি এবং হে অগ্নিরা, তুমি একবিংশ হয়ে এই (একবিংশ সংস্থা সোমযাগে) (বেদের) সংস্থাকে বহন কর। বহু রকমের রূপ ধারণ করে বেশভূষা দ্বারা সজ্জিত ও অপরাজিতদের দ্বারা পূর্ণ এই পৃথিবীলোক বেদে প্রশংসিত। ॥২৪॥

সপ্ত সুত্যাঃ সপ্ত চ পাকযজ্ঞাঃ হবির্যজ্ঞাঃ সপ্ত তথৈকবিংশতিঃ।

সৰ্বে তে যজ্ঞা অগ্নিরসোহপিয়ন্তি নূতনা যানুষয়ো সৃজন্তি

যে চ সৃষ্টাঃ পুরাণৈঃ ॥

এতেষু বেদেষুপি চৈকমেবাপব্রজমৃদ্বিজাং সংভরন্তি।

কূটস্থপাৎ সচতে তামশস্তিঃ বিষ্কন্ধমেনং বিসৃতং প্রজাসু ॥

নিবর্তন্তে দক্ষিণা নীয়মানাঃ সুতে সোমে বিততে যজ্ঞতন্ত্রে।

মোঘাশিষো যন্ত্যনিবর্তমানা অনিষ্টযজ্ঞা ন তরন্তি লোকান্ ॥

দ্বাদশবর্ষং ব্রহ্মচর্যং পৃথগ্ বেদেষু তৎ স্মৃতম্।

এবং ব্যবস্থিতা বেদাঃ সৰ্ব এব স্বকর্মসু ॥

সন্তি চৈষাং সমানাঃ মন্ত্রাঃ কল্লাশ্চ ব্রাহ্মণানি চ।

ব্যবস্থানং তু তৎ সৰ্বং পৃথগ্ বেদেষু তৎ স্মৃতম্ ॥

ঋগ্বেদস্য পৃথিবী স্থানমন্তুরিক্ষস্থানোহধ্বরঃ।

দ্যৌস্থানং সামবেদস্যাপো ভৃগ্বগ্নিরসাং স্মৃতম্ ॥

অগ্নিদেবত ঋগ্বেদস্য যজুর্বেদো বায়ুদেবতঃ।

আদিত্যঃ সামবেদস্য চন্দ্রমা বৈদ্যুতশ্চ ভৃগ্বগ্নিরসাম্ ॥

ত্রিবৃৎ স্তোম ঋগ্বেদস্য যজুংষি পঞ্চদশেন সহ জজ্ঞিরে।

সপ্তদশেন সামবেদ একবিংশো ব্রহ্মসংমিতঃ ॥

বাগধ্যাত্মম্বেদস্য যজুষাং প্রাণ উচ্যতে।

চক্ষুষী সামবেদস্য মনো ভৃগ্বগ্নিরসাং স্মৃতম্ ॥

ঋগ্ভিঃ সহ গায়ত্রং জাগতমার্যজুংষি ত্রৈষ্টুভেন সহ জজ্ঞিরে।

উষিঃককুভ্যাং ভৃগ্বগ্নিরসো জগত্যা সামানি কবয়ো বদন্তি ॥

ঋগ্ভিঃ পৃথিবীং যজুষান্তুরিক্ষং সাম্না দিবং লোকজিৎ সোমজন্তাঃ।

অথর্বভিরগ্নিরোভিশ্চ গুপ্তো যজ্ঞশ্চতুষ্পাদ্ দিবমুদ্বহেত ॥

ঋগ্ভিঃ সুশস্তো যজুষা পরিকৃতঃ সবিষ্টুতঃ সামজিৎ সোমজন্তাঃ ।
 অথর্বভিরঙ্গিরোভিশ্চ গুপ্তো যজ্ঞশ্চতুষ্পাদ্ দিবমারুরোহ ॥
 ঋচো বিদ্বান্ পৃথিবীং বেদ সংপ্রতি যজুংষি বিদ্বান্ বৃহদন্তরিক্ষম্ ।
 দিবং বেদ সামগো যো বিপশ্চিৎ সর্বান্ লোকান্ যদ্ ভৃথঙ্গিরোবিৎ ॥
 যাংশ্চ গ্রামে যাংশ্চারণ্যে জপন্তি মন্ত্রান্ নানার্থান্ বহুধা জনাসঃ ।
 সর্বে তে যজ্ঞা অঙ্গিরসোহপিয়ন্তি নূতনা সা হি গতির্ব্রহ্মণো যাবরার্থ্যা ॥
 ত্রিবিষ্টপং ত্রিদিবং নাকমুত্তমং তমেতয়া ত্রয়্যা বিদ্যয়েতি ।
 অত উত্তরে ব্রহ্মলোকা মহান্তোহথর্বণামঙ্গিরসাং চ সা গতিঃ ॥
 অথর্বণামঙ্গিরসাং চ সা গতিরিতি ব্রাহ্মণম্ ॥২৫॥

॥ ইত্যথর্ববেদে গোপথব্রাহ্মণপূর্বভাগে পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ ॥

॥ ইতি পূর্বব্রাহ্মণং সমাপ্তম্ ॥

পূর্বোত্তরং সমাপ্তম্ ॥

সপ্ত সোমযজ্ঞ, সপ্ত পাকযজ্ঞ, এবং সপ্ত হবির্যজ্ঞ মিলে হয় একুশপ্রকারের যজ্ঞ। এই সমস্ত যজ্ঞ যা নূতন বা (পুরাতন) ঋষিগণ কর্তৃক সৃষ্ট, তা সবই অঙ্গিরসের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই বেদসমূহের মধ্যেও ঋত্বিকদের একত্র সংভরণ করা হয়। তিনি মিথ্যার দ্বারা যুক্ত এই পাপ এবং প্রজাদের মধ্যে বিস্তৃত বিকলকে (রোগ বিশেষ) বিস্তৃত করে।

দক্ষিণার নিমিত্ত আনীত গাভীগুলি ফিরে যায়, যখন যজ্ঞতন্ত্রে সর্বনকর্ম চলে। যাদের যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় না, তারা ব্যর্থফল লাভ করে।

যে যজ্ঞের ফল অনিষ্ট, তা লোককে উত্তীর্ণ করাতে সক্ষম হয় না। বেদে পৃথক পৃথক ভাবে বারো বছর ব্রহ্মচর্যের বিধান আছে।

এই ভাবে সমস্ত বেদ স্বকর্মানুসারে বিভক্ত। তাদের মধ্যে একই ধরনের মন্ত্র, কল্প এবং ব্রাহ্মণ আছে। এদের নিয়মানুসারী বিভাগসমূহ বেদে পৃথক পৃথক ভাবে উল্লিখিত।

ঋগ্বেদের স্থান পৃথিবী, যজুর্বেদের অন্তরিক্ষ, সামবেদের স্থান দ্যুলোক এবং অথর্ববেদের স্থান জল।

ঋগ্বেদের দেবতা অগ্নি, যজুর্বেদের বায়ু, সামবেদের দেবতা আদিত্য ও ভৃথঙ্গিরোবেদের দেবতা চন্দ্রমা ও বিদ্যুৎ।

ঋগ্বেদ ত্রিংশস্তোমসহ, যজুর্বেদ পঞ্চদশ, সামবেদ সপ্তদশস্তোমসহ এবং অথর্ববেদ একবিংশস্তোমসহ জন্ম নিয়েছে।

অধ্যাত্মবাক্ ঋগ্বেদের, যজুর্বেদের প্রাণ-(বায়ু), চক্ষুদ্বয় সামবেদের এবং মন ভৃগুদ্বয়ের মধ্যে বিদ্যমান।

তাঁরা গায়ত্রী এবং জগতীকে ঋগ্বেদের দ্বারা, যজুঃবেদকে ত্রিষ্টুপের দ্বারা, অথর্ববেদকে উষ্ণিক্ এবং ককুভ্- এর দ্বারা এবং জগতীর দ্বারা সামকে জেনে থাকেন। কবিরা একথাই বলে থাকেন।

লোকজিৎ, সোমপায়ী, চতুষ্পাৎ যজ্ঞ অথর্বাদ্বিরসের দ্বারা রক্ষিত হয়ে দু্যলোককে ধারণ করেন। তিনি (=যজ্ঞ) ঋকের দ্বারা পৃথিবী লোক, যজুঃ দ্বারা অন্তরিক্ষলোক এবং সামের দ্বারা দু্যলোককে ধারণ করেন।

সামজিৎ, সোমপায়ী চতুষ্পাৎ যজ্ঞ অথর্বাদ্বিরসের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে স্বর্গে আরোহণ করেন। তিনি তখন ঋকের দ্বারা প্রশংসিত, যজুর্বেদের দ্বারা সুভূষিত এবং বিস্তৃত হয়ে (স্বর্গে আরোহণ করেন)।

ঋকের দ্বারাই বিদ্বান হয়ে লোকে পৃথিবীকে জেনে থাকে; যজুঃ দ্বারা বৃহৎ অন্তরিক্ষকে জেনে থাকে; সামগানকারী জ্ঞানী ব্যক্তি দু্যলোককে জানেন। যিনি ভৃগুদ্বিরোবিৎ তিনি সকল লোককে জেনে থাকেন।

যে সমস্ত নানার্থক (বিভিন্ন প্রয়োজনার্থক) মন্ত্র লোকেরা গ্রামে কিংবা অরণ্যে জপ করেন, সেই সমস্ত যজ্ঞ অঙ্গিরাগণকেই প্রাপ্ত হয়। তা-ই হল ব্রহ্মের গতি, যা নূতন (বর্তমান) কালে এবং যা অতীত কালেও বর্তমান ছিল।

সে (যজমান) এই ত্রয়ীবিদ্যার দ্বারা ত্রিবিষ্টপ অর্থাৎ (ত্রিদিব) উত্তম স্বর্গকে লাভ করেন। আর তারপর সেজন্যে (যজ্ঞকরার জন্যে?) তারও পরে যে মহান ব্রহ্মলোক, অথর্বাদের ও অঙ্গিরাদের সেখানেই গতি। তাই অথর্বাদের ও অঙ্গিরাদের সেখানেই গতি হয়—এ কথাই বলছেন এই ব্রাহ্মণ। ॥২৫॥

অথর্ববেদীয় গোপথ ব্রাহ্মণে পূর্বভাগের অন্তর্গত পঞ্চম প্রপাঠক সমাপ্ত।

১. শেষ তিনটি কণ্ডিকা পদ্যে বিধৃত। জৈ, ব্রা.; তৈ.সং. ইত্যাদির সঙ্গে কিছু পাঠসাম্য থাকলেও এই পদ্যাত্মক কাণ্ডিকাত্রয় গো. ব্রা. এর নিজস্ব। এই কণ্ডিকাগুলিতে যেমন যজ্ঞের নানা খুঁটিনাটি পরিচয়, দিনক্ষণ, সাতপ্রকার বৈদিক ছন্দ, ২১ ধরনের যজ্ঞ, যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ঋত্বিকদের নাম ইত্যাদি আছে, তেমনি সংবৎসর সাধ্য যাগে কোটি পর্যন্ত সংখ্যার পরিগণনা আছে (২৬ নং কাণ্ডিকা দ্রষ্টব্য) যা সেই সময়ের দৃষ্টিতে আশ্চর্যকর একটি গণিতসংক্রান্ত ধারণা।

গোপথ ব্রাহ্মণ

উত্তরভাগ

প্রথম প্রপাঠক

অথ যদ্ ব্রহ্মসদনাং তৃণং নিরস্যতি শোধয়ত্যেবৈনং তৎ। অথোপবিশতি—
ইদমহমর্বাধসোঃ সদনে সীদামি ইতি। অর্বাগ্ বসুর্ বৈ দেবানাং ব্রহ্মা পরাধ্বসুরসুরাণাম্।
তমেবৈতৎ পূর্বং সাদয়তি— অরিষ্টং যজ্ঞং তনুতাদ্ ইতি। অথোপবিশ্য জপতি—
বৃহস্পতিব্রহ্মা ইতি। বৃহস্পতির্বা অঙ্গিরসো দেবানাং ব্রহ্মা। তস্মিন্বেবৈতদনুজ্ঞামিচ্ছতি।
প্রণীতাসু প্রণীয়মানাসু বাচং যচ্ছত্যা হবিষ্কৃত উদ্বাদনাং। এতদ্ বৈ যজ্ঞস্য দ্বারম্, তদেতদশূন্যং
করোতি। ইষ্টে চ স্থিষ্টকৃত্যানুযাজানাং প্রসবাদিতি। এতদ্ বৈ যজ্ঞস্য দ্বিতীয়ং দ্বারম্,
তদেবৈতদশূন্যং করোতি। যৎ পরিধয়ঃ পরিধীয়ন্তে যজ্ঞস্য গোপীথায়। পরিধীন্ পরিধন্তে যজ্ঞস্য
সাত্ত্বত্বায়। পরিধীন্ সংমার্শ্টি। পুনাত্যেবৈনান্। ত্রির্মধ্যমম্। ত্রয় ইমে প্রাণাঃ। প্রাণানেবাভিজয়তি।
ত্রির্দক্ষিণার্ধ্যম্। ত্রয়ো বৈ লোকাঃ। লোকানেবাভিজয়তি। ত্রিরুত্তরার্ধ্যম্। ত্রয়ো বৈ দেবলোকাঃ।
দেবলোকানেবাভিজয়তি। ত্রিরূপবাজয়তি। ত্রয়ো বৈ দেবযানাঃ পস্থানঃ, তানেবাভিজয়তি। তে
বৈ দ্বাদশ ভবন্তি। দ্বাদশ হ বৈ মাসাঃ সংবৎসরঃ। সংবৎসরমেব তেন প্রীণাতি। অথো
সংবৎসরমেবাস্মা উপদধাতি স্বর্গস্য লোকস্য সমষ্ট্যে ॥১॥

অতঃপর যেহেতু (তিনি অর্থাৎ ব্রহ্মা) ব্রহ্মসদন থেকে তৃণকে (নিরসন= আসনে তৃণ
নিষ্ক্ষেপ করেন) করেন, তার দ্বারা (তিনি) সেই স্থানকে শোধন করেন। অতঃপর তিনি
উপবেশন করেন (এবং বলেন)—‘এই আমি অর্বাগ্‌বসুর সদনে উপবেশন করছি’। অর্বাগ্‌বসু
হলেন দেবতাদের ব্রহ্মা (পুরোহিত) এবং পরাগ্‌বসু হলেন অসুরদের। তিনি (যজমান) তাঁকে
(অর্বাগ্‌বসুকে) প্রথমেই উপবেশন করান (এবং বলেন)—‘এই যজ্ঞ নির্বিঘ্নে ব্যাপ্তিলাভ করুক’।
অতঃপর তখন উপবিষ্ট হয়ে জপ করেন—বৃহস্পতিই হলেন ব্রহ্মা (পুরোহিত) ইত্যাদি।
অঙ্গিরাপুত্র বৃহস্পতি হলেন দেবতাদের ব্রহ্মা (নামক পুরোহিত)। তাঁর (ব্রহ্মার) কাছে থেকে
তিনি (যজমান) অনুজ্ঞা ইচ্ছা করেন। (যজমান) তাঁর বাক্কে প্রণীতা বারি নিয়ে যাওয়ার সময়
হবিষ্কৃৎ (হবিঃএর আভূতি মন্ত্র) উচ্চারণকাল পর্যন্ত সংযত রাখেন। এই হল যজ্ঞের প্রারম্ভ
(দ্বার); তিনি ঐকে শূন্য (খালি) রাখবেন না (অর্থাৎ পূর্ণ করবেন)। স্থিষ্টকৃৎ নামক ইষ্টি যাগের
অনুযাজসমূহের উৎপত্তি পর্যন্তও (তিনি তাঁর বাক্কে সংযত রাখবেন)। এই হল যজ্ঞের দ্বিতীয়

দ্বার; তিনি একে অবশ্য অশূন্য করবেন (পূর্ণ করবেন)। যে সমস্ত পরিধি (কাষ্ঠখণ্ড)— গুলি
সর্বদিক পরিব্যাপ্ত করে আছে তা যজ্ঞরক্ষার নিমিত্ত। তিনি পরিধিগুলিকে পরিব্যাপ্ত করে রাখেন
যজ্ঞের শরীরকে রক্ষার নিমিত্ত (সাত্বত্বায়)। (আগ্নীধ্রু পুরোহিত) ঐ পরিধিগুলিকে সংমার্জনা
করেন; এবং সেভাবেই সেগুলিকে তিনি পবিত্র করেন। তিনি মধ্যের (কাষ্ঠখণ্ডটি) তিনবার
(মার্জনা করে) পবিত্র করেন। প্রাণবায়ু (প্রকৃতপক্ষে) তিনটি (প্রাণ, অপান, উদান)। তিন
প্রাণকে তিনি লাভ করেন। তিনবার তিনি দক্ষিণদিকে স্থিত (কাষ্ঠখণ্ডটিকে) (মার্জনা করে)
পবিত্র করেন। দেবলোক তিনটি; তিনি এর ফলে ঐ তিনটি দেবলোককেই জয় করেন। তিনি
তিনটি (লোকই) জয় করেন। দেবযানমার্গ তিনটি। তিনি সেই দেবযানমার্গগুলিকে জয় করেন।
সে (পথগুলি) মোট বারোটি। সংবৎসরে মাসের সংখ্যা বারোটি; (ফলত) তিনি সংবৎসরকেই
প্রীত করেন; তিনি (ব্রহ্মা পরিপূর্ণরূপে স্বর্গলোকপ্রাপ্তির নিমিত্ত এর কাছে (অর্থাৎ যজ্ঞমানের
কাছে) সংবৎসরকেই উপস্থাপিত করেন। ॥১॥

প্রজাপতির্বৈ রুদ্রং যজ্ঞাৎ নিরভজৎ সোহকাময়ত—মেয়মস্মা আকৃতিঃ সমর্ষি, যো মা যজ্ঞাদ্
নিরভাক্ষীদিতি। স যজ্ঞমভ্যায়ম্যাবিধ্যৎ। তদাবিদ্ধং নিরকৃন্তৎ। তৎ প্রাশিত্রমভবৎ। তদুদযচ্ছৎ।
তদ্ ভগায় পর্যহরন্। তৎ প্রতৈক্ষত। তস্য চক্ষুঃ পরাপতৎ। তস্মাদাহুরকো বৈ ভগ ইতি। অপি
হ তং নেচ্ছেদ্ যমিচ্ছতি। তৎ সবিত্রে পর্যহরন্। তৎ প্রত্যগ্হ্নাৎ। তস্য পাণী প্রচিচ্ছেদ। তস্মৈ
হিরণ্ময়ৌ প্রত্যদধুঃ। তস্মাদ্ধিরণ্যপাণিরিতি স্তুতঃ। তৎ পৃষেঃ পর্যহরন্। তৎ প্রাশ্নাৎ। তস্য দন্তাঃ
পরোপ্যন্ত। তস্মাদাহুরদন্তকঃ পৃষা পিষ্টভাজন ইতি। তদিধ্যায়াজিরসায় পর্যহরন্। তৎ প্রাশ্নাৎ।
তস্য শিরো ব্যপতৎ। তং যজ্ঞ এবাকল্পয়ৎ। স এষ ইধ্মঃ। সমিধো হ পুরাতনঃ। তদ্ বহ্নয়
আজিরসায় পর্যহরন্। তৎ প্রাশ্নাৎ। তস্যাস্তা পর্বাণি ব্যস্রংসন্ত। তং যজ্ঞ এবাকল্পয়ৎ। তদেতদ্
বহ্নিঃ। প্রস্তুরো হ পুরাতনঃ। তদ্ বৃহস্পতয় আজিরসায় পর্যহরন্। সোহবিভেদ্ বৃহস্পতিরিথং
বাবস্য আর্তিমারিষ্যতীতি। স এতং মন্ত্রমপশ্যৎ। সূর্যস্য ত্বা চক্ষুষা প্রতীক্ষ' ইত্যব্রবীৎ। ন হি
সূর্যস্য চক্ষুঃ কিং চন হিনস্তি। সোহবিভেৎ প্রতিগ্হ্নন্তং মা হিংসিষ্যতীতি। দেবস্য ত্বা সবিতুঃ
প্রসবেহশ্বিনোর্বাভ্যাং পৃষেণা হস্তাভ্যাং প্রসূতঃ প্রশিষা প্রতিগ্হ্নামি' ইত্যব্রবীৎ।
সবিতৃপ্রসূত এবৈনং তদ্ দেবতাভিঃ প্রত্যগ্হ্নাৎ তদ্ ব্যূহ্য তৃণানি প্রাগদগুং স্থণ্ডিলে নিদধাতি—
পৃথিব্যাস্ত্বা নাভৌ সাদয়ামি' ইতি। পৃথিবী বা অনান্যঃ শময়িত্রী। তয়ৈবৈনচ্ছময়াং চকার।
সোহবিভেৎ প্রাশ্নন্তং মা হিংসিষ্যতীতি। অগ্নেঽস্মৈ প্রাশ্নামি ইত্যব্রবীৎ। ন হ্যগ্নেরাস্যং কিং চন
হিনস্তি। সোহবিভেৎ প্রাশিতং মা হিংসিষ্যতীতি। ইন্দ্রস্য ত্বা জঠরে সাদয়ামি' ইত্যব্রবীৎ। ন
হীন্দ্রস্য জঠরং কিং চন হিনস্তি। বরুণস্যোদর ইতি। ন হি বরুণস্যোদরং কিং চন হিনস্তীতি ॥২॥

প্রজাপতি রুদ্রকে যজ্ঞ থেকে বহিস্কার করেন। তিনি (রুদ্র) কামনা করেছিলেন—‘তাঁর অভিপ্রায় সিদ্ধ হবেনা; যিনি আমাকে যজ্ঞ থেকে বহিস্কার করেছেন!’ তিনি (রুদ্র) যজ্ঞকে লক্ষ্য করে টুকরো করেন এবং সেই ভগ্নযজ্ঞকে আবার কঠিত করেন। সেই (ভগ্ন) অংশটি প্রাশিত্র বলে পরিচিত হয়। তিনি তার উর্ধ্বগমন ঘটান। সেই (ভাগ) ভগ্নের জন্যে আহত করে রাখা হয়েছিল। (ভগ্ন) তাকে চাক্ষুষ দেখতেই তাঁর চোখ পতিত হল (নষ্ট হল)। সেজন্যই বলা হয় যে ভগ্ন হচ্ছেন অন্ধ। এবং সেজন্যই বলা হয় সেসবের প্রত্যাশা থাকবে না যা সে চায় (অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রাশিত্রেঙ্গা অনর্থক)। সেই (ভাগ) সবিতার জন্যে তাঁরা (দেবতারা) আহরণ করে রেখেছিলেন। তাকে যেই সবিতা প্রতিগ্রহণ করলেন অমনি তাঁর হস্তদ্বয় ছিন্ন হল। সেজন্য তাঁকে দুটি হিরণ্ময় হাত দেওয়া হয়েছিল। এজন্যে তিনি ‘হিরণ্ময় পক্ষযুক্ত’ এরূপ প্রশংসিত হন। ঐ (ভাগ) পুষণের নিমিত্ত আহরণ করেন। (পুষণ) তাকে ভক্ষণ করেন, তার দাঁত পড়ে যায়। সেকারণেই পুষণ দন্তহীন এবং পিষ্ঠখাদক বলে কথিত হন। তখন সেটি অঙ্গিরস ইন্দের জন্যে আহরণ করে রেখেছিলেন (দেবতারা)। তিনি তা ভক্ষণ করেন। তাঁর মাথা খসে পড়ল। যজ্ঞ তাঁকে সমর্থ (পূর্ণাঙ্গ) করে তুলেছিল। সেজন্য তাকে ইন্দ্ৰ (যজ্ঞকাষ্ঠ) বলা হয়। সমিধ হল সেই পুরাতন (যজ্ঞকাষ্ঠই)। অতঃপর সেটি বর্হি অঙ্গিরসের নিমিত্ত আহরণ করলেন (দেবতারা)। বর্হি তাঁকে ভক্ষণ করলেন। এজন্যে তাঁর সমস্ত অঙ্গ এবং সন্ধিস্থলসমূহ নড়বড়ে (শিথিল) হয়ে পড়ল। যজ্ঞ তাঁকে তখন সক্ষম করে তুলল। এই হল বর্হি। (বর্হি হলো শুষ্কতৃণ)। প্রস্তর হল প্রাচীন। অতঃপর অঙ্গিরসপুত্রের জন্যে বৃহস্পতিগন জন্যে (দেবতারা) আহরণ করেন সেই ভাগ। বৃহস্পতি তাকে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। এবং এর ফলে তিনি বিপদে পড়বেন (এইরূপ বোধ হল)। তিনি মন্ত্রকে দর্শন করলেন। ‘আমি তোমাকে সূর্যের চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করি’ এই কথা তিনি বললেন (এই মন্ত্র উচ্চারণ করলেন)। সূর্যের চোখ কাউকে আঘাত করে না। তিনি ভীত হয়ে পড়লেন এই ভেবে যে একে প্রতিগ্রহণ করলে আমাকে নষ্ট করে দেবে। ‘দেবতা সবিতার অনুরোধে অশ্বিদ্বয়ের বাহুদ্বয় দ্বারা, পুষণের হস্তদ্বয় দ্বারা প্রেরিত প্রকৃষ্টশাসনের দ্বারা (সংযত হয়ে) আমি তোমাকে গ্রহণ করছি’—এই কথা তিনি বললেন^১। সবিতা প্রেরিত হয়ে দেবতাদের সঙ্গে সেই (প্রাশিত্রখণ্ড) গ্রহণ করলেন। তার পূর্বে তৃণসহ উৎপাটন করে তিনি দণ্ডকে স্থাপনে (যথার্থস্থানে) স্থাপন করেন, ‘হে পৃথিবী তোমার নাভি দেশে স্থাপন করছি’—এই বলে। পৃথিবী হচ্ছেন অন্নের শমকারিণী। তাঁর দ্বারা তিনি এটিকে (প্রাশিত্রকে) শান্ত করলেন। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন এই ভেবে যে ভক্ষণকারী আমাকে হয়তো শেষ করে ফেলবে। ‘অগ্নির মুখ দিয়ে আমি তোমাকে ভক্ষণ করব’—এই কথা বললেন। অগ্নির মুখকে কেউ ধ্বংস করতে পারে না। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। প্রাশিত্র ভক্ষণকারী আমাকে নষ্ট করে দেবে। ‘ইন্দ্রের জঠরে তোমাকে স্থাপন করছি’^২—এই কথা তিনি বললেন। ইন্দ্রের জঠরকে কেউ নষ্ট করতে পারে না। উদর বরুণের^৩। বরুণের উদরকে কেউ হিংসা করতে পারে না। ॥ ২ ॥

১. তৈ.সং ২.৬.৮.৫
২. অথর্ব (শৌ.) ১৯.৫১.২
ঐ (পৈ.) ২০.৫৬.১০
৩. অথর্ব (পৈ.) ২০.৫৬.১০
৪. ঐ (পৈ.) ২০.৫৬.১০

অথো আহঃ—ব্রাহ্মণস্যোদর ইতি। আত্মাস্যাভ্রানাত্মানং মে মা হিংসীঃ স্বাহা ইতি। অন্নং বৈ সর্বেষাং ভূতানামাত্মা। তেনৈবৈনচ্ছময়াং চকার। প্রাণিতমনুমদ্রয়তে—

যোঃগ্নির্নৃমণা নাম ব্রাহ্মণেষু প্রবিষ্টঃ।

তস্মিন্ ম এতৎ সুতমস্তু প্রাশিত্রং

তন্মা মা হিংসীৎ পরমে ব্যোমন্ ॥ ইতি।

তৎ সর্বং ব্রাহ্মণা প্রাশিত্রং। তত এনং নাহিনৎ। তস্মাদ্ যো ব্রহ্মিষ্ঠঃ স্যাৎ, তং ব্রাহ্মণং কুবীত। বৃহস্পতিবৈ সর্বং ব্রাহ্ম। সর্বং হ বা এতদ্ ব্রাহ্মণা যজ্ঞং দক্ষিণত উদ্যচ্ছতে। অপ বা এতস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্তি, য আবিদ্ধং প্রাশ্নাতি। অন্তির্মার্জয়িত্বা প্রাণান্ সংস্পৃশতে— বাঙ্ম আস্যন্^২ ইতি। অমৃতং বৈ প্রাণাঃ। অমৃতমাপঃ। প্রাণানেব যথাস্থানমুপাহ্বয়তে। তদু হৈক আহঃ—ইন্দ্রায় পর্যহরন্মিতি। তে দেবা অকুবন্—ইন্দ্রো বৈ দেবানামোজিষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্মা এনৎ পরিহরতেতি। ত তস্মৈ পর্যহরন্। তৎ স ব্রাহ্মণা শয়মাং চকার। তস্মাদাহঃ—ইন্দ্রো ব্রহ্মেতি। যবমাত্রং ভবতি। যবমাত্রং বৈ বিষস্য ন হিনস্তি। যদধস্তাদভিধারয়তি, তস্মাদধস্তাৎ প্রক্ষরণং প্রজা অরুর্ন হিনস্তি। যদুপরিষ্টাদভিধারয়তি, তস্মাদুপরিষ্টাৎ প্রক্ষরণং প্রজা অরুর্ন হিনস্তি। যদুভয়তোঃভিধারয়তি, উভয়তোঃভিধারি প্রজা অরুর্ঘাতুকং স্যাৎ। যৎ সময়াভিহরেদনভিবিদ্ধং যজ্ঞস্যভিবিধ্যৎ ॥৩॥

তাঁরা আরও বলেন ‘ব্রাহ্মণের উদরে’ ইত্যাদি। তুমিই আত্মা, তোমার আত্মার দ্বারা আমার আত্মাকে আঘাত কর না। (তোমার) মঙ্গল (হোক)। অন্ন হচ্ছে সমস্ত প্রাণীর আত্মা। তার দ্বারা তিনি (ব্রহ্মা) একে (প্রাশিত্রকে) শান্ত করলেন। (প্রাশিত্র) ভক্ষণের পর তিনি বললেন—অগ্নি যিনি ‘নৃমণা’ (মানুষের মতো মন যার) নামে অভিহিত তিনি ব্রাহ্মণের (শরীরে) প্রবেশ করলেন। সেই তাঁর (অগ্নির) মধ্যে আমার শোভনভাবে আত্মি হোক। তা আমাকে যেন পরম স্বর্লোকে আঘাত না করে’।

তখন সেই (প্রাশিত্রকে) সকলে স্তুতি করে ভক্ষণ করবে। তাহলে তা তাকে আঘাত করবে না। সেই হেতু যিনি ব্রহ্মজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাঁকেই ব্রহ্মা (পুরোহিত)— রূপে নির্বাচন করবে। বৃহস্পতি হলেন সকল ব্রহ্মশক্তির স্বরূপ। তিনি যজ্ঞকে ব্রহ্মশক্তিদ্বারা দক্ষিণদিকে ঠেলে রাখেন। যিনি ঈষৎখণ্ডিত এই (প্রাশিত্রকে) ভক্ষণ করেন, তাঁর কাছ থেকে প্রাণবায়ু অপগত হয়। জলের দ্বারা মার্জনা করে নিজের প্রাণকে পুনরায় বিশেষভাবে স্পর্শ করেন অনুস্মরণ করেন—‘বাক্ আমার মুখে’ ইত্যাদি। প্রাণ অমৃত (সমান)। জল অমৃত (সমান); প্রাণকে যথাস্থানে উপস্থাপিত করেন। তখন কেউ কেউ বলেন—‘ইন্দ্রের নিমিত্ত পর্যাহরণ করে রাখা হয়েছিল’ ইত্যাদি। সেই দেবতারা তখন বললেন—‘ইন্দ্র দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তেজোযুক্ত এবং বলিষ্ঠ; সেহেতু তাঁর জন্য এসব আহরণ করে রাখো’। তা তখন তাঁর জন্য আহত হয়েছিল। তিনি ব্রহ্মশক্তির দ্বারা তাকে (প্রাশিত্রকে) শান্ত করলেন। সেজন্যেই তাঁরা বলেন—‘ইন্দ্রই ব্রহ্ম’। যবমাত্র (প্রাশিত্রের) আকার। সেই যবমাত্র পরিমাণ বিষ ক্ষতি করে না। যেহেতু (প্রাশিত্রকে) নিচের দিকে ধারণ করেন, সেহেতু নিচেরদিকে ক্ষরিত (জল?) ও হৃদয়কে (কিংবা সন্তানদের হৃদয়কে) আঘাত করেন। যেহেতু উপরদিকে ধারণ করেন, সেহেতু উপরদিকে ক্ষরিত জল (ফেটে যাওয়ার ফলে উত্থিত) সন্তান ও হৃদয়কে (কিংবা সন্তানের হৃদয়কে) আঘাত করেন। যিনি উভয়দিককেই ধারণ করেন তাঁর সন্তান ও হৃদয় উভয়ই নষ্ট হয়। যদি (তাঁর) কাছে নিবেদন করা হয় (প্রাশিত্রকে) তাহলে তিনি অভঙ্গ যজ্ঞকে ভেদন করেন^১ ॥৩॥

১. তুলনীয়— অথর্ব (পৈ.) ২০.৫৩.১১

২. তুলনীয়— অথর্ব (শৌ.) ১৯.৬০.১

৩. তুলনীয়— এখানে গাষ্ট্রাপাঠ অভিবিধ্যৎ/কোশপাঠ-অভিবিদ্যেত। গাষ্ট্রাপাঠই গ্রহণীয়। এবং কৌ.ব্রা

৬.১৪

অগ্রেণ পরিহরতি। তীর্থেনৈব পরিহরতি। বি বা এতদ্ যজ্ঞশ্চিদ্যতে, যৎ প্রাশিত্রং পরিহরতি। যদাহ— ব্রহ্মন্ প্রস্থাস্যামি ইতি, বৃহস্পতিবৈ সর্বং ব্রহ্ম। সর্বেণ হ বা এতদ্ ব্রহ্মণা যজ্ঞং দক্ষিণতঃ সংদধাতি। অথো অত্র বা এতর্হি যজ্ঞঃ শ্রিতঃ, যত্র ব্রহ্মা তত্রৈব যজ্ঞঃ শ্রিতঃ। তত এবৈনমালভতে। যদ্ধস্তেন প্রমীবেদ্ বেপনঃ স্যাৎ, যচ্ছীষণ শীর্ষক্তিমান্ স্যাৎ, যৎ তৃণীমাসীতাসংপ্রভো যজ্ঞঃ স্যাৎ। প্রতিষ্ঠ ইত্যেব ক্রিয়াৎ। বাচি বৈ যজ্ঞঃ শ্রিতঃ। যত্র ব্রহ্মা যত্রৈব যজ্ঞঃ শ্রিতস্তত এবৈনং সংপ্রযচ্ছতি। অগ্নীর্ আদধাতি। অগ্নিমুখানিবর্ত্তন্ প্রীণাতি। অথোত্তরাসামাহুতীনাং প্রতিষ্ঠিত্যে। অথো সমিধত্যেব জুহোতি। পরিধীন্ সংমার্শ্টি। পুনাত্যেবৈনান্। সকৃৎ সকৃৎ সংমার্শ্টি। পরাণ্ডেব হ্যেতর্হি যজ্ঞঃ। চতুঃ সংপদ্যতে। অথো চতুষ্পাদঃ পশবঃ। পশূনামাপ্ত্যে। দেব সবিতরেতৎ তে প্রাহেত্যাহ প্রসূত্যে।

বৃহস্পতির্বন্ধেত্যাহ। স হি ব্রহ্মিষ্ঠঃ। স যজ্ঞঃ পাহি স যজ্ঞপতিং পাহি স মাং পাহি স মাং
কর্মণ্যং পাহীত্যাহ। যজ্ঞায় চ যজমানায় চ পশুনামাপ্ত্যৈ ॥৪॥

তিনি এটিকে (প্রাশিত্রখণ্ডকে) সামনের দিকে বহন করেন। তিনি (এটিকে) তীর্থের দিকে(প্রবেশমার্গের) বহন করেন। যিনি প্রাশিত্রকে এভাবে বহন করে নিয়ে যান তার যজ্ঞ ছিন্ন হয়।
[অনুবাদান্তর : তিনি (এটিকে) সামনের দিক থেকে পরিহার করেন। তিনি (এটিকে) তীর্থের (তরণযোগ্য শাস্ত্রের দিক থেকে) পরিহার করেন। যিনি এই প্রাশিত্রকে পরিহার করেন তাঁর যজ্ঞ বিছিন্ন হয়।—এই অনুবাদ ত্রিবেদীর।]

তিনি যেমন বলেন—‘হে ব্রাহ্মণ, আমি প্রস্থান করব’^১। বৃহস্পতি হলেন সকলের ব্রহ্মস্বরূপ। এই সকল ব্রহ্মশক্তির দ্বারা তিনি যজ্ঞকে দক্ষিণদিকে সংযুক্ত করেন। অতঃপর এখানেই যজ্ঞ স্থিত থাকেন; যেখানে ব্রহ্মা সেখানেই যজ্ঞ উপস্থিত থাকেন। তারপর সেহেতু তিনি ঐকে লাভ করেন। যদি তিনি হস্তদ্বারা (যজ্ঞকে) ধাক্কা দেন, তাহলে তার হস্ত কম্পন শুরু হয়ে যাবে। যদি তা মস্তকের দ্বারা করেন, তাহলে শিরঃপীড়া আরম্ভ হবে। যদি নিশ্চুপ থাকেন, তাহলে যজ্ঞ অপ্রমত্তরূপে অবস্থান করে। তিনি প্রতিষ্ঠ^২— এই মন্ত্রটি পাঠ করবেন। যজ্ঞ বাক্যে প্রতিষ্ঠিত। সেখানে ব্রহ্মা যেখানে যজ্ঞ আশ্রিত। সেখানেই একে সম্প্রদান করেন।

আগ্নীধ্ব একে ধারণ করেন। তিনি অগ্নিমুখ (অগ্নিদ্বারা নেতৃত্বদান করা)। যে ঋতুসমূহ তাদেরকে প্রীত করেন, তিনি (তা করেন) পরবর্তী আত্মতির প্রতিষ্ঠার জন্যই। অতঃপর (তিনি) সমিধপূর্ণ (অগ্নিতে) আত্মতি দেন। পরিধি কাষ্ঠখণ্ডগুলিকে সম্যকরূপে মার্জনা করেন। এভাবেই তিনি সেগুলিকে পবিত্র করেন। এবং এক বার করে (প্রত্যেকটি) মার্জনা করেন। যজ্ঞ যেন পরাঙ্ (পেছনদিকে, উল্টোদিকে?) গমন করে। চারবার মার্জনা করা হয়। এজন্যই পশুকুল চতুষ্পদ। পশুদের প্রাপ্তির জন্য। ‘হে সবিতৃদেব! একথা তোমাকে বলেছিল।’ ...একথা বলেছিলেন ঐর প্রসূতির জন্য (উদয়ের হেতু?)। তিনি বললেন—‘বৃহস্পতিই ব্রহ্মা’। তিনি হলেন ব্রহ্মশ্রেষ্ঠ। ‘তুমি যজ্ঞপতিকে রক্ষা করো, তুমি যজ্ঞপাতকে রক্ষা করো, তুমি আমাকে, রক্ষা করো, তুমি যজ্ঞকুশল, আমাকে রক্ষা করো’। একথা তিনি বললেন। যজ্ঞের জন্য, যজ্ঞমানের জন্য, পশুপ্রাপ্তির জন্য, তিনি (একথা বলেন)^৩। ॥৪॥

১. শত. ব্রা. ১.৭.৪.১৯

২. তুলনীয় তৈ.সং ২.৭.৬.৯.২

শত. ব্রা. ১.৭.৪.২২

৩. তুলনীয় পাঠ: তৈ.সং ২.৬.৯.১-৩

ন বৈ পৌর্ণমাস্যাং নামাবাস্যাস্যাং দক্ষিণা দীয়ন্তে। য এষ ওদনঃ পচ্যতে, দক্ষিণৈষা দীয়তে যজ্ঞস্যর্ক্যো। ইষ্টী বা এতেন যদ্ যজতে, অথো বা এতেন পূর্তী য এষ ওদনঃ পচ্যতে। এষ হ বা ইষ্টাপূর্তী য এনং পচতি ॥৫॥

পূর্ণিমার দিন কিংবা অমাবস্যার দিন দক্ষিণাদান বিধেয় নয়। যে অন্ন পাক করা হয়, তা দক্ষিণা হিসেবে যজ্ঞসমৃদ্ধিহেতু প্রদান করা হয়। এর দ্বারা যিনি যজ্ঞ করেন তার ইষ্টিই যেন সম্পন্ন হয়। অতঃপর অন্ন যা পাক করা হয় তা এর দ্বারা পূর্ণ হয় (পূর্তি), যিনি এই (অন্নকে) পাক করেন। তাই হলো ইষ্টাপূর্তি। ॥ ৫ ॥

দ্বয়া বৈ দেবা যজমানস্য গৃহমাগচ্ছন্তি সোমপা অন্যেহসোমপা অন্যে, হৃতাদোহন্যেহহৃতাদো হন্যে। এতে বৈ দেবা অহৃতাদো যদ্ ব্রাহ্মণাঃ। এতদেবত্য এষ যঃ পুরানীজানঃ। এতে হ বা এতস্য প্রজায়াঃ পশুনামীশতে। তেহস্যাপ্রীতা ইষমূর্জমাদায়াপক্রামন্তি। যম্বাহার্যমম্বাহরতি, তানেব তেন প্রীণাতি। দক্ষিণতঃ সন্ধ্যঃ পরিহর্তবা আহ। দক্ষিণাবতৈব যজ্ঞেন যজতে। আহুতিভিরেব দেবান্ হৃতাদঃ প্রীণাতি দক্ষিণাভির্মনুষ্যদেবান্। তেহস্মৈ প্রীতা ইষমূর্জং নিযচ্ছন্তি ॥৬॥

দুই ধরনের দেবতা, যাঁরা সোমপান করেন এবং অন্য যাঁরা সোমপান করেন না, তাঁরা যজমানের গৃহে আগমন করেন। তাঁরা কেউ হবির্ভোজনকারী অন্যেরা অহৃতভুক। যে দেবতারা অহৃতভুক তাঁরা হলেন ব্রাহ্মণ। যিনি পূর্বে বিধিসম্মতভাবে (সোমযাগ) করেননি, এঁরা এখন তাঁর দেবতা হবেন। এই দেবতারা তাঁর সন্তান ও পশুদের অধিপতি হন। অপ্রীত হয়ে (অপ্রীত হলে এরূপ অর্থ ধরতে হবে) তাঁরা এঁর অন্ন এবং বল আদায় করে নিয়ে চলে যান। যখন তিনি অম্বাহার্য অন্ন (অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিন ঋত্বিককে প্রদত্ত অন্নবিশেষ) আহরণ করেন তার দ্বারা তিনি তখন তাদেরকে প্রীত করেন। দক্ষিণদিকে পুরোহিতদের অন্ন গ্রহণ করার কথা তিনি বলেন। সেহেতু তিনি দক্ষিণায়ুক্ত একটি যজ্ঞ করবেন। আহুতিদান করে তিনি হবির্ভোজী দেবতাদের প্রীত করেন, দক্ষিণা দ্বারা মনুষ্যদেবদের প্রীত করেন। (ঐ দুই শ্রেণীর) দেবগণ তাঁকে অন্ন ও শক্তি প্রদান করেন। ॥৬॥

১. অম্বাহার্য—পঞ্চান বিশেষ। পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য।

দেবাশ্চ হ বা অসুরাশ্চাম্পর্ষন্ত। তে দেবাঃ প্রজাপতিমেবাভ্যযজন্ত। অন্যোহন্যস্যাসন্নসুরা অজুহবুঃ। তে দেবা এতমোদনমপশ্যন্। তং প্রজাপতয়ে ভাগমনুনিরবপন্। তং ভাগং পশ্যন্ প্রজাপতির্দেবানুপাবর্তত। ততো দেবা অভবন্ পরাসুরাঃ। স য এবং বিদ্বানেতমোদনং পচতি, ভবত্যাত্মনা, পরাস্যাপ্রিয়ো ভ্রাতৃব্যো ভবতি। প্রজাপতির্বে দেবেভ্যো ভাগধেয়ানি ব্যকল্পয়ৎ।

সোহমন্যতাত্ত্বানমন্তুরগামিতি। স এতমোদনমভক্তমপশ্যৎ। তমাত্মনে ভাগং নিরবপৎ। প্রজাপতেৰ্বা
এষ ভাগঃ। অপরিমিতঃ স্যাৎ। অপরিমিতো হি প্রজাপতিঃ। প্রজাপতেভাগোহসূর্যস্বান্
পয়স্বান্। অক্ষিতোহস্যক্ষিত্যৈ ত্বা। মা মে ক্ষেষ্ঠা অমুত্রামুষ্ণিল্লোক ইহ চ। প্রাণাপানৌ মে
পাহি, সমানব্যানৌ মে পাদ্যদানরূপে মে পাহি। উর্গসূর্যঃ মে ধেহি। কুর্বতো মে মা
ক্ষেষ্ঠাঃ, দদতো মে মোপদসঃ। প্রজাপতিমহং ত্বয়া সমক্ষমৃধ্যাসম্ ইতি। প্রজাপতিমেব
সমক্ষমৃশ্নোতি য এবং বেদ, য এবং বেদ ॥৭॥

দেবতারা ও অসুরেরা যুদ্ধে পরস্পরকে আহ্বান করেছিল। সেই দেবতারা প্রজাপতিকে
বিশেষভাবে আহুতি দিয়েছিল। অসুরেরা অন্যের মুখে আহুতি দেয়। সেই দেবতারা এই অন্নকে
দেখেছিলেন। সেই ভাগকে দেবতারা প্রজাপতির উদ্দেশে নিবেদন করেছিল। সেই ভাগ দেখে
প্রজাপতি দেবতাদের কাছে উপস্থিত হলেন। সেজন্যে দেবতারা জয়লাভ করল এবং হারল
অসুরেরা। এরূপ জেনে যে ওদন পাক করে সে আত্মবলের দ্বারা যুক্ত হয় এবং তার অপ্রিয় শত্রু
(ভ্রাতৃব্য) পরাজিত হয়। প্রজাপতি দেবতাদের জন্যে ভাগসমূহ রচনা করেছিলেন। তিনি
ভাবলেন—‘নিজেকে এর থেকে পৃথক করেছি’। তিনি সেই অবিভক্ত ওদন দেখতে লাগলেন।
সেই ভাগ তিনি নিজের উদ্দেশে নির্বাপ করলেন। এই প্রজাপতির ভাগ অপরিমিত। প্রজাপতি
হলেন অপরিমিত। তুমি হলে প্রজাপতির ভাগ। যা পরিপূর্ণ শক্তিতে এবং দুক্ষে’। তুমি অক্ষয় এবং
অক্ষয়ের জন্যই তুমি এই পার্থিবলোকে ও পরলোকে আমার জন্য নিজেকে ক্ষয় করো না’।
আমার প্রাণ ও অপানবায়ুকে রক্ষা করো, আমার সমান ও ব্যান বায়ুকে রক্ষা করো, উদানবায়ুকে
ও রূপকে রক্ষা করো’। তুমি শক্তি এবং শক্তিকে আমার মধ্যে ধারণ করো। আমি কাজ করার
সময় আমার কর্মকে ক্ষয় করো না। দানকারী আমাকে নাশ করো না। তোমার সঙ্গে আমি
প্রজাপতিকে চোখের সামনেই তুষ্ট করছি। যিনি এইরূপে জানেন তিনি চোখের সন্মুখেই
প্রজাপতিকে তুষ্ট করেন, যিনি এইরূপে জানেন। ॥৭॥

১. তুলনীয় পাঠ- তৈ.সং. ১.৭.৬.৪; বৈ.সূ ৩.২০

২. বৈ.সূ ৩.২০

৩. তৈ.সং. ১.৬.৬৬; বাজ.স. (কাণ্ড) ২.৬.৮; কাঠক সং ৫.৫; বৈ.সূ ৩.২০

যে বা ইহ যজ্ঞেরাধিবন, তেষামেতানি জ্যোতীংষি যান্যমূনি নক্ষত্রাণি। তদ্ নক্ষত্রাণাং
নক্ষত্রত্বং যদ্ ন ক্ষীয়ন্তি। দর্শপূর্ণমাসৌ বৈ যজ্ঞস্যাবসানদর্শৌ। যে বা অনিষ্টা দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং
সোমেন যজন্তে, তেষামেতানি জ্যোতীংষি যান্যমূনি নক্ষত্রাণি পতন্তীবা। তদ্ যথা হ বা

ইদম্পষ্টাবসানে নেহাবসাস্যসি নেহাবসাস্যসীতি নোনুদ্যন্তে, এবং হৈবৈতেহমুদ্বাঙ্লোকাদ্
নোনুদ্যন্তে। ত এতে প্রচ্যবন্তে ॥৮॥

এই স্থানে যাঁরা যজ্ঞের দ্বারা উন্নতি লাভ করেন, তাঁদের জন্যই এই সমস্ত জ্যোতিপুঞ্জ যা
হল ঐ নক্ষত্ররাজি। তাই হল নক্ষত্রদের নক্ষত্রত্ব যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ হলো
যজ্ঞের সীমানির্দেশক। যারা দর্শপূর্ণমাস যাগ না করে সোম যাগ করে তাদের এই জ্যোতিসমূহ, ঐ
নক্ষত্রসমূহ পতিত হয়।

তখন যেরূপ বলা হয় তুমিই এই অষ্টযোগাবসানের পর এই জগতে (যজ্ঞ) সমাপ্তি কর,
তুমি এখানে সমাপ্ত হও না। এই লোক এভাবে ঐ লোকসমূহকে নষ্ট করতে পারে না, নষ্ট
করতে পারে না। তারা সামনে এগিয়ে চলে। ॥৮॥

যস্য হবির্নিরুপ্তং পুরস্তাচ্চন্দ্রমা অভ্যুদিয়াৎ, তাংস্ত্রেধা তণ্ডুলান্ বিভজেৎ। যে মধ্যমাস্তানগ্নয়ে
দাত্রেহষ্টাকপালং নির্বপেৎ। যে স্থবিষ্ঠাস্তানিন্দ্রায় প্রাদাত্রে দধনি চরুম্। যে ক্ষোদিষ্ঠাস্তান্ বিষণ্বে
শিপিবিষ্টায়শ্তে চরুম্। পশবো বা এতেহতিরিচ্যন্তে। তানেবাপ্নোতি। তানবরুক্কে। অগ্নিবৈ
মধ্যমস্য দাতা। ইন্দ্রো বৈ জ্যেষ্ঠস্য প্রদাতা। যদেবেদং ক্ষুদ্রং পশূনাং তদ্ বিষণাঃ শিপিবিষ্টম্।
তদেবাপ্নোতি। পশূনেবাবরুক্কে' ॥৯॥

চন্দ্রমা পূর্বদিকে উদিত হবে যার হবিঃ প্রদত্ত হয়েছে (সেই দানের পূর্বেই)। তার তণ্ডুলকে
(অধ্বর্যু) তিনভাগে ভাগ করবেন। মাঝারি আকারের (ভাগকে) অষ্টাকপাল (পুরোভাগ) নির্মাণ
করে দাতা অগ্নির উদ্দেশে নির্বাপ করবেন। যে ভাগটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সেটিকে দধি দ্বারা চরু
নির্মাণ করে বিশিষ্ট দাতা ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রদান করবেন, যেটি ক্ষুদ্রতম (ভাগ) সেটি চরু (গরম
দুধে) প্রস্তুত করে পশুপতি বিষুণুর শিপিবিষ্টকে^১ (প্রতিপন্ন রশ্মি) প্রদান করবেন। সেই
(পশুসমূহকে) তিনি লাভ করেন, এবং পশুকে রক্ষা করেন। ॥৯॥^২

১. তুলনীয় তৈ.সং ২.৫.৫.১

২. শিপিবিষ্ট শব্দটির তাৎপর্য স্পষ্ট নয়। কীথ স্পষ্টই বলেন, 'the epithet is of unknown sense;

śipi=Paśu. Acc, to the commentators of Nirukta this epithet means—'pervaded by
means'. This Epithet is used either with Viṣṇu or Rudra' দ্রষ্টব্য, পাটিয়াল, তদেব,
পাদটীকা পৃ.-২০৫

যা পূৰ্বা পৌৰ্ণমাসী সানুমতিঃ, যোন্তুৰা সা রাকা। যা পূৰ্বামাবাস্যা সা সিনীবালী, যোন্তুৰা সা
কুহুঃ। চন্দ্রমা এব খাতা চ বিখাতা চ। যৎ পূৰ্ণোহন্যাং বসত্যপূৰ্ণোহন্যাং, তদ্ মিথুনম্। যৎ
পশ্যত্যন্যাং নান্যাং, তদ্ মিথুনম্। যদমাবাস্যায়শ্চন্দ্রমা অধি প্রজায়তে, তদ্ মিথুনম্।
তস্মাদেবাস্মৈ মিথুনাৎ পশূন্ প্রজনয়তি ॥১০॥

যা প্রথম পূর্ণিমা তা অনুমতি (অর্থাৎ এককলা কম চন্দ্রমার দিন অর্থাৎ চতুর্দশী) আর যা তার পরের দিন তা হল রাকা (অর্থাৎ প্রকৃত পূর্ণিমার দিন)। যা প্রথম অমাবস্যা অর্থাৎ প্রকৃত অমাবস্যার পূর্বদিন) তা হলো সিনীবালী আর যা উত্তরা (অমাবস্যা) তাহলো কুহু (অর্থাৎ প্রকৃত অমাবস্যার দিন)। চন্দ্রমা হলো (এই তিথিদ্বয়ের) ধারণকারী ও বিধানকারী। যে (চন্দ্রমা) পূর্ণরূপে এক (তিথিতে) বাস করে অপূর্ণরূপে অন্য (তিথিতে) বাস করে তখন মিলন ঘটে। যে চন্দ্র এক তিথিকে দেখে অন্যকে দেখে না, তখন মিলন হয়। চন্দ্রমা যা অমাবস্যা থেকে জন্মগ্রহণ করে তখন মিলন হয়। সেই মিথুন থেকে (মানুষের) জন্ম দেবতারা জন্ম দেন পশুদের। ॥১০॥

ন হে যজেত। যৎ পূর্বয়া সংপ্রতি যজেত, উত্তরয়া ছন্দট্ কুর্যাৎ। যদুত্তরয়া সংপ্রতি যজেত, পূর্বয়া ছন্দট্ কুর্যাৎ। নেষ্টিৰ্ভবতিন যজ্ঞঃ। তদনু হ্রীতমুখ্যপগল্ভো জায়তে। একামেব যজেত। প্রগল্ভো হৈব জায়তে। অনাদৃত্য তদ্ হে যজেত। যজ্ঞমুখমেব পূর্বয়ালভতে, যজত উত্তরয়া। দেবতা এবং পূর্বয়াপ্নোতি, ইন্দ্রিয়মুত্তরয়া। দেবলোকমেব পূর্বয়াবরুন্ ক্বে, মনুষ্যলোকমুত্তরয়া। ভূয়সো যজ্ঞক্রতুনুপৈতি। এষা হ বৈ সুমনা নামেষ্টিঃ। যমদ্যেজানং পশ্চাচ্চন্দ্রমা অভ্যুদিয়াদ্, অস্মা অস্মিঁল্লোক আৰ্থুকং ভবতি ॥১১॥'

তিনি দুবার যজ্ঞ করবেন না, যিনি পূর্ব (তিথি) অনুসারে যাগ করেন। তিনি পরের (তিথি) দ্বারা ছন্দট অর্থাৎ অকৃতকার্য হবেন যিনি এখন উত্তরের (তিথিতে) যাগ করবেন তিনি পূর্বের দ্বারা অকৃতকার্য হবেন। (সেখানে) কোনও যাগ হয় না। তখন অতএব লজ্জিত (?) ও নিরুৎসাহ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তিনি একটিমাত্র যাগ করবেন। ফলে উৎসাহী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তিনি অবহেলা করে দুবার যাগানুষ্ঠান করবেন না। তিনি পূর্ব (তিথি) দ্বারা যজ্ঞমুখকে লাভ করেন, উত্তর (তিথির) দ্বারা যাগ করেন। পূর্ব (তিথির) দ্বারা দেবতাপ্রাপ্তি ঘটে এবং উত্তর (তিথির) দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ। পূর্ব (তিথি) দ্বারা দেবলোক লাভ হয়। উত্তর (তিথি দ্বারা) মনুষ্যলোক। তিনি প্রচুর যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। এর নামই হলো সুমনা ইষ্টি। এই পৃথিবীলোকে তার সমৃদ্ধিলাভ হয় যার চন্দ্রমা যজ্ঞানুষ্ঠানান্তর অভ্যুদিত হন। ॥১১॥

আগ্নিবৈষ্ণবমেবাদশকপালং নির্বপেদ্ দর্শপূর্ণমাসাবারিস্সমাণঃ। অগ্নিবৈ সর্বা দেবতা
বিষ্ণুযজ্ঞঃ। দেবতাস্থৈব যজ্ঞং চারভত ঋদ্ব্য। ঋদ্ব্যোত্যেব। উভৌ সহারস্তাবিত্যাছঃ। উদিনু শৃঙ্গে
সিতো মুচ্যত ইতি। দর্শো বা এতয়োঃ পূর্বঃ পৌর্ণমাস উত্তরঃ। অথ যৎ পরস্তাৎ পৌর্ণমাস
আরভ্যতে, তদ্ যথাপূর্বং ক্রিয়তে। তদ্ যৎ পৌর্ণমাসমারভমাণঃ সরস্বত্যে চরুং নির্বপেৎ
সরস্বতে দ্বাদশকপালম্, অমাবাস্যা বৈ সরস্বতী পৌর্ণমাসঃ সরস্বানিতি। উভাবেবৈনৌ সহারভত
ঋদ্ব্য। ঋদ্ব্যোত্যেব ॥১২॥^১

দর্শপূর্ণমাস যাগ আরম্ভেচ্ছু জন অগ্নি ও বিষ্ণুদেবতার উদ্দেশে একাদশ কপাল পুরোডাশ
নির্বাণ(প্রস্তুত) করবে। অগ্নি হলেন সকল দেবতা (স্বরূপ) এবং বিষ্ণু (সকল) যজ্ঞস্বরূপ।
সমৃদ্ধির হেতু তিনি দেবতাদেরকে (আহ্বান) ও যজ্ঞ আরম্ভ করেন। (সেহেতু) তিনি ঋদ্বিলাভ
করেন। তাঁরা বলেন উভয়ই একই সঙ্গে আরম্ভ হয়। শৃঙ্গে বদ্ধ (দ্রব্য) খুলে দেওয়া হোক। এদের
মধ্যে দর্শযাগ প্রথম ও পৌর্ণমাসী যাগ পরে (অনুষ্ঠিত) হয়। অতঃপর যেহেতু পৌর্ণমাস যাগ পরে
শুরু হয়, সেহেতু তার পূর্বকর্ম যথারীতি করণীয়। যে অতঃপর পৌর্ণমাস যাগ আরম্ভকারী সে
সরস্বতীর উদ্দেশ্যে চরু নির্বাণ করবে এবং সরস্বান দেবতার উদ্দেশে দ্বাদশ কপাল পুরোডাশ
নিবেদন করবে। সরস্বতীই হলেন দর্শযাগ এবং সরস্বান হলেন পৌর্ণমাস যাগ। সমৃদ্ধিহেতু তিনি
উভয় (যাগই) একমাসে শুরু করবেন। (এবং সেজন্য) তিনি ঋদ্বিলাভ করবেন। ॥১২॥

১. তুলনীয়—ঐ. ব্রা. ১.১

অগ্নয়ে পথিকৃতেঃষ্টাকপালং নির্বপেদ্, যস্য প্রজ্ঞাতেষ্টিরতিপদ্যতে। বহিষ্পথং বা এষ এতি
যস্য প্রজ্ঞাতেষ্টিরতিপদ্যতে। অগ্নিবৈ দেবানাং পথিকৃৎ। তমেব ভাগধেয়েনোপাসরৎ। স এনং
পস্থানমপিনয়তি। অনড্বান্ দক্ষিণা। স হি পস্থানমভিবহতি ॥১৩॥^১

যাঁর প্রজ্ঞাতইষ্টি ইষ্টি অতিবাহিত হয়েছে তিনি পথিকৃৎ অগ্নির উদ্দেশে ষ্টাকপাল (চরু)
নির্বাণ করবেন। যাঁর প্রজ্ঞাত ইষ্টি সম্পন্ন হয়েছে তিনি বহিষ্পথ (বহির্গমনের প্রকৃত রাস্তা) লাভ
করেন। অগ্নি হলেন দেবতাদের পথকর্তা। তাকে ভাগধেয়ের দ্বারা (যজমান) (যথাযথ) লাভ
করেন। তিনি যথার্থ পথ দর্শান। যাঁড় হলো দক্ষিণা (দক্ষিণা দিলেই তবে তিনি যথার্থ) পথের
অভিমুখে নিয়ে যান। ॥১৩॥

১. তুলনীয়—তৈ. সং ২.২.২.১; কৌ. ব্রা. ৪.১

কণ্ডিকা ১৩-১৬ প্রায়শ্চিত্ত কর্মের সঙ্গে জড়িত।

অগ্নয়ে ব্রতপতয়েঃষ্টাকপালং নির্বপেদ্ য আহিতাগ্নিঃ সন্ প্রবসেৎ। বহু বা এষ ব্রতমতিপাতয়তি য আহিতাগ্নিঃ সন্ প্রবসতি, ব্রত্যেহহনি দ্বিয়ং বোপৈতি মাংসং বাস্মাতি। অগ্নির্বে দেবানাং ব্রতপতিঃ। অগ্নিমেতস্য ব্রতমগাৎ। তস্মাদেতস্য ব্রতমালম্ভয়তে ॥১৪॥^১

যে আহিতাগ্নি (যজমান) ব্রতপতি অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বাপ করেন, তিনি যাত্রারম্ভ করেন (করতে সক্ষম)। যে (আহিতাগ্নি) যজমান যাত্রারম্ভ করেছেন, তিনি যদি ব্রত চলাকালীন স্ত্রীসহবাস করেন কিংবা মাংস ভক্ষণ করেন, তাহলে তাঁর ব্রত ভীষণভাবে নষ্ট হয়। অগ্নি দেবতাদের মধ্যে ব্রতপতি। তাঁর (যজমানের) ব্রত অগ্নির উদ্দেশে গমন করে, সেহেতু তাঁর (অগ্নির) ব্রতকে তিনি স্পর্শ করেন। ॥১৪॥

১. তুলনীয়— মৈ. সং ২.১.১০

অগ্নয়ে ব্রতভূতেঃষ্টাকপালং নির্বপেদ্ য আহিতাগ্নিরার্তিজমশ্ৰু কুর্যাৎ। আনীতো বা এষ দেবানাং য আহিতাগ্নিঃ। তস্মাদেতেনাশ্ৰু ন কৰ্তব্যম্। ন হি দেবা অশ্ৰু কুৰ্বন্তি। অগ্নির্বে দেবানাং ব্রতভূৎ। অগ্নিমেতস্য ব্রতমগাৎ। তস্মাদেতস্য ব্রতমালম্ভয়তে ॥১৫॥^১

ব্রতভূৎ অগ্নির উদ্দেশে তিনি অষ্টাকপাল (পুরোডাশ) নির্বাপ করবেন যিনি আহিতাগ্নি ও পীড়াহেতু অশ্রুমোচন করেছেন। যিনি আহিতাগ্নি তিনি দেবগণ কর্তৃক আনীত। সেহেতু অশ্রুবিমোচন করা তাঁর কর্তব্য নয়। দেবতারাও অশ্রুবিসর্জন করেন না। অগ্নি হলেন দেবতাদের মধ্যে ব্রতভূৎ। তাঁর ব্রত অগ্নির উদ্দেশে গমন করেছিল। তিনি সেহেতু (অগ্নির) ব্রতকে অবলম্বন করান। ॥১৫॥

১. তুলনীয়— মৈ. সং ২.১.১০

ঐন্দ্রাগ্নমুশ্রম্ অনুসৃষ্টমালভেত, यस্য পিতা পিতামহঃ সোমং ন পিবেৎ। ইন্দ্রিয়েণ বা এষ বীর্যেণ বৃধ্যতে, यस্য পিতা পিতামহঃ সোমং ন পিৱতি। যদৈন্দ্রঃ, ইন্দ্রিয়গৈবৈনং তদ্ বীর্যেণ সমর্থয়তি। দেবতাভির্বা এষ বীর্যেণ বৃধ্যতে यस্য পিতা পিতামহঃ সোমং ন পিৱতি। যদাগ্নেয়ঃ, অগ্নির্বে সর্বা দেবতাঃ, সর্বাভিরেবৈনং তদ্ দেবতাভিঃ সমর্থয়তি। অনুসৃষ্টো ভবতি। অনুসৃষ্ট ইব হ্যেতস্য সোমপীথো, यस্য পিতা পিতামহঃ সোমং ন পিৱতি। তস্মাদেষ এব তস্যা দেবতায়াঃ পশুনাং সমৃদ্ধঃ^১ ॥১৬॥

যার পিতা এবং পিতামহ সোমপান করেনি, সে ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশ্যে উশ্র' (মুক্ত) ঋষভ বধ করবে। যার পিতা ও পিতামহ সোমপান করে না, তার ইন্দ্রিয়শক্তি ও বীর্যের হানি হয়। যেহেতু এই যাগ ইন্দ্র (সংপূক্ত) সেহেতু (ইন্দ্র) তাকে ইন্দ্রিয়শক্তির দ্বারা বর্ধিত করেন। যার পিতা ও পিতামহ সোমপান করে নি, দেবতাদের দ্বারা তার বীর্যহানি হয়। অগ্নিসংপূক্ত যাগ আগ্নেয়। অগ্নি হলেন সকল দেবতা। অতএব সকলদেবতাদের দ্বারা সংবর্ধিত হন। নির্মুক্ত হয় (ঋষভ)। মুক্ত (ঋষভের) ন্যায় সেই যজমানের সোমপানও মুক্তিলাভ করে যার পিতা ও পিতামহ সোমপান করেনি। সেহেতু এই (যজমান) সেই দেবতার পশুদের মধ্যে সমৃদ্ধ (তম) হয়। ॥১৬॥

১. তুলনীয়, মৈ. সং ২.৫.৫; বৈ. সূত্র ১১.১

দেবা বা ওষধীষু পক্কাশ্বাজিময়ুঃ। স ইন্দ্রোহবেদ—অগ্নির্বাবেমাঃ প্রথম উজ্জ্যেয্যতীতি। সোহব্রবীদ্—যতরো নৌ পূর্ব উজ্জয়াৎ, তদ্ নৌ সহেতি। তা অগ্নিরুদজয়ৎ। তদিন্দ্রোহনূদজয়ৎ। স এষ ঐন্দ্রাগ্নঃ সন্নাগ্নেন্দ্রঃ। একা বৈ তর্হি যবস্য শ্রুষ্টিরাসীদেকা ব্রীহেরেকা মাষস্যেকা তিলস্য। তদ্ বিশ্বে দেবা অকুবন্—বয়ং বা এতৎ প্রথয়িষ্যামো ভাগো নোহস্তিতি ইতি। তদ্ ভূম এব বৈশ্বদেবঃ। অথো প্রথয়তেতেনৈব। পয়সি স্যাদ্ বৈশ্বদেবত্বায়। বৈশ্বদেবং হি পয়ঃ। অথেমাবকুতাম্—ন বা ঋত আবাভ্যামেবৈতদ্ যুয়ং প্রথয়ত, ময়ি প্রতিষ্ঠিতমসৌ বৃষ্ট্যা পচতি, নৈতদিতোহভ্যুজ্জ্যেয্যতীতি। ভাগো নাবস্তিতি। তাভ্যাং বা এষ ভাগঃ ক্রিয়ত উজ্জিত্যা এব, অথো প্রতিষ্ঠিত্যা এব যো দ্যাভাপৃথিবীযঃ। সৌমীর্বা ওষধীঃ। সোম ওষধীনাংধিরাজঃ। যাশ্চ গ্রাম্যা যাশ্চারণ্যাস্তাসামেষ উদ্ধারো যচ্ছ্যামাকঃ। যচ্ছ্যামাকঃ সৌম্যস্তমেব ভাগিনং কৃণুতো। যদকৃত্বাগ্রয়ণং নবস্যাক্ষীয়াদ্ দেবানাং ভাগং প্রতিকৃপ্তমদ্যাৎ। সংবৎসরাদ্ বা এতদধিপ্ৰজায়তে যদাগ্রয়ণম্। সংবৎসরং বৈ ব্রহ্মা। তস্মাদ্ ব্রহ্মা পুরস্তাক্ষোমসংস্থিতহোমেধাবপেৎ। একহায়নী দক্ষিণা। স হি সংবৎসরস্য প্রতিমা। রেত এব হ্যেযোহপ্রজাতঃ প্রজাতৈ ॥১৭॥

শস্য পক্ক হয়ে উঠলে দেবতারা ভক্ষণ করলেন। ইন্দ্র জানতেন অগ্নি প্রথম সেই শস্য লাভ করবেন। তিনি (ইন্দ্র বললেন)—‘আমাদের মধ্যে আগে যে লাভ করবে (করুক), একসঙ্গেই আমরা (লাভ করব)’। তাদেরকে অগ্নি (প্রথমে) জয় করলেন, অতঃপর ইন্দ্র জয় করলেন, সেই ঐন্দ্রাগ্ন (পুরোডাশ) প্রকৃতপক্ষে অগ্নির ও ইন্দ্রের। ঐ (পুরোডাশের) স্তুপের একটি যবের, একটি ব্রীহির, একটি মাষের, একটি তিলের। তখন বিশ্বদেবরা বললেন—আমরা একে (শস্য) বিস্তৃত করব, আমাদের ভাগ যেন থাকে। এই হেতু ভূমা হল বিশ্বদেব। তাকে প্রথম বিস্তৃত করলেন। বিশ্বদেবগণকে লাভের জন্যে পয়ঃতে পুরোডাশ (প্রস্তুত করতে) হবে, কেননা পয়ই হল বিশ্ব

দেবগণ। অতঃপর তাঁরা দুজন (অগ্নি ও ইন্দ্র) বললেন—‘আমাদের দুজন ছাড়া আপনারা একে বিস্তৃত করবেন না। (এসব) আমাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, বৃষ্টির দ্বারা পঙ্ক হয়। এখান থেকে ভিন্ন সে জয়লাভ করে না। আমাদের ভাগ যেন থাকে’। তাঁদের দুজনের জন্যে এটি ভাগ করা হল জয়লাভের নিমিত্ত, দ্যাবাপৃথিবীর যে ভাগ তা প্রতিষ্ঠালাভের নিমিত্ত সোম হল ওষধি। সোম ওষধিদের অধিরাজ। শ্যামাক হল সেই শস্যকণা যা গ্রাম্য ও আরণ্য শস্যকণাদের মধ্যে নির্বাচিত। সোমের আত্মতা হল শ্যামাক ধান্যজাত (পুরোডাশ)। এই ভাবে সোম শ্যামাকভাগী হন। যদি (যজমান) আগ্রয়ণ (ইষ্টি) না করে নবশস্য গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি দেবতাদের ভাগ গ্রহণ করেন। যা আগ্রয়ণ তা সংবৎসর থেকে জন্মলাভ করে। ব্রহ্মা (পুরোহিত) হলেন সংবৎসর। সেহেতু ব্রহ্মা পুরস্তাদ্‌হোম ও সংস্থিতহোমে (ঐ শস্য) আত্মতা দেবেন। একহায়নী (গোবৎস) হল দক্ষিণা। ব্রহ্মা (পুরোহিত) হলেন সংবৎসরের প্রতিমা (সমান)। রেতঃ যা জন্ম না নিয়েও প্রজননে সক্ষম। ॥১৭॥

১. সমগ্র অংশটির সঙ্গে তুলনীয় বৈ. সূ. ৮.৪; শত.ব্রা. ২.৩.৪.৪

অথ হৈতদপ্রতিরথম্—ইন্দ্রস্য বাহু স্থবিরৌ বৃষাণৌ ইতি। এতেন হ বা ইন্দ্রোহসুরানপ্রত্যজয়ৎ অপ্রতি হ ভবত্যেতেন যজমানো ভ্রাতৃব্যং জয়তি। সংগ্রামে জুহুয়াদপ্রতি হ ভবতি। এতেন হ বৈ ভরদ্বাজঃ প্রতর্দনং সমনহ্যৎ। স রাষ্ট্রযভবৎ। যং কাময়েত রাষ্ট্রী স্যাদিতি, তমেতেন সংনহ্যৎ। রাষ্ট্রী হ ভবতি। এতেন হ বা ইন্দ্রো বিরাজমভ্যজয়ৎ। দশৈবান্বাহ। দশাক্ষরা বিরাট্। বৈরাজং বা এতেন যজমানো ভ্রাতৃব্যং বৃঙ্বেতা। তদু হৈক একাদশান্বাহঃ একাদশাক্ষরা বৈ ত্রিষ্টুপ্। ত্রৈষ্টুভো বজ্রঃ। বজ্রেণৈবৈতদ্ রক্ষাংস্যপসেধতি। দক্ষিণতো বৈ দেবানাং যজ্ঞঃ রক্ষাংস্যজিঘাংসন্। তান্যপ্রতিরথেনাপায়ত। তস্মাদ্ ব্রহ্মাপ্রতিরথং জপ্নোতি। যদ্ ব্রহ্মাপ্রতিরথং জপ্নোতি যজ্ঞস্যভিজিত্যৈ রক্ষসামপহত্যৈ, রক্ষসামপহত্যৈ ॥১৮॥’

অতঃপর এটি হল অপ্রতিরথ (সূক্ত) (যার শুরু হল)—‘ইন্দ্রস্য বাহু স্থবিরৌ বৃষাণৌ’ ইত্যাদি (ইন্দ্রের বাহুদুটি সমর্থ ও শক্তিশালী)। এদের দ্বারা (সূক্তের দ্বারা) ইন্দ্র অসুরদেরকে অপ্রতিরোধ্যভাবে জয় করেছিলেন। যজমান এর দ্বারা শত্রুকে অপ্রতিরোধ্যভাবে জয় করে থাকেন। যুদ্ধে (এর দ্বারা) আত্মতা দিলে তিনি অপ্রতিরোধ্য হন। এর দ্বারা ভরদ্বাজ প্রতর্দন (শস্ত্রসমূহকে) সজ্জিত করেন। তিনি রাষ্ট্র লাভ করেন। যাকে (এই সূক্ত) কামনা করে, সে রাষ্ট্র লাভ করে। এর দ্বারা সজ্জিত করলে সে রাষ্ট্র লাভ করে। এর দ্বারাই ইন্দ্র বিরাট্ (ছন্দ) কে জয় করেছিলেন। (প্রতিচরণ) দশ (অক্ষরবিশিষ্ট) বলে (ব্রহ্মবিদরা) বলে থাকেন। বিরাট্ (প্রতিচরণ) দশাক্ষরবিশিষ্ট। যজমান বিরাট্ ছন্দাশ্রিত শত্রুকেও এর দ্বারা প্রতিহত করেন। কেউ কেউ একাদশাক্ষর বলে থাকেন। ত্রিষ্টুপ্ একাদশাক্ষর বিশিষ্ট। ত্রিষ্টুপ্ হল বজ্র। বজ্রের দ্বারা

রাক্ষসদেরকে অপহৃত করেন। দক্ষিণদিকে দেবতাদের যজ্ঞ রাক্ষসেরা হিংসা (নষ্ট) করেছিল। অপ্রতিরথ (সূক্তের) দ্বারা (দেবতারা) তাকে অপহৃত করেছিলেন। সেহেতু ব্রহ্মা জপ করেন। যেহেতু ব্রহ্মা অপ্রতিরথ জপ করেন, সেহেতু তিনি যজ্ঞকে জয়ের নিমিত্ত রাক্ষসদেরকে হটাতে সমর্থ হন। ॥১৮॥

১. তুলনীয় পাঠ: মৈ. সং ৩.৩.৭ (প্রায় একই)

সর্বত্র পাঠ আছে বৈরাজং বা এতেন ভ্রাতৃব্যম্ বৃঙক্তে—অর্থাৎ বৈরাজ ভ্রাতৃব্যের বিশেষণ। এক্ষেত্রে অসুবিধা হল সমগ্র অনুচ্ছেদটিতে যেভাবে অর্থ বহতা, তার ছন্দ কেটে যায়। প্রশংসিত হয়েও একটি ছন্দ বিরাট কীভাবে শত্রুতুল্য হয় তা দুর্বোধ্য ঠেকে। কিন্তু ‘বৈরাজ্যেন’ পাঠ (যা কেউ করেননি) নিলে অনুচ্ছেদটির শৃঙ্খলা থাকে এবং সামগ্রিক অর্থ স্পষ্ট হয় ছন্দটির, অন্যগুলির মতো প্রশংসাও গ্রাহ্য হয়।

অথাতশ্চাতুর্মাস্যানাং প্রয়োগঃ। ফাল্গুন্যাং পৌর্ণমাস্যাঁ চাতুর্মাস্যানি প্রযুক্তীত। মুখং বা এতৎ সংবৎসরস্য য ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী, মুখমুত্তরে ফাল্গুন্যৌ পুচ্ছং পূর্বে। তদ্ যথা প্রবৃত্তস্যান্তৌ সমেতৌ স্যাতাম্, এবমেবৈতৎ সংবৎসরস্যান্তৌ সমেতৌ ভবতঃ। তদ্ যৎ ফাল্গুন্যাং পৌর্ণমাস্যাং চাতুর্মাস্যৈর্যজতে, মুখত এবৈতৎ সংবৎসরং প্রযুক্তে। অথো ভৈষজ্যযজ্ঞা বা এতে যচ্চাতুর্মাস্যানি। তস্মাদ্ভুতসংধিষু প্রযুজ্যন্তে। ঋতুসংধিষু বৈ ব্যাধির্জায়তে। তান্যেতান্যষ্টৌ হবীংশি ভবন্তি। অষ্টৌ বৈ চতস্ৰাং পৌর্ণমাসীনাং হবীংশি ভবন্তি। চতস্ৰাং বৈ পৌর্ণমাসীনাং বৈশ্বদেবং সমাসঃ। অথ যদগ্নিং মস্থন্তি, প্রজাপতিবৈ বৈশ্বদেবম্, প্রজাত্যা এব। অথৈতৎ দৈবং গর্ভং প্রজনয়তি। অথ যৎ সপ্তদশ সামিধেন্যঃ, সপ্তদশো বৈ প্রজাপতিঃ, প্রজাপতেরাপ্ত্যে। অথ যৎ সপ্তম্বাজ্যভাগাবসিসংতীতি বৈ সপ্তম্বাজ্যে ভবতঃ। অথ যদ্ বিরাজৌ সংযাজ্যে, অগ্নং বৈ শ্রীর্বিরাট্, অগ্নাদ্যস্য শ্রিয়োঃবরুদ্যে। অথ যদ্ নব প্রযাজা নবানুযাজা অষ্টৌ হবীংশি বাজিনং নবমং তদ্ নক্ষত্রীয়াং বিরাজমাপ্নোতি। অথো আভর্দশনীং বিরাজমিতি, প্রযাজানুযাজা হবীংশ্যাঘারাবাজ্যভাগাবিতি ॥১৯॥

অতঃপর চাতুর্মাস্য যাগের প্রয়োগ। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে চাতুর্মাস্য যাগ প্রযুক্ত (প্রারম্ভ হয়)। ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী হল সকল সংবৎসরের মুখ। উত্তরফাল্গুনী হল মুখ, পূর্ব হল পুচ্ছ। যেমন বৃত্তের অন্তদ্বয় একস্থানে মিলিত হয়, তেমনি সংবৎসরের অন্তদ্বয় এইখানে মিলিত হয়। যেহেতু সে ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীতে চাতুর্মাস্য যাগ (আরম্ভ) করে, সেহেতু সে যাগকে মুখের দিক দিকেই প্রয়োগ (শুরু) করে। চাতুর্মাস্য যাগ হল ভৈষজ্যযাগ।

সেহেতু ঋতুঃসন্ধিতে এদের প্রয়োগ হয়। ঋতুসন্ধিতেই ব্যাধির জন্ম হয়। এতে অষ্টহবি (প্রদান) আছে। তারমধ্যে চারটি পূর্ণিমাতে প্রদত্ত হয়। টা বৈশ্বদেবপর্বে’ চারটি পৌর্ণমাসীর

একত্রীভবন হয়। অতঃপর তাঁরা অগ্নিমন্ত্রন করেন। বৈশ্বদেবপর্ব হল প্রজাপতি। প্রজাসৃষ্টির হেতু (এই পর্ব অনুষ্ঠিত হয়)। অতঃপর এরা গর্ভ সৃষ্টি করে। যেহেতু সামিধেনীর সংখ্যা সপ্তদশ, প্রজাপতিও সপ্তদশ, সেহেতু প্রজাপতিকে লাভের জন্যেও (সপ্তদশ সামিধেনী অনুবচন করতে হবে)। অতঃপর যা আজ্যভাগদ্বয় অস্তিত্ববান শব্দদ্বারা যুক্ত। অসি এবং সন্তি এই (বাক্য) দ্বারা সেই অস্তিত্ব বলা হয়। (স্বিষ্টকৃৎ হবির জন্য) বিরাট্ ছন্দের মন্ত্রদ্বয় (ব্যবহৃত হয়)। অন্নই হল শ্রী এবং (তাই) বিরাট্ছন্দের দ্বারা অন্ন ও শ্রী উপলব্ধ হয়। অতঃপর সেখানে নয়টি প্রযাজ, নয়টি অনুযাজ, আটটি হবি। নবমটি হল ঘোড়া এবং (এর দ্বারা) নক্ষত্রীয় যে শ্রী সেই বিরাট্কে লাভ করে। (ব্রহ্মবাদীরা) বলেন ‘বিরাট্ ছন্দ দশাক্ষর (বিশিষ্ট), প্রযাজ, অনুযাজ, হবি ও দুটি ‘আঘার’ আজ্যভাগ মিলে’। ॥ ১৯ ॥

১. এই অংশটি গৃহীত কৌ.ব্রা. ৫১

তুলনীয়, বৈ. সূ. ৮.৮-৯

২. সামিধেনী মন্ত্রের জন্য পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য।

অথ যদগ্নীষোমৌ প্রথমং দেবতানাং যজতি, অগ্নীষোমৌ বৈ দেবানাং মুখম্। মুখত এব তদ্ দেবান্ প্রীণাতি। অথ যৎ সবিতারং যজতি, অসৌ বৈ সবিতা যোহসৌ তপতি, এতমেব তেন প্রীণাতি। অথ যৎ সরস্বতীং যজতি, বাগ্ বৈ সরস্বতী, বাচমেব তেন প্রীণাতি। অথ যৎ পৃষণং যজতি, অসৌ বৈ পৃষা যোহসৌ তপতি, এতমেব তেন প্রীণাতি। অথ যদ্ মরুতঃ স্বতবসো যজতি, ঘোরা বৈ মরুতঃ স্বতবসঃ, তানেব তেন প্রীণাতি। অথ যদ্ বিশ্বান্ দেবান্ যজতি, এতে বৈ বিশ্বে দেবা যৎ সর্বে দেবাঃ, তানেব তেন প্রীণাতি। অথ যদ্ দ্যাবাপৃথিব্যৌ যজতি, প্রতিষ্ঠে বৈ দ্যাবাপৃথিব্যৌ, প্রতিষ্ঠিত্যা এব। অথ যদ্ বাজিনো যজতি, পশবো বৈ বাজিনঃ, পশূনেব তেন প্রীণাতি। অথো ঋতবো বৈ বাজিনঃ, ঋতূনেব তেন প্রীণাতি। অথো ছন্দাংসি বৈ বাজিনঃ, ছন্দাংস্যেব তেন প্রীণাতি। অথো দেবাস্থা বৈ বাজিনঃ, অত্র দেবাঃ সাস্থা অতীষ্টাঃ প্রীতা ভবন্তি। অথ যৎ পরস্তাৎ পৌর্ণমাসেন যজতে তথা হাস্য পূর্বপক্ষে বৈশ্বদেবেনেষ্টং ভবতি ॥২০॥’

তারপর (যজমান) প্রথমে দেবতাদের মধ্যে অগ্নীষোমের উদ্দেশ্যে হবি প্রদান করবেন, কেন না অগ্নি ও সোম দেবতাদের মুখ (স্বরূপ)। (এইভাবে) মুখের দ্বারা অন্য (দেবতাদের) প্রীত করেন। অতঃপর তিনি সবিতৃদেবের উদ্দেশ্যে যাগ করেন। সবিতৃদেব হলেন তিনি যিনি তাপ দান করেন। এর দ্বারা তাঁকে প্রীত করেন। অতঃপর তিনি সরস্বতীর উদ্দেশ্যে যাগ করেন। সরস্বতী হলেন বাক্। এবং তিনি বাক্কে প্রীত করেন। অতঃপর যেহেতু পৃষণের উদ্দেশ্যে যাগ করেন, পৃষা যিনি তাপ প্রদান করেন। এবং এর দ্বারা তাঁকে প্রীত করেন। অতঃপর (তিনি) মরুৎদের

উদ্দেশ্যে যাগ করেন। স্বতবস মরুত্রা হলেন ভয়ঙ্কর, তাঁদেরকে প্রীত করেন যাগের দ্বারা। অতঃপর তিনি বিশ্বদেবদের উদ্দেশ্যে যাগ করেন, বিশ্বদেবরা হলেন তাঁরাই যাঁরা সর্ববেদ (এবং) এর দ্বারা তাঁদেরকে প্রীত করেন। অতঃপর যেহেতু দ্যাবাপৃথিবীর উদ্দেশ্যে যাগ করেন, এবং দ্যাবাপৃথিবী প্রতিষ্ঠাস্বরূপ এবং প্রতিষ্ঠালাভ হয়। অতঃপর যেহেতু অশ্বদের উদ্দেশ্যে যাগ করেন, এবং অশ্ব হল পশু, সেহেতু তার দ্বারা পশুকেই প্রীত করেন। অশ্ব হল ঋতুসকলের (স্বরূপ)। তার দ্বারা তিনি ঋতুসকলকে প্রীত করেন। বাজীরা (অশ্ব) হল ছন্দসমূহের স্বরূপ। তার দ্বারা অতএব তিনি ছন্দসকলকে প্রীত করেন। বাজীরা হল দেবাস্বসমূহ। এখানে দেবতারা অতীষ্ট অশ্বযুক্ত হয়ে প্রীতি লাভ করেন। অতঃপর পরে যেহেতু তিনি পূর্ণমাস যাগের অনুষ্ঠান করেন, সেহেতু তার দ্বারা তিনি মাসের পূর্বপক্ষের অনুষ্ঠানে বৈশ্বদেব পর্বের অনুষ্ঠান করেন। ॥২০॥

১. তুলনীয় পাঠ—কৌ.ব্রা. ৫.২

এখানে চাতুর্মাস্যের বৈশ্বদেবপর্ব উল্লিখিত হয়েছে। পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য।

বৈশ্বদেবেন বৈ প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। তাঃ সৃষ্টা অপ্রসূতা বরুণস্য যবান্ জক্ষুঃ। তা বরুণো বরুণপাশৈঃ প্রত্যবধাৎ। তাঃ প্রজাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোপাবদন্—উপ তং যজ্ঞক্রতুং জানীহি, যেনেঙ্গা বরুণমপ্রীণাৎ। স প্রীতো বরুণঃ। বরুণপাশেভ্যঃ সর্বস্মাচ্চ পাপ্মনঃ সংপ্রমুচ্যন্ত ইতি। তত এতং প্রজাপতির্যজ্ঞক্রতুমপশ্যদ্ বরুণপ্রঘাসান্। তমাহরৎ। তেনাযজত। তেনেঙ্গা বরুণমপ্রীণাৎ। স প্রীতো বরুণো বরুণপাশেভ্যঃ সর্বস্মাচ্চ পাপ্মনঃ প্রজাঃ প্রামুঞ্চৎ। প্র হ বা এতস্য প্রজা বরুণপাশেভ্যঃ সর্বস্মাচ্চ পাপ্মনো মুচ্যন্তে, য এবং বেদ। অথ যদগ্নিং প্রণয়ন্তি, যমেবামুং বৈশ্বদেবে মস্থন্তি, তমেব তৎ প্রণয়ন্তি। যন্ মথ্যতে তস্যোক্তং ব্রাহ্মণম্। অথ যৎ সপ্তদশ সামিধেন্যঃ সদ্বন্তাবাজ্যভাগৌ বিরাজৌ সংযাজ্যে, তেষামুক্তং ব্রাহ্মণম্। অথ যৎ নব প্রযাজা নবানুযাজা নবৈতানি হবীংষি, সমানানি ত্বেব পঞ্চং সংচরাগি হবীংষি ভবন্তি পৌষগান্তানি, তেষামুক্তং ব্রাহ্মণম্ ॥২১॥

বৈশ্বদেব-পর্বের দ্বারা প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন। তারা (প্রজারা) সৃষ্ট হয়ে বরুণের যবসমূহ খেয়ে ফেলেছিল। বরুণ তাদেরকে বরুণপাশের দ্বারা বদ্ধ করেন। সেই প্রজারা পিতা প্রজাপতির কাছে গিয়ে নিবেদন করল—‘তুমি কী সেই প্রকার যজ্ঞক্রতু জান, যার দ্বারা যাগ করে বরুণকে প্রীত করব’? বরুণ প্রীত হলে তারা বরুণপাশ থেকে, সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়। সেহেতু প্রজাপতিই যজ্ঞক্রতুকে দেখেছিলেন। বরুণপ্রঘাসকে। তাকে আহরণ করেছিলেন। তার দ্বারা ইষ্টি করে বরুণকে প্রীত করেছিলেন। তাতে প্রীত বরুণ বরুণপাশ থেকে সকল পাপী প্রজাকে মুক্ত করেছেন। যে এরূপ জানে তার প্রজারা বরুণপাশ থেকে সকল পাপ থেকে মুক্ত

হয়। অতঃপর তাঁরা অগ্নিপ্রণয়ন করেন। বৈশ্বদেবপর্বে সেই অগ্নিকে মন্তন করেন এবং তাকে (পুনঃ) প্রণয়ন করেন যাকে মন্তন করেন—সেকথা ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে। অতঃপর যে সপ্তদশ সামিধেনী, অস্তিত্বযুক্ত আজ্যভাগদ্বয়, বিরাট্ছন্দোদ্বয়, এবং সংযাজ্য, তাদের কথা ব্রাহ্মণে উক্ত হয়েছে। পুনরায় যে নব প্রযাজ, নব অনুযাজ, নব হবিসমূহ, এবং পঞ্চ সহচারী সমান হবি বিদ্যমান, যা পুষণের, তাদের কথা ব্রাহ্মণে বলে হয়েছে। ॥২১॥

১. তুলনীয় পাঠ- কৌ. ব্রা. ৫.৩। এখানে পূর্ব ব্রাহ্মণের কথা উল্লেখ করে কী কৌ.ব্রা. এর কথা বলা হচ্ছে?
কেননা কৌষীতকি ব্রা. এর নাম অন্যত্র এ ব্রাহ্মণ উল্লেখ করেছে।

অথ যদৈন্দ্রাগ্নৌ দ্বাদশকপালো ভবতি, বলং বৈ তেজ ইন্দ্রাগ্নী, বলমেব তৎ তেজসি প্রতিষ্ঠাপয়তি। অথ যদ্ বারুণ্যামিক্ষা, ইন্দ্র বৈ বরুণঃ, স উ বৈ পয়োভাজনঃ, তস্মাদ্ বারুণ্যামিক্ষা। অথ যদ্ মারুতী পয়স্যা, অক্ষু বৈ মরুতঃ শ্রিতাঃ, আপো হি পয়ঃ। অথেন্দ্রস্য বৈ মরুতঃ শ্রিতাঃ। ইন্দ্রং পয়ঃ, তস্মাদ্ মারুতী পয়স্যা। অথ যৎ কায় এককপালঃ, প্রজাপতির্বৈকঃ, প্রজাপতেরাষ্ট্র্যে। অথো সুখস্য বা এতদ্ নামধেয়ং কমিতি। সুখমেব তদধ্যাত্বন্ ধত্তে। অথ যদ্ মিথুনৌ গাবৌ দদাতি, তৎ প্রজাত্যৈ রূপম্। উক্থ্যা বাজিনঃ। অথ যদক্ষু বরুণং যজতি, স্ব এবৈনং তদায়তনে প্রীণাতি। অথ যৎ পরস্তাৎ পৌর্ণমাসেন যজতে, তথা হাস্য পূর্বপক্ষে বরুণপ্রঘাসৈরিষ্টং ভবতি ॥২২॥

অতঃপর দ্বাদশকপাল ঐন্দ্রাগ্নি পুরোডাশ প্রদত্ত হয়। বলই হল তেজ যা ইন্দ্র এবং অগ্নি (স্বরূপ)। বলকে তিনি তেজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। অতঃপর যা বারুণী আমিক্ষা (ঘোল), ইন্দ্র ও বরুণ সেই পয়োভাক্। সেহেতু বারুণী আমিক্ষা প্রদত্ত হয়। অতঃপর মরুতের উদ্দেশে প্রদত্ত হয় পয়ঃ। মরুৎ জলেই থাকেন। পয়ঃ (দুগ্ধ?) ই হল জল। সেহেতু ইন্দ্রের মরুদ্গণ সেখানে আশ্রিত থাকেন। দুগ্ধ হল ইন্দ্রের, দুগ্ধজাত (দ্রব্য) হল মরুতের। অতএব যা কায় (অর্থাৎ প্রাজাপত্য), এককপাল (পুরোডাশ); প্রজাপতি হলেন 'ক', তা প্রজাপতিত্বলাভের হেতু। অতঃপর 'ক' হল সুখের নাম, এবং এর দ্বারা সুখকে আত্মমধ্যে ধারণ করে। অতঃপর যেহেতু সে মিথুন গোদ্বয় (গাভী ও ষণ্ড) প্রদান করে, তা প্রজাপ্রাপ্তির নিমিত্ত। উক্থ (ঋক্) বলস্বরূপ। (বলবান সন্তান লাভের কারণ?) জল দ্বারা যখন বরুণের উদ্দেশে যাগ করেন, সেহেতু তিনি নিজের গৃহকে প্রীত করেন। অতঃপর তিনি পূর্ণমাসযাগ অনুষ্ঠান করেন, মাসের পূর্বপক্ষে এবং এর দ্বারা তাঁর বরুণপ্রঘাসপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ॥২২॥

১. বরুণপ্রঘাস চাতুর্মাস্য যাগের একটি পর্ব। পরিশিষ্ট গ্রন্থব্যা।

২. 'ক' শব্দের অর্থ যে প্রজাপতি, তা যেমন তৈ.সং. এ আছে, এখানেও তার বর্ণনা পাচ্ছি।

৬. তুলনীয় পাঠ কৌ. ব্রা. ৫.৪

এখানে চাতুর্মাস্যযোগের বরুণপ্রদাসপর্বের কথা বলা হয়েছে।

ঐন্দ্রো বা এষ যজ্ঞক্রতুঃ সাকমেধাসঃ। তদ্ যথা মহারাজঃ পুরস্তাৎ সৈনানীকানি
বুহ্যভয়ং পছানমম্বিয়াদ, এবমেবৈতৎ পুরস্তাদ্ দেবতা যজতি। তদ্ যথৈবাদঃ সোমস্য মহাব্রতম,
এবমেবৈতদিষ্টিমহাব্রতম। অথ যদগ্নিমনীকবন্তং প্রথমং দেবতানাং যজতি, অগ্নির্বে দেবানাং
মুখং, মুখত এব তদ্ দেবান্ প্রীণাতি। অথ যদ্ মাধ্যদিনে মরুতঃ সাংতপনান্ যজতি, ইন্দ্রো বৈ
মরুতঃ সাংতপনাঃ, ইন্দ্রঃ মাধ্যদিনঃ, তস্মাদেতানিদ্বেগোপসংহিতান্ যজতি। অথ যৎ সায়ং
গৃহমেধীয়েন চরন্তি, পুষ্টিকর্ম বৈ গৃহমেধীয়াঃ, সায়ং পোষঃ পশুনাং, তস্মাৎ সায়ং গৃহমেধীয়েন
চরন্তি। অথ যচ্ছ্চৈ ভূতে গৃহমেধীয়াস্য নিক্কাশমিশ্রেণ পূর্ণদর্বেণ চরন্তি, পূর্বেদ্যুঃ কর্মণৈবৈতৎ
প্রাতঃ কর্মোপসংতন্তি। অথ যৎ প্রাতর্মরুতঃ ক্রীড়িনো যজতি, ইন্দ্রো বৈ মরুতঃ ক্রীড়িনঃ,
তস্মাদেতানিদ্বেগোপসংহিতান্ যজতি। অথ যদগ্নিঃ প্রণয়ন্তি, যমেবামুং বৈশ্বদেবে মম্বন্তি, তমেব
তৎ প্রণয়ন্তি। যদ্ মথ্যতে, তস্যোক্তং ব্রাহ্মণম্। অথ যৎ সপ্তদশ সামিধেন্যঃ সদন্তাবাজ্যভাগৌ
বিরাজৌ সংযাজ্যে, তেষামুক্তং ব্রাহ্মণম্। অথ যদ্ নব প্রযাজা নবানুযাজা অষ্টৌ হবীংষি
সমানানি ত্বেব ষট্ সংচারাণি হবীংষি ভবন্ত্যেদ্রাগ্নান্তানি, তেষামুক্তং ব্রাহ্মণম্। অথ যদ্
মহেন্দ্রমন্ততো যজতি, অন্তঃ বৈ শ্রেষ্ঠী ভজতে, তস্মাদেনমন্ততো যজতি। অথ যদ্ বৈশ্বকর্মণ
এককপালঃ, অসৌ বৈ বিশ্বকর্মা যোহসৌ তপতি, এতমেব তেন প্রীণাতি। অথ যদ্দৃষভং দদাতি,
ঐন্দ্রো হ যজ্ঞক্রতুঃ^১ ॥২৩॥

সাকমেধপর্ব হল ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যজ্ঞক্রতু। যেমন কোনও মহারাজ তাঁর সামনে সেনাসমূহের
একটি ব্যূহ নির্মাণ করে পথে এগিয়ে চলেন নির্ভয়ে, তেমনি (যজমান) ঐকে (ইন্দ্রকে) সামনে
রেখে (অন্য) দেবতাদের উদ্দেশ্যে যাগ করেন। যেমন সোমযোগে থাকে মহাব্রত। তেমনি এখানে
একটি ইষ্টি থাকে মহাব্রত নামে। অতঃপর যেহেতু সেনানীযুক্ত অগ্নির উদ্দেশ্যে দেবতাদের মধ্যে
প্রথম যাগ করেন; অগ্নি দেবতাদের মুখ; এবং মুখের দ্বারাই দেবতাদেরকে প্রীত করেন।

অতঃপর মাধ্যদিনে (সবনে) তিনি মরুতের উদ্দেশ্যে সান্তপনসূক্ত দ্বারা যাগ করেন, ইন্দ্র ও
মরুত্রা হলেন সান্তপন, মাধ্যদিন (সবন) হল ইন্দ্রের। সেহেতু তিনি ইন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে
যাগ করেন। অতঃপর তাঁরা গৃহমেধীয় যাগ সায়ংকালে অনুষ্ঠান করেন, গৃহমেধীয় যাগ পুষ্টিকর্মের
স্বরূপ; সন্ধ্যাকাল পশুদের পোষণসময় (বৃদ্ধির?)। সেহেতু সন্ধ্যাকালে গৃহমেধীয়দ্বারা যাগ
করবেন।

অতঃপর পরদিন তাঁরা পূর্ণচমস নিক্কাশমিশ্রিত (পুরোডাশ) নিয়ে গৃহমেধীয় কার্যে অগ্রসর
হন, তখন পূর্বদিনের কর্ম দ্বারা প্রাতঃকর্মের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। অতএব যেহেতু

প্রাতঃকালে ক্রীড়াশীল মরুৎদের উদ্দেশে যাগ করেন; ইন্দ্র হলেন ক্রীড়াশীল মরুৎ, এর দ্বারা ইন্দ্রের সঙ্গেই সংযুক্ত হন। তাতে অগ্নিকে প্রণয়ন করেন, যাতে বৈশ্বদেবপর্বে মস্থন করেন। তাকেই সেখানে প্রণয়ন করেন, যাকে মস্থন করেন—একথাই ব্রাহ্মণে উক্ত হয়।

অতঃপর সপ্তদশ সামিধেনীমন্ত্র। সন্ধান্ আজ্যভাগদ্বয়, বিরাট্ ছন্দে সংযাজ্য। এদের সবার কথা ব্রাহ্মণে উক্ত হয়েছে। এতে যে নয়টি প্রযাজ, নয়টি অনুযাজ, আটটি সমান হবি; ছয়টি সহচর হবি, ঐন্দ্রসান্তপন যাগে (প্রয়োজন)। তাদের কথা ব্রাহ্মণে উক্ত হয়। অতঃপর শেষে মাহেন্দ্রযাগ করা হয়। শ্রেষ্ঠজন অন্তিমজনকেই ভজনা করে। সেহেতু একে শেষেই নিবেদন করা হয়। অতঃপর যে বৈশ্বকর্ম এককপাল পুরোডাশ; বিশ্বকর্মাৎকেই এতে তৃপ্ত করেন। এর দ্বারা তাঁকেই প্রীত করা হয়, অতঃপর এতে যেহেতু ঋষভ দান করা হয়, তা ঐন্দ্রযজ্ঞক্রতু হিসেবেই (গণ্য) হয়। ॥২৩॥

১. তুলনীয় পাঠ-কৌ. ব্রা. ৫.৫

এখানে চাতুর্মাস্য যাগের সাকমেধপর্বের কথা বলা হয়েছে।

অথ যদপরাহ্নে পিতৃযজ্ঞেন চরন্তি, অপরাহ্নভাজো বৈ পিতরঃ, তস্মাদপরাহ্নে পিতৃযজ্ঞেন চরন্তি। তদাভঃ—যদপরপক্ষভাজো বৈ পিতরঃ কস্মাদেনান্ পূর্বপক্ষে যজন্তীতি? দেবা বা এতে পিতরঃ, তস্মাদেনান্ পূর্বপক্ষে যজন্তীতি। অথ যদেকাং সামিধেনীং ত্রিরন্বাহ, সকৃদু হ বৈ পিতরঃ, তস্মাদেকাং সামিধেনীং ত্রিরন্বাহ। অথ যদ্ যজমানস্যার্ষেয়ং নাহ নেদ্ যজমানং প্রবৃণজানীতি। অথ যৎ সোমং পিতৃমন্তং পিতৃন্ বা সোমবতঃ পিতৃন্ বর্হিষদঃ পিতৃনগ্নিষ্মাত্তান্ ইত্যাবাহয়তি। ন হৈকে স্বং মহিমানমাবাহয়ন্তি যজমানস্যৈষ মহিমেতি বদন্তঃ। আবাহয়েদিতিত্বেব স্থিতম্। অগ্নেহ্যেয মহিমা ভবতি। ওং স্বধা ইত্যাপ্রাবয়তি। অস্তু স্বধা ইতি প্রত্যাশ্রাবয়তি। স্বধাকারো হি পিতৃণাম্। অথ যৎ প্রযাজানুযাজেভ্যো বর্হিষ্মন্তাবুদ্ধরতি, প্রজা বৈ বর্হিঃ, নেৎ প্রজাং পিতৃষু দধানীতি। তে বৈ ষট্ সংপদ্যন্তে। ষড্ বা ঋতবঃ। ঋতবঃ পিতরঃ। পিতৃণামাপ্ত্যে ॥২৪॥’

অতঃপর অপরাহ্নে পিতৃযজ্ঞের দ্বারা অগ্রসর হন; পিতারা অপরাহ্নভোজী; সেহেতু অপরাহ্নে তাঁরা পিতৃযজ্ঞের দ্বারা প্রসারিত হন (অর্থাৎ পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন)। এ প্রসঙ্গে বলা হয়—‘পিতারা অপরপক্ষভাক্। কেন তাহলে এঁদের উদ্দেশে মাসের পূর্বপক্ষে যাগ করা হয়’? (উত্তরে বলা হয়)—এই পিতারা হলেন দেবস্বরূপ, সেহেতু এঁদের উদ্দেশে মাসের পূর্বপক্ষে (পূর্ণমাসী পক্ষে) যাগ করা হয়। অতঃপর যখন একটি সামিধেনী (ঋক্) তিনবার (হোতা) আবৃত্তি করেন; পিতারা একবারই (পিতৃত্ব অর্জন করেন)। অতএব একটিই সামিধেনী (ঋক্)

তিনবার (হোতা) আবৃত্তি করেন। অতঃপর তিনি যজমানের ঋষিসম্বন্ধীয় কিছু আবৃত্তি করেন না কেননা সে মনে করে যে যজমানকে হিংসা করবে না। অতঃপর যেহেতু পিতৃমান (পিতৃতুল্য) সোমকে অথবা সোমবান পিতৃগণকে কুশাসনে 'পিতৃনগ্নি' ইত্যাদি (মন্ত্রদ্বারা) আহ্বান করেন। কেউ কেউ নিজের মহিমাকে আহ্বান (স্বীকার) করে না 'এ যজমানের মহিমা—' এই বলে। কিন্তু আহ্বান করতে হবে এই হল নিয়ম। অগ্নিরই এই মহিমা। 'ওম্ স্বধা' ইত্যাদি বলে তিনি (অধ্বর্যু) আশ্রাবণ করেন। 'অস্তু স্বধা' বলে (আগ্নীধ্র) প্রত্যাশ্রাবণ করেন। পিতৃগণের জন্য স্বধাকার। অতঃপর যেহেতু তিনি (হোতা) প্রযাজ— অনুযাজসমূহ থেকে দুটি বর্হিগ্নান (ঋক্) উদ্ধৃত করেন, তিনি মনে করেন বর্হি প্রজাতুল্য। প্রজাকে পিতৃগণের মধ্যে দান করেন না— এরূপ বলা হয়। তারা (বর্হিরা) হল সংখ্যায় ছয়। ঋতুর (সংখ্যা) হল ছয়। পিতারা হলেন ঋতু। সেজন্য পিতৃগণকে তৃপ্তির নিমিত্ত (ঋতুযাগ)। ॥২৪॥

১. তুলনীয় পাঠ: কৌ. ব্রা. ৫.৬-৭।

শত. ব্রা. ২.৬.১.২২।

অথ যজ্ঞীবনবন্তাবাজ্যভাগৌ ভবতো যজমানমেব তজ্ঞীবয়তি। অথ যদেকৈকস্য হবিষস্তিস্তিস্রো যাজ্য ভবন্তি, হুয়তোবৈনান্ প্রথময়া, দ্বিতীয়য়া গময়তি, ত্রৈব তৃতীয়য়া যচ্ছতি। অথো দেবযজ্ঞমেবৈতৎ পিতৃযজ্ঞেন ব্যাবর্তয়তি। অথো দক্ষিণাসংস্থো বৈ পিতৃযজ্ঞঃ। তমেবৈতদুদসংস্থং কুর্বন্তি। অথ যদগ্নিঃ কব্যবাহনমন্ততো যজতি, এতৎ স্টিষ্টকৃতো বৈ পিতরঃ, তস্মাদগ্নিঃ কব্যবাহনমন্ততো যজতি। অথ যদিড়ামুপহুয়াবঘ্রায় ন প্রাপ্নন্তি, পশবো বা ইড়া, নেৎ পশূন্ প্রবৃণজানীতি। অথ যৎ সূক্তবাকে যজমানস্যশিষোহন্বাহ, নেদ্ যজমানং প্রবৃণজানীতি। অথ যৎ পত্নীং ন সংযাজয়ন্তি, নেৎ পত্নীং প্রবৃণজানীতি। অথ যৎ পবিত্রবতি মার্জয়ন্তে, শান্তির্বৈ ভেষজমাপঃ, শান্তিরেবৈষা ভেষজমন্ততো যজ্ঞে ক্রিয়তে। অথ যদধ্বর্যুঃ পিতৃভ্যো নিপৃণাতি, জীবানেব তৎ পিতৃননু মনুষ্যাঃ পিতরোহনুপ্রবহন্তি। অথো দেবযজ্ঞমেবৈনং পিতৃযজ্ঞেন ব্যাবর্তয়ন্তি। অথো দক্ষিণাসংস্থো বৈ পিতৃযজ্ঞঃ, তমেবৈতদুদসংস্থং কুর্বন্তি। অথ যৎ প্রাঞ্চো-
হুয়ৎক্রম্যাদিত্যমুপতিষ্ঠন্তে, দেবলোকো বা আদিত্যঃ, পিতৃলোকঃ পিতরঃ, দেবলোকমেবৈতৎ পিতৃলোকাদুপসংক্রামন্তীতি। অথ যদ্ দক্ষিণাঞ্চোহুয়ৎক্রম্যাগ্নীনুপতিষ্ঠন্তে, প্রীত্যেব তদ্ দেবেষ্বন্ততোহর্ধং চরন্তি। অথ যদুদঞ্চোহুয়ৎক্রম্য ত্রৈয়ংবকৈর্যজন্তে, রুদ্রমেব তৎ স্বস্যাং দিশি প্রীণন্তি। অথো দেবযজ্ঞমেবৈতৎ পিতৃযজ্ঞেন ব্যাবর্তয়ন্তি। অথো দক্ষিণাসংস্থো বৈ পিতৃযজ্ঞঃ, তমেবৈতদুদসংস্থং কুর্বন্তি। অথ যদন্তত আদিত্যেষ্ঠ্যা যজতি, ইয়ং বা অদিতিঃ, অস্যামেবৈনমন্ততঃ প্রতিষ্ঠাপয়তি। অথ যৎ পরস্তাৎ পৌর্ণমাসেন যজতে, তথা হাস্য পূর্বপক্ষে সাকমেধৈরিষ্টং ভবতি ॥২৫॥

অতঃপর সেখানে প্রাণবান আজ্যভাগদ্বয় বর্তমান যা যজমানকে বাঁচিয়ে রাখে। অতঃপর সেখানে একটি হবির তিনটি যাজ্য থাকে। প্রথমটির দ্বারা (পিতৃগণকে) আহ্বান করেন, দ্বিতীয়ের দ্বারা গমন করান, তৃতীয়টির দ্বারা প্রদান করেন। অতঃপর দেবযজ্ঞকে তিনি পিতৃযজ্ঞে ব্যবর্তিত করেন। পিতৃযজ্ঞ হল দক্ষিণ দিকস্থ। তিনি তাকে উত্তরদিকে স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি কব্যবাহন অগ্নিকে অস্ত্রে যজ্ঞে আহুতি দেন, এবং পিতৃগণ হলেন স্থিষ্টকৃদ্ যাগ (যা যাগশেষেই অনুষ্ঠিত হয়)। কব্যবাহন অগ্নিকে সেহেতু শেষেই আহুতি দেন। অতঃপর তিনি ইড়াকে আহ্বান করে আঘ্রাণ করেও ভক্ষণ করেন না। ইড়া হলো পশু (তুল্য)। পশুকে হত্যা করা হয় না (অর্থাৎ হত্যা করলেও ভক্ষণ করা হয় না)। অতঃপর যেহেতু সূক্তবাক্ (আবৃত্তিতে) (হোতা) যজমানের আশিস প্রার্থনা করেন; সেহেতু যজমানকে (অগ্নিতে) মৃত্যু বরণ করতে হয় না। যেহেতু পত্নীসংযাজ করেন না সেহেতু পত্নীকে হনন করতে হয় না (পত্নী মৃত্যু বরণ করেন না)। অতঃপর যেহেতু পূত মার্জনা বারি দ্বারা মার্জিত করেন; যেহেতু ভেষজবারি হল শান্তি (স্বরূপ), অতএব যজ্ঞে ভেষজকে শেষে আহুতি দেন। অতএব যেহেতু অধ্বর্যু পিতৃগণকে প্রীত করেন; মনুষ্য পিতারা ঐ পিতৃগণের পিছন পিছন জীবগণকে (পরবর্তী প্রজন্মকে) অনুবাহিত করেন। তাঁরা দেবযজ্ঞকে পিতৃযজ্ঞের দ্বারা পৃথক করেন। দক্ষিণ দিকে পিতৃযজ্ঞের অবস্থান, তাকে উত্তর দিকবর্তী করেন। অতঃপর পূর্বদিকবর্তী হয়ে তিনি সূর্যকে উপাসনা করেন; আদিত্য হল দেবলোক। পিতারা পিতৃলোক। (এভাবে) পিতৃলোক থেকে (পিতৃগণ) দেবলোকে গমন করেন। অতঃপর দক্ষিণদিকে অবস্থান করে তাঁরা অগ্নির উপাসনা করেন। সেহেতু দেবতাদের মধ্যে তাঁরা (পিতৃগণ) প্রীতিযুক্ত হয়েই শেষে উর্ধ্ব বিচরণ করেন। অতঃপর উত্তরদিকে অবস্থান করে তাঁরা যখন ত্র্যম্বকযাগ করেন, তখন রুদ্রকেই তাঁর দিকের দ্বারা প্রীত করেন। অতএব এই দেবযজ্ঞই যা পিতৃযজ্ঞের দ্বারা ব্যবর্তিত করা হয়। অতঃপর যা দক্ষিণদিকস্থ পিতৃযজ্ঞ তাঁকে উত্তরদিকবর্তী করেন। অতঃপর শেষে যখন আদিত্যোষ্টি করেন; আদিত্যই ইষ্টিস্বরূপ; অস্ত্রে অদিতির উপর যজমানকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অতঃপর পরে যেহেতু পৌর্ণমাসী যাগ করেন, সেহেতু মাসের পূর্বপক্ষে তিনি সাকমেধ যাগের অনুষ্ঠান করেন। ॥২৫॥

১. তুলনীয় কৌ.ব্রা. ৫.৭; বৈ সূ. ৯.১

ত্রয়োদশং বা এতং মাসমাপ্নোতি যচ্ছুনাসীর্যেণ যজতে। এতাবান্ বৈ সংবৎসরো যাবানেষ ত্রয়োদশো মাসঃ। অথ যদিগ্নিং প্রণয়ন্তি যমেবামুং বৈশ্বদেবে মন্বন্তি, তমেব তৎ প্রণয়ন্তি। যদ্ মথ্যতে, তস্যোক্তং ব্রাহ্মণম্। যদ্যু ন মথ্যতে, পৌর্ণমাসমেব তন্ত্রং ভবতি, প্রতিষ্ঠা বৈ

পূর্ণমাসং, প্রতিষ্ঠিতা এবা। অথ যদ্ বায়ুং যজতি, প্রাণো বৈ বায়ুঃ, প্রাণমেব তেন প্রীণাতি। অথ যচ্ছুনাসীরং যজতি, সংবৎসরো বৈ শুনাসীরঃ, সংবৎসরমেব তেন প্রীণাতি। অথ যৎ সূর্যং যজতি, অসৌ বৈ সূর্যো যোহসৌ তপতি, এতমেব তেন প্রীণাতি। অথ যচ্ছবেতাং দক্ষিণাং দদাতি, এতস্যেব তদ্ রূপং ক্রিয়তে। অথ যৎ প্রায়শ্চিত্তপ্রতিনিধিঃ কুব্ধি, স্বস্ত্যয়নমেব তৎ কুব্ধি, যজ্ঞস্যেব শান্তির্যজমানস্য ভৈষজ্যায়। তৈর্বা ঐতশ্চাতুর্মাসৈর্দেবাঃ সর্বান্ কামানাপ্নুবং সর্বা ইষ্টীঃ সর্বমমৃতত্বম্। স বা এষ প্রজাপতিঃ সংবৎসরশ্চতুর্বিংশো যচ্চাতুর্মাস্যানি। তস্য মুখমেব বৈশ্বদেবঃ বাহু বরুণপ্রঘাসাঃ, প্রাণোহপানো ব্যান ইত্যেতান্তিষ্র ইষ্টয়ঃ, আত্মা মহাহবিঃ, প্রতিষ্ঠা শুনাসীরম্। স বা এষ প্রজাপতিরেব সংবৎসরো যচ্চাতুর্মাস্যানি। সর্বং বৈ প্রজাপতিঃ। সর্বং চাতুর্মাস্যানি। ত সর্বেণৈব সর্বমাপ্নোতি য এবং বেদ, যশ্চৈবং বিদ্বাংশ্চাতুর্মাসৈর্যজতে, চাতুর্মাসৈর্যজতে ॥২৬॥

॥ ইত্যর্থববেদে গোপথব্রাহ্মণোত্তরভাগে প্রথমঃ প্রপাঠকঃ ॥

তিনি যেহেতু শুনাসীর্য যাগের অনুষ্ঠান করেন, সেহেতু তিনি ত্রয়োদশ মাসকে লাভ করেন। ত্রয়োদশ মাস হল সংবৎসর। অতঃপর যেহেতু তিনি অগ্নি-প্রণয়ন করেন বৈশ্বদেব (পর্বে), সেহেতু সেখানে তিনি তাকেই (অগ্নিকে) প্রণয়ন করেন যা মথিত হয়, তার কথাই ব্রাহ্মণে উক্ত হয়েছে। যদি মথিত না হয় তাহলে তা পূর্ণমাসযাগের তন্ত্র (প্রকৃতি) হিসেবে গৃহীত হয়। পূর্ণমাস যাগ প্রতিষ্ঠা (স্বরূপ); প্রতিষ্ঠার নিমিত্তই (এই যাগ অনুষ্ঠিত হয়)। অতঃপর যেহেতু বায়ু-যাগ করেন; বায়ু হল প্রাণ, সেহেতু প্রাণকেই তিনি প্রীত করেন। অতঃপর যখন শুনাসীর যাগ করেন; শুনাসীর হলো সংবৎসর, তখন তিনি সংবৎসরকেই প্রীত করেন। অতঃপর যেহেতু তিনি সূর্য-যাগ করেন; সূর্য যে তাপদান করে, তাঁর দ্বারা তাঁকেই (সূর্যকেই) তিনি প্রীত করেন। অতঃপর যেহেতু তিন সাদা গরু দক্ষিণা দেন, তাতে যজমানের রূপ উৎপন্ন হয়। অনন্তর যেহেতু তাঁরা বিকল্প হিসাবে প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করেন, সেহেতু তাঁরা যজ্ঞশান্তির নিমিত্ত যজমানের ভৈষজ্য হিসাবেই স্বস্ত্যয়ন-এর অনুষ্ঠান করেন। এই চাতুর্মাস্যের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবতারা সমস্ত কাম্যবস্তু, সকল ইষ্টি ও সকল অমৃতত্বকে লাভ করেছিল। তিনি হলেন প্রজাপতি চতুর্বিংশ পক্ষবিংশিষ্ট সংবৎসররূপ যা চাতুর্মাস্যানুষ্ঠান। এর (চাতুর্মাস্যের) মুখ হল বৈশ্বদেব। বাহুদ্বয় হল বরুণপ্রঘাস; প্রাণ, অপান, ও ব্যান বায়ুসমূহ হল ইষ্টিত্রয়। আত্মা হল মহাহবি এবং প্রতিষ্ঠা হল শুনাসীর। সংবৎসর প্রজাপতি হল চাতুর্মাস্যসকল। প্রজাপতিই হলেন সবকিছু। চাতুর্মাস্য হল

সবকিছু। সবকিছুর দ্বারা সবকিছুকেই তিনি লাভ করেন, যিনি এরূপ জানেন, এবং এরূপ জেনে চাতুর্মাস্য যাগ করেন, চাতুর্মাস্য যাগ করেন। ॥২৬॥

অথর্ববেদীয় গোপথব্রাহ্মণে উত্তর ভাগে প্রথম প্রপাঠক সমাপ্ত।

১. তুলনীয়— কৌ. ব্রা. ৫.৮.

এখানে চাতুর্মাস্য যাগের শুনাসীরীয় পর্বের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কণ্ডিকা ১৯-২৬ পর্যন্ত চাতুর্মাস্য যাগের বর্ণনা পাচ্ছি।

উত্তরভাগ

দ্বিতীয় প্রপাঠক

ওম্। মাংসীয়ন্তি বা আহিতাগ্নেরগ্নয়ঃ। ত এনমেবাগ্নেহভিধ্যায়ন্তি যজমানম্। য এতমৈন্দ্রাগ্নং পশুং ষষ্ঠে ষষ্ঠে মাস আলভতে, তেনৈবেন্দ্রাগ্নিভ্যাং গ্রসিতমাত্মানং নিরবদয়তে। আয়ুষ্কাম আলভতে, প্রাণাপানৌ বা ইন্দ্রাগ্নী, প্রাণাপানাবেবাত্মনি ধত্তে, আয়ুস্মান্ ভবতি। প্রজাকাম আলভতে, প্রাণাপানৌ বা ইন্দ্রাগ্নী, প্রাণাপানৌ প্রজা অনুপ্রজায়ন্তে, প্রজাবান্ ভবতি। পশুকাম আলভতে, প্রাণাপানৌ বা ইন্দ্রাগ্নী, প্রাণাপানৌ পশবোহনুপ্রজায়ন্তে পশুমান্ ভবতি। যামং শুকহরিতম্ আলভতে শুষ্ঠং বা যঃ কাময়েতানাময়ঃ পিতৃলোকে স্যামিতি। এতেন হ বৈ যমোহমুষ্ণিল্লোকে আর্কোৎ। পিতৃলোক এবার্কোতি। ত্বাষ্ট্রং বড়বমালভতে প্রজাকামঃ, প্রজাপতির্বৈ প্রজাঃ সিসৃক্ষমাণঃ স দ্বিতীয়ং মিথুনং নাবিন্দৎ। স ত্বাষ্ট্রং বড়বমপশ্যৎ। ত্বষ্টা হি রূপাণাং প্রজনয়িতা। তেন প্রজা অসৃজত। তেন মিথুনমবিন্দৎ। প্রজাবান্ মিথুনবান্ ভবতি য এবং বেদ, যশ্চৈবং বিদ্বানেতমালভতে। যোনীন্ বা এষ কাম্যান্ পশূনালভতে, যোহনিষ্ট্বৈন্দ্রাগ্নেন কাম্যং পশুমালভত ইষ্ট্বালভ্তঃ সমৃদ্ধৌ ॥১॥

আহিতাগ্নি ব্যক্তির অগ্নিসমূহ মাংস ইচ্ছা করেন। সেই (অগ্নিসমূহ) যজমানকে অগ্নে বিশেষরূপ স্থাপন করেন, সেই যজমান প্রতি ষষ্ঠমাসে ঐন্দ্রাগ্ন পশু আলভন্তন (বধ) হত্যা করে। এইভাবে সে ইন্দ্রাগ্নী দ্বারা গ্রসিত আত্মাকে মুক্ত করে (নিরবদয়তে)। আয়ুষ্কাম ব্যক্তি (পশু) আলভন্তন করবেন। ইন্দ্রাগ্নী প্রকৃতপক্ষে প্রাণ ও অপান (বায়ুদ্বয়)। প্রাণ ও অপান (বায়ুদ্বয়) আত্মাকে ধারণ করে, (যজমান) আয়ুস্মান হয়। যিনি প্রজা কামনা করবেন তিনি (পশু) আলভন্তন করবেন। ইন্দ্রাগ্নী হল প্রাণ ও অপান (বায়ুদ্বয়)। প্রাণ ও অপান বায়ু (সাধনের পরই) প্রজা জন্মগ্রহণ করে। (যজমান) প্রজাযুক্ত হয়। (যজমান) পশুকাম হলে (পশু) আলভন্তন করবেন। ইন্দ্র ও অগ্নি হলেন প্রাণ ও অপান (বায়ুদ্বয়)। প্রাণ ও অপান বায়ু (সাধনের পরই) পশুরা জন্মলাভ করে। (যজমান) পশুমান হন যিনি সুস্বাস্থ্য কামনা করবেন এবং পিতৃলোক ইচ্ছা করবেন (সেই যজমান) একটি শুকহরিত (সবুজ শুক পক্ষী) কিংবা শুষ্ঠ (শ্বেতবর্ণ গো) বধ করবেন। এই হেতু যম এইলোকে এবং অন্যলোকে প্রতিপত্তি লাভ করেন। যে যজমান প্রজাকামী, তিনি ত্বষ্টার অশ্বকে হত্যা করবেন। প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টি করতে ইচ্ছুক হয়ে দ্বিতীয় মিথুনকে গ্রহণ করলেন। তিনি ত্বষ্টার অশ্বকে দেখলেন। ত্বষ্টা হলেন রূপের সৃষ্টিকর্তা। এর দ্বারা তিনি প্রজা সৃষ্টি করলেন। তার দ্বারা মিথুনকে লাভ করলেন। যিনি এরূপ জানেন এবং যে বিদ্বান এরূপ জেনে আলভন্তন করেন, তিনি প্রজাযুক্ত ও মিথুনযুক্ত হন। যিনি ঐন্দ্রাগ্ন পশুযাগ না করে

কাম্যপশুযাগে পশু আলম্বন করেন, তিনি যোনিসমূহ ও কাম্য পশুসমূহ লাভ করেন।
(ইষ্টাপূর্তির নিমিত্ত) পশু আলম্বন করে যাগ করে তিনি সমৃদ্ধি লাভ করেন। ॥১॥

১. তুলনীয় শত. ব্রা. ১১.৭.১.২

পঞ্চাধা বৈ দেবা বৃদক্রামন্—অগ্নির্বসুভিঃ সোমো রুদ্রৈরিন্দ্রোমরুদ্ভির্বরুণ
আদিত্যৈর্বৃহস্পতির্বিশ্বদেবৈঃ। তে দেবা অকুবন্—অসুরেভ্যো বা ইদং ভ্রাতৃব্যোভ্যোরধ্যামঃ, যদ্
মিথো বিপ্রিয়াঃ স্মঃ। যা ন ইমাঃ প্রিয়াস্তম্বঃ, তাঃ সমবাদ্যন্ত। তাভ্যঃ স
নির্ঝচ্ছাদ্, যো নঃ প্রথমোহন্যোহন্যস্মৈ দ্রুহ্যাদিতি। যৎ তম্বঃ সমবাদ্যন্ত, তৎ তানুনপ্তস্য
তানুনপ্তত্বম্। ততো দেবা অভবন্ পরাসুরাঃ। তস্মাদ্ যঃ সতানুনপ্তিণাং প্রথমো দ্রুহ্যতি, স
আর্তিমার্হতি। যৎ তানুনপ্তং সমবাদ্যতি ভ্রাতৃব্যভিভূতৌ, ভবত্যাত্মনা। পরাস্যাপ্রিয়ো ভ্রাতৃব্যো
ভবতি ॥২॥

পাঁচভাবে দেবতারা (নিজেদেরকে) উৎক্রমণ (বৃদক্রামন্) করলেন—অগ্নি বসুগণের সঙ্গে,
সোম রুদ্রগণের সঙ্গে, ইন্দ্র মরুৎগণের সঙ্গে, বরুণ আদিত্যগণের সঙ্গে, বৃহস্পতি বিশ্বদেবগণের
সঙ্গে। সেই দেবতারা বললেন—‘অসুরদের কাছে আমরা পরাভূত হবো যদি আমরা আমাদের
মধ্যে সদ্ভাব না রাখি। অতএব আমরা এই প্রিয় (তনুগুলিকে) একত্রীভূত করি’। তাঁরা
(শরীরগুলি) একত্র সংযুক্ত করলেন। এর মধ্যে যে প্রথম আমাদের মধ্যে দ্রোহিতা করবে—সে
এই (শরীরসমূহ) থেকে নির্গত হবে। যেহেতু তনুসমূহ তাঁরা সংযুক্ত করেছিলেন সেহেতু
তানুনপ্তের তানুনপ্তত্ব’। সেহেতু দেবতারা অভ্যুদয় ও অসুরেরা পরাভব লাভ করে। সেহেতু
তানুনপ্তের অনুষ্ঠানকারীদের মধ্যে যিনি প্রথম হিংসা করেন, তিনি দুঃখকে প্রাপ্ত হন। যে
তানুনপ্তকে সংযুক্ত করে, শত্রুকে অভিভূত করার জন্য, (এর দ্বারা) সে নিজে (অভ্যুদয়) লাভ
করে, এবং শত্রুর অপ্রিয় হয়’। ॥২॥

১. তুলনীয় পাঠ ঐ. ব্রা. ১.২৪

২. এই অংশটি তৈ.সং ৬.২. ২.১-২ এবং শত. ব্রা. ৬.৪.২.১ থেকে গৃহীত।

তানুনপ্ত—অনুষ্ঠানটির জন্য সম্পর্কে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

পঞ্চকৃত্বোহবদ্যতি। পাণ্ড্তো যজ্ঞঃ। পঞ্চাধি হি তে তাঃ সমবাদ্যন্ত। আপত্যে ত্বা
গৃহ্মামীত্যাহ। প্রাণো বা আপতিঃ, প্রাণমেব তেন প্রীণাতি। পরিপত্যে ত্বেত্যাহ। মনো বৈ
পরিপতিঃ, মন এব তেন প্রীণাতি। তনুনপ্ত ইত্যাহ। তন্বো হি তে তাঃ সমবাদ্যন্ত।

শাকরায়েত্যাহ। শক্ত্যে হি তে তাঃ সমবাদ্যন্ত। শক্লন ওজিষ্ঠায়েত্যাহ। ওজিষ্ঠং হি তে তদাঙ্গনঃ সমবাদ্যন্ত। অনাধৃষ্টমিত্যাহ। অনাধৃষ্টং হ্যেতৎ। অনাধৃষ্যমিত্যাহ। অনাধৃষ্যং হ্যেতৎ। দেবানামোজ ইত্যাহ। দেবানাং হ্যেতদোজঃ। অভিশস্তি পা ইত্যাহ। অভিশস্তি পা হ্যেতৎ। অনভিশস্তেন্যমিত্যাহ। অনভিশস্তেন্যং হ্যেতৎ। অনু মে দীক্ষাং দীক্ষাপতির্মন্যতামনু তপস্তপস্পতিঃ। অঞ্জসা সত্যমুপ গেষং স্মিতে মা ধা ইত্যাহ। যথাযজুরেবৈতৎ ॥৩৥^১

তিনি (অধ্বর্যু) পাঁচপ্রকারে (অংশগুলি) গ্রহণ করলেন। যজ্ঞ পাঁচপ্রকার। পাঁচবার (তনুগুলিকে) তাঁরা সংযুক্ত করলেন। তিনি বললেন—‘ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত তোমাকে গ্রহণ করছি’। প্রাণ হল ধন। প্রাণকে তার দ্বারা প্রীত করে। ‘ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির হেতু তোমাকে’ এই কথা (তিনি) বলেন। মন হল পরিপতি (ঐশ্বর্য?)। মনকে এর দ্বারা প্রীত করেন। ‘তনুনপ্তের নিমিত্ত’—এই কথা (তিনি) বলেন। (এইভাবে) তনুগণকে তাঁরা সংযুক্ত করলেন।^২ ‘সামর্থ্যের জন্য’ এই কথা (তিনি) বলেন। সামর্থ্যের জন্য তাঁরা তনুগণকে সমবেত করেন। ‘শ্রেষ্ঠশক্তির জন্য’ একথা (তিনি) বলেন। তাঁরা (শরীরের) শ্রেষ্ঠ অংশগুলি সমবেত করলেন। ‘তুমি অনতিক্রম্য’—একথা (তিনি) বললেন। এ অনতিক্রম্য। ‘তুমি অতিক্রমযোগ্য নও—’ একথা (তিনি) বললেন। এ অনতিক্রম্য। (তিনি) বললেন ‘(তুমি) দেবতাদের মধ্যে ওজঃ। এ হল দেবতাদের তেজ’। ‘তুমি অভিশাপ থেকে রক্ষাকারী’ একথা (তিনি) বলেন। এ হল অভিশাপ থেকে রক্ষাকারী। (তিনি) বললেন—‘অনভিশপ্ত’। এ অনভিশপ্ত। ‘আমার দীক্ষাকে দীক্ষাপতি অনুমোদন করুন, তপস্পতি তপস্যাকে অনুমোদন করুন, তেজের দ্বারা আমি সত্যের কাছে উপস্থিত হবো, আমাকে কল্যাণে যুক্ত করুন’^৩, একথা (তিনি) বলেন। এই হল যজুঃ। ॥৩৥

১. সমগ্র অংশটি তৈ.সং- ৬.২.২-৪ এর সঙ্গে তুলনীয়।

২. তুলনীয় তৈ.সং. ৬.২.২.৩

৩. ” তু. শ. ব্রা. ৬.৪.২.১৪

ঘৃতং বৈ দেবা বজ্রং কৃত্বা সোমমঘ্নন্। ঋচৌ বাহু। তস্মাৎ ঋচৌ সৌমীমাহুতিং নাশাতে। অবধীয়েত সোমঃ। তস্মাৎ ঋচৌ চাজ্যং চান্তিকমাহার্ষীৎ। অন্তিকমিব খলু বা অসৈ্যেতৎ প্রচরন্তি যৎ তানুনপ্তেণ প্রচরন্তি। অংশুরংশুষ্ঠে দেব সোমাপ্যায়তামিন্দ্রায়ৈকধনবিদ ইত্যাহ। যদেবাস্যাপবায়তে, যদ্ মীয়তে, তদেবাসৈ্যেতেনাপ্যায়য়ন্তি। আ তুভ্যমিন্দ্রঃ প্যায়তামা ত্বমিন্দ্রায় প্যায়স্বেত্যাহ। উভাবেবেদ্রং চ সোমং চাপ্যায়য়ন্তি। আপ্যায়য়াস্মান্ সখীন্ সন্যা মেধয়া প্রজয়া ধনেনেত্যাহ। ঋত্বিজো বা এতস্য সখায়ঃ। তানেবাসৈ্যেতেনাপ্যায়য়ন্তি। স্বস্তি

তে দেব সোম সুতামুদচমশীয়েত্যাহ। আশিষমেবৈতামাশান্তে। প্র বা এতস্মাল্লোকাচ্চ্যবন্তে,
যে সোমমাপ্যায়ন্তি। অন্তরিক্ষদেবত্যা হি সোম আপ্যায়িতঃ। এষ্টা রায় এষ্টা বামানি প্রেষে
ভগায়, ঋতমৃতবাদিভ্যো, নমো দিবে নমঃ পৃথিব্যা ইতি। দ্যাবাপৃথিবীভ্যামেব
নমস্কৃত্যস্মিল্লোকে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥৪॥

দেবতারা ঘৃতকে বজ্ররূপে প্রস্তুত করে সোমকে হত্যা (নিষ্কাশন) করলেন। দুটি হাতা হল
তার দুটি বাহু। সেহেতু হাতা দুটি কখনো সোমাহুতি ভক্ষণ করে না। সোমকে নীচে স্থাপন করবে।
(সোমকে) সেজন্য হাতাদ্বয় ও ঘি-কে এর কাছ থেকে সরিয়ে রাখবে। তাঁরা যেন (সোমের)
কাছেই (অস্তিকে) আগমন করেন, যখন তারা তানুনপ্তের অনুষ্ঠান করেন। তাঁরা বলেন—‘হে
সোম তোমার প্রতিটি কিরণ একধনবিৎ ইন্দ্রকে আয়ত করে’। যেহেতু তাকে আয়ত করে
সেহেতু তার পরিমাপ করা হয়, তখন তা তাকে বর্ধিতই করে। ‘ইন্দ্র তোমাকে বর্ধিত করুন, তুমি
ইন্দ্রকে বর্ধিত কর’—এ কথা তাঁরা বলেন। দুজনেই ইন্দ্র ও সোমকে বর্ধিত করেন। তাঁরা
বলেন—‘আমাদেরকে লাভের দ্বারা (সন্যা), মেধার দ্বারা, সন্তানের দ্বারা, ধনের দ্বারা আপনার
বন্ধু (স্থানীয়) করুন’। ঋত্বিকরা এর বন্ধু। এর দ্বারা তাদেরকে বর্ধিত করেন। তাঁরা বলেন—‘হে
দেব সোম তোমার স্বস্তি হোক। আমি যেন সুত্যার শেষপর্যন্ত লাভ করতে পারি’। তিনি তার জন্য
আশিস প্রার্থনা করেন। তাঁরা সোমকে বর্ধিত করেন। তাঁরা এই লোক থেকে প্রচ্যুত হন।
অন্তরিক্ষদেবতাকর্তৃক সোম আপ্যায়িত হন। ‘ইষ্টির দ্বারা ধন, ইষ্টির দ্বারা সুন্দর পদার্থ সমূহ
(বামানি), শক্তি ও ঐশ্বর্যের জন্য, ঋতবাদীদের জন্য ঋত, দুলোককে নমস্কার, পৃথিবীকে
নমস্কার’—একথা তাঁরা বলেন। দ্যাবাপৃথিবীকে নমস্কার জানিয়ে এই লোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।
প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ॥ ৪ ॥

মখ ইত্যেতদ্ যজ্ঞনামধেয়ং ছিদ্রপ্রতিষেধসামর্থ্যাৎ। ছিদ্রং খমিত্যুক্তং, তস্য মেতি
প্রতিষেধঃ, মা যজ্ঞং ছিদ্রং করিষ্যতীতি। ছিদ্রো হি যজ্ঞো ভিন্ন ইবোদধির্বিষ্রবতি। তদ্ বৈ খলু
ছিদ্রং ভবত্যুদ্বিগ্যজমানবিমানাদ্ বা, অপি বৈষাং ব্যপেক্ষয়া মন্তকল্পব্রাহ্মণানামপ্রয়োগাদ্,
যথোক্তানাং বা দক্ষিণানামপ্রদানাদ্বীনাৎ বাতিরিক্তাদ্ বোৎপাতাভুতেষু প্রায়শ্চিত্তব্যতিক্রমাদিতি।
এতদ্ বৈ সর্বং ব্রহ্মণ্যর্পিতম্। ব্রহ্মৈব বিদ্বান্ যদ্ ভৃগ্বজিরোবিৎ সম্যগধীয়ানশ্চরিতব্রহ্মচর্যো-
হন্যনানতিরিক্তাঙ্গোহপ্রমত্তো যজ্ঞং রক্ষতি। তস্য প্রমাদাদ্ যদি বাপ্যসাংনিধ্যাদ্ যথা ভিন্না
নৌরগাধে মহতু্যদকে সংপ্লবেদ, মৎস্যকচ্ছপশিংশুমারনক্রমকরপুরীকয়জষরজসপিশাচানাং
ভাগধেয়ং ভবত্যেবমাদীনাং চান্যেযাং বিনষ্টোপজীবিনাম্, এবং খল্বপি যজ্ঞশ্চিন্নভিন্নোহপঞ্চবস্তু

উৎপাতাভূতো বহ্নলোহথবভিরসংস্কৃতো হসুরগন্ধর্বযক্ষরাক্ষসপিশাচানাং ভাগধেয়ং
ভবত্যেবমাদীনাং চান্যেষাং বিনষ্টোপজীবিনাম্। তদপি শ্লোকাঃ—

ছিন্নভিন্নোহপঞ্চবস্তো বিশ্রুতো বহ্নধা মথঃ।
ইষ্টাপূর্তদ্রবিণং গৃহ্য যজমানস্যাবাপতৎ ॥
ঋত্বিজাং চ বিনাশায় রাজ্ঞো জনপদস্য চ।
সংবৎসরবিরিষ্টং তদ্ যত্র যজ্ঞো বিরিষ্যতে ॥
দক্ষিণাপ্রবণীভূতো যজ্ঞো দক্ষিণতঃ স্মৃতঃ।
হীনাক্ষো রক্ষসাং ভাগো ব্রহ্মবেদাদসংস্কৃতঃ ॥
চতুষ্পাৎ সকলো যজ্ঞশ্চাতুর্হোত্রবিনির্মিতঃ।
চতুর্বিধে স্থিতো মন্ত্রৈঋত্বিগিভবেদপারগৈঃ ॥
প্রায়শ্চিত্তৈরনুধ্যানৈরনুজ্ঞানানুমন্ত্রণৈঃ।
হোমৈশ্চ যজ্ঞবিভ্রংশং সর্বং ব্রহ্মা প্রপূরয়েৎ ॥ ইতি।

তস্মাদ্ যজমানো ভৃগ্বঙ্গিরোবিদমেব তত্র ব্রহ্মাণং বৃণীয়াৎ। স হি যজ্ঞং তারয়তীতি ব্রাহ্মণম্ ॥৫॥

১. ‘মথ’ যজ্ঞেরই নাম যেহেতু তা ছিদ্র (দোষ/অনর্থ) প্রতিষেধ করতে সমর্থ। ‘থ’ কথার অর্থ ছিদ্র, তার ‘ম’ অর্থাৎ প্রতিষেধ। যজ্ঞকে ছিদ্রযুক্ত করবে না। যজ্ঞে ছিদ্র থাকলে তা ভগ্ন জলপাত্রের ন্যায়। (জল) প্রবাহিত হয়ে চলে। সেই ছিদ্র হয়ে থাকে কখনো ঋত্বিক্, যজমানদের অযথার্থ (যজ্ঞ পরিমাপ থেকে), কিংবা মন্ত্র, কল্প, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির ভুল প্রয়োগ হেতু। যথোক্ত দক্ষিণা প্রদান না করার জন্য, কম বা বেশী যজ্ঞানুষ্ঠান হেতু, প্রায়শ্চিত্ত না করার হেতু অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। এ সমস্তই ব্রহ্মাতে উপন্যস্ত। বিদ্বান ব্রহ্মা হলেন ভৃগ্বঙ্গিরোবিৎ (অর্থাৎ অথর্ববেদবিৎ)। সম্যকভাবে যিনি ব্রহ্মচর্য অধ্যয়ন ও চর্যা করেন, যিনি ন্যূন বা অতিরিক্ত কোনো (অনুষ্ঠান) করেন না, যিনি অপ্রমত্ত, যিনি যজ্ঞকে রক্ষা করেন (তিনিই বিদ্বান)। তাঁর প্রমাদ বা দূরত্বহেতু ভগ্ন নৌকা যেমন বিপুল সমুদ্রে প্লাবিত হয়ে মৎস্য, কচ্ছপ, শুশুক, কুমীর, হাঙর, পুরীকয় (ত্রিবেদীপাঠে পুণ্ডরীক, জলজন্তু বিশেষ), জম্বর (জলজন্তু বিশেষ), জম (হিংস্র জলজন্তু বিশেষ), পিশাচ ও ঐ ধরনের ধ্বংসকারী প্রাণীদের দ্বারা ধ্বংস হয়, তেমনি যজ্ঞও ছিন্নভিন্ন, ধ্বস্ত, উৎপাতিত, অদ্ভুতপ্রাণিযুক্ত হয় এবং অথর্ববেদবিদ দ্বারা সংস্কৃত না হয় তাহলে অসুর, গন্ধর্ব, যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষস পিশাচদের এবং ঐ ধরনের বিনাশকারী প্রাণীদের (দ্বারা যজ্ঞ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়)। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত শ্লোকসমূহ বিদ্যমান—

ক. বহু-খ্যাত যজ্ঞও ছিন্নভিন্ন ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় (যদি ব্রহ্মা না রক্ষা করেন)। যজ্ঞ যজমানের

ইষ্টাপূর্ত, বল ও সম্পদ নষ্ট করে নিজেও পতিত হয়।

খ. যেখানে যজ্ঞ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেখানে (সেই বিনষ্টযজ্ঞ) ঋত্বিক রাজা, জনপদ, সংবৎসরের (সবকিছুর) বিনাশের নিমিত্ত হয়।

গ. যজ্ঞ (সাধারণতঃ) দক্ষিণা দ্বারা বৃদ্ধিলাভ করে (দক্ষিণাপ্রবণী)। দক্ষিণা থেকে তা স্মৃত হয়। (দক্ষিণা)হীন যজ্ঞ, অথর্ববেদ (ব্রহ্মবেদ) দ্বারা অসংস্কৃত যজ্ঞ ব্রাহ্মসদের ভাগে (পরিণত হয়)।

ঘ. সমস্ত যজ্ঞই চতুষ্পাদ, চারজন হোত্রক যজ্ঞ নির্মাণ করেন, চতুর্বিধমন্ত্র দ্বারাই যজ্ঞ স্থিতি লাভ করে এবং (চতুর্বেদবিদ) ঋত্বিকদের দ্বারাই (যজ্ঞ স্থিত হয়)।

ঙ. (একমাত্র) ব্রহ্মাই প্রায়শ্চিত্ত, অনুধ্যান, অনুষ্ঠান, অনুমন্ত্রণ, হোম প্রভৃতির দ্বারা বিভিন্ন যজ্ঞসমস্তকে প্রপূরিত করেন।

সেই হেতু যজমান ভৃগ্বঙ্গিরোবিদ (অথর্ববেদবিদ) ব্রহ্মাকেই বরণ করবেন। তিনি যজ্ঞকে ত্রাণ করেন—একথা ব্রাহ্মণ বলছেন। ॥৫॥

যজ্ঞো বৈ দেবেভ্য উদক্রামৎ—ন বোহহমন্নং ভবিষ্যমীতি। নেতি দেবা অকুবন্, অন্নমেব নো ভবিষ্যসীতি। তং দেবা বিমেথিরো। স এভ্যো বিহ্নতো ন প্রবভূব। তে হোচুর্দেবাঃ—ন বৈ ন ইথং বিহ্নতোহলং ভবিষ্যতি, হন্তেমং সংভরামেতি। তং সংজক্রঃ। তং সংভৃত্যোচুঃ—অশ্বিনাবিমং ভিষজ্যতমিতি। অশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজৌ। অশ্বিনাবধ্বর্যু। তস্মাদধ্বর্যু ঘর্মং সংভরতঃ। তং সংভৃত্যোচুঃ—ব্রহ্মন্ ঘর্মেণ প্রচরিষ্যামঃ, হোতর্ঘর্মমভিষ্টুহি, উদ্গাতঃ সামানি গায়, ইতি। প্রচরত ঘর্মমিত্যনুজানাতি। ব্রহ্মপ্রসূতা হি প্রচরন্তি। ব্রহ্ম হেদং প্রসবানামীশো। সবিতৃপ্রসূততায়ৈ। ঘর্মং তপামি, ব্রহ্ম জজ্ঞানম্ ইয়ং পিত্র্যা রাষ্ট্যেত্বগ্রে ইতি ঘর্মং তাপ্যমানমুপাসীত শস্ত্রবদর্ধর্চশ আহাবপ্রতিগরবর্জং রূপসমৃদ্ধাভিঃ। এতদ্ বৈ যজ্ঞস্য সমৃদ্ধং যদ্ রূপসমৃদ্ধং, যৎ কর্ম ক্রিয়মাণমৃগ্ যজুর্বাভিবদতি। স্বস্তি তস্য যজ্ঞস্য পারমশ্রুতে য এবং বেদ। দেবমিথুনং বা এতদ্ যদ্ ঘর্মঃ। তস্মাদন্তর্ধায় প্রচরন্তি। অন্তর্হিতা বৈ মিথুনং চরন্তীতি। তদেতদ্ দেবমিথুনমিত্যাচক্ষতে। তস্য যো ঘর্মস্তচ্ছিন্নং, যৌ শফৌ তাবাণ্ডৌ, যোপযমনী তে শ্রোণিকপালে, যৎ পয়স্তদ্ রেতঃ। তদগ্নৌ দেবযোন্যাং রেতো ব্রহ্মময়ং ধত্তে প্রজননায়। সো হগ্নিদেবয়োনীর্খাণ্ডময়ো যজুর্ময়ঃ সামময়ো ব্রহ্মময়োহমৃতময় আত্মতিময়ঃ সর্বেন্দ্রিয়সংপন্নো যজমান উর্ধ্বঃ স্বর্গং লোকমেতি। তদাভঃ—ন প্রথমযজ্ঞে প্রবর্গ্যং কুবীত, অনুপনামুকা হ বা এনমুত্তরে যজ্ঞকৃতবো ভবন্তীতি। কামং তু যোহনূচানঃ শ্রোত্রিয়ঃ স্যাৎ, তস্য প্রবৃজ্যাৎ। আত্মা

বৈ স যজ্ঞস্যেতি বিজ্ঞায়তে। অপশিরসা হ বা এষ যজ্ঞেন যজতে, যোঃপ্রবর্গেণ যজতে। শিরো
হ বা এতদ্ যজ্ঞস্য যৎ প্রবর্গঃ। তস্মাৎ প্রবর্গ্যবতৈব যাজয়েদ্ নাপ্রবর্গেণ। তদপ্যেযাভ্যনূক্তা—
‘চত্বারি শৃঙ্গা ইতি’ ॥৬॥

যজ্ঞ দেবতাদের কাছে চলে গেছিলেন এই বলে—‘আমি আর অন্ন (খাদ্য) হবো না।
দেবতারা বললেন ‘না, তুমি আমাদের অন্ন (খাদ্য) হবে’। তাকে দেবতারা ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন।
এঁদের দ্বারা অপহৃত হয়ে সে (অন্ন) আর উন্নতি লাভ করল না। সেই দেবতারা তখন
বললেন— ‘এইরূপে ছিনিয়ে নিলে আমাদের কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। আমরা একে
সম্যকভাবে ভরণ করবো’। তাকে (দেবতারা) একত্রীভূত করলেন। তাকে দেবতারা ধারণ করে
বললেন—‘হে অশ্বিদ্বয়—একে (যজ্ঞকে) চিকিৎসা কর’। অশ্বিদেবদ্বয় দেববৈদ্য। অশ্বিদেবতাদ্বয়
অধ্বর্যু, সেহেতু অধ্বর্যু ধর্মকে ভরণ করেন। তাকে দেবতাদ্বয় বললেন—‘হে ব্রহ্মন্! আমরা
প্রবর্গ্য অনুষ্ঠান ঘর্ম(সূক্ত)কে সঙ্গে নিয়ে করবো’। ‘হে হোতা! ঘর্ম (সূক্ত) পাঠ কর’, ‘হে উদ্
গাতা! সামগান কর’। তিনি (ব্রহ্মা) এই বলে তাকে অনুমতি দিলেন—‘ঘর্মকে সঙ্গে নিয়ে
(প্রবর্গ্য) অনুষ্ঠান কর’। ব্রহ্মা-প্রসূত হয়ে তাঁরা (প্রবর্গ্য) অনুষ্ঠান করেন। এই প্রসূতদের প্রভু
হলেন ব্রহ্মা, তিনি সবিতৃপ্রসূতাদের নিমিত্তই (প্রভু)। ‘ঘর্মং তপামি’^২, ‘ব্রহ্ম জজ্ঞানম্’, ‘ইয়ং
পিত্র্যা’^৩ ইত্যাদি (তাপিত) ঘর্ম (মন্ত্রসমূহের) উপাসনা করেছিলেন। শস্ত্রযুক্ত অর্ধঋক্ময় আহাব
প্রতিগরভিন্ন রূপসমৃদ্ধ ঋক্সমূহের দ্বারা (উপাসনা করেছিলেন)। এ হল যজ্ঞের সমৃদ্ধি, যা
রূপসমৃদ্ধ, যে ক্রিয়মান কর্মকে ঋক্ অথবা যজুঃ বলে থাকে। সেই যজ্ঞের কল্যাণ সে লাভ করে,
সে অন্তে পৌঁছয় যে এভাবে জানে।

ঘর্ম হল দেবমিথুন। সেহেতু তাঁরা অন্তর্হিত থেকে (প্রবর্গ্য) অনুষ্ঠান করে থাকেন। মিথুন
হয়ে অন্তর্হিত থেকে (প্রবর্গ্য) অনুষ্ঠান করেন। সেহেতু তাঁদেরকে দেবমিথুন বলে (যেহেতু তাঁরা
দেবতাদের মত সদা অন্তর্হিত থাকেন—তাই তাঁরা (দেবমিথুন)। ঘর্ম তার (প্রবর্গ্যের)
পুংজননাঙ্গ, যা শফদ্বয় তাই অণুকোষদ্বয় উপযমনীদ্বয়, তাই শ্রোণিকপালদ্বয় এবং পয়ঃ হল
রেতঃ। সেহেতু দেবযোনি অগ্নিতে ব্রহ্মময় রেতঃ ধারণ করেন প্রজননের নিমিত্ত। সেই যজমান
যে ঋক্ময়, যজুর্ময়, সামময়, ব্রহ্মময়, অমৃতময়, সর্বেন্দ্রিয়ময় উর্ধ্ব স্বর্গলোকে গমন করে সে
দেবযোনি অগ্নিতুল্য। সেহেতু তাঁরা বলেন—‘(সোম) প্রথম যজ্ঞে প্রবর্গ্যানুষ্ঠান করবে না,
কেননা পরবর্তী (সোম) যজ্ঞসমূহ তাহলে (যজমানের কাছে) আসে না’। (অতঃপর) যে অঙ্গ-
উপাঙ্গ সহিত বেদ অভিজ্ঞ শ্রোত্রিয়, সে প্রবর্গ্য যাগ করবে। সে (প্রবর্গ্য) যজ্ঞের আত্মা বলে
জানবে। যে প্রবর্গ্যহীন যাগ করে সে মন্তকবিহীন যাগানুষ্ঠান করে থাকে। প্রবর্গ্য হল যজ্ঞের
শিরোদেশ। অতএব (সোম) যজ্ঞ প্রবর্গ্য সহিত করবে, প্রবর্গ্যহীন নয়। সেজন্য বলা হয়ে থাকে—
‘চত্বারি শৃঙ্গাঃ’^৪ ইতি প্রভৃতি। ॥৬॥

১. অনুচ্ছেদটির সঙ্গে তুলনীয় ঐ.ব্রা. ১.১৮., এটি প্রবর্গ্যানুষ্ঠান সম্পর্কিত। তবে পাঠভেদ আছে।

২. অথর্ব সং (পৈ) ৫.১৬.২; বৈ. সূ. ১৪.১

৩. অথর্ব (শৌ) ৪.১.২; (পৈ) ৫.২.২.; বৈ.সূ. ১৪.১ এক্ষেত্রে গো.ব্রা. শৌনক সংহিতাকে অনুসরণ

করেছে। পৈ.সং. তে সামান্য পাঠ ভেদ আছে।

৪. ঋক্. সং.—৪. ৫৮.৩; বৈ.সূ. ২৯.১৯

দেবাশ্চ হ বা ঋষয়শ্চাসুরৈঃ সংযত্তা আসন্। তেষামসুরাণামিমাঃ পুরঃ প্রত্যভিজিতা আসন্—অয়স্ময়ী পৃথিবী রজতান্তরিক্ষং হরিণী দ্যৌঃ। তে দেবাঃ সংঘাতংসংঘাতং পরাজয়ন্ত। তেহবিদুঃ—অনায়তনা হি বৈ স্মঃ, তস্মাৎ পরাজয়ামহ ইতি। ত এতাঃ পুরঃ প্রত্যকুর্বত—হবির্ধানং দিব অগ্নীধ্বমন্তরিক্ষাৎ সদঃ পৃথিব্যাঃ। তে দেবা অক্ৰবন্—উপসদমুপায়াম, উপসদা বৈ মহাপুরং জয়ন্তীতি। ত এভ্যো লোকেভ্যো নিরগ্নন্, একয়ামুদ্বাঙ্লোকাদেকয়ান্তরিক্ষাদেকয়া পৃথিব্যাঃ। তস্মাদাভুঃ—উপসদা বৈ মহাপুরং জয়ন্তীতি। ত এভ্যো লোকেভ্যো নিহতা ঋতুন্ প্রাবিশন্। তে ষডুপায়ন্। তানুপসত্তিরেবতুভ্যো নিরগ্নন্, দ্বাভ্যামুদ্বাঙ্লোকাদ্ দ্বাভ্যামন্তরিক্ষাদ্ দ্বাভ্যাং পৃথিব্যাঃ ত ঋতুভ্যো নিহতাঃ সংবৎসরং প্রাবিশন্। তে দ্বাদশোপায়ন্। তানুপসত্তিরেব সংবৎসরাদ্ নিরগ্নন্, চতস্ভিরমুদ্বাঙ্লোকাচ্চতস্ভিরন্তরিক্ষাচ্চতস্ভিঃ পৃথিব্যাঃ। তে সংবৎসরাদ্ নিহতা অহোরাত্রে প্রাবিশন্। তে যৎ সায়মুপায়ন্, তেনৈনান্ রাত্র্যা অনুদন্ত, যৎ প্রাতস্তেনাহুঃ। তস্মাদ্ গৌঃ সায়ং প্রাতস্তনমাপ্যায়তে প্রাতঃ সায়ন্তনম্। তানুপসত্তিরেবৈভ্যো লোকেভ্যো নুদমানা আয়ন্। ততো দেবা অভবন্ পরাসুরাঃ। সর্বেভ্য এবৈভ্যো লোকেভ্যো ভ্রাতৃব্যং নুদমান এতি, য এবংবিদ্বানুপসদমুপৈতি ॥৭॥

দেবতা ও ঋষিদের সঙ্গে অসুরদের যুদ্ধ হয়েছিল। এই লৌহময়ী পৃথিবী, রজতময় অন্তরিক্ষ, স্বর্ণময় দ্যুলোক—এসব স্থান অসুরেরা পুনরায় জয় করে। বারবার যুদ্ধে দেবতারা পরাজয় লাভ করে। তাঁরা জানলেন—আমরা রাজ্যহীন। অতএব আমরা (অসুরদের) পরাজিত করবো। তাঁরা (দেবতারা) এই স্থান সমূহ, পুনর্বার ফেরৎ পেলেন; দ্যুলোক থেকে (সৃষ্টি করলেন) হবির্ধান (মণ্ডপ), অন্তরিক্ষ থেকে অগ্নীধ্বকে, পৃথিবীলোক থেকে সদঃ (সৃষ্টি করলেন)। দেবতারা বললেন—‘আমরা উপসদকে আশ্রয় করবো’। উপসদের দ্বারা মহাপুরী জয় করেন। তাঁরা উপসদ দ্বারা এ (=দ্যুলোক) থেকে, একটি দ্বারা পৃথিবীলোক থেকে। সেজন্যই (ব্রহ্মবাদীরা) বলেন ‘উপসদেরা প্রবেশ করেছিল। তাঁরা (দেবতারা) উপসদ কে ছয়টি ভাগে ভাগ করেছিল। তাঁরা উপসদগুলির দ্বারা ঋতু থেকে বিতাড়িত করলেন (বিনাশ করলেন)। দুটি দ্বারা ঐ (দ্যুলোক) থেকে, দুটি দ্বারা

অন্তরিক্ষলোক থেকে, দুটি দ্বারা পৃথিবীলোক থেকে। বিতাড়িত অসুরেরা সংবৎসরে প্রবেশ করল। দেবতারা তাকে (উপসদকে) দ্বাদশ ভাগ করেন। সেই উপসদগুলির দ্বারা সংবৎসর থেকে বিতাড়িত করলেন (বিনাশ করলেন); চারটির দ্বারা ঐ (দ্যুলোক) থেকে, চারটির দ্বারা অন্তরিক্ষলোক থেকে, চারটির দ্বারা পৃথিবীলোক থেকে। তারা (অসুরেরা) বিতাড়িত হয়ে অহঃ ও রাত্রে প্রবেশ করল। তাঁরা সায়ংকালকে সৃষ্টি করলেন, তার দ্বারা এদেরকে (বিনাশ করলেন)। রাত্রি থেকে তাঁরা সৃষ্টি করলেন প্রাতঃ; এর দ্বারা দিন থেকে (অসুরদের বিনাশ করলেন)। সেহেতু গাভী সন্ধ্যায় ও প্রাতঃকালে (দুগ্ধ দ্বারা) স্ফীত হয়। তাদেরকে উপসদের দ্বারা এ সমস্ত লোক থেকে বিতাড়িত করলেন। সেহেতু দেবতারা অসুরদের পরাভব ঘটালেন। সকল লোক থেকে শত্রুদেরকে বিতাড়িত করলেন—যিনি এরূপ জানেন তিনি উপসদকে লাভ করেন। ॥৭॥

ন দ্বাদশাগ্নিষ্টোমসোপসদঃ স্যুঃ, অশান্তা নির্মজ্যুর্ন তিস্রোহীনস্য। উপরিষ্টাদ্ যজ্ঞকৃতুর্গরীয়ানভিষীদেদ্, যথা গুরুভারো গ্রীবা নিঃশৃণীয়াদ্, আর্তিমাছেৎ। দ্বাদশাহীনস্য কুর্য্যৎ, প্রত্যুত্ত্বৈ সযত্নায়। তিস্রোহ্নিষ্টোমসোপসদঃ স্যুঃ, শান্ত্যা অনির্মার্গায়। তে দেবা অসূর্যানিমাংল্লোকান্ নান্ববৈতুমধ্বষুণবন্। তানগ্নিনা মুখেনান্ববায়ন্। যদগ্নিমন্ত্যুপসদাং প্রতীকানি ভবন্তি যথা ক্ষেত্রপতি ক্ষেত্রেহ্নবনয়তি, এবমেবৈতদগ্নিনা মুখেনেমাংল্লোকানভিনয়ন্তো যন্তি। যো হ বৈ দেবান্ সাধ্যান্ বেদ, সিধ্যত্যস্মৈ। ইমে বাব লোকা যৎ সাধ্যা দেবাঃ। স য এবমেতান্ সাধ্যান্ বেদ, সিধ্যত্যস্মৈ। সিধ্যত্যমুশ্ণৈ সিধ্যত্যস্মৈ লোকায য এবংবিদ্বানুপসদমুপৈতি' ॥৮॥

অগ্নিষ্টোম (সোমযাগে) বারোটি উপসদ অনুষ্ঠিত হবে না। অহীনতে তিনটি উপসদের অনুষ্ঠান করবে না। তাহলে অশান্ত (উপসদ) (যজমানকে) বিনাশ করে। বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠানও তাহলে বিনষ্ট হবে। কোন গুরুভারযুক্ত হলে গ্রীবা যেমন ভেঙে পড়ে, তেমনি (যজমান) দুঃখকে লাভ করে। অহীন যাগে দ্বাদশ-উপসদের অনুষ্ঠান করবে। এতে যজ্ঞ অধিষ্ঠিত, ও সংবদ্ধ থাকে। অগ্নিষ্টোমে তিনটি উপসদের অনুষ্ঠান করবে, শান্তি ও সুনির্মিতির কারণে'। দেবতারা অসুরদের লোকসমূহে তাদেরকে পাবার জন্য প্রবেশ করতে সাহসী হন। অগ্নিকে সামনে রেখে তাঁরা সেখানে গমন করলেন। অগ্নিকে উপসৎ সমূহের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। যেমন— ক্ষেত্রপতি ক্ষেত্রে গমন করে, সেরূপ (দেবতারাও) অগ্নিমুখে এই লোকসমূহে অতিগমন করেন। যিনি এই সাধ্য দেবতাদের জানেন, তার জন্য (যজ্ঞ) সিদ্ধিকে লাভ করে (অর্থাৎ সে যজ্ঞে সিদ্ধি লাভ করে)। সেই সাধ্য দেবতারা হলেন এই লোকসমূহ। তিনি যিনি এই সাধ্য দেবতাদের এরূপে জানেন— তিনি সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। তার জন্য সিদ্ধ হয় (যজ্ঞ) ঐ লোকে। তার জন্য সিদ্ধ হয় এইলোকে (যাগ), যিনি এরূপ জেনে উপসদের অনুষ্ঠান করেন। ॥৮॥

অথ যত্রাহাধ্বর্যুঃ—অগ্নীদ্ দেবপত্নীৰ্ব্যাচক্ষ, সুব্রহ্মণ্য সুব্রহ্মণ্যামাহুয়েতি, তদপরেণ গাইপত্যং প্রাঙমুখস্তিষ্ঠন্নবান্নাগ্নীধ্রো দেবপত্নীৰ্ব্যাচষ্টে—পৃথিব্যাগ্নেঃ পত্নী, বাগ্ বাতস্য পত্নী, সেনেন্দ্রস্য পত্নী, ধেনা বৃহস্পতেঃ পত্নী, পথ্যা পৃষঃ পত্নী, গায়ত্রী বসুনাং পত্নী, ত্রিষ্টুৰ রুদ্রাণাং পত্নী, জগত্যাদিত্যানাং পত্নী, অনুষ্টুৰ মিত্রস্য পত্নী, বিরাড্ বরুণস্য পত্নী, পঙ্তিৰ্বিষেগাঃ পত্নী, দীক্ষা সোমস্য রাজ্ঞঃ পত্নীতি। অতি ভ্রাতৃব্যানারোহতি, নৈনং ভ্রাতৃব্য আৰোহন্তি। উপরি ভ্রাতৃব্যানারোহতি, য এবংবিদ্বানাগ্নীধ্রো দেবপত্নীৰ্ব্যাচষ্টে ॥৯॥’

অতঃপর যখন অধ্বর্যু বলেন—‘হে আগ্নীধ্র! তুমি দেবপত্নীদের আহ্বান কর, হে সুব্রহ্মণ্য! সুব্রহ্মণ্যাকে আহ্বান কর’। আগ্নীধ্র গাইপত্যাগ্নির পশ্চাৎদিকে পূর্বমুখে দাঁড়িয়ে অনবান (শ্বাস গ্রহণ না করেই—পাটিয়াল;) দেবপত্নীদের আহ্বান করেন। পৃথিবী অগ্নির পত্নী, বাক্ বায়ুর পত্নী, ইন্দ্রের পত্নী সেনা, বৃহস্পতির পত্নী ধেনা, পৃষণের পত্নী পথ্যা, গায়ত্রী বসুদের স্ত্রী, রুদ্রদের পত্নী ত্রিষ্টুপ্, আদিত্যদের পত্নী জগৎ, অনুষ্টুপ্ মিত্রের পত্নী, বরুণের পত্নী বিরাট্, পঙ্তি বিষ্ণুর পত্নী, রাজা সোমের পত্নী হলেন দীক্ষা। তিনি শত্রুদের অতিক্রমণ করেন। কিন্তু শত্রুরা তাকে অতিক্রম করতে পারেন না। যে আগ্নীধ্র এরূপ জেনে দেবপত্নীদের আহ্বান করেন, তিনি শত্রুদের উপরে অবস্থান করেন। ॥৯॥

১. তুলনীয় পাঠ—কাঠ-সং ৯.১০; বৈ. সূ. ১৫.৩। বৈদিক ছন্দগুলির নাম এখানে পাচ্ছি।

যথা বৈ রথ একৈকমরমভিপ্রতিতিষ্ঠন্ বর্ততে, এবং যজ্ঞ একৈকাং তন্বমভিপ্রতিতিষ্ঠনোতি। পুরা প্রচরিতোরাগ্নীধ্রীয়ে হোতব্যঃ। এতদ্ধ বা উবাচ বাসিষ্ঠঃ সাত্যহব্যঃ—অস্কন্ সোম ইত্যুক্তে মা সূৰ্ক্ষত প্রচরত প্রাতর্বাদ্যাহং সোমং সমস্থাপয়মিতি। নাস্য সোম স্কন্দতি, য এবংবিদ্বান্ সোমং পিষতি। স হ স্ম বৈ স আসন্দ্যামাসীনঃ সত্ৰুভিরূপমথ্য সোমং পিষতি। অহং বাব সর্বতো যজ্ঞং বেদ য এতান্ বেদ, ন মামেষ হিংসিষ্যতীতি। নৈনং সোমপীথো ন পেয়ো হিনস্তি, য এবংবিদ্বান্ সোমং পিষতি। তং হ স্ম যদাভঃ—কস্মাৎ ত্বমিদমাসন্দ্যামাসীনঃ সত্ৰুভিরূপমথ্য সোমং পিষসীতি? দেবতাস্থেব যজ্ঞং প্রতিষ্ঠাপয়ামীত্যব্রবীৎ। ব্রহ্মণো যস্যৈবংবিদুষো যস্যৈবংবিদ্বান্ যজ্ঞার্ত্যা যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্তং জুহোতি, দেবতাস্থেব যজ্ঞং প্রতিষ্ঠাপয়তি। যজ্ঞার্তিং প্রতিজুহুয়াৎ, সযোনিত্বায়। ত্রয়স্ত্রিংশদ্ বৈ যজ্ঞস্য তন্ব ইতি, একান্ত্রিংশৎ স্তোমভাগাঃ, ত্রীণি সবনানি, যজ্ঞশ্চতুর্থঃ। স্তোমভাগৈরেবৈতৎ স্তোমভাগান্ প্রতিপ্রযুক্তে-সবনৈঃ সবনানি, যজ্ঞেন যজ্ঞম্। সৰ্বা হ বা অস্য যজ্ঞস্য তন্বঃ প্রযুক্তা ভবন্তি, সৰ্বা

আপ্তাঃ, সৰ্বা অবরুদ্ধাঃ। দেবস্য সৰিতুঃ প্রসবে বৃহস্পতয়ে স্তুত, ইতি। যদ্ যদ্ বৈ সৰিতা দেবেভ্যঃ প্রাসুবৎ, তেনাৰ্ধুবন্। সৰিতৃপ্রসূতা এব স্তুবন্তি; ঋধুবন্তি, ঋধ্যন্তে হ বা অস্য স্তোমাঃ, যজ্ঞ ঋধ্যতে, যজমান ঋধ্যতে প্রজায়ৈ, ঋধ্যতে পশুভ্যঃ, ঋধ্যতে ব্রহ্মণে যস্যৈবংবিদ্বান্ ব্রহ্মা ভবতি ॥১০॥'

যেমন রথ এক-একটি অরের উপর নির্ভর করে আবর্তন করে, তেমনি যজ্ঞও এক-একটি তনুতে নির্ভরশীল হয়েই প্রচলিত হয়। 'পূর্বে (ব্রহ্মা) আগ্নীধ্বজিতে হব্যদান করবেন' সোমযাগ অনুষ্ঠানের পূর্বে বশিষ্ঠশিষ্য (পুত্র) সাত্যহব্য একথা বলেছিলেন। যদি কেউ বলেন—'সোম লতা শুষ্ক হয়নি (পতিত হয়নি) তাহলে সে কথার আদর কোরো না। অগ্রসর হও। প্রাতঃকালে আমি সোমকে (যাগকে) সম্যকরূপে স্থাপন করেছি। সোম শুষ্ক হয়নি (পতিত হয় নি)' একথা যে জানে সে সোমপান করে। তিনিই আসনে উপবেশন করে সত্ত্ব মিশ্রিত করে সোমপান করেন। আমি যজ্ঞকে সর্বতঃ চিনি, যিনি এদেরকে জানেন সে আমাকে হিংসা (আঘাত) করবে না। তাকে কোন সোমপানীয় বা অন্য কোন পানীয় আঘাত করে না, যে এরূপ জেনে সোমপান করে। যখন (ব্রহ্মবাদীরা) তাকে বলেন—'কী কারণে তুমি এই আসনে আসীন হয়ে সত্ত্ব মিশিয়ে সোমপান করছ'? তিনি বলেন—'দেবতাদের মধ্যে যজ্ঞকে প্রতিষ্ঠিত করবো (তাই এরূপ সোমপান করছি)'। বিদ্বান ব্রহ্মার এরূপ জেনে যজ্ঞের বিনাশ হেতু যিনি প্রায়শ্চিত্ত হোম করেন, তিনি দেবতাদের মধ্যে যজ্ঞকে প্রতিষ্ঠিত করেন। যজ্ঞার্থির নিবারণের জন্য তিনি হোম নিবেদন করবেন।

তৈত্রিশটি যজ্ঞের শরীর, স্তোমভাগ উনত্রিশটি, সবন তিনটি, চতুর্থ হল যজ্ঞ। স্তোমভাগের প্রতি স্তোমভাগ বিকল্পে প্রযুক্ত হয়, সবনের প্রতি সবন, যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ। এইরূপে এই যজ্ঞের সমস্ত শরীর প্রযুক্ত হয়, লব্ধ হয় ও অধিগৃহীত হয়। 'তুমি সৰিতৃদেবতার প্রসবের নিমিত্ত বৃহস্পতির স্তুতি কর'। যে সৰিতৃদেব দেবতাদের নিমিত্ত প্রেরণাস্বরূপ, তার দ্বারা প্রবৃদ্ধ হ'ন দেবতারা। সৰিতৃ-জাত তাঁরা স্তুতি করেন ও প্রবৃদ্ধ হন। এর স্তোত্র সমূহ প্রবৃদ্ধ হয়। যজ্ঞ ঋদ্ধ হয়, যজমান ঋদ্ধ হয়। প্রজাদের নিমিত্ত, পশুদের নিমিত্ত ঋদ্ধ হয়, ব্রহ্মার নিমিত্ত ঋদ্ধ হয়। যিনি এরূপ জানেন, তিনি ব্রহ্মা হন। ॥১০॥

১. তুলনীয়—কাঠক. সং— ৩৪.১৭-১৮

দেবাশ্চ হ বা অসুরাশ্চাম্পর্ধন্ত। তে দেবাঃ সমাবদেব যজ্ঞে কুর্বাণা আসন্। যদেব দেবা অকুবত তদসুরা অকুবত। তে ন ব্যাবৃতমগচ্ছন্। তে দেবা অকুবন্—অয়তেমং যজ্ঞং তির উপর্যসুরেভ্যস্তংস্যামহা ইতি। তমেতাভিরাচ্ছাদ্যোদক্রামন্— যজুংষি যজ্ঞে সমিধঃ স্বাহা

ইতি। তং তির উপর্যসুরেভ্যো যজ্ঞমতত্বত। তমেবাং যজ্ঞমসুরা নান্ববায়ন্। ততো দেবা অভবন্
পরাসুরাঃ। স য এবংবিদ্বাংস্তির উপর্যসুরেভ্যো যজ্ঞং তনুতে, ভবত্যাত্মনা, পরাস্যাপ্রিয়ো
ভ্রাতৃব্যো ভবতি। এতৈরেব জুহুয়াং সমৃতযজ্ঞে চতুর্ভিশ্চতুর্ভিরন্বাখ্যানম্, পুরস্তাং প্রাতরনুবাকস্য
জুহুয়াৎ। এতাবান্ বৈ যজ্ঞঃ, যাবানেষ যজ্ঞস্তং বৃঙ্ক্তে, সযজ্ঞো ভবত্যজ্ঞ ইতরঃ। এতৈরেব
জুহুয়াৎ পুরস্তাদ্ দ্বাদশাহস্য। এষ হ বৈ প্রত্যক্ষং দ্বাদশাহঃ। তমেবালভ্যৈতৈরেব জুহুয়াৎ পুরস্তাদ্
দীক্ষায়াঃ। এষা হ বৈ প্রত্যক্ষং দীক্ষা। তামেবালভ্যৈতৈরেবাতিথ্যমভিমুশেদ্—যজ্ঞেন
যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ ইতি ॥১১॥

দেবতারা ও অসুরেরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। সেই দেবতারা সমানভাবে যজ্ঞরত ছিলেন। যা
দেবতারা করেছিলেন, অসুরেরাও তা-ই করেছিল। তাঁরা (দেবতারা) ব্যবৃত্তি লাভ করতে
পারেননি। তখন দেবতারা বললেন—‘এই যজ্ঞকে অসুরদের কাছ থেকে লুকিয়ে নিয়ে যাও
আমরা এর উপর বিরাজ করবো’^১। তাকে (সেই যজ্ঞকে) এইসবের (ঋকের) দ্বারা আচ্ছাদিত
করে গমন করলেন। ‘যজুর্মন্ত্র সমূহ দ্বারা যজ্ঞে যজ্ঞকাষ্ঠ সমূহ স্বাহা’। সেই যজ্ঞকে অসুরদের কাছ
থেকে আচ্ছাদিত করে তাকে বিস্তৃত করলেন, এদের সেই যজ্ঞকে অসুরেরা লাভ করতে
পারেনি। দেবতারা অসুরদের পরাভব ঘটিয়েছিলেন। যিনি (যজমান) এরূপ জেনে অসুরদের কাছ
থেকে আচ্ছাদিত করে উপরে বিস্তৃত করেন, নিজের দ্বারা তিনি শত্রুদের উপর জয়ী হন। তিনি
এ সমস্ত (মন্ত্রসমূহ) দ্বারা সমৃত-যজ্ঞে (একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত যজ্ঞে) প্রাতরনুবাকের পূর্বেই চারটি
চারটি মন্ত্র (দ্বারা) উচ্চারণ করে হোম করবো। যজ্ঞ হল এসব দ্বারা পূর্ণ। যে সমস্ত মন্ত্র দ্বারা পূর্ণ
এই যজ্ঞ সে (শত্রুকে) রুদ্ধ করে, অন্যসব অযজ্ঞ (যজ্ঞই নয়)। এই সমস্ত দ্বারা দ্বাদশাহ
(অহীন-যাগের) পূর্বেই হোম করবো। এ হল প্রত্যক্ষ দ্বাদশাহ। এ সমস্ত (মন্ত্র) দ্বারা দীক্ষার
পূর্বেই প্রাপ্ত (দ্বাদশাহ) যজ্ঞের অনুষ্ঠান করবো। এ হল প্রত্যক্ষ দীক্ষা। তাকে (দীক্ষাকে) প্রাপ্ত
হয়ে এই (মন্ত্র সমূহ) দ্বারা আতিথেয়টির অনুষ্ঠানের হবি স্পর্শ করবো। ‘যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত
দেবা’^২ ইতি মন্ত্র। ॥১১॥

১. তুলনীয় মৈ.সং-১.৯.৮; বৈ. সূত্র ১৬.৬

২. অথর্ব (পৈ) ২০.২.২; (শৌ) ৭.৫.১; ঋগ্বেদ ১০.৯০.১৪

যত্র বিজানাতি ব্রহ্মন্ সোমোংক্ষমিতি তমেতয়ালভ্যাভিমন্ত্রয়তে—

অভূদ্ দেবঃ সবিতা বন্দ্যো নু ন ইদানীমহ উপবাচ্যো নৃভিঃ।

বি যো রত্না ভজতি মানবেভ্যঃ শ্রেষ্ঠং নো অত্র দ্রবিণং যথা দধৎ॥ ইতি।

যে অগ্নয়ো অঙ্গবন্তঃ ইতি সপ্তভিরভিজুহোতি। যদেবাস্যাবক্ষণং ভবতি, তদেবাস্যৈতদগ্নৌ স্বগাকরোতি। অগ্নির্হি সূকৃतीनां हविषां प्रतिष्ठा। अथ विसृप्य वैप्रक्षान् होमान् जुहोति—
द्रक्षश्चक्ष्ण इति। या एवास्यभिषूयमाणस्य विप्रक्ष क्ष्णन्ति, अंशुर्वा ता एवास्यैतदाहवनीये
स्वगাকরোति। आहवनीयो ह्यहतीनां प्रतिष्ठा। यस्ते द्रक्ष क्ष्णन्ति इति। श्लोकো वै द्रक्षः। यस्ते
अंशुर्वाह्युतो धिषणाया उपस्थद् इति। बाह्विभिरভিজুহোতি। অংশুরধিবণাভ্যামধিক্ষ্ণতি।
অধ্বর্যোৰ্বা পরি যঃ পবিত্রাং তং তে জুহোমি মনসা বষট্কৃতম্ ইতি। তদ্ যথা
বষট্কৃতং স্বাহাকৃতং হুতমেবং ভবতি ॥১২॥

যেখানে তিনি (ব্রহ্মা) (অধ্বর্যুরকাছ থেকে) জানতে পারেন ‘ব্রক্ষন্ সোমোঃক্ষন্’। ইত্যাদি
মন্ত্র, তখন (সে মন্ত্র) লাভ করে তিনি পাঠ করেন—

অভূদ্ দেবঃ সবিতা বন্দ্যো নু
ন ইদানীমহ উপবাচ্যে নৃভিঃ
বি যো রত্না ভজতি মানবেভ্যঃ

শ্রেষ্ঠং নো অত্র দ্রবিণং যথা দধৎ॥ (ঋক্. সং-৪.৫৪.১)

(অনুঃ- সবিতৃদেব আবির্ভূত হয়েছেন। আমরা তাঁকে শীঘ্রই বন্দনা করব। তিনি এখন এবং
তৃতীয় সর্বনে হোতৃগণ কর্তৃক স্তুত হন। যিনি মানবগণকে রত্ন দান করেন, সে সবিতৃদেব
আমাদের এ যজ্ঞে শ্রেষ্ঠধন দান করুন।)

অতঃপর তিনি ‘যে অগ্নয়ো অঙ্গবন্তঃ’ ইত্যাদি সাতটি মন্ত্র দ্বারা হোম করবেন। এই
সোমরসের যে অঙ্গ অভিজ্ঞাত হয়, তা (অঙ্গ) তার অগ্নিতে গমন করে। অগ্নিই হল সূকৃতি
হবিঃ-সমূহের প্রতিষ্ঠা। অতঃপর সম্মুখে অগ্নসর হয়ে (হবির্ধান মণ্ডপ থেকে উত্তর বেদীর
অভিমুখে) তিনি হোম করবেন— ‘দ্রক্ষশ্চক্ষ্ণ’^৩ ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করেন। যে ক্রিয়াসমূহ
অভিষেককালে ঝরে পড়ে, (অননুষ্ঠিত থাকে) (সোমরস অথবা ডালপালা), তা আহবনীয়
অগ্নিতে নিজেই গমন করে। আহবনীয় অগ্নি হল আহুতি সমূহের প্রতিষ্ঠা। ‘যস্তু দ্রক্ষক্ষ্ণতি’^৪,
এই মন্ত্র বলে হোম করেন। (রস) বিন্দু অবশ্যই ক্ষুদ্র। ‘যস্তু অংশুর্বাহ্যুতো ধিষায়া উপস্থাদ্’^৫
ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে তিনি বাহু দ্বারা প্রাপ্ত অংশু অভিষেককারী পাত্রদ্বয়ের মধ্যে নিক্ষেপন
করেন। অতঃপর ‘অধ্বর্যো বা পরি যঃ পবিত্রাং তং তে জুহোমি মনসা বষট্-কৃতম্’ ইত্যাদি
মন্ত্র পাঠ করে বষট্কার, স্বাহাকার ও হোম সম্পন্ন হয়। ॥১২॥

১. তুল. কাঠক সং— ৩৪.১৮; বৈ. সূ. ১৬.১৫

২. অথর্ব (পৈ) ৩.১২.১ (৩.১২.১-৭)
 ,, (শৌ) ৩.২১.১ (৩.২১.১-৭)
 উভয়ক্ষেত্রেই প্রথম সাতটি মন্ত্র পাঠ করা হবে।
৩. ঋক. সং- ১০.১৭.১১; অথর্ব (পৈ) ২০.১২.৭;
 (শৌ) ১৮.৪.২৮
৪. অথর্ব (পৈ.) সং ২০.১২.৮; ঋক সং ১০.১৭.১২.
৫. তৈ.সং. ৩.১.১০.১; বাজ. সং ৭.২৬

ঋষয়ো বা ইন্দ্রং প্রত্যক্ষং নাপশ্যন্। তং বশিষ্ঠ এব প্রত্যক্ষমপশ্যৎ। সোহবিভেদ্—ইতরেভ্য ঋষিভ্যো মা প্রবোচদতি। সোহব্রবীৎ—ব্রাহ্মণং তে বক্ষ্যামি যথা ত্বৎপুরোহিতাঃ প্রজাঃ প্রজনিষ্যন্তে, অথৈতরেভ্য ঋষিভ্যো মা প্রবোচ ইতি। তস্মা এতান্ স্তোমভাগানুবাচ। ততো বশিষ্ঠপুরোহিতাঃ প্রজাঃ প্রাজায়ন্ত। স্তোমো বা এতেষাং ভাগঃ। তৎ স্তোমভাগানাং স্তোমভাগত্বম্। রশ্মিরসি, ক্ষয়ায় ত্বেতি। ক্ষয়ো বৈ দেবাঃ। দেবেভ্য এব যজ্ঞং প্রাহ। প্রেতিরসি, ধর্মণে ত্বেতি। ধর্মো মনুষ্যাঃ। মনুষ্যেভ্য এব যজ্ঞং প্রাহ। অনিতিরসি, সংধিরসি, প্রতিধিরসীতি। ত্রয়ো বৈ লোকাঃ। লোকেষেব যজ্ঞং প্রতিষ্ঠাপয়তি। বিষ্টন্তোহসীতি। বৃষ্টিমেবাবরুদ্ধে। প্রাবোহস্যহাংসি ইতি মিথুনমেব কৰোতি। উশিগসি, প্রকেতোহসি, সুদিতিরসীতি। অষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যা বাগ্ দ্বাত্রিংশী স্বরত্নয়ন্ত্রিংশত্নয়ন্ত্রিংশদ্ দেবাঃ। দেবেভ্য এব যজ্ঞং প্রাহ। ওজোহসি, পিতৃভ্যস্ত্বেতি। বলমেব তৎ পিতৃনুসংতনোতি। তন্তুরসি, প্রজাভ্যস্ত্বেতি। প্রজা এব পশুনুসংতনোতি। রেবদসি, ওষধীভ্যস্ত্বেতি। ওষধীষেব যজ্ঞং প্রতিষ্ঠাপয়তি। প্তনাষাডসি, পশুভ্যস্ত্বেতি। প্রজা এব পশুনুসংতনোতি। অভিজিদসীতি। বজ্রো বৈ ষোড়শী। ব্যাবৃত্তোহসৌ বজ্রঃ। তস্মাদেযোহনৈর্য্যাবৃত্তঃ। নাভুরসীতি। প্রজাপতিবৈ সপ্তদশঃ। প্রজাপতিমেবাবরুদ্ধে ॥১৩॥

ঋষিরাও ইন্দ্রকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাননি। তাঁকে বশিষ্ঠই (প্রথম প্রত্যক্ষ করলেন। ইন্দ্র ভয় পেলেন। (এ) অন্য ঋষিদের কাছে আমার কথা বলে দেবে। তিনি (ইন্দ্র) বললেন—‘আমি ব্রাহ্মণের কথা তোমাকে বলবো যাতে তোমার কাছ থেকে পুরোহিত, প্রজাসমূহ উৎপন্ন হয়, অন্য ঋষিদের কাছে (কিছু) বোলো না’। সেহেতু তিনি (ইন্দ্র) তাকে স্তোমভাগসমূহ বললেন, সেহেতু তা থেকে বশিষ্ঠপুরোহিত প্রজারা জাত হয়েছিল। স্তোম হল এদের (অংশ) ভাগ। সেহেতু স্তোমভাগের ‘স্তোমভাগত্ব’। ‘তুমি রশ্মি, তোমার কাছে বাসের জন্য’, ‘বাস’ ই হল দেবতারা। তিনি দেবতাদের কাছে যজ্ঞের কথা বলেছিলেন। ‘তুমি গমনকারী, ধর্মের নিমিত্ত’, ধর্ম হল মানুষ। তিনি মানুষদেরকে যজ্ঞ সম্পর্কে বলেছিলেন। ‘তুমি অনুসরণকারী’ তুমি

সংযোগকারী^১। তুমি (রথের) প্রতিধি (কাঠবিশেষ), এই তিনটি হল তিনটি লোক। লোকসমূহে যজ্ঞকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তুমি স্তম্ভনকারী^২ বৃষ্টিকে সেহেতু অবরোধ করো। ‘তুমি সন্মুখে বইছ, বইছ পিছনেও’^৩। এরূপে তিনি দ্বৈত-সৃষ্টি করলেন। ‘তুমি কাম্য’^৪, ‘তুমি জ্ঞানী’^৫, ‘তুমি বড় দাতা’^৬। (তিনি বলেন)—‘বসুরা আটজন, রুদ্র একাদশ, দ্বাদশ আদিত্য, বত্রিশ বাক। তেত্রিশ স্বর; দেবতারা তেত্রিশ’। দেবতাদেরকে যজ্ঞের কথা (তিনি) বলেছিলেন। ‘তুমি তেজ। তোমার কাছে পিতাদের জন্য’^৭। সে বলকে ও পিতৃগণকে সংগঠিত করে। ‘তুমি তন্তু, তোমার কাছে প্রজাদের জন্য’^৮। প্রজা ও পশুদের সে সংবর্ধিত করে। ‘তুমি ধনবান, তুমি ঔষধিসমূহের জন্য’^৯। ঔষধিসমূহে যজ্ঞকে প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। ‘তুমি সংগ্রাম-জয়ী’, তোমার কাছে পশুদের জন্য’^{১০}—প্রজা ও পশুগণকে অনুরূপভাবে সংবর্ধিত করে। ‘তুমি অভিজিৎ’^{১১}। ষোড়শী হল বজ্র। সেই বজ্র ব্যাবৃত্ত (প্রকটিত)। সেহেতু এ বজ্র অন্য কর্তৃক ব্যাবৃত্ত (প্রকটিত) হয়। ‘তুমি নাভু’^{১২}। প্রজাপতি সপ্তদশ। সেহেতু তিনি প্রজাপতিকে লাভ করেন। ॥ ১৩ ॥

১. তৈ.সং. ৩.৫. ২.২; কাঠক. সং ১৭.৭; পঞ্চ. ব্রা. ১. ৯.১.; বৈ.সূ. ১৭.৪
২. পঞ্চ. ব্রা. ১.৯.২. বৈ. সূ. ২০. ১৩
৩. এখানে গো. ব্রা. পাঠ ‘অনিতিরসি’ যা ব্লুমফিল্ডে ‘বেদিক্ কঙ্কর্ডেস’ মতে ‘অস্থিতি’। তু. তৈ. সং. ৩.৫.২.৪; বৈ. সূ. ২০.১৩.
৪. তুলনীয়—তৈ.সং- ৪.৪.১.১; বৈ. সূ ২০.১৩
৫. ,, তদেব ৪.৪.১.১; পঞ্চ. ব্রা. ১.৯.৫.
৬. ,, ঐ ৩. ৫. ২. ২; ঐ ১.৯.৬ বৈ.সূ. ২১.১৪.
৭. ,, ঐ ৩. ৫. ২. ২ তৈ. সং পাঠে অবশ্য পাঠভেদ আছে।
৮. ,, ঐ ৩. ৫. ২. ২; পঞ্চ. ব্রা. ১.৯.৯, বৈ.সূ. ২২.৪
৯. তুল তৈ. সং- ৪.৪.১.২.; ,, ,, ১.৯.১০
১০. ” বৈ.সূ. ২২.১৭
১১. তৈ. সং ৩.৫.২.৩. ; পঞ্চ. ব্রা. ১.৯.১২; বৈ. সূ. ২৩.২৬
১২. তৈ. সং ৩.৫.২.৩. ; পঞ্চ. ব্রা. ১.১০.১; বৈ. সূ. ২৫.১
১৩. ঐ ৩.৫.২.৪. ; পঞ্চ. ব্রা. ১.১০.২; ঐ ২৫.১
১৪. ঐ ৩.৫.২.৪. ; পঞ্চ ব্রা. ১.১০.৩; ঐ ১৫.১
১৫. কাঠক সং ১৯.৫
১৬. বৈ. সূ. ২৭. ১৬. কিন্তু সেখানে পাঠ আছে ‘নাভুরসি সপ্তদশ’।

অধিপতিরসি, ধরুণোহসি, সংসর্পোহসি, বয়োধা অসীতি। প্রাণোহপানশ্চক্ষুঃ
শ্রোত্রমিত্যেতানি বৈ পুরুষমকরন্ প্রাণানুপৈতি, প্রজাত্যা এব। ত্রিবৃদসি, প্রবৃদসি, স্ববৃদসি,

অনুবৃদসীতি। মিথুনমেব করোতি। আরোহোহসি, প্ররোহোহসি, সংরোহোহসি, অনুরোহোহসীতি। প্রজাপতিরেব। বসুকো হসি, বস্যাষ্টিরসি, বেষজীরসীতি। প্রতিষ্ঠিতিরেব। আক্রমোহসি, সংক্রমোহসি, উৎক্রমোহসি, উৎক্রান্তিরসীতি। ঋদ্ধিরেব। যদ্ যদ্ বৈ সবিতা দেবেভ্যঃ প্রাসুবৎ, তেনাধ্ববন্। সবিতৃপ্রসূতা এব স্তবন্তি, ঋধ্ববন্তি। বৃহস্পত্যে স্তুতেতি। বৃহস্পতির্বা আগ্নিরসো দেবানাং ব্রহ্মা। তদনুমতৈবোং ভূর্জনদিতি প্রাতঃসবনে ঋগ্ভিরেবোভয়তোহথর্বাঙ্গিরোভিগুপ্তাভিগুপ্তৈ স্তুতেত্যেব, ওং ভুবো জনদিতি মাধ্যংদিনে সবনে যজুর্ভিরেবোভয়তোহথর্বাঙ্গিরোভিগুপ্তাভিগুপ্তৈ স্তুতেত্যেব, ওং স্বর্জনদিতি তৃতীয়সবনে সামভিরেবোভয়তোহথর্বাঙ্গিরোভিগুপ্তাভিগুপ্তৈ স্তুতেত্যেব। অথ যদ্যহীন উকথ্যঃ ষোড়শী বাজপেয়োহতিরাত্রোহপ্তোর্যামা বা স্যাৎ, সর্বাভিঃ সর্বাভিরত উধ্বং ব্যাহতিভিরনুজানাতি, ওং ভূর্ভুবঃ স্বর্জনদ্ বৃধৎ করদ্ রুহন্ মহৎ তচ্ছমোমিন্দ্রবন্ত স্তুতেতি সেদ্রান্ মাপগায়ত সেদ্রান্ স্তুতেত্যেব। ইন্দ্রিয়বান্দ্ভিমান্ বশীয়ান্ ভবতি য এবং বেদ, যশ্চৈবংবিদ্বান্ স্তোমভাগৈর্যজতে ॥১৪॥

‘তুমি অধিপতি’; তুমি ধারণকর্তা^১। তুমি গমনশীল^২, তুমি শক্তি প্রদাতা^৩; প্রাণ, অপান, চক্ষু ও শ্রৌত্র এরা পুরুষসৃষ্টি করেছে। প্রাণের কাছে তিনি গমন করেছিলেন প্রজাসৃষ্টির জন্য। ‘তুমি ত্রিবৎ^৪, তুমি প্রবৎ^৫, তুমি স্ববৎ^৬, তুমি অনুবৎ^৭’। এভাবে তিনি মিথুন তৈরী করেছেন। ‘তুমি আরোহ^৮, তুমি প্ররোহ^৯’; তুমি সংরোহ^{১০}, তুমি অনুরোহ^{১১}’ তুমি প্রজাপতি। ‘তুমি ধনযুক্ত^{১২}, তুমি সহায়ক, তুমি বেষজী, তুমি প্রতিষ্ঠা। ‘তুমি পাদবিক্ষেপ, তুমি সম্যকক্রম, তুমি উৎক্রম^{১৩}, তুমি উৎক্রান্তি। তুমি ঋদ্ধি। যা যা সবিতা দেবতাদের জন্য প্রসব করেছিলেন, তার দ্বারা দেবতারা ঐশ্বর্যবান হয়েছিল। সবিতৃ-প্রসূত (তাঁরা) স্তব করেছিলেন এবং ঐশ্বর্যবান হয়েছিলেন। বৃহস্পতির উদ্দেশ্যে স্তুতি। আগ্নিরসই বৃহস্পতি দেবতাদের ব্রহ্মা (পুরোহিত)। তাঁর (= বৃহস্পতির) অনুমতির জন্য প্রাতঃসবনে (ব্রহ্মা) অথর্বাঙ্গিরস (অথর্ববেদ) দ্বারা রক্ষিত উভয়তে যে ঋক্সমূহ তার দ্বারা ওম্, ভূঃ, জনৎ (এই ব্যাহতি) উচ্চারণ করবেন (স্তুতি হিসেবে)। মাধ্যদিন সবনে (তিনি) অথর্বাঙ্গিরস (অথর্ববেদ) দ্বারা উভয়তঃ রক্ষিত যে যজুঃ মন্ত্রসমূহ তার দ্বারা ‘ওঁ ভুবঃ জনৎ’ (এই ব্যাহতি) উচ্চারণ করবেন। তৃতীয়সবনে অথর্বাঙ্গিরস (অথর্ববেদ) দ্বারা উভয়তঃ রক্ষিত যে সাম-সমূহ তার সাহায্যে ‘ওঁ, স্বঃ, জনৎ’ (এই ব্যাহতি) উচ্চারণ করবেন (ব্রহ্মা)। অতঃপর যদি সোমযাগ হয় অহীন, কিংবা উকথ্য কিংবা ষোড়শী, কিংবা বাজপেয়, কিংবা অতিরাত্র, ‘অথবা অপ্তোর্যাম’ তাহলে তিনি (ব্রহ্মা) (উদ্গাতাকে) ‘ওঁ, ভূ ভূবঃ, স্বঃ, জনৎ, বৃধৎ, করৎ, রুহৎ, মহৎ, তৎ, শম্,

ওম্ (এই সমস্ত ব্যাহতি সহ) (স্তোত্র) পাঠে অনুমতি দেন^{১৫}। ইন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্তোত্র পাঠ কর^{১৬}। ইন্দ্রিয়বান, ঋদ্ধিমান, বশীযান হন তিনি, যিনি এরূপ জানেন, এবং যিনি এরূপ জেনে স্তোমভাগ দ্বারা যাগ করেন। ॥১৪॥

১. তৈ. সং—৫.৩.৬.২.
২. অথর্ব (শৌ) ১৮.৩.৩৬;
পঞ্চ. ব্রা. ১.১০.৬, বৈ.সূ. ২৬.১
৩. তৈ.সং .১.৪.১৪.১; মৈ.স. ৩.১২.১৩; বৈ.সূ. ২৬. ১
৪. তৈ. সং ৪.৪.১.৩; কাঠক সং ১৭.৭; পঞ্চ. ব্রা ১.১০.৮; বৈ. সূ. ২৬.১
৫. তৈ. সং— ৩.৫.২.৫; পঞ্চ. ব্রা ১.১০.৯; বাজ. সং ১৫. ৯; বৈ. সূ. ২৬.৮.
৬. তদেব ১৫.৯; বৈ. সূ. ২৬.১১
৭. তদেব ১৫.৯; তদেব ২৬.১১
৮. তদেব ১৫.৯; তদেব ২৬/১১
৯. বৈ. সূ. ২৬.১১.
১০. তৈ.সং- ৪.৪.১.৩ ; পঞ্চ. ব্রা. ১.১০.১০.; বৈ. সূ. ২৬.১১
১১. তদেব " ৩.৫.২.৫. ; পঞ্চ. ব্রা. ১.১০.১০.; ,,
১২. তদেব ৪. ৪. ৯. ৩ ; পঞ্চ. ব্রা.,, ,, ;
১৩. তদেব " ৩.৫.২.৫. ; পঞ্চ. ব্রা. ১.১০.১০.; "
১৪. বাজ. সং- ১৫.৯.; পঞ্চ. ব্রা. ১.১০.১২.; বৈ. সূ ২৭.২৭.
১৫. এই সব ব্যাহতির কথা গোপথ ব্রাহ্মণে প্রথমেই আলাদা আলাদা ভাবে বলা আছে। দ্রষ্টব্য. গো. ব্রা.
১.১. ১৭-২১; বৈ.সূ. ১৭. ৬.
১৬. বৈ. সূ. ১৭. ৪.

যো হ বা আয়তাংশ্চ প্রতীয়তাংশ্চ স্তোমভাগান্ বিদ্যাৎ, স বিস্পর্ধমানয়োঃ সমৃতসোময়োর্ভ্রাক্ষা স্যাৎ। স্তুতেষে, স্তুতোর্জে, স্তুত দেবস্য সবিতুঃ সবে, বৃহস্পতিং বঃ প্রজাপতিং বো বসূন্ বো দেবান্ রুদ্রান্ বো দেবানাদিত্যান্ বো দেবান্ সাধ্যান্ বো দেবানাপ্ত্যান্ বো দেবান্ বিশ্বান্ বো দেবান্ সর্বান্ বো দেবান্ বিশ্বতম্পরিহবামহে। জনেভ্যোহস্মাকমস্তু কেবলঃ, ইতঃ কৃণোতু বীর্যমিতি। এতে হ বা আয়তাংশ্চ প্রতীয়তাংশ্চ স্তোমভাগাঃ। তান্ জপনুপর্যুপরি পরেযাং ব্রহ্মাণমবেক্ষেত। তত এষামধঃশিরা ব্রহ্মা পততি, ততো যজ্ঞঃ, ততো যজমানঃ। যজমানেহধঃশিরসি পতিতে স দেশোহধঃশিরাঃ পততি, যস্মিন্নধে যজন্তে। দেবাশ্চ হ বা অসুরাশ্চ সমৃতসোমৌ যজ্ঞাবতনুতাম্। অথ বৃহস্পতিরাদিরসো

দেবানাং ব্রহ্মা। স আয়তাংশ্চ প্রতিযতাংশ্চ স্তোমভাগান্ জপনুপর্যপার্যসুরাণাং ব্রহ্মাণমবৈক্ষত।
তত এষামধঃশিরা ব্রহ্মাপতৎ, ততো যজ্ঞঃ, ততোহসুরা ইতি ॥১৫॥

যিনি আয়ত (বিস্তৃত) ও প্রতিযত (প্রত্যাবর্তিত) স্তোমভাগসমূহ জানেন তাঁকে একই সময়ে অনুষ্ঠিত দুটি স্পর্ধমান সমৃত সোমযাগের ব্রহ্মা রূপে (নিয়োগ) করা হবে। ‘অন্নের জন্য স্তুতি কর’, ‘ওজস্ এর জন্য স্তুতি কর’, ‘সবিতৃ-দেবের প্রসবের নিমিত্ত স্তুতি কর’^১। ‘আমরা কর’, ‘বৃহস্পতিকে, প্রজাপতিকে, বসুদেরকে, রুদ্রদেবদের, আদিত্যদেবদের, সাধ্যদেবদের, আপ্যদেবদের, বিশ্বদেবদের, সকলদেবতাদের সর্বতঃ উপর্যুপরি আহ্বান করি’। ‘এ (সমস্ত) কেবল আমাদের লোকেদের নিমিত্ত থাকুক। এখান থেকে তিনি বীর্য গ্রহণ করুন’। —এ সমস্ত হল আয়ত ও প্রতিযত স্তোমভাগসমূহ। সে সমস্ত উপর্যুপরি জপ করতে করতে শত্রুদের (অসুরদের) ব্রহ্মা ঋত্বিক্কে দেখবেন। তখন তাদের ব্রহ্মা নতমস্তক হয়ে পতিত হন, এবং তারপর যজ্ঞ। তারপর যজমান পতিত হয়। যজমান অধঃশির হয়ে পতিত হলে সে স্থান নতমস্তকে পতিত হয় যে অর্ধে তাঁরা যাগ করেন। দেবতারা ও অসুরেরাও সমৃত-সোমযজ্ঞদ্বয়ের অনুবিস্তার ঘটান।

আঙ্গিরস বৃহস্পতিই হলেন দেবতাদের ব্রহ্মা (নামক ঋত্বিক্)। তিনি আয়ত ও প্রতিযত স্তোমভাগ-সমূহ উপর্যুপরি জপ করতে করতে অসুরদের ব্রহ্মা (নামক ঋত্বিক্)-কে দেখবেন। তখন তাদের (অসুরদের) ব্রহ্মা পতিত হলেন। তারপর (তাদের) যজ্ঞ ও তারপর অসুরেরা (পতিত হল)। ॥১৫॥

১. তুলনীয় কাঠক. সং. ৩৪. ১৮; বৈ, সূ. ১৭.৭

২. ,, তৈ. সং.- ৩.২.৭.১ ; বৈ, সূ. ১৭.৭

দেবা যজ্ঞং পরাজয়ন্ত। তমগ্নীধ্বাং পুনরুপাজয়ন্ত। তদেতদ্ যজ্ঞস্যাপরাজিতং যদাগ্নীধ্বম্।
যদাগ্নীধ্বাদ্ ধিষ্য্যান্ বিহরতি, তত এবৈনং পুনস্তনুতে, পরাজিত্যৈ। অপ খলু বা এতে গচ্ছন্তি,
যে বহিষ্পবমানং সপন্তি। বহিষ্পবমানে স্তুত আহ—অগ্নীদগ্নীন্ বিহর, বর্হি স্তৃণীহি,
পুরোডাশানলংকুর্বিতি। যজ্ঞমেবাপরাজিত্য পুনস্তন্বানা আয়ন্তি। অঙ্গারৈর্দে সর্বনে বিহরতি
শলাকাভিস্তৃতীসবনং সশুক্রত্বায়। অথো সংভবত্যেবমবমেবৈতৎ। দক্ষিণতো বৈ দেবানাং যজ্ঞং
রক্ষাংস্যজিঘাংসন্। তান্যগ্নীধ্বোপায়ত। তস্মাদ্ দক্ষিণামুখস্তিষ্ঠন্নগ্নীং প্রত্যাশ্রাবয়তি,
যজ্ঞস্যভিজিত্যৈ রক্ষসামপহত্যৈ, রক্ষসামপহত্যৈ’ ॥১৬॥

দেবতারা যজ্ঞকে পরাভূত করেছিলেন। তাকে অগ্নীধ্বর (স্থান) থেকে পুনর্বার জয় করেছিলেন। যা অগ্নীধ্ব (স্থান), তা যজ্ঞের অপরাজিত স্থান ছিল। তিনি (অগ্নিকে) অগ্নীধ্ব

(স্থান) থেকে ধিষেণ্য গমন করান, তখন একে পুনরায় তিনি পরাজয়ের জন্য বিস্তৃত করেন। তাঁরা যাঁরা বহিষ্পবমান স্তোত্রে গমন করেন (তাঁরা) এ স্থান থেকে পলায়ন করেন। বহিষ্পবমান স্তোত্র স্তুত হলে তিনি (অধ্বর্যু) বলেন—‘অগ্নীং থেকে অগ্নিকে গমন করাও, বর্হি বিছিয়ে দাও, পুরোডাশ সাজাও’। তাঁরা যজ্ঞকে জয় করে পুনরায় তাকে বিস্তৃত করেন। প্রথম সবনদ্বয়কে (অগ্নীং) অঙ্গারের দ্বারা বর্ধিত করেন, তিনি তৃতীয় সবনকে শলাকার দ্বারা, সমান বীর্যত্বের নিমিত্ত (বর্ধিত করেন)। পুনরায় এরূপও সম্ভব হতে পারে। দেবতাদের যজ্ঞকে রাক্ষসেরা দক্ষিণদিক থেকে আঘাত করেছিল। তাদেরকে আগ্নীধ্ব দ্বারা বিনাশ করেছিলেন (দেবতারা)। সেজন্য দক্ষিণদিকে মুখ করে বসে আগ্নীধ্ব (ঋত্বিক্) যজ্ঞকে জয়ের জন্য, রাক্ষসদের বিনাশের জন্য প্রত্যাশ্রাবণ করান। ॥১৬॥

১. সমগ্র অনুচ্ছেদটি তৈ.সং. ৬.৩. ১-২ ও শত. ব্রা. ৪.২.৫.১১ এর সঙ্গে তুলনীয়।

তদাঙ্ঃ—অথ কস্মাৎ সৌম্য এবাধ্বরে প্রবৃতাহুতীর্জুহুতি, ন হবির্যজ্ঞে ইতি? অকৃৎস্না বা এষা দেবযজ্ঞা যদ্ধবির্যজ্ঞেঃ। অথ হৈষৈব কৃৎস্না দেবযজ্ঞা যৎ সৌম্যোঃধ্বরঃ। তস্মাৎ সৌম্য এবাধ্বরে প্রবৃতাহুতীর্জুহুতি। জুষ্টো বাচে ভূয়াসং, জুষ্টো বাচম্পতয়ে, দেবি বাগ্ যদ্ বাচো মধুমত্তমং তস্মিন্ মা ধাঃ, স্বাহা বাচে, স্বাহা বাচপতয়ে, স্বাহা সরস্বতৌ, স্বাহা সরস্বত্যা ইতি পুরস্তাৎ স্বাহাকারেণ জুহোতি। তস্মাদ্ বাগত উধ্বমুৎসৃষ্টা যজ্ঞঃ বহতি মনসোত্তরাম্। মনসা হি মনঃ প্রীতম্। তদু হৈকে সপ্তাহুতীর্জুহুতি, সপ্ত ছন্দাংসি প্রবৃত্তানি, প্রতিমন্ত্রমিতি বদন্তঃ। যথা মেখলা পর্যস্যতে মেধ্যস্য চামেধ্যস্য চ বিহুতৌ, এবং হৈবৈতে ন্যুপ্যন্তে মেধ্যস্য চামেধ্যস্য চ বিহুতৌ, যজ্ঞস্য বিহুতৌ। প্রাচীনং হি ধিষেণ্যভ্যো দেবানাং লোকাঃ, প্রতীচীনং মনুষ্যাণাম্। তস্মাৎ সোমং পিবতা প্রাঞ্চে ধিষ্য নোপসর্প্যাঃ। জনং হ্যেতদ্ দেবলোকং হ্যধ্যারোহন্তি। তেষামেতদায়তনং চোদয়নং চ যদাগ্নীধ্বং চ সদশ্চ। তদ্ যোঃবিদ্বান্ সংচরতি, আর্তিমার্হতি। অথ যো বিদ্বান্ সংচরতি, ন স ধিষ্যীয়ামার্তিমার্হতি ॥১৭॥

তখন তাঁরা বললেন—‘তাহলে কেন কেবলমাত্র সোম-সংক্রান্ত যজ্ঞে চারটি আহুতি দ্বারা হোম করা হয় (পুরোহিত নিয়োগকালে), কিন্তু হবির্যজ্ঞে কেন নেই’? (উত্তরে বলা হয়) ‘যা হবির্যজ্ঞে (প্রদত্ত) দেবাহুতি তা অসম্পূর্ণ, যা দেবাহুতি সোমযাগে (প্রদত্ত হয়) তা সম্পূর্ণ’। সেহেতু কেবলমাত্র সোমসংক্রান্ত যাগে প্রবৃত্ত (অখণ্ড পরিপূর্ণ) আহুতির দ্বারা হোম করা হয়।

‘আমি বাক্যনিমিত্ত অনেকানেক প্রীত, আমি বাচম্পতির প্রতিও প্রীত। হে দেবী বাক্! তুমি সেই মধুমত্তম বাকে আমাকে প্রতিষ্ঠিত কর। বাকের উদ্দেশ্যে স্বাহা, বাচম্পতিকে স্বাহা, সরস্বতীকে স্বাহা, সরস্বতীকে স্বাহা, এই সমস্ত বলে পূর্বদিক থেকেই স্বাহাকারের দ্বারা হোম

করেন। সেহেতু বাক-এর উর্ধ্ব মুক্ত হয়ে মনের উর্ধ্ব যজ্ঞকে বহন করেন। মনের দ্বারাই মন প্রসন্ন হয়। সেহেতু কেউ কেউ সপ্ত আহুতি দিয়ে হোম করেন। সপ্ত ছন্দ প্রবৃত্ত হয়, প্রতিটি উচ্চারণ করে। যেমন পবিত্র ও অপবিত্র (বস্তু) পৃথক করণের জন্য মেখলা পরিধান করা হয়, তেমনি এই মন্ত্রসমূহ যজ্ঞে পবিত্র (প্রয়োগযোগ্য) ও অপবিত্র (অপ্রয়োগযোগ্য) পৃথক করণের জন্য, যজ্ঞের পৃথক করণের জন্য মন্ত্রসমূহ প্রযুক্ত হয়। ধিমেষ্যর পূর্বদিকে দেবলোক, পশ্চিমে মনুষ্যলোক। সেহেতু সোমপানকারী (ব্যক্তি) ধিমেষ্যর পূর্বদিকে গমন করবে না। এ মনুষ্যকে দেবলোকে প্রেরণ করে। তাদের এই বিস্তার ও বৃদ্ধি হল যথাক্রমে আগ্নীধ্র এবং সদঃ। যে তা না জেনে (যজ্ঞাগ্নিস্থানে) সঞ্চরণ করে, সে দুঃখ পায়, যে জেনে (যজ্ঞাগ্নিস্থানে) সঞ্চরণ করে, সে (অগ্নিকুন্ডের) ধিমেষ্যীয় পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হয় না। ॥১৭॥

প্রজাপতিবৈ যজ্ঞঃ। তস্মিন্ সর্বে কামাঃ সর্বা ইষ্টীঃ সর্বমমৃতত্বম্। তস্য হৈতে গোপ্তারো যদ্ ধিমেষ্যঃ। তান্ সদঃ প্রস্রক্ষ্যন্ নমস্করোতি—নমো নম ইতি। ন হি নমস্কারমতি দেবাঃ। তে হি নমসিতাঃ কর্তারমতিসৃজন্তীতি। তত এতং প্রজাপতিং যজ্ঞং প্রপদ্যতে, নমো নম ইতি। ন হি নমস্কারমতি দেবাঃ। স তত্রৈব যজমানঃ সর্বান্ কামানাপ্নোতি, সর্বান্ কামানাপ্নোতি' ॥১৮॥

যজ্ঞই প্রজাপতি। তাতে সকল কামনা, সকল ইষ্টি, সকল অমৃতত্ব। যা ধিমেষ্য—তাই হলো তার রক্ষক। যখন সদঃ (স্থানে) প্রবেশ করে (কেউ) তখন তাকে (ধিমেষ্যকে) সে নমস্কার করে—‘নমো নমঃ’ এই বলে। দেবতারা নমস্কারকে অতিক্রম করেন না। তাঁরা নমস্য হয়ে নমস্কর্তাকে আশীর্বাদ প্রদান করেন। অতঃপর সে প্রজাপতি যজ্ঞের কাছে গমন করে—‘নমো নমঃ’ বলে। দেবতারা নমস্কারকে (অতিক্রম) করেন না। সেই যজমান সেখানেই সকল কামনাসমূহ লাভ করে। সকল কামনাসমূহ লাভ করে। ॥১৮॥

১. এই অনুচ্ছেদটির সঙ্গে কৌ. ব্রা. ১৩. ১; বৈ. সূ. ১৮. ১১ তুলনীয়।

যো বৈ সদস্যান্ গন্ধর্বান্ বেদ, ন সদস্যামার্তিমাঈতি। সদঃ প্রস্রক্ষ্যন্ ক্রিয়াৎ—উপদ্রষ্টে নম ইতি। অগ্নিবৈ দ্রষ্টা, তস্মা উ এবাত্মানং পরিদদাতি। সর্বমায়ুরেতি, ন পুরা জরসঃ প্রমীয়তে য এবং বেদ। সদঃ প্রস্প্য ক্রিয়াৎ—উপশ্রোত্রে নম ইতি। বায়ুর্বা উপশ্রোতা, তস্মা উ এবাত্মানং পরিদদাতি। সর্বমায়ুরেতি, ন পুরা জরসঃ প্রমীয়তে য এবং বেদ। সদঃ প্রসর্পন্ ক্রিয়াৎ—অনুখ্যাত্রে নম ইতি। আদিত্যো বা অনুখ্যাতা, তস্মা উ এবাত্মানং পরিদদাতি। সর্বমায়ুরেতি, ন পুরা জরসঃ প্রমীয়তে য এবং বেদ। সদঃ প্রসৃপ্তো ক্রিয়াৎ—উপদ্রষ্টে নম ইতি। ব্রাহ্মণো বা উপদ্রষ্টা, তস্মা উ এবাত্মানং পরিদদাতি। সর্বমায়ুরেতি, ন পুরা জরসঃ প্রমীয়তে য

এবং বেদ। তে বৈ সদস্য গন্ধর্বাঃ। স য এবমেতান্ সদস্যান্ গন্ধর্বানবিদ্বান্ সদঃ প্রসপতি, স সদস্যামার্তিমাৰ্হতি। অথ যো বিদ্বান্ সংচরতি, ন সদস্যামার্তিমাৰ্হতি। এতেন হ স্ম বা অঙ্গিরসঃ সর্বং সদঃ পর্যাছঃ। তে ন সদস্যামার্তিমাৰ্হন্তি। অথ যং কাময়েত—ন সদস্যামার্তিমাৰ্হেয়ুরিতি, তেভ্য এতেন সর্বং সদঃ পরিক্রয়াৎ। তে ন সদস্যামার্তিমাৰ্হন্তি। অথ যং কাময়েত—প্রমীয়তেতি, তমেতেভ্য আব্শ্চেৎ। প্রমীয়তে ॥১৯॥

যে যজমান গন্ধর্ব সদস্যদের (যজ্ঞশালায় উপস্থিত ব্যক্তি) জানেন, তিনি সদস্পীড়া লাভ করেন না। সদঃতে প্রবেশ করে তিনি বলবেন, ‘উপদ্রষ্টাকে নমস্কার’। অগ্নিই দ্রষ্টা, সেহেতু আত্মাকে তাকেই (অগ্নিকে) তিনি প্রদান করেন। যে এরূপ জানে সে সকল আয়ুকে লাভ করে। জরার পূর্বেই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। সদঃস্থানে গিয়ে তিনি বলবেন ‘উপশ্রোতাকে নমস্কার’। বায়ুই উপশ্রোতা। সেহেতু তিনি তাকেই (বায়ুকেই) আত্মাকে প্রদান করেন। যিনি এসব জানেন তিনি সম্পূর্ণ আয়ু লাভ করেন, জরার পূর্বেই বিনাশ প্রাপ্ত হন না। সদঃতে প্রবেশ করার সময় বলবেন—‘পরম প্রকাশককে নমস্কার। আদিত্যই সেই পরমপ্রকাশক’ সেহেতু (যজমান) তাকেই আত্মাকে প্রদান করেন। যিনি এসব জানেন তিনি পূর্ণ আয়ু লাভ করেন। জরাগ্রস্ত হবার আগে তার বিনাশ হয় না। সদঃতে প্রবেশ করার সময় (যজমান) বলবেন—‘পরমদ্রষ্টাকে নমস্কার’। ব্রাহ্মণ সেই পরমদ্রষ্টা। অতএব তাকেই আত্মাকে দান করবেন। যিনি এসব জানেন তিনি পূর্ণ আয়ু লাভ করেন, জরাগ্রস্ত হবার পূর্বে প্রণষ্ট হন না।

গন্ধর্বরা হলেন সেই সদস্য। যে (যজমান) এই গন্ধর্ব সদস্যদের না জেনে সদঃতে প্রবেশ করে, সে সদঃপীড়া লাভ করে। কিন্তু যে জেনে সঞ্চরণ করে, সে সদঃপীড়া দ্বারা আক্রান্ত হয় না। সেহেতু অঙ্গিরাগণ সকল সদঃ সম্পর্কে (প্রশংসাবাক্য) বলেন। তাঁরা তাই সদঃ-এর পীড়াক্রান্ত, হয় না। অতঃপর যাদেরকে তিনি (ব্রহ্মা) কামনা করেন, তারা সদঃ-এর পীড়া-লাভ করে না। সেহেতু তিনি সদঃ সম্পর্কে তাদের নিমিত্ত বলবেন। তাঁরা সদঃপীড়া-আক্রান্ত হবেন না। এবং যাকে তিনি (সদঃ) কামনা করেন—‘এ বিনাশ প্রাপ্ত হোক’, তাকে (সদঃদের) কাছ থেকে ছিন্ন করে? সে (অন্যথায়) বিনাশপ্রাপ্ত হবে। ॥১৯॥

তদাঙ্কঃ—যদৈন্দ্রো যজ্ঞোহথ কস্মাদ্ দ্বাবেব প্রাতঃসবনে প্রস্থিতানাং প্রত্যক্ষাদৈন্দ্রীভ্যাং যজতো হোতা চৈব ব্রাহ্মণাচ্ছংসী চ? ইদং তে সোম্যং মধু ইতি হোতা যজতি। ইন্দ্র ত্বা বৃষভং বয়ম্ ইতি ব্রাহ্মণাচ্ছংসী। নানাদেবত্যাভিরিতরে। কথং তেষামৈন্দ্রয়ো ভবন্তি? মিত্রং বয়ং হবামহে ইতি মৈত্রাবরুণো যজতি। বরুণং সোমপীতয়ে ইতি। যদ্ বৈ কিং চ পীতবৎ, তদৈন্দ্রং রূপম্, তেনৈন্দ্রং প্রীণাতি। মরুতো যস্য হি ক্ষয়ে ইতি পোতা যজতি। স সুগোপাতমো জনঃ ইতি। ইন্দ্রো বৈ গোপাঃ। তদৈন্দ্রং রূপম্, তেনৈন্দ্রং প্রীণাতি। অগ্নে পত্নীরিহা বহ ইতি নেষ্টা

যজতি। ত্বষ্টারং সোমপীতয়ে ইতি। যদ্ বৈ কিং চ পীতবৎ, তদৈন্দ্রং রূপম্, তেনেন্দ্রং প্রীণাতি।
উক্ষান্নায় বশান্নায় ইত্যাগ্নীধ্রো যজতি। সোমপৃষ্ঠায় বেধসে ইতি। ইন্দ্রো বৈ বেধাঃ। তদৈন্দ্রং
রূপম্, তেনেন্দ্রং প্রীণাতি।

প্রাতর্যাবভিরাগতং দেবেভির্জন্যাবসূ। ইন্দ্রাগ্নী সোমপীতয়ে ॥ ইতি ।

স্বয়ংসমৃদ্ধা অচ্ছাবাকস্য। এবমু হৈতা ঐন্দ্রয়ো ভবন্তি। যদ্ নানাদেবত্যাঃ, তেনান্যা দেবতাঃ
প্রীণাতি। যদ্ গায়ত্রীমন্ত্রেনাগ্নেয়াঃ তস্মাদেতাভিস্ত্রয়মবাপ্তং ভবতি ॥২০॥

অতঃপর (তাঁরা) বলেন—‘যখন ঐন্দ্রযজ্ঞ (অনুষ্ঠিত হয়) তখন কেন হোতা এবং
ব্রাহ্মণাচ্ছংসী [নামক] ঋত্বিকদ্বয় প্রাতঃসবনে প্রস্থিত-হোমের’ প্রত্যক্ষতঃ দুটি ঐন্দ্রযজ্ঞের
অনুষ্ঠান করেন’? হোতা ‘ইদংতে সৌম্যং মধু’^২ মন্ত্র উচ্চারণ করে যাগ করেন। ব্রাহ্মণাচ্ছংসী
‘ইন্দ্র ত্বা বৃষভং বয়ম্’ মন্ত্র উচ্চারণ করে যাগ করেন? অন্য (পুরোহিতরা) অন্য (যজুঃ) মন্ত্রসমূহ
বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে পাঠ করেন। মৈত্রাবরুণ—‘মিত্রং বয়ং হবামহে’^৩ ইতি পাঠ করে যাগ
করেন। ‘বরুণং সোমপীতয়ে’^৪ পাঠ করেন (তিনিই)। যে (বাক্যে) পান করেছিল এ অর্থ (প্রকাশ
করে) তা ইন্দ্রেরই রূপ। তার দ্বারা ইন্দ্রকেই প্রীত করেন (মন্ত্রপাঠক)। ‘মরুতো যস্য হি ক্ষয়ে’^৫
পাঠ করে পোতা যাগ করেন। ‘স সুগোপাতমো জনঃ’^৬ বলে যাগ করেন (পোতা)। ইন্দ্র হলেন
রক্ষাকারী। তা ইন্দ্রেরই রূপ। ইন্দ্রকেই তার দ্বারা প্রীত করেন। নেষ্টা যাগ করেন ‘অগ্নে পত্নীরিহা
বহ’^৭ ও ‘ত্বষ্টারং সোমপীতয়ে’^৮ মন্ত্র পাঠ করে। যে বাক্য পীতবৎ এর (অর্থপ্রকাশ করে) তা
ইন্দ্রেরই রূপ, ইন্দ্রকেই তিনি প্রীত করেন। আগ্নীধ্র (ঋত্বিক) যাগ করেন ‘উক্ষান্নায় বশান্নায়’^৯ ও
‘সোমপৃষ্ঠায় বেধসে’^{১০} পাঠ করে। ইন্দ্র হলেন মেধাবী। এ হল ইন্দ্রের রূপ। এর দ্বারা ইন্দ্রকেই
প্রীত করেন।

‘প্রাতর্যাবভিরাগতং দেবেভির্জন্যাবসূ’।

‘ইন্দ্রাগ্নী সোমপীতয়ে’ ॥ (হে ইন্দ্র ও অগ্নি। তোমরা ধনজেতা। তোমরা প্রাতঃকালে মিলিত
দেবগণের সঙ্গে সোমপানার্থে এস)। এ হল অচ্ছাবাকের স্বয়ংসমৃদ্ধ ঋক্। এই ঋক্গুলি ঐন্দ্রঋক্।
যে মন্ত্রসমূহতে বিভিন্ন দেবতারা আহূত হন। তার দ্বারা অন্য দেবতাদেরকে প্রীত করেন।
গায়ত্রীমন্ত্রগুলি অগ্নিদেবতাসম্বন্ধীয়। সেহেতু এ সমস্ত (ঋকের) দ্বারা দেবতাত্রয় (অগ্নি,
অন্যদেবতা সমূহ ও অগ্নি) কে লাভ করেন। ॥২০॥

এই অনুচ্ছেদটির সঙ্গে ঐ. ব্রা. ৬.১০ এর গভীর সাদৃশ্য আছে। তবে এখানে অনেকগুলি উদ্ধৃতিও আছে।

১. প্রস্থিত-হোম সম্পর্কে আলোচনা আছে আ. শ্রৌ. সূ. ৫.৫.১৯; শাঙ্খা; শ্রৌ.সূ.৭-১৭; ৬-১১।
২. ঋক্. সং ৮.৬৫.৮, কৌ. ব্রা. ১৬.৬
৩. ঋক্. সং ১.২৩. ৪ক; সাম.সং. ২.১৪৩
৪. ঋক্. সং ১.২৩.৪খ; সাম.সং. ২.১৪৩খ
৫. তদেব ১.৮৬ ১ক; অথর্ব (শ্রৌ) ২০.১.২ক; বাজ সং ৮.৩১; তৈ.স. ৪.২.১১, ১এ; কৌ ব্রা.২৮.৩; শত. ব্রা. ৪.৫.২.১৭.
৬. ঋক্. সং ১.৮.৬ ১গ; অথর্ব (শ্রৌ) ২০.১.২গ; বাজ সং— ৮.৩২; তৈ.স.— ৪.২.১১, ২; কৌ ব্রা.২৮.৩; শত. ব্রা. ৪.৫.২.১৭.
৭. ঋক্. সং -১.১২. ৯ক; বাজ.সং. ২৬.২০এ,
৮. ঐ ১.২২.৯গ; ঐ ২৬. ২০গ
৯. " ৮.৪৩.১১ ক; অথর্ব (শ্রৌ) ৩.২১. ৬ক; (শ্রৌ) ৩.১২.৬, তৈ. সং ১.৬.১৪.৭; মৈ সং- ২.১৩.১৩খ
১০. ঋক্ সং ৮.৪৩.১১ (খ), অথর্ব (শ্রৌ) ৩.২১.৬, (পৈ) ৩.১২.৬, মৈ. সং- ২.১৩.১৩খ
১১. ঋক্ সং ৮.৩৮, ৭; কৌ.ব্রা. ২৮.৭

শ্রৌতযাগ তথা প্রতিটি সংহিতার সঙ্গে গো.ব্রা.-এর নিবিড় যোগ এই উদ্ধৃতিগুলি থেকেই স্পষ্ট।

তে বৈ খলু সর্ব এব মাধ্যন্ধিনে প্রস্থিতানাং প্রত্যক্ষাদৈন্দ্রীভির্যজন্তি, অভিতৃণবতীভিরেকে।
পিবা সোমমভি যমুগ্র তর্দ ইতি হোতা যজতি। স ঙ্গ পাহি য ঋজীষী তরুত্রঃ ইতি
মৈত্রাবরুণঃ। এবা পাহি প্রত্নথা মন্দতু ত্বা ইতি ব্রাহ্মণাচ্ছংসী। অর্বাণ্ডেহি সোমকামং ত্বাহঃ ইতি
পোতা। তবায়ং সোমত্বমেহ্যর্বাণ্ড ইতি নেষ্টা। ইন্দ্রায় সোমাঃ প্রদিবো বিদানাঃ ইত্যচ্ছাবাকঃ।
আপূর্ণো অস্য কলশঃ স্বাহা ইত্যগ্নীধ্রঃ। এবমু হৈতা অভিতৃণবত্যো ভবন্তি। ইন্দ্রো বৈ
প্রাতঃসবনং নাভ্যজয়ৎ। স এতাভির্মাধ্যংদিনং সৱনমভ্যতৃণৎ। তদ্ যদেতাভির্মাধ্যংদিনং
সৱনমভ্যতৃণৎ, তস্মাদেতা অভিতৃণবত্যো ভবন্তি ॥২১॥

তাঁরা সকলে মাধ্যন্ধিন সৱনে প্রস্থিত-হোমের দ্বারা প্রত্যক্ষতঃ ইন্দ্র-সম্বন্ধী (মন্ত্রসমূহের) দ্বারা
যাগ করেন। কেউ কেউ পাঠ করেন 'অভিতৃণবতী' মন্ত্র। হোতা 'পিবা সোমমভি যমুগ্র তর্দ'^২ এই
মন্ত্র পাঠ করে যাগ করেন। 'স ঙ্গ পাহি য ঋজীষী তরুত্রঃ'^৩ ইতি এই মন্ত্র পাঠ করবেন
মৈত্রাবরুণ। ব্রাহ্মণাচ্ছংসী পাঠ করেন 'এবা পাহি প্রত্নথা মন্দতু ত্বা'^৪ ইতি মন্ত্র। পোতা পাঠ করেন
'অর্বাণ্ডেহি সোমকামং ত্বাহঃ'^৫ ইতি মন্ত্র। 'তবায়ং সোমত্ব মেহ্যর্বাণ্ড' ইতি মন্ত্র পাঠ করেন নেষ্টা।
'ইন্দ্রায় সোমাঃ প্রদিবো বিদানাঃ'^৬ ইতি মন্ত্র। 'আপূর্ণো অস্য কলশঃ
স্বাহা'^৭ ইতি মন্ত্র পাঠ করেন অগ্নীধ্র। এইরূপে এই ঋক্‌সমূহ অভিতৃণবতী ঋক্‌রূপে পরিগণিত

হয়। ইন্দ্র প্রাতঃসবনকে জয় করেননি। তিনি এই সমস্ত ঋক্ দ্বারা মাধ্যদিন সবনকে ভেদ (=জয়) করেছিলেন। যেহেতু এরা মাধ্যদিন সবনকে ভেদ করেছিল, সেহেতু এরা অভিতৃণবতী ঋক্‌রূপে গণ্য হয়। ॥২১॥

১. এই অনুচ্ছেদটির সঙ্গে ঐ. ব্রা. ৬.১১ এর সাদৃশ্য আছে।
২. ঋক্ সং ৬.১৭.১ক;
৩. তদেব ৬.১৭. ২অ.
৪. ঋক্ সং ৬.১৭.৩এ; অথর্ব (শৌ)- ২০.৮.১এ তৈ. ব্রা.-২.৫.৮.১১এ
৫. ঋক্ সং ১.১০৪. ৯এ; অথর্ব (শৌ)- ২০.৮.২এ
৬. তদেব ৩.৩৫.৬ক; বাজ.সং-২৬.২৩ক
৭. তদেব ৩.৩৫.২; তৈ ব্রা.২.৪.৩.১২
৮. তদেব ৩.৩২.১৫ক; অথর্ব (শৌ) ২০.৮.৩০.

তদাহঃ—যদৈন্দ্রার্ভবঃ তৃতীয়সবনমথ কস্মাদেক এব তৃতীয়সবনে প্রস্থিতানাং প্রত্যক্ষাদৈন্দ্রার্ভব্য্য যজতি? ইন্দ্র ঋভুভির্বাজবদ্ভিঃ সমুক্ষিতম্ ইতি হোতৈব। নানাদেবত্যাভিরিতরে। কথং তেষামৈন্দ্রার্ভব্যো ভবন্তি? ইন্দ্রাবরুণা সুতপাবিমং সুতম্ ইতি মৈত্রাবরুণো যজতি। যুবো রথো অধ্বরো দেববীতয়ে ইতি বহুনি বাহ। তদৃভুগাং রূপম্। ইন্দ্রশ্চ সোমং পিবতং বৃহস্পতে ইতি ব্রাহ্মণাচ্ছংসী যজতি। আ বাং বিশত্ত্বিন্দবঃ স্বাভুবঃ ইতি বহুনি বাহ। তদৃভুগাং রূপম্। আ বো বহন্তু সপ্তয়ো রঘুষ্যদঃ ইতি পোতা যজতি। রঘুপত্নানঃ প্র জিগাত রাহুভিঃ ইতি বহুনি বাহ। তদৃভুগাং রূপম্। অমিব নঃ সুহবা আ হি গন্তন নেষ্টা যজতি। গন্তনেতি বহুনি বাহ। তদৃভুগাং রূপম্। ইন্দ্রাবিষ্ণু পিবতং মধ্বেবা অস্য ইত্যচ্ছাবাকো যজতি। আ বামন্ধাংসি মদিরাণ্যগ্নম্ ইতি বহুনি বাহ। তদৃভুগাং রূপম্। ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে ইত্যাগ্নীধ্রো যজতি। রথমিব সং মহেমা মনীষয়া বহুনি বাহ। তদৃভুগাং রূপম্। এবমু হৈতা ঐন্দ্রার্ভব্যো ভবন্তি। যদ্ নানাদেবত্যাঃ, তেনান্যা দেবতাঃ প্রীণাতি। যদু জগৎপ্রাসাহা জাগতমু বৈ তৃতীয়সবনম্। তৃতীয়সবনস্য সমষ্টৌ ॥২২॥

তাঁরা (ব্রহ্মবাদীরা) বলেন—‘যেহেতু তৃতীয়সবন হ’ল ইন্দ্র ও ঋভু দেবতাসম্বন্ধীয়, অতঃপর কেন একজন (হোতা) তৃতীয় সবনে প্রস্থিত-হোমে প্রত্যক্ষতঃ ইন্দ্র ও ঋভু দেবতার উদ্দেশ্যে যাগ করেন’? হোতা কেবল (পাঠ করেন) ‘ইন্দ্র ঋভুভির্বাজবদ্ভিঃ সমুক্ষিতম্’। ইতি মন্ত্র। অন্যেরা অন্যান্য দেবতাদের (উদ্দেশ্যে পাঠ করেন)। তাদের ঐন্দ্রার্ভব (ঋক্) কেন বলা হয়?

মৈত্রাবরুণ 'ইন্দ্রাবরুণা সুতপাবিমং সুতম্'^২ ইত্যাদি পাঠ করে যাগ করেন। তিনি 'যুবো রথো অথবরো দেববীতয়ে'^৩ ইত্যাদি বলে বহু রূপের উল্লেখ করেন। এসব হল ঋভুদের রূপ। ব্রাহ্মণাচ্ছংসী 'ইন্দ্রশ্চ সোমং পিবতং বৃহস্পতে'^৪ বলে যাগ করেন এবং 'আ বাং বিশস্ত্রিন্দবঃ স্বাভুবঃ'^৫ বলে বহুভাবে তার (ঋভুদের) উল্লেখ করেন। এসব হল ঋভুদের রূপ। পোতা 'আ বো বহন্ত সপ্তয়োরঘুষ্যদঃ'^৬ ইতি পাঠ করে যাগ করেন; 'রঘুপত্নানঃ প্র জিগাত বাহুভিঃ'^৭ ইতি বলে বহুভাবে (ঋভুদের) উল্লেখ করেন। এ সমস্ত হল ঋভুদের রূপ। নেষ্ঠা যাগ করেন 'অভিব নঃ সুহা আহি গন্তনঃ'^৮ ইতি পাঠ করে; 'গন্তন' ইত্যাদি বলে বহু ভাবে (ঋভুদের) উল্লেখ করেন। এ সমস্ত ঋভুদের রূপ। অচ্ছাবাক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। 'ইন্দ্রাবিষ্ণু পিবতং মধেবা অস্য'^৯ ইতি পাঠ করে; 'আ বামন্ধাংসি মদিরাণ্যগ্নম্'^{১০} ইতি বলে বহুভাবে (ঋভুদের) কথা উল্লেখ করেন। এ সমস্ত ঋভুদের রূপ। আগ্নীধ্র যাগ করেন 'ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে'^{১১} ইতি পাঠ করে; (এবং) রথমিব 'সং মহেমা মনীষয়া'^{১২} ইতি বহুভাবে (ঋভুদের) উল্লেখ করেন। এসব ঋভুদের রূপ।

এভাবেই এসমস্ত (ঋক্‌মন্ত্র) ঐন্দ্রার্ভব (ঋক্‌রূপে) গণ্য হয়। যা নানা দেবতাসম্পর্কীয় (মন্ত্রসমূহ), তার দ্বারা অন্য দেবতাদেরকে প্রীত করেন। যা মন্ত্র তা জগতীছন্দের সাহায্যে পঠিত। তৃতীয়-সবন তাই জাগত (জগতী ছন্দোমন্ত্রবদ্ধ), তারা তৃতীয় সবনের সম্পূর্ণতার নিমিত্ত (জগতীছন্দে সাধিত হয়)। ॥২২॥

এ. অনুচ্ছেদটিও ঐ.ব্রা. ৬.১২.৬-১২ এর অনুসারী।

১. ঋক্ সং ৩.৬০.৫ক
২. তদেব ৬.৬৮.১০ ক; অথর্ব (পৈ) ২০.৬.৫; (শৌ) ৭.৫৮.১
৩. তদেব ৬.৬৮.১০ গ; অথর্ব (শৌ) ৭.৫৮. ১গ ঐ (পৈ) ২০.৬.৫
৪. ঋক্. সং ৪.৫০.১০ক; অথর্ব (শৌ) ২০.১৩.১ক; বৈ. সূ. ২২.১১
৫. তদেব ৪.৫০.১০.গ; (শৌ) তদেব ২০.১৩.১
৬. তদেব ১.৮৫. ৬ক ; অথর্ব (শৌ) ২০.১৩.২ক
৭. তদেব ১.৮৫. ৬খ ; তদেব (শৌ) ২০.১৩.২খ
৮. ঋক্ সং ২.৩৬.৩ক, বাজ.সং ২৬. ২৪ক
৯. তদেব ,, ৬.৬৯.৭ক
১০. তদেব ,, ৬.৬৯.৭গ
১১. তদেব ,, ১.৯৪. ১ক ; অথর্ব (শৌ) ২০.১৩.৩;
- অথর্ব (পৈ). ১২.১.১ক
১২. তদেব ১.৯৪. ১খ ; অথর্ব (শৌ) ২০.১৩.৩খ; (পৈ). ১২.১.১

বিচক্ষণবতীং বাচং ভাষন্তে চনসিতবতীম্। বিচক্ষয়ন্তি ব্রাহ্মণম্। চনসয়ন্তি প্রাজাপত্যম্।
সত্যং বদন্তি। এতদ্ বৈ মনুষ্যেষু সত্যং যচ্চক্ষুঃ। তস্মাদাহরাচক্ষাণম্—অদ্রাগিতি। স
যদাহাদ্রাক্ষমিতি, তথাহাস্য শ্রদ্ধথতি। যদ্যু বৈ স্বয়ং বৈ দৃষ্টং ভবতি ন বহুনাং জনানামেষ
শ্রদ্ধথতি। তস্মাদ্ বিচক্ষণবতীং বাচং ভাষন্তে চনসিতবতীম্। সত্যোত্তরা হৈবৈষাং বাণ্ডুদিতা
ভবতি' ॥২৩॥

তাঁরা (ঋত্বিকেরা) বিচক্ষণ (বিশেষ রূপে দৃষ্ট) ও চনসিত (সন্তোষদানকারী) বাক্ উচ্চারণ
করেন। তাঁরা ব্রাহ্মণকে (গ্রন্থ) বিচক্ষণ ও প্রজাপতি-সম্বন্ধীয় (তাকে) চনসিত (তুষ্ট) করান।
তাঁরা সত্যবাক্য বলেন। মানুষদের মধ্যে সত্য হল চক্ষু। সেহেতু (তাঁরা) যিনি বর্ণনা করেন তাঁর
কাছে বলেন—‘তুমি কি দেখেছ’? সে যখন বলে ‘আমি দেখেছি’ তখন তার প্রতি শ্রদ্ধাস্থাপন
করে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যে স্বয়ং দেখে, সে (অন্য) বহুজনের প্রতিও শ্রদ্ধা (=বিশ্বাস) স্থাপন
করে না। সেহেতু তাঁরা বিচক্ষণবতী বাণী ও চনসিতবতী (তুষ্টীজনক) বাক্য বলেন। এঁদের উক্ত
বাণী সত্যেরও অধিক হয়। ॥২৩॥

১. তুলনীয় পাঠ ঐ.ব্রা. ১.৬।

সমৃতযজ্ঞো বা এষ যদ্ দর্শপূর্ণমাসৌ। কস্য বাব দেবা যজ্ঞমাগচ্ছন্তি, কস্য বা ন? বহুনাং বা
এতদ্ যজমানানাং সামান্যমহঃ। তস্মাৎ পূর্বেদ্যুর্দেবতাঃ পরিগৃহীয়াৎ। যো হ বৈ পূর্বেদ্যুর্দেবতাঃ
পরিগৃহ্নাতি, তস্য শ্বো ভূতে যজ্ঞমাগচ্ছন্তি। তস্মাদ্ বিহব্যস্য চতস্র ঋচো জপেৎ। যজ্ঞবিদো হি
মন্যন্তে সোম এব সমৃত ইতি, যজ্ঞো যজ্ঞেন সমৃতঃ ॥২৪॥

॥ ইত্যথর্ববেদে গোপথব্রাহ্মণোত্তরভাগে দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ ॥

দর্শপূর্ণমাস যাগ হল অমৃতময় যজ্ঞ। কার যজ্ঞে দেবতারা আসেন, কার যজ্ঞে আসেন না?
বহু যজমানদের মধ্যে এই দিন (দর্শ বা পূর্ণমাসদিন) সাধারণ দিন। সেহেতু পূর্বদিবসেই
যজমান দেবতাদেরকে পরিগ্রহ (নিজপক্ষে এনে) রাখবেন। যিনিই পূর্বদিবসে দেবতাদের
পরিগ্রহ করেন, তার পরদিবসে অনুষ্ঠিত যাগে দেবতারা আগমন করেন। সেজন্য বিহব্য
সূক্তের চারটি মন্ত্র (তিনি) জপ করবেন। যজ্ঞবিদরা মনে করেন সোমই অমৃতময়। যজ্ঞ যজ্ঞের
দ্বারা অমৃতময় হয়। ॥২৪॥

অথর্ববেদীয় গোপথ ব্রাহ্মণের উত্তরভাগে দ্বিতীয় প্রপাঠক সমাপ্ত।

ওম্। দেবপাত্রং বৈ বষট্কারঃ। যদ্ বষট্কারোতি, দেবপাত্রৈণৈব তদ্ দেবতাস্তুর্পর্যতি। অথো যদাভিতৃষ্যন্তীরতিসংস্থঃ তর্পর্যতি, এবমেব তদ্ দেবতাস্তুর্পর্যতি যদনুবষট্কারোতি। তদ্ যথৈবাদোহস্থান্ বা গা বা পুনরভ্যাকারং তর্পর্যতি, এবমেব তদ্ দেবতাস্তুর্পর্যতি যদনুবষট্কারোতি। ইমানেবাগ্নীনুপাসত ইত্যাহ্বর্ষিগ্যান্। অথ কস্মাৎ পূর্বস্মিন্বেবাগ্নৌ জুহ্বতি পূর্বস্মিন্ বষট্কারোতি? যদেব সোমস্যাগ্নে বীহীত্যানুবষট্কারোতি, তেনৈব বষট্কারোতি, ধিষ্যান্ প্রীণাতি। অথ সংস্থিতান্ সোমান্ ভক্ষয়ন্তীত্যাহ্বর্ষেমাং নানুবষট্কারোতি। তদাহঃ—কো নু সোমস্য স্থিষ্টকৃৎ ভাগ ইতি? যদেব সোমস্যাগ্নে বীহীত্যানুবষট্কারোতি, তেনৈব সংস্থিতান্ সোমান্ ভক্ষয়ন্তীত্যাহ্বঃ। স উ এষ সোমস্য স্থিষ্টকৃৎ ভাগো যদনুবষট্ কারোতি' ॥১॥

ওম্। বষট্কার হল দেবপাত্র। যিনি বষট্কার করেন, তিনি দেবপাত্রের দ্বারাই দেবতাকে তৃপ্ত করেন। অতঃপর যখন তিনি বলেন—‘(হবি) বিশেষভাবে আকাঙ্ক্ষা করছে’, তিনি তখন দেবতাদের অভীষ্ট সংস্থা (সমূহের দ্বারাই) তৃপ্ত করেন। সেরূপ যিনি অনুবষট্কার করেন তিনিও দেবতাদেরকে তৃপ্ত করেন। যেমন এখানে (এই লোকে) অশ্ব বা গোরুকে পুনরাহ্বানের দ্বারা (অভিমুখী করে) তৃপ্ত করে, তেমনি অনুবষট্কারের দ্বারাও দেবতাদের অভিমুখী করে তৃপ্ত করেন। এই অগ্নিদেরকে যারা ধিষ্য সমূহে (বিদ্যমান) তাদের উপাসনা করে। তাহলে কেন পূর্বাগ্নিতে আহ্বতি দিয়েছিল, পূর্বস্থিত ধিষ্যে বষট্কার করেছিল? (উত্তরে বলা হচ্ছে)—যেহেতু তিনি ‘হে অগ্নি! সোমের প্রাপ্য (অংশ) ভক্ষণ কর’ এই বলে অনুবষট্কার করেন, তার দ্বারাই বষট্কার করেন, (এবং) সেভাবেই ধিষ্যসমূহকে প্রীত করেন। যাদের (অগ্নিদের) তিনি অনুবষট্কার করেন না, তাঁদের সংস্থিত (সমাপ্ত হওয়া) সোমকে তাঁরা ভক্ষণ করেন—একথা তাঁরা বলেন। তাহলে সোমের স্থিষ্টকৃৎ ভাগ কোনটি? যে ‘হে অগ্নি!, সোমের (ন্যায্য অংশটুকু) ভক্ষণ কর’, এই বলে অনুবষট্কার করে তার দ্বারাই তিনি সংস্থিত সোমের ভক্ষণ করেন একথা (ব্রহ্মবাদীরা) বলেন। যে তিনি অনুবষট্কার করেন (তার দ্বারাই ভক্ষণ করেন)। তাই হল সোমের স্থিষ্টকৃৎ ভাগ। ॥১॥

১. অংশটুকু তুলনীয় -ঐ. ব্রা. ৩.৫.

এই অনুচ্ছেদ থেকে বষট্কারের পরিচয় পাওয়া যাবে। যজ্ঞে তার স্বরূপ ও মহিমা ব্যাখ্যাত হয়েছে। অবশ্যই অনুচ্ছেদগুলি ঐ.ব্রা থেকে প্রায় হুবহু গৃহীত।

বজ্রো বৈ বষট্কারঃ। স যং দ্বিষ্যাৎ তং মনসা ধ্যায়ন্ বষট্কুর্যাৎ। তস্মিংশুদ বজ্রমাস্থাপয়তি।
ষড়িতি বষট্কারোতি। ষড়্ বা ঋতবঃ, ঋতুনাশ্চৈব। বৌষডিতি বষট্কারোতি। অসৌ বাব বৌ,
ঋতবঃ ষট্। এতমেব তদুত্থাদধাতি, ঋতুষু প্রতিষ্ঠাপয়তি। তদু হ স্মাহ বৈদ এতানি বা এতেন
ষট্ প্রতিষ্ঠাপয়তি। দ্যৌরন্তরিক্ষে প্রতিষ্ঠিতা, অন্তরিক্ষং পৃথিব্যাং, পৃথিব্যাম্, আপঃ সত্যে,
সত্যং ব্রহ্মণি, ব্রহ্ম তপসীতি। এতা এব তদ্ দেবতাঃ প্রতিষ্ঠান্যাঃ প্রতিতিষ্ঠন্তীরিদং সর্বমনু
প্রতিতিষ্ঠতি। প্রতিতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভির্ষ এবং বেদ' ॥২॥

বষট্কার হল বজ্র। তিনি (যজমান) যাকে হিংসা করেন, তাকে মনে মনে চিন্তা করে
বষট্কার করবেন। তাতেই তার উপর বজ্র নেমে আসবে। বষট্কারে তিনি 'ষট্' এই শব্দটি
উচ্চারণ করবেন। ঋতু হল ছটি। (এবং) ঋতুদের পাবার জন্যেই তিনি (বলবেন ষট্ ইতি)।
'বৌষট্' এই বলে বষট্-কার করবেন। ঐ 'বৌ' হল সূর্য, ঋতু হল 'ষট্'। এইরূপে তিনি
ঋতুদের মধ্যে (বৌষট্কে) স্থাপন করেন, ঋতুদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। যেমন বৈদ
(হিরণ্যদং) বলতেন—ষট্ (ঋতুকে) তিনি এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন। দ্যুলোক অন্তরিক্ষে
প্রতিষ্ঠিত, অন্তরিক্ষ পৃথিবীতে, পৃথিবী জলে, জল সত্যে, সত্য ব্রহ্মে, ব্রহ্ম তপঃতে। এই যে
দেবতারা, যাঁরা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, সেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত দেবতাদের সঙ্গেই সকল (বিষয়)
প্রতিষ্ঠিত। যে এরূপ জানে সে প্রজা ও পশুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ॥২॥

১. অনুচ্ছেদটি ঐ.ব্রা. ৩.৬ অনুসারে প্রস্তুত।

ত্রয়ো বৈ বষট্কারাঃ—বজ্রো ধামচ্ছদ্ রিক্তঃ। স যদেবোচ্চৈর্বলং বষট্কারোতি স বজ্রঃ। তং
প্রহরতি দ্বিষতে ভ্রাতৃব্যায় বধং, যোহস্য স্তৃত্যস্তস্মৈ স্তরীতবে। তস্মাৎ স ভ্রাতৃব্যবতা বষট্কৃত্যঃ।
অথ যঃ সমঃ সংততো নির্হাণচ্ছৎস্ব ধামচ্ছৎ। তং তং প্রজাশ্চ পশবশ্চানুপতিষ্ঠন্তে। তস্মাৎ স
প্রজাকামেন পশুকামেন বষট্কৃত্যঃ। অথ যেনৈব ষড়পরাশ্লোতি স রিক্তঃ। রিণক্ত্যাত্মানং রিণক্তি
যজমানম্। পাপীয়ান্ বষট্কার্তা ভবতি, পাপীয়ান্ যস্মৈ বষট্কারোতি। তস্মাৎ তস্যাশাং নেয়াৎ।
কিং স্থিৎ স যজমানস্য পাপভদ্রমাদ্রিয়েতেতি হ স্মাহ যোহস্য বষট্কার্তা ভবতি? অত্রৈবৈনং
যথা কাময়েত তথা কুর্যাৎ। যং কাময়েত যথৈবানীজানোহভূৎ তথৈবেজানঃ স্যাদিতি,
যথৈবাস্যর্চং ক্রয়াৎ তথৈবাস্য বষট্কুর্যাৎ। সমানমেবৈনং তৎ কারোতি। যং কাময়েত পাপীয়ান্
স্যাদিতি, উচ্চৈস্তুরামস্যর্চং ক্রয়াৎ নীচৈস্তুরাং বষট্কুর্যাৎ। পাপীয়াংসমেবৈনং তৎ কারোতি। যং
কাময়েত শ্রেয়ান্ স্যাদিতি, নীচৈস্তুরামস্যর্চং ক্রয়াদুচ্চৈস্তুরাং বষট্কুর্যাৎ। শ্রেয়াংসমেবৈনং তৎ
কারোতি। শ্রিয় এবৈনং তচ্ছ্রিয়মাদধাতি ॥৩॥'

বষট্কার তিনপ্রকার; বজ্র, ধামচ্ছদ (যজ্ঞস্থানাচ্ছাদনকারী) ও রিক্ত। তিনি (ঋত্বিক্) যখন উচ্চস্বরে ও বলের সঙ্গে বষট্কার করেন, তখন তা বজ্র। এ (বজ্র) সেই হিংসুটে শত্রুকে প্রহার করে যে তাকে আড়াল করতে চায়, এ (বজ্র) তাকেই ঢেকে ফেলার জন্যে (ব্যবহৃত হয়)। সেহেতু বষট্কার হল (এমন মন্ত্র যা) শত্রু আছে এমন (যজমানের) নিমিত্ত। এরপর—যা সমতায়ুক্ত, অবিচ্ছিন্ন ও হানিশূন্য (মন্ত্র) তাই ধামচ্ছদ। তার উপরেই প্রজা ও পশুসমূহ নির্ভর করে। সেহেতু সে (যজমান) বষট্কার (প্রয়োগ) করবেন, যিনি প্রজাকামী ও পশুকামী। এরপর, যার দ্বারাই ছয় (ঋতু) নষ্ট হয়, সে রিক্ত (মৃদু উচ্চারণকারী)। সেই (বষট্কার) নিজেকে রিক্ত করে, যজমানকে রিক্ত করে। (সেই) বষট্কার্তা পাপযুক্ত হয়, যার জন্যে বষট্কার করে, সেও পাপযুক্ত হয়। সেহেতু তার আশাকে লাভ করবেনা (অর্থাৎ বষট্কে আশা করবে না)। তাঁরা বললেন—সে কি (বষট্) যজমানের মঙ্গল অমঙ্গল চাইবে, যে ঋত্বিক্ এর বষট্কার্তা? এখানেই একে (যজমানের প্রতি) যেমনভাবে কামনা করে, সেরূপই হবে। যাকে কামনা করবে সে যদি অকৃতযজ্ঞ থাকে, তাহলে সে কৃতযজ্ঞ হবে। যেরূপে (উচ্চস্বরে) এর মন্ত্র উচ্চারণ করবে সেরূপে এর বষট্কার করবে। (এ বজ্রবষট্কার)। যেমন তিনি ইচ্ছা করবেন, তেমনি এখানে তিনি বষট্কার করবেন। যাকে কামনা করবেন সে যদি অকৃতযজ্ঞ থাকে, সে কৃতযজ্ঞ হবে। যেরূপ এর মন্ত্র পাঠ করবেন, সেরূপ বষট্কার করবেন। (এ ধামচ্ছদ বষট্কার)। সে (বষট্কার) যজমানকে সমান করেন। যাকে (এ রিক্ত বষট্কার) কামনা করেন, সে পাপযুক্ত হয়। সে উচ্চস্বরে মন্ত্রপাঠ ও নিম্নস্বরে বষট্কার করবে। এ (বষট্কার) একে (যজমানকে) পাপযুক্ত করে। যাকে এ (বষট্কার) কামনা করে সে নিম্নস্বরে ঋক্ ও উচ্চস্বরে বষট্কার করবে। তখন এ (বষট্কার) তাকে শ্রেয়োযুক্ত করে। এ (বষট্কার) শ্রীস্বরূপ। শ্রীকেই তিনি (যজমান) ধারণ করেন। ॥৩॥

১. অনুচ্ছেদটি ঐ.ব্রা. ৩.৭ অনুসারে রচিত।

যস্যৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং স্যাৎ, তাং মনসা ধ্যায়ন্ বষট্কুর্যাৎ। সাক্ষাদেব তদ্ দেবতাং প্রীণাতি। প্রত্যক্ষাদ্ দেবতাং পরিগৃহ্নাতি। সংততম্চা বষট্কৃত্যম্, সংততৌ। সংখীয়তে প্রজয়া পশুভির্য এবং বেদ ॥৪॥^১

যে দেবতার উদ্দেশে হবিঃ গ্রহণ করবে সেই দেবতাকেই মনে মনে ধ্যান করে বষট্কার করবে। সাক্ষাৎভাবেই তাহলে তা দেবতাকে প্রীত করে। প্রত্যক্ষতঃ তাহলে সেই দেবতাকে (বষট্কার) গ্রহণ করে। ঋকের সঙ্গে বষট্কারকে অবিচ্ছিন্নভাবে (পাঠ করবে) অবিচ্ছেদের নিমিত্ত। যে এরূপ জানে সে প্রজা ও পশু দ্বারা সংযুক্ত হয়। ॥৪॥

১. তুলনীয় পাঠ ঐ.ব্রা. ৩.৮; হুবহু সাদৃশ্যে বিদ্যমান।

বজ্রো বৈ বষট্কারঃ। স উ এষ প্রহতোহশান্তো দীদায়। তস্য হ ন সর্ব এব শান্তিং বেদ নো প্রতিষ্ঠাম্। তস্মাদ্বাপ্যেতর্হি ভূয়ানিব মৃত্যুঃ। তস্য হৈষৈব শান্তিরেষা প্রতিষ্ঠা যদ্ বাগিতি। বষট্কার্য বাগিত্যনুমন্ত্রয়তে। বষট্কার মা মাং প্রমৃক্ষো মাহং ত্বাং প্রমৃক্ষং, বৃহতা মন উপহুয়ে ব্যানেন শরীরং, প্রতিষ্ঠাসি প্রতিষ্ঠাং গচ্ছ প্রতিষ্ঠাং মা গময়েদिति। তদু হ স্মাহ দীর্ঘমেবৈতৎ সদপ্রভেদঃ জঃ সহ ওজ ইত্যনুমন্ত্রয়েত। ওজশ্চ হ বৈ সহশ্চ বষট্কারস্য প্রিয়তমে তস্মৌ। প্রিয়াভ্যামেব তৎ তনুভ্যাং সমর্ধয়তি। প্রিয়য়া তন্মা সমুখ্যতে য এবং বেদ' ॥৫॥

বষট্কার হল বজ্র। তা যখন প্রহত (নিষ্কিপ্ত) হয় তখন তা অশান্তভাবে দীপ্ত হয়। সকলে তার শান্তি বা প্রতিষ্ঠার (উৎস) জানে না। সেহেতু এ থেকে প্রভূত মৃত্যু ঘটে। বাক্‌ই হল এর শক্তি, এর প্রতিষ্ঠা। (এজন্যে) বষট্কার করে 'বাক্' অনুমন্ত্রণ করবে। 'হে বষট্কার! আমাকে আঘাত করব না। আমিও তোমাকে আঘাত করব না। বৃহৎ (যজ্ঞ) দ্বারা মনকে আহ্বান করি, ব্যানবায়ু দ্বারা শরীরকে (আহ্বান করি); তুমি প্রতিষ্ঠা স্বরূপ, প্রতিষ্ঠাকে লাভ করো, আমাকে প্রতিষ্ঠা দাও'। যেহেতু তিনি বলেন—এ দীর্ঘ, তথাপি অক্ষম, শক্তির দ্বারা। ওজঃ ও সহ এই বলে অনুউচ্চারণ করতে হবে। 'ওজঃ' এবং 'সহ' হল বষট্কারের দুটি প্রিয়তম শরীর। সেই প্রিয় শরীরদ্বয়ের দ্বারাই সে সম্যকরূপে বর্ধিত হয়। যে এরূপ জানে, সে প্রিয় শরীর দ্বারা সম্যকরূপে বর্ধিত হয়। ॥৫॥

১. তুলনীয় ঐ.ব্রা. ৩.৮

বাক্ চ বৈ প্রাণাপানৌ চ বষট্কারঃ। তে বষট্কারে বষট্কারে ব্যুক্রামন্তি। তাননুমন্ত্রয়তে—বাগোজঃ, সহ ওজো, ময়ি প্রাণাপানাবিতি। বাচং চৈব তৎ প্রাণাপানৌ চ হোতাত্বনি প্রতিষ্ঠাপয়তি। সর্বমায়ুরেতি, ন পুরা জরসঃ প্রমীয়তে য এবং বেদ।

শং নো ভব হৃদ আ পীত ইন্দো পিতের সোম সূনবে সুশেবঃ।

সখেব সখ্য উরুশংস ধীরঃ প্র গ আয়ুর্জীবসে সোম তারীঃ ॥

ইত্যাত্মানং প্রত্যভিমৃশতি। ঈশ্বরো বা এষোহপ্রত্যভিমৃষ্টো যজমানস্যায়ুঃ প্রত্যবহর্তুমনর্হন্ মা ভক্ষয়েদिति। তদ্ যদেতেন প্রত্যভিমৃশতি, আয়ুরেবাস্মৈ তৎ প্রতিরতে। আপ্যায়স্ব সং তে পয়াংসি ইতি দ্বাভ্যাং চমসানাপ্যায়য়ন্ত্যভিরূপাভ্যাম্। যদ্ যজ্ঞেহভিরূপং তৎ সমৃদ্ধম্ ॥৬॥'

বষট্কার হল বাক্ ও প্রাণ-অপান বায়ু। বষট্কারের কালে তারা উৎক্রান্ত হয়। তাদের অনু-মন্ত্রণ করা হচ্ছে—'আমাতে (প্রতিষ্ঠিত হোক) বাক্, ওজঃ, ওজঃসহ ও প্রাণ অপান বায়ুদ্বয়।

হোতা বাক্, প্রাণ ও অপানবায়ুকে নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। যে এরূপে জানে সে পূর্ণ আয়ু লাভ করে এবং জরাকালের পূর্বে বিনষ্ট হয় না। (সোমপানাবসরে) এই বলে তিনি (হোতা) প্রত্যভিমর্ষণ (স্পর্শ) করেন—‘শং নো ভব....তারী’^১ বলে। প্রত্যভিমৃষ্ট (অর্থাৎ সোমপানের পর স্পর্শন) না হলে সেই (পানীয়) যজমানের আয়ু বিনাশ করতে সমর্থ। ‘আমাকে (পানীয়কে) ভক্ষণ করবে না’ এরূপ চিন্তা করে। যেহেতু তিনি এর দ্বারা (সোমকে) স্পর্শ করেন, সেহেতু তার দ্বারা তার আয়ু বর্ধিত হয়। ‘আপ্যায়স্ব’^২ ও ‘সংতে পয়াংসি’^৩—এই দুটি অভিরূপ ঋক্‌দ্বারা চমস পূর্ণ করেন। যা যজ্ঞে রূপসমৃদ্ধ তা সমৃদ্ধ (করে যজ্ঞকে)। ॥৬॥

১. তুলনীয় পাঠ. ঐ.ব্রা. ৩.৮. এবং ৭.৩৩।

২. ঋক্. সং ৮.৪৮.৪।

অনুবাদ:— হে সোম! পিতা যেমন পুত্রের সখা, তেমনি আমরা সোমপান করলে তুমি হৃদয়ে সুখকর হও। হে প্রশংসিত সোম। তুমি বুদ্ধিমান। তুমি আমাদের জীবনার্থে আয়ু বর্ধিত কর।

৩. ঋক্. সং- ১.৯১.১৬

৪. ঋক্. সং- ১.৯১.১৮

প্রাণা বা ঋতুযাজাঃ। তদ্ যদ্ ঋতুযাজৈশ্চরন্তি, প্রাণানেষ তদ্ যজমানে দধতি। ষড়্ভুতুনেতি যজন্তি। প্রাণনেষ তদ্ যজমানে দধতি। চত্বার ঋতুভিরিতি যজন্তি। অপানমেব তদ্ যজমানে দধতি। দ্বিঋতুনেত্যপরিষ্টাৎ। ব্যানমেব তদ্ যজমানে দধতি। স চাসু সংভূতস্ত্রেধা বিহ্বতঃ— প্রাণোহপানো ব্যান ইতি। ততোহন্যত্র গুণিতঃ। তথা হ যজমানঃ সর্বমায়ুরেতি। অস্মিংশ্লোকে আর্শোতি। আপ্নোত্যমৃতত্বমক্ষিতং স্বর্গে লোকে। তে বা এতে প্রাণা এব যদ্ ঋতুযাজাঃ। তস্মাদনবানন্তো যজন্তি, প্রাণানাং সন্ততৌ। সন্ততা ইব হীমে প্রাণাঃ। অথো ঋতবো বা ঋতুযাজাঃ। সংস্থানুবষট্কারঃ। যোহত্রানুবষট্কার্যাদ্, অসংস্থিতানৃত্বন্ সংস্থাপয়েৎ। যন্তং তত্র ক্রিয়াদসংস্থিতানৃত্বন্ সমতিষ্ঠিপদ, দুঃষমং ভবিষ্যতীতি শশ্বৎ তথা স্যাৎ ॥৭॥’

ঋতুযাগসমূহ হল প্রাণ-বায়ুসমূহ। সেহেতু, যেহেতু যজমান ঋতুযাগ করেন, প্রাণকে যজমানের মধ্যে ধারণ করান। ছয় ঋত্বিক্—‘ঋতুদের সঙ্গে’—এই বলে যাজ্য করেন। তাঁরা (এর দ্বারা) প্রাণকে যজমানের মধ্যে ধারণ করেন। চারজন ঋত্বিক্ ‘ঋতুর সঙ্গে’ এই বলে যাজ্য করেন। (তার দ্বারা) অপান বায়ুকে যজমানের মধ্যে ধারণ করেন। এই বলে তাঁরা দু’বার উপরে ব্যানবায়ুকে যজমানের মধ্যে ধারণ করেন। সেই (বায়ুসমূহ) সেখানে একত্রিত হয়ে তিনভাগে বিভক্ত হয়— ‘প্রাণ, অপান ও ব্যান’ এই নামে। অন্যত্র এগুলি (প্রয়োজনে) (বহু) গুণিত হয়। তখন যজমান সকল (পূর্ণ) আয়ু লাভ করেন। এই লোকে সমৃদ্ধ হন। স্বর্গলোকে তিনি অক্ষয় অমৃতত্ব লাভ করেন। ঋতুযাগ সমূহই হল সেই প্রাণবায়ুসমূহ। সেহেতু তাঁরা শ্বাসবায়ু গ্রহণ না করেই যাগ করেন। প্রাণবায়ু

সমূহবৃদ্ধির নিমিত্ত। এই প্রাণসমূহ বিস্তৃতি লাভ করে। তারপর (বলা হচ্ছে)—ঋতুসমূহই হল ঋতুযাগ। অনুবষট্কার হল (ঋতুযাগের) সংস্থা (সমাপ্তি)। যিনি এখানে অনুবষট্কার করেন, তিনি অসংস্থিত (যজ্ঞ) শরীরকে সংস্থাপিত করেন। যে তাকে বলবে—‘অসমাপ্ত (ঋতুযাগ) সমাপ্ত কর’, সেক্ষেত্রে (ঋতুযাগ সমাপ্তি) কঠিন হ’বে, শাস্ত (নিয়মরূপে) এ ঘটবে। ॥৭॥

১. তুলনীয় ঐ.রা. ২.২৯

তদাহঃ—যক্ষোতা যক্ষকোতা যক্ষদিতি মৈত্রাবরুণো হোত্রে প্রেষ্যতি, অথ কস্মাদহোতৃভ্যঃ সদভ্যো হোত্রাংশসিভ্যো হোতা যক্ষকোতা যক্ষদিতি প্রেষ্যতীতি? বাগ্ বৈ হোতা বাক্ সর্ব ঋত্বিজঃ। বাগ্ যক্ষদ্ বাগ্ যক্ষদিতি। অথো সর্বে বা এতে সপ্ত হোতারঃ, অপি বা ঋচাভূদিতম্—সপ্ত হোতার ঋতুথা যজন্তি ইতি। অথ য উপরিষ্টাদ্ দ্বাদশচজামিতায়ৈ। তে বৈ দ্বাদশ ভবন্তি। দ্বাদশ বৈ মাসাঃ সংবৎসরঃ। সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ। প্রজাপতির্যজ্ঞঃ। স যোহত্র ভক্ষয়েদ্, যন্তং তত্র কুর্যাৎ—অশান্তো ভক্ষোহনানুবষট্কৃত আত্মানমন্তরগাদ্, ন জীবিস্যতীতি, তথা হ স্যাৎ। যো বৈ ভক্ষয়েৎ, প্রাণো ভক্ষঃ, প্রাণ আত্মানমন্তরগাদিতি, তথৈব ভবতি। লিম্পেদিবৈবাবজিষ্মেদত্র চ দ্বিদেবতোষু চেতি। তদু তত্র শাসনং বেদয়ন্তে। অথ যদম্ ব্যভিচরতো নান্যোন্যমনুপ্রপদ্যেতে অধ্বর্যু, তস্মাদ্ভুতুং নানুপ্রপদ্যেতে’ ॥৮॥

তাঁরা (ব্রহ্মবাদীরা) বলেন—‘যখন হোতা যাগ (মন্ত্র) পাঠ করুক, হোতা যাগ (মন্ত্র) পাঠ করুক’ এই বলে মৈত্রাবরুণ হোতাকে প্রেরণ করেন, সেখানে কেন ‘হোতা যাগমন্ত্র পাঠ করুক, হোতা যাগমন্ত্র পাঠ করুক’ —বলে হোত্রাংশসী, যে হোতা নয়, তাকে প্রেরণ করেন’? হোতা হলেন বাক্, ঋত্বিকেরাও বাক্। (সেজন্যে তাঁরা বলেন)—‘বাক্ যাগমন্ত্র পাঠ করুক, বাক্ যাগমন্ত্রপাঠ করুক’। অতঃপর এই সমস্ত সপ্ত হোতা একটি ঋক্মন্ত্র পাঠ করবে ‘সপ্ত হোত ঋতু অনুসারে যাগ করে’। এর পরে দ্বাদশ-ঋক্মন্ত্র সম্বন্ধস্থাপনের নিমিত্ত। তার সংখ্যা দ্বাদশ। সংবৎসর হয় দ্বাদশ মাসে। প্রজাপতি সংবৎসর। তিনিই যজ্ঞ। তিনি যে এখানে ভক্ষণ করেন, সেখানে তাকে বলবেন—অনুবষট্কার না করা অন্ত অশান্ত। সেখান (থেকে) নিজেকে (যজমান) পৃথক করেন। (অন্যথায়) তিনি বাঁচবেন না। সেজন্যই এরূপ করেন। যিনি ভক্ষণ করেন; প্রাণই ভক্ষ্য (বস্তু)। প্রাণ নিজেকে পৃথক করে, সেরূপই হয়। তিনি লেপন করেন, আঘ্রাণ করেন; এখানেও দ্বি-দেবপাত্র উভয়ত্র। সেখানে তাঁরা এই নিয়ম বলেন। অনন্তর এতে দুই অধ্বর্যু পরস্পরের বিপরীত পথগামী হন। (বা পরস্পরকে অতিক্রম করে যান, কেউ অন্যের পথ-রোধকারী হন না)। সেহেতু এক ঋতু অন্য ঋতুর (পথকে) অবরোধ করে না। (পর পর যাওয়া-আসা করে) ॥৮॥

প্রজাপতিবৈ যৎ প্রজা অসৃজত, তা বৈ তান্তা অসৃজত। তা হিংকারেণৈবাত্যজিঘ্রৎ। তাঃ প্রজা অশ্বমারংস্তদ্যতে বা এতদ্ যজ্ঞো যদ্ববীংষি পচ্যন্তে, যৎ সোমঃ সূর্যতে, যৎ পশুরালভ্যতে। হিংকারেণ বা এতৎ প্রজাপতির্হতমভিজিঘ্রতি যজ্ঞস্যাহততায়ৈ যজ্ঞস্যাপ্ত্যে যজ্ঞস্যাবীৰ্যবত্তায়া ইতি। তস্মাদু হিংক্রিয়তে। তস্মাদু য এব পিতা পুত্রাণাং সূর্যকৃতি, স শ্রেষ্ঠো ভবতি। প্রজাপতির্হি তমভিজিঘ্রতি। যচ্ছকুনীরাণ্ডমধ্যান্তে, যদ্ ন সূর্যতে তদ্বি সাপি হিংকৃণোতি। অথো খল্বাহঃ—মহর্ষিবা এতদ্ যজ্ঞস্যাগ্রে গেষমপশ্যৎ। তদেতদ্ যজ্ঞস্যাগ্রে গেষং যদ্বিংকারঃ। তং দেবাশ্চ ঋষয়শ্চাক্রুবন্—বসিষ্ঠোহয়মস্তু, যো নো যজ্ঞস্যাগ্রে গেষমদ্রাগিতি। তদেতদ্ যজ্ঞস্যাগ্রে গেষং যদ্বিংকারঃ। ততো বৈ স দেবানাং শ্রেষ্ঠোহভবৎ। যেন বৈ শ্রেষ্ঠস্তেন বসিষ্ঠঃ। তস্মাদ্ যস্মিন্ বসিষ্ঠো ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ, তং দক্ষিণায়া নান্তরীয়াৎ। তথা হাস্য প্রীতো হিংকারো ভবতি। অথ দেবাশ্চ হ বা ঋষয়শ্চ যদ্বাক্রামে অপশ্যন্, তে হ স্মৈতে অপশ্যন্। তে যত্রৈতে অপশ্যন্, তত এবৈনং সর্বং দোহমদুহন্। তে বা এতে দুক্ষে যাতয়ামে যে ঋক্সামে। তে হিংকারেণৈবাপ্যায়তে। হিংকারেণ বা ঋক্সামে আপীনে যজমানায় দোহং দুহাতে। তস্মাদু হিংকৃত্যাধ্বর্যবঃ সোমমভিষুধন্তি। হিংকৃত্যোদগাতারঃ সাম্না স্তবন্তি। হিংকৃত্যোকথশ ঋচার্বিজ্যং কুবন্তি। হিংকৃত্যাথর্বাণো ব্রহ্মত্বং কুবন্তি। তস্মাদু হিংক্রিয়তে। প্রজাপতির্হি তমভিজিঘ্রতি। অথো খল্বাহঃ—একো বৈ প্রজাপতেব্রতং বিভর্তি গৌরব। তদুভয়ে পশব উপজীবন্তি যে চ গ্রাম্যা যে চারণ্যা ইতি ॥৯॥

প্রজাপতি যে প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন, তাদেরকে তিনি বিস্তৃত করে সৃষ্টি করেছিলেন। হিংকারের দ্বারা তাদের আশ্রাণ করেছিলেন। সেই প্রজারা অশ্বমারী ছিল, সেহেতু অশ্ব বদ্ধ। (বদ্ধ) এই যজ্ঞ যেখানে হবিঃ পাক করা হয়, সোম যা অভিষুত হয়, পশু যা নিহত হয়। হিংকারের দ্বারাই প্রজাপতি তাকে আশ্রাণ করেন, যে হত হয়েছে। (তিনি এসব করেন) যজ্ঞকে আঘাত করার জন্যে, যজ্ঞকে লাভ করার জন্যে, যজ্ঞকে বীৰ্যবান করার জন্যে। সেজন্যেই হিংকার করা হয়। সেহেতু যে পিতা পুত্রদের স্নেহ করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ (পিতা) হন। প্রজাপতিই হিংকার করা হয়। সেহেতু যে পিতা পুত্রদের স্নেহ করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ (পিতা) হন। প্রজাপতিই তাকে আশ্রাণ করেন। পাখী যেমন ডিমের মধ্যে থাকে, (সেরূপ) যে জন্ম নেয় নি, সেও হিংকার করে। সেই হেতু তাঁরা বলেন—‘মহর্ষি যজ্ঞের অগ্রভাগে গেষকে(হিংকারকে) দেখেছিলেন’। সেহেতু যে যজ্ঞের আগে যে গেষ (ধ্বনি), তাই হিংকার। দেবতারা ও ঋষিরা তাকে সেহেতু যে যজ্ঞের আগে যে গেষ (ধ্বনি), তাই হিংকার। দেবতারা ও ঋষিরা তাকে (হিংকারকে) বললেন—‘এ বশিষ্ঠ, যে যজ্ঞের অগ্রভাগে গেষকে দেখেছিলেন। সেহেতু যা যজ্ঞের অগ্রভাগে গীত হয়—তাই হিংকার। সেহেতু সে (বশিষ্ঠ) দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে (গণ্য) হয়েছিল। যে কারণে এ হিংকার শ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন তাহল বশিষ্ঠ। সেহেতু যে যাগে বশিষ্ঠ-

গোত্রীয় ব্রাহ্মণ থাকবেন, তাঁকে যেন দক্ষিণা থেকে বঞ্চিত করা না হয়। তাহলে তাঁর অভিপ্রেত হিংকার (উচ্চারিত হয়)। অনন্তর দেবতারা ও ঋষিরা যেখানে ঋক্ ও সামকে দেখেছিলেন, সেখানে দেবতারা ও ঋষিরা (তাঁকেও) দেখেছিলেন। যেহেতু তাঁরা (একে) দেখেছিলেন সেহেতু একে সমস্ত দোহন করেছিলেন। ঋক্ ও সাম দোহনকালে উদ্ভূত হয়েছিল। তারা হিংকারের দ্বারা একে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। হিংকারের দ্বারাই ঋক্ ও সাম বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে যজমানের জন্য দুগ্ধ দোহন করে। সেহেতু অধ্বর্যু-ঋত্বিকেরা হিংকার করেই সোমাভিষব করেন। হিংকার করেই উদগাতারা সামগান করেন। হিংকার করেই (হোতা) ঋক্ মন্ত্র দ্বারা উক্থ কর্ম করেন, হিংকার করেই অথর্বাগণ ব্রহ্মকার্য সম্পন্ন করেন। সেহেতু হিংকার করা হয়। প্রজাপতিই তাকে আশ্রয় করেন। সেজন্যই (ব্রহ্মবাদীরা) বলেন—‘একটি গো প্রজাপতির ব্রত ধারণ করেছিল’। তাতেই গ্রাম্য ও বন্য— উভয় প্রকার পশুই জীবনধারণ করে। ॥৯॥

১. তুলনীয় তৈ.সং. ৬.৪.১১.৩-৪

এই অনুচ্ছেদটিতে হিংকার-এর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যাত হয়েছে, অবশ্যই তৈত্তিরীয় সংহিতাকে অনুসরণ করে।

তুলনীয় বৈ.সূ. ২০. ১৫-১৬

দেববিশঃ কল্পয়িতব্য ইত্যাহঃ। ছন্দচ্ছন্দসি প্রতিষ্ঠাপ্যমিতি। শংসাবোমিত্যাহুয়তে প্রাতঃসবনে ত্র্যক্ষরেণ। শংসাবো দৈবেত্যধ্বর্যুঃ প্রতিগ্ণাতি পঞ্চাক্ষরেণ। তদষ্টাক্ষরং সম্পদ্যতে। অষ্টাক্ষরা বৈ গায়ত্রী। গায়ত্রীমেবৈতৎ পুরস্তাৎ প্রাতঃসবনেহচীক্লুপতাম্। উক্থং বাচীত্যাহ শস্ত্রা চতুরক্ষরম্। ওমুক্থশা ইত্যধ্বর্যুঃ প্রতিগ্ণাতি চতুরক্ষরম্। তদষ্টাক্ষরং সম্পদ্যতে। অষ্টাক্ষরা বৈ গায়ত্রী। গায়ত্রীমেবৈতদুভয়তঃ প্রাতঃসবনেহচীক্লুপতাম্। অধ্বর্যো শংসাবোমিত্যাহুয়তে মাধ্যংদিনে ষড়ক্ষরেণ। শংসাবো দৈবেত্যধ্বর্যুঃ প্রতিগ্ণাতি পঞ্চাক্ষরেণ। তদেকাদশাক্ষরং সম্পদ্যতে। একাদশাক্ষরা বৈ ত্রিষ্টুপ্। ত্রিষ্টুভমেবৈতৎ পুরস্তাৎ মাধ্যংদিনেহচীক্লুপতাম্। উক্থং বাচীন্দ্রায়েত্যাহ শস্ত্রা ষড়ক্ষরম্। ওমুক্থশা যজেত্যধ্বর্যুঃ প্রতিগ্ণাতি পঞ্চাক্ষরম্। তদেকাদশাক্ষরং সম্পদ্যতে। একাদশাক্ষরা বৈ ত্রিষ্টুপ্। ত্রিষ্টুভমেবৈতদুভয়তো মাধ্যংদিনেহচীক্লুপতাম্। অধ্বর্যো শংসাবোমিত্যাহুয়তে তৃতীয়সবনে সপ্তাক্ষরেণ। শংসাবো দৈবেত্যধ্বর্যুঃ প্রতিগ্ণাতি পঞ্চাক্ষরম্। তদ্ দ্বাদশাক্ষরং সম্পদ্যতে। দ্বাদশাক্ষরা বৈ জগতী। জগতীমেবৈতৎ পুরস্তাৎ তৃতীয়সবনেহচীক্লুপতাম্। উক্থং বাচীন্দ্রায় দেবেভ্য ইত্যাহ শস্ত্রা নবাক্ষরম্। ওমুক্থশা ইত্যধ্বর্যুঃ প্রতিগ্ণাতি ত্র্যক্ষরম্। তদ্ দ্বাদশাক্ষরং সম্পদ্যতে। দ্বাদশাক্ষরা বৈ জগতী। জগতীমেবৈতদুভয়ততৃতীয়সবনেহচীক্লুপতামিতি। এতদ্ বৈ

তচ্ছন্দশ্ছন্দসি প্রতিষ্ঠাপয়তি। কল্পয়ত্যেব দেববিশো য এবং বেদ। তদপ্যোষাভ্যানুক্তা—যদ্
গায়ত্রে অধি গায়ত্রমাহিতম্ ইতি ॥১০॥

ব্রহ্মবাদীরা বলেন—দেব-প্রজা কল্পনা করতে হবে। ছন্দকে ছন্দে মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে
(বলে তাঁরা মনে করেন)। ‘আমরা শংসন করবো’ এই বলে তিন-অক্ষরের দ্বারা প্রাতঃসবনে
(হোতা) আহ্বান করবেন। অধ্বর্যু তখন ‘শংসাবো দেবৈঃ’ এই পঞ্চাঙ্গের দ্বারা প্রতিগ্রহ
করবেন। (উভয়ে মিলে) আট-অক্ষর সম্পাদিত। গায়ত্রী অষ্টাঙ্গরা। প্রথমে প্রাতঃসবনে
গায়ত্রীকেই শংসন করবো। ‘উক্থং বাচি’ এই বলে চার-অক্ষরের দ্বারা শংসন করবো। ‘ওমুক্
থশা’ এই চারঅক্ষর দ্বারাই অধ্বর্যু প্রতিগ্রহ করবেন। অতঃপর অষ্টাঙ্গর সম্পন্ন হয়। গায়ত্রী
অষ্টাঙ্গরা। সেজন্যে উভয়ত প্রাতঃসবনে গায়ত্রী (ছন্দই) পাঠিত হয়। ‘অধ্বর্যো! শংসাবোম্’ এই
বলে মাধ্যহ্নিন সবনে ছয়-অক্ষরের দ্বারা (হোতা) আহ্বান করবেন। অধ্বর্যু ‘শংসাবো দৈবেতি’,
এই পঞ্চাঙ্গের দ্বারা প্রতিগ্রহ করবেন। উভয়ে মিলে একাদশ অক্ষর সম্পন্ন হয়। ত্রিষ্টুপ একাদশ
অক্ষরবিশিষ্ট। প্রথমে মাধ্যহ্নিন সবনে ত্রিষ্টুপ ছন্দে পাঠ করবো। ‘অধ্বর্যো! শংশংসাবোম্’ এই
বলে সপ্তাঙ্গের দ্বারা (হোতা) তৃতীয়-সবনে আহ্বান করবেন। অধ্বর্যু ‘শংসাবো দৈবেতি’-এই
বলে পঞ্চাঙ্গের দ্বারা প্রতিগ্রহ করবেন। উভয়ে মিলে দ্বাদশাঙ্গর সম্পন্ন হয়। জগতী
দ্বাদশাঙ্গরবিশিষ্ট, প্রথমে জগতী ছন্দেই তৃতীয় সবনে পাঠ করবো। ‘উক্থং বাচীন্দ্রায় দেবেভ্যঃ’
— ‘এই বলে নয়-অক্ষরের দ্বারা (হোতা) শংসন করবেন। অধ্বর্যু প্রতিগ্রহ করবেন—‘ওমুক্
থশা’ বলে তিন অক্ষরের দ্বারা। উভয়ে মিলে দ্বাদশাঙ্গর সম্পন্ন হয়। জগতী দ্বাদশাঙ্গরবিশিষ্ট।
জগতীছন্দকেই তৃতীয় সবনে উভয়তঃ শংসন করবো। এভাবেই সেই ছন্দ ছন্দে প্রতিষ্ঠা লাভ
করে। যে এরূপ জানে সে দেব-প্রজা কল্পনা করে থাকে। সেখানেও এই ঋক্ উক্ত হয়েছে—
‘গায়ত্রে অধি’^১ ইত্যাদি ॥১০॥

১. তুলনীয় ঐ.ব্রা. ৩.১২., কৌ. ব্রা. ১৪.৩, বৈ.সূ. ২০.১৫-১৮

অথর্ব (পে) ১৬.৩৮.১; ঋক্ সং ১.১৬৪.২৩

অথৈতদ্ নানা ছন্দাংসন্তুরেণ গর্তা ইব। অথৈতে স্থবিষ্ঠে বলিষ্ঠে নান্তরে দেবতে। তাভ্যাং
প্রতিপদ্যতে। তদ্ গর্তক্ষন্দং রোহস্য রূপং স্বর্গ্যম্। তদনবানং সংক্রামেৎ। অমৃতং বৈ প্রণবঃ।
অমৃতেনৈব তদ্ মৃত্যুং তরতি। তদ্ যথা মতেন বা বংশেন বা গর্তং সংক্রামেদ্, এবং তৎ
প্রণবেনোপসংতনোতি। ব্রহ্ম হ বৈ প্রণবঃ। ব্রহ্মণৈবাস্মৈ তদ্ ব্রহ্মোপসংতনোতি। শুদ্ধঃ প্রণবঃ
স্যাৎ প্রজাকামানাং, মকারান্তঃ প্রতিষ্ঠাকামানাং, মকারান্তঃ প্রণবঃ স্যাদিতি হৈক আভঃ। শুদ্ধ
ইতি ত্বেব স্থিতঃ। মীমাংসিতঃ প্রণবঃ। অথাত ইহ শুদ্ধ ইহ পূর্ণ ইতি। শুদ্ধঃ প্রণবঃ

স্যাচ্ছজ্ঞানুবচনয়োর্মধ্য ইতি হ স্মাহ কৌষীতকিঃ। তথা সংহিতং ভবতি। মকারান্তাবসানার্থে। প্রতিষ্ঠা বা অবসানম্, প্রতিষ্ঠিত্যা এব। অথোভয়োঃ কাময়োরাষ্ট্র্যো। এতৌ বৈ ছন্দঃপ্রবাহাববরং ছন্দঃ পরং ছন্দোহতিপ্রবহতঃ। তস্যায়ুর্ন হিনস্তি। ছন্দসাং ছন্দোহতিপ্রোঢ়ং স্যাৎ। যত্রৈব যং দ্বিষ্যাৎ, তং মনসা প্রৈব বিধ্যেৎ। ছন্দসাং কৃন্ত্রে দ্রবতি বা সং বা শীর্ষত ইতি। ত্রিঃ প্রথমাং ত্রিরুক্তমামম্বাহ যজ্ঞস্যৈব তদ্ বর্হিসো নহ্যতি, স্ত্রেমে বলায়াবিস্রংসায়। যদ্যপি ছন্দঃ প্রাতঃসবনে যুজ্যেতার্ধর্চশ এব তস্য শংস্যং গায়ত্র্যারূপেণ। অথো প্রাতঃসবনরূপেণেতি। ন ত্রিষ্টুভ্জগত্যাবেতস্মিন্ স্থানেহর্ধর্চশস্যে যৎ কিঞ্চিচ্ছন্দঃ প্রাতঃসবনে যুজ্যেতাং পচ্ছ এবৈনয়োঃ শংস্যামিতি সা স্থিতিঃ ॥১১॥'

অনন্তর এই যে বিভিন্ন ধরনের ছন্দ বিদ্যমান, এদের মধ্যস্থিত (ফাঁক) গর্তের মতো। অনন্তর এর মধ্যে দুজন দেবতা থাকেন দৃঢ়ভাবে স্থায়ী, বলিষ্ঠ ও দুঃখহীন'। তাঁদের দুজনের দ্বারা তিনি অগ্রসর হন। সেই গর্ত ক্ষন্দ স্বর্গারোহণের তুল্যা। (যখন মন্ত্রদ্রষ্টা সম্পর্কে বৈমত্য একটি সূক্তে উপলক্ষিত হয়) তখন প্রাণবায়ু গ্রহণ না করেই তিনি গমন করবেন। প্রণব অমৃতই। (এই অমৃতের দ্বারাই তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। যেমন কেউ মৃত্যুর দ্বারা (পেষণী) অথবা বাঁশের (সেতু) দিয়ে গর্ত পার হয়ে যায়। তেমনই প্রণবের দ্বারাও (মৃত্যুকে) পেরিয়ে যান। প্রণব হল ব্রহ্ম। সেহেতু ব্রহ্মের দ্বারা ব্রহ্মতেই অনুপ্রবিষ্ট হ'ন। যাঁরা, প্রজা কামনা করেন, তাঁদের প্রণব শুদ্ধ, প্রতিষ্ঠাকামীদের মকারান্ত। কেউ কেউ বলেন প্রণব মকারান্ত হ'বে। কিন্তু নিয়মানুসারে প্রণব শুদ্ধ। প্রণব বিচারিত (হয়েছে)। অতএব এরপরে এখানে (প্রণব) শুদ্ধ, এখানে পূর্ণ। কৌষীতকি সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেন, শস্ত্রপাঠ ও অন্যান্য পাঠের ক্ষেত্রে প্রণব শুদ্ধই হবে। (প্রণব) সেখানে সহিত (যোগবদ্ধ) থাকে। মকারান্ত (প্রণব) অবসানের (বিরামের) নিমিত্ত। অবসান হ'ল প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যেই (বিরাম)। উভয় প্রকার কামনা সিদ্ধির নিমিত্তই (অবসান)। এই দুই ছন্দপ্রবাহ যেখানে অবর ছন্দ (পূর্ব ছন্দ) ও পর-ছন্দ (পরবর্তী ছন্দ) যথাযথভাবেই প্রবাহিত হয়। (সেহেতু) তার আয়ু বিনষ্ট হয় না যার ছন্দসমূহের (বেদসমূহের মধ্যে) ছন্দোজ্ঞান অতি প্রৌঢ় (দৃঢ়প্রতিষ্ঠ) থাকে। যেখানে যাকে হিংসা করেন, তাকে মনের দ্বারাই বিদ্ধ করেন। ছন্দসমূহের কর্তনে (ভঙ্গে) তিনি ধ্বংস হন অথবা বিনষ্ট হ'ন।

প্রথম ঋক্টি তিনি তিনবার ও শেষটি তিনবার আবৃত্তি করেন। এভাবে তিনি যজ্ঞের উভয় দিকে দৃঢ়তার জন্যে, শক্তির জন্যে, বিচ্যুতি থেকে রক্ষার জন্যে সংবদ্ধ করেন। যদিও প্রাতঃসবনে ছন্দ (বদ্ধ ঋক্) যোজনা করা হবে, তার অর্ধেক দ্বারা গায়ত্রী ছন্দের শংসন করবেন। অতঃপর তা প্রাতঃসবনরূপে (গণ্য) হ'বে। ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দ এই স্থানে অর্ধ-ঋক্

হিসাবে গ্রাহ্য হবে না। যে কিছু ছন্দ প্রাতঃসবনে শংসিত হবে, প্রতি পাদে এই দুই (ছন্দের) শংসন হবে। এটাই স্থিতি। ॥১১॥

১. তুলনীয় কৌ.ব্রা. ১১.৪-৫

অথাত একাহস্য প্রাতঃসবনম্। প্রজাপতিং হ বৈ যজ্ঞং তদ্বানং বহিষ্পবমান এব মৃত্যুমৃত্যুপাশেন প্রত্যুপাক্রামত। স আগ্নেয়া গায়ত্রযাজ্যং প্রত্যপদ্যত। মৃত্যুর্বার তং পশ্যান্ প্রজাপতিং পর্যক্রামৎ। তং সামাজ্যেষ্ঠসীদৎ। স বায়ব্যা প্রউগং প্রত্যপদ্যত। মৃত্যুর্বার তং পশ্যান্ প্রজাপতিং পর্যক্রামৎ। তং মাধ্যন্ধিনে পবমানেহসীদৎ। স ঐন্দ্রয়া ত্রিষ্টুভা মরুত্বতীয়ং প্রত্যপদ্যত। মৃত্যুর্বার তং পশ্যান্ প্রজাপতিং পর্যক্রামৎ। স তেনৈব দ্রবিণে পূর্বো নিক্ষেবল্যস্য স্তোত্রিয়মাসীদৎ। তমস্তৃণোৎ। তস্মাদু য এব পূর্বমাসীদতি, স তৎ স্তৃণুতে বিদ্বান্। মৃত্যুরনবকাশমপাদ্রবদশংসদিতরো নিক্ষেবল্যম্। তস্মাদেকমেবোক্তং হোতা মরুত্বতীয়েন প্রতিপদ্যতে নিক্ষেবল্যমেব। অত্র হি প্রজাপতিং মৃত্যুর্ব্যজহাৎ ॥১২॥^১

অনন্তর একাহ (সোমযাগের) প্রাতঃসবনের (কথা বলা হচ্ছে)। বহিষ্পবমান (স্তোত্রে) মৃত্যু মৃত্যুপাশ সঙ্গে করে প্রজাপতি যিনি যজ্ঞ(স্বরূপ), ও অনুষ্ঠানকারী তার কাছে গিয়েছিল। তিনি (প্রজাপতি) আগ্নেয় গায়ত্রীকে সঙ্গে করে আজ্য (শস্ত্রের) কাছে গিয়েছিলেন। সেই প্রজাপতিকে দেখে মৃত্যু তাকে পরিক্রমা করে। তাকে (ঐ প্রজাপতিকে) পাবার জন্য বৃহৎসাম (স্তোত্র) ও আজ্যশস্ত্রের এর মধ্যে মৃত্যু থেকে যায়। প্রজাপতি (তখন) বায়ব্য প্রউগ (স্তোত্রকে) আশ্রয় করেছিলেন। মৃত্যু সেই প্রজাপতিকে (সেখানে দেখে) (তাকে) পরিক্রমা করে। মাধ্যন্ধিন সবনে তাকে মৃত্যু (পাবার জন্য) আশ্রয় করে। (তখন) তিনি (প্রজাপতি) ইন্দ্রদেবতার ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে মরুত্বতীয় স্তোত্রকে আশ্রয় করেন। মৃত্যু (সেখানে) প্রজাপতিকে দেখে তাকে পরিক্রমা করে। তিনি প্রজাপতি দ্রবীসামে প্রথমে (নিক্ষেবল্যশস্ত্রে) আশ্রয় গ্রহণ করেন। মৃত্যুকে (তিনি) বিনষ্ট করেন। সেহেতু যিনি পূর্বে (নিক্ষেবল্য শস্ত্রকে) আশ্রয় করেন, সেই বিদ্বান মৃত্যুকে বিনাশ করেন। মৃত্যু পলায়নের কোনও অবকাশ পায়নি। প্রজাপতি নিক্ষেবল্য (শস্ত্র)^২ শংসন করেছিলেন। সেহেতু হোতা একটিমাত্র উক্তশস্ত্র মরুত্বতীয় (শস্ত্রের) দ্বারা পাঠ করবেন। (এখানে তাই) মৃত্যু প্রজাপতিকে, যিনি নিক্ষেবল্য শস্ত্রে আশ্রিত, তাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। ॥১২॥

১. তুলনীয় পাঠ ঐ. ব্রা. ৬.১৪.

২. নিক্ষেবল্যশস্ত্র- পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য।

মিত্রাবরুণাব্রবীৎ—যুবং ন ইমং যজ্ঞস্যঙ্গমনুসমাহরতং মৈত্রাবরুণীয়াম্। তথৈত্যকৃতাম্।
তৌ সযুজৌ সৰলৌ ভূত্বা প্রাসহা মৃত্যুমত্য়েতাম্। তৌ হ্যসৈত্যদ যজ্ঞস্যঙ্গমনুসমাহরতাং
মৈত্রাবরুণীয়াম্। তস্মাদ্ মৈত্রাবরুণঃ প্রাতঃসবনে মৈত্রাবরুণানি শংসতি। তৌ হ্যসৈত্যদ
যজ্ঞস্যঙ্গমনুসমাহরতাম্। যদ্ বেব মৈত্রাবরুণানি শংসতি— প্রতি বাং সূর উদিতে বিধেম
নমোভির্মিত্রাবরুণোত হব্যোঃ। উত বামুষসো বৃধি সাকং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ
ইত্যচাভানুক্তম্। আ নো মিত্রাবরুণা নো গন্তং রিশাদসা ইতি মৈত্রাবরুণস্য
স্তোত্রিয়ানুরূপৌ। প্র বো মিত্রায় গায়ত ইত্যুখমুখম্। প্র মিত্রয়োর্বরুণয়োঃ, ইতি পর্যাসঃ। আ
যাতং মিত্রাবরুণা ইতি যজতি। এতে এব তদ্ দেবতে যথাভাগং প্রীণাতি।
বষট্কৃত্যানুবষট্করোতি। প্রত্যেবাভিমুশন্তে। নাপ্যায়য়ন্তি। ন হ্যনারাশংসাঃ সীদন্তি ॥১৩॥

মিত্রাবরুণকে তিনি (যজমান) বললেন—‘তোমরা দুজন এই যজ্ঞের অনুমার্জনা কর যা
মিত্রাবরুণীয়’। তাঁরা দুজন বললেন—‘তাই হবে’। তাঁরা দুজনে একত্রিত হয়ে সবল হয়ে ধীরে
ধীরে মৃত্যুকে অতিক্রম করলেন। সেহেতু মিত্রাবরুণ প্রাতঃসবনে মৈত্রাবরুণ(শস্ত্র) শংসন করেন।
‘প্রতি বাং সূর উদিতে বিধেম নমোভির্মিত্রাবরুণোত’ পুনরায় ঋক্ পাঠ করা হয়— ‘উত
বামুষসো বৃধি সাকং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ’^২ ইতি। মৈত্রাবরুণের অনুরূপ স্তোত্রিয়দ্বয় হল—‘আ নো
মিত্রাবরুণা’^৩ এবং ‘নো গন্তং রিশাদসা’^৪ ইতি। অতঃপর ‘প্র বো মিত্রায় গায়ত’^৫ ইতি উক্খ
পাঠ শুরু করেন, অতঃপর পর্যাস (সমাপ্তি) ‘প্র মিত্রয়োর্বরুণয়োঃ’^৬ বলে। ‘আ যাতং
মিত্রাবরুণা’^৭ বলে যজ্ঞ করেন। এই দেবতাদ্বয়কে স্ব স্ব ভাগের দ্বারা (যজমান) প্রীত করেন।
তিনি বষট্কার করে অনুবষট্কার করেন। ফলে প্রত্যেকটি অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। সেহেতু
নারাশংস (সূক্ত) পাঠ না করেও তাঁরা বিনষ্ট হ’ন না, (বা) অবসন্ন হন না। ॥১৩॥

১. ঋক্ সং. ৭.৬৩.৫ (ক)
২. তদেব ১. ১৩৭.২ (ক)
৩. তদেব ৩.৬২.১৬ (ক)
৪. তদেব ৫.৭১.১ (ক)
৫. তদেব ৫. ৬৮.১ (ক)
৬. তদেব ৭.৬৬. ১ (ক)
৭. তদেব ৭.৬৬. ১৯ (ক)

ইন্দ্রমব্রবীৎ—ত্বং ন ইমং যজ্ঞস্যাজমনুসমাহর ব্রাহ্মণাচ্ছংসীয়াম। কেন সছেতি? সূর্যেনেতি। তথেষাকৃতাম। তৌ সযুজৌ সবলৌ ভূত্বা প্রাসহা মৃত্যুমতৌতাম। তৌ হ্যসৌতদ্ যজ্ঞস্যাজমনুসমাহরতাং ব্রাহ্মণাচ্ছংসীয়াম। তস্মাদ্ ব্রাহ্মণাচ্ছংসী প্রাতঃসবন ঐন্দ্রাপি সূর্যন্যজ্ঞানি শংসতি। তৌ হ্যসৌতদ্ যজ্ঞস্যাজমনুসমাহরতাম। যদ্ বেবৈন্দ্রাপি সূর্যন্যজ্ঞানি শংসতি— ইন্দ্র পিব প্রতিকামং সুতস্য প্রাতঃসাবস্তব হি পূর্বপীতিঃ। ইত্যুচ্যাত্যনুজ্ঞম। আ যাহি সুষুমা হি তে, আ নো যাহি সুতাবতঃ ইতি ব্রাহ্মণাচ্ছংসিন স্তোত্রিয়ানুরূপৌ। অয়মু ত্বা বিচর্ষণে ইত্যুত্থমুখম। উদ্ ঘেদভিশ্রুতামঘম ইতি পর্যাসঃ। ইন্দ্র ক্রতুবিদম্ ইতি যজতি। এতে এব তদ্ দেবতে যথাভাগং প্রীণাতি। বষট্কৃত্যানুবষট্কারোতি। প্রত্যোবাভিম্শস্তে নাপ্যায়য়ন্তি। ন হ্যনারাশংসাঃ সীদন্তি ॥১৪॥

(ঋত্বিক্) ইন্দ্রকে বললেন—‘তুমি যজ্ঞের এই অঙ্গকে মার্জনা কর যা ব্রাহ্মণাচ্ছংসী বিষয়ক’। (ইন্দ্র বললেন) ‘কার সঙ্গে (করব)’? তাঁরা (ব্রহ্মা ও হোতা) উত্তর দিলেন ‘সূর্যের সঙ্গে’। (তিনি বললেন) ‘সেরূপই হোক’। তাঁরা দুজনে (ইন্দ্র ও সূর্য) ব্রাহ্মণাচ্ছংসীয় যজ্ঞভাগকে অনুমার্জিত করেছিলেন। সেহেতু ব্রাহ্মণাচ্ছংসী প্রাতঃসবনে ইন্দ্র ও সূর্য দেবতাসম্বন্ধী অঙ্গসমূহ শংসন করেন। তাঁরা দুজনে যজ্ঞের অঙ্গকে অনুমার্জিত করেছিলেন। তিনি (ব্রাহ্মণাচ্ছংসী) ঐন্দ্র ও সূর্যদেবতাসম্বন্ধীয় (শস্ত্রসমূহ), যজ্ঞাঙ্গসমূহ শংসন করেন। ‘ইন্দ্র পিব প্রতিকামং সুতস্য প্রাতঃসাবস্তব হি পূর্বপীতিঃ’^১ এই ঋক্‌দ্বারা শংসন করবে। সেখানে ‘আ যাহি সুষুমা হি তে’^২ এবং ‘আ নো যাহি সুতাবতঃ’^৩—এ দুটি হল ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর স্তোত্রিয়ের অনুরূপ। উক্তপ্রারম্ভ হল—‘অয়মু ত্বা বিচর্ষণে’^৪—ইতি। পর্যাস (সমাপ্তি) হল—‘উদ্ ঘেদভিশ্রুতামঘম’^৫—ইতি। ‘ইন্দ্র ক্রতুবিদম্’^৬ ইত্যাদি বলে যাগ করবেন। এভাবে ঐ দেবতাদ্বয়কে তাঁদের যথাভাগ তৃপ্ত (যজমান) করেন। বষট্কার করার পর অনুবষট্কার করেন। (এভাবে) একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ফলে তাঁরা বিনষ্ট হন না। নারাশংস (সূক্ত) পাঠকারী না হয়েও বিনষ্ট হন না। ॥১৪॥

১. ঋক্. সং ১০.১১২. ১(ক)

২. তদেব ৮.১৭.১,(ক); অথর্ব (শৌ) ২০.৩.১(ক); বৈ.সূ. ২১.

৩. ঋক্. সং. ৮. ১৭. ৪ক; অথর্ব (শৌ) ২০. ৪. ১ক

৪. তদেব ৮. ১৭. ৭(ক); অথর্ব (শৌ) ২০. ৫. ১ক

৫. তদেব ৮. ৯৩. ১(ক); তদেব (শৌ) ২০. ৭. ১ বৈ.সূ ২১. ২

৬. তদেব ৩. ৪০. ২ক; তদেব (শৌ) ২০. ৬. ২ ক

ইন্দ্রাগ্নী অববীৎ—যুবং ন ইমং যজ্ঞস্যঙ্গমনুসমাহরতম্ অচ্ছাবাকীয়াম্। তথৈত্যকৃতাম্। তৌ
সযুজৌ সর্বলৌ ভূত্বা প্রাসহা মৃত্যুমতৈতাম্। তৌ হ্যসৈত্যদ যজ্ঞস্যঙ্গমনুসমাহরতাং
অচ্ছাবাকীয়াম্। তস্মাদচ্ছাবাকঃ প্রাতঃসবন ঐন্দ্রাগ্নানি শংসতি। তৌ হ্যসৈত্যদ
যজ্ঞস্যঙ্গমনুসমাহরতাম্। যদ বৈবৈন্দ্রাগ্নানি শংসতি—

প্রাতর্যাবভিরাগতং দেবেভির্জেন্যাবসূ।

ইন্দ্রাগ্নী সোমপীতয়ে ॥

ইত্যুচ্যাত্তনুজ্ঞম্। ইন্দ্রাগ্নী আগতম্, তোশা বৃত্রহণা হুবে ইত্যচ্ছাবাকস্য স্তোত্রিয়ানুরূপৌ।
ইন্দ্রাগ্নী অপসম্পরি ইত্যুত্থমুখম্। ইহেন্দ্রাগ্নী উপহুয়ে পর্যাসঃ। ইন্দ্রাগ্নী আগতম্ ইতি যজতি।
এতে এব তদ্ দেবতে যথাভাগং প্রীণাতি। বষট্কৃত্যানুবষট্কারোতি। প্রত্যেবাভিমৃশন্তে।
নাপ্যায়য়ন্তি। ন হ্যনারাশংসাঃ সীদন্তি ॥১৫॥

তিনি (যজমান) ইন্দ্র ও অগ্নিকে বললেন—‘তোমরা দুজনে যজ্ঞের এই অঙ্গকে অনুমার্জিত
কর যা অচ্ছাবাকীয়’। তাঁরা (ইন্দ্রাগ্নী) বললেন—‘সেরূপই হোক’। তাঁরা দুজনে যুক্ত হয়ে
বলযুক্ত হয়ে সহনশীল হয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করলেন। তাঁরা দুজনে এই যজ্ঞাঙ্গ যা অচ্ছাবাকীয়
তাকে অনুমার্জিত করলেন। সেজন্যে অচ্ছাবাক প্রাতঃসবনে ঐন্দ্রাগ্ন (শস্ত্রসমূহ) শংসন করেন।
তাঁরা দুজনে যজ্ঞের এই অঙ্গকে অনুমার্জিত করলেন। তিনি (অচ্ছাবাক) ঐন্দ্রাগ্ন (শস্ত্রসমূহ)
শংসন করেন। অনন্তর ‘প্রাত-র্যাবভিরাগতং দেবেভির্জেন্যাবসূ’, ‘ইন্দ্রাগ্নী সোমপীতয়ে’— এই
ঋক্মন্ত্র উচ্চারণ করেন। ‘ইন্দ্রাগ্নী আগতম্’^২ ও তোশা বৃত্রহণা হুবে’। —এ দুটি হল
অচ্ছাবাকের স্তোত্রিয়ানুরূপ। এর উত্থপ্রারম্ভ (ঋক্) হল—‘ইন্দ্রাগ্নী অপসম্পরি’^৪ ইতি।
এখানে ‘ইন্দ্রাগ্নী উপহুয়ে’^৬ বলে পর্যাস করেন। ‘ইন্দ্রাগ্নী আগতম্’^৫ বলে যাগ করেন। এই
দেবতাদ্বয়কে (তিনি) যথাভাগ প্রীত করেন, বষট্কার করে অনুবষট্কার করেন। একে অন্যের
সঙ্গে যুক্ত হ’ন। (ফলতঃ) তাঁরা প্রণষ্ট হ’ন না। যাঁরা নারাশংস পাঠ করেন না, তাঁরাও ক্ষয়প্রাপ্ত
হন না। ॥১৫॥

১. ঋক্.সং. ৮.৩৮.৭; গো. ব্রা. ২.২.২০

২. তদেব ৩.১২.১ক; বাজসং- ৭. ২১ক; তৈ. সং-১.৪.১৫

৩. তদেব ৩.১২. ৪ক

৪. তদেব ৩.১২. ৭ক

৫. তদেব ১.২১.১ক

৬. তদেব ৩.১২.১

অথ শংসাবোমিতি স্তোত্রিয়ানুরূপায়োক্তমুখায় পরিধানীয়ায়া ইতি চতুশ্চতুরাহুয়ন্তে।
 চতস্রো বৈ দিশঃ। দিক্ষু তৎ প্রতিতিষ্ঠন্তি। অথো চতুষ্পাদঃ পশবঃ। পশূনামাপ্ত্যে। অথো
 চতুষ্পরাণো হি প্রাতঃসবনে হোত্রকাঃ। তস্মাচ্চতুঃ সর্বে গায়ত্র্যাণি শংসন্তি। গায়ত্র্যং হি
 প্রাতঃসবনম্। সর্বে সমবতীভিঃ পরিদধতি। তদ্ যৎ সমবতীভিঃ পরিদধতি, অস্তো বৈ পর্যাসঃ,
 অন্ত উদর্কঃ, অন্তনৈবান্তঃ পরিদধতি। সর্বে মদ্বতীভির্যজন্তি। তদ্ যদ্ মদ্বতীভির্যজন্তি, সর্বে
 সুতবতীভিঃ পীতবতীভিরভিরূপাভির্যজন্তি। যদ্ যজ্ঞেহভিরূপং তৎ সমৃদ্ধম্। সর্বেহনুবষট্কুবন্তি।
 স্থিষ্টকৃত্বানুবষট্কারঃ, নেৎ স্থিষ্টকৃতমন্তরয়ামেতি। অয়ং বৈ লোকঃ প্রাতঃসবনম্। তস্য পঞ্চ
 দিশঃ, পঞ্চোক্থানি প্রাতঃসবনস্য। স এতৈঃ পঞ্চভিরুক্তথৈরেতাঃ পঞ্চ দিশ আপ্নোতি, এতাঃ
 পঞ্চ দিশ আপ্নোতি ॥১৬॥

হোত্রকেরা চারজনে স্তোত্রিয়, অনুরূপ, উক্তমুখ ও পরিধানীয়— এই চারপ্রকার আহাব
 ‘আমরা শংসন করি’ এই বলে পাঠ করেন। দিক চারটি। সেই দিকসমূহে তাঁরা এদেরকে
 প্রতিষ্ঠিত করেন। পশুরা চতুষ্পাদ। পশুলাভের জন্যেই (উচ্চারণ করেন)। অনন্তর হোত্রকেরা
 প্রাতঃসবনে চারপর্বে যুক্ত হ’ন। সেহেতু সকলে (আহাব হিসেবে) সকলে প্রাতঃসবনে
 চতুর্মাত্রিক গায়ত্রীমন্ত্রসমূহ শংসন করেন। প্রাতঃসবন গায়ত্রী ছন্দযুক্তই হয়। সকলে ‘সমবতী
 ঋক্’ দ্বারা যজ্ঞ সমাপ্ত করেন। যেহেতু তারা সমবতী ঋক্ দ্বারা সমাপ্তি ঘটান, সেহেতু পর্যাস
 হল যজ্ঞের অন্তভাগ। অন্ত হল উদর্ক। অন্তের দ্বারা তাঁরা অন্তের সমাপ্তি ঘটান। সকলে মদ্বতী
 ঋক্ দ্বারা যাগ করেন। তখন যেহেতু মদ্বতী দ্বারা যাগ করেন, সেহেতু সকলে সুতবতী,
 পীতবতী প্রভৃতি ঋক্মন্ত্রসমূহের দ্বারাও যাগ করেন। যজ্ঞে যা অভিরূপ, তাই সমৃদ্ধ। সকলে
 অনুবষট্কার করেন। স্থিষ্টকৃত্বায়াগ করে অনুবষট্কার করেন। আমরা স্থিষ্টকৃত্বায়াগের বাধা হব না।
 এই লোক হল প্রাতঃসবন। তার পাঁচটি দিক। প্রাতঃসবনে তাঁর পাঁচটি উক্ত্য। তিনি এই পাঁচটি
 উক্ত্যের দ্বারা পাঁচটি দিককে লাভ করেন। এই পাঁচটি দিককে তিনি লাভ করেন। ॥১৬॥

ঘন্থি বা এতৎ সোমং যদভিষুধন্তি। যজ্ঞং বা এতদ্ ঘন্থি যদ্ দক্ষিণা নীয়ন্তে। যজ্ঞং বা এতদ্
 দক্ষয়ন্তি। তদ্ দক্ষিণানাং দক্ষিণাত্মম্। স্বর্গো বৈ লোকো মাধ্যন্দিনঃ সবনম্। যদ্ মাধ্যন্দিনে সবনে
 দক্ষিণা নীয়ন্তে, স্বর্গস্য লোকস্য সমষ্ট্যে। বহু দেয়ম্। সেতুং বা এতদ্ যজমানঃ সংস্কুরুতে।
 স্বর্গস্য লোকস্যাক্রান্তে প্রজাক্রান্তে। দ্বাভ্যাং গার্হপত্যে জুহোতি। অধ্বর্যুরস্যাক্রান্তেনাক্রাময়তি।
 আগ্নেয়ান্নীধীয়ে। অন্তরিক্ষং তেন। যদ্ মাধ্যন্দিনে সবনে দক্ষিণা নীয়ন্তে, স্বর্গ এতেন লোকে।
 হিরণ্যং হন্তে ভবতি। অথ নয়তি। সত্যং বৈ হিরণ্যম্। সত্যেনৈবৈনং তদ্ নয়তি। অগ্রেণ

গার্হপত্যং জঘনেন সদোহন্তরাগ্নীধীয়ং চ সদশ্চ চাত্বালং
চোৎসৃজন্তি। এতেন হ স্ম বা অগ্নিরসঃ স্বর্গং লোকমায়ন্। তা বা এতাঃ পশ্চানমভিবহন্তি ॥১৭॥

তাঁরা যে সোমের অভিষব করেন, তাতে (তাঁরা) সোমকে বধ করেন। এই যজ্ঞে যে দক্ষিণা গৃহীত হয় (ফলে তার দ্বারা) তাঁরা যজ্ঞকে বধ করেন। এই যজ্ঞকে তারা দক্ষ (বলবান) করেন, সেহেতু দক্ষিণার দক্ষিণাত্ব। মাধ্যদিন সবন হল হল স্বর্গলোক। (অতএব) মাধ্যদিন সবনে যে দক্ষিণা গ্রহণ করা হয়, তা স্বর্গলোকের প্রাপ্তির নিমিত্ত। (দক্ষিণা) বহু দেওয়া উচিত। (এর দ্বারা) যজমান সেতুকে সংস্কার করেন (স্বর্গলোক প্রাপ্তির সেতু)। স্বর্গলোকের প্রাপ্তির ও প্রজাপ্রাপ্তির জন্যে (সংস্কার করেন)। দুটি মন্ত্রদ্বারা অধ্বর্যু গার্হপত্য অগ্নিতে আহুতি দেন, নিষ্কাশিত সোম দ্বারা তিনি (যজমানকে) (উন্নতলোকে) গমন করান। অতঃপর আগ্নীধীয়-বেদিতে অগ্নির উদ্দেশে আহুতি দেন। তার দ্বারা অন্তরিক্ষলোকে গমন করেন। যেহেতু মাধ্যদিন সবনে দক্ষিণা গৃহীত হয়, সেহেতু তার দ্বারা স্বর্গলোকে গমন করেন। হিরণ্য হাতে থাকে। অতঃপর গমন করেন। হিরণ্য হল সত্য। সত্যের দ্বারাই গমন করেন। সত্যের দ্বারা তিনি গার্হপত্য অগ্নির সামনে ও সদ-এর পিছনে দক্ষিণা বহন করেন যা আগ্নীধীয় ও সদ-এর মধ্যে বর্তমান। তাঁরা উত্তরদিকে আগ্নীধীয় বেদি ও সদ-এর মধ্যে বর্তমান সেই চাত্বাল স্থানে (গাভীদের) যুক্ত করেছেন। অগ্নিরাগণ স্বর্গলোক লাভ করেছিলেন। এই ভাবেই তারা (গাভীরা) স্বর্গলোকের পথ দর্শায়। ॥১৭॥

১. তুলনীয় মৈ. সং ৪.৮.৩. মাধ্যদিন সবনের কথা হচ্ছে।

অগ্নীধেংগ্রে দদাতি। যজ্ঞমুখং বা অগ্নীং। যজ্ঞমুখেনৈব তদ্ যজ্ঞমুখং সমর্ধয়তি। ব্রহ্মণে দদাতি। প্রজাপত্যো বৈ ব্রহ্মা। প্রজাপতিমেব তয়া প্রীণাতি। ঋত্বিগ্ভ্যো দদাতি। হোত্রা এব তয়া প্রীণাতি। সদস্যেভ্যো দদাতি। সোমপীথং তয়া নিষ্কীণীতে। ন হি তস্মা অর্হতি, সোমপীথং তয়া নিষ্কীণীয়াৎ। যাং ঋত্বিবুষ আর্ষেয়ায় দদাতি, দেবলোকে তয়ার্পোতি। যামশ্রবুষেহনার্ষেয়ায় দদাতি, মনুষ্যলোকে তয়ার্পোতি। যামপ্রসৃপ্তায় দদাতি, বনস্পতস্তয়া প্রথন্তে। যাং যাচমানায় দদাতি, ভ্রাতৃব্যং তয়া জিহ্বীতে। যাং ভীষা ক্ষত্রং, তয়া ব্রহ্মাতীয়াৎ। যাং প্রতিনুদন্তে, সা ব্যাঘ্রী দক্ষিণা। যস্তাং পুনঃ প্রতিগৃহীয়াৎ, ব্যাঘ্ৰেযনং ভূত্বা প্রলীনীয়াৎ। অন্যয়া সহ প্রতিগৃহীয়াৎ। অথ হৈনং ন প্রলীনাতি ॥১৮॥

আগ্নীধ প্রথমে (আহুতি) দেন। অগ্নিৎ হল যজ্ঞ-মুখ (অর্থাৎ যজ্ঞের প্রারম্ভ)। যজ্ঞমুখের দ্বারাই যজ্ঞের আরম্ভকে সম্যকরূপে বর্ধিত করেন। ব্রহ্মাকে (দক্ষিণা) দেন। ব্রহ্মা প্রজাপতি-সম্বন্ধীয়। তার (দক্ষিণার) দ্বারা প্রজাপতিকেই প্রীত করেন। (যজমান) ঋত্বিকদের (দক্ষিণা)

দেন। তিনি তার দ্বারা, হোত্রকানুষ্ঠানের দ্বারা প্রীত করেন। সদস্যকে দক্ষিণা দান করেন। দক্ষিণার দ্বারা তিনি সোমপীথকে ক্রয় করেন। সোমপানীয় তাঁর যোগ্য নয়, তাই (দক্ষিণার) দ্বারা সোমপানীয় ক্রয় করবে। যে (দক্ষিণা) (বেদ) সেবাকারী ঋষি অপত্যকে দেবেন, দেবলোকে (সেহেতু) তিনি বৃদ্ধি লাভ করেন। যে দক্ষিণা ঋষি-অপত্য ভিন্ন (বেদবৎ) কাউকে যখন দেওয়া হয়, তার দ্বারা মনুষ্যলোকে তিনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন। যে দক্ষিণা তিনি বিস্তৃত (চলমান?) পুরুষকে দান করেন, তার দ্বারা বৃক্ষাদিসকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে (দক্ষিণা) যাজ্ঞাকারীকে দেন, তার দ্বারা শত্রুকে তিনি জয় করেন। ক্ষমা করতে পারেন। যে দক্ষিণা তিনি ভয়ে ক্ষত্রিয়কে দেন, তার দ্বারা ব্রাহ্মশক্তিকে তিনি অতিক্রম করেন। যে দক্ষিণা ফিরে আসে, তা ব্যাঘ্রী দক্ষিণা (ভয়ানক)। যে সেই দক্ষিণাকে প্রতিগ্রহ করে, সে (দক্ষিণা) ব্যাঘ্রীর আকার ধারণ করে দক্ষিণা গ্রহণকারীকে ধ্বংস করে। সেই দক্ষিণা অন্য (দক্ষিণার সঙ্গে) প্রতিগ্রহ করবে। তাহলে গ্রহণকারীকে ধ্বংস করবে না। ॥১৮॥

১. তুলনীয়ঃ ১. মৈ.সং ৪.৮.৩

যদ্ গাং দদাতি, বৈশ্বদেবী বৈ গৌঃ, বিশ্বেষামেব তদ্ দেবানাং তেন প্রিয়ং ধামোপৈতি। যদজং দদাতি, আগ্নেয়ো বা অজঃ, অগ্নেবেব তেন প্রিয়ং ধামোপৈতি। যদবিং দদাতি, আব্যং তেনাবজয়তি। যৎ কৃতান্নং দদাতি, মাংসং তেন নিষ্কীণীতে। যদনো বা রথো বা দদাতি, শরীরং তেন। যদ্ বাসো দদাতি বৃহস্পতিং তেন। যদ্বিরণ্যং দদাতি, আয়ুস্তেন বর্ষীয়ঃ কুরুতে। যদশ্বং দদাতি, সৌর্যো বা অশ্বঃ, সূর্যস্যেব তেন প্রিয়ং ধামোপৈতি। অন্ততঃ প্রতিহর্ত্রে দেয়ম্, রৌদ্রৌ বৈ প্রতিহর্তা, রুদ্রমেব তদ্ নিরবজয়তি। যদ্ মধ্যতঃ প্রতিহর্ত্রে দদ্যাৎ, মধ্যতো রুদ্রমশ্ববযজেৎ। স্বর্ভানুর্বা আসুরঃ সূর্যঃ তমসাবিধ্যৎ। তদত্রিরপনুনোদ। তদত্রিরশ্বপশ্যৎ। যদাত্রেয়ায় হিরণ্যং দদাতি, তম এব তেনাপহতে। অথো জ্যোতিরুপরিষ্টাদ্ভারয়তি, স্বর্গস্য লোকস্য সমষ্টৌ ॥১৯॥

যেহেতু তিনি গো দান করেন, সেহেতু ঐ গরুরা বিশ্বদেবদের সঙ্গে যুক্ত। অতএব এর দ্বারা তিনি বিশ্বদেবদের প্রিয় বাসস্থান লাভ করেন। যেহেতু ছাগ তিনি দান করেন, ছাগ অগ্নিদেবতাসম্পর্কীয়, সেহেতু তার দ্বারা তিনি অগ্নিদেবতার প্রিয় বাসস্থান লাভ করেন। যেহেতু ভেড়া দান করেন, সেহেতু তিনি ভেড়াদের বাসস্থান লাভ করেন। যেহেতু তিনি কৃত ann (রান্নাকরা খাদ্য) দান করেন, (সেহেতু) তিনি তার দ্বারা মাংস ক্রয় করেন। যেহেতু শকট বা রথ দান করেন, সেহেতু তার দ্বারা শরীরকেই (লাভ করেন)। যেহেতু বস্ত্র দান করেন, সেহেতু তিনি বৃহস্পতিকে (লাভ করেন)। যখন তিনি হিরণ্য দান করেন, তখন আয়ুকে বাড়িয়ে তোলেন। যখন অশ্ব দান করেন, অশ্ব সূর্য-সম্পর্কীয়, সেহেতু সূর্যের প্রিয় বাসস্থান তিনি লাভ

করেন। অবশেষে প্রতিহর্তাকে (দক্ষিণা) দেয়; প্রতিহর্তা রুদ্রদেবতা-সম্পর্কীয়। তার দ্বারা তিনি রুদ্রকেই জয় করেন। যখন মাঝখানে (যজ্ঞের অনুষ্ঠানের) প্রতিহর্তাকে দেন, সেহেতু মাঝখানেই তিনি রুদ্রকেই জয় করেন। স্বর্ভানু নামক অসুর-সন্তান সূর্যকে অন্ধকারের দ্বারা বিধ্ব করেছিলেন। অত্রি (তার থেকে সূর্যকে) মুক্ত করেছিল। যেহেতু অত্রি তাকে (সূর্যকে) দেখেছিলেন। অতএব যেহেতু আদ্রেয়কে হিরণ্য দান করেন, সেহেতু অন্ধকারকে তিনি অপহৃত (বিনষ্ট) করেন। অনন্তর তিনি (সূর্য্য) জ্যোতিরালোক উর্ধ্বলোকে ধারণ করেন, স্বর্গলোক লাভের নিমিত্ত। ॥১৯॥

১. তুলনীয়- মৈ.সং- ৪.৮.৩

অথাত একাহসৈব মাধ্যন্দিনম্। ঋক্ চ বা ইদমগ্নে সাম চাস্তাম্। সৈব নামর্গাসীদ, অমো নাম সাম। সা বা ঋক্ সামোপাবদৎ—মিথুনং সংভবাব প্রজাত্যা ইতি। নেত্যব্রুবীৎ সাম। জ্যায়ান্ বা অতো মম মহিমেতি। তে দ্বৈ ভূত্বোপাবদতাম্। তে ন প্রতি চন সমবদত। তাস্তিস্রো ভূত্বোপাবদন্ যৎ তিস্রো ভূত্বোপাবদন, তৎ তিসৃভিঃ সমভবৎ। যৎ তিসৃভিঃ সমভবৎ, তস্মাৎ তিসৃভিঃ স্তবন্তি। তিসৃভিরুদ্-গায়ন্তি। তিসৃভির্হি সাম সংমিতং ভবতি। তস্মাদেকস্য বহুয়ো জায়া ভবন্তি, ন হৈকস্যা বহবঃ সহ পতয়ঃ। যদ্ বৈ তৎ সা চামশ্চ সমবদতাং, তৎ সামাভবৎ। তৎ সাম্নঃ সামত্বম্। সামন্ ভবতি। শ্রেষ্ঠতাং গচ্ছতি। যো বৈ ভবতি স সামন্ ভবতি। অসামন্য ইতি হ নিন্দন্তে। তে বৈ পঞ্চান্যদ্ ভূত্বা পঞ্চান্যদ্ ভূত্বাকল্লেতাম্—আহাবশ্চ হিংকারশ্চ প্রস্তাবশ্চ প্রথমা চর্গুদগীথশ্চ মধ্যমা চ প্রতীহারশ্চোত্তমা চ নিধনং চ বষট্কারশ্চ। তে যৎ পঞ্চান্যদ্ ভূত্বা পঞ্চান্যদ্ ভূত্বাকল্লেতাং, তস্মাদাহঃ—পাঙক্তো যজ্ঞঃ, পাঙক্তাঃ পশব ইতি। যদু বিরাজং দশিনীমভিসংপদ্যেতাং, তস্মাদাহঃ—বিরাজি যজ্ঞো দশিন্যাং প্রতিষ্ঠিত ইতি। যদু বৃহত্যা প্রতিপদ্যতে, বাহিতো বা এষ য এষ তপতি। তদেনং স্বেন রূপেণ সমর্থয়তি। দ্বৈ তিস্রঃ করোতি পুনরাদায়। প্রজাত্যৈ রূপম্। দ্বাবিবাগ্রে ভবতঃ। তত উপপ্রজায়েতে ॥২০॥

অতঃপর এজন্য একাহ (সোমযাগের) মাধ্যন্দিন (সবনের কথা বলা হচ্ছে)। ঋক্ ও সাম (পূর্বে) প্রথমে (একত্র) ছিল। ঋক্ ছিল 'সা' (অর্থাৎ স্ত্রী) ও অম পুরুষ। ঋক্ সামকে বললেন—'প্রজাসৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমরা সংবদ্ধ হই। সাম বললেন—'না'। এর থেকে আমার মহিমা শ্রেষ্ঠ। অতঃপর ঋক্ দুজনে তখন বার্তালাপ করতে লাগলেন। তাঁদের সে বচনের প্রত্যুত্তরে সাম বললেন 'না'। তাঁরা তখন তিনজন মিলিত হয়ে তাকে (সামকে) বললেন। সাম তখন তিনজনের সংগে সংযুক্ত হলেন। যেহেতু তিনজনের সঙ্গে সঙ্গত হয়েছিলেন, সেহেতু তিনটি ঋকের দ্বারা (ঋত্বিকরা) স্তব করেন। তিনটি সাম দ্বারা গান করেন। তিনটি ঋকের সঙ্গে

সাম সন্মিলিত হন। সেহেতু একজন পুরুষের অনেক জায়া হয়। কিন্তু একজন জায়ার সঙ্গে বহু পতি থাকে না। যেহেতু সেই 'সা' ও 'অম' একত্র অবস্থান করেন, সেহেতু সাম উৎপন্ন হয়েছিল। সেহেতু সামের সামত্ব। সাম এভাবেই হয়, এভাবেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। যারা সাম নয় তাদের লোকেরা নিন্দা করেন। তাঁরা দুজনে একথা পঞ্চপ্রকার হয়ে অবস্থান করেছিলেন। (যথাক্রমে) আহাব, হিংকার, প্রস্তাব, প্রথমা ঋক্, উদ্‌গীথ এবং মধ্যমা ঋক্। প্রতীহার, উত্তমা, নিধনও ষষ্টিকার হয়ে অবস্থান করে। তাঁরা দুজনে যেহেতু (দু'ধরনের) পঞ্চভূত হয়ে অবস্থান করেন— সেহেতু বলা হয়—যজ্ঞ পাঁচ প্রকার। পশুও পাঁচ প্রকার। যেহেতু তারা দুজন বিরাট (যজ্ঞকে দশ) প্রকার) বলে উপস্থাপিত করেন, সেহেতু বলা হয় বিরাট যাগে যজ্ঞ দশে প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু বৃহতীর দ্বারা যজ্ঞ প্রতিপন্ন করা হয়, সে হেতু যজ্ঞ বাহ্যতা এবং তা তাপ দেয়। সে ঋত্বিক নিজ-রূপের দ্বারা (যজমানকে) সম্যকরূপে বর্ধিত করে। দুই-তিন ঋকের দ্বারা পুনরুচ্চারণ করে। রূপ প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত। তাঁরা প্রথমে দুই ছিলেন। অতঃপর তাঁরা পরিণত হলেন। ॥২০॥

১. তুলনীয় পাঠ ঐ.ব্রা.৩.২৩; কৌ.ব্রা ১৫.৪

এখানে সামের ব্যুপত্তি পাচ্ছি।

আত্মা বৈ স্তোত্রিয়ঃ। প্রজা অনুরূপঃ। পত্নী ধায়্যা। পশবঃ প্রগাথঃ। গৃহাঃ সূক্তম্। যদন্তরাত্মংস্তদনিবিৎ। প্রতিষ্ঠা পরিধানীয়ান্নং যাজ্য। সোহস্মিংশ্চ লোকে ভবত্যমুষ্টিংশ্চ, প্রজয়া চ পশুভিশ্চ গৃহেষু ভবতি য এবং বেদ' ॥২১॥

স্তোত্রিয় হল আত্মা, অনুরূপ হল প্রজা। ধায়্যা পত্নী, প্রগাথ পশু, সূক্ত হল গৃহ। নিবিৎ হল অন্তরাত্মা। পরিধানীয় হল প্রতিষ্ঠা, যাজ্য হল অন্ন, যে এরূপে জানে সে এই লোকে সেই লোকেও প্রজা ও পশুর দ্বারা (বর্ধিত হয়ে) গৃহে অবস্থান করে। ॥২১॥

১. তুলনীয় ঐ. ব্রা. ৩. ২৩

স্তোত্রিয়ঃ শংসতি। আত্মা বৈ স্তোত্রিয়ঃ। স মধ্যময়া বাচা শংস্তব্যঃ। আত্মানমেবাস্য তৎ কল্পয়তি। অনুরূপং শংসতি। প্রজা বা অনুরূপঃ। তস্মাৎ প্রতিক্রপমনুরূপং কুবন্তি। প্রতিক্রপো হৈবাস্য প্রজায়ামাজায়তে নাপ্রতিক্রপঃ। তস্মাৎ প্রতিক্রপমনুরূপং কুবন্তি। স উচ্চৈস্তুরামিব শংস্তব্যঃ। প্রজামেবাস্য তচ্ছ্রয়সীং কুরুতি। ধায়্যাং শংসতি। পত্নী বৈ ধায়্যা। সা নীচৈস্তুরামিব শংস্তব্য। অপ্ৰতিবাদিনী হৈবাস্য গৃহেষু পত্নী ভবতি, যত্রৈবং বিদ্বান্ নীচৈস্তুরাং ধায়্যাং শংসতি। প্রগাথং শংসতি। পশবো বৈ প্রগাথঃ। স স্বরবত্যা বাচা শংস্তব্যঃ। পশবো বৈ প্রগাথঃ। পশবঃ

স্বরঃ। পশূনামাষ্ট্র্যো। সূক্তং শংসতি। গৃহা বৈ সূক্তম্। প্রতিবীতম্। তৎ প্রতিবীততময়া বাচা
শংস্তবাম্। স যদ্যপি হ দূরাৎ পশুংলভতে, গৃহানৈবৈনানাজিগমিষতি। গৃহা হি পশূনাং প্রতিষ্ঠা।
নিবিদং শংসতি। যদন্তরাত্মংস্তদ নিবিৎ। তদেবাস্য তৎ কল্পয়তি। পরিধানীয়াং শংসতি। প্রতিষ্ঠা
বৈ পরিধানীয়া। প্রতিষ্ঠায়ামেবৈনং ততঃ প্রতিষ্ঠাপয়তি। যাজ্যয়া যজতি। অন্নং বৈ যাজ্য্য।
অন্নাদ্যমেবাস্য তৎ কল্পয়তি। মূলং বা এতদ্ যজ্ঞস্য যদ্ ধায়্যাশ্চ যাজ্য্যাশ্চ। তদ্ যদন্যা অন্য
ধায়্যাশ্চ যাজ্য্যাশ্চ কুর্যুঃ, উন্মূলমেব তদ্ যজ্ঞং কুর্যুঃ। তস্মাৎ তাঃ সমান্য এব স্যুঃ ॥২২॥^১

তিনি (ঋত্বিক্) স্তোত্রিয় (মন্ত্রসমূহ) শংসন করেন।^২ স্তোত্রিয় হল যজ্ঞের আত্মা। সেই
স্তোত্রিয় মধ্যমা বাক্‌দ্বারা শংসন করা কর্তব্য। (যজমানের) নিকট আত্মাকে সে স্থাপিত করে।
তিনি (ঋত্বিক্) অনুরূপ শংসন করেন।^৩ অনুরূপ হল প্রজা। সেহেতু তাঁরা অনুরূপের প্রতিক্রম
করেন।^৪ এর (যজমানের) প্রজাতে প্রতিক্রম আপন্ন হয়। অ-সাদৃশ্য (আসে) না। সেহেতু
(ঋত্বিক্) অনুরূপকে প্রতিক্রম করেন। সেই (অনুরূপ) উচ্চস্বরে শংসন করা কর্তব্য। এই
(যজমানের) প্রজাকে (যজমানের চেয়ে) তার চেয়ে অধিক শ্রেয় মনে করেন। (ঋত্বিক্) ধায়্যার
শংসন করেন। ধায়্যা হল পত্নী। সেই ধায়্যা নিচু স্বরে শংসন করা কর্তব্য। যেখানে এসব জেনে
নিচু স্বরে ধায়্যা শংসন করেন (ঋত্বিক্), সেখানে এই (যজমানের) গৃহে অপ্রতিবাদিনী
(প্রিয়বাদিনী) পত্নী বিরাজমানা হন। (ঋত্বিক্) প্রগাথ (শস্ত্র বা মন্ত্র) শংসন করেন। প্রগাথ হল
পশু। সেই প্রগাথ স্বরবতী বাক্‌ দ্বারা শংসন করা কর্তব্য। প্রগাথ হল পশু। স্বর হল পশু।
পশুদের প্রাপ্তির নিমিত্ত (প্রগাথ উচ্চারিত হয়)। (ঋত্বিক্) সূক্ত শংসন করেন। সূক্ত হল গৃহ।
(সূক্ত হল) প্রতিবীত। সেই সূক্ত প্রতিবীততমা বাক্‌ দ্বারা শংসনীয়। অতএব যদি তিনি দূরেও
পশু-লাভ করেন, তথাপি তিনি তাদের গৃহে আনয়ন করতে চান। গৃহ হল পশুদের প্রতিষ্ঠা।
(ঋত্বিক্) নিবিৎ শংসন করেন। নিবিৎ হল অন্তরাত্মা। সেই নিবিৎ যজমানের (অন্তরাত্মা) সম্পন্ন
করে। (ঋত্বিক্) পরিধানীয়া (ঋক্) শংসন করেন। পরিধানীয়া (ঋক্) হল প্রতিষ্ঠা। (যজমানকে)
এ (পরিধানীয়া) প্রতিষ্ঠাতে প্রতিষ্ঠিত করেন। যাজ্যার দ্বারা যাগ করেন (ঋত্বিক্)। যাজ্য্য হল
অন্ন। এর (যজমানের) অন্নাদি সম্পাদিত করেন। যে ধায়্যা ও যাজ্য্য তা হল যজ্ঞের মূল। তাঁরা
যে অন্য ঋক্‌সমূহ বা ধায়্যা ও যাজ্য্য (উচ্চারণ) করেন, তার দ্বারা তাঁরা যজ্ঞকে উৎখাত করেন।
সেহেতু সেগুলি (ধায়্যা ও যাজ্য্য মন্ত্রগুলি) হবে সমান (একই ধরনের)। ॥২২॥

১. তুলনীয় ঐ.ব্রা. ৩.২৪, কৌ.ব্রা. ২৫.৪; বৈ. সূ. ২২. ১০-২২

২. ঋক্. সং. ৭.৩২. ২২-২৩

৩. ঋক্. সং. ৮.৩. ৭-৮

তদাহঃ—কিংদেবতো যজ্ঞ ইতি? ঐন্দ্র ইতি ক্রিয়াৎ। ঐন্দ্রে বাব যজ্ঞে সতি যথাভাগমন্যা দেবতা অস্বায়ংস্তাঃ প্রাতঃসবনে মরুত্বতীয়ে তৃতীয়সবনে চ। অথ হৈতৎ কেবলমেবেন্দ্রস্য যদুর্ধ্বং মরুত্বতীয়াৎ। তস্মাৎ সর্বে নিক্বেবল্যানি শংসন্তি। যদেব নিক্বেবল্যানি তৎ স্বর্গস্য লোকস্য রূপম্। যদ্ বেব নিক্বেবল্যান্যেকং হ বা অগ্রে সবনমাসীৎ প্রাতঃসবনমেব। অথ হৈতৎ প্রজাপতিরিন্দ্রায় জ্যেষ্ঠায় পুত্রায়ৈতৎ সবনং নিরমিমীত যদ্ মাধ্যন্দিনং সবনম্। তস্মাদ্ মাধ্যন্দিনে সবনে সর্বে নিক্বেবল্যানি শংসন্তি। যদেব নিক্বেবল্যানি, তৎ স্বর্গস্য লোকস্য রূপম্। যদ্ বেব নিক্বেবল্যানি, যা হ বৈ দেবতাঃ প্রাতঃসবনে হোতা শংসতি, তাঃ শস্ত্রা হোত্রাশংসিনোহনুশংসন্তি। মৈত্রাবরুণং তৃচং প্রউগে হোতা শংসতি। তদুভয়ং মৈত্রাবরুণং মৈত্রাবরুণোহনুশংসতি। ঐন্দ্রং তৃচং প্রউগে হোতা শংসতি। তদুভয়মৈন্দ্রম্। ঐন্দ্রং ব্রাহ্মণাচ্ছংস্যানুশংসতি। ঐন্দ্রাগ্নং তৃচং প্রউগে হোতা শংসতি। তদুভয়মৈন্দ্রাগ্নম্। ঐন্দ্রাগ্নমচ্ছাবাকোহনুশংসতি। অথ হৈতৎ কেবলমেবেন্দ্রস্য যদুর্ধ্বং মরুত্বতীয়াৎ। তস্মাৎ সর্বে নিক্বেবল্যানি শংসন্তি। যদেব নিক্বেবল্যানি তৎ স্বর্গস্য লোকস্য রূপম্। যদ্ বেব নিক্বেবল্যানি। যদেদেবীরসহিষ্ট মায়া অথাভবৎ কেবলঃ সোমো অস্য ইত্যুচ্যাত্যনুক্তম্। দেবান্ হ যজ্ঞং তদ্বানান্ অসুররক্ষাংস্যজিঘাংসন্। তেহকুবন্ বামদেবম্—ত্বং ন ইমং যজ্ঞং দক্ষিণতো গোপায়েতি, মধ্যতো বসিষ্ঠম্, উত্তরতো ভরদ্বাজম্, সর্বাননু বিশ্বামিত্রম্। তস্মাদ্ মৈত্রাবরুণো বামদেবাদ্ ন প্রচ্যবতে, বসিষ্ঠাদ্ ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, ভরদ্বাজাদচ্ছাবাকঃ, সর্বে বিশ্বামিত্রাৎ। এত এবাস্মৈ তদৃষয়োহরহর্নমগা অপ্রমত্তা যজ্ঞং রক্ষন্তি য এবং বেদ, য এবং বেদ ॥২৩॥

॥ ইত্যথর্ববেদে গোপথব্রাহ্মণোত্তরভাগে তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ ॥

তখন তাঁরা বলেন—‘কোন্ দেবতার যজ্ঞ’? তিনি বলবেন—‘ঐন্দ্র (ইন্দ্র দেবতার) যাগ’। ঐন্দ্রযজ্ঞেও অন্য দেবতারাও যথাভাগ অনুসারে প্রাতঃসবনে, মরুত্বতীয় (শস্ত্রে) ও তৃতীয় সবনে আগমন করেন। মরুত্বতীয় শস্ত্রের পরবর্ত্তী যা (ভাগ) তা কেবলমাত্র ইন্দ্রেরই। সেহেতু সকলে নিক্বেবল্য (শস্ত্রসমূহ) শংসন করেন। যা নিক্বেবল্য শস্ত্র তা স্বর্গলোকেরই (প্রতি) রূপ। যে নিক্বেবল্য শস্ত্রসমূহ বিদ্যমান তা পূর্বে একটিই মাত্র সবন ছিল, তা হল প্রাতঃসবন। অতঃপর প্রজাপতি জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রের নিমিত্ত এই সবন নির্মাণ করলেন, যা হল মাধ্যন্দিন সবন। সেহেতু মাধ্যন্দিন সবনে সকলে নিক্বেবল্য (শস্ত্র) শংসন করেন। যা নিক্বেবল্য শস্ত্র তা হল স্বর্গের প্রতীক। যা এই নিক্বেবল্য (শস্ত্র) সমূহ, যে সমস্ত দেবতাকে প্রাতঃসবনে হোতা শংসন করেন, তাঁরা হোতা-কর্তৃক শংসিত হয়ে অনুশংসন করেন। হোতা মৈত্রাবরুণ তৃচ প্রউগে (শস্ত্রে) হোতা শংসন করেন। উভয় মৈত্রাবরুণ তৃচকে মৈত্রাবরুণ অনুশংসন করেন। ঐন্দ্রতৃচ প্রউগশস্ত্রে হোতা

শংসন করেন। উভয় তৃচই হল ইন্দ্রদেবতাসম্পর্কিত। ঐন্দ্র (তৃচ) ব্রাহ্মণাচ্ছংসী অনুশংসন করেন। ঐন্দ্রাণি তৃচকে হোতা প্রউগ (শস্ত্রে) শংসন করেন। উভয় (তৃচ) হল ঐন্দ্রাণি। ঐন্দ্রাণি তৃচ অচ্ছাবাক অনুশংসন করেন। অতঃপর মরুত্বতীয় (শস্ত্রের) পরবর্তী যে শস্ত্র তা হল কেবল ইন্দ্রেরই। সেহেতু সকলে নিক্ষেবল্য (শস্ত্র) তা স্বর্গলোকের প্রতীক। যা নিক্ষেবল্য শস্ত্র তা—

‘যদেদদেবীরসহিষ্ট মায়া অথাভবৎ কেবলঃ সোমো অস্য’^২— এই ঋক্ দ্বারা উক্ত হয়।

দেবতাদের (অনুষ্ঠিত) যজ্ঞকে অসুর-রাক্ষসেরা বিনষ্ট করতে চেয়েছিল। তারা (দেবতারা) বামদেবকে বলল—‘তুমি এই যজ্ঞকে দক্ষিণদিকে রক্ষা কর। মধ্যে বশিষ্ঠ, উত্তরে ভরদ্বাজ, সকল দিকে বিশ্বামিত্রকে রক্ষা কর’। সেহেতু মৈত্রাবরুণ বামদেব থেকে প্রবঞ্চিত হন না, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী বশিষ্ঠের কাছ থেকে, অচ্ছাবাক ভরদ্বাজের থেকে, সকলে বিশ্বামিত্রের থেকে বঞ্চিত হন না। অতএব যিনি এরূপ জানেন তার জন্যে ঋষিরা অহরহ (নমগা) অপ্রমত্তরূপে যজ্ঞকে রক্ষা করেন। ॥২৩॥

১. তুলনীয় কৌ. ব্রা- ১.৫.৪

২. ঋক্. সং - ৭.৯৮.৫ গঘ ; অথর্ব (শৌ) ২০.৮৭.৫ গঘ অর্থ—

অথর্ববেদীয় গোপথব্রাহ্মণের উত্তরভাগে তৃতীয় প্রপাঠক সমাপ্ত।

উত্তরভাগ

চতুর্থ প্রপাঠক

ওম্। কয়া নশ্চিত্র আ ভুবৎ, কয়া ত্বং ন উত্যা ইতি মৈত্রাবরুণস্য স্তোত্রিয়ানুরূপৌ।
কস্তমিদ্ৰ ত্বাবসুম্ বাহতঃ প্রগাথঃ। তস্যোপরিষ্টাদ্ ব্রাহ্মণম্। সদ্যো হ জাতো বৃষভঃ
কনীনঃ ইত্যুত্থমুখম্। এবা ত্বামিদ্ৰ বজ্রিনত্র ইতি পর্যাসঃ। উশনু যু গঃ সুমনা উপাকে
ইতি যজতি। এতামেব তদ্ দেবতাং যথাভাগং প্রীণাতি। বষট্‌কৃত্যানুবষট্‌করোতি।
প্রত্যেবাভিমুশন্তে। নাপ্যায়য়ন্তি। ন হ্যনারাশংসাঃ সীদন্তি ॥১॥

ওঁ। মৈত্রাবরুণের স্তোত্রিয় ও অনুরূপ যথাক্রমে—‘কয়া নশ্চিত্র আ ভুবৎ’^১ ও ‘কয়া ত্বং ন
উত্যা’^২—এই ঋক্‌দ্বয় (মাধ্যদিনসবনে) (আবৃত্তির নিমিত্ত নির্দিষ্ট)। বৃহতী ছন্দে ‘কস্তমিদ্ৰ
ত্বাবসুম্’^৩ এই মন্ত্রে প্রগাথ (ঋক্) (মৈত্রাবরুণ পাঠ করবেন)। এর পরের মন্ত্র ব্রহ্মাসম্পর্কিত।
‘সদ্যো হ জাতো বৃষভঃ কনীনঃ’^৪ এই ঋক্‌টি দিয়ে উত্থ শুরু। ‘এবা ত্বামিদ্ৰ বজ্রিনত্র’^৫ এই
ঋক্‌টি পর্যাস (=অন্তিম মন্ত্র)। ‘উশনু যু গঃ সুমনা উপাকে’^৬ এই ঋক্‌ পাঠ করে আত্মতি দেবেন
(ঋত্বিক্)। তিনি (এসব দ্বারা) এই দেবতাকে যথা ভাগ প্রীত করেন। বষট্‌কার করে অনুবষট্‌কার
করেন। প্রত্যেক (ঋক্) প্রত্যেকের সম্পর্ক যুক্ত। কেউ স্ফীত ওঠে না। যারা নারাশংস (সূক্ত)
পাঠকারী নন তাঁরাও বিনষ্ট হন না। ॥১॥

১. ঋক্. সং- ৪.৩১.১ক; অথর্ব সং (শৌ) ২০.১২৪.১; শুক্লযজুর্বেদ ২৭.৩৯ক; তৈ.সং
৪.২.১১.২ক; মৈত্রা. সং ২.১৩.৯. বৈ.সূ.৪.২.৯.
২. ঋক্. সং- ৮.৯৩.১৯.; বাজ. সং- ৩৬.৭; কৌ.ব্রা. ২৭.২
৩. ঋক্. সং- ৭.৩২.১৪.; সাম. সং ১.২৮০; ঐ. ব্রা. ৬.২১
৪. ঋক্. সং- ৩. ৪৮. ১ ঐ. ব্রা. ৬.১৮;
৫. ঋক্. সং- ৪. ১৯. ১ ঐ. ব্রা. ৬.১৮;
৬. ঋক্. সং- ৪.২০. ৪(ক)

তং বো দম্মমৃতীষহং, তত্ত্বা যামি সুবীৰ্যম্ ইতি ব্রাহ্মণাচ্ছংসিন স্তোত্রিয়ানুরূপৌ। উদু
ত্যে মধুমত্তমা গিরঃ ইতি বাহতঃ প্রগাথঃ। পশবো বৈ প্রগাথঃ। পশবঃ স্বরঃ। পশূনামাষ্টপ্ত্য।
অতো মধ্যং বৈ সর্বেষাং ছন্দসাং বৃহতী। মধ্যং মাধ্যংদিনং সবনানাম্। তদ্ মধ্যেনৈব মধ্যং

সমর্থয়তি। ইন্দ্রঃ পূর্তিদাতিরহাসমর্কৈঃ ইত্যুখমুখম্। উদু ব্রহ্মাণ্যৈরত শ্রবস্যা ইতি পর্যাসঃ। এবেদিন্দ্রং বৃষণং বজ্রবাহুং ইতি পরিদধাতি। বসিষ্ঠাসো অভ্যর্চন্ত্যকৈঃ ইতি। অন্নং বা অর্কঃ। অন্নাদ্যমেবাস্মৈ তৎ পরিদধাতি। স ন স্তুতো বীরবদ্ ধাতু গোমদ্ ইতি। প্রজাঃ চৈবাস্মৈ তৎ পশুংশ্চাশান্তে। যুয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ইতি স্বস্তিমতী রূপসমৃদ্ধা। এতদ্ বৈ যজ্ঞস্য সমৃদ্ধং যদ্ রূপসমৃদ্ধং যৎ কর্ম ক্রিয়মাণমৃগ্ যজুর্বাভিবদতি। স্বস্তি তস্য যজ্ঞস্য পারমশ্রুতে য এবং বেদ, যশ্চৈবংবিদ্বান্ ব্রাহ্মণাচ্ছংসেতয়া পরিদধাতি। ঋজীষী বজ্রী বৃষভস্তুরাষাড্ ইতি যজতি। এতামেব তদ্ দেবতাং যথাভাগং প্রীণাতি। বষট্কৃত্যানুবষট্করোতি। প্রত্যেবাভিম্শন্তে। নাপ্যায়য়ন্তি। ন হ্যনারাশংসাঃ সীদন্তি ॥২॥

(অতঃপর) ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর স্তোত্রিয় ও অনুরূপযুগল। ‘তং বো দস্মমৃতীষহম্’^১ ও ‘তত্ত্বা যামি সুবীৰ্যম্’^২ ‘উদু ত্যে মধুমত্তমা গিরঃ’^৩ এসব হল বৃহতীছন্দে প্রগাথ। প্রগাথ হল পশু। পশুরা হল স্বর। পশুদের লাভের নিমিত্ত (প্রগাথ স্বর কার্যকরী হয়) সেহেতু বৃহতী ছন্দ হল সকল ছন্দের মধ্যবর্তী। সবনসমূহের মধ্যবর্তী হল মাধ্যমদিন সবন। সেহেতু মধ্যের ছন্দের দ্বারাই মধ্য (সবনকে) সমৃদ্ধ করে। উক্তমুখ হল ‘ইন্দ্রঃ পূর্তিদাতির....’^৪ ইত্যাদি। ‘উদু ব্রহ্মাণ্যৈরত শ্রবস্যা...’^৫ এটি হল পর্যাস (অন্তিম ঋক্), ‘এবেদিন্দ্রং বৃষণং বজ্রবাহুং’^৬—এই বলে তিনি (ব্রাহ্মণাচ্ছংসী) পরিধানীয় (স্তুতি) পাঠ করবেন। ‘বসিষ্ঠাসো অভ্যর্চন্ত্যকৈঃ’^৭ ইতি ঋক্। অর্ক হল অন্ন। তার (যজ্ঞমানের) নিমিত্ত তিনি অন্নাদিপরিধানীয়া (স্তুতি) পাঠ করেন।

‘স ন স্তুতো বীরবদ্ ধাতু গোমদ্’^৮ এই মন্ত্র। এর দ্বারা তিনি সন্তান ও পশু (প্রাপ্তির) আশা করেন। ‘যুয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ’^৯ ইতি ঋক্টি স্বস্তিযুক্ত ও রূপসমৃদ্ধ। যে কর্ম রূপসমৃদ্ধ ঋক্ বা যজু- বিশেষের রূপ বলে গণ্য তা যজ্ঞের সমৃদ্ধি ঘটায়। যে এরূপ জানে, এবং জেনে এর দ্বারা ব্রাহ্মণাচ্ছংসী পরিধানীয় (অন্তিম) স্তুতি পাঠ করে, তার যজ্ঞের অন্ত স্বস্তি লাভ করে। ‘ঋজীষী বজ্রী...’^{১০}, ইতি বলে (ঋত্বিক্) আহুতি দেন যজ্ঞে। (এর দ্বারা) দেবতাদেরকে স্ব স্ব ভাগ দ্বারা প্রীত করেন। (অতঃপর) বষট্কার করে অনুবষট্কার করেন। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁরা স্ফীত হন না। যারা নারাশংস (সূক্ত) পাঠ করেন না, তাঁরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হন না। ॥২॥

১. ঋক্. সং- ৮.৮৮.১ক; অথর্ব (শৌ) ২০.৯.১ক;

সাম. সং ১২৩৬ ক; বাজ. সং.- ২৬.১১এ; বৈ.সূ. ২২.৭

২. ঋক্. সং- ৮.৩.৯; অথর্ব (শৌ) ২০.৯.৩; বৈ.সূ ২২.৭

৩. ঋক্. সং- ৮.৩.১৫; তদেব ২০.১০.১; বৈ.সূ ২২.১১

৪. তদেব ৩.৩৪.১; অথর্ব (শৌ) ২০.১১.১; ঐ.ব্রা. ৬.১৮;

৫. তদেব ৭.২৩.১; অথর্ব (শৌ) ২০.১২.১; ঐ.ব্রা. ৬.১৮.৩; বৈ.সূ. ২২.১৩
৬. তদেব ৭.২৩.৬; অথর্ব (শৌ) ২০.১২.৬ক; বাজ.সং- ২০.৫৪ক
৭. তদেব ১.১৯০.৮; অথর্ব (শৌ) ২০.১২.৬গ; বাজ.সং- ২০.৫৪গ
৮. তদেব ৭.১.২০; অথর্ব (শৌ) ৩.১৬.৭ঘ; বাজ.সং- ২০-৫৪ঘ; তৈ.সং- ১.৫.১১.২ঘ
৯. তদেব ৫.৪০.৪ক, অথর্ব (শৌ)- ২০.১২.৭ক

তরোভিরৌ বিদদ্বসুম, তরগিরিৎ সিধাসতি ইত্যচ্ছাবাকস্য স্তোত্রিয়ানুরূপৌ। উদিম্বস্য
রিচ্যতে ইতি বাহতঃ প্রগাথঃ। তস্যোক্তং ব্রাহ্মণম্। ভূয় ইদ্ বাবৃধে বীর্যায় ইত্যুত্থমুখম্। ইমাম্
ষু প্রভৃতিং সাতয়ে ধাঃ ইতি পর্যাসঃ। তস্য দশমীমুদ্বরতি। ঘোরস্য বা আগ্নিরসস্যৈতদার্ষং নেদ্
যজ্ঞং নির্দহেচ্ছস্যমানম্। পিবা বর্ধস্ব তব ঘা সুতাসঃ ইতি যজতি। এতামেব তদ্ দেবতাং
যথাভাগং প্রীণাতি। বষট্ কৃত্যানুবষট্ করোতি। প্রত্যেবাভিমৃশন্তে। নাপ্যায়য়ন্তি। ন হ্যনারাশংসাঃ
সীদন্তি ॥৩॥

(এখন) অচ্ছাবাকের স্তোত্রিয় ও অনুরূপ (যুগল)-‘তরোভিরৌ বিদদ্বসুম’ ও ‘তরগিরিৎ
সিধাসতি’^১। বৃহতী ছন্দে প্রগাথ—‘উদিম্বস্য রিচ্যতে’^২ ইতি। তার ব্রাহ্মণ বাক্য উক্ত হল। ‘ভূয়
ইদ্ বাবৃধে বীর্যায়’^৩ ইতি উত্থমুখ। ‘ইমাম্ ষু প্রভৃতিং সাতয়ে ধাঃ’^৪ (ইতি পাঠ করে) পর্যাস
(করবেন)। তিনি সেই (সূক্তের) দশমী ঋক্ পাঠ করেন। ঘোর আগ্নিরসের এই ঋক্ পাঠ
(কর্তব্য) অন্যথা আহুত এই যাগকে সম্পূর্ণরূপে দহন করবে (অথবা ঘোর আগ্নিরসের এই ঋষি-
প্রোক্ত ঋক্ যজ্ঞকে দহন করবে না) ‘পিবা বর্ধস্ব তব ঘা সুতাসঃ’^৫ এই ঋক্ পাঠ করে যজ্ঞে
আহুতি দেন। এ-ভাবে দেবতাদেরকে স্ব স্ব ভাগ দ্বারা প্রীত করেন। তিনি বষট্কার করে অনুবষট্
কার করবেন। (এভাবেই) প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। কেউই স্ফীত হয় না।
নারাশংস-সূক্তবাদী না হয়েও বিনষ্ট হন না। ॥৩॥

১. ঋক্. সং- ৮.৬৬.১ক; সাম. সং- ১.২৩৭ক; পঞ্চবিংশ.ব্রা.১১.৪.৫; ঐ.আ. ৫.২.৪.২.
২. তদেব ৭.৩২.২০ক; তদেব ১.২৩৮ ক; পঞ্চবিংশ.ব্রা.১২.৪.৪ক;
৩. তদেব ৭.৩২.১২ক; অথর্ব (শৌ) ২০.৫৯. ক; বৈ. সূ. ৩৩.২৪
৪. তদেব ৬.৬০.১ক; ঐ.আ. ১.৩.৫.৩
৫. তদেব ৩.৩৬.১ক; ঐ.ব্রা. ৬.১৮.৩
৬. তদেব ৩.৩৬.৩ক

অথাধ্বর্যো শংসাবোমিতি স্তোত্রিয়ানুরূপায় প্রগাথায়োক্তমুখায় পরিধানীয়ায়া ইতি পঞ্চ
কৃত্ব আহুয়ন্তে। পঞ্চপদা পঙক্তিঃ। পাঙক্তো যজ্ঞঃ। সর্ব ঐন্দ্রাণি ত্রৈষ্টুভানি শংসন্তি। ঐন্দ্রং হি
ত্রৈষ্টুভং মাধ্যন্দিনং সবনম্। সর্বে সমবতীভিঃ পরিদধতি। তদ্ যৎ সমবতীভিঃ পরিদধতি, অন্তো
বৈ পর্যাসঃ, অন্ত উদর্কঃ, অন্তেনৈবান্তং পরিদধতি। সর্বে মদ্বতীভির্যজন্তি। তদ্ যদ্
মদ্বতীভির্যজন্তি, সর্বে সুতবতীভিঃ পীতবতীভিরভিরূপাভির্যজন্তি, যদ্ যজ্ঞেহভিরূপং তৎ
সমৃদ্ধম্। সর্বেহনুবষট্কুবন্তি। স্থিষ্টকৃত্বানুবষট্কারঃ, নেৎ স্থিষ্টকৃত অন্তরয়ামেতি।
অন্তরিক্ষলোকো মাধ্যন্দিনং সবনম্। তস্য পঞ্চ দিশঃ। পঞ্চোক্তানি মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য। স
এতৈঃ পঞ্চভিরূক্খৈরেতাঃ পঞ্চ দিশ আপ্নোতি, এতাঃ পঞ্চ দিশ আপ্নোতি ॥৪॥

অতঃপর (ঋত্বিকেরা)—‘হে অধ্বর্যু! আমরা উভয়ে স্তোত্রিয়, অনুরূপ, প্রগাথ, উক্ত-মুখ,
পরিধানীয়—এরূপভাবে শংসন করব’— এই বলে আহ্বান করবেন। পঙক্তি পঞ্চপদযুক্ত। যজ্ঞ
পাঁচপ্রকার। (অথবা পঙক্তিহুদেই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।) সকলে (মাধ্যন্দিনসবনে) ঐন্দ্র (শস্ত্র) ত্রিষ্টুপ্
হুদে শংসন করেন। ঐন্দ্র ত্রৈষ্টুভ হল মাধ্যন্দিন সবন (অর্থাৎ ইন্দ্র দেবতাসম্পর্কিত ত্রিষ্টুপ্ হুদ
মাধ্যন্দিন সবনে ব্যবহৃত হয়)। সকলে সমবতী (সমশব্দ বিদ্যমান এমন ঋক্-সমংজ্যোতিঃ
সূর্যেণ...অথর্ব, ৪.১৮.১) ঋক্‌দ্বারা পরিধানীয় (অস্তিম্ ঋক্) পাঠ করবেন। যেহেতু সমবতী ঋক্
দ্বারা অবসান করেন, পর্যাস হল অন্ত (যজ্ঞের) অন্ত। অন্তের দ্বারাই অন্তের পরিসমাপ্তি ঘটান।
সকলে মদ্বতী ঋক্ দ্বারা (মৎ- শব্দযুক্ত ঋক্ দ্বারা) যজ্ঞে আহুতি দেন। যেহেতু তাঁরা মদ্বতী-ঋক্
দ্বারা যজ্ঞে আহুতি দেন, সকলে সুতবতী ঋক্ দ্বারা, পীতবতী ঋক্ দ্বারা, অভিরূপ ঋক্ দ্বারা
যজ্ঞ করেন। যজ্ঞে যা অভিরূপ তাই (যজ্ঞের) সমৃদ্ধ (রূপ)। সকলে অনুবষট্কার করেন।
স্থিষ্টকৃত্বাংগ করে অনুবষট্কার করবেন। স্থিষ্টকৃতের মাঝে আমরা ব্যবধান সৃষ্টি করবো না।
মাধ্যন্দিন সবন হল অন্তরিক্ষলোক। এর পাঁচটি দিক। মাধ্যন্দিন সবনের পাঁচটি উক্ত। সে
(যজমান) এই পঞ্চ উক্ত দ্বারা পাঁচটি দিককে লাভ করে, সে পাঁচটি দিককে লাভ করে। ॥৪॥

দ্রঃ—অনুচ্ছেদটি সোমযাগের মাধ্যন্দিন সবনের সঙ্গে যুক্ত।

১. বৈ.সূ. ২০.১৮ এ কর্মের সঙ্গতি পাওয়া যাবে।

অথ যদৌপাসনং তৃতীয়সবন উপাস্যন্তে, পিতৃনেব তেন প্রীণাতি। উপাংশু
পাত্নীবতস্যগ্নীধ্বো যজতি। রেতো বৈ পাত্নীবতঃ। উপাংশ্বিব বৈ রেতঃ সিচ্যতে। তদ্
নানুবষট্কারোতি, নেদ্ রেতঃ সিক্তং সংস্থাপয়ানীতি। অসংস্থিতমিব বৈ রেতঃ সিক্তং সমৃদ্ধম্।
সংস্থা বা এষা যদনুবষট্কারঃ। তস্মাদ্ নানুবষট্কারোতি। নেষ্টু রূপস্থে ধিষ্ঠ্যন্তে বাসীনো
ভক্ষয়তি। পত্নীভাজনং বৈ নেষ্টা। অগ্নীং পত্নীষু রেতো ধত্তে। রেতসঃ সিক্তাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে।

প্রজানাং প্রজননায়। প্রজাবান্ প্রজনয়িষুর্ভবতি। প্রজাত্যৈ। প্রজায়তে প্রজয়া পশুভির্ষ এবং
বেদ ॥৫॥

অনন্তর (ঋত্বিকরা) যখন তৃতীয় সর্বনে উপাসনায়োগ্য স্তোত্রদ্বারা উপাসনা করেন, তার দ্বারা তিনি (যজমান) পিতৃগণকে (পিতৃলোকে) তৃপ্ত করেন। অগ্নীধ্র পাত্নীবতপাত্রের দ্বারা উপাংশু যাগ করেন। পাত্নীবত হল রেতঃ। রেতঃ উপাংশুযাগের মতো সেচন করা হয়। তখন অনুবষট্কার করেন না, (এই ভেবে যে) সেচন করা এই রেতঃ সংস্থাপিত করব না। অসংস্থিত রেতঃ যা সেচন করা হয়েছে তা সমৃদ্ধ। যা অনুবষট্কার তা সমাপ্তি। সেহেতু তিনি অনুবষট্কার করেন না। নেষ্টার কাছে বা ধিষেয়র কাছে উপবেশনকারী (সোম-রস) ভক্ষণ করেন। নেষ্টা পত্নী-স্থানীয়া। অগ্নীং পত্নীদেব মধ্যে রেতঃ ধারণ করেন। রেতঃ সেচনের থেকে সন্তানেরা জন্মগ্রহণ করে। প্রজনন হেতুই তাদের প্রজাত্ব। যিনি প্রজায়ুক্ত তিনি প্রজনয়িষু হন। প্রজা-প্রাপ্তির নিমিত্ত। যিনি এরূপ জানেন তিনি প্রজা(সন্তান) ও পশুর দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন। ॥৫॥

১. তুলনীয় ঐ. ব্রা. ৬.৩.৮-১১. : বৈ. সূ. ২২.৩

অথ শাকলান্ জুহ্বতি। তদ্ যথাহিজীর্ণায়াস্ত্বচো নির্মুচ্যেতেষীকা বা মুঞ্জাদ্, এবং হৈবৈতে সর্বস্মাৎ পাপ্মনঃ সংপ্রমুচ্যন্তে, যে শাকলান্ জুহ্বতি। দ্রোণকলশে ধানা ভবন্তি। তাসাং হস্তৈরাদধতি। পশবো বৈ ধানাঃ। তা আহবনীয়স্য ভস্মান্তে নিবপন্তি। যোনির্বে পশূনামাহবনীয়ঃ। স্ব এবৈনাংস্তদ্ গোষ্ঠে নিরপক্রমে নিদধতি। অথ সব্যাবৃতোহস্মু সোমানাপ্যায়ন্তি। তান্ হান্তর্বেদ্যাং সাদয়ন্তি। তদ্ধি সোমস্যায়তনম্। চাত্বালাদপরেণাধ্বর্যুশ্চমসানদ্বিঃ পূরয়িত্বোদীচঃ প্রাণিধায় হরিতানি তৃণানি ব্যবদধতি। যদা বা আপশেটীষধর্যশ্চ সংগচ্ছন্তে, অথ কৃৎস্নঃ সোমঃ সংপদ্যতে। তা বৈষব্যর্চা নিনয়ন্তি। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ। যজ্ঞ এবৈনমন্ততঃ প্রতিষ্ঠাপয়তি। অথ যদ্ ভক্ষঃ প্রতিনিধিঃ কুবন্তি, মানুষেনৈবৈনং তদ্ ভক্ষণং দৈবং ভক্ষমন্তদধতি ॥৬॥

তাঁরা অতঃপর শাকলেষ্টি যাগ করেন। যেমন সাপ তার খোলস ত্যাগ করে অথবা ইষীকা ঘাস মুঞ্জ (কাণ্ড) ত্যাগ করে, তেমনি তাঁরাও সকল পাপ থেকে সম্যকরূপে মুক্ত হন, যাঁরা শাকল-যাগ করেন। দ্রোণকলশে ভাজ্যব (ধানা) থাকে। সে সবকে হস্ত দ্বারা ধারণ করেন। ভাজা-যব হল পশু। সে সমস্ত আহবনীয় অগ্নির ভস্মে ছড়িয়ে দেন। আহবনীয় (অগ্নি) হল পশুদের যোনি (উৎস)। তাঁরা যজমানকে নিরূপদ্রুত (পলায়ন-মার্গরহিত) গোষ্ঠে স্থাপন করেন। অতঃপর বামদিকে ঘুরে জলে সোমলতাগুলিকে স্ফীত করেন (পরিশোধিত করে নেন)। সে সমস্তকে অন্তর্বেদীতে স্থাপন করেন। তা হল সোমের স্থান। অধ্বর্যু চাত্বালের অপর (বিপরীত) দিকে চামচসমূহ জল দ্বারা পূর্ণ

করে উত্তর দিকে গমন করে সবুজ তৃণসমূহ বিস্তৃত করে দেন। যখন জল ও ওষধি (সোমলতা) মিলিত হয়, তখন সোম (রস) সম্পূর্ণ হয়। সেসব বিষুদেবতাসম্পর্কীয় ঋক্ পাঠ দ্বারা নিষ্কাশিত করেন। বিষু হলে যজ্ঞ। যজ্ঞ একে শেষ অবধি প্রতিষ্ঠিত করেন। অতঃপর যেহেতু (ভক্ষঃ প্রতিনিধিঃ) তাঁরা খাদ্যকে (সোম?) প্রতিনিধিরূপে স্থাপন করেন, সেহেতু দেবতাদের খাদ্যকে মানুষের খাদ্যের ভিতর স্থাপন করেন^১। ॥৬॥

১. শাকলেষ্টি শক্তিবর্ধনের নিমিত্ত ইষ্টিয়াগ; দ্রষ্টব্য- শাঙ্খা. শ্রৌ.সূ. ৮.৯.১

২. তুল.পাঠ-কৌ.ব্রা.- ১৮.৬-৮

পূতির্বা এষোহমুদ্বিগ্লোকেঅধ্বর্যুঃ চ যজমানং চাভিবহতি। তদ্ যদেনং দগ্নানভিহৃত্যাবভূথমুপহরেয়ুঃ, যথা কুণপং বাত্যেবমেবৈনং তৎ কেরোতি। অথ যদেনং দগ্নাভিহৃত্যাবভূথমুপহরন্তি সর্বমেবৈনং সযোনিং সংতনুতে, সমৃদ্ধিং সংভরন্তি। অভূদ্ দেবঃ সবিতা বন্দ্যো নু নঃ ইতি জুহোতি। সর্বমেবৈনং সপর্বাণং সংভরতি। তিসৃভিঃ। ত্রিবৃদ্ধি যজ্ঞঃ। দ্রঙ্গবতীভিরভিজুহোতি। সর্বমেবৈনং সর্বাঙ্গং সংভরতি। সৌমীভিরভিজুহোতি। সর্বমেবৈনং সাত্মানং সংভরতি। পঞ্চভিরভিজুহোতি। পাঙক্তো যজ্ঞঃ। যজ্ঞমেবাবরুদ্ধেধ। পাঙক্তঃ পুরুষঃ। পুরুষমেবাপ্নোতি। পাঙক্তাঃ পশবঃ। পশুশ্বেব প্রতিতিষ্ঠতি। প্রতিতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভির্ষ এবং বেদ ॥৭॥

(ব্রহ্মা) অধ্বর্যু ও যজমানকে যে (স্বর্গ)— লোকে গমন করান, তা প্রকৃতপক্ষে তাদের পবিত্রতাই। যেহেতু (সেই সোমকে) দধিতে না ডুবিয়েই অবভূথ স্নান করানো হয় সেহেতু যেরূপ গলিত মাংস? (কুণপ) দুর্গন্ধ ছাড়ে, তেমনি (যজমানকে) দধি দ্বারা স্নান না করালে তেমনি হয়। তাই যখন তাকে দধিতে ডুবিয়ে অবভূথস্নান করান হয় তার দ্বারা তার উৎস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সমৃদ্ধির দ্বারা পূর্ণ হন। তিনি ‘অভূদ্ দেবঃ সবিতা বন্দ্যো নু নঃ’ এই পাঠ করে আহুতি দেন। একে সর্বরূপে তিনি সকল পর্বসহ সম্যকরূপে পূর্ণ করেন। যজ্ঞ তিনদিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দ্রঙ্গবতী শব্দযুক্ত ঋক্ দ্বারা (যজ্ঞে) আহুতি দেন। তিনি (যজ্ঞকে) এভাবে সর্বাঙ্গ দ্বারা পূর্ণ করেন। সোমসম্পর্কিত ঋক্ দ্বারা বিশেষভাবে আহুতি দেন। যজ্ঞকে সর্বাঙ্গ দ্বারা আত্মাসহ সম্পূর্ণ করেন। পাঁচটি (ঋক্) দ্বারা যাগ করেন^১। যজ্ঞ পাঁচপ্রকার। যজ্ঞকে তিনি অবরুদ্ধ করেন। পুরুষ পাঁচপ্রকার। তিনি পুরুষকে লাভ করেন। পশু পাঁচপ্রকার। পশুদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। যিনি এরূপ জানেন, তিনি সন্তান, প্রজা ও পশু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হন। ॥৭॥^২

১. ঋক্ সং-৪.৫৪.১ক; কাঠক সং ৩৪.১৮; কৌ. ব্রা.-২০.৩.

২. ঋক্ পাঁচটি— যথাক্রমে ১.৯১.১-৫।

৩. তুলনীয়- বৈ.সূ. ২৩.১২

অগ্নির্বা যম ইয়াং যমী। কুসীদং বা এতদ্ যমস্য যজমান আদন্তে, যদোযমীভিবেদিং স্তৃপাতি।
তাং যদনুপোষ্যা প্রয়াযাদ্, যাতয়েরয়েনমমুখ্মিল্লোকে। যমে যৎ কুসীদম্, অপমিত্যমপ্রতীত্তম্
ইতি বেদিমুপোষতি। ইহৈব সন্ যমং কুসীদং নিরবদায়ানুপো ভূত্বা স্বর্গং লোকমেতি। বিশ্বলোপ
বিশ্বদাবস্য ত্বাসঞ্জুহোমি ইত্যাহ হোতায়া যজমানস্যাপরাভাবায়। যদু মিশ্রমিব চরন্ত্যঞ্জলিনা
সকুন্ প্রদাব্যে জুহুয়াৎ। এষ হ বা অগ্নিবৈশ্বানরো যৎ প্রদাব্যঃ। স্বস্যামেবৈনং তদ্ যোন্যাং
সাদয়তি ॥৮॥

যম হলেন অগ্নি; যমী হলেন এই (পৃথিবী); যজমান যমের নিকট ঋণ গ্রহণ করেন, যেহেতু
তিনি ওষধি বেদির উপর বিস্তৃত করেন। যদি তিনি বেদিতে অগ্নিস্থাপন না করে প্রয়াণ করেন,
তাহলে তাঁকে তাঁরা ঐ (যম) লোকে গমন করান। এবং যমকে 'যৎকুসীদম্ অপমিত্যমপ্রতীত্তম্'
এই বলে তিনি বেদিতে অগ্নিসংযোগ করেন। এখানে থেকেই তিনি যমকে ঋণ প্রত্যর্পণ করে
অক্ষণী হয়ে স্বর্গলোকে গমন করেন। হোতা 'বিশ্বলোপ বিশ্বদাবস্য ত্বাসঞ্জুহোমি' ইত্যাদি পাঠ
করবেন যাতে যজমানের পরাভব না ঘটে। যেহেতু তাঁরা মিশ্ররূপে বিচরণ করেন, সেহেতু
অঞ্জলি দ্বারা প্রদাব্যে (প্রদাব্য=অগ্নিবিশেষ) ছাতু আহুতি দেন। বৈশ্বানর অগ্নিই হল সেই প্রদাব্য।
তিনি (অগ্নি) তাঁকে(যজমানকে) তাঁর স্বকীয় উৎসে প্রতিস্থাপন করেন। ॥৮॥

১. অথর্ব (শৌ) - ৬.১১৭.১; (পৈ) ১৬.৪৯.১০;

২. তৈ.সং- ৩.৩.৮

অহ্নাং বিধান্যামেকাষ্টকায়ামপূপং চতুঃশরাবং পত্না প্রাতরেতেন কক্ষমুপোষেৎ। যদি দহতি
পুণ্যসমং ভবতি। যদি ন দহতি পাপসমং ভবতি। এতেন হ স্ম বা অগ্নিরসঃ পুরা বিজ্ঞানেন
দীর্ঘসতত্ৰমুপয়ন্তি। যো হ বা উপদ্রষ্টারমুপশ্রোতারমনুখ্যাতারমেব বিদ্বান্ যজতে, সমমুখ্মিল্লোক
ইষ্টাপূর্তেন গচ্ছতে। অগ্নির্বা উপদ্রষ্টা। বায়ুর্বা উপশ্রোতা। আদিত্যো বা অনুখ্যাতা। তান্ য এবং
বিদ্বান্ যজতে, সমমুখ্মিল্লোক ইষ্টাপূর্তেন গচ্ছতে। অয়ং নো নভসম্পতিঃ ইত্যাহ। অগ্নিবৈ
নভসম্পতিঃ। অগ্নিমেব তদাহৈতং নো গোপায়েতি। স ত্বং নো নভসম্পতিঃ ইত্যাহ। বায়ুবৈ
নভসম্পতিঃ। বায়ুমেব তদাহৈতং নো গোপায়েতি। দেব সংক্ষান ইত্যাহ। আদিত্যো বৈ দেবঃ
সংক্ষানঃ। আদিত্যমেব তদাহৈতং নো গোপায়েতি। অয়ং তে যোনিঃ ইত্যরণ্যোরগ্নিঃ
সমারোপয়েৎ। তদাভঃ—যদরণ্যোঃ সমারুঢ়ো নশ্যেদুদস্যাগ্নিঃ সীদেৎ। পুনরাধেয়ঃ স্যাদিতি। যা
তে অগ্নে যজ্জিয়া তনুস্তয়া মে হ্যারোহ তয়া মে হ্যাবিশ। অয়ং তে যোনিঃ ইত্যাত্মনগ্নীন্
সমারোপয়েৎ। এষ হ বা অগ্নের্যোনিঃ। স্বস্যামেবৈনং তদ্ যোন্যাং সাদয়তি ॥৯॥

একাষ্টকা দিবসে, যেদিনের বিধান দেয়, সেদিন চারপাত্র অপূপ (পুরোডাশ) পাক করে সকালে সেসব দ্বারা বেদি পূর্ণ করবেন। যদি তা দক্ষ (=পাক) হয়, তাহলে তা পুণ্য-সমা না দক্ষ হলে তা পাপ-তুল্যা। এর দ্বারা পুরাকালে অঙ্গিরাগণ বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা দীর্ঘসত্রযাগানুষ্ঠান করেছিলেন। যে উপদ্রষ্টা, উপশ্রোতা ও অনুব্যাখ্যাতাকে জেনে যাগ করে, ঐ লোকে সে ইষ্টাপূর্ত্তিসহ গমন করেন। অগ্নি হল উপদ্রষ্টা। বায়ু হল উপশ্রোতা। আদিত্য হল অনুব্যাখ্যাতা। তাদেরকে জেনে যে যাগ করে, সে ঐ লোকে ইষ্টাপূর্ত্তিসহ গমন করে। তিনি ‘অয়ং নো নভসম্পতিঃ’^১ এরূপ বলেন। অগ্নি হলেন আকাশ-পতি। অগ্নিকে তখন বললেন—‘আমাদের জন্য একে রক্ষা করো’, তিনি বললেন ‘স ত্বং নো নভসম্পতিঃ’^২। বায়ু হলেন নভসম্পতি। বায়ুকে তখন বললেন—‘একে আমাদের জন্য রক্ষা করো’। তিনি বললেন—‘দেব সংক্ষান’^৩। আদিত্য হলেন সেই স্ত্রীতদেব। আদিত্যকে তখন বললেন—‘একে আমাদের জন্য রক্ষা করো। অয়ং তে যোনিঃ’^৪—এই বলে অগ্নিকে দুই অরণির উপর স্থাপন করবেন। তখন তাঁরা বললেন—‘যখন অগ্নি অরণিমধ্যে সমাক্রুড় হয়েও বিনষ্ট হয়, তখন তার (যজমানের) অগ্নিও বিনষ্ট হয়। পুনরায় অগ্নির আধার স্থাপন কর্তব্য।’ যা তে অগ্নে যজিয়া তনুস্তয়া মে হ্যারোহ তয়া মে হ্যাবিশ। অয়ং তে যোনিঃ ...’^৫ এই বলে অগ্নিসমূহকে আত্মোপরি সমারোপিত করবেন। এ হল অগ্নির উৎপত্তিস্থল। এভাবে একে (যজমানকে) এ (অগ্নি) স্বকীয় উৎপত্তিস্থলে স্থাপন করেন^৬। ॥৯॥

১. অথর্ব (পৈ)- ১৯.১৬.১৭; (শৌ) ৬.৭৯.১; তৈ.সং- ৩.৩.৮.২
২. তদেব ১৯.১৬.১৮; (শৌ) ৬.৭৯.২; তৈং ঐ
৩. তদেব ১৯.১৬.১৯; (শৌ) ৬.৭৯.৩; তৈ.সং ঐ
৪. তদেব ৩.৩৪.১; (শৌ) ৩.২০.১; ঋ.সং ৩.২৯.১০
৫. তৈ.সং- ৩.৪.১০.৪ বৈ.সূ. ৩.১৪.১৪ (২৪.১৪)
৬. সমগ্র অনুচ্ছেদটি তুলনীয়- তৈ.সং- ৩.৩.৮.৪-৬।

যো হ বা অগ্নিষ্টোমং সাহুং বেদ, অগ্নিষ্টোমস্য সাহুস্য সাযুজ্যং সলোকতামগ্নুতে য এবং বেদ। যো হ বা এষ তপত্যেষোঃ অগ্নিষ্টোমঃ, এষ সাহুঃ। তং সহৈবাহা সংস্থাপয়েয়ুঃ। সাহো বৈ নাইমেষঃ। তেনাসংত্বরমাণাশ্চরেয়ুঃ। যদ্ধ বা ইদং পূর্বয়োঃ সবনয়োরসংত্বরমাণাশ্চরন্তি, তস্মাদ্ধেদং প্রাচ্যো গ্রামতা বহ্লাবিষ্টা। অথ যদ্ধেদং তৃতীয়সবনে সংত্বরমাণাশ্চরন্তি, তস্মাদ্ধেদং প্রত্যগ্নিঃ দীর্ঘারণ্যানি ভবন্তি। যথৈব প্রাতঃসবন এবং মাধ্যন্ধিনে সবন এবং তৃতীয়সবনে। এবমু হ যজমানোঃ প্রমায়ুকো ভবতি। তেনাসংত্বরমাণাশ্চরেয়ুঃ। যদা বা এষ প্রাতরুদেতি, অথ মন্দ্রতমং তপতি। তস্মাদ্ মন্দ্রতময়া বাচা প্রাতঃসবনে শংসেৎ। অথ যদাভ্যেতি, অথ বলীয়স্তপতি। তস্মাদ্

বলীয়স্যা বাচা মাধ্যন্ধিনে সবনে শংসেৎ। অথো যদাভিতরামেতি, অথো বলিষ্ঠতমং তপতি।
তস্মাদ্ বলিষ্ঠতময়া বাচা তৃতীয়সবনে শংসেৎ। এবং শংসেদ্, যদি বাচ ঈশীত। বাগ্ধি শস্ত্রম্।
যয়া তু বাচোত্তরিণ্যোত্তরিণ্যোৎসহেত, সমাপনায় তয়া প্রতিপদ্যেত। এতৎ সুশস্ত্রতরমিব
ভবতি। স বা এষ ন কদাচনাস্তময়তি নোদয়তি। তদ্ যদেনং পশ্চাদস্তময়তীতি মন্যন্তে, অহ
এব তদন্তং গত্বাথান্নানং বিপর্যস্যতে। অহরেবাধস্তাৎ কৃণুতে রাত্রীং পরস্তাৎ। স বা এষ ন
কদাচনাস্তময়তি নোদয়তি। তদ্ যদেনং পুরস্তাদুদয়তীতি মন্যন্তে, রাত্রেরেব তদন্তং গত্বাথান্নানং
বিপর্যস্যতে। রাত্রিমেবাধস্তাৎ কৃণুতে ২হঃ পরস্তাৎ। স বা এষ ন কদাচনাস্তময়তি নোদয়তি। ন হ
বৈ কদাচন নিম্নোচতি। এতস্য হ সাযুজ্যং সলোকতামশ্নুতে য এবং বেদ ॥১০॥

যে বা একাহ অগ্নিষ্টোম (সোমযাগ) জানে, যে এক্রুপে জানে, সে একাহ অগ্নিষ্টোমের সঙ্গে
সায়ুজ্য ও বিশ্বলোককে লাভ করে। যে বা এই তাপ দান করে, সে একাহ অগ্নিষ্টোম। তাকে
দিনের সঙ্গেই সংস্থাপন করবেন তাঁরা। এর জন্যই তার নাম একাহ (অগ্নিষ্টোম সোমযাগ)। তাঁরা
এ কাজ দ্রুততার সঙ্গে সঞ্চালন করবেন না। যেহেতু সেখানে পূর্ব, সবন দুটিতে দ্রুত সঞ্চালন
করেন না, সেহেতু পূর্বদিকস্থ গ্রামসমূহ জনবহুল হয়। অতঃপর যেহেতু এ তৃতীয় সবনে দ্রুত
সঞ্চালিত হন তাঁরা, সেহেতু প্রতীচ্য দেশসমূহে (গ্রামসমূহে) দীর্ঘঅরণ্য বিদ্যমান। যেমন
প্রাতঃসবনে তেমনি মাধ্যন্ধিন সবনে, তেমনি তৃতীয় সবনে (শীঘ্রতায় সঞ্চালন করেন না),
সেহেতু যজমান (শীঘ্র) বিনাশপ্রাপ্ত হন না। সেহেতু তাঁরা শীঘ্রতার সঙ্গে সঞ্চালন করবেন না।
যখন এ (সূর্য) প্রাতঃকালে উদিত হয়, তখন অত্যল্প (মন্দ্রতম) তপ্ত করে, সেহেতু প্রাতঃসবনে
মন্দ্রতম বাক্যের দ্বারা শংসন করবে। অনন্তর যত এগিয়ে চলে—ততই তাপ বাড়ে, সেহেতু
মাধ্যন্ধিন সবনে বলিষ্ঠ বাক্যদ্বারা (উচ্চতর শব্দে) শংসন করবে। অতঃপর যখন সম্মুখভাগে
আসে তখন প্রচণ্ড তাপ দেয়। অতএব তৃতীয়সবনে বলিষ্ঠতম (উচ্চতম উচ্চারণে) বাক্যদ্বারা
শংসন করবে। এক্রুপই শংসন করবে যদি সে বাক্যপতি হয়। শস্ত্রই হল বাক্য। যে বাক্য বর্ধমান ও
উচ্চগ্রামে উচ্চারিত, তার দ্বারা তিনি সমাপন করবেন। এই কর্ম বিশেষ প্রশংসনীয় হয়।

সেই (সূর্য) কখনও অস্ত যায় না বা উদিত হয়না। যেহেতু একে পশ্চিমে অস্তমিত হয় এক্রুপ
মনে করা হয় তখন দিনের শেষপ্রান্তে গিয়ে নিজেকে বিপরীতমুখী করে, তখন দিন অধোদিক
প্রাপ্ত হয়। পরে রাত্রি উৎপন্ন করে। সে (সূর্য) কখনও অস্তমিত হয় না বা উদিত হয় না। তাকে
যখন কেউ পূর্বদিকে উদিত হচ্ছে—এক্রুপ মনে করে, তখন সে (সূর্য প্রকৃতপক্ষে) রাত্রির
প্রান্তভাগে গিয়ে নিজেকে বিপরীতমুখী করে। তখন রাত্রি অধোদিকে যায়, দিন পুনরায় সৃষ্ট হয়।
সে কখন অস্তমিত বা উদিত হয় না, সে (সূর্য) কখনও বা অস্তমিত হয় না। যে এক্রুপ জানে সে
এই সূর্যের সঙ্গে সাযুজ্য ও একই লোকপ্রাপ্ত হয়। ॥১০॥

১. তুলনীয় পাঠ:— ঐ.ব্রা. ৩.৪৪.

বি.দ্র.-এখানে একটি বৈজ্ঞানিক সত্যের স্পষ্ট পরিচয় যে সূর্য কখনও উদিত বা অস্তমিত হয় না।
প্রাচীন ঋষিদের এ বিষয়ে যে ধারণা ছিল সেটাই আশ্চর্যের।

অথাত একাহসৈব তৃতীয়সবনম্। দেবাসুরা বা এষু লোকেষু সময়তন্ত। তে দেবা
অসুরানভ্যজয়ন্। তে জিতা অহোরাত্রয়োঃ সংধিঃ সমভ্যবাণ্ডঃ। স হেন্দ্র উবাচ—ইমে বা অসুরা
অহোরাত্রয়োঃ সংধিঃ সমভ্যবাণ্ডঃ, কশ্চাহং চেমানসুরানভ্যথাস্যামহা ইতি। অহং
চেত্যগ্নিরব্রবীদ্, অহং চেতি বরুণঃ, অহং চেতি বৃহস্পতিঃ, অহং চেতি বিষ্ণুঃ।
তানভ্যথাস্যাহোরাত্রয়োঃ সংধের্নির্জঘ্নুঃ। যদভ্যথাস্যাহোরাত্রয়োঃ সংধের্নির্জঘ্নুঃ, তস্মাদুখাঃ।
অভ্যথাস্য হ বৈ দ্বিষন্তঃ ভ্রাতৃব্যং নিহন্তি য এবং বেদ। সোহগ্নিরশ্বো ভূত্বা প্রথমঃ প্রজিগায়।
যদগ্নিরশ্বো ভূত্বা প্রথমঃ প্রজিগায়, তস্মাদাগ্নেয়ীভিরুক্থানি প্রণয়ন্তি। যদগ্নিরশ্বো ভূত্বা প্রথমঃ
প্রজিগায়, তস্মাৎ সাকমশ্বম্। যৎ পঞ্চ দেবতা অভ্যুত্তমুঃ, তস্মাৎ পঞ্চ দেবতা উক্থে শস্যন্তে।
যা বাক্ সোহগ্নিঃ। যঃ প্রাণঃ স বরুণঃ। যদ্ মনঃ স ইন্দ্রঃ। যচ্চক্ষুঃ স বৃহস্পতিঃ, যচ্ছোত্রং স
বিষ্ণুঃ। এতে হ বা এতান্ পঞ্চভিঃ প্রাগৈঃ সমীর্যোদস্থাপয়ন্। তস্মাদু এবৈতাঃ পঞ্চ দেবতা উক্
থে শংস্যন্তে' ॥১১॥

এখন একাহ (সোমযাগের) তৃতীয় সবনের (কথা বলা হচ্ছে)। এই সমস্ত লোকে দেবতা ও
অসুরেরা সংগ্রামে রত হয়েছিল। সেই দেবতারা অসুরদের সম্পূর্ণরূপে জয় করেন। সেই অসুরেরা
বিজিত হয়ে দিন ও রাত্রির সন্ধিস্থলে প্রবেশ করল। তখন ইন্দ্র বললেন, 'এই অসুরেরা
অহোরাত্রির সন্ধিস্থলে সম্যক্রূপে প্রবেশ করেছিল, কাকে নিয়ে আমি অসুরদেরকে উৎসাদিত
করব'? 'আমাকে নিয়ে'—বললেন অগ্নি। বরুণ বললেন— 'আমাকে'। বৃহস্পতি বললেন—
'আমাকে'। 'আমাকেও'— বললেন বিষ্ণু। তাঁরা সেই (অসুরদেরকে) উৎসাদিত করে তাদেরকে
দিন ও রাত্রির সন্ধিস্থল থেকে বিনষ্ট করলেন। যেহেতু উৎপাটিত করে দিন ও রাত্রির সন্ধিস্থলে
হত্যা করলেন, সে হেতুই উক্থ (উথায় থেকে উক্থ)। যে এরূপ জানে, সে উত্থিত হয়ে
হিংসক শত্রুদের বিনাশ করে।

সেই অগ্নি অশ্ব হয়ে প্রথম গমন করেছিলেন। যেহেতু অগ্নি অশ্ব হয়ে প্রথম গমন করেছিলেন
সেহেতু অগ্নিদেবতা সম্পর্কিত ঋক্ দ্বারা উক্থ(শস্ত্র) প্রণয়ন করেন। যেহেতু অগ্নি অশ্ব হয়ে
প্রথম গমন করেছিলেন, সেহেতু অশ্বকে শক্তি বলা হয়। যেহেতু পঞ্চদেবতা অভ্যুত্থিত
হয়েছিলেন, সেহেতু উক্থে পঞ্চ দেবতা শংসিত হ'ন। যিনি বাক্ তিনিই অগ্নি। যিনি প্রাণ তিনিই
বরুণ। যা মন, তাই ইন্দ্র, যা চক্ষু, তাই বৃহস্পতি, যা কণ্ঠ তাই বিষ্ণু। এই পঞ্চদেবতা

পঞ্চপ্রাণের দ্বারা ঐ পঞ্চবিষয়কে পুনর্জীবিত করেন। সেহেতু এই পঞ্চদেবতা উক্তে শংসিত হ'ন। ॥১১॥

১. তুলনীয় পাঠ. ঐ. ব্রা. ৩.৫০
উক্ত-শব্দের ব্যুৎপত্তি পাচ্ছি।

প্রজাপতির্হোতেভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ প্রাণেভ্যোহন্যান্ দেবান্ সসৃজে যদু চেদং কিং চ পাণ্ডুভূতম্।
তৎ সৃষ্টী ব্যাহুলয়ৎ। তে হোচুঃ—দেবা ল্লানোহয়ং পিতাময়োহভূঃ, পুনরিমং
সমীর্যোথাপয়ামেতি। স হ সত্ত্বমাখ্যায়াত্যুপতিষ্ঠতে। যদি হ বা অপি নির্গিত্তসৈব কুলস্য
সংখ্যক্ষেণ যজতে, সত্ত্বং হৈবাখ্যায়াত্যুপতিষ্ঠতে। যো বৈ প্রজাপতিঃ স যজ্ঞঃ। স এতৈরেব
পঞ্চভিঃ প্রাণৈঃ সমীর্যোথাপিতঃ। যে হ বা এনং পঞ্চভিঃ প্রাণৈঃ সমীর্যোথাপয়ন্ তা উ
এবৈতাঃ পঞ্চ দেবতা উক্তে শংস্যন্তে ॥১২॥

প্রজাপতিই এই পঞ্চপ্রাণ থেকে অন্য দেবতাদেরকে সৃষ্টি করলেন। পঞ্চপ্রকার সৃষ্টি করে
তিনি (তাদেরকে) প্রকাশিত করলেন। তাঁরা (সেই দেবতারা) বললেন—‘এই পিতা (সৃষ্টি
করে) ল্লান হয়ে পড়েছেন, আমরা পুনরায় ঐকে সম্যকরূপে উত্থাপিত করব’। তিনি প্রাণের
অস্তিত্ব বর্ণনা করে তাদেরকে (দেবতাদেরকে) সম্মানিত করলেন। যেহেতু তিনি নিরন্তর
শোধিত কুলের সংযোগ বর্ধনের দ্বারা যাগ করেন, সেহেতু প্রাণ সেখানে আখ্যাত হয়ে
সম্পাদিত হয়। যিনিই প্রজাপতি তিনিই যজ্ঞ। তিনি পাঁচটি প্রাণের দ্বারা সম্যক রূপে উত্থাপিত
হন। যাঁরা বা একে পাঁচটি প্রাণের দ্বারা সম্যক রূপে সংস্থাপিত করেন, সেই পঞ্চদেবতা উক্তে
শংসিত হ'ন। ॥১২॥

তদাহঃ—যদ্ দ্বয়োর্দেবতয়ো স্তবত ইন্দ্রাগ্নোরিতি, অথ কস্মাদ্ ভূয়িষ্ঠা দেবতা উক্তে
শস্যন্ত ইতি? অন্তো বা আগ্নিমারুতমন্তরুক্থান্যন্ত আশ্বিনম্। কনীয়সীষু দেবতাসু
স্তবতেহন্তেষিতি। অথ কস্মাদ্ ভূয়িষ্ঠা দেবতা উক্তে শংস্যন্ত ইতি? দ্বৈ দ্বৈ উক্তমুখে ভবতঃ,
তদ্ যদ্ দ্বৈ দ্বৈ ॥১৩॥

তখন তাঁরা বলেন ‘যেহেতু তাঁরা দুই দেবতা ইন্দ্র ও অগ্নিকে স্তুতি করেন, সেহেতু কেন
অনেক দেবতা উক্তে শংসিত হন?’ আগ্নিমারুতশস্ত্র উক্তের শেষে পঠিত হ'য়, মধ্যে উক্ত
এবং অন্তে আশ্বিনশস্ত্র পঠিত হয়। অন্তে স্থিত কনিষ্ঠতর দেবতা উক্তে শংসিত হন কেন
দেবতা উক্তে শংসিত হন?’ দুটি দুটি করে (দেবতা) উক্ত-শুরুতে শংসিত হ'ন। দুটি দুটি
করে। ॥১৩॥

অথ যদৈন্দ্রাবরুণং মৈত্রাবরুণস্যোক্তং ভবতি, ঐন্দ্রাবাইস্পত্যং ব্রাহ্মণাচ্ছংসিন উক্তং ভবতি, ঐন্দ্রাবৈষণ্বমচ্ছাবাকস্যোক্তং ভবতি। য়ে সংশস্যংস্ত ঐন্দ্রং চ বারুণং চৈকমৈন্দ্রাবারুণং ভবতি। য়ে সংশস্যংস্ত ঐন্দ্রং চ বারুণং চৈকমৈন্দ্রাবারুণং ভবতি। য়ে সংশস্যংস্ত ঐন্দ্রং চ বৈষণ্বং চৈকমৈন্দ্রাবৈষণ্বং ভবতি। য়ে য়ে উক্তমুখে ভবতঃ, তদ্ যদ্ য়ে য়ে ॥১৪॥

অনন্তর মৈত্রাবরুণ ঐন্দ্রাবরুণ উক্ত শংসন করেন। ঐন্দ্রাবাইস্পত্য উক্ত (শস্ত্র) শংসন করেন ব্রাহ্মণাচ্ছংসী। অচ্ছাবাকের উক্ত হল ঐন্দ্রাবৈষণ্ব। দুটি উক্ত (শস্ত্র) একটি ঐন্দ্র, ও একটি বারুণ, তা শংসিত হবে। দুটি উক্ত (শস্ত্র) শংসিত হয়। একটি ঐন্দ্র, অপরটি বাইস্পত্য। আর এর মধ্যে একটি ঐন্দ্র বাইস্পত্য শস্ত্র। দুটি শস্ত্রশংসন করা হবে—একটি ঐন্দ্র অপরটি বৈষণ্ব। এর মধ্যে একটি হল ঐন্দ্রাবৈষণ্ব শস্ত্র। দুটি দুটি করে (দেবতা) উক্তের শুরুতে থাকেন। দুটি দুটি করে দেবতা। ॥ ১৪ ॥

অথ যদৈন্দ্রাবারুণং মৈত্রাবরুণস্যোক্তং ভবতি—ইন্দ্রাবরুণা সুতপাবিমং সুতং সোমং পিবতং মদ্যং ধৃতব্রতো ইত্যুচ্যাত্যনুক্তম্। মদ্বন্ধি তৃতীয়সবনম্। এহু যু ব্রবাণি তে, আগ্নিরগামি ভারতঃ ইতি মৈত্রাবরুণস্য স্তোত্রিয়ানুরূপৌ। চর্ষণীধৃতং মঘবানমুক্ত্যম্ ইত্যুক্তমুখম্। তস্যোপরিষ্টাদ্ ব্রাহ্মণম্। অন্তভূনাদ্ দ্যামসুরো বিশ্ববেদাঃ ইতি বারুণং সাংশংসিকম্। অহং চেতি বরুণোহব্রবীৎ। দেবতয়োঃ সংশংসায়ানতিশংসায়। ইন্দ্রাবরুণা যুবমধবরায় নঃ ইতি পর্যাস ঐন্দ্রাবরুণে। ঐন্দ্রাবরুণমসৈতদ্ নিত্যমুক্তম্। তদেতৎ স্বস্মিন্নায়তনে স্বস্যাং প্রতিষ্ঠায়াং প্রতিষ্ঠাপয়তি। দ্বন্দ্বং বা এতা দেবতা ভূত্বা ব্যজয়ন্ত, বিজিত্যা এব। অথো দ্বন্দ্বসৈব মিথুনস্য প্রজাত্যে। সৈকপাদিনী ভবতি। একপাদিন্যা হোতা পরিদধাতি। যত্র হোতুর্হোত্রকাণাং যুঞ্জন্তি, তৎ সমৃদ্ধম্। তদ্ বৈ খলু—আ বাং রাজানাবধ্বরে ববৃত্যম্ ইতি। একমেব কেবলপর্যাসং কুর্যাৎ কেবলসূক্তম্। কেবলসূক্তমেবোত্তরয়োর্ভবতি। ইন্দ্রাবরুণা মধুমত্তমস্য ইতি যজতি। এতে এব তদ্ দেবতে যথাভাগং প্রীণাতি। বষট্কৃত্যানুবষট্করোতি। প্রত্যেবাভিমুশন্তে। নাপ্যায়য়ন্তি। ন হ্যনারাশংসাঃ সীদন্তি ॥১৫॥

অনন্তর মৈত্রাবরুণের যা ঐন্দ্রাবরুণ (শস্ত্র) ‘ইন্দ্রাবরুণা সুতপাবিমং সুতং সোমং পিবতং মদ্যং ধৃতব্রতো’ তা এই ঋক্ধারা বিশেষভাবে উক্ত হ’য়। তৃতীয় সবন হ’ল ‘মদ্যুক্ত’। (সেখানে) এহু যু ব্রবাণি তে’ ও ‘অগ্নিরগামি ভারতঃ’ এ দুটি হল মৈত্রাবরুণের স্তোত্রিয় ও অনুরূপ। ‘চর্ষণীধৃতং মঘবানমুক্ত্যম্’^২। এটি হল উক্ত-শুরুর শস্ত্র। ব্রাহ্মণ এর পরে স্থিত।

‘অন্তত্নাদ্ দ্যামসুরো বিশ্ববেদাঃ’^৩ এটি হল বারুণশস্ত্র। ‘আমিও’—একথা বললেন বরুণ। দেবতাদ্বয়ের সঙ্গে শংসনের জন্যে (এটি পঠিত হয়)। তবে অতিশংসনের নিমিত্ত নয়। ‘ইন্দ্রাবরুণা যুবমধ্বরায় নঃ’^৪ এটি হল ঐন্দ্রাবরুণ পর্যাস। এটি (শস্ত্রটি) ঐন্দ্রাবরুণের নিত্য উক্ত সেহেতু এ শস্ত্র (যজমানকে) স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই দেবতারা যুগল হয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন। বিজয়ের জন্যই (এরা যুগল, অথবা বিজয়ের জন্য এই যুগলশস্ত্র প্রয়োজন?) যুগল-মিথুনের সেজন্যই প্রজা-সৃষ্টির (সন্তান সৃষ্টির) নিমিত্ত (প্রয়োজন হয়)। ঋক্ একপাদবিশিষ্ট হয়। এক পাদ-ঋক্ দ্বারাই হোতা পরিধানীয় সম্পন্ন করেন (সমাপ্তি ঘটান)। যেখানে হোতা ও হোত্রকদের যোগ ঘটে সেখানেই সমৃদ্ধি। মন্ত্রটি হল ‘আ বাং রাজানাবধ্বরে ববৃত্যাম্’^৫। তিনি এই রূপেই (শস্ত্রের) কেবলপর্যাস ও কেবল-সূক্ত ব্যবহার করবেন। কেবল-সূক্ত পরবর্তী দুই দেবতা (ইন্দ্র ও বরুণ) এর উদ্দেশে। ‘ইন্দ্রা-বরুণা মধুমত্তমস্য’^৬ এই বলে যাগ করেন। এই দেবতাদ্বয়কে স্ব স্ব ভাগ অনুসারে তিনি প্রীত করেন। (অতঃপর) বষট্কার করে অনুবষট্কার করেন। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। কেউই স্ফীত হয় না। যাঁরা নারাশংস (সূক্ত) পাঠ করেন না তাঁরাও বিনষ্ট হন না। ॥১৫॥

১. ঋক্ সং. ৬.৬৮.১০; অথর্ব (শৌ) ২০.৬.৫; অথর্ব (পৈ) ৭.৫৮.১; ঐ. ব্রা ৬.১২.৭
২. ঋক্ সং.- ৩.৫১.১ক; কৌ ব্রা. ৩০.৩
৩. তদেব ৮.৪২.১ক; কাঠক সং- ২.৬ক; ঐ.ব্রা. ১৩০. ৫ ইত্যাদি।
৪. তদেব ৭.৮২.১ক; তৈ. সং- ২.৫.১২.২ক; মৈ.সং ৪.১২.৪ক
৫. তদেব ৭.৮৪.১ক
৬. তদেব ৬.৬৮.১১ক; অথর্ব (পৈ) ২০.৬.৬(ক); (শৌ) ৭.৫৮.২(ক); আশ্ব. শ্রৌত. সূত্র ৬.১; শাঙ্খা. শ্রৌত. সূ. ৯. ২-৪

অথ যদৈন্দ্রাবাইম্পত্যং ব্রাহ্মণাচ্ছংসিন উক্তং ভবতি— ইন্দ্রশ্চ সোমং পিবতং বৃহস্পতেঃস্মিন্ যজ্ঞে মন্দসানা বৃষধসূ ইত্যুচ্যন্তনূক্তম্। মদ্বন্ধি তৃতীয়সবনম্। বয়মু ত্বামপূর্ব্য, যো ন ইদমিদং পুরা ইতি ব্রাহ্মণাচ্ছংসিন স্তোত্রিয়ানুরূপৌ। প্র মংহিষ্ঠায় বৃহতে বৃহদ্রয়ে ইত্যুক্তমুখম্। ঐন্দ্রাজাগতম্। জাগতাঃ পশবঃ। পশূনামাপ্ত্যে। জাগতমু বৈ তৃতীয়সবনম্, তৃতীয়সবনস্য রূপম্। উদপ্রততো ন বয়ো রক্ষমাণাঃ ইতি বাইম্পত্যং সাংশংসিকম্। অহং চেতি বৃহস্পতিরব্রবীৎ। দেবতয়োঃ সংশংসায়নতিশংসায়। অচ্ছা ম ইন্দ্রং মতয়ঃ স্বর্বিদঃ ইতি পর্যাস ঐন্দ্রাবাইম্পত্যে। ঐন্দ্রাবাইম্পত্যমসৈত্যদ্ নিত্যমুক্তম্। তদেতৎ স্মিন্মায়তনে স্বস্যাং প্রতিষ্ঠায়াং প্রতিষ্ঠাপয়তি। দ্বন্দ্বং বা এতা দেবতা ভূত্বা ব্যজয়ন্ত, বিজিত্যা

এব। অথো দ্বন্দ্বসৈব মিথুনস্য প্রজাত্যে। বৃহস্পতির্নঃ পরিপাতু পশ্চাদ্ ইত্যৈন্দ্রাবাহস্পত্য
পরিদধাতি। ইন্দ্রাবৃহস্পত্যোরৈব যজ্ঞং প্রতিষ্ঠাপয়তি। উতোত্তরস্মাদধরাদঘায়োরিন্দ্রঃ
পুরস্তাদুত মধ্যতো নঃ সখা সখিভ্যো বরিবঃ কৃণোতু ইতি। সর্বাভ্য এব দিগ্ভ্য
আশিষমাশান্তে নার্বী। যং কামং কাময়তে, সোহস্মৈ কামঃ সমুধ্যতে য এবং বেদ, যশ্চৈবংবিদ্বান্
ব্রাহ্মণাচ্ছংস্যেতয়া পরিদধাতি। বৃহস্পতে যুবমিন্দ্রশ্চ বস্বঃ ইতি যজতি। এতে এব তদ্ দেবতে
যথাভাগং প্রীণাতি। বষট্কৃত্যানুবষট্করোতি। প্রত্যেবাভিমুশন্তে। নাপ্যায়য়ন্তি। ন হ্যনারাশংসাঃ
সীদন্তি ॥১৬॥

অতঃপর ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর যা ঐন্দ্র-বাহস্পত্য উক্ত—‘ইন্দ্রশ্চ সোমং পিৰতং বৃহস্পতেহস্মিন্
যজ্ঞে মন্দসানা বৃষসু’^১। তা এই ঋক্ দ্বারা বিশেষভাবে উক্ত হয়। তৃতীয় সর্গ হল ‘অস্মৎ’
শব্দযুক্ত। ‘বয়মু ত্বামপূর্ব্য’^২ ও ‘যো ন ইদমিদং পুরা’^৩ এদুটি হল ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর স্তোত্রিয় ও
অনুরূপ। উক্তমুখ হল—‘প্র মংহিষ্ঠায় বৃহতে বৃহদ্রয়ে’^৪। ইন্দ্রদেবতা সম্পর্কিত জগতী ছন্দে
(উক্তমুক শংসিত হয়)। জগতীছন্দ হল পশু। পশুলাভের নিমিত্ত (জগতীছন্দে শংসিত হয়)।
তৃতীয় সর্গ হল জগতীছন্দোযুক্ত। (তাই) হ’ল, তৃতীয় সর্গের রূপ। ‘বৃহস্পতি দেবতার
(উদ্দেশে) শংসিত (ঋক্) হল ‘উদপ্রতো ন বয়ো রক্ষমাণাঃ’^৫ ইতি। বৃহস্পতি বললেন—
‘আমিও’। (ইন্দ্র ও বৃহস্পতি) দেবতাদ্বয়ের শংসনের নিমিত্ত ও অতিশংসন জন্য নয় কিন্তু ইন্দ্র
ও বৃহস্পতি দেবতার উদ্দেশে পাঠিত (শস্ত্র) পর্যাস হল—‘অচ্ছা ম ইন্দ্রং মতয়ঃ স্বর্বিদঃ’^৬। এই
(শস্ত্র) ইন্দ্র ও বৃহস্পতি দেবতার নিত্য-উক্ত। এ (উক্তশস্ত্র) (যজমানকে) স্ব-স্থানে স্বপ্রতিষ্ঠিত
করেন। এই দেবতারা যুগল হয়ে বিজয়-লাভ করেছিলেন। বিজয়ের জন্যই (তাঁরা যুগল
হয়েছিলেন)। মিথুনযুগলের প্রজাপ্রাপ্তির নিমিত্ত। ‘বৃহস্পতি নঃ পরিপাতু পশ্চাদ্’^{৭ক} ইতি ঐন্দ্রা-
বাহস্পত্য (শস্ত্র পাঠ করে) পরিধানীয় (সমাপ্ত) করেন। তিনি ইন্দ্র ও বৃহস্পতিদেবতা-সম্বন্ধীয়
যজ্ঞকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ‘উতোত্তরস্মাদধরাদঘায়োরিন্দ্রঃ পুরস্তাদুত মধ্যতো নঃ সখা সখিভ্যো
বরিবঃ কৃণোতু’^{৭খ}। এই পাঠে সকল দিক থেকে শুভ আশিষ তিনি প্রত্যাশা করেন। যে ইচ্ছা
তিনি কামনা করেন, সেই কামনা সমূহ হয়, যে এরূপ জানে এবং এরূপ জেনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী-
এর দ্বারা পরিধানীয় (সমাপ্ত) করেন। ‘বৃহস্পতে যুবমিন্দ্রশ্চ বস্বঃ’^৮—এই পাঠ করে তিনি যাগ
করেন। তখন তিনি ঐ দেবতাদ্বয়কে (ইন্দ্র ও বৃহস্পতি) স্ব স্ব ভাগদ্বারা প্রীত করেন। তিনি বষট্
কার করে অনুবষট্কার করেন। (ফলে)প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে সংযুক্ত হন। কেউ ক্ষীত হন
না। যাঁরা নারাশংস (সূক্ত) পাঠ করেন না তাঁরাও বিনাশপ্রাপ্ত হন না।^৯ ॥১৬॥

১. ঋ. সং-৪.৫০.১০ (ক); অথর্ব (শৌ) ২০.১৬.১
২. তদেব ৮.২১.১ তদেব ২০.১৪.১
৩. তদেব ৮.২১.৯; তদেব ২০.১৪.৩
৪. তদেব ১.৫৭.১; তদেব ২০.১৫.১
৫. তদেব ১০.৬৮.১; তদেব ২০.১৬.১
৬. তদেব ১০.৪৩.১; তদেব ২০.১৭.১
৭. (ক ও খ) তদেব ১০.৪২.১১; তদেব (শৌ) পৈ. ৭.৫১.১ (পৈ) ১৫.১১.১
৮. তদেব ৭.৯৭.১০; তদেব ২০.১৭.১২

অথ যদৈন্দ্রাবৈষ্ণবমচ্ছাবাকস্যোক্তং ভবতি—ইন্দ্রাবিষ্ণু মদপতী মদানামা সোমং যাতং দ্রবিণো দধানা ইত্যুচ্যাত্যনুজ্ঞম্। মদ্বন্ধি তৃতীয়সবনম্। অথা হীন্দ্র গির্বণঃ, ইয়ং ত ইন্দ্র গির্বণঃ ইত্যচ্ছাবাকস্য স্তোত্রিয়ানুরূপৌ। ঋতুর্জনিত্রী তস্যা অপম্পরি ইত্যুক্তমুখম্। তস্যোক্তং ব্রাহ্মণম্। নূ মর্তো দয়তে সনিষ্যন্ ইতি বৈষ্ণবং সাংশংসিকম্। অহং চেতি বিষ্ণুরব্রবীৎ। দেবতয়োঃ সংশংসায়ানতিশংসায়। সং বাং কর্মণা সমিষা হিনোমি ইতি পর্যাস ঐন্দ্রাবৈষ্ণবে। ঐন্দ্রাবৈষ্ণবমস্মৈতদ্, নিত্যমুক্তম্। তদেতৎ স্বস্মিন্নায়তনে স্বস্যাং প্রতিষ্ঠায়াং প্রতিষ্ঠাপয়তি। দ্বন্দ্বং বা এতা দেবতা ভূত্বা ব্যজয়ন্ত, বিজিত্যা এব। অথো দ্বন্দ্বস্যেব মিথুনস্য প্রজাত্যে। উভা জিগ্যথূর্ন পরাজয়েথে ইত্যৈন্দ্রাবৈষ্ণব্যচা পরিদধাতি। ইন্দ্রাবিষ্ণোরেব যজ্ঞং প্রতিষ্ঠাপয়তি। ইন্দ্রাবিষ্ণু পিবতং মধ্বেহা অস্য ইতি যজতি। এতে এব তদ্ দেবতে যথাভাগং প্রীণাতি। বষট্‌কৃত্যানুবষট্‌করোতি। প্রত্যেবাভিমৃশন্তে। নাপ্যায়য়ন্তি। ন হ্য নারাশংসাঃ সীদন্তি ॥১৭॥

অতঃপর অচ্ছাবাকের যে ঐন্দ্রাবৈষ্ণব উক্ত(শস্ত্র), তা বলা হচ্ছে—‘ইন্দ্রাবিষ্ণু মদপতী মদানামা সোমং যাতং দ্রবিণো দধানা’^১। এই ঋক্ বিশেষভাবে পাঠ করা হবে। ‘মদ্বৎ’ হলো তৃতীয়-সবন। ‘অথা হীন্দ্র গির্বণঃ’^২ ও ‘ইয়ং ত ইন্দ্র গির্বণঃ’^৩—এই দুটি হল অচ্ছাবাকের স্তোত্রিয় ও অনুরূপ। উক্তমুখ হল ‘ঋতুর্জনিত্রী সত্যা অপম্পরি’^৪ ইতি। ব্রাহ্মণ উক্ত হল। বিষ্ণুদেবতার শস্ত্র হল ‘নূ মর্তো দয়তে সনিষ্যন্’^৫ ইতি। ‘আমিও’— একথা বিষ্ণু বলেছিলেন। দেবতাদ্বয়ের শংসনের নিমিত্ত, (তবে) অতিশংসনের জন্য নয়। ঐন্দ্রাবৈষ্ণব পর্যাস-(শস্ত্র) হল ‘সং বাং কর্মণা সমিষা হিনোমি’^৬। ইতি ঋক্। এই হল ঐন্দ্রাবৈষ্ণব শস্ত্রের নিত্যউক্ত, যেহেতু এই উক্ত স্ব-স্থানে, স্ব-প্রতিষ্ঠায় (যজমানকে) প্রতিষ্ঠিত করে, এই

দেবতারা যুগল-হিসেবেই বিজয় লাভ করেছিলেন। বিজয়ের জন্যই। মিথুনের দ্বন্দ্বের (হেতু) প্রজাপ্রাপ্তি। 'উভা জিগ্যথূর্ন...' এই ঐন্দ্রাবৈষ্ণব ঋক দ্বারা সমাপ্তি করেন। ইন্দ্রাবৈষ্ণুর মধ্যে যজ্ঞকে প্রতিষ্ঠিত করেন। 'ইন্দ্রাবৈষ্ণু পিষতং মথো অস্য'—এই পাঠ করে যাগ করেন। দেবতাদ্বয়কে স্ব স্ব ভাগ দ্বারা প্রীত করেন। তিনি (অচ্ছাবাক) বষট্কার করে অনুবষট্কার করেন। (ফলে) প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে সংযুক্ত হন। কেউই ক্ষীত হন না। যাঁরা নারশংস (সূক্ত) পাঠ করেন না, তাঁরাও বিনষ্ট হন না^১। ॥১৭॥

১. ঋক্.সং- ৬.৬৯.৩।
২. তদেব ৮.৯৮.৭ক; অথর্ব (শৌ)- ২০.১০০.১; পঞ্চ. ব্রা. ১৭.১৫; বৈ.সূ. ৩৯.৭
৩. ঋক্. সং ৮.১৩.৪ (ক)
৪. তদেব ২.১৩.১(ক)
৫. তদেব ৭.১০০.১ক; তৈ.ব্রা. ২.৪.৩.৪
৬. তদেব ৬.৬৯.১ক; তৈ.সং ৩.২.১১.১; ঐ.ব্রা. ৬.১৫.২
৭. তদেব ৬.৬৯.৮ক; অথর্ব (পৈ) ২০.১৫.৩; তৈ. স. ৩.২.১১.২; অথর্ব(শৌ) ৭.৪৪.১; ঐ. ব্রা. ৬.১৫.৬
৮. ঋক্. সং ৬.৬৯.৭ক; ঐ.ব্রা.৬.১২.১১
৯. এই অংশের যান্ত্রিক তাৎপর্যের জন্য দ্রষ্টব্য আ. শ্রৌ- ৬.১; শাঙ্খা. শ্রৌ. সূ ৯.৪

অথাধ্বর্যো শংশংসাবোমিতি স্তোত্রিয়ানুরূপায়োক্তমুখায় পরিধানীয়ায়া ইতি চতুশ্চতুরাহুয়ন্তে। চতস্রো বৈ দিশঃ। দিক্ণু তৎ প্রতিতিষ্ঠন্তে। অথো চতুষ্পাদঃ পশবঃ। পশূনামাপ্ত্য। অথো চতুষ্পর্বাণো হি তৃতীয়সবনে হোত্রকাঃ। তস্মাচ্চতুঃ। সর্বে ত্রৈষ্টুভং জাগতানি শংসন্তি। জাগতং হি তৃতীয়সবনম্। অথ হৈতৎ ত্রৈষ্টুভানি। অপ্রতিভূতমিব হি প্রাতঃসবনে মরুত্বতীয়ে তৃতীয়সবনে চ হোত্রকাণাং শব্দম্। ধীতরসং বা এতৎ সবনং যৎ তৃতীয়সবনম্। অথ হৈতদধীতরসং শুক্রিয়ং ছন্দো যৎ ত্রিষ্টুবয়াতয়াম। সবনস্যৈব তৎ সরসতায়ৈ। সর্বে সমবতীভিঃ পরিদধতি। তদ্ যৎ সমবতীভিঃ পরিদধতি, অস্তো বৈ পর্যাসোহন্ত উদকোহন্তঃ সজায়া উ হ বা অবৈনায়। অন্তেনৈবান্তং পরিদধতি। সর্বে মদ্বতীভির্যজন্তি। তদ্ যদ্ মদ্বতীভির্যজন্তি, সর্বে সুতবতীভিঃ পীতবতীভিরভিরূপাভির্যজন্তি। যদ্ যজ্ঞেহভিরূপম্, তৎ সমৃদ্ধম্। সর্বেহনুবষট্কুবন্তি। স্থিষ্টকৃত্বানুবষট্কারঃ, নেৎ স্থিষ্টকৃত অন্তরয়ামেতি। অসৌ বৈ লোকস্তৃতীয়সবনম্। তস্য পঞ্চ দিশঃ। পঞ্চোক্তানি তৃতীয়সবনস্য। স এতৈঃ

পঞ্চাভিরুৎকৈথরেতাঃ পঞ্চা দিশ আপ্নোতি। তদ্ যদেষাং লোকানাং রূপং যা মাত্রা তেন রূপেণ
তয়া মাত্রয়েমাল্লোকান্প্নোতি, ইমাল্লোকান্প্নোতীতি ॥১৮॥

অতঃপর (আহাব)। ‘হে অধ্বর্যু! আমরা দুজনে এ(আহাব) শংসন করব’। যেগুলি
স্তোত্রিয়ানুরূপের জন্য, উক্থমুখের জন্য, পরিধানীয়ার জন্য (উপযুক্ত); সেগুলি চার-চার বার
আহৃত হয়। দিক চারটি। এর ফলে সমস্ত দিকে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত হন। পশুরা চতুষ্পদ। পশু-
লাভের নিমিত্ত (চারবার আহ্বান)। অনন্তর হোত্রকরা তৃতীয় সবনে চারটি পর্বের অনুষ্ঠান করেন।
সেহেতুই চারবার সকলে ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দের (মন্ত্র) শংসন করেন। তৃতীয় সবন হল জগতী
ছন্দোযুক্ত। অনন্তর এ (জগতী ছন্দ হল) ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের মন্ত্রসমূহ। (ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোযুক্ত) হোত্রকদের
শস্ত্র প্রাতঃসবনে, মরুত্বতীয়ে (অর্থাৎ মাধ্যমদিন সবনে) ও তৃতীয় সবনে অপ্রতিভূতই যেন হয়।
(অসম?)। এই যে সব ধীতরস (রসনিষ্কাশিত), তা তৃতীয় সবনই। অতঃপর ত্রিষ্টুপ্ছন্দ যা শুভ্র
এবং তা অধীতরস (যে রস ধারণ করা) সবনের (ছন্দো)রসে পরিপূর্ণ। সকলে সমবতী
(সমশব্দযুক্ত ‘সমংজ্যোতিঃ’... অথর্ব ৪.১৮.১) ঋক্‌দ্বারা পরিধানীয় (সমাপ্তি) করবেন। যেহেতু
সমবতী (ঋক্) দ্বারা পরিসমাপ্তি ঘটান, পর্যাস হল অন্ত। বিচ্ছেদ হল অন্ত। অন্ত সঙ্গতিরক্ষার
নিমিত্ত। অন্তের দ্বারাই অন্তের সমাপ্তি ঘটানো হয়।

সকলে মদ্বতী (ঋক্ দ্বারা) যাগ করেন। যেহেতু সকলে মদ্বতী (ঋক্ দ্বারা) যাগ করেন,
সেহেতু সকলে সুতবতী (ঋক্‌দ্বারা), পীতবতী (ঋক্‌দ্বারা), অভিরূপ (ঋক্‌দ্বারা) যাগ করেন। যা
যজ্ঞে অভিরূপ তা যজ্ঞকে সমৃদ্ধ করে। সকলে অনুবষট্কার করেন। স্থিষ্টকৃদ্যাগ করে
অনুবষট্কার করেন। স্থিষ্টকৃতের মধ্যে বষট্কার করবে না। তৃতীয় সবন হল ঐ লোক। তার
পাঁচটি দিক। তৃতীয় সবনের উক্থ পাঁচটি। তিনি এই পঞ্চা উক্থের দ্বারা পাঁচদিক লাভ করেন।
তা এই সমস্ত লোকদের যা (আকার) রূপ, যা মাত্রা সেই রূপের দ্বারা (আকারের দ্বারা), সেই
মাত্রার দ্বারা এই সমস্ত লোককে ঋদ্ধ করেন, এই সমস্ত লোককে ঋদ্ধ করেন। ॥১৮॥

তদাহঃ— কিং ষোড়শিনঃ ষোড়শিত্বম্? ষোড়শ স্তোত্রাগি ষোড়শ শস্ত্রাগি
ষোড়শাভিরক্ষরৈরাদত্তে। দ্বৈ বা অক্ষরে অতিরিচ্যেতে ষোড়শিনোহনুষ্টুমভিসংপন্নস্য। বাচো বা এতৌ
স্তনৌ। সত্যানুতে বাব তো। অবত্যেনং সত্যম্। নৈনমনৃতং হিনস্তি য এবং বেদ, য এবং বেদ ॥১৯॥

॥ ইত্যথর্ববেদে গোপথব্রাহ্মণোত্তরভাগে চতুর্থঃ প্রপাঠকঃ ॥

সেহেতু তাঁরা বলেন—‘যোড়শীর যোড়শিত্ব কি?’ যোড়শ স্তোত্র ও যোড়শ শব্দ। যোড়শ অক্ষর গৃহীত হয়। দুটি অক্ষর অতিরিক্ত হয় যখন যোড়শী অনুষ্টুভে অভিসম্পন্ন হয়। এদুটি হল বাকের দুটি স্তন; এ দুটি হল সত্য ও মিথ্যা। সত্য তাকে রক্ষা করে, যে এরূপ জানে। যে এরূপ জানে, মিথ্যা তাকে বিনষ্ট করতে পারে না’।

এখানে যোড়শী নামক অন্যতম জ্যোতিষ্টোমসংস্থাপক সোমযাগের নামকরণ প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে।

১. ভূ.-ঐ.ব্রা. ৪.১.৫-৮

অথর্ববেদীয় গোপথব্রাহ্মণের উত্তরভাগে চতুর্থ প্রপাঠক সমাপ্ত।

ওম্। অহর্বে দেবা আশ্রয়ন্ত রাত্রীমসুরাঃ। তে সমাবদীর্ঘা এবাসন্, নো ব্যাবর্তন্ত।
সোহব্রবীদিন্দ্রঃ—কশ্চাহং চেমানসুরান্ রাত্রীমম্ববৈষ্যামহ ইতি? স দেবেষু ন প্রত্যবিন্দদ,
অবিভয়ু রাত্রেস্তমসো মৃত্যোঃ। তম ইব হি রাত্রিঃ। মৃত্যুর্বে তমঃ। তস্মাদ্ভাপ্যেতর্হি ভূয়ানিব নক্তং
স যাবন্মাত্রমিবাপক্রম্য বিভেতি। তং বৈ ছন্দাংস্যেবাম্ববায়ন্। তদ্ যচ্ছন্দাংস্যেবাম্ববায়ন্,
তস্মাদিন্দ্রশ্চ ছন্দাংসি চ রাত্রিঃ বহন্তি। ন নিবিচ্ ছস্যতে ন পুরোরুঙ্ ন ধায়্যা নান্যা দেবতা।
ইন্দ্রশ্চ হ্যেব ছন্দাংসি চ রাত্রিঃ বহন্তি। তান্ বৈ পর্যায়ৈঃ পর্যায়মনুদন্ত। যৎ পর্যায়ৈঃ পর্যায়মনুদন্ত,
তস্মাৎ পর্যায়াঃ। তৎ পর্যায়াণাং পর্যায়ত্বম্। তান্ বৈ প্রথমৈরেব পর্যায়ৈঃ পূর্বরাত্রাদনুদন্ত,
মধ্যমৈর্মধ্যরাত্রাদ্, উত্তমৈরপররাত্রাৎ। অপি শর্বর্যা অপিস্মসীত্যব্রবন্। তদ্ যদপি শর্বর্যা
অপিস্মসীত্যব্রবন্, তদপি শর্বরাণামপিশর্বরত্বম্। শর্বরাণি খলু হ বা অস্মৈত্যানি ছন্দাংসীতি হ
স্মাহ। এতানি হ বা ইন্দ্রং রাত্রযাস্তমসো মৃত্যোরভিপত্যাবারয়ন্। তদপিশর্বরাণামপিশর্বরত্বম্ ॥১॥

ওঁ। দেবতারা দিনকে ও অসুরেরা রাত্রিকে আশ্রয় করেছিল। তারা (অসুরেরা) তুল্য
পরাক্রমশালী ছিল। ফলে তারা পিছু হটে নি। (তখন) সেই ইন্দ্র বললেন—‘আমি কার সঙ্গে এই
অসুরদেরকে রাত্রিকালে অশ্বেষণ করে বিতাড়িত করব’? তিনি দেবতাদের মধ্যে কাউকে পেলেন
না। তাঁরা রাত্রি, অন্ধকার ও মৃত্যু থেকে ভীত ছিলেন। রাত্রি তো অন্ধকারই। অন্ধকার তো মৃত্যু।
সেহেতু এখনও রাত্রিকালে অতিসাহসী ব্যক্তিও অল্প দূর যেতে ভয় পায়। ছন্দসমূহ কেবলমাত্র
তার (ইন্দ্রের) সঙ্গে অনুগমন করল। যেহেতু ছন্দসমূহ কেবলমাত্র অনুগমন করে, সেহেতু ইন্দ্র ও
ছন্দসমূহ রাত্রিকে বহন করে থাকেন। (তখন) নিবিৎ কিংবা পুরোরুক, (কিংবা) ধায়্যা, কিংবা
অন্য দেবতারা শংসিত হন না। ইন্দ্র ও ছন্দসমূহ রাত্রিকে বহন করেন। তাদের (অসুরদের)
পর্যায়ক্রমে তাঁরা বিতাড়িত করেছিলেন। যেহেতু পর্যায়ক্রমে হঠিয়ে ছিলেন সেহেতু পর্যায়ের দ্বারা
বিতাড়িত করেছিলেন। সেটাই পর্যায়দের পর্যায়ত্ব। তাদের প্রথম পর্যায়ে পূর্বরাত্রি থেকে বিতাড়িত
করেছিলেন। মধ্যম (পর্যায়) দ্বারা মধ্যরাত্রি থেকে ও উত্তম (পর্যায়) দ্বারা শেষরাত্রি থেকে
(বিতাড়িত করেন)। তাঁরা (দেবতারা) বললেন—‘রাত্রি থেকে আমরা অনুসরণ করব।’ তখন
যেহেতু রাত্রি থেকে আমরা থাকব— একথা তাঁরা বললেন সেহেতু অপিশর্বরদের অপিশর্বরত্ব।
এই (যজ্ঞের ধ্বংসক) রাত্রিকালীন (অসুরদের) এই ছন্দসমূহ (বিনাশ করেছিল), একথা (ঋষি)

বলেন। এরা এই ছন্দরা ইচ্ছাকৃত নারি, অম্বিকার ও যুক্ত। যেনে—
অপিশর্বরদেব অপিশর্বরত্বা ॥১॥

প্রথমে পর্ষায়েষু স্তবতে, প্রথমালোচ পদানি পুনরাদদতে। যদেবৈষাং মনোরথা আসন,
তদেবৈষাং তেনাদদতে। মধ্যমেষু পর্ষায়েষু স্তবতে, মধ্যমালোচ পদানি পুনরাদদতে।
যদেবৈষামথা গাব আসন, তদেবৈষাং তেনাদদতে। উত্তরেষু পর্ষায়েষু স্তবতে, উত্তমালোচ পদানি
পুনরাদদতে। যদেবৈষাং বাসো হিরণ্যং অনিরথ্যাম্বাসীহ, তদেবৈষাং তেনাদদতে। আ দ্বিমতো
বসু দত্তে, নিরৈবৈনমেভ্যঃ সর্বেভ্যো লোকেভ্যো বৃদতে য এবং বেদ ॥২॥

প্রথম পর্ষায়সমূহে তাঁরা (ঋত্বিকরা) স্তুতি করেন। (তাঁরা) প্রথম পদসমূহের পুনরাবৃতি
করেন। (এইহেতু) এদের (অসুরদের) যে সমস্ত ইচ্ছা ছিল সেগুলি এঁরা (দেবতারা) নিয়ে নেন।
(ঋত্বিকরা) মধ্যম পর্ষায়সমূহে স্তুতি করেন। (তাঁরা) মধ্যম পদসমূহ গ্রহণ করেন। যে গো এবং
অশ্বসমূহ এদের (অসুরদের) সঙ্গে ছিল, এদের (সেগুলো) এর দ্বারা তাঁরা গ্রহণ করে নেন।
উত্তমপর্ষায়সমূহে স্তুতি করেন (ঋত্বিকরা); উত্তম (শেষ) পদসমূহ পুনরায় গ্রহণ করেন। এর দ্বারা
তাঁরা (দেবতারা) এদের (অসুরদের) পোষাক-পরিচ্ছদ, সোনা, মণি ও নিজস্ব যে সম্পত্তিসমূহ
ছিল, তা নিয়ে নেন। শত্রুর সম্পদ (যজমান) লাভ করেন যে এরূপ জানে। সে তাকে
(অসুরকে) সমস্ত লোক থেকে বিতাড়িত করেন। ॥২॥

পবমানবদহরিত্যাহঃ, ন রাত্রিঃ পবমানবতী। কথমুভে পবমানবতী ভবতঃ? কেন তে
সমাবদ্ধাজৌ ভবত ইতি? যদেব— ইন্দ্রায় মদ্বনে সুতম্, ইদং বসো সুতমন্ধঃ, ইদং
হ্যন্বোজসা সুতম্ ইতি স্তবন্তি চ শংসন্তি চ, তেন রাত্রিঃ পবমানবতী। তেনোভে পবমানবতী
ভবতঃ। তেন তে সমাবদ্ধাজৌ ভবতঃ। পঞ্চদশস্তোত্রমহরিত্যাহঃ, ন রাত্রিঃ পঞ্চদশস্তোত্রা।
কথমুভে পঞ্চদশস্তোত্রে ভবতঃ? কেন তে সমাবদ্ধাজৌ ভবত ইতি? দ্বাদশ
স্তোত্রাণ্যপিশর্বরাণি। তিস্তির্দেবতাভিঃ সংধিনা রাথংতরেণাশ্বিনায় স্তবতে। তেন রাত্রিঃ
পঞ্চদশস্তোত্রা। তেনোভে পঞ্চদশস্তোত্রে ভবতঃ। তেন তে সমাবদ্ধাজৌ ভবতঃ। পরিমিতং
স্তবন্তি, অপরিমিতমশংসন্তি। পরিমিতং ভূতম্, অপরিমিতং ভব্যম্। অপরিমিতান্যেবাবরুদ্যাদ,
ইত্যতিশংসতি স্তোমম্। অতি বৈ প্রজাস্যাঅানমতি পশবঃ। তদ্ যদেবাস্যাঅানং
তদেবাস্যৈতেনাপ্যায়ন্তি। অথো দ্বয়ং বা ইদং সর্বং স্নেহ শ্চৈব তেজশ্চ। অথ
তদহোরাত্রাভ্যামাপ্তম্। স্নেহতেজসোরাপ্ত্যৈ। গায়ত্রান্ স্তোত্রিয়ানুরূপান্ শংসন্তি। তেজো বৈ

গায়ত্রী। তমঃ পাপ্মা রাত্রিঃ। তেন তেজসা তমঃ পাপ্মানং তরন্তি। পুনরাদায়ং শংসন্তি। এবং হি সামগা স্তবতো। যথা স্তুতমনুশস্তং ভবতি। ন হি তৎ স্তুতং যদ্ নানুশস্তম্। তদাভঃ—অথ কস্মাদুত্তমাৎ প্রতীহারাদাহুয় সাম্না শস্ত্রমুপসংতষন্তীতি ॥৩৥

(ব্রহ্মবাদীরা) বলেন—দিন পবমান (শস্ত্র) যুক্ত হয়, রাত্রি পবমান (শস্ত্র) যুক্ত হয় না। কীভাবে উভয়েই (দিন ও রাত্রি) পবমান (শস্ত্র) যুক্ত হবে? কীসের দ্বারা তারা উভয়ে সমান ভাগযুক্ত হবে? যেহেতু—‘ইন্দ্রায় মদ্বনে সুতম্’^১, ‘ইদং বসো সুতমন্ধঃ’^২ ও ‘ইদং হ্যম্বোজসা সুতম্’^৩—এই সমস্ত মন্ত্র ঋত্বিক্-রা স্তুতি করেন ও শস্ত্র পাঠ করেন, তার দ্বারা রাত্রি পবমান (শস্ত্র) যুক্ত হয়। এ ভাবেই উভয় (দিন ও রাত্রি) পবমান (শস্ত্র) যুক্ত হয়। এর দ্বারাই তারা (দিবস+রাত্রি) সমান ভাগযুক্ত হয়। দিবস পঞ্চদশ স্তোত্র (যুক্ত) হয়—একথা (ব্রহ্মবাদীরা) বলেন। রাত্রি পঞ্চদশ স্তোত্র (যুক্ত) হয় না (তারা বলেন)। তাহলে কীভাবে উভয়েই পঞ্চদশস্তোত্র (যুক্ত) হয়? কীসের দ্বারা তারা সমভাগ যুক্ত হয়? অপিশর্বর দ্বাদশস্তোত্রযুক্ত হয়। তারা (ঋত্বিক্-রা) দেবতাত্রয় সহিত রথন্তরসাম (ধ্বনিযুক্ত) সন্ধি (সাম) দ্বারা অশ্বিদেবতাদ্বয়ের উদ্দেশে স্তুতি করেন। তার দ্বারা রাত্রি পঞ্চদশস্তোত্র (যুক্ত) হয়। উভয়ে (এর দ্বারা) পঞ্চদশস্তোত্রযুক্ত হয়। উভয়ে এর দ্বারা সমান (শস্ত্র) যুক্ত হয়। পরিমিত (স্তোত্র) শংসন করেন (ঋত্বিক্-রা), (তারা) অপরিমিত (শস্ত্র) অনুশংসন করেন। অতীতকাল পরিমিত, ভবিষ্যৎকাল অপরিমিত। অপরিমিতকে অবরুদ্ধ (জয়) করেন (যজমান), এজন্যে স্তোমের অতিশংসন করেন। যজমানের কাছে স্তোমের অধিক (অনুশংসন), আত্মার অধিক সন্তান ও পশু হয়ে থাকে। যেহেতু এর (যজমানের) আত্মাকে অতিক্রম করে থাকে, সেহেতু তার দ্বারা এর (যজমানের) (প্রজাপশুকে) বর্ধিত করেন (ঋত্বিক্-রা)। স্নেহ ও তেজ এই দুটিই হল সব কিছু। তা দিন ও রাত্রির দ্বারা লভ্য হয়। স্নেহ ও তৈজস পদার্থ লাভের জন্য স্তোত্রিয় ও অনুরূপ সমূহ গায়ত্রী ছন্দে শংসন করেন (ঋত্বিক্-রা)। গায়ত্রী হল তেজ। রাত্রি হল অন্ধকার ও পাপময়। সেই তেজ দ্বারা তারা অন্ধকার পাপকে অতিক্রম করেন, পুনরায় গ্রহণ করে শংসন করেন। এরূপে সামগানকারীরা স্তুতি করেন। যেরূপ স্তুতি, সেরূপই অনুশংসন হয়। যা অনুশংসিত হয় না, তা স্তুতও হয় না। সেহেতু তারা জিজ্ঞাসা করেন—‘কেন উত্তম প্রতীহার থেকে আহ্বান করে, সামের দ্বারা শস্ত্রকে (ঋত্বিক্-রা) বিস্তৃত করেন’? ॥৩৥

তুলনীয় ঐ.ব্রা. ৪.৬; কৌ.ব্রা. ১৭.৫-৬

১. ঋক্ সং ৮.৯২.১৯ক; অথর্ব (শৌ) ২০.১১০.১ক

২. তদেব ৮.২.১; বৈ.সূ. ৪০.১

৩. তদেব ৩.৫১.১০; ঐ.ব্রা. ৪.৬.৯.

পুরুষো বৈ যজ্ঞঃ। তস্য শির এব হবির্ধানম্, মুখমাহবনীয়ঃ, উদরং সদঃ, অন্নমুক্থানি, বাহু
মার্জালীয়শ্চাগ্নীধ্রীয়শ্চ, যা ইমা দেবতাস্তেহন্তঃসদসং ধিষ্যাঃ, প্রতিষ্ঠে গার্হপত্যব্রতশ্রপণাবিতি।
অথাপরম্—তস্য মন এব ব্রহ্মা, প্রাণ উদগাতা, অপানঃ প্রস্তোতা, ব্যানঃ প্রতিহর্তা, বাগ্
হোতা, চক্ষুরধ্বর্যুঃ, প্রজাতি সদস্যঃ, অঙ্গানি হোত্রাশংসিনঃ, আত্মা যজমানঃ। তদ্ যদধ্বর্যুঃ
স্তোত্রমুপাকরোতি—সোমঃ পবতে ইতি, চক্ষুরেব তৎ প্রাণৈঃ সংদধাতি। অথ যৎ প্রস্তোতা
ব্রহ্মাণমামন্ত্রয়তে—ব্রহ্মণেস্তোষ্যামঃ প্রশান্তুরিতি, মনোহগ্রণীভবতি। এতেষাং প্রাণানাং মনসা
হি প্রসূতা স্তোমেন স্তুর্যামেতি। প্রাণানেব তদ্ মনসা সংদধাতি। অথ যদ্ ব্রহ্মা
স্ততেত্যুচ্চৈরনুজানাতি, মনো বৈ ব্রহ্মা, মন এব তৎ প্রাণৈঃ সংদধাতি। অথ যৎ প্রস্তোতা
প্রস্তোতি, অপানমেব তৎ প্রাণৈঃ সংদধাতি। অথ যৎ প্রতিহর্তা প্রতিহরতি, ব্যানমেব
তদপানৈঃ সংদধাতি। অথ যদুদগাতোদগায়তি, সমানমেব তৎ, প্রাণৈঃ সংদধাতি। অথ যদ্বোতা
সাম্না শস্ত্রমুপসংতনোতি, বাগ্ বৈ হোতা, বাচমেব তৎ প্রাণৈঃ সংদধাতি। অথ যৎ সদস্যো
ব্রহ্মাণমুপাসীদতি, প্রজাতিবৈ সদস্যঃ, প্রজাতিমেবাপ্নোতি। অথ যদ্বোত্রাশংসিনঃ সামসংততিং
কুবন্তি, অঙ্গানি বৈ হোত্রাশংসিনঃ, অঙ্গান্যেবাস্য তৎ প্রাণৈঃ সংদধাতি। অথ যদ্ যজমানঃ,
স্তোত্রমুপাসীদতি, আত্মা বৈ যজমানঃ, আত্মানমেবাস্য তৎ কল্পয়তি। তস্মাদ্ নৈনং
বহির্বেদ্যভ্যাশ্রাবয়েদ্, নাভ্যুদিয়াদ্, নাভ্যস্তমিয়াদ্, নাধিষেয্য প্রতপেদ্, নেৎ প্রাণেভ্য
আত্মানমন্তুরগাদিতি ॥৪॥

যজ্ঞ হল পুরুষ। হবির্ধান (মণ্ডপ) হল তার মস্তক। আবহনীয় (অগ্নি) হল মুখ। সদ হল
উদর, উক্-থ-সমূহ হল অন্ন। মার্জালীয় ও আগ্নীধ্রীয় (বেদিদ্বয়) হল বাহুদ্বয়। যাঁরা দেবতা তাঁরা
হলেন অন্তঃসদস্ ধিষ্যসমূহ। গার্হপত্য (অগ্নি) ও ব্রতশ্রমণ(অগ্নি)দ্বয় হল প্রতিষ্ঠাদ্বয়। অতঃপর
অন্য বিষয় (বলা হচ্ছে)। তার পক্ষে (যজ্ঞ পুরুষের) ব্রহ্মা হল মন, উদগাতা হল প্রাণ (বায়ু),
প্রস্তোতা হল অপান (বায়ু), প্রতিহর্তা হল ব্যান (বায়ু), হোতা হল বাক্, অধ্বর্যু চক্ষু, সদস্য
হল প্রজাতি, হোত্রাশংসীরা (হোত্রকরা) হল (দেহের অন্যান্য) অংশসমূহ, যজমান হল আত্মা।
সেখানে যেহেতু অধ্বর্যু ‘সোমঃ পবতে’ এই ঋক্ দ্বারা আরম্ভ করেন, ফলতঃ চক্ষুই প্রাণের
সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এরপর যখন প্রস্তোতা ব্রহ্মাকে— ‘ব্রহ্মণ্ স্তোষ্যামঃ প্রশান্তুঃ’ এই ঋক্ দ্বারা
আমন্ত্রণ জানান। ফলে এই প্রাণ (বায়ু) সমূহের মধ্যে মন অগ্রণী হয়। আমরা মনের দ্বারা সৃষ্ট
হয়ে স্তোমদ্বারা স্তুতি করি, ফলে প্রাণসমূহকে মন দ্বারা সংযুক্ত করেন। অতঃপর যখন ব্রহ্মা
‘স্তুত’ এই উচ্চারণ করে অনুজ্ঞা দেন, ব্রহ্মা হলেন মন, ফলে মনকেই প্রাণসমূহের সঙ্গে সংযুক্ত

করেন। অতঃপর তিনি যখন বিশেষরূপে স্তুতি করেন তখন অপান বায়ুকে প্রাণবায়ুর সঙ্গে সংযুক্ত করেন। অতঃপর যেহেতু প্রতিহর্তা প্রতিহরণ করেন, তার দ্বারা ব্যান(বায়ু)কেই অপান (বায়ুর) সঙ্গে সংযুক্ত করেন। অতঃপর যখন উদগাতা গান করেন, তার ফলে সমান (বায়ু)কে তিনি প্রাণের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। অতঃপর যখন হোতা সামদ্বারা শস্ত্র বিস্তার করেন—হোতা বাক্ই, ফলে বাক্কেই (তিনি) প্রাণের (বায়ুর) সঙ্গে সংযুক্ত করেন। অতঃপর যখন সদস্য ব্রহ্মার কাছে উপবেশন করেন। সদস্য প্রজাতিই, ফলে প্রজাতিকেই তিনি লাভ করেন। অনন্তর হোত্রাশংসীরা যখন সাম-সন্ততি (বিস্তার) করেন, হোত্রাশংসীরা অঙ্গসমূহ। ফলে অঙ্গসমূহকেই তিনি প্রাণের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। অতঃপর যখন যজমান স্তোত্র-সমীপে উপস্থিত থাকেন, যজমান আত্মাই; ফলে আত্মাকেই তিনি লাভ করেন। ফলে যখন তিনি বেদির বাইরে থাকেন, তখন অধ্বৰ্যু আশ্রাবণ করবেন না। (অন্যস্থান থেকে) সূর্যোদয় বা অস্ত হয় না; ধিমেষ্য ছাড়া অগ্নি প্রতপ্ত হয় না, ফলে সে প্রাণসমূহ থেকে আত্মাকে অন্তঃস্থলে (অন্যত্র) যেতে দেয় না। ॥৪॥

তুলনীয়- কৌ.ব্রা.১৭.৭.। এখানে মহাজাগতিক পুরুষের সঙ্গে যজ্ঞ ও যজ্ঞাঙ্গের সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে।

১. ঋক্. সং—৯.৯৬.৫১. বাজ. সং ৭.২১;

প্রথমেষু পর্যায়েষু স্তবতে, প্রথমেষু পদেষু নিনর্দয়ন্তি, প্রথমরাত্রাদেব, তদসুরান্ নিঘ্নন্তি।
মধ্যমেষু পর্যায়েষু স্তবতে, মধ্যমেষু পদেষু নিনর্দয়ন্তি, মধ্যমরাত্রাদেব তদসুরান্ নিঘ্নন্তি।
উত্তমেষু পর্যায়েষু স্তবতে, উত্তমেষু পদেষু নিনর্দয়ন্তি, উত্তমরাত্রাদেব তদসুরান্ নিঘ্নন্তি। তদ্
যথাভ্যাগারং পুনঃ পুনঃ পাপ্মানং নিহ্নরন্তি, এবমেবৈতৎ স্তোত্রিয়ানুরূপাভ্যামহোরাত্রাভ্যামেব
তদসুরান্ নিঘ্নন্তি। গায়ত্রীং শংসন্তি, তেজো বৈ ব্রহ্মবর্চসং গায়ত্রী, তেজ এবাস্মৈ তদ্ ব্রহ্মবর্চসং
যজমানে দধতি। গায়ত্রীঃ শস্ত্রা জগতীঃ শংসন্তি, ব্রহ্ম হ বৈ জগতী, ব্রহ্মণৈবাস্মৈ তদ্ ব্রহ্মবর্চসং
যজমানে দধতি। ব্যাহুয়ন্তে গায়ত্রীশ্চ জগতীশ্চান্তরেণ। ছন্দাংস্যেব তদ্ নানাবীৰ্য্যাণি কুব্ধন্তি।
জগতীঃ শস্ত্রা ত্রিষ্টুভঃ শংসন্তি, পশবো বৈ জগতী, পশূনেব তৎ ত্রিষ্টুভিঃ পরিদধতি। বলং বৈ
বীৰ্যং ত্রিষ্টুপ্, বলমেব তদ্ বীৰ্যেহন্ততঃ প্রতিষ্ঠাপয়তি। অন্ধস্বত্যো মদ্বত্যঃ সুতবত্যঃ
পীতবত্যস্ত্রিষ্টুভো যাজ্ঞাঃ সমৃদ্ধাঃ সুলক্ষণাঃ। এতদ্ বৈ রাত্রীরূপম্। জাগৃয়াদ্ রাত্রিম্। যাবদু হ বৈ
ন বা স্তবতে ন বা শস্যতে, তাবদীশ্বরাসু অসুরা রক্ষাংসি চ যজ্ঞমম্বনয়ন্তি। তস্মাদাহবনীয়ং
সমিদ্ধমগ্নীধ্রীয গার্হপত্যং ধিমেষ্যান্ সমুজ্জ্বলয়তেতি ভাষেরন্, জ্বলয়েরন্, প্রকাশমিবৈব তৎ
স্যাৎ, আরেভন্তঃ শরীরন্। তান্ হ তঃ শ্রেষ্ঠো বা ইতি পাপ্মা নাভিবৃক্-গোতি। তে তমঃ
পাপ্মানমপায়তে, তে তমঃ পাপ্মানমপায়তে ॥৫॥

(স্তোতারা) রাত্রির প্রথম পর্যায়ে স্তুতি করেন। প্রথম পদগুলি উঁচুস্বরে উচ্চারণ করেন। (ফলে) অসুরদের তাঁরা প্রথম রাত্রেই বিনষ্ট করেন। মধ্যম পর্যায়সমূহে (স্তোতারা) স্তুতি করেন। মধ্যমপদগুলিতে স্বর উচ্চগ্রামে করেন। ফলে মধ্যম রাত্রি থেকে অসুরদের বিনষ্ট করেন। শেষ পর্যায়সমূহে (তাঁরা) স্তুতি করেন। শেষ পদসমূহে স্বর উচ্চগ্রামে করেন। ফলে শেষ রাত্রি থেকেও অসুরদেরকে বিনষ্ট করেন। যেমন তাঁরা সকলদিকের থেকে বারবার পাপকে বিনষ্ট করেন, সেরূপ স্তোত্রিয় ও অনুরূপ দ্বারা দিন ও রাত্রি থেকে অসুরদের বিনষ্ট করেন।

তাঁরা গায়ত্রীর শংসন করেন। গায়ত্রী তেজ ও ব্রহ্মবর্চস্। ফলে তেজ ও ব্রহ্মবর্চস্ যজ্ঞমানে স্থাপন করান। গায়ত্রী শংসন করে (তাঁরা) জগতী (ছন্দ) শংসন করেন। জগতী ব্রহ্ম(শক্তি)। ব্রহ্মশক্তির দ্বারা যজ্ঞমানে ব্রহ্মতেজ স্থাপিত করেন। গায়ত্রী ও জগতী ছন্দের মাঝখানে তাঁরা আহ্বান করেন। ছন্দ সমূহকে নানাবীর্ষে ভূষিত করেন (ব্রহ্মবাদীরা)। জগতী ছন্দ শংসন করে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ শংসন করেন। জগতী ছন্দ পশু (লাভকারী), জগতী ছন্দ দ্বারা তারা পশু লাভ করেন। ত্রিষ্টুপ্ হল বল ও বীর্ষ। বলকে তাঁরা বীর্ষের ভিতর প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্ধস্বতী, মদ্বতী, সুতবতী, পীতবতী যে ত্রিষ্টুপ্যাজ্যা ঋক্ তা সমৃদ্ধ ও সুলক্ষণযুক্ত। এ হল রাত্রির রূপ। রাত্রিতে জেগে থাকেন। যতক্ষণ স্তোত্র ও শস্ত্র পাঠ না হয়, ততক্ষণ প্রভুত্বশালী অসুরেরা ও রাক্ষসেরা যজ্ঞকে অবনত করে রাখে। সেহেতু আহবনীয় (অগ্নিকে), আগ্নীধ্রীয়, গার্হপত্য ও ধিম্বের (অগ্নিসমূহ) প্রজ্বলিত করে রাখ, এরূপ ভাষণ দেন (তাঁরা)। জ্বালিয়ে রাখ, তা প্রকাশ (প্রদীপ্ত) হয়ে থাক তাঁরা তখন শুয়ে থাকবেন। তাদের অতঃপর শ্রেষ্ঠ মনে করে পাপ স্পর্শ করতে পারে না। তাঁরা অন্ধকার পাপকে বিনাশ করেন। তাঁরা অন্ধকার পাপকে বিনাশ করেন। ॥৫॥

১. তু. কৌ. ব্রা. ১৭. ৮-৯.

বিশ্বরূপং বৈ দ্বাষ্ট্রমিদ্রোহহন্। স ত্বষ্টা হতপুত্রোহভিচরণীয়মপেন্দ্রং সোমমাহরৎ। তস্যেন্দ্রো যজ্ঞবেশসং কৃত্বা প্রাসহা সোমমপিবৎ। স বিশ্বঙ্ ব্যাৰ্হৎ। তস্মাৎ সোমো নানুপহূতেন (ন) পাতব্যঃ। সোমপীথোহস্য ব্যর্ধুকো ভবতি। তস্য মুখাৎ প্রাগেভ্যঃ শ্রীর্ষশাংসূর্ধ্বান্যুদক্রামন্। তানি পশূন্ প্রাবিশন্। তস্মাৎ পশবো যশঃ। যশো হ ভবতি য এবং বেদ। ততোহস্মা এতদশ্বিনৌ চ সরস্বতী চ যজ্ঞং সমভরন্ সৌত্রামণিং ভৈষজ্যায়। তয়েন্দ্রমভ্যষিঞ্চন্। ততো বৈ স দেবানাং শ্রেষ্ঠোহভবৎ। শ্রেষ্ঠঃ স্বানাং চান্যেযাং চ ভবতি য এবং বেদ, যশৈচবংবিদ্বান্ সৌত্রামণ্যাভিষিচ্যতে ॥৬॥

ইন্দ্র ত্বষ্টাপুত্র বিশ্বরূপকে হত্যা করেন। সেই হতপুত্র ত্বষ্টা ইন্দ্রবধের জন্য আভিচারিক সোম আহরণ করেছিল। ইন্দ্র যজ্ঞবেশ ধারণ করে বলপূর্বক সেই সোমরস পান করেন। তিনি সকলদিক সোমশূন্য করলেন। সেহেতু (ইন্দ্রের) বিনা সম্মতিতে সোম পান করা উচিত নয়। সেই যাগের সোমপান বৃথা হয়। তার মুখ থেকে, প্রাণবায়ুসমূহ থেকে শ্রী, যশঃ উর্ধ্ব বিলীন হয়ে যায়। সে সমস্ত পশুদের মধ্যে প্রবেশ করে। পশুরা সেজন্যে যশ। যে এরূপ জানে যে যশস্বী হয়। সেজন্যে অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী আরোগ্যের নিমিত্ত ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে সৌত্রামণি যাগ করেন। তার দ্বারা ইন্দ্রকে তাঁরা অভিষিঞ্চন করেন। সেহেতু তিনি দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন। যে এরূপ জানে এবং জেনে সৌত্রামণি যাগের দ্বারা অভিষিঞ্চন করে, সে নিজের জাতি ও অন্যান্য জাতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়। ॥৬॥

১. তুলনীয় পাঠ- শত. ব্রা. ১২.৮.৩.১-২। এখানে ‘সৌত্রামণি’ যাগের কথা বলা হয়েছে। বিশেষ ব্যাখ্যার জন্যে পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য।

অথ সাম গায়তি ব্রহ্মা। ক্ষত্রং বৈ সাম। ক্ষত্রৈগৈবৈনং তদভিষিঞ্চতি। অথো সাম্রাজ্যং বৈ সাম। সাম্রাজ্যেনৈবৈনং তৎ সাম্রাজ্যং গময়তি। অথো সর্বেষাং বা এষ বেদানাং রসো যৎ সাম। সর্বেষামেব তদ্ বেদানাং রসেনাভিষিঞ্চতি। বৃহত্যাং গায়তি। বৃহত্যাং বা অসাবাদিত্যঃ শ্রিয়াং প্রতিষ্ঠায়াং প্রতিষ্ঠিতস্তপতি। ঐন্দ্রিয়াং বৃহত্যাং গায়তি। ঐন্দ্রো বা এষ যজ্ঞকর্তৃযৎ সৌত্রামণিঃ। ইন্দ্রায়তন এষ এতর্হি যো যজতে। স্ব ঐবৈনং তদায়তনে প্রীণাতি। অথ কস্মাৎ সংশানানি নাম? এতৈর্বে সামভির্দেদেবা ইন্দ্রমিন্দ্রিয়েণ বীর্যেণ সমশ্যন্। তথৈবৈতদ্ যজমানা এতৈরেব সামভিরিন্দ্রিয়েণৈব বীর্যেণ সংশ্যন্তি। সংশ্রবসে বিশ্রবসে সত্যশ্রবসে শ্রবস ইতি সামানি ভবন্তি। এষেবৈনং লোকেষু প্রতিষ্ঠাপয়তি। চতুর্নিধনং ভবতি। চতশ্রো বৈ দিশঃ। দিক্ষু তৎ প্রতিতিষ্ঠন্তে। অথো চতুষ্পাদঃ পশবঃ। পশূনামাপ্ত্য। তদাহঃ—যদেতৎ সাম গীয়তে, অথ কৈতস্য সাম উক্থম্? কা প্রতিষ্ঠা? ত্রয়া দেবা একাদশেত্যাহঃ, এতদ্ বা এতস্য সাম উক্থম্, এষা প্রতিষ্ঠা। ত্রয়স্বিংশং গ্রহং গৃহ্নাতি। সাম্নঃ প্রতিষ্ঠায়ৈ প্রতিষ্ঠায়ৈ ॥৭॥

অতঃপর ব্রহ্মা সামগান করেন (সৌত্রামণি যাগে)। সাম হল ক্ষাত্রতেজ। ক্ষাত্রশক্তির দ্বারাই যজমানের অভিষেক করেন। সাম তার সাম্রাজ্যের দ্বারা যজমানকে সাম্রাজ্য পাইয়ে দেন। অতএব এই যে সাম তা হল সকল বেদের রস(স্বরূপ)। সেহেতু রসের দ্বারা (সাম) সকল বেদের অভিষেক করেন। বৃহতী ছন্দে (ঋত্বিক্) গান করেন। (যজমানকে) সেই আদিত্য বৃহতী ছন্দে শ্রী ও প্রতিষ্ঠাতে প্রতিষ্ঠিত করেন। বৃহতী ছন্দে ঐন্দ্র(সাম) গান করেন। ঐন্দ্র (সাম) হল সৌত্রামণি

যজ্ঞানুষ্ঠান (ইন্দ্রসম্বন্ধীয় সামগান সৌত্রামণি যাগে প্রযুক্ত হয়)। সৌত্রামণি যাগ হল ইন্দ্রায়তন। তাঁকে (ইন্দ্রকে) তাঁর স্থানে প্রীত করে, যে এই যাগ করে। এরপর (জিজ্ঞাসা হল)——‘কেন এই শংসনসমূহের নাম এইরূপ প্রসিদ্ধ’?

উত্তর—‘এই সামগুলি (মন্ত্রগুলি) দ্বারা দেবতারা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, বীর্যের দ্বারা ইন্দ্রকে তীক্ষ্ণ করেছিলেন’। সেইরূপ যজ্ঞমানেরা এই সামগুলি দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ও বীর্যের সঙ্গে (ইন্দ্রকে) তীক্ষ্ণ করেন। ‘সংস্রবসে বিশ্ববসে সত্যব্রবসে শ্রবসে’ এইপ্রকার সামগুলি হয়ে থাকে। এ (যজ্ঞমানকে) লোকসমূহে প্রতিষ্ঠিত করে। অন্তিম যজ্ঞকর্ম চারবার হয়। দিক চারটি। যজ্ঞমানকে তারা চারদিকেই প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর পশুরা হল চতুষ্পদ। পশুদের প্রাপ্তির জন্যে। সেহেতু (ব্রহ্মবাদীরা) বলেন—‘এই যে সাম গীত হয়, আচ্ছা এই সামের ভিত্তি, প্রতিষ্ঠা কোথায়’? তাঁরা বলেন—‘দেবতারা সংখ্যায় তেত্রিশ। তাই হল সামের ভিত্তি ও প্রতিষ্ঠা। (যজ্ঞমান) তেত্রিশ (গ্রহ) পাত্র গ্রহণ করেন, সামের প্রতিষ্ঠার জন্যে, প্রতিষ্ঠার জন্যে’। ॥৭॥

১. তুলনীয় শত. ব্রা. ১২.৮.৩. ২৩-২৮

প্রজাপতিরকাম্যত—বাজমাপুয়াং স্বর্গং লোকমিতি। স এতং বাজপেয়মপশ্যৎ। বাজপেয়ো বা এষঃ, য এষ তপতি। বাজমেতেন যজ্ঞমানঃ স্বর্গং লোকমাপ্নোতি। শুক্রবত্যো জ্যোতিষ্মত্যঃ প্রাতঃসবনে ভবন্তি। তেজো ব্রহ্মবচসং তাভিরাপ্নোতি। বাজবত্যো মাধ্যংদিনে সবনে স্বর্গস্য লোকস্য সমষ্ট্যে। অন্নবত্যো গণবত্যঃ পশুমত্যন্তীয়সবনে ভবন্তি। ভূমানং তাভিরাপ্নোতি। সর্বঃ সপ্তদশো ভবতি, প্রজাপতি বৈ সপ্তদশঃ, প্রজাপতিমেবাপ্নোতি। হিরণ্যশ্রজ ঋত্বিজো ভবন্তি। মহস এব তদ্ রূপং ক্রিয়তে। এষ মেহমুষ্ণিল্লোকে প্রকাশোহসদ্ ইতি। জ্যোতির্বৈ হিরণ্যম্। জ্যোতিষ্যৈবৈনমন্তুর্দধতি। আজিং ধাবন্তি। যজ্ঞমানমুজ্জাপয়ন্তি। নাকং রোহতি, সমহসে রোহতি, বিশ্বমহসে রোহতি, সর্বমহসে রোহতি। মনুষ্যালোকাদেবৈনমন্তুর্দধতি। দেবস্য সবিতুঃ সবে স্বর্গং লোকং বর্ষিষ্ঠং নাকং রোহেয়ম্ ইতি ব্রহ্মা রথচক্রং সর্পতি। সবিতৃপ্রসূত এবৈনং তৎ সর্পতি। অথো প্রজাপতির্বৈ ব্রহ্মা। প্রজাপতিমেবৈনং বজ্রাদধিপ্রসুবতি, নাকস্যোজ্জিত্যে, বাজিনাং সংতত্যে। বাজিসামাভিগায়তি। বাজিমান্ ভবতি। বাজো বৈ স্বর্গো লোকঃ, স্বর্গমেব তল্লোকং রোহতি। বিষ্ণোঃ শিপিবিষ্টবতীষু বৃহদুত্তমং ভবতি। স্বর্গমেব তল্লোকং রুদ্ বা বৃধস্য বিষ্টপমতিক্রামতি, অতিক্রামতি ॥৮॥

প্রজাপতি কামনা করেছিলেন—আমি শক্তি এবং স্বর্গ লাভ করব। তিনি এই বাজপেয়কে প্রত্যক্ষ করলেন। প্রতপ্ত করে যা তা-ই বাজপেয়। এই বাজপেয় অনুষ্ঠানের দ্বারা যজ্ঞমান শক্তি

ও স্বর্গলোক লাভ করে। প্রাতঃসবনে শুক্রবর্তী, জ্যোতিষ্মতী (ঋক্সমূহ পঠিত) হয়^১ সে সবে
দ্বারা তেজ ও ব্রহ্মবর্চস্ (যজমান) লাভ করে। মাধ্যহ্নিন সবনে স্বর্গলোক লাভের জন্য বাজবর্তী
(ঋক্সমূহ) পঠিত হয়^২। তৃতীয় সবনে অন্নবর্তী, গণবর্তী, পশুবর্তী (ঋক্সমূহ পঠিত) হয়^৩।
সেসবের দ্বারা ভূমাকে তিনি (যজমান) লাভ করেন। বাজপেয় সর্বমোট সপ্তদশ অংশ যুক্ত।
প্রজাপতি হলেন সপ্তদশ। ফলে (এর দ্বারা) তিনি প্রজাপতিকে লাভ করেন। ঋত্বিকেরা
স্বর্ণমাল্যভূষিত। তাদের সে রূপ মহদ্ব্যুক্ত ‘এষ মেহমুখিহ্নোকে প্রকাশো হসদ্’ ইতি। হিরণ্য
জ্যোতিই। জ্যোতির দ্বারা একে (যজমানকে) অন্তরে ধারণ করেন। সংগ্রামকে তিনি অনুগমন
করেন এবং যজমানকে (সে সংগ্রামে) জয়ী করেন। স্বর্গে আরোহণ করেন (যজমান)।
শক্তিলোকে আরোহণ করেন। বিশ্বশক্তিলোকে আরোহণ করেন, সকল-শক্তিলোকে আরোহণ
করেন। ‘দেবস্য সবিতুঃ সর্বে স্বর্গং লোকং বর্ষিষ্ঠং নাকং রোহেয়ম্’—এই বলে ব্রহ্মা রথচক্র গমন
করান। সবিতৃপ্রসূত প্রজাপতি একে (যজমানকে) সেখানে গমন করান। ব্রহ্মা হলেন প্রজাপতি।
তিনি (সবিতা) প্রজাপতিকে বজ্র থেকে প্রসব করেন। তিনি (ব্রহ্মা) বাজিসাম (সামবিশেষ)
বিশেষভাবে গান করেন। ফলে (যজমান) বাজিযুক্ত হন। স্বর্গলোক হল বাজ (অন্ন)। সেই
স্বর্গলোকে তিনি আরোহণ করেন। শিপিবিষ্টবর্তী ঋক্সমূহের মধ্যে বৃহৎ ও শেষ ঋক্টি বিষ্ণুর^৪।
স্বর্গলোকে আরোহণ করে (ফলে) তিনি আদিত্যের বিষ্টপতিকে অতিক্রম (=উচ্চতাকে) করেন।
অতিক্রম করেন^৫। ॥৮॥

১. প্রাতঃসবনে যে শুক্রবর্তী ও জ্যোতিষ্মতী ঋক্সমূহ পঠিত হয়, সেগুলি হল যথাক্রমে ঋক্স সং-৪.৪৭.১
বায়ো শুক্র অযামি তে... ও অথর্ব সং (শৌ) অস্য দেবাঃ প্রদিশি জ্যোতিরন্তু ১.৯.২।
২. অথর্ব সং (শৌ) ৮.২৯.১; মরুতাং বাজবর্তী ঋক্স মন্থে অধি মে ইত্যাদি বাজবর্তী ঋক্স।
৩. (ক) অন্নবর্তী ঋক্স—যন্তে অন্নং ভূবস্পত... অথর্ব (শৌ) ১০.৫.৪৫
(খ) গণবর্তী ঋক্স—মরুতো মা গণৈরবন্ত—অথর্ব (শৌ) ১৯.৪৫.১০
(গ) পশুবর্তী ঋক্স—সং সং শ্রবন্ত পশবঃ অথর্ব (শৌ) ২.২৬.৬
৪. শিপিবিষ্টবর্তী ঋক্স—কিমিত্তে বিষ্ণো পরিচক্ষ্যং... ঋক্স সং- ৭.১০০.৬
৫. এই অনুচ্ছেদটিতে বাজপেয়ানুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য।

অথাতোহপ্তোর্থ্যমা। প্রজাপতির্বে যৎ প্রজা অসৃজত, তা বৈ তান্তা অসৃজত। তাঃ সৃষ্টাঃ
পরাচ্য এবাসন্, নোপাবর্তন্ত। তা একেন স্তোমেনোপাগৃহ্মাৎ। তা অত্যরিচ্যন্ত, তা দ্বাভ্যাম্, তাঃ
সর্বৈঃ। তস্মাৎ সর্বস্তোমঃ। তা একেন পৃষ্ঠেনোপাগৃহ্মাৎ। তা অত্যরিচ্যন্ত, তা দ্বাভ্যাম্, তাঃ

সর্বৈঃ। তস্মাৎ সর্বপৃষ্ঠঃ। তা অতিরিক্তোক্তে বারবন্তীয়েনাবারয়ন্। তস্মাদেযো
 হতিরিক্তোক্তবান্ ভবতি। তস্মাদ্ বারবন্তীয়ম্। তা যদাপহ্নাযচ্ছৎ, অতো বা অপ্তোর্যামা। অথো
 প্রজা বা অপ্তুরিত্যাছঃ। প্রজানাং যমন ইতি হৈবৈতদুক্তম্। তা বর্হিঃ প্রজাপ্তায়েরন্। তর্হি
 হৈতেন যজতো। স এষোহষ্টাপৃষ্ঠো ভবতি। তদ্ যথান্যস্মিন্ যজ্ঞে বিশ্বজিতঃ পৃষ্ঠমনু সংচরং
 ভবতি, কথমেতদেবমত্রেতি? পিতৈষ যজ্ঞানাম্। তদ্ যথা শ্রেষ্ঠিনি সংবশ্রেয়ুরপি বিদ্বিষাণাঃ,
 এবমেবৈতচ্ছ্রেষ্ঠিনো বশেয়ান্নমন্নস্যানুচর্যায় ক্ষমন্তে' ॥৯॥

অতঃপর এই হেতু অপ্তোর্যাম (ক্রতু)। প্রজাপতি যখন প্রজাসৃষ্টি করলেন তখন তাদের
 তন্তু(ধারা) করে সৃষ্টি করলেন। এরপর যখন সেই (প্রজারা) সৃষ্টির পর (স্রষ্টার প্রতি) পরাঙ্মুখ
 হয়ে আর ফিরে এল না, তিনি একটি স্তোমের দ্বারা তখন তাদের ফিরিয়ে আনলেন। তাঁরা
 (পুনরায়) অতিক্রম করে গেল। তাদেরকে তখন দুটি (স্তোমের দ্বারা), অতঃপর সকল স্তোমের
 দ্বারা (ফিরিয়ে আনলেন)। সেহেতুই সর্ব (অপ্তোর্যাম) স্তোম(যুক্ত)। তারা একটি পৃষ্ঠের
 (স্তোত্র?) দ্বারা ফিরে এল। তারা পুনরায় ফিরে গেল। তারা দুটি, তারা সকল পৃষ্ঠের (স্তোত্র)
 দ্বারা (ফিরে এল)। সেহেতুই (অপ্তোর্যাম) সর্বপৃষ্ঠ (স্তোত্র)যুক্ত। তাঁরা অতিরিক্ত উক্তে বারবন্তী
 (সামের দ্বারা) নিবারিত করলেন (প্রজাদের)। সেহেতু একে (অপ্তোর্যামকে) অতিরিক্তোক্তযুক্ত
 বলা হয়। সেহেতু এই অতিরিক্তোক্ত (অপ্তোর্যামকে) বারবন্তীয় বলে। তিনি যেহেতু তাদের
 পেয়ে(=অপ্তা) নিয়মিত (=যমন) করলেন সেহেতু অপ্তোর্যাম নামকরণ। সেহেতু প্রজারা হল
 'অপ্ত' (প্রাপ্ত)। প্রজাদের নিয়ন্ত্রণ (নিয়মন), সেহেতু এরূপ উক্ত হয়। সেই প্রজারা (বেদিতে)
 ঘাস ছড়িয়ে দেবেন। সেহেতু (অপ্তোর্যাম স্তোত্র দ্বারা) তিনি যাগ করেন। সেই (অপ্তোর্যাম),
 স্তোত্রযুক্ত হয়। সেহেতু যখন অন্য যজ্ঞে বিশ্বজিৎ যাগের পৃষ্ঠ স্তোত্রের পর যখন বিশ্বজিৎ যাগের
 পৃষ্ঠ্য (স্তোত্ররা) অন্য যজ্ঞে সঞ্চারিত হয়ে যায়, কেন তা এরূপ এখানে হয়? এ হল যজ্ঞসমূহের
 পিতা। যেমন বিদ্বিষ্টরা তাদের শ্রেষ্ঠ (নেতার কাছে) বশীভূত, তেমনি শ্রেষ্ঠপুরুষের কামনানুসারে
 অন্ন ও অন্নের অনুচরণীয় (বিষয়সমূহ) ক্ষমাই হয়'। ॥৯॥

১. পঞ্চ. ব্রা. ২০.৬.২-৪। এটি অপ্তোর্যাম ক্রতুর সঙ্গে যুক্ত। পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য।

তদ্ যথৈবাদোহহু উক্তানামাগ্নেয়ং প্রথমং ভবতি, এবমেবৈতদত্রাপ্যাগ্নেয়ং প্রথমং ভবতি।
 ঐন্দ্রে বাব তত্রোত্তরে, ঐন্দ্রে বা এতে। ঐন্দ্রাবৈষ্ণবমচ্ছাবাকস্যোক্থং ভবতি।
 চতুরাহাবান্যতিরিক্তোক্তানি ভবন্তি। পশবো বা উক্তানি। চতুষ্টয়া বৈ পশবঃ। অথো চতুষ্পাদঃ
 পশবঃ। পশূনামাপ্ত্য। ত এতে স্তোত্রিয়ানুরূপাস্তৃচা অর্ধচশস্যাঃ। প্রতিষ্ঠা বা অর্ধচঃ, প্রতিষ্ঠিত্যা

এব। অথৈতেষামেবাশ্বিনানাং সূক্তানাং দে দে সমাহাবমেকৈকমহরহঃ শংসতি। অশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজৌ। তস্মাদাশ্বিনানি সূক্তানি শংসতি। তদশ্বিভ্যাং প্রদদুরিদং ভিষজ্যতমিতি। ক্ষেত্রপত্যাঃ পরিধানীয়া ভবন্তি। যত্র হ তন্তুংপ্রজা অশনায়ন্তীঃ পিপাসন্তীঃ সংরুদ্ধা স্থিতা আসন, দীনা এতাভির্যথাক্ষেত্রং পায়য়াং চকার, তর্পয়াং চকার। অথো ইয়ং বৈ ক্ষেত্রং পৃথিবী। অস্যামদীনায়ামন্ততঃ প্রতিষ্ঠাস্যামহ ইতি। ত্রিষ্টুভো যাজ্য ভবন্তি। যত্র হ তন্তুংপ্রজা অশনায়ন্তীঃ পিপাসন্তীঃ সংরুদ্ধা স্থিতা বভূবুঃ, স্তা হৈবৈনা এতাভির্যথৌকসং ব্যবসায়য়াং চকার। তস্মাদেতা যাজ্য ভবন্তি, তস্মাদেতা যাজ্য ভবন্তি ॥১০॥

যেমন একাহযোগে উক্তসমূহের মধ্যে আগ্নেয় (শস্ত্র) প্রথম (উক্ত) হয়, সেরূপ এখানেও (অপ্তোর্যাম ক্রতুতে) আগ্নেয় (শস্ত্র) প্রথম (উক্ত) হয়। পরের দুটি ঐন্দ্র (শস্ত্র), দুটিই ইন্দ্র সম্বন্ধীয়। ঐন্দ্রাবৈষণব (শস্ত্র)টি অচ্ছাবাকের উক্ত। (অপ্তোর্যাম-যোগে) চারটি আহাব ও অতিরিক্ত উক্ত (পঠিত) হয়। উক্ত (সমূহ) হল পশু। পশুরা চতুষ্পদ। (আহাব) দ্বারা পশু (প্রাপ্তি ঘটে)। সেহেতু পশুরা চতুষ্পদ। পশুদের প্রাপ্তির জন্যেই (আহাব পঠিত হয়)। সেই স্তোত্রিয়ানুরূপ তৃচসমূহ অর্ধশ্বকরূপে শংসিত হয়। অর্ধ-শ্বক হল প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠার জন্যে (অর্ধ-শ্বক শংসিত হয়)। অতঃপর বিদ্যমান আশ্বিনসূক্তসমূহের মধ্যে দুই-দুই স্তোত্র। (তন্মধ্যে) একটি (সমাহারস্তোত্র) প্রত্যহ তিনি শংসন করেন। অশ্বিদেবতাদ্বয় হলেন দেবতাদের চিকিৎসক, সেহেতু আশ্বিনসূক্তসমূহ তিনি শংসন করেন। সেহেতু এই যজ্ঞ অশ্বিদ্বয়দ্বারা সম্পন্ন করেন; (তারা বলেন)—‘তোমরা দুজন চিকিৎসা কর’। পরিধানীয়া (শ্বকসমূহ) ক্ষেত্রপতির’। যখন (তার) প্রজারা ক্ষুধার্ত, পিপাসিত ও অপরুদ্ধ ছিল, তখন তাদের, দীন (প্রজাদের) এই সমস্ত (শ্বক দ্বারা) ক্ষেত্র (=ক্ষেত্রফল) পান করান ও তৃপ্ত করেন। অতঃপর এই পৃথিবীই হল ক্ষেত্র। আমরা এই আদান (সম্পদময়ী) পৃথিবীর ভিতরে প্রতিষ্ঠিত হবো।

যাজ্য ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে (পঠিত) হয়। যেখানে সেই প্রজারা ক্ষুধার্ত, পিপাসিত ও অপরুদ্ধ ছিলেন। তাদের তিনি এই (যাজ্যশ্বকসমূহ) দ্বারা স্ব স্ব স্থানানুসারতঃ নিযুক্ত করেন। সেহেতু এরা যাজ্য, সেহেতুই এরা যাজ্য^১। ॥১০॥

১. গাষ্ট্রাপাঠ ‘ক্ষেত্রপত্যাঃ’ ত্রিবেদী পাঠ ‘ক্ষেত্রবত্যাঃ’। অথর্ববেদ ১৯.১১.১০ এর শ্বকে যেহেতু ‘ক্ষেত্র’ ও পতি পদ দুটি আছে (‘শংনো দেব..... ক্ষেত্রস্য পতিরস্তু শস্তুঃ’) সেহেতু ঐ পদটি ‘ক্ষেত্রপতী’ হওয়াই বিধেয় অর্থাৎ ক্ষেত্রপতী শ্বক।

২. তুলনীয় ঐ.ব্রা. ৩০.১১.

অথাতোহনৈকাহিকম্। ঋত্বোত্রিয়মদ্যস্তোত্রিয়স্যানুরূপং কুৰ্বন্তি প্রাতঃসবনে। অহীনমেব তৎ
সংতষন্তি, অহীনস্য সংততৌ। তদ্ যথা হ বা একাহঃ সূত, এবমহীনঃ সূতঃ। তদ্ যথৈকাহস্য
সূতস্য সবনানি সংতিষ্ঠমানানিয়ন্তি, এবমহীনস্য সূতস্যাহানি সংতিষ্ঠমানানিয়ন্তি। তদ্
যচ্ছস্তোত্রিয়মদ্যস্তোত্রিয়স্যানুরূপং কুৰ্বন্তি প্রাতঃসবনে, অহরেবং তদহোহনুরূপং কুৰ্বন্তি।
অপরেণৈব তদহাপরমহরভ্যারভন্তে। তৎ যথা ন মাধ্যংদিনে সবনে। ত্রীর্বে পৃষ্ঠানি। তানি
তস্মিন্নেবাবস্থিতানি ভবন্তি। এতেনৈব বিধিনা তৃতীয়সবনে। ন ঋত্বোত্রিয়মদ্যস্তোত্রিয়স্যানুরূপং
কুৰ্বন্তি ॥১১॥

অতঃপর অনেকদিনসাধ্য (অহীন) যাগের কথা বলা হচ্ছে। (সে যাগে) প্রাতঃসবনে আজ
আগামীকালের স্তোত্রিয়ের অনুরূপ হিসেবে পাঠ করেন (ঋত্বিক্রা)। তাঁরা অহীন যাগকেই
সম্যকরূপে বিস্তৃত করেন, অহীন যাগের বিস্তৃতির নিমিত্ত। যেরূপ একাহ যাগ সূত (সোমভিষব
যুক্ত), তেমনি অহীন যাগও সূত (অর্থাৎ সোমভিষব যুক্ত)। যেমন একাহ (সোম) যাগের
(অভিষবের) সবন সমূহ সম্যকরূপে পরিচালিত হয়, তেমনি অহীন যাগের (ও) অভিষবের
দিনগুলো সম্যকরূপে পরিচালিত হয়। প্রাতঃসবনে (যেমন) আগামীকালের স্তোত্রিয়কে আজ
স্তোত্রিয়ের অনুরূপ হিসেবে পাঠ করেন (ঋত্বিক্রা)', তাঁরা তেমনি (অহীনযাগে) স্তোত্রিয়
অন্যদিনের অনুরূপ হিসেবে পাঠ করেন। একটি দিবসের (পূর্বদিবসের) অনুসারে তাঁরা অপর
(পর) দিবসটি আরম্ভ করেন।

মাধ্যন্দিন সবনে অবশ্য সেরূপ হয় না। পৃষ্ঠ (স্তোত্র) সমূহ হল (মাধ্যন্দিন সবনের)। শ্রী
(সম্বন্ধীয়) সেই পৃষ্ঠস্তোত্রসমূহ সেই (সবনে) অবস্থান করে। এই বিধি অনুসারেই তৃতীয় সবনে
(ঋত্বিক্রা) আগামী দিবসের স্তোত্রিয়কে আজকের স্তোত্রিয়ের অনুরূপ (হিসেবে) পাঠ করেন
না। ॥১১॥

১. তুলনীয় ঐ. ব্রা. ৬.১৭.১-২ এবং ৬.৫.১.

এটি অহীনযাগ সম্পর্কিত। বিশেষ ব্যাখ্যার জন্যে পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য।

অথাত আরম্ভণীয়া এব। ঋজুনীতী নো বরুণঃ ইতি মৈত্রাবরুণস্য। মিত্রো নয়তু বিদ্বান্
ইতি। প্রণেতা বা এষ হোত্রকাণাং যদ্ মৈত্রাবরুণঃ। তস্মাদেষা প্রণেতৃমতী ভবতি। ইন্দ্রং বো
বিশ্বতম্পরি ইতি ব্রাহ্মণাচ্ছসিনঃ। হবামহে জনেভ্যঃ ইতীন্দ্রমেবৈতয়াহরহর্নির্হয়ন্তে। ন
হৈবৈষাং বিহবেহন্য ইন্দ্রং বৃঙ্কতে, যত্রৈবংবিদ্বান্ ব্রাহ্মণাচ্ছস্যেতামহরহঃ শংসতি। যৎ সোম

আ সুতে নরঃ ইত্যচ্ছাবাকস্য। ইন্দ্রাণী অজোহবুঃ ইতীন্দ্রাণী এবৈতয়াহরহরনির্হয়ন্তে। ন
হৈবৈষাং বিহবেহন্য ইন্দ্রাণী বৃঙ্তে, যত্রৈবংবিদ্বানচ্ছাবাক এতামহরহঃ শংসতি। তা বা এতাঃ
স্বর্গস্য লোকস্য নাবঃ সংতারণ্যঃ। স্বর্গমে বৈতাভিলোকমনুসংতরন্তি ॥১২॥

অনন্তর এজন্য (অহীনযাগের) আরম্ভনীয় (ঋক্) সমূহের কথা (বলা হচ্ছে)। ‘ঋজুনীতী নো
বরুণঃ’^১ এটি হল মৈত্রাবরুণের ঋক্। ‘মিত্রো নয়তু বিদ্বান্’^২ ইত্যাদিও (মৈত্রাবরুণেরই)। যিনি
মৈত্রাবরুণ তিনি এখানে হোত্রকদের প্রণেতা। সেজন্যে একে প্রণেতৃমতী ঋক্ বলা হয়।
ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর (ঋক্) হল ‘ইন্দ্রং বো বিশ্বতম্পরি’^৩ ইত্যাদি। ‘হবামহে জনেভ্যঃ’^৪ ইতি ঋক্
দ্বারা তাঁরা প্রত্যহ ইন্দ্রকে আহ্বান করেন। এদের বিশেষ আহ্বান (হেতু) ইন্দ্র অন্য কোনো
(যজমানকে) বরণ করেন না। এরূপ জেনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী এই ঋক্ প্রত্যহ শংসন করেন।
অচ্ছাবাকের (ঋক্ হল) ‘যৎ সোম আ সুতে নরঃ’^৫ ইতি। ‘ইন্দ্রাণী অজোহবু’^৬ এই ঋক্ দ্বারা
ইন্দ্রাণীকে প্রত্যহ আহ্বান করবেন।

এদের বিশেষ আহ্বান (হেতু) ইন্দ্রাণী অন্যকে বরণ করেন না। যেখানে এরূপ জেনে
অচ্ছাবাক এই ঋক্ দ্বারা অহরহ শংসন করেন। এই ঋক্‌সমূহ স্বর্গলোক তরণের নৌকা
(স্বরূপ)। ॥১২॥

তুলনীয় ঐ. ব্রা. ৬.৬

১. ঋক্ সং ১.৯০.১ (ক+থ); ঐ.ব্রা. ৬.৬.২; কৌ. ব্রা. ২৬.১০
২. এখানে পাঠ ‘প্রণেত্রিমতী’, কিন্তু ঐ.ব্রা. পাঠ ‘প্রণেতৃমতী’। অধিকতর শুদ্ধ।
৩. ঋক্. সং ১.৭.১০ (ক + থ); অথর্ব (শৌ) ২০.৩৯.১ (ক+থ); তৈ.
সং. ১.৬.১২.১ (ক+থ) ইত্যাদি।
৪. ঋক্ সং ৭.৯৪.১০ (ক+থ); ঐ. ব্রা. ৬.৬.৫।

অথাতঃ পরিধানীয়া এব। তে স্যাম দেব বরুণ ইতি মৈত্রাবরুণস্য। ইষং স্বশ্চ ধীমহি ইতি।
অয়ং বৈ লোক ইষমিতি, অসৌ লোকঃ স্বরিতি, উভাবেবৈনৌ তৌ লোকাবারভতে।
ব্যন্তরিক্ষমতিরদ্ ইতি ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ। বিবত্চম্। স্বর্গমেবৈতাভিলোকং বিবৃণোতি। মদে
সোমস্য রোচনা, ইন্দ্রো যদভিনদ্ বলম্ ইতি। সিষাসবো হ বা এতে যদ্ দীক্ষিতাঃ। তস্মাদেষা
বলবতী ভবতি।

উদ্গা আজদঙ্গিরোভ্য আবিষ্কৃণ্ণন্থহা সতীঃ।

অর্বাঞ্চং নুদে বলম্ ॥ ইতি।
 সনিমেতেভ্য এতয়াবরুন্ধে।
 ইন্দ্রেণ রোচনা দিবো দৃঢ়ানি দৃংহিতানি চ।
 স্থিরাণি ন পরাণুদে। ইতি ।

স্বর্গমেবৈতয়াহরহলোকমবরুন্ধে। আহং সরস্বতীবতোঃ ইত্যচ্ছাবাকস্য। ইন্দ্রাগ্নোরবো
 বৃণে ইতি। এতদ্ধ বা ইন্দ্রাগ্নোঃ প্রিয়ং ধাম যদ্ বাগিতি। প্রিয়েণৈবৈনৌ তদ্ ধাম্মা সমর্থয়তি।
 প্রিয়েণৈব ধাম্মা সমুখ্যতে য এবং বেদ ॥১৩॥

অতঃপর এই কারণে পরিধানীয়া (ঋক্) পাঠিত হয়। মৈত্রাবরুণের (ঋক্) হল ‘তে স্যাম দেব
 বরুণ’ ইতি। ‘ইষং স্বশ্চ ধীমহি’^২ (এ অংশটুকুও মৈত্রাবরুণ পাঠ করবেন।। এই লোক হল
 ‘ইষম্’। সেই লোক হল ‘স্বঃ’, তিনি উভয় লোকেই ধারণ করেন।

ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর (পরিধানীয়া) ঋক্ হল ‘ব্যন্তরিক্ষমতিরং’^৩ ইতি। এটি তার বিবৃৎত্চ (-র
 অন্তর্গত ঋক্)। এসব দ্বারা তিনি স্বর্গলোককে বিস্তৃত করেন। তিনি ‘মদে সোমস্য রোচনা, ইন্দ্রো
 যদভিনদ্ বলম্’^৪ ইতি পাঠ করবেন (ব্রাহ্মণাচ্ছংসী)। যারা দীক্ষিত তারা জয়েচ্ছু। সেহেতু এই
 ঋক্ বলবতী হয়।

তৃচের (দ্বিতীয় হল) উদ্গা আজদঙ্গিরোভ্য আবিষ্কৃধন্ গুহা সতীঃ। অর্বাঞ্চং নুদে বলম্’^৫ ॥
 এর দ্বারা তিনি সম্পদকে অধিকৃত রাখেন।

তৃচের (তৃতীয়টি হল) ‘ইন্দ্রেণ রোচনা দিবো দৃঢ়ানি দৃংহিতানি চ। স্থিরাণি ন পরাণুদে’^৬।
 এই (মন্ত্রদ্বারা) তিনি স্বর্গলোককে অবরুদ্ধ করেন।

অচ্ছাবাকের (পরিধানীয়া) হল ‘আহং সরস্বতীবতোঃ’ ও ‘ইন্দ্রাগ্নোরবো বৃণে’^৭। যা বাক্
 তাই হল ইন্দ্র ও অগ্নির প্রিয় আবাস। তাদের দুজনকে এই প্রিয় ধামের দ্বারা সম্যকরূপে বর্ধিত
 করেন। যে এরূপ জানে সে এই প্রিয়ধাম দ্বারা সম্যকরূপে বর্ধিত হয়। ॥১৩॥

১. ঋক্‌সংহিতা ৭.৬৬.৯; ঐ. ব্রা. ৬.৭.২.
২. তদেব ৮.১৪.৭; অথর্ব (শৌ) ২০.২৮.১; ঐ. ব্রা. ৬.৭.৩
৩. তদেব ৮.১৪.৮; অথর্ব (শৌ) ২০.২৮.২; ঐ. ব্রা. ৬.৭.৬
৪. তদেব ৮.১৪.৯; অথর্ব (শৌ) ২০.২৮.৩. ঐ. ব্রা. ৬.৭.৭
৫. ঋক্‌ সং ৮.৩৮.১০; ঐ. ব্রা. ৬.৭.১০ (একটিই ঋক্)।

উভয়ো হোত্রকাণাং পরিধানীয়া ভবন্তি, অহীনপরিধানীয়াশ্চৈকাহীনস্যা। তত
 ঐকাহিকীভিরেব মৈত্রাবরুণঃ পরিদধতি। তেনাস্মাল্লোকাদ্ ন প্রচ্যবতে।
 আহিনীকীভিরচ্ছাবাকঃ। স্বর্গস্য লোকস্যাষ্ট্যু। উভয়ীভির্ভ্রাহ্মণাচ্ছংসী। এবমসাববুভৌ
 ব্যঘারভমাণ এতীমং চ লোকমমুং চ। অথোহীনং চৈকাহং চাথো সংবৎসরং চাগ্নিষ্টোমং চাথো
 মৈত্রাবরুণং চাচ্ছাবাকং চ। এবমসাববুভৌ ব্যঘারভমাণ এতি। অথ তত ঐকাহিকীভিরেব
 তৃতীয়সবনে হোত্রকাঃ পরিদধতি। তেনাস্মাল্লোকাদ্ ন প্রচ্যবতে। আহিনীকীভিরচ্ছাবাকঃ। স্বর্গস্য
 লোকস্য সমষ্ট্যে। কামং তদ্বোতা শংসেদ্, যদ্বোত্রকাঃ পূর্বেদ্যুঃ শংসেয়ুঃ। যদ্ বৈ হোতা,
 তদ্বোত্রকাঃ। প্রাণো বৈ হোতা, অঙ্গানি হোত্রকাঃ। সমানো বা অয়ং প্রাণোহঙ্গান্যনুসংচরতি।
 তস্মাৎ তৎ কামং হোতা শংসেদ্, যদ্বোত্রকাঃ পূর্বেদ্যুঃ শংসেয়ুঃ। যদ্ বৈ হোতা তদ্বোত্রকাঃ।
 আত্মা বৈ হোতা, অঙ্গানি হোত্রকাঃ। সমানা বা ইমে হঙ্গানামন্তাঃ। তস্মাৎ তৎ কামং হোতা
 শংসেদ্, যদ্বোত্রকাঃ পূর্বেদ্যুঃ শংসেয়ুঃ। যদ্ বৈ হোতা, তদ্বোত্রকাঃ। সূক্তান্তৈর্হোতা পরিদধতি।
 অথ সমান্য এব হোত্রকাণাং পরিধানীয়া ভবন্তি ॥১৪॥

হোত্রকদের পরিধানীয়া (ঋক্সমূহ) উভয়বিধ; অহীন পরিধানীয়া ও একাহ পরিধানীয়া।
 সেখানে মৈত্রাবরুণ অহীন ও একাহ (যাগের) পরিধানীয়া পাঠ করেন। সেজন্যে তিনি (যজমান)
 এই লোক থেকে বিচ্যুত হন না। অচ্ছাবাক অহীনযোগের অপর পরিধানীয়া পাঠ করেন।
 স্বর্গলোক লাভের নিমিত্ত। ব্রাহ্মণাচ্ছংসী উভয়বিধ পরিধানীয়া পাঠ করেন। এক্রূপে উভয়বিধ
 পরিধানীয়া দ্বারা তিনি (যজমান) এই (পৃথিবীলোক) ও ঐ (স্বর্গলোক) কে লাভ করেন। (অর্থাৎ
 লাভের জন্য প্রারম্ভ করেন)। তিনি এইরূপে উভয়লোককে অহীন, একাহ, সংবৎসর ও
 অগ্নিষ্টোম যাগের নিমিত্ত অতঃপর মৈত্রাবরুণ ও অচ্ছাবাকের নিমিত্ত (প্রারম্ভ) করেন। এক্রূপে
 হোত্রকরা তৃতীয় সবনে একাহ যাগে পরিধানীরা (ঋক্) সমূহ পাঠ করেন। ফলে তিনি এই লোক
 থেকে বিচ্যুত হন না। অহীনযোগের পরিধানীয়া (ঋক্সমূহ) পাঠ করেন অচ্ছাবাক, স্বর্গলোক
 লাভের নিমিত্ত। হোত্রকরা যা পূর্বদিবসে শংসন করেন, (আজ) সেসব হোতা অবশ্যই পাঠ
 করবেন। হোতা যা (পাঠ করেন), তাই হোত্রকরা (পাঠ করেন)। হোতা হলেন প্রাণ (বায়ু)।
 হোত্রকরা অঙ্গসমূহ। এই প্রাণ (বায়ু) সম্যকরূপে অঙ্গসমূহকে সঞ্চালিত করে। সেহেতু অবশ্যই
 হোতা (সেসব) শংসন করেন, যা পূর্বদিনে হোত্রকরা শংসন করেছিলেন। হোতা যা (পাঠ
 করেন), তাই হোত্রকরা (পাঠ করেন)। হোতা হলেন আত্মা। হোত্রকরা হলেন অঙ্গসমূহ।
 অঙ্গসমূহের অন্তঃসমূহ সমতুল্য হয়। সেহেতু অবশ্যই হোতা শংসন করেন, যা হোত্রকরা পূর্বদিনে
 শংসন করেন। যা হোতা (শংসন করেন), তাই হোত্রকরা (শংসন করেন)। হোতা সূক্তান্ত ঋক্

(দ্বারা) পরিধানীয়া শংসন করেন। সেহেতু (তৃতীয় সবনে) হোত্রকদের পরিধানীয়া ঋকসমূহ সম
(সংখ্যক) হয়। ॥১৪॥

১. ঐ. ব্রা. ৬.৮

যঃ স্তোত্রিয়ঃ, তমদ্যস্তোত্রিয়স্যানুরূপং কুবন্তি প্রাতঃসবনে। অহীনমেব ত সংতস্বন্তি,
অহীনস্য সংততৌ। ত এতে হোত্রকাঃ প্রাতঃসবনে ষড়হস্তোত্রিয়ং শস্ত্রা মাধ্যংদিনেহীনসূক্তানি
শংসন্তি। আ সত্যো যাতু মঘবাঁ ঋজীষী ইতি। সত্যবদ্ মৈত্রাবরুণঃ। অস্মা ইদু প্র তবসে
তুরায় ইতি ব্রাহ্মণাচ্ছংসী। শাসদ্ বহির্দুহিতুর্নপ্ত্যং গাদ্ ইত্যচ্ছাবাকঃ। তদাহঃ—
কস্মাদচ্ছাবাকো বহিবদেতৎ সূক্তমুভয়ত্র শংসতি স পরাঙ্কু চৈবাহঃস্বর্বাঙ্কু চেতি। বীর্যবান্ বা এষ
বহুচো যদচ্ছাবাকঃ। বহতি হ বৈ বহির্ধুরো যাসু যুজ্যতে। তস্মাদচ্ছাবাকো বহিবদেতৎ
সূক্তমুভয়ত্র শংসতি স পরাঙ্কু চৈবাহঃস্বর্বাঙ্কু চেতি। তানি পঞ্চঃস্বহঃসু শস্যন্তে—চতুর্বিংশে-
হভিজিতি বিষুবতি বিশ্বজিতি মহাব্রতে। তান্যেতান্যহীনসূক্তানীত্যাচক্ষতে। ন হ্যেষু কিংচন
হীয়তে। পরাঙ্কি হ বা এতান্যহান্যনভ্যাবর্তীনি ভবন্তি। তস্মাদেতান্যেতেষ্বহঃসু শস্যন্তে। যদেতানি
শংসন্তি, তৎ স্বর্গস্য লোকস্য রূপম্। যদ্ বৈতানি শংসন্তি, ইন্দ্রমেবৈতৈর্নিহ্নয়ন্তে যথর্ষভং
বাশিতায়ৈ। তে বৈ দেবশর্ষয়শ্চাক্রবন্—সমানেন যজ্ঞং সংতস্বামহা ইতি। তদেতদ্ যজ্ঞস্য
সমানমপশ্যন্—সমানান্ প্রগাথান্, সমানীঃ প্রতিপদঃ, সমানানি সূক্তানি। ওকঃসারী বা ইন্দ্রঃ।
যত্র বা ইন্দ্রঃ পূর্বং গচ্ছতি, গচ্ছত্যেব তত্রাপরম্, যজ্ঞস্যেব সেদ্রতায়ৈ ॥১৫॥

॥ ইত্যথর্ববেদে গোপথব্রাহ্মণোত্তরভাগে পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ ॥

যা পরদিবসে স্তোত্রিয় (হিসাবে ঋত্বিকরা পাঠ করেন), তাই আজ প্রাতঃসবনে (তাঁরা)
স্তোত্রিয়ানুরূপ হিসেবে (পাঠ) করেন। (তাঁরা) অহীনযাগকে (সেভাবেই) অবিচ্ছিন্ন রাখেন।
অহীনযাগের অবিচ্ছিন্নতা রাখার নিমিত্তই (তা পাঠ করেন) সেই হোত্রকরা প্রাতঃসবনে ষড়হ
স্তোত্রিয় শংসন করে মাধ্যদিন সবনে অহীনসূক্ত সমূহ শংসন করেন। ‘আ সত্যো যাতু মঘবাঁ
ঋজীষী’^২—এই ঋক্ (পাঠ করেন) সত্যবাদী মৈত্রাবরুণ। ব্রাহ্মণাচ্ছংসী পাঠ করেন ‘অস্মা ইদু
প্র তবসে তুরায়’^{৩,৪} এই (ঋক্)। অচ্ছাবাক শংসন করেন শাসদ্ বহির্দুহিতুর্নপ্ত্যং গাদ্—এই
(ঋক্)। সেহেতু (ব্রহ্মবাদীরা) বলেন—‘কেন অচ্ছাবাক বহিপদযুক্ত এই সূক্ত উভয়ত্র (উভয়
দিবসে)—যথা পরদিবসে ও অদ্য ও অন্য দিন শংসন করেন’?^৫ (কারণ) অচ্ছাবাক যিনি বহু-
ঋক্ জানেন (বহুচ), তিনি বীর্যবান্। বহি তাই বহন করে, যাতে ভার যোজিত হয়। সেহেতু

অচ্ছাবাক বহিঃশব্দযুক্ত এই সূক্ত উভয়ত্র পরদিবসে, অদ্য ও অন্যদিন শংসন করেন। সেই সূক্ত পাঁচটি দিনে শংসিত হয়। চতুর্বিংশ (দিনে), অভিজিতে, বিযুবান্ দিবসে, বিশ্বজিতে ও মহাব্রতে (দিবসে)। এই সমস্ত সূক্তকে অহীনসূক্ত বলা হয়। এর মধ্যে কিছুই হীন হয় না। (অর্থাৎ বিনষ্ট হয় না)। এই দিনসমূহ পরদিবসে (অন্যত্র পরাধিঃ) ক্রমবর্ধিত হয় না। এই সূক্তসমূহ এই দিবসসমূহে শংসিত হয়। যেহেতু এ (সূক্তসমূহ) শংসন করেন (ঋত্বিকরা)—তা স্বর্গলোকেরই প্রতীক। (এ অহীন সূক্ত) সমূহ তাঁরা শংসন করেন, (সেহেতু) তাঁরা ইন্দ্রকে আহ্বান করেন। যেমন একটি গাভীর নিমিত্ত যাঁড়কে আহ্বান করা হয়, সেই দেবতারা ও ঋষিরা বললেন—‘সমান মন্ত্র দ্বারা আমরা যজ্ঞকে অবিচ্ছিন্ন রাখব’। সেহেতু যজ্ঞের সমতাকে (সমকে=সব কিছুকে) তাঁরা দেখেছিলেন, (যথা)—সমান প্রগাধসমূহ, সমান প্রতিপাদ ও সমান সূক্তসমূহ। ইন্দ্র প্রতিগৃহগামী, (ওকঃসারী) যেখানে ইন্দ্র প্রথমে যান, সেখানে অন্য সময়েও যান, সেখানে যজ্ঞের ইন্দ্রত্বহেতু যান। ॥১৫॥

তুলনীয় ঐ.ব্রা. ৬.১৮.৪; বৈ.সূ. ৩১.১৯-২০.

১. ষড়হ—সংবৎসর সত্রযাগে দুধরণের ষড়হ যাগ থাকে অভিপ্লবষড়হ ও পৃষ্ঠ্যষড়হ। ষড়হ মূলতঃ ষট্‌দিনসাধ্য সোমযাগ। প্রতিষড়হ যাগে অনেকগুলি স্তোত্র ও শস্ত্র পাঠ থাকে। এখানে অচ্ছাবাক ঋত্বিকের প্রাতঃসবনে পঠিত স্তোত্র বিশেষপ্রসঙ্গে উত্থাপিত হয়েছে। পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য।
২. ঋক্ সং- ৪.১৬.১ক; অথর্ব (শৌ) ২০.৭৭.১০; কৌ.ব্রা. ২৫.৭. বৈ.সূ. ৩৩.১৭.
৩. ঋক্ সং-১.৬১.১ক; অথর্ব (শৌ) ২০.৩৫.১ক; কৌ.ব্রা. ২৬.১৬. বৈ.সূ. ৩১.১৯.
৪. ঋক্ সং-৩.৩১.১(ক); ঐ.ব্রা. ৬.১৮.২— অনুবাদকেরা নানাভাবে এই মন্ত্রটির অর্থ করেছেন।
৫. যাগগুলির পরিচয়ের জন্য পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য।

টীকা- ‘ওকঃসারী’ পদটির অর্থ স্পষ্ট নয়।

অথর্ববেদীয় গোপথ ব্রাহ্মণের উত্তরভাগে পঞ্চম প্রপাঠক সমাপ্ত।

উত্তর ভাগ

ষষ্ঠ প্রপাঠক

ওম্। তান্ বা এতান্ সংপাতান্ বিশ্বামিত্রঃ প্রথমমপশ্যৎ—এবা ত্বামিন্দ্র বজ্রিন্দ্র, যন্ন ইন্দ্রো জুজুষে যচ্চ বষ্টি, কথা মহামব্ধং কস্য হোতুঃ ইতি। তান্ বিশ্বামিত্রেণ দৃষ্টান্ বামদেবোহসৃজত। স হেক্ষাং চক্রে বিশ্বামিত্রো—যান্ বা অহং সংপাতানদর্শং তান্ বামদেবোহসৃজত। কানিষহং সূক্তানি সংপাতান্ তৎপ্রতিমান্ সৃজয়মিতি? স এতানি সূক্তানি সংপাতাংস্তৎপ্রতিমানসৃজত—সদ্যো হ জাতো বৃষভঃ কনীনঃ, উদু ব্রহ্মাণ্যৈরত শ্রবস্যা, অভিতষ্টেব দীধয়া মনীষাম্ ইতি বিশ্বামিত্রঃ। ইন্দ্রঃ পূর্তিদাতিরদ্ দাসমকৈঃ, য এক ইন্দ্রব্যশ্চর্ষণীনাম্, যস্তিগ্নশৃঙ্গো বৃষভো ন ভীমঃ ইতি বসিষ্ঠঃ। ইমামু যু প্রভৃতিং সাতয়ে ধাঃ, ইচ্ছন্তি ত্বা সোম্যাসঃ সখায়ঃ, শাসদ্ বহির্দুহিতুর্নপ্ত্যং গাদ্ ইতি ভরদ্বাজঃ। এতৈর্বে সংপাতৈরেতে ঋষয় ইমাংলোকান্ সমপতন্। তদ্ যৎ সমপতন্, তস্মাৎ সংপাতাঃ। তৎ সংপাতানাং সংপাতত্বম্। ততো বা এতাংস্ত্রীন্ সংপাতান্ মৈত্রাবরুণো বিপর্যাসমেকৈকমহরহঃ শংসতি—এবা ত্বামিন্দ্র বজ্রিন্দ্র ইতি প্রথমেহহনি, যন্ন ইন্দ্রো জুজুষে যচ্চ বষ্টি ইতি দ্বিতীয়ে, কথা মহামব্ধং কস্য হোতুঃ ইতি তৃতীয়ে। ত্রীনেব সংপাতান্ ব্রাহ্মণাচ্ছংসী বিপর্যাসমেকৈকমহরহঃ শংসতি—ইন্দ্রঃ পূর্তিদাতিরদ্ দাসমকৈঃ ইতি প্রথমেহহনি, য এক ইন্দ্রব্যশ্চর্ষণীনাম্ ইতি দ্বিতীয়ে, যস্তিগ্নশৃঙ্গো বৃষভো ন ভীমঃ ইতি তৃতীয়ে। ত্রীনেব সংপাতানচ্ছাবাকো বিপর্যাসমেকৈকমহরহঃ শংসতি—ইমামু যু প্রভৃতিং সাতয়ে ধাঃ ইতি প্রথমেহহনি, ইচ্ছন্তি ত্বা সোম্যাসঃ সখায়ঃ ইতি দ্বিতীয়ে, শাসদ্ বহির্দুহিতুর্নপ্ত্যং গাদ্ ইতি তৃতীয়ে। তানি বা এতানি নব ত্রীণি চাহরহঃশংস্যানি। তানি দ্বাদশ ভবন্তি। দ্বাদশ হ বৈ মাসাঃ সংবৎসরঃ। সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ। প্রজাপতির্যজ্ঞঃ। তৎ সংবৎসরং প্রজাপতিং যজ্ঞমাপ্নোতি। তস্মিন্ সংবৎসরে প্রজাপতৌ যজ্ঞে অহরহঃ প্রতিতিষ্ঠন্তো যন্তি। প্রতিতিষ্ঠতে, ইদং সর্বমনু প্রতিতিষ্ঠতি। প্রতিতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভির্য এবং বেদ। তান্য ন্তরেণাবাপমাবপেরন্। অনূষ্ঠা বিরাজশ্চতুর্থোহহনি বৈমদীশ্চ পঙ্তীঃ পঞ্চমে পারুচ্ছেপীঃ ষষ্ঠে। অথ যান্যন্যানি মহাস্তোত্রাগ্যষ্টচান্যাবপেরন্ ॥১॥

ওঁ। বিশ্বামিত্র প্রথম এই সমস্ত সংপাত (মন্ত্র) দেখেছিলেন। (সেগুলি হল) ‘এবা ত্বামিন্দ্র বজ্রিন্দ্র’^১, ‘যন্ন ইন্দ্রো জুজুষে যচ্চ বষ্টি’^২, ‘কথা মহামব্ধং কস্য হোতুঃ’^৩ প্রভৃতি। বিশ্বামিত্রকর্তৃক দৃষ্ট সে সমস্ত মন্ত্র বামদেব সৃষ্টি করেছিলেন। সেই (বিশ্বামিত্র) চিন্তা করলেন—যে সংপাত মন্ত্রসমূহ দেখেছিলাম, সেগুলি বামদেব সৃষ্টি করেছেন। তাহলে আমি তার তুল্য কোন্ সূক্তগুলি সৃষ্টি করতে পারি? তিনি সংপাতের সমতুল্য এই মন্ত্রগুলি সৃষ্টি করলেন—‘সদ্যো হ জাতো বৃষভঃ কনীনঃ’^৪, ‘উদু ব্রহ্মাণৈরত শ্রবস্যা’^৫, ‘অভিত্বষ্টেব দীধয়া মনীষাম্’^৬। বশিষ্ঠ দেখলেন (এই মন্ত্রগুলি)—‘ইন্দ্রঃ পৃথিৱীদাতিরদ্ দাসমর্কৈ’^৭, ‘য এক ইন্দ্রব্যশ্চর্ষণীনাম্’^৮, ‘যন্তিগ্নশৃঙ্গো বৃষভো ন ভীমঃ’^৯। ভরদ্বাজ (দেখলেন)—‘ইমামৃ যু প্রভৃতিং সাতয়ে ধাঃ’^{১০}, ‘ইচ্ছন্তি ত্বা সোভ্যাসঃ সখায়ঃ’^{১১}, ‘শাসদ্ বহির্দুহিতূর্ণপ্ত্যং গাদ্’^{১২}। এই সংপাত মন্ত্রসমূহের দ্বারা ঋষিরা লোকসমূহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যেহেতু সংপ্রাপ্ত হয়েছিলেন সেহেতু এদের সংপাত বলা হয়। এ-ই সংপাতসমূহের সংপাতত্ব।

অতঃপর এই তিন ধরনের সংপাতমন্ত্রসমূহ একে একে মৈত্রাবরুণ বিপরীত ক্রমে অহরহ শংসন করবেন। প্রথম দিন—‘এবা ত্বামিন্দ্র বজ্রিন্দ্র’, দ্বিতীয় দিন ‘যন্ন ইন্দ্রো জুজুষে যচ্চ বষ্টি’, এবং তৃতীয় দিনে ‘কথা মহামব্ধং কস্য হোতুঃ’ মন্ত্রসমূহ (শংসন করেন)। ব্রাহ্মণাচ্ছংসী তিন সংপাত মন্ত্র একে একে বিপরীতক্রমে প্রত্যহ শংসন করবেন। তিনি প্রথম দিন (শংসন করবেন)—‘ইন্দ্র পৃথিৱীদাতিরদ্ দাসমর্কৈঃ’, দ্বিতীয় দিনে ‘য এক ইন্দ্রব্যশ্চর্ষণীনাম্’ এবং ‘যন্তিগ্নশৃঙ্গো বৃষভো ন ভীমঃ’ এই মন্ত্রটি তৃতীয় দিনে (শংসন করবেন)। অচ্ছাবাক তিনটি সংপাত মন্ত্র বিপরীতক্রমে একে একে শংসন করবেন প্রত্যহ। প্রথম দিনে ‘ইমামৃ যু প্রভৃতিং সাতয়ে’, দ্বিতীয় দিনে ‘ইচ্ছন্তি ত্বা সোভ্যাসঃ সখায়ঃ’ এবং তৃতীয় দিনে ‘শাসদ্ বহির্দুহিতূর্ণপ্ত্যং গাদ্’ মন্ত্রটি (শংসন করবেন)। এই (সংপাত মন্ত্র) হল নয়টি। প্রত্যহ তিনটি করে মন্ত্র শংসনীয়। (এগুলি) সংখ্যায় মোট বারো। সংবৎসরে বারোটি মাস। প্রজাপতি হলেন সংবৎসর। প্রজাপতি হলেন যজ্ঞ। সেহেতু (যজমান) প্রজাপতিকে, সংবৎসরকে, যজ্ঞকে লাভ করেন। তাঁরা (সেহেতু) সংবৎসর ব্যাপী প্রত্যহ প্রজাপতির মধ্যে, প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। যিনি এরূপ জানেন, তিনি প্রজাপতি ও পশু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁদের (অর্থাৎ সংপাত সমূহের) মধ্যে তাঁরা আবাপ করেন। নৃগ্ধবিহীন^{১৩} বিরাট^{১৪} মন্ত্রসমূহ^{১৫} চতুর্থ দিনে শংসন করেন। ‘পঞ্চমদিনে বৈমদী পঙক্তি ছন্দ। ষষ্ঠ দিনে পারুচ্ছেপী মন্ত্রসমূহ’^{১৬}। এছাড়াও তাঁরা আটটি মন্ত্রের মহাস্তোত্র শংসন করবেন। ॥১॥

১. ঋক্. সং ৪.১৯.১

২. তদেব ৪.২২.১

৩. তদেব ৪.২৩.১
৪. তদেব ৬.৪৮.১
৫. অথর্ব সং (শৌ) ২০.১২.১.; ঋক্. সং ৭.২৩.১
৬. তদেব ৬.৬৮.১
৭. অথর্ব সং (শৌ) ২০.১৮.১.; তদেব ৬.৬৮.১
৮. তদেব (শৌ) ২০.৬৬.১.; তদেব ৬.২২.১
৯. তদেব (শৌ) ২০.৬৭.১.; তদেব ৭.১৯.১
১০. তদেব ৬.৬৬.১
১১. তদেব ৬.৬০.১
১২. তদেব ৬.৬১.১
১৩. ওঁকারের ত্রিমাত্রিক উচ্চারণকে ন্যুজ্জ্ব বলে। অন্যুজ্জ্ব হল ওঁকারের ত্রিমাত্রিক-উচ্চারণবিহীনতা।
- ১৪-১৫. বিরাট মন্ত্রসমূহ হল ঋক্ সং ৭.২২. ৫-৮; ৭.৬১.১০-১২।
- বিমদ মন্ত্রসমূহ হল ঋক্ সং ১০.২৩. ১-৭. হোত্রকরা এই মন্ত্র সমূহ শংসন করেন।
১৬. পারুচ্ছেপী মন্ত্রসমূহ হল ঋক্ সং ১.১৩১. ১-৭।
- সমগ্র অংশটির সঙ্গে তুলনীয় ঐ. ব্রা. ৬.১৮.১-৩; ৬.১৯.১-১০

কো অদ্য নর্যো দেবকামঃ ইতি মৈত্রাবরুণঃ। বনে ন বা যো ন্যাধায়ি চাকন্ ইতি
 ব্রাহ্মণাচ্ছংসী। আ যাহ্যবাপুপবনুরেষ্ঠাঃ ইত্যচ্ছাবাকঃ। এতানি বা আবপনানি।
 এতৈরেবাবপনৈর্দেবশ্চর্ষয়শ্চ স্বর্গং লোকমায়ন্। তথৈবৈতদ্ যজমানা এতৈরেবাবপনৈঃ স্বর্গং
 লোকংযন্তি। সদ্যো হ জাতো বৃষভঃ কনীনঃ ইতি মৈত্রাবরুণঃ পুরস্তাৎ সংপাতানামহরহঃ
 শংসতি। তদেতৎ সূক্তং স্বর্গ্যম্। এতেন সূক্তেন দেবশ্চর্ষয়শ্চ স্বর্গং লোকমায়ন্। তথৈবৈতদ্
 যজমানা এতেনৈব সূক্তেন স্বর্গং লোকংযন্তি। তদৃষভবৎ পশুমদ্ ভবতি। পশূনামাপ্ত্য। তৎ
 পঞ্চর্চং ভবতি। অন্নং বৈ পঙক্তিঃ। অন্নাদ্যস্যাবরুদ্যৈ। অরিত্তৈ নঃ পথিভিঃ পারয়ন্তা ইতি
 স্বর্গতায়। এবৈতদহরহঃ শংসতি। উদু ব্রহ্মাণ্যৈরত শ্রবস্যা ইতি ব্রাহ্মণাচ্ছংসী। ব্রহ্মধদেতৎ
 সূক্তং সমৃদ্ধম্। এতেন সূক্তেন দেবশ্চর্ষয়শ্চ স্বর্গং লোকমায়ন্। তথৈবৈতদ্ যজমানা এতেনৈব
 সূক্তেন স্বর্গং লোকংযন্তি। তদু বৈ ষড়্চম্। ষড়্ বা ঋতবঃ। ঋতূনামাপ্ত্য। তদুপরিষ্টাৎ
 সংপাতানামহরহঃ শংসতি। অভি তষ্টেব দীধয়া মনীষাম্ ইত্যচ্ছাবাকোহহরহঃ শংসতি।
 অভিবদতি ততৈ রূপম্। অভি প্রিয়াণি মর্মশৎ পরাণি ইতি। যান্যেব পরাণ্যহানি তানি প্রিয়াণি।

তান্যেব তদভিমর্শস্তো যন্ত্যভ্যারভমাণাঃ। পরো বা অস্মাঙ্লোকাৎ স্বর্গো লোকঃ। স্বর্গমেব তল্লোকমভিমর্শন্তি। কবীংরিচ্ছামি সংদৃশে সুমেধাঃ ইতি। যে হ বা অনেন পূর্বে প্রেতাশ্চ বৈ কবয়ঃ। তানেব তদভ্যতিবদতি। যদু বৈ দশর্চম্, দশ বৈ প্রাণাঃ, প্রাণনেব তদাপ্নোতি। প্রাণানাং সংততৌ। যদু বৈ দশর্চম্, দশ বৈ পুরুষে প্রাণাঃ, দশ স্বর্গা লোকাঃ। প্রাণাংশ্চৈব তৎ স্বর্গাংশ্চ লোকানাশ্চ। প্রাণেষু চৈবৈতৎ স্বর্গেষু চ লোকেষু প্রতিতিষ্ঠন্তো যন্তি। যদু বৈ দশর্চম্, দশাঙ্করা বিরাড়, ইয়ং বৈ স্বর্গস্য লোকস্য প্রতিষ্ঠা, তদেতদস্যাং প্রতিষ্ঠায়াং প্রতিষ্ঠাপয়তি। সকৃদিত্রং নিরাহ। তেনৈন্দ্রাদ্ রূপাদ্ ন প্রচ্যবতে। তদুপরিষ্ঠাৎ সংপাতানামহরহঃ শংসতি ॥২॥

মৈত্রাবরুণ (শংসন করবেন)—‘কো অদ্য নর্যো দেবকামঃ’^১। ব্রাহ্মণাচ্ছংসী (শংসন করবেন)—‘বনে ন বা যো ন্যাখ্যি চাকন্’^২। অচ্ছাবাক (শংসন করেন) ‘আ যাহ্যব্যাঙ্ উপবকুরেষ্ঠাঃ’^৩ এ সমস্ত হল আবপনমন্ত্র। এই আবপ মন্ত্রেরদ্বারা দেবতা ও ঋষিরা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যজমানও সেরূপ এ সমস্ত আবপ মন্ত্র দ্বারা স্বর্গলোকে গমন করেন। মৈত্রাবরুণ সংপাত মন্ত্রের পূর্বে প্রত্যহ ‘সদ্যো হ জাতো বৃষভঃ কনীনঃ’^৪ এই সূক্তটি শংসন করেন। এই সূক্তটি স্বর্গলোকের হেতু। এই সূক্তের দ্বারা দেবতা ও ঋষিরা (পূর্বে) স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যজমানেরাও এই সূক্ত দ্বারা স্বর্গলোক লাভ করেছিলেন। এই সূক্ত ঋষভ ও পশুপ্রাপক। সূক্তে পাঁচটি ঋক আছে। পঙক্তি (ছন্দ) হল অন্ন। অন্নাদিলাভের নিমিত্ত। স্বর্গলাভের জন্য প্রত্যহ তিনি ‘অরিষ্টে ন পথিভিঃ পারয়ন্তাঃ’^৫ পাঠ করেন। স্বর্গলাভের নিমিত্ত। ব্রাহ্মণাচ্ছংসী (পাঠ করেন) ‘উদু ব্রহ্মাণ্যৈরত শ্রবস্যা’^৬। ব্রহ্মন্বান এই (সূক্ত) সমৃদ্ধ। এই সূক্তের দ্বারা দেবতারা ও ঋষিরা স্বর্গলোক লাভ করেছিলেন। এই সূক্ত ছয়টি ঋকযুক্ত। ঋতু ছয়টি। ঋতুসমূহ প্রাপ্তির নিমিত্ত। অতঃপর তিনি সংপাত মন্ত্রসমূহ প্রত্যহ শংসন করেন। অচ্ছাবাক (শংসন করেন) ‘অভি ত্বষ্টৌ দীধয়া মনীষাম্’^৭। এর জন্য তিনি রূপ লাভ করেন। তিনি (শংসন করেন) ‘অভি প্রিয়াণি মর্শশৎ পরাণি’^৮। শ্রেষ্ঠ দিনসমূহ অত্যন্ত প্রিয়। সে সমস্ত দিনসমূহ পরামর্শ অনুসারে তাঁরা এগিয়ে চলে। এই লোকের চেয়ে স্বর্গলোক প্রিয়। স্বর্গলোকের কথা তাই আলোচনা করবেন। (ঋত্বিক্ শংসন করেন)—‘কবীংরিচ্ছামি সংদৃশে সুমেধাঃ’^৯। এর দ্বারা কবিরা পূর্বে স্বর্গলাভ করেছিলেন। তাঁদের তিনি একথা বলবেন।

সূক্ত দশমন্ত্রসমষ্টিত। প্রাণ (বায়ু) দশসংখ্যক। সেজন্য এর দ্বারা তিনি প্রাণকেই লাভ করেন। প্রাণসমূহের বর্ধনের জন্য তিনি (শংসন করেন)। দশমন্ত্রযুক্ত (সূক্ত) পুরুষের দশ (প্রাণবায়ু)। স্বর্গলোক দশটি। এর দ্বারা তিনি প্রাণ ও স্বর্গকে লাভ করেন। প্রাণ ও স্বর্গলোকে (এর দ্বারা) তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। দশর্চ সূক্ত হল বিরাট্ ছন্দে। এ স্বর্গলোকের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত। একে তিনি

বিরাট ছন্দে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ইন্দ্রকে (বিরাট ছন্দে) শংসন করেন। ফলে তিনি ঐন্দ্ররূপ থেকে চ্যুত হন না। অতঃপর সংপাত মন্ত্রসমূহ তিনি অহরহ শংসন করেন। ॥২॥

১. ঋক্ সংহিতা ৪.২৫.১
২. তদেব ১০.২৯.১; অথর্ব সং (শৌ) ২০.৭৬.১
৩. তদেব ৩.৪৩.১
৪. তদেব ৩.৪৮.১
৫. তদেব ৬.৬৯.১; তৈ.সং ৩.২.১১.২
৬. তদেব ৭.২৩.১; অথর্ব সং (শৌ) ২০.১২.১
৭. তদেব ৩.৩৮.১ক
৮. তদেব ৩.৩৮.১গ
৯. তদেব ৩.৩৮.১খ

সমগ্র অনুচ্ছেদটির সঙ্গে তুলনীয় ঐ.ব্রা. ৬.১৯.১০ ও ৬.২০;

শ্রৌতানুষ্ঠানযোগ বৈ. সূ. ৩২.১০

কন্তুমিদ্ৰ ত্বাবসুম্, কন্নব্যো অতসীনাম্, কদৃষস্যাকৃতম্ ইতি কদন্তঃ প্রগাথা অহরহঃ শস্যন্তে। কো বৈ প্রজাপতিঃ। প্রজাপতেরাষ্ট্র্যে, যদেব কদন্তঃ। তৎ স্বর্গস্য লোকস্য রূপম্, যদ্ বেব কদন্তঃ। অথো অন্নং বৈ কম্, অথো অন্নস্যাবরুদ্ধ্যে, যদ্ বেব কদন্তঃ। অথো সুখং বৈ কম্, অথো সুখস্যাবরুদ্ধ্যে, যদ্ বেব কদন্তঃ। অথোহহরহর্বা এতে শান্তান্যহীনসূক্তাপযুঞ্জানায়ন্তি। তানি কদন্তিঃ প্রগাথৈঃ শময়ন্তি। তান্যেভ্যঃ শান্তানি কং ভবন্তি। তান্যেতাঞ্জান্তানি স্বর্গং লোকমভিবহন্তি। ত্রিষ্টুভঃ সূক্তপ্রতিপদঃ শংসেযুঃ। তা হৈকে পুরস্তাৎ প্রগাথানাং শংসন্তি ধায়া ইতি বদন্তঃ। তদু তথা ন কুর্যাৎ। ক্ষত্রং বৈ হোতা, বিশো হোত্রাশংসিনঃ। ক্ষত্রায়ৈব তদ্ বিশং প্রত্যুদ্যামিনীং কুর্যুঃ, পাপবস্যসম্। ত্রিষ্টুভো বা ইমাঃ সূক্তপ্রতিপদ ইত্যেবং বিদ্যাৎ। যথা বৈ সমুদ্রং প্রতরেযুঃ, এবং হৈবৈতে প্রপ্লবন্তে, যে সংবৎসরং দ্বাদশাহং বোপাসতে। তদ্ যথা সৈরাবতীং নাবং পারকামাঃ সমারোহেযুঃ, এবং হৈবৈতাস্ত্রিষ্টুভঃ স্বর্গকামাঃ সমারোহন্তি। ন হ বা এতচ্ছন্দো গময়িত্বা স্বর্গং লোকমুপাবর্ততে, বীৰ্যবত্তমং হি। তাভ্যো ন ব্যাহরীত, সমানং হি ছন্দঃ। অথো নেদ্ ধায়াঃ করবাণীতি। যদেনাঃ শংসন্তি, তৎ স্বর্গস্য লোকস্য রূপম্। যদ্ বৈবৈনাঃ শংসন্তি, ইন্দ্রমেবৈতাভিনির্হুয়ন্তে যথর্ষভং বাশিতায়ৈ ॥৩॥

তাঁরা (ঋত্বিকেরা) প্রত্যহ, ‘কন্তুমিত্র ভাবসুম’^১, ‘কম্বো অতসীনাম’^২, ‘কদ্ব্যস্যাকৃতম’^৩ ইত্যাকার ‘ক’ পদারম্ভযুক্ত প্রগাথমন্ত্রগুলি শংসন করেন। প্রজাপতি হলেন ‘ক’। অতএব ‘ক’ পদযুক্ত সবই প্রজাপতিকে লাভের নিমিত্ত। ‘ক’ স্বর্গলোকের প্রতীক। ‘ক’ হল অন্ন। অতএব যা কিছু ‘ক’বান্ তা অন্নলাভের নিমিত্ত। ‘ক’ হল সুখ। অতএব তাঁরা প্রত্যহ শান্ত অহীন সূক্তসমূহকে যুক্ত করে (স্বর্গে) গমন করেন। সেই সূক্তসমূহ ‘ক’ যুক্ত প্রগাথসমূহের দ্বারা শান্ত করেন। সেই শান্ত (সূক্ত) সমূহ ‘ক’ স্বরূপ। এই শান্ত সূক্তসমূহ স্বর্গলোককে বহন করে আনে।

সূক্তের শুরুতে তাঁরা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ শংসন করেন। তাঁরা কেউ কেউ প্রগাথের পূর্বে এগুলি শংসন করেন ধায়্যা হিসেবে। কিন্তু তা করা অনুচিত। হোতা হলেন ক্ষত্রিয়। হোত্রকেরা হলেন প্রজা। এর দ্বারা (অর্থাৎ ঐ রূপ শংসন দ্বারা) তাঁরা প্রজাদের রাজার বিরুদ্ধাচারী করেন, যা মহাপাপ। তাঁরা জানবেন সূক্তের আরম্ভ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে। যেমন লোকে সমুদ্র পার হয়। সেরূপ যাঁরা সংবৎসরসাধ্য (সত্র) বা দ্বাদশাহ (অহীন) যাগ অনুষ্ঠান করেন, তাঁরাও সেরূপ (এর দ্বারা) (সংসার) সমুদ্র পার হন। যেমন পারাপারেচ্ছু মানুষ অন্নবতী নৌকাতে আরোহণ করে তেমনি স্বর্গকামী (যজমানেরা) ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে আরোহণ করেন। এই ছন্দ স্বর্গগমন করায় এবং অকৃতকার্য হয় না। এই কর্ম বীর্যবত্তম্। (অতএব) এর থেকে দূরে থাকবে না এই ভেবে যে সব ছন্দই সমান। অতঃপর আমি ধায়্যা সমূহ শংসন করবো না (অন্য ছন্দে)। যেহেতু তাঁরা (এই ছন্দে) (ধায়্যা সমূহ) শংসন করেন, তা স্বর্গেরই প্রতিক্রিয়া। যেহেতু তাঁরা এই (ছন্দে) শংসন করেন, সেহেতু তার দ্বারা যেমন বাশিতা গাভীর (প্রজননের জন্য) বৃষভকে আহ্বান করা হয়, সেরূপ তাঁরা ইন্দ্রকে আহ্বান করেন। ॥৩॥

১. ঋক্ সং ৭.৩২.১৪

২. অথর্ব সং (শৌ) ২০.৫০.১; ঋক্ সং ৮.৬.১৩

৩. তদেব ২০.৯৭.৩; তদেব ৮.৬৬.৯

অপেন্দ্র প্রাচো মঘবনমিত্রান্ ইতি মৈত্রাবরুণঃ পুরস্তাৎ সংপাতানামহরহঃ শংসতি। অপাপাচো অভিভূতে নুদস্বাপোদীচো অপ শূরাধরাচ উরৌ যথা তব শর্মন্ মদেম ইতি। অভয়স্য রূপম্, অভয়মিব হৃষিচ্ছতি। ব্রহ্মণা তে ব্রহ্মযুজা যুনজিম্ ইতি ব্রাহ্মণাচ্ছংস্যেতামহরহঃ শংসতি যুক্তবতীম্ । যুক্ত ইব হৃদীনঃ, অহীনস্য রূপম্। উরুং নো লোকমনুনেষি ইত্যচ্ছাবাকোহহরহঃ শংসতি। অনুনেষীতেত ইব হীনঃ, অহীনস্য রূপম্। নেষীতি সৎত্রায়ণরূপম্। ওকঃসারী হৈবৈষামিত্রো ভবতি। যথা গৌঃ প্রজ্ঞাতং গোষ্ঠং যথর্ষভে

বাশিতায়া, এবং হৈবৈষামিত্তো যজ্ঞমাগচ্ছতি। শুনংহুয়মাহীনস্য পরিদধ্যাৎ। ক্ষত্রিয়ো হ
রাষ্ট্রাচ্চ্যবতে। যো হৈব পরো ভবতি, তমভিহুয়তি ॥৪॥

মৈত্রাবরূপ সংপাত সূক্তসমূহের পূর্বে প্রত্যহ 'অপেন্দ্র প্রাচো মঘবন্নমিত্রান'^১ ইত্যাকার ঋক্
শংসন করেন। (তিনি পাঠ করেন) 'অপাপাচো অভিভূতে নুদদ্রাপোদীচো অপ শুরাধরাচ উরৌ
যথা তব শর্মন্ মদেম' ইত্যাদি। এ হল অভয়ের রূপ; এর দ্বারা অভয়কেই তিনি অশ্বেষণ
করেন। ব্রাহ্মণাচ্ছংসী 'ব্রহ্মণা তে ব্রহ্মযুজা যুনজ্মি'^২ ইত্যাকার ঋক্টি প্রত্যহ শংসন করবেন।
এটি হল সংযোগ-বিধানকারী ঋক্। অহীন (যাগ) হল সংযোগ। এটাই অহীনের রূপ। অচ্ছাবাক
অহরহ শংসন করেন 'উরুং নো লোকমনু নেষি'^৩ ঋক্টি। অনুগমনকারী হল অহীন। তাই
অহীনের রূপ। অনুগমন সত্রযাগের রূপ। ইন্দ্র এদের গৃহে বিড়ালের মতো থাকেন। যেমন গাভী
গোষ্ঠে যায়, যেমন বৃষ যায় বাশিতার (গাভীর) কাছে, সেরূপ ইন্দ্র যজ্ঞে আগমন করেন। তিনি
অহীন যাগের ঋক্ 'শুনং হুয়'^৪ এর দ্বারা পরিসমাপ্তি করবেন না। (তাহলে) রাজা রাষ্ট্র থেকে
চ্যুত হন। যে তার শত্রু তাকেই তিনি আহ্বান করেন। ॥৪॥

১. অথর্ব সং (শৌ) ২০.১২৫.১; (পৈ) ১৯.১৬.৮

এখানে 'প্রাচো' এই গোপথ পাঠ শৌনক সংহিতার অনুবর্তী। পৈঙ্গলাদ পাঠ 'পর্যচো'।

২. অথর্ব সং (শৌ) ২০.৮৬.১; ঋক্. সং ৩.৩৫.৪

৩. তদেব (শৌ) ১৯.১৫.৪; (পৈ) ৩.৩৫.৪

৪. ঋক্. সং ৩.৩৮.১০; সদৃশ পাঠ ঐ.ব্রা. ৬.২২

অথাতোহীনস্য যুক্তিশ্চ বিমুক্তিশ্চ। ব্যস্তরিক্ষমতিরদ্ ইত্যহীনং যুক্ত্তে। এবেদিন্দ্রম্ ইতি
বিমুক্ত্তি। নূনং সা তে ইত্যহীনং যুক্ত্তে। নূ ষ্টুতঃ ইতি বিমুক্ত্তি। এষা হ বা অহীনং
তত্ত্বমহতি, য এনং যোক্ত্তং চ বিমোক্ত্তং চ বেদ। তস্য হৈষৈব যুক্ত্তিরেষা বিমুক্ত্তিঃ। তদ্ যৎ
প্রথমেহহনি চতুর্বিংশ একাহিকীভিঃ পরিদধ্যুঃ, প্রথম এবাহনি যজ্ঞং সংস্থাপয়েযুঃ নাহীনকর্ম
কুরুঃ। অথ যদহীনপরিধানীয়াভিঃ পরিদধ্যুঃ, তদ্ যথা যুক্ত্তোহবিমুচ্যমান উৎকৃত্যেত, এবং
যজমানা উকৃত্যেরন, নাহীনকর্ম কুরুঃ। অথ যদুভয়ীভিঃ পরিদধ্যুঃ, তদ্ যথা দীর্ঘাধ্ব
উপবিমোকং যায়াৎ, তাদৃক্ তৎ। সমানীভিঃ পরিদধ্যুঃ। তদাহঃ—একয়া দ্বাভ্যাং বা
স্তোমমতিশংসেদ, দীর্ঘারণ্যানি ভবন্তি। যত্র বহীভি স্তোমোহতিশস্যতে, অথো ক্ষিপ্রং
দেবেভ্যোহ্নাদ্যং সংপ্রযচ্ছামীতি। অপরিমিতাভিরুত্তরয়োঃ সবনয়োঃ, অপরিমিতো বৈ স্বর্গো
লোকঃ, স্বর্গস্য লোক য সমষ্টে। তদ্ যথাভিহেষতে পিপাসতে ক্ষিপ্রং প্রযচ্ছেৎ, তাদৃক্ তৎ।

সমানীভিঃ পরিদধ্যুঃ। সংততো হৈবৈষামারকোহবিপ্রস্তো যজ্ঞো ভবতি। সংততমূচা বষট্কৃত্যম্,
সংততৌ। সংধীয়তে প্রজয়া পশুভির্ষ এবং বেদ ॥৫॥

অতঃপর অহীন (যাগের) সংযোজন ও বিয়োজন। তিনি ‘ব্যস্তুরিক্ষমতিরদ্’^১ ইত্যাদি বলে তিনি অহীনের যুক্ত করবেন। ‘এবেদিদ্ম’^২ ইত্যাদি বলে বিযুক্ত করবেন। ‘নুনং সা তে’^৩ ইত্যাদি বলে সংযোজন করবেন। ‘নু ষ্টুতঃ’^৪ ইত্যাদি বলে বিযুক্ত করবেন। এভাবে তিনি অহীনের বয়নরূপে গণ্য করবেন। যিনি একে যুক্ত ও বিযুক্ত করতে জানেন। তাঁরা এটা সংযোজন ও বিয়োজনও বটে। সেহেতু প্রথম দিনে চতুর্বিংশ (দিনের) অনুষ্ঠানে যদি তাঁরা একাধ (যাগের) প্রয়োজন (শস্ত্রসমূহ) যুক্ত করেন, তবে তাঁরা প্রথম দিনেই যাগ পরিসমাপ্ত করেন, অহীন করতে পারবেন না। অতঃপর যখন অহীন যাগের পরিধানীয় ঋক্গুলি দ্বারা পাঠ করেন, তখন সেরূপে যুক্ত হয়। বিযুক্ত না হয়েই বিনষ্ট করেন যাগকে যজমান ধ্বংস হন, এবং অহীনকর্ম করতে সমর্থ হন না। অতঃপর যেহেতু উভয়েরই দ্বারা পরিসমাপ্তি করেন, সেক্ষেত্রে দীর্ঘপথে তাঁরা বিযুক্ত হয়ে যাত্রা করেন। সেক্ষেত্রে সমানী ঋক্ দ্বারা পরিসমাপ্তি করবেন।

সেহেতু তাঁরা বলেন—‘একটি বা দুটি ঋক্ দ্বারা স্তোমের অতিশংসন করবেন’। যেখানে বহু স্তোম অতিশংসন করা হয়, সেক্ষেত্রে সেহেতু অরণ্যসমূহ দীর্ঘ হয়। অতঃপর সেহেতু দ্রুত আমি দেবগণের উদ্দেশ্যে অন্নাদি সম্প্রদান করি। পরের দুটি সর্বনে (তিনি) স্তোমের অতি শংসন করবেন; অপরিমিত ঋক্ দ্বারা, (কেননা) স্বর্গলোক অপরিমিত এবং (এর দ্বারা) স্বর্গলোক লব্ধ হয়। অনন্তর যেহেতু তিনি হ্রেষা রব করেন, পিপাসিত হন সেহেতু তিনি ক্ষিপ্ত সম্প্রদান করবেন। সমানী ঋক্ দ্বারা তিনি পরিসমাপ্ত করবেন। এদের ধৃত যজ্ঞ অবিচ্ছিন্ন, পরিচ্ছন্নভাবে সম্পন্ন হয়। ঋক্ দ্বারা অবিচ্ছিন্নভাবে বষট্কার করা হবে অবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য। যিনি এরূপ জানেন তিনি সন্তান ও পশু দ্বারা সংযুক্ত হন। ॥৫॥

১. ঋক্ স. ৮.১৪.৭; অথর্ব (শৌ) ২০.২৮.১

২. তদেব ৭.২৩.৬; তদেব (শৌ) ২০.১২.৬

৩. তদেব ২.১১.২১

৪. তদেব ৪.১৬.২১.

অহীন, পরিধানীয়, সমানী প্রভৃতি যজ্ঞীয় পরিভাষাগুলির পরিচয়ের জন্যে পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য।

তদাহঃ—কথং দ্ব্যুত্থো হোতৈকসূক্ত একোক্তা হোত্রা দ্বিসূক্তা ইতি? অসৌ বৈ হোত্রা
যোহসৌ তপতি, স বা এক এব, তস্মাদেকসূক্তঃ। স যদ্ বিখ্যাতো দ্বাবিভাবতি, তেজ এব
মণ্ডলং ভা অপরং শুক্লমপরং কৃষ্ণং, তস্মাদ্ দ্ব্যুত্থঃ। রশ্ময়ো বাব হোত্রাঃ, তে বা একৈকং,
তস্মাদেকোক্তাঃ। তদ্ যদেকৈকস্য রশ্ময়ো দ্বৌ বর্ণৌ ভবতঃ, তস্মাদ্ দ্বিসূক্তাঃ। সংবৎসরো বাব
হোত্রা, স বা এক এব, তস্মাদেকসূক্তঃ। তস্য যদ্ দ্বয়ান্যহানি ভবন্তি শীতান্যান্যান্যুষ্ণান্যান্যানি
তস্মাদ্ দ্ব্যুত্থঃ। ঋতবো বাব হোত্রাঃ, তে বা একৈকম্, তস্মাদেকোক্তাঃ। তদ্ যদেকৈকস্যতো
দ্বৌ দ্বৌ মাসৌ ভবতঃ, তস্মাদ্ দ্বিসূক্তাঃ। পুরুষো বাব হোত্রা, স বা এক এব, তস্মাদেকসূক্তঃ।
স যৎ পুরুষো ভবত্যান্যথৈব প্রত্যঙ্ ভবত্যান্যথা প্রাঙ্, তস্মাদ্ দ্ব্যুত্থঃ। অঙ্গানি বাব হোত্রাঃ,
তানি বা একৈকম্, তস্মাদেকোক্তাঃ। তদ্ যদেকৈকমঙ্গং দ্যুতির্ভবতি, তস্মাদ্ দ্বিসূক্তাঃ।
তদাহঃ—যদ্ দ্ব্যুত্থো হোতৈকসূক্ত একোক্তা হোত্রা দ্বিসূক্তাঃ, কথং তৎ সমং ভবতি। যদেব
দ্বিদেবত্যাভির্যজন্তি, অথো যদ্ দ্বিসূক্তা হোত্রা ইতি ক্রিয়াৎ। তদাহঃ—যদগ্নিষ্টোম এব সতি যজ্ঞে
দে হোতুরুক্থে অতিরিচ্যেতে, কথং ততো হোত্রা ন ব্যবচ্ছিদ্যন্ত ইতি? যদেব
দ্বিদেবত্যাভির্যজন্তি, অথো যদ্ দ্বিসূক্তা হোত্রা ইতি ক্রিয়াৎ। তদাহঃ—যদগ্নিষ্টোম এব সতি যজ্ঞে
সর্বা দেবতাঃ সর্বাণি ছন্দাংসাপ্যায়য়ন্তি, অথ কতমেন ছন্দসায়াতয়ামান্যুত্থানি প্রণয়ন্তি, কয়া
দেবতয়েতি? গায়ত্রেণ ছন্দসগ্নিনা দেবতয়েতি ক্রিয়াৎ। দেবান্ হ যজ্ঞং তদ্বানান্
অসুরক্ষাংস্যাভিচেরিরে, যজ্ঞপর্বণি যজ্ঞমেঘাং হনিষ্যামস্তৃতীয়সবনং প্রতি। তৃতীয়সবনে হ
যজ্ঞস্তুরিষ্ঠো বলিষ্ঠঃ, প্রতনুমেষাং যজ্ঞং হনিষ্যাম ইতি। তে বরুণং দক্ষিণতোহযোজয়ন্, মধ্যতো
বৃহস্পতিম্, উত্তরতো বিষ্ণুম্। তেহব্রবন্—একৈকাঃ স্মঃ, নেদমুৎসহামহ ইতি। স্তুতো দ্বিতীয়ো
যেনেদং সহ ব্যস্ববামহা ইতি। তানিদ্রোহব্রবীৎ—সর্বে মদ্বিতীয়া স্তুতি। তে সর্ব ইন্দ্রদ্বিতীয়াঃ।
তস্মাদৈন্দ্রাবারুণমৈন্দ্রাবাহস্পত্যমৈন্দ্রাবৈষণ্বমনুশস্যতো। দ্বিতীয়বন্তো হ বা এতেন স্বা ভবন্তি।
দ্বিতীয়বন্তো মন্যন্তে য এবং বেদ ॥৬॥

অতঃপর তাঁরা (ব্রহ্মবাদীরা) বলেন—‘কেমন করে হোতার (অর্থাৎ হোত্রা শংসন করেন)
একটি সূক্ত-যুক্ত দুটি উক্ত্য সম্পাদিত হয় যেখানে, হোত্রকদের একটি উক্ত্য দুটি সূক্তের’?
(উত্তরে বলা হচ্ছে) ‘ঐ হোত্রা যিনি তপ্ত করেন তিনি মাত্র একজনই। সেহেতু তাঁর একটি সূক্ত।
তিনি যেহেতু বিবিধরূপে, চিন্তা হেতু দ্বিত্বরূপে প্রতিভাত হন। (যেমন) (সূর্যের) যে তেজোমণ্ডল
তার দীপ্তি দ্বিরূপে প্রকাশিত হয়; যার একটি শুক্ল অপরটি কৃষ্ণ। সেরূপ উক্ত্যদ্বয়ও (হোত্রার)।
হোত্রকরাও সেরূপ রশ্মিতুল্য। তারা একটিই; সেরূপ উক্ত্যরা একটিই (অর্থাৎ অখণ্ড)। যেমন
একই (তেজোমণ্ডলের) দুটি রশ্মি, দুটি বর্ণ। তেমনি (একটি উক্ত্যের) দুটি সূক্ত’।

হোতা হল সংবৎসর (যাগ)। সেটি একটিই, সেহেতু সে একসূক্ত। তার যেমন দুটি পর্ব; একটি শীত অন্যটি গ্রীষ্ম। সেরূপ (হোত্রকদেরও) দুটি উক্থ। হোতা হলেন ঋতুসমূহ। তারা (প্রকৃতপক্ষে) একটি, সেরূপ উক্থসমূহও (সেগুলি বহু হলেও একটি)। সেরূপ যেমন একটি ঋতুতে দু'দুটি মাস থাকে, সেরূপ উক্থও সূক্তদ্বয় সমন্বিত। হোতা হলেন পুরুষ। যেরূপ সে এক মাত্র, সেই রূপ (উক্থও) একসূক্ত। যেমন (শরীরের) পশ্চার্ধ ও পূর্বার্ধ ভিন্ন ভিন্ন দুটি, সেরূপ (হোতাও) দ্বিসূক্তবিশিষ্ট। হোত্রকরা হলো অঙ্গসমূহ। সেগুলি প্রকৃতপক্ষে একটিই (শরীররূপে); সেরূপ (সূক্ত) এক উক্থযুক্ত। যেরূপ একটিই অঙ্গ পুষ্টিরূপ হয়। সেহেতু তারা দুটি সূক্তযুক্ত। সেহেতু তাঁরা বলেন—‘যেমন হোতার দুটি উক্থের একটি সূক্ত। হোত্রকদের তেমনি এক-উক্থের দুটি সূক্ত কিরূপে তা সমান (একইরকম) হতে পারে’? (তিনি বলেন) ‘তাঁরা দ্বি-দেবতায়ুক্ত যাগের অনুষ্ঠান করেন। সেহেতু হোত্রকদের উক্থ দ্বিসূক্তযুক্ত’। তাঁরা প্রশ্ন করেন—‘অগ্নিষ্টোম যাগে হোতার দুটি উক্থ অতিরিক্ত হয় তাহলে কেন হোত্রকরা সেখান থেকে বিচ্যুত হন না’? তাঁরা (ব্রহ্মবাদীরা) (উত্তরে) বলেন—‘যেমন যাগে দুটি দেবতা থাকেন সেহেতু হোত্রকরা উক্থের দ্বিসূক্তবিশিষ্ট’। (তাঁরা প্রশ্ন করে) বলেন—‘যেমন অগ্নিষ্টোম যাগে সকল দেবতা, সকল ছন্দ আহূত হয়, অতঃপর কোন ছন্দের দ্বারা কোন দেবতাসহ ঐ উক্থগুলি শংসিত হয়’? (উত্তর)—‘গায়ত্রীছন্দ দ্বারা অগ্নিদেবতাসহ (শংসিত হয়)’।

দেবতারা যে যজ্ঞ বিস্তৃত করেছিলেন, সেই যজ্ঞে অসুরেরা ও রাক্ষসেরা অভিচার ক্রিয়া সম্পন্ন করছিল, যজ্ঞপর্বে এদের যজ্ঞকে আমরা তৃতীয় সবনে বিনষ্ট করব। তৃতীয় সবনে (যদিও) যজ্ঞ অক্ষত ও বলিষ্ঠ থাকে (তথাপি) আমরা তাদের বিস্তৃত যজ্ঞকে বিনষ্ট করব। তাঁরা বরুণকে দক্ষিণদিক থেকে, মাঝখানে বৃহস্পতিকে, উত্তরে বিষ্ণুকে যোজিত করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন—‘আমরা একা, আমরা একে উৎসাহিত করতে পারছি না। দ্বিতীয় দেবতা (অগ্নি) স্তুত হন, তার দ্বারা (যজ্ঞ) অধিকার করি’। তাদের ইন্দ্র বললেন—‘সকলে আমাকে নিয়েই দ্বিতীয় হয়’। তারা সকলে (যেহেতু) ইন্দ্র সহ দ্বিতীয় হয় সেহেতু ঐন্দ্রাবরুণশস্ত্র, ঐন্দ্রাবাইম্পত্য-শস্ত্র, ঐন্দ্রাবৈষণ্বশস্ত্র শংসিত হয়। এরা দ্বিতীয়বান্ হয়েই সকলে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। সকলে তাদের (ইন্দ্র) দ্বিতীয় মনে করে যে এরূপ জানে’। ॥৬॥

১. তুলনীয় ঐ.ব্রা. ৬.১৩ ও ১৪.

আগ্নেয়ীষু মৈত্রাবরুণস্যোক্তং প্রণয়ন্তি। বীর্যং বা অগ্নিঃ, বীর্যেণৈবাস্মৈ তৎ প্রণয়ন্তি। ঐন্দ্রাবরুণমনুশস্যতে। বীর্যং বা ইন্দ্রঃ, ক্ষত্রং বরুণঃ, পশব উক্থানি, বীর্যেণৈব তৎ ক্ষত্রে

চোভয়তঃ পশূন্ পরিগৃহ্নাতি, স্থিত্যে, অনপক্রান্ত্যৈ। ঐন্দ্রীষু ব্রাহ্মণাচ্ছংসিন উক্থং প্রণয়ন্তি।
 বীর্যং বা ইন্দ্রঃ, বীর্যেণৈবাস্মৈ তৎ প্রণয়ন্তি। ঐন্দ্রাবাহস্পত্যমনুশস্যতে। বীর্যং বা ইন্দ্রঃ, ব্রহ্ম
 বৃহস্পতিঃ, পশব উক্থানি। বীর্যেণৈব তদ্ ব্রহ্মণা চোভয়তঃ পশূন্ পরিগৃহ্নাতি, স্থিত্যে,
 অনপক্রান্ত্যৈ। ঐন্দ্রীষুচ্ছাবাকস্যোক্তং প্রণয়ন্তি। বীর্যং বা ইন্দ্রঃ, বীর্যেণৈবাস্মৈ তৎ প্রণয়ন্তি।
 ঐন্দ্রাবৈষণ্বমনুশস্যতে। বীর্যং বা ইন্দ্রঃ, যজ্ঞো বিষ্ণুঃ, পশব উক্থানি, বীর্যেণৈব তদ্ যজ্ঞেন
 চোভয়তঃ পশূন্ পরিগৃহ্ন্য ক্ষত্রেহন্ততঃ প্রতিষ্ঠাপয়তি। তস্মাদু ক্ষত্রিয়ো ভূয়িষ্ঠঃ হি পশুনামীশতে।
 যাধিষ্ঠাতা প্রদাতা যস্মৈ প্রভা বেদা অবরুদ্ধাঃ। তান্যেতান্যৈন্দ্রানি জাগতানি শংসন্তি। অথো
 এতৈরেব সেন্দ্রং তৃতীয়সবনমেতৈর্জাগতং সবনম্। ধরাণি হ বা অস্মৈতান্যুক্থানি ভবন্তি যদ
 নাভানেদিষ্ঠো বালখিল্যো বৃষাকপিরেবয়ামরুৎ। তস্মাৎ তানি সার্বমেবোপেয়ুঃ। সার্বমিদং রেতঃ
 সিক্তং সমৃদ্ধমেকথা প্রজনয়ামেতি। যে হ বা এতানি নানুপেয়ুঃ, যথা রেতঃ সিক্তং বিলুপ্তং
 কুমারং বা জাতমঙ্গশো বিভজেৎ, তাদৃক্ তৎ। তস্মাৎ তানি সার্বমেবোপেয়ুঃ। সার্বমিদং রেতঃ
 সিক্তং সমৃদ্ধমেকথা প্রজনয়ামেতি। শিল্পানি শংসতি দেবশিল্পানি। এতেষাং বৈ শিল্পানামনুকৃতিহ
 শিল্পমধিগম্যতে। হস্তী কংসো বাসো হিরণ্যমশ্বতরীরথঃ শিল্পম্। শিল্পং হাস্য সমধিগম্যতে য এবং
 বেদ। যদেব শিল্পানি শংসতি, তৎ স্বর্গস্য লোকস্য রূপম্। যদ্ বেব শিল্পানি, আত্মসংস্কৃতিবৈ
 শিল্পানি, আত্মানমেবাস্য তৎ সংস্কৃতি ॥৭॥

আগ্নেয় ঋক্সমূহে তাঁরা মৈত্রাবরুণের উক্থ প্রণয়ন করেন। অগ্নি হলেন বীর্য। বীর্যের দ্বারাই
 তার (অগ্নির) জন্য তাঁরা (উক্থ) প্রেরণ করেন। ঐন্দ্রাবরুণ শস্ত্র অনুশংসন করা হয়। ইন্দ্র
 হলেন বীর্য। বরুণ ক্ষত্রিয়। উক্থসমূহ হল পশু। বীর্যের দ্বারা ও ক্ষাত্রশক্তির দ্বারা তাঁরা
 (যজমানেরা) পশু লাভ করেন স্থিতির জন্যে, অপক্রান্তি থেকে মুক্তির জন্যেও। ঐন্দ্রঋক্স সমূহে
 তাঁরা ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর উক্থ প্রণয়ন করেন। ইন্দ্র হলেন বীরত্ব। বীরত্বের দ্বারা তার (ইন্দ্রের) জন্য
 এই উঞ(উক্থ) প্রণয়ন করেন। (ঋত্বিকেরা) ঐন্দ্রাবাহস্পত্য (ঋক্সসমূহ) অনুশংসন করেন। ইন্দ্র
 হলেন বীর্য, বৃহস্পতি ব্রহ্ম, উক্থসমূহ পশু। বীর্যের দ্বারা ও ব্রহ্মশক্তি উভয়ের দ্বারাই (যজমান)
 পশুসমূহ লাভ করেন। স্থিতির জন্য ও অপক্রান্তি (বহিষ্কার) থেকে মুক্তির জন্য। ঐন্দ্রঋক্সসমূহে
 তাঁরা অচ্ছাবাকের উক্থ প্রণয়ন করেন। ইন্দ্র হলেন বীর্য। বীর্যের দ্বারাই সেই উক্থ তার জন্য
 (তাঁরা) প্রণয়ন করেন। ঐন্দ্রাবৈষণ্ব (ঋক্স) অনুশংসন করা হয়। ইন্দ্র হলেন বীর্য, বিষ্ণু হলেন
 যজ্ঞ। পশুসমূহ হল উক্থ। বীর্য ও যজ্ঞ, উভয়ের দ্বারাই পশুসমূহ লাভ করে, শেষে ক্ষত্রিয়রূপে
 প্রতিষ্ঠিত করেন। সেহেতু ক্ষাত্রশক্তি বিশেষভাবে পশুদের শাসন করেন। যিনি (ইন্দ্র) অধিষ্ঠাতা
 ও প্রকৃষ্ট দাতা, তার জন্যে বেদ উপলব্ধ ও রক্ষিত হয়। সেই সমস্ত ঐন্দ্রসূক্তসমূহ জগতী ছন্দে

শংসন করেন। এই (ঐন্দ্রজাগতী উক্থ) দ্বারা ইন্দ্রদেবতাসম্বন্ধীয় সবন জগতী ছন্দের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এই (সবনের) সূক্তসমূহ ধারণযোগ্য হয়। নাভানেদিষ্ট^১, বালখিল্য^২, বৃষাকপি^৩, এবং এবয়ামরুৎ^৪ সেই (সূক্ত) সমূহ সঙ্গে করেই তার কাছে যাবে। এই রেতঃ যা সেচন করা হয়েছে তা সমৃদ্ধ। তা সহ আমরা একে জন্ম দেবো। যেমন সিন্ধু রেতঃ (কখন কখন) কুমারকে (গর্ভস্থ শিশুকে) বিনষ্ট করে, কিংবা জন্মক্ষেত্রে তার অঙ্গসমূহ বিভাজিত করে। সেরূপ সেগুলি (বিনষ্ট বা বিভাজিত হবে) যারা তাদের কাছে উপগমন করবে না। সেহেতু তারা সেগুলি (উক্থ সমূহ) সঙ্গে নিয়ে তাদের কাছে যাবে। সংস্থিত এই সিন্ধুরেতঃ হল সমৃদ্ধ। আমরা একে একরূপে জন্ম দেবো।

তিনি শিল্প^৫ (সূক্তসমূহ) শংসন করেন। দেবশিল্প সমূহ। এই দেবশিল্পসমূহের অনুকৃতি এখানে শিল্পরূপে অধিগম্য হয়। হস্তী, কাঁসা, পোষাক, স্বর্ণ, অশ্বতরী, রথ-এইসবই শিল্প। যে এরূপে জানে সে এর (দেবতার) শিল্পকে সম্যকরূপে বুঝতে সমর্থ হয়। যে শিল্প সূক্তসমূহ শংসন করা হয়, তা স্বর্গলোকেরই প্রতীক। যা শিল্প তাই আত্মসংস্কৃতি (আত্মরূপের) সংস্কার। আত্মাকেই (এর দ্বারা) তাঁরা সংস্কৃত করেন। [আত্মসংস্কৃতির্বে শিল্পানি, আত্মামেবাস্য তৎ সংস্কৃবন্তি।] ৥৭৥

‘শিল্প’ শব্দের অর্থ এখানে পাচ্ছি। শিল্প আসলে যা মূলের অনুকরণ।

১. নাভানোদিষ্ট সূক্ত. ঋক্. সং ১০. ৬১-৬২
২. বালখিল্য সূক্ত, তদেব ৮.৪৯ এবং ৫৯
৩. বৃষাকপি সূক্ত. তদেব ১০. ৮৬
৪. এবয়ামরুৎ সূক্ত, তদেব ৫.৮৭
৫. ঐ.ব্রা. ৬.২৭. ১-৫ এ শিল্প সম্পর্কে আলোচনা আছে। কৌ. ব্রা. ২৯.৫. তেও আলোচনা আছে। বেদে শিল্প সম্পর্কিত এই আলোচনা অত্যন্ত মৌলিক (যা অনুকৃতি তাই শিল্প, এবং তা আত্মসংস্কারক) এবং প্লেটোর শিল্পচিন্তার সঙ্গে তুলনীয়।

নাভানেদিষ্টং শংসতি। রেতো বৈ নাভানেদিষ্টঃ, রেত এবাস্য তৎ কল্পয়তি। তদ্ রেতোমিশ্রং ভবতি। ক্ষয়্যা রেতঃ সংজগ্মানো নিষিঞ্চদ্ ইতি। রেতসঃ সমৃদ্ধ্যা এব। তং সনারশংসং শসতি। প্রজা বৈ নরঃ, বাক্ শংসঃ, প্রজাসু তদ্ বাচং দধাতি। তস্মাদিমাঃ প্রজা বদন্ত্যো জায়ন্তে। তং হৈকে পুরুস্তাৎ প্রগাথানাং শংসন্তি পুরুস্তাদায়তনা বাগিতি বদন্তঃ, উপরিষ্টাদেক উপরিষ্টাদায়তনা বাগিতি বদন্তঃ। মধ্য এব শংসেৎ, মধ্যায়তনা বা ইয়ং বাক্। উপরিষ্টাদ্

নেদীয়সীবা। তং হোতা রেতোভূতং শস্ত্রা মৈত্রাবরুণায় সংপ্রযচ্ছতি—এতস্য ত্বং প্রাণান্ কল্পয়
ইতি। বালখিল্যঃ শংসতি। প্রাণা বৈ বালখিল্যঃ, প্রাণানেবাস্য তৎ কল্পয়তি। তা বিহ্বতাঃ
শংসতি। বিহ্বতা বৈ প্রাণাঃ, প্রাণেনাপানঃ, অপানেন ব্যানঃ। স পচ্ছঃ প্রথমে সূক্তে বিহরতি,
অর্ধর্চশো দ্বিতীয়ে, ঋক্শঃ তৃতীয়ে। স যৎ প্রথমে সূক্তে বিহরতি, বাচং চৈব তদ্ মনশ্চ
বিহরতি। যদ্ দ্বিতীয়ে, চক্ষুশ্চৈব তচ্ছোত্রং চ বিহরতি। যৎ তৃতীয়ে, প্রাণাং চৈব তদাত্মানং চ
বিহরতি। তদুপাশ্চো বিহরেৎ কামো, নেতুর্বে প্রগাথাঃ কল্পন্তে। অতিমর্শমেব বিহরেৎ। তথা বৈ
প্রগাথাঃ কল্পন্তে। যদেবাতিমর্শং তৎ স্বর্গস্য লোকস্য রূপম্। যদ্ বেবাতিমর্শম্, আত্মা বৈ বৃহতী,
প্রাণাঃ সতোবৃহতী। স বৃহতীমশংসীৎ, স আত্মা, অথ সতোবৃহতীং, তে প্রাণাঃ। অথ বৃহতীম্,
অথ সতোবৃহতীং, তদাত্মানং প্রাণৈঃ পরিবৃহ্নেতি। যদ্ বেবাতিমর্শম্, আত্মা বৈ বৃহতী, প্রজাঃ
সতোবৃহতী। স বৃহতীমশংসীৎ, স আত্মা; অথ সতোবৃহতীং, তে প্রজাঃ। অথ বৃহতীম্, অথ
সতোবৃহতীং, তদাত্মানং প্রজয়া পরিবৃহ্নেতি। যদ্ বেবাতিমর্শম্, আত্মা বৈ বৃহতী, পশবঃ
সতোবৃহতী। স বৃহতীমশংসীৎ, স আত্মা, অথ সতোবৃহতীং, তে প্রজাঃ। অথ বৃহতীম্, অথ
সতোবৃহতীং তদাত্মানং পশুভিঃ পরিবৃহ্নেতি। তস্য মৈত্রাবরুণঃ প্রাণান্ কল্পয়িত্বা
ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনে সংপ্রযচ্ছতি—এতস্য ত্বং প্রজনয়েতি। সুকীর্তিং শংসতি। দেবযোনির্বে সুকীর্তিঃ।
তদ্ যজ্ঞিয়ায়াং দেবযোন্যাং যজমানং প্রজনয়তি। বৃষাকপিং শংসতি। আত্মা বৈ
বৃষাকপিঃ, আত্মানমেবাস্য তৎ কল্পয়তি। তং নৃভূয়তি। অন্নং বৈ নৃভূঃ, অন্নাদ্যমেবাস্মৈ তৎ
সংপ্রযচ্ছতি, যথা কুমারায় জাতায় স্তনম্। স পাঙক্তো ভবতি। পাঙক্তো হ্যয়ং পুরুষঃ, পঞ্চধা
বিহিতঃ—লোমানি ত্বগস্থি মজ্জা মস্তিষ্কম্। স যাবানেব পুরুষস্তাবন্তং যজমানং সংস্কৃত্যাচ্ছাবাকায়
সংপ্রযচ্ছতি—এতস্য ত্বং প্রতিষ্ঠা কল্পয়েতি। এবয়ামরুতং শংসতি। প্রতিষ্ঠা বা এবয়ামরুৎ।
প্রতিষ্ঠায়ামেবৈনমন্ততঃ প্রতিষ্ঠাপয়তি। যাজ্যয়া যজতি। অন্নং বৈ যাজ্য, অন্নাদ্যমেবাস্মৈ তৎ
সংপ্রযচ্ছতি ॥৮॥

তিনি নাভানেদিষ্ঠ (সূক্ত) শংসন করেন। রেতঃ নাভানেদিষ্ঠ হল। রেতঃকেই তিনি এর দ্বারা
প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্ষ্ময়া রেতঃ সংজগ্মানো...’ ইতি। এ (ঋক্) রেতঃকে সমৃদ্ধ করার জন্যেই।
রেতঃসমৃদ্ধির জন্যেই। রেতঃসমৃদ্ধির জন্যেই (একথা তিনি বলেন)। তিনি এর শংসন নারাশংস
সূক্তের সঙ্গেই শংসন করেন। ‘নর’ হল প্রজা, ‘শংস’ হল বাক্। তা (অর্থাৎ নারাশংস সূক্ত)
প্রজাদের মধ্যে বাক্কেই ধারণ করে। সেহেতু জাতকরা বলতে বলতে (শব্দ করতে করতে) জন্ম
গ্রহণ করে। কেউ কেউ একে প্রগাথশস্ত্রের পূর্বেই শংসন করেন, এই বলে বাকের পূর্বভাগেই
স্থান আছে। শেষে কেউ কেউ শংসন করেন এই বলে যে, বাক্ শেষে অবস্থান করে। মধ্যে কেউ

কেউ শংসন করেন এই বলে যে, এই বাক্ মধ্যে অবস্থান করে। বাক্ শেষের কাছাকাছি অবস্থান করে। রেতোভূত এই (নাভানেদিষ্ট সূক্তকে) শংসন করে, মৈত্রাবরুণের উদ্দেশে সম্যকরূপে তিনি প্রদান করেন 'এতস্য ত্বং প্রাণান্ কল্পয়' ইতি বলে। বালখিল্য ঋক্‌সমূহ শংসন করেন। প্রাণ হল বালখিল্য। ফলতঃ প্রাণকেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন। তাদের (ঋক্‌সমূহের) স্থান পরিবর্তন করে শংসন করেন। এই স্থান পরিবর্তনই হল প্রাণসমূহ। প্রাণের দ্বারা অপান, অপানের দ্বারা ব্যান (স্থান পরিবর্তন কর)। সেই স্থানপরিবর্তনকারী (ঋক্‌) প্রথম সূক্তে চলাচল করে, দ্বিতীয় সূক্তে অর্ধঋক্‌ রূপে, তৃতীয়ে সূক্তে ঋক্‌ রূপে, সে যেহেতু প্রথমসূক্তে বিচরণ করে, সেহেতু বাক্ ও মনেরই স্থান পরিবর্তন করে। যেহেতু দ্বিতীয় সূক্তে, তার দ্বারা চোখ ও কানের স্থান পরিবর্তন করে। যেহেতু তৃতীয়ে সূক্তে, তার দ্বারা প্রাণ ও আত্মার স্থান পরিবর্তন হয়, কামনা প্রাপ্ত হয়ে বিহার করে। কেউ কেউ প্রগাথ পাঠ করেন। মন্ত্রের মধ্যে মিশ্রণ থাকে। সেরূপ তাঁরা প্রগাথ শস্ত্র পাঠ করেন। এই অত্যন্তসংযোগ স্বর্গলোকের প্রতিক্রম, এই অত্যন্ত আন্তর্মিশ্রণ।

বৃহতী হল আত্মা, সতোবৃহতী হল প্রাণসমূহ। তিনি বৃহতী ছন্দের শংসন করেছিলেন তা হল আত্মা। অতঃপর (তিনি শংসন করেন) সতোবৃহতী। সতোবৃহতী হল প্রাণসমূহ। অতঃপর তিনি (শংসন করেন) বৃহতী ছন্দের, তারপর সতোবৃহতী ছন্দের। তারা হল প্রজা। অতঃপর তিনি সতোবৃহতী ছন্দের (শংসন করেন), ফলে প্রজার (সন্তানের) দ্বারা তিনি আত্মাকে পরিপুষ্ট করেন। যেহেতু সেখানে আন্তর্মিশ্রণ থাকে, বৃহতী আত্মা, সতোবৃহতী পশু। তিনি (ঋত্বিক্‌) বৃহতী ছন্দ শংসন করে ছিলেন। (সতোবৃহতী) হল আত্মা। অতঃপর তিনি সতোবৃহতীছন্দের (শংসন করবেন) সে সব হল পশু। অতঃপর তিনি বৃহতী, তারপর সতোবৃহতীছন্দের (শংসন করবেন)। ফলতঃ তিনি পশুদ্বারা তিনি নিজেকে পরিপুষ্ট করেন। তারজন্য (যজমানের) মৈত্রাবরুণ প্রাণ(বায়ু) সম্পন্ন করে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর উদ্দেশ্যে 'এতস্য ত্বং প্রজনয়' এই বলে প্রদান করবেন।

তিনি সুকীর্তি (সূক্ত)^২ পাঠ করেন। সুকীর্তি (সূক্ত) হল দেবজন্মস্থান। এর দ্বারা তিনি যজ্ঞীয় দেবজন্মস্থানে যজমানের জন্ম দেন। তিনি বৃষাকপি (সূক্ত)^৩ শংসন করেন। বৃষাকপি হল আত্মা। আত্মাকেই তিনি সৃষ্ট করেন (এর দ্বারা)।

তিনি 'ন্যূত্বা, (ত্রিমাত্রিক) করেন। ন্যূত্বা হল অন্ন। তাকে (যজমানকে) তিনি অন্নদান করেন, যেমন জাতকুমারের জন্য স্তন (দুগ্ধ)। তিনি (যজমান) পংক্তি ছন্দোযুক্ত। এই পুরুষও পংক্তি ছন্দোযুক্ত। সেই পুরুষ পাঁচটি ভাগে বিভক্ত, (যথা) লোম, ত্বক্, অস্থি, মজ্জা ও মস্তিষ্ক। সেই

পুরুষ সেই যজমানকে সংস্কার করে অচ্ছাবাককে সম্প্রদান করেন ‘তুমি এর প্রতিষ্ঠা কর’ এই বলে।

এরপর তিনি (অচ্ছাবাক) এবয়ামরুৎ^৪ সূক্ত শংসন করেন। এবয়ামরুৎ সূক্ত হল প্রতিষ্ঠা। একে (যজমানকে) শেষে সে প্রতিষ্ঠাতে প্রতিষ্ঠিত করে। যাজ্যার দ্বারা যাগ করেন। যাজ্য হল অন্ন। অন্নাদিকে তার (যজমানের) উদ্দেশে তিনি সম্প্রদান করেন। ॥৮॥

১. ঋক্ সং ১০.৬১.৭

২. সুকীর্তি ঋষিদ্ভূত সূক্ত, ঋগ্বেদ সং- ১০.১৬১

৩. বৃষাকপি সূক্ত, ঋগ্বেদ সং - ১০.৮৬; অথর্ব (শৌ) ২০.১২৬

৪. এবয়ামরুৎসূক্ত. ঋগ্বেদ সং ৫.৮৭

বি.দ্র: এখানকার অধিকাংশ সূক্ত ঋক্ সংহিতার অন্তর্গত। নামগুলির জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

তানি বা এতানি সহচরাণীত্যাচক্ষতে যদ্ নাভানেদিষ্ঠো বালখিল্যো বৃষাকপিরেবয়ামরুৎ।
তানি সহ বা শংসেৎ, সহ বা ন শংসেৎ। যদেষামন্তরীয়াৎ, তদ্ যজমানস্যান্তরীয়াৎ। যদি
নাভানেদিষ্ঠং, রেতোহস্যান্তরীয়াৎ; যদি বালখিল্যাঃ; প্রাণানস্যান্তরীয়াৎ; যদি বৃষাকপিম্,
আত্মানমস্যান্তরীয়াৎ; যদ্যেবায়ামরুতং প্রতিষ্ঠা বা এবয়ামরুৎ প্রতিষ্ঠায়া এবৈনং তং শ্রাবয়েদ্
দৈব্যাশ্চ মানুষ্যাশ্চ। তানি সহ বা শংসেৎ, সহ বা ন শংসেৎ। স হ বুডিল
আশ্বিতরাস্যুর্বিষ্বজিতো হোতা সন্নীক্ষাং চক্রে—এতেষাং বা এষাং শিল্লানাং বিষ্বজিতি
সাংবৎসরিকে দ্বৈ হোতুরুক্থে মাধ্যন্দিনমভিপ্রচ্যবেতে, হস্তাহমিথমেবয়ামরুতং শংসয়ানীতি।
তদ্ধ তথা শংসয়াং চক্রে। তদ্ধ তথা শস্যমানে গোপ্ত আজগাম। স হোবাচ—হোতঃ কথা তে
শস্ত্রং বিচক্রং প্লবত ইতি? কিং হ্যভূদিত্যেবয়ামরুদয়মুত্তরতঃ শস্যত ইতি? স হোবাচ—ঐন্দ্রো
বৈ মাধ্যংদিনঃ, কথেন্দ্রং মাধ্যন্দিনাদ্ নিনীষসীতি? নেন্দ্রং মাধ্যন্দিনাদ্ নিনীষামীত—স হোবাচ।
হন্দস্ত্বিদমমাধ্যংদিনংসাচি, জাগতং বাতিজাগতং বা, স উ মারুতঃ, মৈবং সংমৃষ্টেতি। স
হোবাচ—আরমাচ্ছাবাকেতি, অথাস্মিননুশাসনমীষে। স হোবাচ—ঐন্দ্রমেষ বিষ্ণুন্যঙ্গানি
শংসতি, অথ ত্বং হোতঃ উপরিষ্টাদ্ রৌদ্রিয়া ধার্যায়াঃ পুরস্তাদ্ মারুতস্য সূক্তস্যাপ্যস্যথা ইতি।
তথেতি তদপ্যেতর্হি তথৈব শস্যতে। যথা ষষ্ঠে পৃষ্ঠ্যাহনি কল্পত এব যজ্ঞঃ, কল্পতে যজমানস্য
প্রজাতিঃ, কথমত্রাশস্ত এব নাভানেদিষ্ঠো ভবতি, অথ বালখিল্যাঃ শংসতি, রেতো বা অগ্রেংথ
প্রাণাঃ,? এবং ব্রাহ্মণাচ্ছংস্যশস্ত এব নাভানেদিষ্ঠো ভবতি, অথ বৃষাকপিং শংসতি, রেতো বা
অগ্রেংথাত্মা, কথমত্র যজমানস্য প্রজাতিঃ? কথং প্রাণা অবরুদ্ধা ভবন্তীতি? যজমানং বা

এতেন সর্বেণ যজ্ঞক্রতুনা সংস্কুবন্তি। স যথা গর্ভো যোন্যামন্তরেব (প্রাণানস্যান্তরিত্যাদ্, যদি
বৃষাকপিমাত্ত্বানমস্যান্তরিত্যাদ্ যদ্যেব যা) সংভবন্তে। ন হ বৈ সকৃদেবাগ্রে সর্বং সংভবতি,
একৈকং বা অঙ্গং সংভবতঃ সংভবতি। সর্বাণি চেৎ সমানেহহনি ক্রিয়েরন্ কল্পত এব যজ্ঞঃ,
কল্পতে যজমানস্য প্রজাতিঃ। অথ হৈবৈবয়ামরুতং হোতা শংসেৎ। তস্যাস্য প্রতিষ্ঠা,
তস্যামেবৈনমন্ততঃ প্রতিষ্ঠাপয়তি, প্রতিষ্ঠাপয়তি ॥৯॥

তাঁরা বলেন নাভানেদিষ্ঠ, বালখিল্য, বৃষাকপি, এবয়ামরুৎ সূক্তসমূহ হল সহচারী সূক্ত। সে
সব (অন্য সূক্ত) সহযোগে শংসন করবেন কিংবা সহযোগে শংসন করবেন না। এদের মধ্যে
যাকে বাদ দেবেন, যজমানই তাহলে বাদ পড়বেন। যদি নাভানেদিষ্ঠকে বাদ দেন তাহলে তার
(যজমানের) রেতঃ বাদ পড়ে। যদি বালখিল্য (বাদ দেন) তাহলে প্রাণবায়ু বাদ পড়ে, যদি
বৃষাকপি সূক্ত (বাদ দেন), তাহলে আত্মাকেই বাদ দেওয়া হয়। যদি এবয়ামরুৎ সূক্ত বাদ দেন
তাহলে প্রতিষ্ঠা হল এবয়ামরুৎ। দৈবী ও মানুষী উভয় প্রকার প্রতিষ্ঠা থেকেই তিনি বিচ্যুত হন।

সেগুলি অন্য (সূক্ত) সহ শংসন করবেন, কিংবা সহযোগে শংসন করবেন না। সেই বুড়িল
আশ্বিতরাস্য হোতা বিশ্বজিৎ(যাগে) সমীক্ষা করেছিলেন^১। এদের অথবা এই শিল্পসমূহের
সংবৎসর ব্যাপী, বিশ্বজিৎ যাগে সেখানে দুটি উক্থ মাধ্যন্দিন সবনে শংসিত হয়। আমি (হোতা)
এইরূপেই এবয়ামরুৎশস্ত্র শংসন করব। অতঃপর তিনি তা সেরূপে শংসন করলেন, সেভাবে
শংসন কালে গোষ্ঠ^২ সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি বললেন—‘ওহে হোতা! কীরূপে
তোমার শস্ত্র চক্রহীন হয়ে ধাবিত হয়? কী হয়েছিল? এবয়ামরুৎ সূক্ত কি উত্তরদিক থেকে
শংসিত হয়েছিল’? তিনি (হোতা) বললেন—‘ইন্দ্র হলেন মাধ্যন্দিন সবনের দেবতা। কীজন্য
ইন্দ্রকে মাধ্যন্দিন সবন থেকে বিতাড়িত করছ? ইন্দ্রকে মাধ্যন্দিনসবন থেকে নিষ্কাশিত করো
না’। (গোষ্ঠ) বললেন—‘কিন্তু এই ছন্দ মাধ্যন্দিনের নয়। জগতী বা অতিজগতী মাধ্যন্দিনে
উপযুক্ত মরুৎশস্ত্র। একে শংসন করবেন না’। তিনি আরও বললেন— ‘ওহে অচ্ছাবাক! তুমি
থাম। এতে স্থিত অনুশাসনকে আমি মান্য করি’। তিনি (বুড়িল) আরও বললেন— ‘তিনি
ঐন্দ্রসূক্ত ও বিষ্ণুদেবতাসংপৃক্ত সূক্ত পাঠ করেন। অতঃপর হে হোতা, তুমি কি রুদ্রসূক্ত ও
ধায়্যার পূর্বে মরুৎসূক্তের স্থাপন করবে’? সেরূপই (করা হয়েছে)। তাকেও এখন সেরূপেই
শংসন করা হয়। যেমন যজ্ঞ যষ্ঠপৃষ্ঠ্যাহে প্রস্তুত হয়, সেরূপ প্রস্তুত হয় যজমানের প্রজাতি।
কীরূপেই বা এখানে নাভানেদিষ্ঠ শংসন না করেই বালখিল্য শংসন করা হয়? আগে তো রেতঃ
তারপর তো প্রাণ। কীরূপে ব্রাহ্মণাচ্ছংসী নাভানেদিষ্ঠ শংসন না করে বালখিল্য শংসন করেন?
আগে রেতঃ তারপর আত্মা, কীরূপেই বা যজমানের সন্তানেরা (আসে)? কীরূপেই বা প্রাণ

অবরুদ্ধ হয়? তাঁরা (ঋত্বিক) যজমানকে এ সমস্ত যজ্ঞক্রম দ্বারা সংস্কার করেন। তিনি প্রাণ থেকে বিচ্যুত হন, যদি তিনি বৃষাকপি সূক্ত (শংসন না করেন), এরূপে তিনি আত্মা থেকে বিচ্যুত হন যেমন জরায়ু থেকে গর্ভ বিচ্যুত হয়। (গর্ভ) প্রথমে একেবারেই সবটা সম্পূর্ণ হয় না। একটি একটি অঙ্গ প্রস্তুত হয়। সকলে যদি একই দিনে (যাগ) করে তাহলে যজ্ঞ প্রস্তুত হয়, যজ্ঞমানের সন্তান নিয়মিত হয়। অতঃপর হোতা এবয়ামরুৎ সূক্ত শংসন করেন। এই তার প্রতিষ্ঠা। অন্তে এই তাকে প্রতিষ্ঠাতে স্থিত করে। স্থিত করে। ॥৯॥

১. গোপথ পাঠ 'বুড়িলঃ'— ঐ. ব্রা. ৬.৩০.৭; পাঠ 'বুলিলঃ'

গোপথ পাঠ 'আশ্বিতরাস্যঃ'— ঐ. ব্রা. পাঠ— স হ বুলিল আশ্বিতরঃ ইত্যাদি।

'আশ্বিতর' সম্ভবতঃ কোনও ঋষির নাম।

২. গোল্ল— একজন শিক্ষক, ঋষির নাম। ঐ. ব্রা. পাঠ গৌল্ল।

কৌ. ব্রা. ১৬.৯; ২৩.৪ এ গৌশ্র নাম আছে।

বি. দ্র : অনেক পাঠভেদ এ অনুচ্ছেদে আছে। গর্ভ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তথ্যও এখানে পরিবেশিত হয়েছে।

দেবক্ষেত্রং বৈ ষষ্ঠমহঃ। দেবক্ষেত্রং বা এত আগচ্ছন্তি, যে ষষ্ঠমহরাগচ্ছন্তি। ন বৈ দেবা অন্যান্যস্য গৃহে বসন্তি, নর্তুর্ঋতোগৃহে বসন্তীত্যাহঃ। তদ্ যথাযথমৃত্বিজ ঋতুযাজান্ যজন্ত্যসংপ্রদায়ম্। তদ্ যদুতূন্ কল্পয়ন্তি যথাযথং জনিতা। তদাহঃ—নর্তুপ্রৈষৈঃ প্রৈষ্যেয়ূর্নর্তুপ্রৈষৈর্বষট্কুর্যুঃ। বাগ্ বা ঋতুপ্রৈষাঃ। আপ্যতে বৈ বাক্ ষষ্ঠেহহনীতি। যদুতূপ্রৈষৈঃ প্রৈষ্যেয়ূর্নর্তুপ্রৈষৈর্বষট্কুর্যুঃ, বাচমেব তদাপ্তাং শান্তামুক্তবতীং বহরাবণীম্ছেয়ুঃ, অচ্যুতাদ্ যজ্ঞস্য চ্যবেরন্, যজ্ঞাৎ প্রাণান্ প্রজায়াঃ পশুভ্যো জিন্মা ঙ্গয়ুঃ। তস্মাদগ্নেভ্য এব প্রৈষিতব্যম্, ঋগ্নেভ্যোহপি বষট্কৃত্যম্। তদ্ ন বাচমাপ্তাং শান্তামুক্তবতীং বহরাবণীম্ছেন্তি, নাচ্যুতাদ্ যজ্ঞস্য চ্যবেরন্, ন যজ্ঞাৎ প্রাণান্ প্রজায়াঃ পশুভ্যো জিন্মা যন্তি। পারুচ্ছেপীরূপদধতি দ্বয়োঃ সবনয়োঃ পুরস্তাৎ প্রস্থিতযাজ্যানাম্। রোহিতং বৈ নাইমৈতচ্ছন্দো যৎ পারুচ্ছেপম্। এতেন হ বা ইন্দ্রঃ সপ্ত স্বর্গাল্লোকানারোহৎ। আরোহতি সপ্ত স্বর্গাল্লোকান্ য এবং বেদ। তদাহঃ—যৎ পঞ্চপদা এব পঞ্চমস্যাহো রূপং ষট্পদাঃ ষষ্ঠস্য, অথ কস্মাৎ সপ্তপদাঃ ষষ্ঠেহহনি শস্যন্ত ইতি? ষড়্ভিরেব পদৈঃ ষষ্ঠমহরবাপ্নুবন্ত্যবহির্দ্যেবৈতদহর্যৎ সপ্তমম্। তদেব সপ্তমেন পদেনাভ্যারুহ্য বসন্তি। সংততৈস্ত্রয়হৈরব্যবহিনৈর্যন্তি, য এবং বিদ্বাংস উপয়ন্তি ॥১০॥

(পৃষ্ঠ্যষড়হের) ষষ্ঠ দিন হল দেবক্ষেত্র। সেহেতু যাঁরা ষষ্ঠাহে আগম করেন, তাঁরা দেবক্ষেত্রেই আগমন করেন। তাঁরা বলেন— 'দেবতারা একে অপরের গৃহে বাস করেন না।

এক ঋতুর গৃহে অন্য ঋতু বাস করেন না (অর্থাৎ সচরাচর এক ঋতুর স্থানে অন্য ঋতুর আগমন হয় না)। সেহেতু ঋত্বিকরা যথাযথভাবে (অসম্প্রদায়গত) অনুষ্ঠান করে থাকেন। যথাযথভাবে ঋষি ঋতুকে প্রস্তুত করেন (ঋতুযাগ যথাযথক্রমে করেন) তাঁরা বলেন—তাঁরা ‘ঋতুপ্রৈষ’ প্রেরণ অথবা ঋতুপ্রৈষসহ বষট্কার করবেন না। ঋতুপ্রৈষ হল বাক্য। ষষ্ঠাহে ঋতুপ্রৈষ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ঋতুপ্রৈষসহ যদি তাঁরা প্রেরণ করেন, বা ঋতুপ্রৈষসহ বষট্কার করেন তাহলে তাঁরা শ্রান্ত ও শূন্যতায়ুক্ত (নিরর্থক), গুরুভারহেতু উচ্চরবযুক্ত বাক্য লাভ করেন। যজ্ঞের নীতি থেকে তাঁরা বিচ্যুত হন, যজ্ঞ থেকে, প্রাণ থেকে, সন্তান থেকে, পশু থেকে বিচ্যুত হন। সেহেতু ঋত্বিকদের নিমিত্ত প্রেষিতব্য, ঋত্বিকদের জন্য বষট্কার করণীয়। তাহলে শ্রান্ত, নিরর্থক, গুরুভার-হেতু উচ্চারণযুক্ত বাক্য পাবেন না। যজ্ঞের নীতি থেকে বিচ্যুত হবেন না। যজ্ঞ থেকে, প্রাণ থেকে, সন্তান থেকে, পশু থেকে, বিচ্যুত হবেন না।

তিনি প্রথম দুটি সবনে পারুচ্ছেপীসূক্তকে প্রস্থিত যাজ্যাসমূহের পূর্বে স্থাপন করেন। পারুচ্ছেপীসূক্ত হল রোহিত (আরোহণ) ছন্দোবিশিষ্ট। এর দ্বার ইন্দ্র সপ্ত-স্বর্গলোকে আরোহণ করেছিলেন। যে এরূপে জানে, সে সপ্ত স্বর্গলোক লাভ করে। সেহেতু তাঁরা বলেন—পঞ্চপদযুক্ত (মন্ত্র) হল পঞ্চমদিনের প্রতীক, ষষ্ঠ দিনের প্রতীক ষট্‌পদ। তাহলে কেন সপ্তপদ (মন্ত্র) (পৃষ্ঠ্য ষড়্‌হের) ষষ্ঠাহে শংসন করেন? ষট্‌পদ দ্বারাই। তাঁরা ষষ্ঠাহকে লাভ করেন। সপ্তম দিনকে যেন তাঁরা বিচ্ছিন্নই করেন। সপ্তমের দ্বারা আরোহণ করে বাস করেন। অবিরত ও অনবচ্ছিন্ন দিনত্রয় দ্বারা তাঁরা উপস্থিত হন—এবং তাঁরা অভিজ্ঞাত হয়েই (সেখানে) উপস্থিত হন। ॥১০॥

তুলনীয় ঐ.ব্রা. ৫.৯. ও ১০.। প্রয়োগের জন্য বৈ.সূ. ৩১.২৭

দেবাসুরা বা এষু লোকেষু সময়তন্ত। তে বৈ দেবাঃ ষষ্ঠেনাহৈভ্যো লোকেভ্যোহসুরান্ পরাণুদন্ত। তেষাং যান্যন্তুর্হস্তানি বসূন্যাসন্, তান্যাদায় সমুদ্রং প্রারূপ্যন্ত। তেষাং বৈ দেবা অনুহায়ৈতেনৈব ছন্দসান্তুর্হস্তানি বসূন্যাদদত। তদেবৈতৎ পদং পুনঃপদম্। স এবাঙ্কুশ আকুঞ্চনায়। আ দ্বিষতো বসু দত্তে, নিরৈবৈনমেভ্যঃ সর্বেভ্যো লোকেভ্যো নুদতে, য এবং বেদ। দ্যৌর্বে দেবতা ষষ্ঠমহর্বহতি, ত্রয়স্বিংশ স্তোমঃ, রৈবতং সাম, অতিচ্ছন্দশ্ছন্দঃ। যথাদেবতমেনেন যথাস্তোমং যথাসাম যথাস্থন্দসম্প্লোতি য এবং বেদ। যদ্ বৈ সমানোদর্কং তৎ ষষ্ঠস্যাহো রূপম্। যদ্যেব প্রথমমহস্তদুত্তমমহঃ। তদেবৈতৎ পদং পুনর্যৎ ষষ্ঠম্। যদশ্ববদ্ যদ্ রথবদ্ যৎ পুনরাবৃত্তং যৎ পুনর্নিবৃত্তং যদন্তরূপং যদসৌ লোকোহভ্যাদিতো যদ্ নাভানেদিষ্ঠং যৎ পারুচ্ছেপং যদ্

নারাশংসং যদ্ দ্বৈপদা যৎ সপ্তপদা যৎ কৃতং যদ্ রৈবতং তৎ তৃতীয়স্যাহো রূপম্—এতানি বৈ
ষষ্ঠস্যাহো রূপাণি। ছন্দসামু হ ষষ্ঠেনাহাত্তানাং রসোহত্যেনেদং। তং প্রজাপতিরুদানাদ্
নারাশংস্যা গায়ত্র্যা রৈভ্যা ত্রিষ্টুভা পরিক্ষিত্যা জগত্যা গাথয়ানুষ্টুভা। এতানি বৈ ছন্দাংসি
ষষ্ঠেহহনি শস্তানি ভবন্ত্যাতয়ামানি। ছন্দসামেব তৎ সরসতয়া অয়াতয়ামতায়ৈ। সরসানি হাস্য
ছন্দাংসি ষষ্ঠেহহনি শস্তানি ভবন্তি। সরসৈশ্ছন্দোভিরিষ্টং ভবতি, সরসৈশ্ছন্দোভির্যজ্ঞং তনুতে য
এবং বেদ ॥১১॥

দেবতা ও অসুরেরা এই লোকসমূহে যুদ্ধ করেছিল। দেবতারা অসুরদেরকে ষষ্ঠাহের (পৃষ্ঠ্য)
দ্বারা এই লোকসমূহ থেকে বিতাড়িত করেছিল। তাদের (অসুরদের) হাতে যে সমস্ত সম্পদ
ছিল, তাঁরা (দেবতারা) তাদের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেন। সে (সম্পদ)
দেবতারা ছন্দোর দ্বারা সেই হস্ত-স্থিত ধন পুনরায় প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই পদ পুনঃপদ। সে
অঙ্কুশ ছিল কুণ্ঠিত করার জন্যে। যে এরূপ জানে সে সকল লোক থেকে তাদের (শত্রুদের)
হটিয়ে দেয় এবং শত্রুর ধন লাভ করে। দেবতা ষষ্ঠাহকে বহন করেন। (এতে) ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম,
হটিয়ে দেয় এবং শত্রুর ধন লাভ করে। দেবতা ষষ্ঠাহকে বহন করেন। (এতে) ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম,
রৈবত সাম, অতিচ্ছন্দ ছন্দ (বিদ্যমান)। এর দ্বারা যথাদেবতা যথাস্তোম যথাসাম যথাহন্দ সে ঋদ্ধ
হয়, যে এ রূপ জানে। যা প্রথমে শেষে একই তা ষষ্ঠাহেরই প্রতীক। তাই যেমন প্রথম দিন
তেমনি অন্তিম দিন হয় (ষষ্ঠাহে)। এ সেই পদ যা ষষ্ঠাহ (যাগ), যা অশ্বযুক্ত, যা রথযুক্ত, যা
পুনরাবর্তনকারী, যা পুনর্নিবৃত্তকারী, যা অন্তরূপী, যা অভ্যুদয়যুক্ত, যা নাভানেদিষ্ঠ (সূক্ত), যা
পারুচ্ছেপী (সূক্ত), যা নারাশংস (মন্ত্র), যা দ্বিপদী, যা সপ্তপদী, যা কৃত, যা রৈবত, সে
সমস্তই তৃতীয়াহের প্রতীক। এ সমস্ত (পৃষ্ঠ্য) ষড়হেরই নানারূপ। ষষ্ঠাহের দ্বারা ছন্দসমূহের রস
উছলে উঠেছিল। প্রজাপতি তাকে (যজমানের নিমিত্ত) উদানবায়ু, নারাশংসী-পদযুক্ত গায়ত্রী,
রৈভী-পদযুক্ত ত্রিষ্টুপ্, পরিক্ষিতি-পদযুক্ত অনুষ্টুপ্ প্রভৃতি (ছন্দোর দ্বারা) (সমৃদ্ধ করেন)। এই
ছন্দসমূহ ষষ্ঠাহে শংসিত হয় এবং (শংসিত হয়) আয়াত সামসমূহ। ছন্দসমূহের অয়াতযামার
(অনিঃশেষতা)। নিমিত্তই সরসতা। এর সরস ছন্দগুলি ষষ্ঠাহে শংসিত হয়। সরস ছন্দগুলির দ্বারা
অভীষ্ট সম্পাদিত হয়। সরস ছন্দের দ্বারা তার যজ্ঞ বর্ধিত হয়, যে এরূপ জানে। ॥১১॥

তু. ঐ. ব্রা ৫.১১, ১২; ৬.৩২

অথ যদ্ দ্বৈপদৌ স্তোত্রিয়ানুরূপৌ ভবতঃ—ইমা নু কং ভুবনা সীষধাম ইতি। দ্বিপাদ্ বৈ
পুরুষঃ। দ্বিপ্রতিষ্ঠঃ পুরুষঃ। পুরুষো বৈ যজ্ঞঃ। তস্মাদ্ দ্বৈপদৌ স্তোত্রিয়ানুরূপৌ ভবতঃ। অথ
সুকীর্তিং শংসাত—অপেন্দ্র প্রাচো মঘবন্ন মিত্রান্ ইতি। দেবযোনিবৈ সুকীর্তিঃ। স য এবমেতাং

দেবযোন্যাং সুকীৰ্তিঃ বেদ, কীৰ্তিঃ প্রতিষ্ঠাপয়তি ভূতানাম্, কীৰ্তিমান্ স্বৰ্গে লোকে প্রতিতিষ্ঠতি। প্রতিতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভিৰ্য এবং বেদ। অথ বৃষাকপিং শংসতি— বি হি সোতোরসৃক্ষৎ ইতি। আদিত্যো বৈ বৃষাকপিঃ। তদ্ যৎ কম্পয়মানো রেতো বর্ষতি, তস্মাদ্ বৃষাকপিঃ। তদ্ বৃষাকপের্বৃষাকপিত্বম্। বৃষাকপিরিব বৈ স সৰ্বেষু লোকেষু ভাতি য এবং বেদ। তস্য তৃতীয়েষু পাদেষাদ্যন্তয়োৰ্যন্যুজ্ঞানিনদান্ করোতি। অন্নং বৈ ন্যূজ্ঞঃ, বলং নিনর্দঃ, অন্নাদ্যমেবাস্মৈ তদ্ বলে নিদধাতি। অথ কুস্তাপং শংসতি। কুয়ং হ বৈ নাম কুৎসিতং ভবতি, তদ্ যৎ তপতি, তস্মাৎ কুস্তাপাঃ। তৎ কুস্তাপানাং কুস্তাপিত্বম্। তপ্যন্তেহস্মৈ কুয়ানিতি তপ্তকুয়ঃ স্বৰ্গে লোকে প্রতিতিষ্ঠতি। প্রতিতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভিৰ্য এবং বেদ। তস্য চতুর্দশ প্রথমা ভবন্তি—ইদং জনা উপ শ্রুত ইতি। তাঃ প্রগ্রাহং শংসতি যথা বৃষাকপিম্। বার্ষরূপং হি। বৃষাকপেস্তদ্ ন্যায়মেত্যেব। অথ রৈভীঃ শংসতি—বচ্যস্ব রেভবচ্যস্ব ইতি। রেভস্তো বৈ দেবান্ চর্যয়ন্ত স্বৰ্গং লোকমায়ন, তথৈবৈতদ্ যজমানা রেভস্ত এব স্বৰ্গং লোকং যন্তি। তাঃ প্রগ্রাহমেত্যেব। অথ পারিক্ষিতীঃ শংসতি—রাজ্ঞো বিশ্বজনীনস্য ইতি। সংবৎসরো বৈ পরিক্ষিৎ, সংবৎসরো হীদং সৰ্বং পরিক্ষিয়তীতি। অথো খল্লাহঃ—অগ্নিৰৈ পরিক্ষিদ্, অগ্নিহীদং সৰ্বং পরিক্ষিয়তীতি। অথো খল্লাহঃ—গাথা এবৈতাঃ কারব্যা রাজ্ঞঃ পরিক্ষিত ইতি, স নস্তদ্ যথা কুর্যাৎ। গাথা এবৈতাঃ শস্তা ভবন্তি। যদ্যু বৈ গাথা অগ্নেৰেব গাথাঃ সংবৎসরস্য বেতি কুর্যাৎ। যদ্যু বৈ মন্ত্রোহগ্নেৰেব মন্ত্রঃ সংবৎসরস্য বেতি কুর্যাৎ। তাঃ প্রগ্রাহমেত্যেব। অথ কারব্যাঃ শংসতি—ইন্দ্রঃ কারুমবুধদ্ ইতি। যদেব দেবাঃ কল্যাণং কৰ্মাকুৰ্বন, তৎ কারব্যাভিরবাপ্নুবন। তথৈবৈতদ্ যজমানা যদেব দেবাঃ কল্যাণং কৰ্ম কুৰ্বন্তি তৎ কারব্যাভিরবাপ্নুবন্তি। তাঃ প্রগ্রাহমেত্যেব। অথ দিশাং ক্লৃপ্তীঃ পূৰ্বং শস্তা—যঃ সভেয়ো বিদথ্যঃ ইতি জনকল্পা উত্তরাঃ শংসতি—যোহনাক্তাক্ষো অনভ্যক্তঃ ইতি। ঋতবো বৈ দিশঃ প্রজননঃ। তদ্ যদ্ দিশাং ক্লৃপ্তীঃ পূৰ্বং শস্তা—যঃ সভেয়ো বিদথ্যঃ ইতি জনকল্পা উত্তরাঃ শংসতি, ঋতুনেব তৎ কল্পয়তি। ঋতুযু প্রতিষ্ঠাপয়তি। প্রতিষ্ঠন্তীরিদং সৰ্বমনুপ্রতিতিষ্ঠতি। প্রতিতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভিৰ্য এবং বেদ। তা অৰ্ধর্চশঃ শংসতি, প্রতিষ্ঠিত্যা এব। অথেন্দ্রগাথাঃ শংসতি—যদিদ্রাদো দাশরাজ্ঞে ইতি। ইন্দ্রগাথাভির্হ বৈ দেবা অসুরানাগায়াথৈনানত্যায়ন। তথৈবৈতদ্ যজমানা ইন্দ্রগাথাভিরেবাপ্রিয়ং ভ্রাতৃব্যমাগায়াথৈনমতিয়ন্তি। তা অৰ্ধর্চশঃ শংসতি, প্রতিষ্ঠিত্যা এব ॥১২॥

অতঃপর যা স্তোত্রিয় ও অনুরূপ তা দ্বিপদযুক্ত হয়। ‘ইমা নু কং ভুবনা সীষধাম্’ ইতি ঋক্। মানুষ দ্বিপাদবিশিষ্ট। পুরুষ দুটি পদে প্রতিষ্ঠিত। যজ্ঞ হল পুরুষ। সেহেতু স্তোত্রিয় অনুরূপ

হল এর দুটি পা। সেহেতু সুকীৰ্তি (নামক ঋষি শংসন করেন) ‘অপেন্দ্র প্রাচো মঘবন্ন মিত্রান’^২ ইত্যাদি মন্ত্র। সুকীৰ্তি দেবজাত। যে এই দেবজাত সুকীৰ্তিকে জানে, সে ভূতলোকে কীৰ্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে, স্বৰ্গলোকে কীৰ্তিমান হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে এভাবে জানে সে সন্তান ও পশুসম্পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর তিনি বৃষাকপি সূক্ত শংসন করেন ‘বি হি সোতোরসৃক্ষত’^৩। বৃষাকপি হলেন আদিত্য। রেতঃ যখন কম্পিত হয়ে বর্ষিত হয় তখন তা বৃষাকপি (বৃষ্টিৰ্ভবতি কম্পমানঃ)। সেহেতুই বৃষাকপির বৃষাকপিত্ব। বৃষাকপির মতই সে সকল লোক প্রকাশিত হয় যে এরূপ জানে। এর (বৃষাকপি মন্ত্রের) আদি ও অন্তে মন্ত্রের তৃতীয় পাদসমূহে ন্যুঙ্খ (ওঁ শব্দ) ও নিনর্দ ধ্বনি করেন। ন্যুঙ্খ ধ্বনি হল অন্ন। নিনর্দ হল শক্তি। তিনি অন্ন ও বল ধারণ করেন, (যিনি ঐ ধ্বনিদ্বয় উচ্চারণ করেন)।

অতঃপর কুস্তাপ (সূক্ত) তিনি শংসন করেন। ‘কুয়’ পদের অর্থ কুৎসিত^৪। তাকে যে তপ্ত করে সেহেতুই কুস্তাপ। সেহেতু কুস্তাপ পদের কুস্তাপত্ব। এর উদ্দেশে কুয়দের তপ্ত করে। সেহেতু, একে ‘তপ্তকুয়’ বলা হয়। সে স্বৰ্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়, সে এরূপ জানে। সে সন্তান ও পশুসম্পদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর (কুস্তাপ সূক্তের) প্রথম চতুর্দশ মন্ত্র শুরু হয়—‘ইদং জনা উপ শ্রুত’ ইতি ঋক্ দিয়ে^৫। সেই ঋক্সমূহ (প্রতিপাদগ্রহণ করেন) শংসন তিনি করেন। যেমন বৃষাকপির (শংসন করেন)। এ হল (অর্থাৎ বৃষাকপির) বার্ষরূপ (অর্থাৎ বর্ষার প্রতীক)। সেহেতু তা বৃষাকপি নীতি অনুসরণ করে।

এরপর ‘বচ্যস্ব রেভ বচ্যস্ব’^৬ ইত্যাদি রৈভী (সূক্ত) শংসন করেন। এ সূক্ত স্তুতি করতে করতে দেবতা ও ঋষিরা স্বৰ্গলোককে লাভ করেছিলেন। সেহেতু যজমানও স্তুতি করেই স্বৰ্গলোক লাভ করেন। ঋক্সমূহ প্রগাহ করে পাঠ করা হয়।

অতঃপর পারিক্ষিতী ঋক্সমূহ পাঠ করেন—‘রাষ্ট্রো বিশ্বজনীনস্য’^৭ ইত্যাদি। পরিক্ষিৎ হল সমগ্র বৎসর। সংবৎসর সকলকে পরিক্ষয় করে। এজন্যেই তাঁরা বলেন অগ্নিই হলেন পরিক্ষিৎ। অগ্নি সকলকে ক্ষয় করেন। অতএব তাঁরা বলেন—‘এই গাথাসমূহ রাজা পরিক্ষিতের কারব্য (স্তুতিকারী)’। তিনি (যজমান) আমাদের জন্যে যথারূপ করেন। গাথাসমূহ এরূপেই শংসিত হয়। সেই যে গাথাসমূহ তা অগ্নির (উদ্দেশে) অথবা গাথা সংবৎসরের (উদ্দেশে) শংসিত হয় একথা তিনি বলেন। অগ্নির মন্ত্র, অথবা মন্ত্রসমূহ সংবৎসরের নিমিত্ত (শংসিত হয়) একথা তিনি বলেন। সে ঋক্সমূহের প্রগাহ পাঠ হয়। এরপর তিনি স্তুতিকারী ঋক্সমূহ শংসন করেন—‘ইন্দ্রঃ কারুমকবুধৎ’^৮। দেবতারা কল্যাণকর কর্ম করেছিলেন, এবং তা সেহেতু স্তুতিকারী ঋক্সমূহ দ্বারা তা লাভ করেছিলেন যেহেতু দেবতারা কল্যাণকর কর্ম করেছিলেন, তা স্তুতিকারী ঋক্

সমূহের দ্বারাই (কারব্যাবিঃ) লাভ করেছিলেন। যেমন দেবতারা, তেমনি যজমানেরাও কল্যাণ কর্ম করেন এবং কল্যাণকারী ঋক্ দ্বারা তা লাভ করেন। সে ঋক্‌সমূহ প্রগ্রাহ হয়। সে অতঃপর দিক্‌সমূহের (দিকবাচী ঋক্‌সমূহ) পূর্বে শংসন করে—‘যঃ সভেয়ো বিদথ্যঃ’^১। ঋষি জনকল্প উত্তরা ঋক্‌সমূহ শংসন করেন। ‘যোহনাত্তাক্ষো অনভ্যক্তঃ’^২ ইতি। ঋতুরা হল দিক্‌সমূহের সৃষ্টিকারী। সেহেতু যখন দিক্‌সমূহ সৃষ্টিকারী ঋক্‌সমূহ পাঠ পূর্বেই করে—‘যঃ সভেয়ো বিদথ্যঃ’^৩ ইত্যাদি, উত্তরা জনকল্প, তার দ্বারা ঋতুসমূহকেই (কল্পনা) সৃষ্টি করেন। তাদের ঋতুসমূহে প্রতিষ্ঠিত করেন। (ঋতু) প্রতিষ্ঠিত হলে সকলে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে এরূপ জানে সে সন্তান ও পশু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সমস্ত অর্ধঋক্‌সমূহ তিনি শংসন করেন প্রতিষ্ঠার জন্যে। অতঃপর ইন্দ্রগাথা শংসন করেন—‘যদিদ্রাদো দাশরাজে’^৪ ইতি। ইন্দ্রগাথাসমূহ দ্বারা গাথা শংসন করে সকল দিকে অগ্রসর হয়ে অসুরদের অধিকার করেন। সেহেতু যজমানরা ইন্দ্রগাথার দ্বারা অপ্রিয় শত্রুকে অধিকার করেন। তিনি (যজমান) সেই অর্ধঋক্‌সমূহ শংসন করেন। প্রতিষ্ঠার জন্যে। ॥১২॥

১. ঋক্. ১০. ১৫৭. ১(ক); অথর্ব (শৌ) ২০.৬৩.১০; বাজ.সং ২৫.৪৬ক; কৌ. ব্রা. ২৬.১৩

২. অথর্ব (শৌ) ২০.৬৩.১ক; অথর্ব (পৈ) ১৯.১৬.৮

* এখানে লক্ষণীয় যে শৌ. পাঠ ‘অপেন্দ্র প্রাচো..’ যা গোপথপাঠ আর পৈ. পাঠ ‘অপেন্দ্র পরাচো..’।

ফলতঃ স্পষ্ট হয় গোপথ শৌনককে এখানে অনুসরণ করেছে।

৩. ঋক্. ১০. ৮৬. ১; অথর্ব (শৌ) ২০.১২৬.১ক;

৪. কুন্তাপ শব্দের একটি অর্থ এখানে করা হয়েছে ‘কুয়’ শব্দ থেকে যার অর্থ কুৎসিত। কুৎসিতকে তণ্ডু করে যে মন্ত্র তাই ‘কুন্তাপ’। এটি গো. ব্রা. এর নিজস্ব অভিমত।

৫. অথর্ব শৌ. এর ২০. ১২৭-১৩৬ পর্যন্ত কুন্তাপসূক্ত। পৈ. সং এ এ সূক্ত গুলি নেই। এ সূক্ত গুলির প্রকৃত অর্থ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে পণ্ডিতমহলে।

৬. অথর্ব (শৌ) ২০.১২৭. ৪

৭. তদেব (শৌ) ২০.১২৭. ৭

৮. তদেব (শৌ) ২০.১২৭. ১১

৯. তদেব (শৌ) ২০.১২৮. ১

১০. তদেব (শৌ) ২০.১২৮. ৬

১১. তদেব (শৌ) ২০.১২৮. ১

১২. তদেব (শৌ) ২০.১২৮. ১২ (ইন্দ্রগাথা ১২-১৬)

এসব শ্রীতানুষ্ঠান বর্ণনার দ্বারা অথর্ব এর প্রতি শ্রীতাংশে গো.ব্রা এর আনুগত্য অত্যন্ত স্পষ্ট। ফলতঃ অথর্ববেদেও যে শ্রীতানুষ্ঠান প্রচুর তা উপলব্ধ হয়। মন্ত্রগুলি সবই কুস্তাপসূক্তের অন্তর্গত।

অথৈতশপ্রলাপং শংসতি—এতা অশ্বা আপ্লবন্তে ইতি। ঐতশো হ মুনির্যজ্ঞস্যায়ুর্দর্শ। স হ পুত্রানুবাচ—পুত্রকা যজ্ঞস্যায়ুর্দর্শম্, তদভিলপিষ্যামি, মা মা দৃপ্তং মন্যধ্বমিতি। তথৈতি। তদভিললাপ, তস্য হাভ্যগ্নিরৈতশায়নো জ্যেষ্ঠঃ পুত্রোহভিধ্রত্য মুখমপিজগ্রাহ কুবন্ দৃপ্তো নঃ পিতেতি। স হোবাচ—ধিক্ ত্বা জাল্মাপরস্য পাপিষ্ঠাং তে প্রজাং করিষ্যামিতি, যো মে মুখং প্রাগ্রহীঃ, যদি জাল্ম মুখং ন প্রাগ্রহীষ্যঃ, শতায়ুষং গামকরিষ্যং সহস্রায়ুষং পুরুষমিতি। তস্মাদভ্যগ্নয় ঐতশায়না আজানেয়াঃ সন্তঃ পাপিষ্ঠা অন্যেযাং বলিহৃতঃ পিতায়চ্ছন্তাঃ স্নেন প্রজাপতিনা স্বয়া দেবতয়া। যদৈতশপ্রলাপঃ, তৎ স্বর্গস্য লোকস্য রূপম্। যদ্ বৈতশপ্রলাপোহয়াতয়ামা বা অক্ষিতিঃ ঐতশৈতশপ্রলাপঃ। অয়াতয়ামা মে যজ্ঞোহসদক্ষিতির্মে যজ্ঞোহসদিতি। তং বা ঐতশৈতশপ্রলাপং শংসতি পদাবগ্রাহম্। তাসামুত্তমেন পদেন প্রণৌতি যথা নিবিদঃ। অথ প্রবলিহকাঃ পূর্বং শস্ত্বা—বিততো কিরণৌ দ্বৌ ইতি, প্রতিরাধানুত্তরান্ শংসতি—ভুগিত্যভিগতঃ ইতি। প্রবলিহকাভির্হ বৈ দেবা অসুরাণাং রসান্ প্রববৃহঃ। তদ্ যথাভির্হ বৈ দেবা অসুরাণাং রসান্ প্রববৃহঃ, তস্মাৎ প্রবলিহকাঃ। তৎ প্রবলিহকানাং প্রবলিহকাত্বম্। তা বৈ প্রতিরাধৈঃ প্রত্যরাধুবন্। তদ্ যৎ প্রতিরাধৈঃ প্রত্যরাধুবন্, তস্মাৎ প্রতিরাধাঃ। তৎ প্রতিরাধানাং প্রতিরাধত্বম্। প্রবলিহকাভিরেব দ্বিষতাং ভ্রাতৃব্যাণাং রসান্ প্রবলিহকাস্তা বৈ প্রতিরাধৈঃ প্রতিরাধুবন্তি। তাঃ প্রগ্রাহমিত্যেব। অথাজিজ্ঞাসেন্যাঃ শংসতি—ইহেথ প্রাগপাণ্ডদগধরাগ্ ইতি। আজিজ্ঞাসেন্যাভির্হ বৈ দেবা অসুরানাজ্জায়াথৈনানত্যাযন্। তথৈবৈতদ্ যজমানা আজিজ্ঞাসেন্যাভিরেবাপ্রিয়ং ভ্রাতৃব্যমাজ্জায়াথৈনমতিয়ন্তি। তা অর্ধর্চশঃ শংসতি, প্রতিষ্ঠিত্যা এব। অথাতিবাদং শংসতি—বীমে দেবা অক্রংসত ইতি। শ্রীর্বা অতিবাদঃ। তমেকর্চঃ শংসতি। একস্তা বৈ শ্রীঃ। তাং বৈ বিরেভং শংসতি। বিরেভৈঃ শ্রিয়ং পুরুষো বহতীতি। তামর্ধর্চশঃ শংসতি, প্রতিষ্ঠিত্যা এব ॥১৩॥

অতঃপর ঐতশপ্রলাপমন্ত্রের শংসন। তিনি ঐতশ (ঋত্বিক্) শংসন করেন—‘এতা অশ্বা আপ্লবন্তে’ ইতি। ঐতশমুনি যজ্ঞের আয়ু দর্শন করেছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রদের বলেছিলেন—হে পুত্রগণ। আমি যজ্ঞের আয়ু দেখেছি, তা (তোমাদের কাছে) বলব, আমাকে যেন অহংকারী বলে ভেবো না। (তারা বলল) ‘ঠিক আছে’। (তাঁদের) তিনি বললেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ঐতশায়ন অভিধ্রত্য (পিতার) মুখ ধরে অগ্নির দিকে করে বলল—‘আমাদের পিতা দৃপ্ত (অহংকারী?)

(তখন) তিনি(পিতা) বললেন— ‘তোমাকে ধিক্! ওহে মূর্খ, যে তুমি আমাকে (একথা বলেছ) তাই তোমার সন্তানদের আমি পাপিষ্ঠ করে তুলব, ওহে মূর্খ, যদি তুমি আমার মুখ না ধরতে, তাহলে তোমার গোধানকে শতায়ু ও মানুষকে সহস্রায়ু করে দিতাম’। সেহেতু, ঐতশের সন্তানদের আজানেয়রা পাপিষ্ঠ হয়েছিল। অন্যদের দ্বারা লালিত হয়েছিল, কেননা পিতা ঐ ঐতশপ্রলাপ তা স্বর্গলোকের প্রতীক। যা ঐতশপ্রলাপ তা অনিঃশেষ কিংবা অক্ষয়। (সে মনে করে) আমার যজ্ঞ (অক্ষয়), আমার যজ্ঞ অসদক্ষিতি (ধ্বংসহীন?) সন্তাহীন।

সেই ঐতশবচন সে শংসন করে পদাবগ্রাহ করে (অর্থাৎ প্রতিপদ আলাদাভাবে গ্রহণ করে)। তাদের মধ্যে শেষ পদটির দ্বারা ওঁকার করা হয়, যেমন নিবিৎ এর ক্ষেত্রে করা হয়। অতঃপর প্রবল্লিকা (রহস্যময়) মন্ত্রসমূহ। প্রথমে ‘বিততো কিরণৌ দ্বৌ’^১ ইত্যাদি শংসন করে পরে প্রতিরাধমন্ত্রসমূহ শংসন করেন ‘ভুগিত্যভিগতঃ’^২ ইত্যাদি। প্রবল্লিকা মন্ত্রদ্বারা দেবতারা অসুরদের রসসমূহ নিঙড়ে (রসান্ প্রববৃহঃ) নিয়েছিলেন সেহেতু ঐ মন্ত্রদের নাম প্রবল্লিকা। তাই প্রবল্লিকদের প্রবল্লিকত্ব।

এই (রহস্যময়) প্রবল্লিক মন্ত্রসমূহ প্রতিরাধ মন্ত্রসমূহ দ্বারা তাদের (অসুরদের) প্রতিরোধ করেছিল। সেসব যেহেতু প্রতিরাধ দ্বারা প্রতিরুদ্ধ করা হয়েছিল, সেহেতু প্রতিরাধসংজ্ঞা। এবং তাই প্রতিরাধের প্রতিরাধত্ব।

প্রবল্লিকা দ্বারা হিংসক শত্রুদের রসসমূহ আহরণকারী। প্রতিরোধের দ্বারা তাদের প্রতিরোধ করেন। সেগুলো হল প্রগ্রাহ।

অতঃপর আজিঙাসেনী^৪ (মন্ত্রসমূহ) শংসন করেন—‘ইহেথ প্রাগপাণ্ডদগধরাগ্’ ইতি। আজিঙাসেনীদ্বারা দেবতারা অসুরদের বিশেষরূপে জেনে অতঃপর তাদের অধিকার করেছিলেন। সেরূপ যজমানেরা আজিঙাসেনী দ্বারা অপ্রিয় শত্রুকে জেনে তাকে পরাভূত করেন। সে অর্ধ-ঋকদ্বারা শংসন করেন প্রতিষ্ঠার জন্যে।

অতঃপর অতিবাদ মন্ত্র শংসন করেন—‘বীমে দেবা অক্রংসত’^৫ ইতি। অতিবাদ হল শ্রী। তিনি (ঋত্বিক) একটি ঋকে এটি শংসন করেন। এ হল শ্রী। সেই শ্রীকে বিশেষ ধ্বনি সহ শংসন করেন। বিশেষ ধ্বনিহেতু পুরুষ শ্রীকে লাভ করে। তিনি একে (অতিবাদমন্ত্র) অর্ধচরূপে শংসন করেন, প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত। ॥১৩॥

১. অথর্ব (শৌ) ২০.১২৯.১ক. (ঐতশসূক্ত ২০. ১২৯-১৩২)।

২. অথর্ব (শৌ) ২০.১৩৩.১, (প্রবল্লিক মন্ত্র ২০.১৩৩.১-৬); বৈ.সূ. ৩২,২১.

৩. অথর্ব (শৌ) ২০.১৩৫.১, (প্রতিরোধ মন্ত্রের দ্বারা শত্রুকে প্রতিরুদ্ধ করা হয়।)

৪. আজিজাসেনী সূক্ত—অথর্ব (শৌ) ২০.১৩৪.১-৬

৫. অতিবাদ সূক্ত অথর্ব (শৌ) ২০.১৩৫; (বৈ. সূ. ৩২.২৬)

অথাদিত্যাশ্চাগ্নিসীশ্চ শংসতি— আদিত্যা হ জরিতরঙ্গিরোভ্যো দক্ষিণামনয়ন্ ইতি।
তদ্ দেবনীথমিত্যাচক্ষতে। আদিত্যাশ্চ হ বা অগ্নিসস্চ স্বর্গে লোকেহম্পর্ষন্ত— বয়ং পূর্বে
স্বরেষ্যামো বয়ং পূর্ব ইতি। তে হাগ্নিসঃ স্বঃসুত্যাং দদৃশুঃ। তে হাগ্নিমূচুঃ—পরেহ্যাদিত্যেভ্যঃ
স্বঃসুত্যাং প্রকুহীতি। অথাদিত্যা অদ্যসুত্যাং দদৃশুঃ। তে হাগ্নিমূচুঃ—অদ্যসুত্যাংস্মাকম, তেষাং
নস্ত্বং হোতাসীত্যুপেমস্ত্বামিতি। স এত্যাগ্নিরুবাচ—অথাদিত্যা অদ্যসুত্যাংস্মাকম, কং বো
হোতারমবোচন্ বাহুয়ন্তে যুস্মাকং বয়মিতি। তে হাগ্নিসশুক্রধুঃ— মা ত্বং গমো নু বয়মিতি।
নেতি হাগ্নিরুবাচানিন্দ্যা বৈ মাহুয়ন্তে। কিল্বিষং হি তদ্ যোহনিন্দ্যস্য হবং নৈতি।
তস্মাদতিদূরমত্যল্পমিতি যজমানস্য হবমিয়াদেব। কিল্বিষং হি তদ্ যোহনিন্দ্যস্য হবং নৈতি। তান্
হাদিত্যানগ্নিরসো যাজয়াং চক্রুঃ। তেভ্যো হীমাং পৃথিবীং দক্ষিণাং নিন্যুঃ। তাং হ ন প্রতিজগৃহুঃ।
সা হীমং নিবৃত্তোভয়তঃ—শীঘ্রী দক্ষিণাঃ শুচা বিদ্ধাঃ শোচমানা ব্যচরৎ কুপিতা—মাং ন
প্রত্যগ্রহীষুরিতি। তস্যা এতে নিরদীর্ঘন্ত য এতে প্রদরা অধিগম্যন্তে। তস্মাদ্ নিবৃত্তদক্ষিণাং
নোপাকুর্যাদ্, নৈনাং প্রমুজেদ্, নেদ্ দক্ষিণাং প্রমৃণজানীতি। তস্মাদ্ য এবাস্য সমানজন্মা ভ্রাতৃব্যঃ
স্যাদ্ বৃণহুয়ুস্তস্মা এনাং দদ্যাৎ। তদ্ ন পরাচী দক্ষিণা বিবৃণক্তি। দ্বিষতি ভ্রাতৃব্যেহনন্তঃ শুচং
প্রতিষ্ঠাপয়তি যোহসৌ তপতি। স বৈ শংসতি— আদিত্যা হ জরিতরঙ্গিরোভ্যো
দক্ষিণামনয়ন্, তাং হ জরিতঃ প্রত্যাযন্ ইতি। ন হীমাং পৃথিবীং প্রত্যাযন্। তামু হ জরিতঃ
প্রত্যাযন্ ইতি। প্রতি হি তেহমুমাযন্। তাং হ জরিতর্নঃ প্রত্যগৃভ্ণন্ ইতি। ন হীমাং পৃথিবীং
প্রত্যগৃভ্ণন্। তামু হ জরিতর্নঃ প্রত্যগৃভ্ণন্ ইতি। প্রগৃহ্যাদিত্যমগৃভ্ণন্। অহানেতরসং ন
বিচেতনানি ইতি। এষ হ বা অহাং বিচেতা যোহসৌ তপতি। স বৈ শংসতি— যজ্ঞা নেতরসং
ন পুরোগবাসঃ ইতি। এষা হ বৈ যজ্ঞস্য পুরোগবী যদ্ দক্ষিণা। যথার্থামঃ স্তম্ভমতিরেতদন্ত্যেতেষ
এবেশ্বর উন্নেতা।

উত শ্বেত আশুপত্না উত পদ্যাভির্যবিষ্ঠঃ।

উতেমাশু মানং পিপর্তি ॥ ইতি।

এষ এব শ্বেত এষ শিশুপত্ন্যে। উত পদ্যাভির্যবিষ্ঠঃ, উতেমাশু মানং পিপর্তি ইতি।

আদিত্যা রুদ্রা বসবন্তেনুত ইদং রাধঃ প্রতিগৃভ্ণীহ্যগ্নিরঃ।

ইদং রাধো বিভু প্রভু ইদং রাধো বৃহৎ পৃথু ॥

দেবা দদত্বাসুরং তদ্ বো অস্তু সুচেতনম্।

যুস্মা অস্তু দিবে দিবে প্রত্যেব গ্ভায়ত ॥ ইতি।

তদ্ যদাদিত্যাশ্চাঙ্গিরসীশ্চ শংসতি স্বর্গতায়্যা এবৈতৎ। অহরহঃ শংসতি যথা নিবিদঃ। অথ ভূতেহদঃ শংসতি—ত্বমিন্দ্র শর্ম রিণা ইতি। ইমে বৈ লোকা ভূতেহদঃ। অসুরান্ হ বৈ দেবা অন্নং সেচিরে ভূতেন জিঘাংসন্তস্তির্ষমাণাঃ। তানিমে দেবাঃ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যোহচ্ছাদয়ন্। তদ্ যদেতানিমে দেবাঃ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যো হচ্ছাদয়ন্ স্তস্মাদ্ ভূতেহদঃ। তদ্ ভূতেহদাং ভূতেহত্বম্। ছাদয়ন্তি হ বাপরমিমে লোকাঃ। সর্বেভ্যো ভূতেভ্যো নিরঘন্। সর্বেভ্যো ভূতেভ্যোহুদতে য এবং বেদ ॥১৪॥

অতঃপর (ঋত্বিক্) আদিত্য আঙ্গিরস মন্ত্র শংসন করেন— ‘আদিত্যা হ জরিতর’... ইতি’। সেই মন্ত্রকে দেবনীথমন্ত্র^২ বলা হয়। আদিত্য ও আঙ্গিরসেরা স্বর্গলোকের বিষয়ে তর্ক করেছিল— ‘আমরা প্রথমে স্বর্গে যাব। আমরা প্রথমে স্বর্গে যাব’। ‘আমরা প্রথমে স্বর্গে যাব’—(এই বলে) সেই অঙ্গিরাগণ পরদিবসীয় সোমসবন দর্শন করেছিল। তারা অগ্নিকে বলল— ‘যাও আদিত্যদের পরদিবসীয় সূত্যার কথা বল’। অতঃপর আদিত্যেরা সেই দিনের সোমসবন দর্শন করে। তারা অগ্নিকে বলল— ‘আজকের সবন আমাদের, তুমি হোতা তাদের, আমাদেরও, আমরা তোমার কাছে এসেছি’। সে অগ্নি (অঙ্গিরাদের) কাছে গিয়ে বলল— ‘আদিত্যেরা অদ্যকার সবন দেখেছে (অর্থাৎ করতে মনস্থির করেছে)। কোন হোতাকে তারা বলেছে? আহ্বান করেছে? আমরা তো তোমাদের’। সেই অঙ্গিরা ক্রুদ্ধ হয়ে বলল— ‘তুমি যেওনা। আমরাও (যাব না)’। অগ্নি উত্তর করলেন ‘যাঁরা অনিন্দনীয় তাঁরা আমাকে আহ্বান করেছেন, এ পাপ হবে যদি অনিন্দনীয় জনের আহ্বান গ্রহণ না করি’। সেহেতু এ অতিদূরের, অত্যন্ত ব্যাপার। দেবতারা যজমানের এই আহ্বান শ্রবণ করে সেখানে যান। এটা পাপ (হবে) অনিন্দনীয়ের আহ্বানে যদি ‘না’ বলি। সেই আদিত্যদের অঙ্গিরাগণ যাগ করতে দেন। তাদের এই পৃথিবী দক্ষিণা হিসাবে (আদিত্যগণ) দান করেন। (অঙ্গিরাগণ) তা প্রতিগ্রহণ করেন নি। অগৃহীত এই পৃথিবী উভয় (উত্তর ও দক্ষিণ) দিকে শীর্ষযুক্ত (উত্তর মেরু ও দক্ষিণমেরু)। দক্ষিণাসমূহ দুঃখের সঙ্গে বিদ্ধ হওয়ার জন্যে তারা শোকার্ত হয়ে বিচরণ করতে করতে ভেঙে গেল। ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন— ‘আমাকে প্রতিগ্রহণ করে নি’। (পৃথিবীর) এজন্যে নানা স্থান ভেঙে গেল যেগুলি এর গর্তরূপে পরিচিত (অর্থাৎ উঁচুনিচু স্থানসমূহ যেমন পর্বত, নদী ইত্যাদি)। সেহেতু নিবৃত্তদক্ষিণা গ্রহণ করবে না, অথবা তাকে বিনষ্ট

করবে না। আমি একে বিনষ্ট করব। সেহেতু যজমান এই দক্ষিণাকে তার সমানজন্মা কোনও শত্রু থাকলে তাকে দান করবে যাকে সে এড়িয়ে যেতে পারবে। সেহেতু যে দক্ষিণা গেছে তা আমাদের ত্যাগ করে যায়। পরিণামে এ হিংসক শত্রুর মধ্যে শোক আনয়ন করে যা তাকে তপ্ত করে।

তিনি শংসন করেন—‘আদিত্য হ জরিতঃ’^৩ ইত্যাদি। কিন্তু তারা পৃথিবীকে (দক্ষিণা হিসাবে) পায়নি। কিন্তু হে গায়ক, তাকে তারা (অঙ্গিরাগণ) পেয়েছিল^৪। তারা তাকে লাভ করেছিল। ‘ত্বা হ জরিতঃ প্রত্যগ্ভণ্’^৫। এই পৃথিবীকে (দক্ষিণা হিসাবে) তারা প্রতিগ্রহণ করেনি। আদিত্যকে তারা গ্রহণ করেছিল। ‘অহানেতরসং ন বি চেতনানি’ ইতি। সে হল দিনসমূহের বিচারক যে দিনকে জয় করে (অর্থাৎ সূর্য)। সে শংসন করে—‘যজ্ঞা নেতরসং ন পুরোগবাসঃ’^৬ ইতি। যা দক্ষিণা, তা যজ্ঞের পুরোভাগে গমন করে। (যেহেতু) আমরা যেমন দক্ষিণাই হই, তেমনি তিনি (সূর্যও) উন্নত হওয়ার যোগ্য, অস্তিমে তিনি নিপতিত শত্রুকে অধিকার করেন। অতঃপর (যজমান শংসন করেন)—‘উত শ্বেত...পিপর্তি’^৭ ইতি। এ(সূর্য) হল শ্বেতা। এ হল শিশুপতি (শিশুপতি শব্দের অর্থ কি দ্রুতগতি সম্পন্ন?)। পা অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং দ্রুতই এ পাওয়ার যোগ্যকে পাইয়ে দেয়।

(অতঃপর শংসন) ‘আদিত্য রুদ্রা..... বৃহৎ পৃথু’^৮

‘দেবা দদত্বাসুরঃ..... গৃভায়ত’।^৯

সেহেতু আদিত্য ও আঙ্গিরসগণ যে মন্ত্রসমূহ শংসন করেন, তা স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্তই। সে নিত্যদিন (দেবীনাথ সূক্ত) শংসন করে, যেমন করে নিবিৎ।

অতঃপর ভূতেহদ সূক্ত শংসন করে—‘ত্বমিন্দ্র শর্ম রিণা’^{১০} ইতি। এই সমস্ত লোক হল ভূতেহদ। দেবতারা অসুরদেরকে অন্নদান করেছিলেন। প্রত্যেক ভূতদ্বারা (ঐশ্বর্য দ্বারা?) (শত্রুকে) হননেচ্ছু হয়ে। প্রাণীদের উত্তীর্ণ করতে চেয়ে লোকেদের দ্বারা দেবতারা সকল অসুরকে সকল প্রাণী কাছ থেকে আচ্ছাদিত করেছেন। তাই যেহেতু এদের (অসুরদের) দেবতারা সকল প্রাণীদের কাছ থেকে আচ্ছাদন করেছিলেন, সেহেতু ভূতেহদ। তাই ভূতেহেদের ভূতেহত্বম্। এই লোকেরা অন্যদের আচ্ছাদিত করে। সকল প্রাণীর (ভালোর) জন্যেই (অসুরদের) (দেবতারা) হত্যা করেছিলেন। যে এরূপ জানে সে সকল (হিংসক) প্রাণীদের কাছ থেকে আচ্ছাদিত হয়। ॥১৪॥

তুল. ঐ. ব্রা ৬.৩৪-৩৬; বৈ. সূ. ৩২.২৮-৩০; কৌ. ব্রা ৩০.৬.

১. অথর্ব (শৌ) ২০.১৩৫.৬

২. তদেব (শৌ) ২০. ১৩৫ একে দেবনীথ সূক্ত বলে।
৩. ও ৪ তদেব ২০. ১৩৫. ৬ (ক+খ)
৫. তদেব ২০. ১৩৫. ৭
৬. অথর্ব (শৌ) ২০. ১৩৫. ৭ (ঘ) সেখানে পাঠ পুরোগবাসঃ। এখানে পুরোগবাসঃ।
৭. ঐ. ব্রা ৬. ৩৫. ১১ পাঠ পুরোগবাসঃ ফলতঃ। এ যে ঐ. ব্রা পাঠ গ্রহণ করেছে তা বলাই বাহুল্য।
৮. অথর্ব (শৌ) ২০. ১৩৫. ৮
৯. অথর্ব (শৌ) ২০. ১৩৫. ৯ সেখানে পাঠ—‘বসবস্তুনুত’ গো. ব্রা পাঠ ‘বসবস্তুনুত’ ঐ. ব্রা. ৬. ৩৫. ১৫
১০. তদেব ২০. ১৩৫. ১১
- বি. দ্র : অথর্ব বেদের এই মন্ত্রগুলি সমস্তই কুস্তাপ সূক্তের অন্তর্গত। ঋগ্বেদে মন্ত্রগুলি নেই। ঐ. ব্রা. অ.সং থেকেই নিয়েছে।

অথাহনস্যাঃ শংসতি— যদস্যা অংহভেদ্যাঃ ইতি। আহনস্যাদ্ বা ইদং সর্বং প্রজাতম্। আহনস্যাদ্ বা এতদধিপ্রজায়তে। অসৈব সর্বস্যাপ্ত্যে, প্রজাত্যে। তা বৈ ষট্ শংসেৎ। ষড্ বা ঋতবঃ। ঋতবঃ পিতরঃ। পিতরঃ প্রজাপতিঃ। প্রজাপতিরাহনস্যাঃ। তা দশ শংসেদিতি শাংভব্যস্য বচঃ। দশাঙ্করা বিরাট্। বৈরাজো যজ্ঞঃ। তং গর্ভা উপজীবন্তি। ত্রীর্বে বিরাড্, যশোহ্নাদ্যম্। শ্রিয়মেব তদ্ বিরাজং যশস্যান্নাদ্যে প্রতিষ্ঠাপয়তি। প্রতিতিষ্ঠন্তীরিদং সর্বমনুপ্রতিতিষ্ঠতি। প্রতিতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভির্ষ এবং বেদ। তিস্রঃ শংসেদিতি বাৎস্যাঃ। ত্রিবৃদ্ বৈ রেতঃ সিক্তং সংভবত্যাগুমূল্যং জরায়ু। ত্রিবৃৎ প্রত্যয়ং মাতা পিতা যজ্জায়তে তৎ তৃতীয়ম্। অভূতোদ্যম্ এবৈতদ্ যচ্চতুর্থীং শংসেৎ। সর্বা এব ষোড়শ শংসেদিতি হৈকে। কামার্তো বৈ রেতঃ সিঞ্চতি। রেতসঃ সিক্তাৎ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। প্রজানাং প্রজননায়। প্রজাবান্ প্রজনয়িষুর্ভবতি, প্রজাত্যে প্রজায়তে প্রজয়া পশুভির্ষ এবং বেদ ॥১৫॥

অতঃপর তিনি আহনস্যা ঋক্গুলি শংসন করেন— ‘যদস্যা অংহভেদ্যাঃ’। আহনস্য থেকেই এই সব জন্ম নিয়েছে। আহনস্য থেকেই এই (বিশ্ব) জাত। এদের সকলের আশ্রিতর জন্যে সৃষ্টির জন্যে (এই কর্মানুষ্ঠান)।

ছ'টি ঋতু। ঋতুরা হল পিতা। পিতা প্রজাপতি। প্রজাপতিই আহনস্যা (ঋক্)। ‘(ঋক্‌সমূহের মধ্যে) দশটি ঋক্‌কে শংসন করবে’ — এ কথা শাংভব্যের।

বিরাট্‌ ছন্দ দশাঙ্করবিশিষ্ট। বিরাট্‌ ছন্দ হল যজ্ঞ। গর্ভস্থ (ভ্রূণ) যজ্ঞের উপর নির্ভরশীল। বিরাট্‌ হল শ্রী। অন্নাদি যশ। তিনি শ্রীরূপ সেই বিরাট্‌ ছন্দকে যশ ও অন্নে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাতে প্রতিষ্ঠিত হলে এ (বিশ্ব) সকল অনুপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। যে এরকম জানে সে সন্তান ও পশুকুল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাৎস্য বলেন—‘তিনটি মন্ত্র শংসন করবে।’ তিনভাবে রেতঃসিক্ত করা সম্ভব; অণু, উল্ল ও জরায়ু। জন্মও তিনমাত্রিক। (জন্ম) মাতা, পিতা ও (জাতক) যে জন্মে সে তৃতীয়। যে চতুর্থী ঋক্‌টি শংসন করা হয় তা ভবিষ্যতের নিমিত্ত। কেউ কেউ বলেন ‘ষোলটি মন্ত্র শংসন করবে’।

(মানুষ) কামার্ত হয়েই রেতঃসিক্তন করে। রেতঃসেচন থেকেই সন্তানের জন্ম হয়। (রেতঃ) সন্তান প্রজননের নিমিত্ত। প্রজননকারী সন্তানযুক্ত হন। যিনি এভাবে জানেন তিনি সন্তান ও পশুদ্বারা সমৃদ্ধ হন। ॥১৫॥

টীকা- মনুষ্যসৃষ্টির জৈবিক তত্ত্ব এখানে উল্লিখিত।

তু. ঐ. ব্রা. ৬.৩৬; বৈ. সূক্ত ৩২.৩১

১. অথর্ব (শৌ) ২০.১৩৬. ১-১৬ হচ্ছে আহনস্যা সূক্ত।

অথ দাধিক্রীং শংসতি— দাধিক্রাব্‌ণো অকারিষম্‌ ইতি। তত উত্তরাঃ পাবমানীঃ শংসতি— সুতাসো মধুমত্তমাঃ ইতি। অন্নং বৈ দাধিক্রী। পবিত্রং পাবমান্যঃ। তদু হৈকে পাবমানীভিরেব পূর্বং শস্ত্বা তত উত্তরা দাধিক্রীং শংসন্তি, ইয়ং বাগ্নাদ্যা যঃ পবত ইতি বদন্তঃ। তদু তথা ন কুর্যাদ্‌, উপনশ্যতি হ বাগশনায়তী। স দাধিক্রীমেব পূর্বং শস্ত্বা তত উত্তরাঃ পাবমানীঃ শংসতি। তদ্‌ যদ্‌ দাধিক্রীং শংসতি, ইয়ং বাগাহনস্যাং বাচমবাদীৎ। তদ্‌ দেবপবিত্রেণৈব বাচং পুনীতে। সা বা অনুষ্টব্‌ ভবতি। বাগ্‌ বা অনুষ্টপ্‌। তৎ স্বেনৈব ছন্দসা বাচং পুনীতে। তামর্ধর্চশঃ শংসতি, প্রতিষ্ঠিত্যা এব। অথ পাবমানীঃ শংসতি। পবিত্রং বৈ পাবমান্যঃ। ইয়ং বাগাহনস্যাং বাচমবাদীৎ। তৎ পাবমানীভিরেব বাচং পুনীতে। তাঃ সর্বা অনুষ্টভো ভবন্তি। বাগ্‌ বা অনুষ্টপ্‌। তৎ স্বেনৈব ছন্দসা বাচং পুনীতে। তা অর্ধর্চশঃ শংসতি, প্রতিষ্ঠিত্যা এব। অব দ্রক্ষো অংশুমতীমতিষ্ঠদ্‌ ইত্যেতং তৃচমৈন্দ্রাবাহ্‌ম্পত্যং সূক্তং শংসতি। অথ হৈতদুৎসৃষ্টম্‌। তদ্‌ যদেতং তৃচমৈন্দ্রাবাহ্‌ম্পত্যমন্ত্যং তৃচমৈন্দ্রাজাগতং শংসতি, সর্বনধারণমিদং গুল্মহ ইতি বদন্তঃ। তদু তথা ন কুর্যাদ্‌। ত্রিষ্টুবাযতনা বা ইয়ং বাগেষাং হোত্রকাণাং যদৈন্দ্রাবাহ্‌ম্পত্যা তৃতীয়সবনে। তদ্‌

যদেতং তৃচমৈন্দ্রাবাইম্পত্যমন্ত্যং তৃচমৈন্দ্রাজাগতং শংসতি, স্ব এবৈনং তদায়তনে প্রীণাতি
 স্বয়োর্দেবতয়োঃ। কামং নিত্যমেব পরিদধ্যাৎ, কামং তৃচস্যোত্তময়া। তদাহঃ— সংশংসেৎ যষ্ঠে
 ২হনি ন সংশংসেৎ। কথমন্যেষহঃসু সংশংসতি ? কথমত্র ন সংশংসতীতি ? অথো খল্বাহঃ —
 নৈব সংশংসেৎ। স্বর্গো বৈ লোকঃ যষ্ঠমহঃ। অসমায়ী বৈ স্বর্গো লোকঃ। কশ্চিদ্ বৈ স্বর্গে লোকে
 শময়তীতি। তস্মাদ্ ন সংশংসতি। যদেব ন সংশংসতি, তৎ স্বর্গস্য লোকস্য রূপম্। যদ্ বৈবৈনাঃ
 সংশংসতি, যদ্ নাভানেদিষ্ঠো বালখিল্যো বৃষাকপিরেবয়ামরুদেতানি বা অত্রোকথানি ভবন্তি,
 তস্মাদ্ ন সংশংসতি। ঐন্দ্রো বৃষাকপিঃ। সর্বাণি হুন্দাংসৈত্যশপ্রলাপঃ। উপাশ্তো যদৈন্দ্রাবাইম্পত্য
 তৃতীয়সবনে, তদ্ যদেতং তৃচমৈন্দ্রাবাইম্পত্যং সূক্তং শংসতি, ঐন্দ্রাবাইম্পত্য পরিধানীয়া—
 বিশো অদেবীরভ্যাচরন্তীঃ ইতি। অপরজনা ই বৈ বিশো দেবীর্ন হ্যস্যাপরজনং ভয়ং ভবতি।
 শান্তাঃ প্রজাঃ ক্লৃপ্তাঃ সহন্তে, যত্রৈবংবিদং শংসতি। যত্রৈবংবিদং শংসতীতি ব্রাহ্মণম্ ॥১৬॥

॥ ইত্যথর্ববেদে গোপথব্রাহ্মণোত্তরভাগে যষ্ঠঃ প্রপাঠকঃ ॥

॥ ইত্যথর্ববেদব্রাহ্মণপূর্বোত্তরং সমাপ্তম্ ॥

অতঃপর তিনি (ঋত্বিক্) দাধিক্রী (ঋক্) শংসন করবেন—‘দধিক্রাব্ণো অকারিষম্’^১
 ইত্যাকার। অতঃপর তিনি পাবমানী (ঋক্) শংসন করবেন—‘সুতাসো মধুমত্তমাঃ’^২ ইত্যাকার।
 অন্ন হল দধিক্রী। পবিত্রতা হল পাবমানী। পুনরায় কেউ কেউ প্রথমে পাবমানী ঋক্ ও পরে
 দাধিক্রী ঋক্ শংসন করেন। তাতে বাক্ ও অন্নাদি পবিত্র হয় তা তাঁরা বলেন। সেরূপ করা কিন্তু
 অনুচিত। তাহলে ক্ষুধার্ত বাক্ নাশপ্রাপ্ত হয়। তিনি পূর্বে দাধিক্রী ঋক্ শংসন করে তারপর
 পাবমানী ঋক্ শংসন করবেন। সেহেতু এই বাক্ আহনস্যা^৩ বাক্কে শংসন করবে। সেই বাক্কে
 দেবপবিত্রের দ্বারা পবিত্র করা হয়। সেই বাক্ অনুষ্টুপ্ (ছন্দে) রচিত। বাক্ হল অনুষ্টুপ্। সেহেতু
 নিজের ছন্দ দ্বারা নিজেকেই পবিত্র করে। তিনি সেই (আহনস্যা বাক্) অর্ধঋক্ দ্বারা শংসন
 করেন। প্রতিষ্ঠার জন্য।

অতঃপর পাবমানী (ঋক্সমূহ) তিনি শংসন করেন। পাবমানী (ঋক্সমূহ) হল পবিত্র। এই
 বাক্ আহনস্যা বাক্কে বলেছিল। পাবমানী (ঋক্সমূহ) দ্বারা বাক্কে পবিত্র করেছিল। সেই ঋক্সমূহ
 অনুষ্টুপ ছন্দোযুক্ত। বাক্ হল অনুষ্টুপ্। সে নিজের ছন্দ দিয়ে বাক্ কেই পবিত্র করে। সেই
 (পাবমানী ঋকের) অর্ধেক দিয়ে তিনি শংসন করেন, প্রতিষ্ঠালাভের জন্যে।

তিনি ‘অব দ্রক্ষো অংশুমতীমতিষ্ঠৎ’^৪ ইত্যাকার ঐন্দ্রাবাইম্পত্য সূক্তের তৃচ শংসন করেন।
 এরূপে এই সূক্তটি উৎসৃষ্ট হয়। অতঃপর সেই ঐন্দ্রাবাইম্পত্য সূক্তের অন্তর্গত তৃচটি শংসন

করেন। শেষ তৃচটি যা ঐন্দ্র সূক্তে বিদ্যমান সেটি শংসন করেন, এই গুল্মহ সবন সাধারণ এইরূপ বলে। কিন্তু সেরূপ করা উচিত নয়। হোত্রকদের ঐ বাকের আশ্রয় হল ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ যা তৃতীয় সবনে ঐন্দ্রাবাহস্পত্য সূক্তের মধ্যে বিদ্যমান। সেহেতু তিনি ঐন্দ্রাবাহস্পত্য সূক্তের তৃচ এবং শেষে জগতী ছন্দে ঐন্দ্রতৃচ শংসন করেন, ফলত তিনি তাঁদের (দেবতাদের) স্ব স্ব স্থানে প্রীত করেন। ইচ্ছে করলে তিনি (সবন কর্ম) সমাপ্ত করতে পারেন তাঁর স্বকীয় দেবতাদ্বয়ের (তৃচ দ্বারা), অথবা তৃচের অন্ত্যটি দ্বারা (যজ্ঞকর্ম) সমাপ্ত করতে পারেন।

তাঁরা (ব্রহ্মবাদীরা) বলেন— ‘(ঋত্বিক্) ষষ্ঠাহে শংসন করবেন (একত্রে), অথবা শংসন করবেন না’। ‘কেন অন্যদিনগুলিতে শংসন করবেন? কেন আজ শংসন করবেন না’? তাঁরা বলেন—‘তিনি (হোত্রক) একত্র শংসন করবেন না’। ষষ্ঠাহ (যাগ) হল স্বর্গলোকস্বরূপ। স্বর্গলোক হল অসমায়ী (সমস্ত বিষয়, লোক একসঙ্গে অবস্থান করে না)। কোন কোন ব্যক্তি স্বর্গলোকে সহাবস্থান করে। সে একত্রে আর শংসন করে না। যেহেতু আর শংসন করে না তাই তা স্বর্গলোকসম (অর্থাৎ স্বর্গলোকে আর শংসনের প্রয়োজন হয় না)।

অতঃপর তিনি নাতানেদিষ্ঠ, বালখিল্য, বৃষাকপি এবং এবয়ামরুৎ (সূক্ত)— শংসন করেন। এগুলি (ষড়হ্যাগে) উকথরূপে গণ্য হয়।

বৃষাকপি সূক্ত হল ঐন্দ্রদেবতাবিষয়ক। এর সকল ছন্দ হল ঐতশপ্রলাপ^১। তৃতীয়সবনে (শেষ মন্ত্র) হল ঐন্দ্রাবাহস্পত্য তৃচ। এর মধ্যে তিনি ঐন্দ্রাবাহস্পত্যসূক্তের তৃচটি শংসন করেন। অতঃপর তিনি ঐন্দ্রাবাহস্পত্য সূক্তের অন্তর্গত পরিধানীয়া^২ ঋক্ শংসন করেন— ‘বিশো অদেবীরভ্যাচরন্তীঃ’ ইত্যাকার মন্ত্রদ্বারা। অন্য মানুষেরা যারা দেবতাহীন তারা হল শত্রু। (এই ঋক্ শংসনহেতু), ঐ শত্রুজন থেকে ভয় থাকে না। (যজ্ঞমানের) শান্ত এবং সমর্থ সন্তানেরা (শত্রুভয়) জয় করেন, যাঁরা এরূপ জেনে শংসন করেন, যাঁরা এরূপ জেনে শংসন করেন— একথা বলছেন ব্রাহ্মণ। ॥১৬॥

১. অথর্ব (শৌ) ২০.১৩৭.৩; ঋক্ সং ৪.৩৯.৬

২. তদেব (শৌ) ২০.১৩৭.৪-৬; তদেব ৯.১০১.৪

৩. আহনস্যা ঋক্. হল অথর্ব (শৌ) ২০.১৩৬.১-১৬

৪. অথর্ব (শৌ) ২০.১২৭. (৭-৯); ঋক্ ৮.৯৬. ১৩-১৫

৫. ঐতশপ্রলাপ —বিশেষ পরিচয়ের জন্য পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য।

৬. অথর্ব (শৌ) ২০.১৩৭.৯; ঋক্. সং ৮.৯ ৬.১৫। সমগ্র অনুচ্ছেদটির সঙ্গে ঐ. ব্রা ৬.৩৬; ৮-১৭

তুলনীয়। বৈ.সূ. ৩২.৩৩; ৩৫ শ্রীতানুষ্ঠানে এ প্রসঙ্গ আলোচিত।

টীকা—এই অনুচ্ছেদটি ষড়হ যাগের সঙ্গে যুক্ত। পরিভাষাগুলির জন্যে পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য। ঋক্ সং এ কুস্তাপ সূক্ত নেই। অথচ ঐ. ব্রা. বিভিন্ন প্রসঙ্গে ঐতশপ্রলাপ, আহনস্য, দেবনাথ, রৈভী, বৃষাকপি ইত্যাদি সূক্ত বা ঋক্ শংসনে অথর্ব সংহিতার কুস্তাপ সূক্তের শরণাপন্ন হয়েছে। ফলতঃ এ সূক্তগুলির অর্থ কোথও কোথও অস্পষ্ট হলেও সোমযাগে বিনিযুক্ত যা ঐ.ব্রা. ও গো.ব্রা এর সাক্ষ্য থেকে স্পষ্ট হয়। এটিও লক্ষ্য করার মত। লক্ষ্য করার মত গো. ব্রা. এর শ্রৌতানুগত্য, যা স্থাপনাতে একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। অতএব গোপথব্রাহ্মণের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যে একথা বলা যায় যে অথর্ববেদে আভিচারিককর্মের বিষয় অত্যন্ত অল্প। ইন্দ্রবধের জন্যে ত্বষ্টা সোমাভিচার করেছিলেন, তা শতপথ ব্রাহ্মণেও আছে বা সেখান থেকে গৃহীত। আর সমগ্র উত্তরভাগ ধরে সোমযাগের বিস্তৃত বিবরণ, মন্ত্র-উদ্ধৃতি-এমনকি কুস্তাপ সূক্তের পর্যন্ত বিনিয়োগ দেখে এটা স্পষ্ট যে অন্যান্য ব্রাহ্মণের মতোই আখ্যান, ব্যাখ্যা, যাগ বিবরণে, অন্যান্য ব্রাহ্মণের মতোই এটি গুরুত্বপূর্ণ অথর্বণ ব্রাহ্মণরূপে গণ্য হতে পারে।

ইতি অথর্ববেদীয় গোপথব্রাহ্মণের উত্তরভাগে ষষ্ঠপ্রপাঠক সমাপ্ত এবং ব্রাহ্মণের সমাপ্তি।

পরিশিষ্ট—১

(গোপথ ব্রাহ্মণে ব্যবহৃত যজ্ঞ সম্পর্কিত পারিভাষিক শব্দ সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

অগ্নিষ্টোম :- (১.৩.১৭) সাধারণতঃ পাঁচপ্রকার শ্রীতানুষ্ঠানের অন্যতম হল সোমযাগ। একাহ সোমযাগের প্রকৃতি (আদর্শ) হল জ্যোতিষ্টোম। এই একাহ সোমযাগের আবার সাতটি সংস্থা আছে। (উপসংজ্ঞা?)। সেগুলি হল যথাক্রমে অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও অপ্তোর্যাম। অগ্নিষ্টোম সংস্থা এদের অন্যতম। দেবগণ স্তোম (মন্ত্রগুচ্ছ) দ্বারা অগ্নির স্তব করেছিলেন বলেই এইরূপ নামকরণ (ঐ. ব্রা. ১৪.৫)। সাধারণতঃ জ্যোতিষ্টোম যাগে যেদিন যে স্তোমরাজি দিয়ে যাগ সমাপ্তি হয়, তদনুসারেই সেই জ্যোতিষ্টোম যাগের নামকরণ হয়। যেমন অগ্নিষ্টোম স্তোত্ররাজি দিয়ে ক্রতু-র সমাপ্তি হলে সেদিন জ্যোতিষ্টোমের নাম হবে অগ্নিষ্টোমসংস্থা। প্রতিটি সংস্থা সম্পর্কে একই নিয়ম প্রযোজ্য। গোপথ ব্রাহ্মণ (গো. ব্রা.) এর উত্তরভাগে বিস্তৃতভাবে এই সংস্থাগুলির বিবরণ আছে। বলা চলে একাই এই সোমযাগে মোট পাঁচদিন সময় লাগে। পঞ্চমাদিনে তিনটি সবনে সোমরস নিক্ষেপন করে আহুতি দেওয়া হয়। প্রথম চারদিন নানাধরনের ইষ্টি ও অন্যান্য অনুষ্ঠান থাকে। ১৬ জন ঋত্বিক প্রয়োজন হয়। যথেষ্ট জটিল, বৃহৎ ও ব্যয়সাধ্য এই সোমযাগ।

অগ্নিহোত্র :- (১.৩.১৫) শ্রৌতকর্ম পাঁচপ্রকার; হোম, ইষ্টি, পশু, সোম ও সত্র। প্রতিটি যাগের একটি করে প্রকৃতি (আদর্শ) আছে। হোমের প্রকৃতি হল অগ্নিহোত্র। ত্রৈবর্গিক বিবাহিত গৃহস্থের নিত্য অনুষ্ঠেয়। এর দুটি ভাগ সায়ং ও প্রাতঃ। দ্রব্য হল দধি, ঘৃত ও দুধ। প্রধান দেবতা অগ্নি। দ্রব্যভেদে ফলভেদ হয়। প্রথম অনুষ্ঠান সায়ংকালে, দ্বিতীয় অনুষ্ঠান হয় প্রাতঃকালে, কোনো সম্প্রদায় সূর্যোদয়ের আগে হোম করেন। তাদের বলে অনুদিতহোমী। কোনো সম্প্রদায় যেমন তৈত্তিরীয়, তাঁরা সূর্যোদয়ের পর হোম করেন, তাদের বলে উদিতহোমী।

অগ্নীং/আগ্নীধ্র :- (১.২.১৯) ব্রহ্মার অন্যতম সহকারী পুরোহিত। ইষ্টিযাগে তিনি অধ্ব-
যুর আশ্রাবণের উত্তরে প্রত্যাশ্রাবণ করেন।

অঙ্গিরা :- (১.১.৭) বহুবার উল্লিখিত গো. ব্রা. এ। বেদ সংস্কৃতির অন্যতম প্রাচীন ঋষি। অথর্বসংহিতার প্রাচীন নাম অথর্বান্ধিরস। অর্থাৎ যে দুই ঋষি গোষ্ঠী অথর্বসংহিতার জনক, অঙ্গিরা তাদের অন্যতম। অথর্ববেদের বিষয়বস্তুকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। শান্ত ও ঘোর (অর্থ খুব স্বচ্ছ নয়)। গো. ব্রা. এও এই দুটি ভাগের স্পষ্ট উল্লেখ একাধিকবার পাওয়া যাবে।

(ঋষি যজুর্ষি সান্নি শান্তেংথঘোরে ১.৫.১০)। অগ্নিরা ঋষি 'ঘোর' অংশের সঙ্গে সংযুক্ত বলে দাবী করা হয়। এই ঘোর অংশটি অভিচার ক্রিয়া বলে মনে করা হয়ে থাকে। গো. ব্রা. মতে বরুণের অঙ্গরস থেকে অগ্নির উদ্ভব। নিরুক্ত মত অন্যরকমাইনি অথর্ববেদের অন্যতম ঋষি। কোনো আভিচারিক কর্মের সঙ্গে তাঁর উল্লেখ অন্ততঃ গোপথ ব্রাহ্মণে নেই।

অচ্ছাবাক :- (১.৬.১৮) হোতা নামক প্রধান ঋত্বিকের অন্যতম সহকারী পুরোহিত। সোমযাগে অচ্ছাবাকের বিশেষ পাঠ থাকে।

অতিবাদ মন্ত্র :- (২.৬.১৩) অথর্ব (শৌ) ২০.১৩৫। শ্রীও সম্পদ লাভের নিমিত্ত।

অথর্বা :- (১.১.৪) বহুবার ব্যবহৃত ব্রাহ্মণে। অথর্ব সংহিতার অন্যতম সম্পাদক বা রচয়িতা। অত্যন্ত প্রাচীন পুরোহিত। অথর্ববেদের শান্ত বা ভৈষজ্য অংশটির সঙ্গে অথর্বা পুরোহিতকে যুক্ত করা হয়ে থাকে। অথর্ববেদের সর্বাধিক সংখ্যক সূক্ত মন্ত্রের দ্রষ্টা/রচয়িতা অথর্বা। তাঁর নামানুসারেই অথর্ববেদের নামকরণ।

অধ্বর্যু :- (১.২.১১) যজুর্বেদীয় প্রধান পুরোহিত। শ্রৌতযাগের কাজটি হাতে কলমে অধ্বর্যু সম্পন্ন করে থাকেন।

অনুযাজ :- (১.৬.৯) মূলতঃ ইষ্টিয়াগাদিতে প্রধান যাগের পর অনুষ্ঠেয় ছোটযাগ।

অনুরূপ :- (২.৬.১৫) শস্ত্র পাঠের শুরুতে যে স্তোত্রিয়তৃচ (তিনটি মন্ত্রের সমাহার) থাকে, তার পরের পাঠ্য তৃচকেই অনুরূপ বলা হয়। যে স্তোত্রিয়তৃচ পরের দিন গীত হবে, তাকে আগের দিন পাঠ করলে তাকে স্তোত্রিয় অনুরূপ তৃচ বলে। দ্রঃ গো. ব্রা. ২.৫.১১।

অনুবষট্কার :- (২.৬.১) অধ্বর্যু যখন যজ্ঞে আহুতি দেন, তখন হোতা যাজ্যাপাঠ করে 'বৌষট্' উচ্চারণ করেন। একে বষট্কার বলা হয়। 'বৌষট্', উচ্চারণের পর পুনরায় যখন বষট্কার করা হয়, তাকে অনুবষট্কার বলা হয়। বষট্কার দ্রষ্টব্য।

অন্নাহার্য :- (২.১.৬) ইষ্টিয়াগে ঋত্বিকেরা যে অন্ন দক্ষিণা লাভ করেন, সেই অন্নকে দক্ষিণাগ্নিতে পাক করে যজ্ঞশেষে ঋত্বিকরা ভক্ষণ করেন। এই অন্নকেই অন্নাহার্য বলা হয়।

অপ্তোর্যাম :- (২.৫.৯-১০) একাহ সোমযাগের প্রকৃতি হল জ্যোতিষ্টোম। তার যে সাতটি সংস্থা আছে (অগ্নিষ্টোম দ্রষ্টব্য)। অপ্তোর্যাম তার অন্যতম। আহুতির দ্রব্য (অপ্ত) নিয়ন্ত্রিত (যাম) হয় যে যাগে, সেটিই অপ্তোর্যাম। ত্রিষ্টুপ্ছন্দে একাধিক স্তোত্রশস্ত্র পাঠিত হয়।

অপ্রতিরথ সূত্র :- (২.১.১৮) ঋক্ সংহিতার ১০. ১০৬ নং সূত্রে অপ্রতিরথ সূত্র বলা হয়। যুদ্ধ জয়, কিংবা রাক্ষস বিনাশের জন্য এই সূত্র পাঠিত হয়। ব্রহ্মা এই মন্ত্র জপ করেন।

অভিচার :- (২.৫.৬) শত্রু, রাক্ষস ইত্যাদি বিনাশ/বধের জন্য নেতিবাচক অনুষ্ঠান বিশেষ। দাবী করা হয়ে থাকে যে অথর্ববেদের অনেকটি অংশ এই অভিচারিক কর্মে ব্যবহৃত। কৌশিক সূত্রে (অথর্বগৃহ্যসূত্রগ্রন্থ) সবিস্তারে আভিচারিক ক্রিয়ার বর্ণনা আছে। তবে সত্যের খাতিরে বলা যেতে পারে যে অথর্ববেদে আভিচারিক মন্ত্র খুব বেশী নেই, অন্ততঃ যতটা দাবী করা হয়। কৌশিক সূত্র এবং তার ভাষ্য তুলনায় অনেক পরবর্তী যুগের। সেখানে আভিচারিক ক্রিয়ার বর্ণনা আছে। রোগ নিবারণের জন্য প্রতীক অনুষ্ঠান, কিংবা শত্রুমারণের জন্য অনুষ্ঠান সবই আছে। তবে সে সব ব্যাখ্যা অথর্ববেদের নয়, কৌশিককারের। একটি নিদর্শন হল সমগ্র গোপথ ব্রা. এর মধ্যে দু'একবার শব্দটির উল্লেখ করা ছাড়া কোনো বিশদ বিবরণ নেই। দ্রঃ ২.৫.৬; যেখানে ইন্দ্রবধের জন্য ত্রুষ্টি আভিচারিক সোমযাগ করেছিলেন বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। এছাড়াও ২.৬.৬ তে রাক্ষসদের অভিচার অনুষ্ঠানের কথা আছে। ব্রাহ্মণই সংহিতার প্রথম ব্যাখ্যা বলে বৈদিক সম্প্রদায় মনে করেন, সেখানে গো. ব্রা. এ এই অনুষ্ঠানের অনুপস্থিতি ভাববার। আভিচারিক কর্মের বিস্তার বেদ পরবর্তী যুগে পৌরাণিক যুগে ঘটে থাকবে।

অভিজিৎ :- (১.৪.৯) সংবৎসর ব্যাপী সোমযাগের নাম গবাময়ন সত্র। এই বর্ষব্যাপী যাগে নানাপ্রকার ছোট বড় শ্রৌতঅনুষ্ঠান থাকে। অভিজিৎ তার মধ্যে একটি একাহ যাগবিশেষ।

অভিপ্লব :- (১.৪.৯) সংবৎসর ব্যাপী যে সোমযাগ তার নাম গবাময়ন সত্র। সেখানে প্রতিমাসে নানা ধরনের অনুষ্ঠান থাকে। তার মধ্যে অন্যতম হল ছয়দিনসাপ্ত্য ষড়হযাগ। এই ষড়হ দু'প্রকার অভিপ্লবষড়হ ও পৃষ্ঠ্যষড়হ। সত্রযাগে প্রতিমাসে একাধিক অভিপ্লব ও পৃষ্ঠ্যষড়হের অনুষ্ঠান হয়।

অভিষব :- (২.৬.১৭) সোমযাগে সোমলতাকে পাথরে ছেঁচে রসনিষ্কাশন করে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে পাত্রে রাখা হয়। অতঃপর সেই নিষ্কাশিত রস যাগে ব্যবহৃত/আহুতি দেওয়া হয়। প্রতিদিন তিনবার আহুতি দেওয়ার পূর্বে এই কর্মসম্পাদিত হয়। একেই অভিষব কর্ম বলে।

অবভৃথস্নান :- (২.৪.৭) সোমযাগের শেষে সপত্নীক যজমান যে স্নান করেন, তাকেই অবভৃথ স্নান বলে।

অশ্বমেধ :- (১.৫.৭) একটি বৃহৎযাগ। যে রাজা সার্বভৌম হতে চান, তিনি অশ্বমেধ যাগ করেন। এখানে সবনীয় পশু হল অশ্ব। এই অশ্বটি বিশেষ চিহ্নযুক্ত। রাজপুরুষেরা অশ্বমেধ সহ সেই অশ্বকে একবছর ধরে চতুর্দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসেন। কোন রাজা স্পর্ধাভরে অশ্বকে ধরলে যুদ্ধ অনিবার্য। সারাবছর নানা কৃত্য থাকে। প্রধান দেবতা প্রজাপতি। বিস্তর আনুষ্ঠানিক জটিলতা ও ব্যাপ্তি আছে। এই অনুষ্ঠানে মহাপাতক দোষ নাশ হয়।

অহীন :- (২.৫.১১) সোমযাগের যে তিনটি প্রধান বিভাগ (একাহ জ্যোতিষ্টোম, অহীন ও সত্র) তার মধ্যে অহীন অন্যতম। একদিনের বেশী অথচ বারোদিনের মধ্যে সমাপ্য যে সোমযাগ তাকেই অহীন বলে। গো. ব্রা. এ মূলতঃ ২.৫.১১, ২.৬.১৬ প্রভৃতি অনুচ্ছেদে অহীনযাগের বর্ণনা উপলব্ধ। দ্বাদশদিন পর্যন্ত সবনাদির অনুষ্ঠান, রথন্তর, বৃহৎ শকরী প্রভৃতি স্তোত্র-শস্ত্রের শংসন হয়। এর প্রথমদিন উদয়নীয় ও শেষদিনে প্রায়ণীয় ইষ্টির অনুষ্ঠান হয়।

আগু-যাজ্যামন্ত্রের প্রারম্ভে হোতা 'যে যজামহে' বলে যে বাক্য পাঠ করেন তাই আগু।

আগ্রয়ণেষ্টি :- (১.৫.৭) একটি ইষ্টিযাগ। পাকযজ্ঞও বলা যেতে পারে। সাতপ্রকার পাকযজ্ঞের অন্যতম। দ্রব্য পুরোডাশ। শরৎ বা বসন্তে এর অনুষ্ঠান। নূতন ধান্য সংগ্রহের সময় এর অনুষ্ঠান হয় বলে একে নবান্নেষ্টিও বলে। অগ্নি, ইন্দ্রাগ্নী, বিশ্বদেব, দ্যাবাপৃথিবী এর দেবতা। সময়ানুসারে দ্রব্য, দেবতা ভেদ হয়।

আজ্যশস্ত্র :- (১.৩.৫) সোমযাগের সুত্যাদিনে (যেদিন সোমরস সোমলতা থেকে নিষ্কাশিত হয়) প্রাতঃ সবনে হোতা কর্তৃক পাঠিত শস্ত্র। শস্ত্র হল সেই মন্ত্রগুচ্ছ যা শুধুমাত্র পাঠ করা হয় এবং দেবতার স্তুতি করা হয়।

আশ্রাবণ :- (২.১.২৪) যজ্ঞাগ্নিতে দ্রব্য আহুতির পূর্বে অধ্বর্যু 'ওঁ শ্রাবয়' এই বলে আগ্নীধ্বকে আহ্বান করেন। একেই আশ্রাবণ বলে। প্রত্যুত্তরে আগ্নীধ্ব 'অস্তু শ্রৌষট্' বলে উদ্দিষ্ট দেবগণের উদ্দেশ্যে যাজ্যামন্ত্র পাঠ করেন। একেই প্রত্যাশ্রাবণ বলে।

আহনস্যা ঋক্ :- অথর্ব (শৌ) ২০.১৩ এর ষোলটি ঋক্।

আহবনীয় :- (১.৩.১০) বিশেষ পদ্ধতিতে যে শ্রৌতাগ্নি প্রস্তুত করা হয় তাকে অগ্ন্যাধান বা আধান বলা হয়। গৃহস্থের যে শ্রৌতাগ্নি তাকেই বলে গার্হপত্যাগ্নি। গৃহস্থের ঐ অগ্নি থেকে আহবনীয় কুণ্ডে অগ্নিকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অগ্নিপ্রজ্জ্বালন কর্ম সম্পাদিত হয়। একেই

আহবনীয় অগ্নি বলে। যজ্ঞের প্রধান আহুতি গুলি আহবনীয় অগ্নিতে প্রদান করা হয়। এই কুন্ডের আকৃতে চতুষ্কোণ।

ইথা :- (২.১.২) যজ্ঞীয় কাঠ-বিশেষ।

ইষ্টাপূর্তি :- (২.১.৫) ইষ্ট অর্থাৎ শ্রৌত কর্ম এবং পূর্ত অর্থাৎ স্মার্ত বা সামাজিক কর্ম। উভয়তঃ একসঙ্গে ইষ্টাপূর্তির অনুষ্ঠান। ঐ. ব্রা. ৩৪.৬ এ এর বিস্তৃত পরিচয় আছে।

ইষ্টি :- (১.৩.৭) পাঁচ প্রকার শ্রৌতযাগের অন্যতম। ইষ্টিযাগের প্রকৃতি (আদর্শ) হল দর্শপূর্ণমাসযাগ। ইষ্টিযাগের প্রধান দ্রব্য পুরোডাশ (পঞ্চপিষ্ঠ-পিণ্ডবিশেষ)। অধ্বর্যু আহুতি দেন, হোতা মন্ত্র পাঠ করেন। প্রধান যাগের পর স্থিষ্টকৃদ্যাগ ও ইড়াভক্ষণ হয়ে থাকে। এই যাগের বহুবিধ রূপ আছে। সোমযাগেও ইষ্টির অনুষ্ঠান থাকে।

উক্থ/উক্থ্য :- (১.৪.২০) প্রশংসাসূচক শব্দের নামান্তর। একে উক্থশস্ত্র বলে। পুনরায় উক্থ শস্ত্র ব্যবহার করে যে সোম যাগ সমাপ্ত হয়, সেটি উক্থ্য ক্রতু। সপ্ত যাগসংস্থার অন্যতম। অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম নামক একাহ সোমযাগ যেদিন উক্থস্তোত্র-শস্ত্র দিয়ে সমাপ্ত হয়, সেদিন ঐ সোমযাগকে উক্থ্য সংস্থা বলা হয়।

উৎকর :- (১.৩.১০) যজ্ঞস্থলের বাইরে গর্ত বিশেষ। আবর্জনা ফেলার স্থান।

উদ্গাতা :- (১.২.১১) সামগানকারী প্রধান পুরোহিত। সামবেদের সঙ্গে যুক্ত।

উদগীথ :- (২.৩.২০) সামগানের পাঁচটি পর্যায় আছে। সেগুলি হল প্রস্তাব, উদগীথ, প্রতিহার, উপদ্রব নিধন। গানের পদ্ধতি, উচ্চারণবৈশিষ্ট্য ইত্যাদি অনুসারে নামকরণ।

উপভৃৎ :- যজ্ঞীয় হাতা বিশেষ। ইষ্টিযাগে অধ্বর্যু ডানহাতে জুহু ও বামহাতে জুহুরনীচে উপভৃৎ হাতা ধরেন।

উপসদ্ :- (২.২.৭) জ্যোতিষ্টোম একাহ সোমযাগ হলেও তা সম্পন্ন করতে পাঁচদিন সময় লাগে। এর মধ্যে প্রথম তিন দিন একটি করে ইষ্টিযাগ অনুষ্ঠিত হয় এর নাম উপসদ্ ইষ্টি। ইষ্টিযাগের দ্রব্যই ব্যবহৃত হয়। প্রথম দু'দিন পূর্বাহ্নে ও অপরাহ্নে দু'বার এযাগ অনুষ্ঠিত হয়।

উপাংশ :- (১.৩.৩) মৃদু বা অব্যক্তভাবে উচ্চারিত মন্ত্র। জপে উপাংশুর ব্যবহার হয়। এ উচ্চারণ অন্যেরা শুনতে পারে না। বহু যাজ্ঞিকমন্ত্র উপাংশ স্তরে পঠিত হয়। অথচ এর উচ্চারণে উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত, তিনটি সর্বেরই ব্যবহার হয় বলে বৈদিকদের দাবি।

একাষ্টকেষ্টি :- (২.৪.৯) ইষ্টিয়াগ বিশেষ। সত্র্যাগের দীক্ষার সময় এই যাগ অনুষ্ঠিত হয়। মাঘী পূর্ণিমার দিন থেকে অষ্টমদিবসে এ অনুষ্ঠান হয়।

এবয়ামরুৎ :- (২.৬.৭) কতকগুলি সূক্তকে শিল্পসূক্ত নাম দেওয়া হয়েছে। এবয়ামরুৎতাদের অন্যতম। দ্রষ্টব্য, পাদটীকা ২.৬.৭।

ঐতশমন্ত্র :- (২.৬.১৩) ঐ. ব্রা. এর ত্রিংশ অধ্যায়ে অথর্ব (শৌ) ২০.১২৯ ঐতশমন্ত্র অনুসরণে বর্ণিত গোপথে ঐ মন্ত্রসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে। ঐতশনামক মুনি কর্তৃক দৃষ্ট মন্ত্র (রচিত?)। কুস্তাপ সূক্তের অন্তর্গত। দ্রষ্টব্য, পাদটীকা ২.৬.১৩।

ঐন্দ্রাবৈষ্ণব :- (২.৪.১৪) অচ্ছাবাক পঠিত সোমযাগে উক্তসূক্তদ্বয়।

ওদনসব :- (১.৩.৩৯) সবযজ্ঞ হল একধরনের অথর্ববেদীয় যাগ। কৌশিক সূত্রে এর বিস্তৃত পরিচয় আছে। ওদনসব হল সবযজ্ঞের শেষ অনুষ্ঠান। আপস্তম্ব শ্রৌ. সূ. (১৯.২২, ২৫) এ ওদনসবের বর্ণনা আছে। এক ধরনের পাকযজ্ঞ।

ওঁকার :- (১.১.১৬-৩০) প্রণব মন্ত্র। গো. ব্রা. এর প্রথম প্রথম প্রপাঠকের দীর্ঘ পনেরটি অধ্যায়ে এর বিস্তৃততত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। ওঁকারের এটিই প্রথম দীর্ঘ আলোচনা। ২.৩.১১ তেও ওঁকার আলোচনা আছে। ওঁকার উপনিষদ্ একে অনুসরণ করেই রচিত।

কারুবিদা :- (১.২.২১) স্ত্রীলিঙ্গে এই নামটি এই ব্রাহ্মণেই পাওয়া যাচ্ছে। অর্থ স্পষ্ট নয়। প্রসঙ্গ থেকে অনুমান হয় যে সম্ভবতঃ কোনো শিল্পিগোষ্ঠীকে কিংবা হাতের কাজের লোকগোষ্ঠীকে বোঝানো হত।

কুস্তাপ :- (২.৬.১২) সূক্তগুচ্ছ বিশেষ। অথর্ববেদের শৌনক সংহিতার বিংশ কাণ্ডের দশটি সূক্ত (২০.১২৭-১৩৬) কুস্তাপ সূক্ত। পৈঙ্গলাদ সংহিতাতে এই সূত্রগুলি নেই। সোমযাগে পঠিত মন্ত্র। কিন্তু এগুলির অর্থ কিছুটা অস্পষ্ট এবং কিছুটা অসংলগ্ন। গো. ব্রা. এর একটি নির্বচন দেওয়া আছে। কৃয়ং হ বৈ নাম। কুৎসিতং ভবতি, তদ্ যৎ তপতি তস্মাৎ কুস্তাপাঃ। (২.৬.১২) মন্ত্রগুলি সোমযাগে ব্যবহৃত হয়েছে।

কুহু :- (২.১.১০) ইষ্টি যাগানুষ্ঠানের তিথি (অমাবস্যা) দু'দিনে পাওয়া গেলে প্রথমদিনের অমাবস্যার নাম সিনীবালী, দ্বিতীয় দিনের নাম কুহু।

গবাময়ন :- (১.৪.৩) সংবৎসর ব্যাপী সত্রযাগ। মোট সময় লাগে ৩৬১ দিন। পূর্বভাগে ১৮০ দিন, মধ্যে ১ দিন, এবং উত্তরভাগে ১৮০ দিন থাকে। ১৮০ কে ৩০ দিন হিসাবে ছয়মাসে বিভক্ত করা হয়। প্রতিমাসে নানাধরনের যাগের অনুষ্ঠান থাকে। প্রথম ছয়মাসের অনুষ্ঠান বিপরীত ক্রমে পরবর্তী ছয়মাসে অনুষ্ঠিত হয়। গো=সূর্যকিরণ, অয়ন =পথ। সূর্যের বার্ষিক গতির সঙ্গে এর সাদৃশ্য থাকায় ঐরূপ নামকরণ। এটি সংবৎসর ব্যাপী সোমযাগ।

গবায়ুষী :- (১.৪.৯) সংবৎসর ব্যাপী সত্রযাগের অন্যতম অনুষ্ঠান। (গো+আয়ুষী) দু'দিনের অনুষ্ঠান। মিত্রাবরুণ এর প্রধান পুরোহিত।

গাথপ্রতিষ্ঠা :- (১.৫.২) গো. ব্রা. এ এই অনুষ্ঠানটির কথা সোমযাগের প্রসঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে। বৈদিক শ্রৌতকোষ গ্রন্থে এর পরিচয় নেই। অর্থ স্পষ্ট নয়। একাহসোমযাগে শুরুর অনুষ্ঠান বিশেষ। প্রসঙ্গ থেকে এটুকুই অনুমিত হয়।

গায়ত্রী :- (১.১.৩১-৩৮) গো. ব্রা. দীর্ঘ আটটি অনুচ্ছেদে গায়ত্রী তথা সাবিত্রী মন্ত্রটির প্রাচীনতম বিস্তৃত ভাষ্য পাওয়া যাচ্ছে। 'তৎ সবিতুর্বরেন্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ'। মন্ত্রটি সবিতৃদেবতার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত। যেহেতু গায়ত্রী ছন্দে এই মন্ত্রটি উচ্চারিত সেহেতু এটি গায়ত্রীমন্ত্র নামেই বেশী পরিচিত হয়েছে। মন্ত্রটির মহিমা প্রগাঢ়। এর রবীন্দ্র ভাষ্যও অত্যন্ত আদরণীয়। গায়ত্রী উপনিষদ্‌ এখানথেকেই উৎকলিত।

গাইপত্যগ্নি :- (১.৫.২১) শ্রৌতযাগে তিনটি প্রধান অগ্নি থাকে। সেগুলি হল যথা- গাইপত্য, দক্ষিণ ও আহবনীয়া। বৃত্তাকার অগ্নিস্থানে স্থিত এই অগ্নি গৃহস্থগৃহে সদা প্রজ্বলিত থাকত। বেদির পশ্চিমদিকে এই অগ্নিতে যজ্ঞদ্রব্য পাক ইত্যাদি হয়।

গৌল্লা :- (২.৬.৯) মন্ত্রদ্রষ্টা (রচয়িতা) ঋষিবিশেষ। ঐ. ব্রা. পাঠ গৌল্লা।

গ্রাবস্তুৎ :- (১.৪.৬) হোতার চারজন সহকারীর অন্যতম। মাধ্যম্নিন 'সবনে' যখন পাথ দিয়ে সোমলতা ছেঁচা হয় তখন এই পুরোহিত পাথরের উদ্দেশ্যে স্তুতি করেন। সম্ভবতঃ কারণেই ঐরূপ নামকরণ।

ঘর্ম্যসূক্ত :- (২.২.৬) সোমযাগের অঙ্গযাগ হল প্রবর্গ্য অনুষ্ঠান। সেখানে 'ঘর্মং তপামি' বলে (অথর্ব পৈ. সং. ৫.১৬) কিছু মন্ত্র পাঠিত হয়। সূক্তের প্রথমে 'ঘর্ম' কথাটি থাকায় ঐরূপ নামকরণ।

চরু :- (২.১.১২) ঘৃতপক্ক তণ্ডুল বিশেষ। প্রতিষ্ঠালাভের জন্য চরুহোম করা হয়।

চতুর্বিংশাহ :- (১.৪.১৬) সংবৎসর ব্যাপী সত্র যাগের দ্বিতীয় দিন থেকে প্রকৃত যাগ শুরু হয়। ঐ দিনকেই চতুর্বিংশাহ বলে। ঐদিন যেহেতু চতুর্বিংশ সংখ্যক স্তোমপাঠ অনুষ্ঠিত হয় সেহেতু ঐরূপ নামকরণ।

চাতুর্মাস্য :- (১.৫.৭) সাতপ্রকার হবির্যজ্ঞের অন্যতম। চারমাসে অনুষ্ঠেয় ঋতুযাগ বিশেষ। চারটি পর্বে বিভক্ত ক. বৈশ্বদেবপর্ব খ. বরুণপ্রঘাস গ. সাকমেধ ঘ. শুনাসীরীয়া। এইযাগ মূলতঃ রোগমুক্তি, বন্ধ্যাত্ব নিবারণ প্রভৃতি ফললাভের সঙ্গে যুক্ত। গো. ব্রা. এর এই যাগটির বর্ণনা কৌষীতকি ব্রাহ্মণের (৫ম অধ্যায়) সঙ্গে সাদৃশ্য যুক্ত। মৎকৃত গ্রন্থ 'গোপথ ব্রাহ্মণ-আ ক্রিটিক্যাল স্টাডি'র মধ্যে এই যাগের বিস্তৃত (পৃ, ১১৪-১১৭) পরিচয় আছে।

হন্দোম :- (১.৪.১০) দ্বাদশাহ সোমযাগে নবরাত্র মধ্যে শেষ তিনদিনের অনুষ্ঠানকে হন্দোম অনুষ্ঠান বলে। ঐ সময় চতুর্বিংশ, চতুশ্চত্বারিংশ ও অষ্টচত্বারিংশ-এই তিনটি হন্দোম স্তোমের ব্যবহার হয় তিনদিনে।

জুহু :- (১.৬.৪) পলাশকাঠের হাতা বিশেষ। হবিঃ প্রদানের জন্য প্রয়োজন হয়। উপভূৎ দ্রষ্টব্য।

জ্যোতিষ্টোম :- (১.৪.২০) এইটি একাহ সোমযাগ তথা সকল সোমযাগের প্রকৃতি। ঐ. ব্রা. (১.৪.৫) অনুসারে জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নির উদ্দেশ্যে দেবতাদের স্তুতি (স্তোম) পাঠহেতু ঐরূপ নামকরণ। এই যাগের সাতটি সংস্থা আছে (অগ্নিষ্টোম দ্রষ্টব্য)। জ্যোতিষ্টোমযাগ প্রাচীন ব্রাহ্মণগুলি যেমন ঐ. ব্রা. প্রভৃতিতে বিস্তৃতভাবে আলোচিত। গো. ব্রা. এর দ্বিতীয় পর্বে (উত্তর ভাগে) এর বিস্তৃত আলোচনা আছে। এইটিই বলা চলে শ্রীতানুষ্ঠানের মধ্যে প্রধান, গুরুত্বপূর্ণ যাগ।

তনূনপত্র :- (২.২.২-৪) সোমলতা যজমানগৃহে আনীত হলে এই অঙ্গযাগটির অনুষ্ঠান হয়। লক্ষ্য সকল অনুষ্ঠানকে একত্রিত রাখা যাতে যাগকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়।

দশরাত্র :- (১.৪.৯) সংবৎসরব্যাপী সোমযাগের মধ্যে একদিনের অনুষ্ঠান।

দর্শপূর্ণমাস :- (১.৫.৭) সকল ইষ্টি যাগের প্রকৃতি হল দর্শপূর্ণমাস। দর্শ=অমাবস্যা, পূর্ণমাস=পূর্ণিমা। পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে অনুষ্ঠেয় ইষ্টিয়াগ। অগ্নি, বিষ্ণু বা প্রজাপতি এর দেবতা। পুরোডাশ এবং হবিঃ এর প্রধান দ্রব্য। চারজন পুরোহিত হোতা, অধ্বর্যু, অগ্নীধ্র ও ব্রহ্মা এর প্রয়োজন হয়। প্রথম অনুষ্ঠানটি হয় পূর্ণিমাতে, দ্বিতীয়টি অমাবস্যাতে। সমস্ত ইষ্টি যাগের পরিচয় এই যাগে নিবদ্ধ।

দাধিক্রী :- (২.৬.১৬) ঋক্. সং. ৪.৩৯.৬ এবং অর্থব সং (শৌ) ২০.১৩৭.৩ সংখ্যক ঋক্কে দাধিক্রী ঋক্ বলে। দাধিক্র শব্দটি প্রথমে থাকায় ঐরূপ নামকরণ। দেবপাবক এই ঋক্।

দীক্ষা :- (১.৪.১) সোমযাগেচ্ছু যজমানকে দীক্ষাগ্রহণ করেই যাগ করতে হয়। সেজন্য একটি ইষ্টিয়াগ করতে হয় তার নাম দীক্ষণীয়েষ্টি। যজমান নখ, চুল কেটে নূতন কাপড় পরে অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে দীক্ষাগ্রহণ করেন। (দ্রষ্টব্য ঐ. ব্রা. ১.৪)। যাগশেষ হয়ে গেলে দীক্ষার স্থায়িত্বও শেষ হয়। গো. ব্রা. ১.৩.১৯ এ 'দীক্ষিত' শব্দ থেকে দীক্ষিত শব্দের ব্যুৎপত্তি করেছেন।

দেবযজন :- (১.২.১১, ১৪) অগ্নিষ্টোমাদি যাগের জন্য প্রস্তুত ভূমি যেখানে সোমকে রাখা হয়। গো. ব্রা. ১.২.১৪ এ এই স্থানের একটি রহস্যময় বিবরণ আছে।

ধানা :- (২.৪.৬) সবনীয় পশুকর্মে ব্যবহৃত পুরোডাশ, হবি প্রভৃতি যাগদ্রব্য। যব ভেজে ঘি এ পাক করে ধানা প্রস্তুত হয়।

ধিষণ্য :- (২.২.১৭) সোমযাগে মহাবেদির পশ্চিম দিকে সদঃশালা নামে একটি মণ্ডপ থাকে। সেখানে ছয়টি অগ্নিস্থান থাকে, যেখানে পুরোহিতেরা বসে মন্ত্রপাঠ করেন, সেই অগ্নিস্থানকেই ধিষণ্য বলে।

ধ্রুবা :- (১.৩.১৪) চামচ জাতীয় কাঠের যজ্ঞপাত্র বিশেষ।

নাভানেদিষ্ঠ :- (২.৬.৭-৮) মনুপুত্র নাভানেদিষ্ঠ দুটি সূক্তের দ্রষ্টা/রচয়িতা (ঋক্ সং ১০.৬১-৬২)। ঐ সূক্ত দুয়কেও নাভানেদিষ্ঠ সূক্ত বলে।

নারাশংস :- (২.৬.১৪) সোমসবনকালে উচ্চারিত মন্ত্র। প্রধানতঃ অগ্নির উদ্দেশ্যে উচ্চারিত।

নিধন :- (২.৩.২০) উদ্গীথ দ্রষ্টব্য।

নির্বাণ :- (২.১.১৪) পুরোডাশ প্রস্তুত করার জন্য যব/ব্রীহিকে শূর্পে ফেলে গুঁড়ো করা হয়। একেই নির্বাণ বলে।

নিবিৎ :- (২.৩.২২) আজ্যশস্ত্র প্রভৃতি শস্ত্রের মধ্যে মধ্যে ব্যবহৃত ছোট ছোট মন্ত্রগুচ্ছ।

নিষ্ক্বেবল্য :- (১.৩.৫) শস্ত্রবিশেষ। সোমযাগে মাধ্যম্নিন সবনে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে নেপ্তা কর্তৃক পাঠিত মন্ত্র।

পত্নীসংযাজ :- (১.৩.১০) দেবপত্নীদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যাগ।

পর্যাস/বিপর্যাস :- (২.৩.১৪) সোমযাগে ব্যবহৃত শস্ত্রবিশেষ। অন্তিম শস্ত্র।

পরিধানীয়া :- (২.৩.২১) একপ্রকার ঋকের সংজ্ঞা।

পরিধি :- (২.১.১) আহবনীয় অগ্নির বেদির তিনটি দিক তিনটি কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে ঘিরে রাখা হয়। একেই পরিধি বলে।

পশুবন্ধ :- (১.৫.৭) পাঁচপ্রকার যাগের অন্যতম। প্রধান দ্রব্য পশু। তিনধরনের পশুযাগ সোমযাগের অন্তর্গত। সোমযাগের সূত্যাদিনের আগের দিন অগ্নীষোমীয় পশুযাগ হয়। দেবতা অগ্নি ও সোম। সোমযাগের সূত্যাদিনে সবনীয় পশুযাগ অনুষ্ঠিত হয়। বন্ধ্যাগাভী বা বৃষকে আলম্বন (স্বাসরোধ করে হত্যা) করে পশুযাগ অনুষ্ঠিত হয়। ছাগ ও দ্রব্য হয়ে থাকে। মৃত পশুর উদর থেকে বপা প্রভৃতি গ্রহণ করে ঘিয়ে ডুবিয়ে আহুতি দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সংখ্যাতে মৃত পশুটিকে খণ্ডিত করা হয়। প্রযাজ, অনুযাজ, পত্নীসংযাজ প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয়ে থাকে এর মধ্যে।

পাকযজ্ঞ :- (১.৫.২৩) গার্হপত্য অগ্নিতে সম্পাদ্য যাগ। সাতপ্রকারের পাকযজ্ঞের কথা গো. ব্রা. (১.৫.২৩) এ বলা হয়েছে। সেগুলি হল যথাক্রমে সায়াং হোম, প্রাতর্হোম, স্থালীপাক, বলিহরণ, পিতৃযজ্ঞ, অষ্টকা ও পশু। সব যজ্ঞগুলিই দ্রব্যপাকের সঙ্গে যুক্ত।

পাত্নীবত গ্রহ :- (২.৪.৫) একাহ সোমযাগের তৃতীয় সবনে এই গ্রহণ হয়ে থাকে।

পারিক্ষিতী :- (২.৬.১২) পরিক্ষিতী শব্দ নিয়ে আরম্ভ চারটি ঋক্কে পারিক্ষিতী ঋক্ বলে (অথর্ব শৌ ২০.১২৭ ১-৪)।

পাবমানী :- (১.৩.৩) সোমরস নিক্ষেপনের সময় গীতমন্ত্র। সোমকে পবিত্র করার জন্য এই মন্ত্র।

পিতৃযজ্ঞ :- (২.১.২৪) পাক যজ্ঞ বিশেষ। প্রয়াত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে বিহিত। ইষ্টিয়াগ বিশেষ।

পুরুষমেধ :- (১.৫.৭) গো. ব্রা. এ এই যাগটির উল্লেখমাত্র আছে। কোন বিবরণ নেই। ঐ. ব্রা. (৩৩শ অধ্যায়) এ শুনঃশেপের কাহিনীটিকে পুরুষমেধের কাহিনী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তবে পুরুষমেধ যাগে পুরুষ বধ হত কিনা সে সম্পর্কে বিতর্ক প্রচুর। নিশ্চয় করে কিছু বলা কঠিন। হয়তো আর্যযুগের কোনো সুদূর অতীতে পুরুষ বধ ছিল, পরে তা পরিত্যক্ত হয় এ রকম অনেকে মনে করেন। বিশদ আলোচনার জন্য বর্তমান লেখকের অন্যগ্রন্থ 'গোপথব্রাহ্মণ-আ ক্রিটিক্যাল স্টাডি' (পৃ-১৪৮-১৫১) দ্রষ্টব্য।

পুরোহনুবাক্য :- (১.৩.৯) প্রতিটি যাগের প্রধান কর্মে যে সমস্ত আবশ্যিক পাঠ-কৃত্য থাকে, তার মধ্যে পুরোহনুবাক্য ও যাজ্যাপাঠ। যাগে দ্রব্য আহুতি দেবার জন্য অধ্বর্যু যখন তা গ্রহণ করেন, তখন হোতা যে মন্ত্র পাঠ করেন সেটিই পুরোহনুবাক্য। ঐ দ্রব্য যখন অধ্বর্যু অগ্নিতে আহুতি দেন তখন হোতা যে মন্ত্র পাঠ করেন, তাকে বলা হয় যাজ্যামন্ত্র।

পুরোডাশ :- (১.৩.১০) যব/ব্রীহির গুঁড়ো দ্বারা প্রস্তুত পক্কপিষ্ঠপিণ্ড বিশেষ। ইষ্টিয়াগের প্রধান আহুতি দ্রব্য।

পুংসবন :- (১.৩.২৩) পুত্রসন্তান লাভের নিমিত্ত যাগকর্ম। গো. ব্রা. অনুসারে যে দীক্ষিত পুত্রসন্তান লাভেচ্ছু, তিনি পুংবৎসযুক্ত গাভীর দুধে স্থালীপাক প্রস্তুত (পায়স) করে সেই অন্ন হিংকার উচ্চারণ করে ঋতুমতী স্ত্রীকে খাওয়ালে পত্নী পুত্রসন্তান লাভ করেন।

পোতা :- (১.২.১৯) ব্রহ্মা নামক পুরোহিতের অন্যতম সহকারী।

প্রউগশস্ত্র :- (১.৩.৫) একাহ সোমযাগের প্রাতঃসবনে যে দুটি শস্ত্রপাঠ থাকে তার একটি হল আজ্যশস্ত্র ও অন্যটি হল প্রউগশস্ত্র। হোতা প্রউগশস্ত্র পাঠ করেন। প্রউগশস্ত্রে জোড়া দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তুতি করা হয়। এঁরা হলেন ইন্দ্রবায়ু, মিত্রাবরুণ ও অশ্বিদ্বয়।

প্রতর্দন :- (২.১.১৮) শস্ত্রবিশেষ। সোমযাগে পঠিত হয়।

প্রত্যাশ্রাবণ :- আশ্রাবণ দ্রষ্টব্য।

প্রণব :- (১.১.১০) ওঁকার দ্রষ্টব্য। এর অপর নাম প্রণব। একাক্ষরাবিশিষ্ট এই মন্ত্রকে প্রণব মন্ত্র বলে। যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রণবোচ্চারণের নানাপ্রকার ভেদ আছে। আ. শ্রৌ. সূ. দ্রষ্টব্য।

প্রণীতা :- (১.২.১১) যজ্ঞে ব্যবহৃত পবিত্র বারিবিশেষ। যজ্ঞস্থলে প্রবেশমার্গে একপাশে চতুষ্কোনাকৃতি জলপাত্রকে প্রণীতাপাত্র বলে। ইষ্টিয়াগে পুরোডাশ মখার কাজে ঐ জল ব্যবহৃত হয়।

প্রযাজ :- (১.৩.৯) প্রধান যাগের পূর্বে সম্পাদ্য ছোট যাগ। এক এক যাগে প্রযাজের সংখ্যা এক এক প্রকার। ছোট হলেও যাগের মতোই অনুষ্ঠান সকল থাকে। ইষ্টিয়াগে প্রযাজের সংখ্যা পাঁচ।

প্রবর্গ্য :- (২.২.৬) সোমযাগে অধিকার লাভের জন্যে তৎপূর্বে অনুষ্ঠেয় কর্ম। প্রধান দ্রব্য গোদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধের মিশ্রণ। এর তাৎপর্য নিয়ে মতান্তর আছে। সূর্যযাগবিশেষ বিশেষ। পরিচয়ের জন্য মৎপ্রণীত অপর গ্রন্থের প্রবর্গ্য অংশ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ১১৮-১১৯।

প্রবল্লিকা :- (২.৬.১৩) উক্ত নামের সূক্ত। (অথর্ব ২০.১৩৩) প্রবল্লন কথার অর্থ প্রিয়বাক্য দ্বারা বঞ্চনা। দেবতারা এই বাক্য দ্বারা অসুরদের বঞ্চনা করে পরাস্ত করেছিলেন (ঐ. ব্রা. ৩০.৮)।

প্রস্তাব :- (২.৬.২০) উদ্গীথ দ্রষ্টব্য।

প্রস্থিতহোম :- (২.২.১০) ধিষ্য নামক অগ্নিতে চমসাহুতিকেই প্রস্থিতহোম বলে।

প্রায়ণীয়েষ্টি :- (১.৪.৯) সংবৎসরসাধ্য সোমযাগের শুরু হয় একটি ইষ্টিয়াগ দিয়ে। (যাগের প্রকৃষ্ট গমন অর্থে 'প্রায়ণ')। তার নাম প্রায়ণীয়েষ্টি।

প্রাশিত্র :- (২.১.২) পুরোডাশ জাতীয় যজ্ঞদ্রব্য বিশেষ। যজ্ঞশেষে তা ভক্ষণ করা হয়। গো. ব্রা. ২.১.২. এ প্রাশিত্র ভক্ষণের মজার তাৎপর্যপূর্ণ উপাখ্যান আছে।

ব্রতপতি :- (২.১.১৪) অর্থ ব্রত ধারণ করেন যিনি। অগ্নিকে বলা হয় ব্রতপতি। অন্য নাম ব্রতভৃৎ।

ব্রক্ষা :- (১.২.১১) এই পুরোহিতের জয়জয়কার গো. ব্রা. এ। যজ্ঞের অন্যতম প্রধান পুরোহিত যিনি যজ্ঞের মানসিক দিকটি রক্ষা করেন এবং প্রয়োজনে সমস্ত যাগের তত্ত্বাবধান

করেন। তিনি সর্বজ্ঞ। গো. ব্রা. মতে এই পুরোহিত ছাড়া যজ্ঞ অসম্পূর্ণ ও নিষ্ফল। সম্ভবতঃ শ্রৌত সংক্ৰতিতে অংশ নেবার প্রবল প্রয়াস থেকেই গো. ব্রা. এ ব্রহ্মা এত গুরুত্বপূর্ণ (দ্রষ্টব্য, পূর্বভাগে ২য় ও ৬য় প্রপাঠক)।

ব্রাহ্মণ :- (১.৬.১৬) প্রায় প্রতি অনুচ্ছেদই 'ইতি ব্রাহ্মণম্' এই বাক্যটি দিয়ে শেষ হচ্ছে। এখানে ব্রাহ্মণ বাক্য এরূপই অর্থ ধরতে হবে।

ব্রাহ্মণাচ্ছসী :- (১.২.১৯) ব্রহ্মা নামক ঋত্বিকের অন্যতম সহকারী পুরোহিত।

ভৃগু :- (১.১.৬) অন্যতম প্রাচীন অথর্ববেদীয় ঋষি। গো. ব্রা. এ এর নির্বচন দেওয়া আছে/√ভৃজ্ (=ভাজা হওয়া/করা) ধাতু নিষ্পন্ন। রোতঃ শুকিয়ে ভৃগুর উৎপত্তি। 'যদ্ রোতঃ জাসীৎ তদভৃজ্জত। যদভৃজ্জত তস্মাদ ভৃগুঃ সমভবৎ' ১.১.৬।

মখ :- (২.২.৫) যজ্ঞের অন্য নাম। 'খ' শব্দের অর্থ ছিদ্র। 'ছিদ্র প্রতিষেধকারী' এই অর্থে মখ শব্দের অর্থ যজ্ঞ।

মরুত্বতীয় :- (২.৬.২৬) শস্ত্রবিশেষ।

মহাব্রত :- (১.৪.১০) সংবৎসর ব্যাপী যে সত্রযাগ তার নাম গবাময়ন। এই যাগের অন্যতম একটি অনুষ্ঠান মহাব্রত। 'মহান্ ব্রতঃ' এই অর্থে মহাব্রত। সপ্তমমাসের শেষের আগের দিনে এই অনুষ্ঠান হয়। প্রজাপতি হলেন 'মহান', তার জন্য প্রস্তুত অন্ন হল মহাব্রত। রীতিমতো বড় অনুষ্ঠান হয়। উদগাতা স্তোত্র গান করেন। নানাধরণের বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়। রাজা সশস্ত্র সেখানে আসেন। তৈ. ব্রা. এর মতে এই ব্রত প্রজনন এর সঙ্গে জড়িত। প্রকৃত তত্ত্ব অস্পষ্ট। অবশ্য মূল অনুষ্ঠান হয় বৎসরান্তে।

মহাব্যাহতি :- (১.১.৫) বিশেষ সংকেত মন্ত্র দিয়ে ত্রিজগৎ কে আকর্ষণ করাই ব্যাহতি (বি-আ-√হ+ক্তিন্)। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিনটিকে ব্যাহতি বলে। এর দ্বারা যথাক্রমে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোককে বোঝানো হয়। গায়ত্রী মন্ত্রের শুরুতে ব্যাহতির ব্যবহার থাকে। এদের সঙ্গে বৃধৎ, করৎ, রুহৎ, মহৎ ও তৎ এই পাঁচটি হল পঞ্চ মহাব্যাহতি, সর্পবেদ, পিশাচবেদ, অসুরবেদ, ইতিহাসবেদ, পুরাণবেদ এই পঞ্চমহাব্যাহতি থেকে সৃষ্ট।

মার্জালীয় :- (২.৫.৪) যজ্ঞীয় অগ্নিকুণ্ড বিশেষ।

মৈত্রাবরুণ :- (১.৪.৬) হোতার সহকারী ঋত্বিকবিশেষ।

যাজ্য :- (২.৬.২২) পুরোহনুবাক্য্য দ্রষ্টব্য।

যোগক্ষেম :- (১.৬.৬) অপ্রাপ্ত ধনের লাভকে যোগ এবং প্রাপ্তধনের রক্ষণকে ক্ষেম বলে (ঐ. ব্রা. ৬.৬)। যোগক্ষেমের অভাবে প্রজা, পশু, যজ্ঞ বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

রথন্তর :- (১.২.১৮) সামমন্ত্র বিশেষ। গান করা হয়।

রাজসূয় :- (১.৫.৭) রাজা কর্তৃক অনুষ্ঠিত সংবৎসরব্যাপী যাগ। সমস্ত যাগের অনুষ্ঠান হয়। প্রচুর দক্ষিণা। প্রচুর জটিলতা। গো. ব্রা. এ এর বিশেষ আলোচনা নেই।

বরুণপ্রঘাস :- (২.১.২১) চার্তুমাস্য যাগের যে চারটি পর্ব আছে, এটি তার অন্যতম। প্রধান দেবতা বরুণ। প্রধান দ্রব্য পুরোডাশ।

বষট্কার/অনুবষট্কার :- (১.২.১১/২.৬.১) যাজ্যাপাঠের পর হোতা বৌষট্ উচ্চারণ করে আত্মতি দেন। একেই বষট্কার বলে। বষট্কারের পর পুনরুচ্চারিত 'বৌষট্'কে অনুবষট্কার বলে। 'বৌ' কথার অর্থ ঋতু। ষট্ ঋতুতে বৌষট্ উচ্চারিত হয়। ঐ. ব্রা. কে অনুসরণ করে গো. ব্রা. এ এর আলোচনা আছে। সেখানে বষট্কারকে বজ্র বলা হয়েছে। অর্থাৎ বাগ্‌বজ্র।

বর্হি :- (২.১.২) বেদিতে পাতার জন্য কুশঘাস।

বাজপেয় :- (১.৫.৭) সোমযাগ বিশেষ। প্রধান দ্রব্য সোম এবং সুরা। বাজ কথার অর্থ অন্ন বা বলা। স্বর্গলাভের জন্য এই যাগ অনুষ্ঠিত হয়। এইয়াগে অনুষ্ঠান বৈচিত্র্য শত. বা. বিশেষ ভাবে বর্ণিত।

বারুণী আমিক্ষা :- (২.১.২২) চার্তুমাস্য যাগে বরুণপ্রঘাস পর্বে যে আমিক্ষা (ঘোল) দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে বারুণী আমিক্ষা বলে।

বালখিল্য :- (২.৬.৭) হোত্রক পঠিত সূক্ত। ঋক্ সংহিতার ৮.৪৯-৫৯ পর্যন্ত এগারটি সূক্তকে বালখিল্য সূক্ত বলে।

বিশ্বজিৎ :- (১.৪.৯) সংবৎসর ব্যাপী সত্রযাগে অনুষ্ঠিত অঙ্গযাগাদির অন্যতম বিশ্বজিৎ। একাহ সোমযাগ। সকলকে জয় করার লক্ষ্যে এই যাগ।

বিষুবদিবস :- (১.৪.৯) সংবৎসর সত্র যাগে সময় লাগে ৩৬১ দিন। এটির ভাগ হল এইরকম পূর্বভাগ ১৮০ দিন মাঝে ১ দিন এবং উত্তরভাগে ১৮০ দিন (১৮০+১+১৮০=৩৬১) দুটি পর্বের মাঝের একটি দিনকে বিষুবদিবস বলা হয়। একাই অনুষ্ঠান হয়।

বৃষাকপি :- (২.৬.৭) সূক্তের নাম। ঋক্ সং ১০.৮৬ এবং অথর্ব (শৌ) ২০.১২৬ সংখ্যক সূক্তকে বৃষাকপি সূক্ত বলে। এগুলি শিল্পসূক্তের অন্তর্গত।

বৈশ্বদেবশস্ত্র :- (২.২.২২) জ্যোতিষ্টোম যাগে তৃতীয় সবনে পাঠ্য মন্ত্র গুচ্ছ।

ব্যাহতি :- (১.২.১৯) মহাব্যাহতি দ্রষ্টব্য।

শাকলেষ্টি :- (২.৪.৬) সোমযাগে প্রায়ণীয় ও উদয়নীয়েষ্টিকে একসঙ্গে শাকলেষ্টি বলে। সায়ণ শাকল বলতে সর্পবিশেষকে বুঝেছেন। এই সাপ চলার সময় নিজের মুখ দিয়ে লেজ কামড়ে ধরে বলয়াকার ধারণ করে। অর্থাৎ শুরু ও শেষের একত্রীভবন। প্রায়ণীয়েষ্টি দিয়ে সোমযাগ শুরু উদয়নীয়েষ্টি দিয়ে সমাপ্ত হয়।

শিপিবিষ্ট :- (২.১.৯) শিপি কথার অর্থ আলোকরশ্মি। আলোক দ্বারা বেষ্টিত এই অর্থে। গো. ব্রা. এ বিষ্ণু শিপিবিষ্টের কথা বলা হয়েছে। যজুদ্রব্য যা আলোক স্বরূপ তাই বিষ্ণুর শিপিবিষ্ট।

শুনাঙ্গীরীয় :- (২.১.২৬) চার্তুমাস্য যাগের যে চারটি পর্ব আছে তার অন্তিম পর্বটির নাম শুনাঙ্গীরীয়। মূলতঃ সূর্যের উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হয়। সংবৎসরকেও শুনাঙ্গীর বলে (সংবৎসরো বৈ শুনাঙ্গীরঃ, গো. ব্রা. ২.১.২৬)।

শ্যামাক :- (২.১.১৭) ধান্যবিশেষ। শকুন্তলা নাটকের চতুর্থ অঙ্কে এই ধান্যের উল্লেখ পাই। এই ধান সাধারণত যজ্ঞের জন্যই প্রয়োজন হতো।

ষড়হ :- (২.৫.১৫) সংবৎসরব্যাপী সত্র যাগে প্রতিমাসে একাধিক ছয়দিন-সাধ্য যাগানুষ্ঠান থাকে। সেগুলির সাধারণ নাম ষড়হ। (ষট্+অহ) এই ষড়হ যাগ দু'প্রকার অভিলবষড়হ ও পৃষ্ঠ্যষড়হ। সাধারণতঃ ষড়হের প্রথম ও শেষ দিন অগ্নিষ্টোম ও মাঝের চারদিন উক্খ্যযাগের অনুষ্ঠান থাকে।

ষোড়শী :- (১.৪.২০) জ্যোতিষ্টোমাখ্য সোমযাগের সাতটি সংস্থা। এদের অন্যতম হল ষোড়শী। এতে ষোলটি স্তোত্র এবং সমসংখ্যক শস্ত্র বলে অনুরূপ নামকরণ। অনুষ্ঠান প্রায় সর্বত্র অগ্নিষ্টোমতুল্য।

সত্র :- (১.৪.১০) বারোদিনের বেশী সময় স্থায়ী সোমযাগের সাধারণ নাম সত্র। এই যাগ যখন সংবৎসর ব্যাপী হয় তখন নাম গবাময়ন সত্র। হাজার বছর ব্যাপী সত্র যাগের অনুষ্ঠানের কথাও বেদে পাওয়া যায়।

সমিধ :- (১.২.১৫) যজ্ঞীয় কাঠ বিশেষ।

সমিষ্টযজু :- (১.৩.১০) সোমযাগের মধ্যের অনুষ্ঠান। আসন থেকে উঠে অধ্বর্যু ডান পা বেদিতে রেখে 'ধ্রুবা' মন্ত্র উচ্চারণ করে অতঃপর হোম করেন। একেই সমিষ্ট যজুঃহোম বলে।

সবন :- (১.৫.১১) জ্যোতিষ্টোম বা যে কোনো সোমযাগের প্রধান কর্মটি হল সোমলতা থেকে সোমরস নিষ্কাশন করে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া। পদ্ধতি মেনে এই কর্মটিকেই সবন বলে। প্রতিদিন তিনবার এই সবনকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতঃসবন, মাধ্যম্নিন সবন ও তৃতীয় সবন। প্রতি সবনে একাধিক স্তোত্র ও শস্ত্র পাঠ করা হয়।

সংযাজ্য :- (২.১.২০) স্থিষ্টকৃদ্যাগে যাজ্য ও পুরোহনুবাক্যকে এক সঙ্গে সংযাজ্য বলে।

সংবৎসর :- (১.২.১৫) সংবৎসর কথার সাধারণ অর্থ সমগ্র বছর। বস্তুতঃ এটি সংবৎসরব্যাপী যাগানুষ্ঠান, কর্ম অনুষ্ঠানকেও বোঝায়।

সাকমেধ :- (২.১.২৩) চাতুর্মাস্য যাগের চারটি পর্বের অন্যতম এটি। প্রধান দ্রব্য পুরোডাশ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য। এই পর্বে সকালে অগ্নির উদ্দেশ্যে অষ্টাকপাল পুরোডাশ, দুপুরে মরুৎএর উদ্দেশ্যে দুগ্ধ আহুতি দেওয়া হয়। পরদিন দর্বাহোম হয়। ত্র্যম্বকেষ্টি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে এই পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

সামিধেনী :- (১.৩.৯) 'অগ্নেঃ সমিধন্যার্থা ঋচঃ সামিধেন্যঃ'। অর্থাৎ যে কোনো যাগানুষ্ঠানে যথাবিহিত অগ্নিপ্রজ্জ্বলন কর্ম আবশ্যিক বিধি। অগ্ন্যাধান ছাড়া শ্রৌতানুষ্ঠান হয় না। ঐ অগ্নি প্রজ্জ্বলন কালে এগারটি ঋক্মন্ত্রের প্রথম দুটি তিনবার পুনরুচ্চারণ করে পনেরটি ঋকে পরিণত করা হয়। প্রয়োজনে আরো দু'টি ধায়্যামন্ত্র দিয়ে সামিধেনীর সংখ্যা হয় সপ্তদশ। 'প্র বো

যাজ্ঞা অভিধ্যবো... ইত্যাদি মন্ত্রগুলি সামিধেনী সংজ্ঞক। 'সপ্তদশ সামিধেনীরনুক্ৰিয়াৎ' একথা ঐ.
ব্রা. ১.৬ এ আছে।

সিনীবালী :- (২.১.১০) অমাবস্যার আগের দিন চতুর্দশী তিথিকে সিনীবালী বলে।
দর্শপূর্ণমাস যাগের দর্শের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সিনীবালী যুক্ত।

স্তোত্র :- (১.৫.১১) স্তোত্রের একটি সংজ্ঞা আমরা পাই এরূপ 'প্রগীতমন্ত্র-
সাধ্যগুণিনিষ্ঠগুণাভিধানম্'। অর্থাৎ দেবতার (গুণী) উদ্দেশ্যে গুণ বা স্তুতি কীর্তন যা গীত হয়
তাই স্তোত্র। ঋক্মন্ত্রে সুর দিয়ে সামগায়ীরা গান করে থাকেন। অন্যদিকে ঐ সব মন্ত্র যখন সুর
ছাড়া পাঠ করা হয় তখন তাকে শস্ত্র বলে। অপ্রগীতমন্ত্রসাধ্যগুণিনিষ্ঠগুণাভিধানম্ শস্ত্রম্।

স্তোম :- (১.২.১১) সামমন্ত্রের সমষ্টি। সামমন্ত্র আবৃত্তিতে বেড়ে যায়। তখন সংখ্যা গণনার
প্রসঙ্গ আসে। তখন সেই মন্ত্রসমষ্টিকে স্তোম বলে। সংখ্যা অনুসারে স্তোমের নামকরণ হয়। যেমন
তিনটি মন্ত্রকে পনের সংখ্যায় আবৃত্তি করলে তাকে বলে পঞ্চদশ স্তোম। নয়টি মন্ত্রকে তিনটি
পর্যায় গান করলে তাকে ত্রিবৃৎস্তোম বলে।

স্থালীপাক :- (১.৩.২৩) যজ্ঞদ্রব্য রাখার পাত্র হল স্থালী। যজ্ঞদ্রব্য যখন যেমন দুগ্ধ, অন্ন
ইত্যাদি অগ্নিতে পাক করাহয় তখন তাকে স্থালীপাক বলে।

শ্রুক :- (১.৩.১১) যজ্ঞে ব্যবহৃত ধ্রুবা, জুহু, উপভূৎ ও শ্রুব এই চারটি কাঠের হাতার
সাধারণ নাম শ্রুক।

স্বরসাম :- (১.৪.৯) সংবৎসর সাধ্য সত্র যাগের মধ্যে একাহ অনুষ্ঠান।

স্বিষ্টকৃৎ :- (১.৬.১০) ছোট ইষ্টিয়াগ বিশেষ। প্রধান ইষ্টিয়াগের পর অবশিষ্ট দ্রব্যাদি দিয়ে
একটি ছোট মাপের ইষ্টি যাগ হয় তাকেই স্বিষ্টকৃৎদ্যাগ বলে। দেবতা অগ্নি। দ্রব্য পুরোডাশ।

হবির্ধানমণ্ডপ :- (২.৫.৪) মহাবেদির পাশে সদঃশালার পূর্বদিকের মণ্ডপকেই হবির্ধানমণ্ডপ
বলে। সেখানে যে শকট রাখা হয় তাকে হবির্ধানশকট বলে।

হিংকার :- (২.৬.২০) সামগানের পূর্বে উচ্চারিত 'হিং' শব্দকেই হিংকার বলে। জপের পরে
হিংকারকে অভিহিংকার বলে।

হোতা :- (১.২.১১) ঋগ্বেদীয় প্রধান পুরোহিত। দেবতার আহ্বান করেন মন্ত্র দ্বারা। সেহেতু ঐরূপ নাম। তার তিনজন সহকারী থাকেন। তাঁরা হলে মৈত্রাবরুণ, আচ্ছাবাকও গ্রাবস্তুৎ।

হোম :- স্বাহাকার মন্ত্র পাঠের পর যে আহুতি দেওয়া হয় তাকেই হোম বলে। প্রকৃত পক্ষে যে পাঁচপ্রকারের শ্রৌতকর্মের পরিচয় আমরা পাই, তাদের মধ্যে প্রথম হল হোম। এর প্রধান দ্রব্য ঘি বা দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্য। ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম ছিল যে হোম, যার নাম অগ্নিহোত্র হোম। অগ্নির উদ্দেশ্যে দুবার এই আহুতি হয়, যথাক্রমে সন্ধ্যায় ও প্রাতে।

পরিশিষ্ট-২

গোপথ ব্রাহ্মণে উদ্ধৃত পূর্ণ বা আংশিক মন্ত্রসমূহের তালিকা

ঋক্ সংহিতা

মন্ত্র	গোপথ ব্রাহ্মণ	মূল সংহিতা
অগ্নিমীলে পুরোহিতং	১.১.২৯	১.১.১
অগ্নে পত্নীরিহা বহ	২.২.১০	১.২২.৯
অভি ত্বষ্টের দীধয়া	২.৬.১	৩.৩৮.৪
অভি প্রিয়ানি মর্মশং	২.৬.২	৩.৩৮.১
অভূদেবঃ সবিতা	২.২.১২	৪.২৪.১
অমিব নঃ সুহবা	২.২.২২	২.৩৬.৩
অয়মু ত্বা বিচর্ষণে	২.৬.১৪	৮.১৭.৭
অরিতৈর্নঃ পথিভিঃ	২.৬.২	৬.৬৯.১
অস্মা ইদু প্র তবসে	২.৫.১৫	১.৬১.১
আ নো মিত্রাবরুণা	২.৬.১৩	৩.৬২.১৬
আ পূর্ণো অস্য কলসঃ	২.২.২১	৩.৩২.১৫
আ যাহি সুষুমা হি তে	২.৬.১৪	৮.১৭.১
আ যাহ্যথর্বাঙ উপবন্ধু	২.৬.২	৩.৪৩.১
আ বো বহন্ত	২.২.২২	১.৮৫.৬
আ সত্যো যাতু	২.৫.১৫	৪.১৬.১
আহং সরস্বতীবতোঃ	২.৫.১৩	৮.৩৮.১০
ইচ্ছন্তি ত্বা সোম্যাসঃ	২.৬.১	৩.৩০.১
ইদং বসো সুতমন্ধঃ	২.৫.৬	৮.২.১
ইন্দ্র ঋভুভির্বাজবদ্ভিঃ	২.২.২২	৩.৬০.৫
ইন্দ্র ত্বা বৃষভং বয়ং	২.২.২০	৩.৪০.১
ইন্দ্র পিব প্রতিকামং	২.৬.১৪	১০.১১২.১
ইন্দ্রশ্চ সোমং পিবতং	২.২.২২	৪.৫.১০

মন্ত্র	গোপথ ব্রাহ্মণ	মূল সংহিতা
ইন্দ্রাগ্নী অজোহবুঃ	২.৫.১২	৭.৯৪.১০
ইন্দ্রাগ্নী অপসম্পরি	২.৬.১৫	৬.১২.৪
ইন্দ্রাগ্নী আগতং	২.৬.১৫	৮.৬৮.৭
ইন্দ্রাবিস্বঃ পিবতং	২.২.২২	৬.৬৯.৭
ইন্দ্রায় সোমা প্রদিবো	২.২.২১	৬.৬৬.২
ইন্দ্রেণ রোচনা দিবো	২.৫.১৬	৮.১৪.৯
ইমামৃ যু প্রভৃতিং	২.৪.৬	৬.৬৬.১
ইষং স্বশ্চ ধীমহি	২.৫.১৬	৭.৬৬.৯
উত বামুষসো বুধি	২.৬.১৬	১.১২৭.২
উদিম্বস্য রিচ্যতে	২.৪.৬	৭.৬২.১২
উশনু যু গঃ	২.৪.১	৪.২০.৪
ঋজুনীতি নো বরুণঃ	২.৫.১২	১.৯০.১
ঋতুর্জনিত্রী তস্যাঃ	২.৪.১৭	২.১৬.১
এবা ত্বামিন্দ্র	২.৪.১	৪.১৯.১
এবেদিদ্রং বৃষণং	২.৪.২	৭.২৬.৬
কথা মহামব্ধং কস্য	২.৬.১	৪.২৬.১
কয়া ত্বং ন উত্যা	২.৪.১	৮.৯৬.১৯
কবীং রিচ্ছামি সংদৃশে	২.৬.২	৬.৬৪.১
কস্তমিন্দ্র ত্বাবসুম্	২.৪.১	৭.৬২.১৪
কো অদ্য মর্যো দেবকামঃ	২.৬.২	৪.২৫.১
তৎ সবিতুর্বরেণ্যং	১.১.৬৪	৬.৬২.১০
তরগিরিৎ সিধাসতি	২.৪.৬	৭.৬২.২০
তরোভির্বা বিদদ্বসুম্	২.৪.৬	৮.৬৬.১
তবায়ং সোমস্ত্বম্	২.২.১১	৬.৬৫.৬
তে স্যাম দেব বরুণ	২.৫.১৬	৭.৬৬.৯
তোশা বৃত্রহণা হুবে	২.৬.১৫	৬.১২.১
নূনং সা তে	২.৬.৫	২.১১.২১
নৃ মর্তো দয়তে সনিষ্যন্	২.৪.১৭	৭.১০০.১
নৃ ষ্টুত ইন্দ্র	২.৬.৫	৪.১৬.২১

মন্ত্র	গোপথ ব্রাহ্মণ	মূল সংহিতা
পিবা বর্ধস্ব তব	২.৪.৬	৩.৩৬.৩
পিবা সোমমভি যমুগ্র	২.২.২১	৬.১৭.১
প্র মিত্রয়োর্বরুণয়োঃ	২.৩.১৬	৭.৬৬.১
প্র বো মিত্রায় গায়ত	২.৩.১৬	৫.৬৮.১
প্রাতর্যাবভিরাগতম্	২.২.২০	৮.৩৮.৭
ভূয় ইদ ববৃধে বীর্যায়	২.৪.৬	৬.৩০.১
মদে সোমস্য রোচনা	২.৫.১৬	৮.১৪.৭
মিত্রং বয়ং হবামহে	২.২.২০	১.২৩.৪
মিত্রো নয়তু বিদ্বান্	২.৫.১২	১.৯০.১
য এক ইদ্রব্যশ্চর্ষণীনাম্	২.৬.১	৬.২২.১
যৎসোম আ সুতে নরঃ	২.৫.১২	৭.৯৪.১০
যদক্রন্দঃ প্রথমং জায়মানঃ	১.২.১৮	১.১৬৩.১
যন্ন ইন্দ্রো জুজুষে	২.৬.১	৪.২২.১
যস্তিগ্নশৃঙ্গো বৃষভো	২.৬.১	৭.১৯.১
রথমিব সং মহেমা	২.২.২২	১.৯৪.১
বনে ন বা যো	২.৬.২	১০.২৯.১
বি হি সোতোরসৃক্ষত	২.৬.১২	১০.৮৬.১
শতমিনু শরদো অস্তি দেবাঃ	১.৪.১৭	১.৮৯.৯
শাসদ্ বহির্দুহিতুঃ	২.৫.১৫	৩.৩১.১
স ইং পাহি যা ঋজীষী	২.২.২১	৬.১৭.২
সং তে পয়াংসি	২.৩.৩৬	১.৯১.১৮
সং বাং কর্মণা	২.৪.১৭	৬.৬৯.১
সদ্যো হ জাতো বৃষভঃ	২.৪.১	৩.৪৮.১
সোমপৃষ্ঠায় বেধসে	২.২.২০	৮.৪৩.১১
হবামহে জনেভ্যঃ	২.৫.১২	১.৭.১০

অথর্ববেদ (শৌনক)

মন্ত্র	গোপথ ব্রাহ্মণ	মূল সংহিতা
অগ্নিং দূতং বৃণীমহে	১.২.২৬	২০.১০১.১
অগ্নিবাসাঃ পৃথিব্যাসিতজুঃ	১.২.৯	১২.১.২১
অচ্ছা ম ইন্দ্রং	২.৪.১৬	২০.১৭.১
অথা হীন্দ্র গীর্বণঃ	২.৪.১৭	২০.১০০.১
অপেন্দ্র প্রাচো মঘবন্	২.৬.৪	২০.১২৫.১
অয়মু ত্বা বিচর্ষণে	২.৬.১৪	২০.৫.১
অয়ং তে যোনিঃ	২.৪.৯	৬.৭৯.১
অয়ং নো নভসম্পতিঃ	২.৪.৯	২০.৮.২
অর্বাঙ্ এহি সোমকামং	২.২.২১	২০.১৬৭.৭
অব দ্রাক্ষো অংশুমতীম্	২.৬.২৬	২০.১৩৫.৭
অহানেতরসং ন বিচেতনানি	২.৬.১৪	১১.৫.১৬
আচার্যো ব্রহ্মচারী	১.২.৫	২০.১৩৫.৯
আদিত্যা রুদ্রা বসবঃ	২.৬.১৪	২০.১৩৫.৬
আদিত্যা হ জরিতরঙ্গিরোভ্যঃ	২.৬.১৪	২০.৪.১
আ নো যা হি সুতাবতঃ	২.৬.১৪	৪.২.৮
আপো গর্ভং জনয়ন্তীঃ	১.১.৩৯	২০.৮.৩
আপূর্ণো অস্য কলশঃ	২.২.২১	২০.৩.১
আ যাহি সুষুমা হি	২.৬.১৪	২০.১৩.১
আ বাং বিশত্ত্বিন্দবঃ	২.২.২২	২০.৭৭.১
আ সত্যো যাতু মঘবা	২.৫.১৫	২০.১.১
ইদং তে সৌম্যং মধু	২.২.২০	২০.৬.২
ইন্দ্র ক্রতুবিদম্	২.৬.১৪	২০.১২৭.১১
ইন্দ্রঃ কারুমবুবুধং	২.৬.১২	২০.১১.১
ইন্দ্রঃ পৃভিদাতিব্	২.৪.২	২০.৩৯.১
ইন্দ্রঃ বো বিশ্বতম্পরি	২.৫.১২	৬.১২৫.৩
ইন্দ্রসৌজো মরুতামনীকং	১.২.২১	১৯.১৩.১
ইন্দ্রস্য বাহু স্থবিরৌ	২.১.১৫	৭.৫৮.১
ইন্দ্রাবরুণা সুতপাবিমং	২.২.২২	

অথর্ববেদ (শৌনক)

মন্ত্র	গোপথ ব্রাহ্মণ	মূল সংহিতা
ইন্দ্রায় মধ্বনে সুতং	২.৫.৩	২০.১১০.১
ইন্দ্রেণ রোচনা দিবো	২.৫.১৩	২০.২৮.৩
ইমং স্তোমমহতে জাতবেদসে	২.২.২২	২০.১৩.৩
ইমা নু কং ভুবনা	২.৬.১২	২০.৬৩.১
ইয়ং পিত্র্যা	২.২.৬	৪.১.২
ইহেথ প্রাগপাগুদগধরাগ্	২.৬.১৬	২০.১৩৪.১
উক্ষান্নায় বশান্নায়	২.২.২০	৬.২১.৬
উচ্ছা পতন্তমরুণং সুপর্ণম্	১.২.৯	১৩.২.৬৬
উত শ্বেত আশুপত্যা	২.৬.১৪	২০.১৩৫.৮
উদু ত্যে মধুমত্তমা গিরঃ	২.৪.২	২০.১০.১
উদু ব্রহ্মাগৈরত	২.৪.২	২০.১২.১
উদ্ গা আজদঙ্গিরোভ্যঃ	২.৫.১৬	২০.২৮.২
উদঘেদভিশ্রুতামঘম্	২.৬.১৪	২০.৭.১
উভা জিগ্যথু ন	২.৪.১৭	৭.৪৪.১
উরুং নো লোকমনুনেষি	২.৬.৪	১.১৫.৪
ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্	১.১.২২	৯.১০.১৮
ঋজীষী বজ্রী বৃষভঃ	২.৪.২	২০.১২.৭
একপাদ্ দ্বিপদঃ	১.২.৯	১৩.২.২৭
এতা অশ্বা আপ্লবন্তে	২.৬.১৬	২০.১২৯.১
এবা পাহি প্রত্নথা মন্দতু	২.২.২১	২০.৮.১
এবেদিদ্রং বৃষণং	২.৪.২	২০.১২.৬
কদৃ ঋস্যাকৃতম্	২.৬.৩	২০.৯৭.৩
কল্পব্যো অতসীনাম্	২.৬.৩	২০.৫০.১
কয়া নশ্চিত্র আভুবৎ	২.৪.১	২০.১২৪.১
জীবা স্থ	১.১.৬৯	১৯.৬৯.১
তত্ত্বা যামি সুবীৰ্যং	২.৪.২	২০.৯.৩
তং বো দস্মম্	২.৪.২	২০.৯.১
তস্মাদ্ বৈ বিদ্বান্	১.১.৬৯	১১.৮.৩২

অথর্ববেদ (শৌনক)

গোপথ ব্রাহ্মণ

মূল সংহিতা

ময়	২.৬.১৪	২০.১৩৫.১১
তুমিষ্ঠ শর্ম্ম বিণা	২.৬.১৩	২০.১৩৭.৬
দধিক্রাবণো অকারিষম্	২.৪.৯	৬.৭৯.৩
দেব সংস্থান সহস্রা	২.১.২	১৯.৫১.২
দেবস্যা ত্বা সবিকুঃ প্রসবে	২.৬.১৪	২০.১৩৫.১০
দেবা দদত্বাসুরং	১.২.৭	১১.৫.২৩
দেবানামেতৎ পরিষুতম্	১.২.১৭	১৩.২.১২
দিবি ত্বা ত্রিরহারয়ৎ	২.২.১২	১৭.৪.২৮
দ্রাক্ষশচকন্দ	১.১.১৪	৬.১০.৪
পৃথিব্যে শ্রোত্রায়	১.২.৮	১১.৫.২৪
প্রাণাপানৌ জনয়ন্	২.৪.১৬	৭.৫১.১
বৃহস্পতির্ন পরিপাতু	২.৪.১৬	২০.১৭.১২
বৃহস্পতে যুবমিদ্ৰশ্চ	১.২.১	১১.৫.১
ব্রহ্মচারীঋৎশ্চরতি	২.৬.৪	২০.৮৬.৬
ব্রহ্মণা তে ব্রহ্মযুজা	২.২.৬	৪.১.১
ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং	২.৬.১৩	২০.১৩৫.১
ভূগিত্যভিগতঃ	২.২.২০	২০.১.২
মরুতো যস্য হি ক্ষয়ে	২.২.২১	৫.২৬.২
যজুংষি যজ্ঞে সমিধঃ	২.৬.১৪	২০.১৩৫.৭
যজ্ঞা নেতরসং	২.২.১১	৭.৫.১
যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ	২.৬.১২	২০.১২৮.১
যঃ সভেয়ো বিদথ্যঃ	২.৬.১২.	২০.১২৮.১২
যদিদ্রাদো দাশরাজ্ঞে	২.২.২২	৭.৫৮.২
যুবো রথো অধরো	২.৪.৮	৬.১১.৭১
যৎ কুসীদম্	২.২.১২	৩.২১.১
যে অগ্নয়ো অঙ্গবন্তঃ	২.৬.১২	২০.১২৮.১
যো অনাত্তাক্ষো অনভ্যক্তঃ	১.২.১৬	১০.১০.২
যো বিদ্যাৎ সপ্তপ্রবতঃ	২.২.২২	২০.১৩৬.২
রঘুপত্নানঃ প্রজিগাত		

অথর্ববেদ (শৌনক)

মন্ত্র	গোপথ ব্রাহ্মণ	মূল সংহিতা
রাঙো বিশ্বজনীনস্য	২.৬.১২	২০.১২৭.৭
বচস্ব রেভ বচস্ব	২.৬.১২	২০.১২৭.৮
বনস্পতে বীড়বঙ্গো হি	১.১.২১	৬.১২৫.১
বনে ন বা যোন্যধায়ি	২.৬.২	২০.৭৬.১
বাঙম আস্যন্	২.১.৬	১৯.৬০.১
বিততৌ কিরণৌ দ্বৌ	২.৬.১৬	২০.১৬৬.১
বি হি সোতোরসৃক্ষত	২.৬.১২	২০.১২৬.১
বিশো অদেবীরভ্যাচরন্তীঃ	২.৬.১৬	২০.১৬৭.৯
বীমে দেবা অক্রংসত	২.৬.১৬	২০.১৬৫.৮
ব্যন্তরিক্ষমতিরং	২.৫.১৬	২০.২৮.১
শং নো দেবীরভিষ্টয়ে	১.১.২৯	১.৬.১
শোনোহসি গায়ত্রচ্ছন্দা	১.৫.১২	৬.৮৮.১
স সদ্য এতি	১.২.১	১১.৫.৬
সংক্রমোহসি	২.২.১৮	৬.৮৮.৩
সাংতপনা ইদং হবিঃ	১.২.২৩	৭.৭৭.১
সুতাসো মধুমত্তমাঃ	২.৬.১৬	২০.১৬৭.৮
সোমং মন্যতে পপিবান্	১.২.৯	১৮.১.৬
স্বরোহসি গয়োহসি	১.৫.১৮	৬.৮৮.২
*ঋতাদ্ যমত্রির্দিবম্	১.২.১৭	১৬.২.৮

*এখানে 'ঋতাদ্' পাঠটি স্পষ্ট নয়।

শৌনক পাঠ 'স্তুতাদ্' এবং পৈশ্বলাদ পাঠ 'ঋতাদ্'।

অথর্ববেদ (পৈশ্বলাদ শাখা)

মন্ত্র	গোপথ ব্রাহ্মণ	মূল সংহিতা
অগ্নিবাসাঃ পৃথিব্যাসিতজুঃ	১.২.৯	১৭.৩.২
অগ্নিং ত্বাহুঃ	১.২.২১	১.৯৫.৩
অগ্নির্যজুং ত্রিবৃতম্	১.১.১২	৫.২৮.১
অন্তরিক্ষে পথিভিঃ	১.২.৯	১.১০৭.৮

মন্তব্য	মূল সংহিতা
আশেজ্ঞা প্রাচ্যে (প্রাকৃত পৈ. পাঠ পর্যায়ে)	১৯.১৬.৮
অয়ং তে যোনিঃ	৬.৬৪.১
আচাৰ্য্যে ব্রহ্মচারী	১৬.১৫৪.৬
আশো গর্ভং জনয়ন্তীঃ	৪.১.৮
ইন্দ্রসৌজ্যে মরুতাম্	১৫.১১.৭
ইন্দ্রস্য বাহু হবিরৌ	৭.৪.১
ইন্দ্রস্য বরুণা সুতপাবিমং	২০.৬.৫.
ইয়ং পিত্র্যা	৫.২.১
উচ্ছ্রামায় বশামায়	৬.১২.৬
উচ্ছ্রা পতন্তমরুণং	১৮.২৪.৬
উভা জিগ্যথুর্ন	২০.১৫.৬
উরুং নো লোকম্	৬.৬৫.৪
ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমিন্	১৬.৬৯.৮
একপাদ্ দ্বিপদঃ	১৮.২৬.৪
চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়োহস্য পাদাঃ	৮.১৬.৬
জীবা হু	২০.৪১.১
তস্মাদ্ বৈ বিদ্বান্	১৬.৮৮.৬
দিবি ত্বা ত্রিধারয়ৎ	১৮.২১.৬
দিবো নু মাম্	১৯.৪০.৪
দেব সংস্থগন	৬.৬৪.১
দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবে	২০.৫৬.১০
দেবানামেতৎ পরিষৃতম্	১৬.১৫৫.৪
দেবা পিতরঃ	১৬.৫১.৮
দ্রক্ষশ্চক্ষন্দ	২০.১২.৭
প্রাণাপাগৌ জনয়ন্	১৬.১৫৫.৫
বৃহস্পতির্নঃ পরিপাতু	১৫.১১.১
ব্রহ্মচারীষং শচরতি	১৬.১৫৬.১
ব্রহ্মান্ ঘর্মেণ	৫.১৬.২

মন্ত্র	গোপথ ব্রাহ্মণ	মূল সংহিতা
ব্রহ্ম যজ্ঞানম্	২.২.৬	৫.২.২
যজুংষি যজ্ঞে সমিধঃ	২.২.১১	৯.২.১
যদত্রাপি রসস্য মে	১.২.৭	২০.২৬.৮
যৎ কুসীদম্	২.৪.৮	১৬.৪৯.১০
যন্তে দ্রাক্ষচক্ষন্দতি	২.২.১২	২০.১২.৮
যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ	২.২.১১	২০.২.২
যা পুরস্তাদ্ যুজ্যতে	১.১.২২	১৬.১০২.৪
যুবো রথো অধরো	২.২.২২	২০.৬.৫
যে অয়্যো অকল্লঃ	২.২.১২	৩.১২.১
যোহগ্নির্নৃমণা নাম	২.১.৩	২০.৫৩.১১
যো বিদ্যাৎ সপ্ত প্রবতঃ	১.২.১৬	১৬.১০৭.২
বনস্পতে বীড়বঙ্গো হি	১.১.২১	১৫.১১.৮
শং নো দেবীরভিষ্টয়ে	১.১.২৯	১.১.১
শোনোহসি গায়ত্রচ্ছন্দঃ	১.৫.১২	১৯.৪৪.৪
স ত্বং নো নভসম্পতিঃ	২.৪.৯	১৯.১৬.১৯
সম্রাডসি ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ	১.৫.১৩	১৯.৪৪.৫
স সদ্য এতি	১.২.১	১৬.১৫৩.৬
সূর্যস্য ত্বা চক্ষুষা	২.১.২	২০.৫৩.৮
সোমং মন্যতে পপিবান্	১.২.৯	১৮.১.৩
স্বরোহসি গয়োহসি	১.৫.১৪	১৯.৪৪.৬
শ্রুতাদ্ যমত্রির্দিবম্	১.২.১৭	১৮.২০.৮
(প্রকৃত পৈঙ্গলাদ পাঠ 'শ্রুতাদ্')		

তৈত্তিরীয় সংহিতা (কৃষ্ণযজুর্বেদ)

অয়ং নো নভসম্পতিঃ	২.৪.৯	৩.৩.৮.২
দেব সবিতরেতৎ তে প্রাহ	২.১.৪	২.৬.৯.১
প্রজাপতেভাগোহস্য	২.১.৭	১.৭.৬.৪
প্রতিষ্ঠাসি	২.৩.৫	২.৬.৯.২
ব্রহ্মন্ প্রস্থাস্যামি	২.১.৪	২.৬.৯.১
বিশ্বলোপ বিশ্বদাবস্য	২.৪.৮	৩.৩.৮.১

স ত্বং নো নভসম্পতিঃ
সূর্যস্য ত্বা চক্ষুষা

বাজসনেয়ি সংহিতা (শুক্লযজুর্বেদ)

অগ্নেঈশাস্যেন প্রাশ্নামি
ইষে ত্বোর্জে ত্বা বায়ব
তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবে
পৃথিব্যাস্ত্বা নাভৌ সাদয়ামি

২.১.২

১.১.২৯

১.১.৩৪

২.১.২

২.১.২

২.১১

১.১

৩.৫

২.১১

১.১১

সাম সংহিতা

অগ্ন আয়াহি বীতয়ে
তৎ সবিতুর্বরেণ্যং

১.১.২৯

১.১.৩৪

১.১

১৪৬২

যে সমস্ত মন্ত্রের উৎস পাওয়া যায়নি/(অনুপলব্ধা ঋক্)

- ১। ক. আপো ভৃগ্বঙ্গিরোরূপমাপো ভৃগ্বঙ্গিরোময়ম্।
সর্বমাপোময়ং ভূতং সর্বং ভৃগ্বঙ্গিরোময়ম্॥
খ. অন্তরৈতে ত্রয়ো বেদা ভৃগুনঙ্গিরসোহনুগাঃ।
অপাং পুষ্পং মূর্তিরাকাশং পবিত্রমুত্তমম্॥

(গো. ব্রা. ১.১.৩৯)

- ২। ক. যদত্রাপি মধোরহং নিরষ্টাবিষমস্মৃতম্।
অগ্নিশ্চ তৎ সবিতা চ পুনর্মে জঠরে ধত্তাম্॥
খ. যদিদমৃতুকাম্যাঘং রিপ্রমুপেয়িম্।
অন্ধঃ শ্লোণ ইব হীয়তাং মা নোহস্বাগাদঘং যতঃ॥

(গো. ব্রা. ১.২.৭)

- ৩। ক. ছিন্নভিনোহপধবস্তো বিশ্রতো বহুধা মখঃ।
ইষ্টাপূর্তদ্রবিণং গৃহ্য যজমানস্যাবাপতৎ॥
খ. ঋত্বিজাং চ বিনাশায় রাজ্ঞো জনপদস্য চ।
সংবৎরবিরিষ্টিং তদ্ যত্র যজ্ঞো বিরিষ্যতে॥

- গ. দক্ষিণাশ্রবণীভূতো যজ্ঞো দক্ষিণতঃ স্মৃতঃ॥
 হীনালো রক্ষসাং ভাগো ব্রহ্মবেদাদসংস্কৃতঃ॥
- ঘ. চতুস্পাৎ সকলো যজ্ঞশ্চাতুর্হৌত্রবিনির্মিতঃ।
 চতুর্বিধেঃ স্থিতো মদ্বৈশ্বত্রিগিতর্বেদপারগৈঃ॥
- ঙ. প্রায়শ্চিত্তৈরনুধ্যানৈরনুজ্ঞানানুমন্ত্রণৈঃ
 হোমৈশ্চ যজ্ঞবিভ্রংশং সর্বং ব্রহ্মা প্রপূরয়েৎ॥

(গো. ব্রা. ২.২.৫)

* একই মন্ত্র একাধিক সংহিতাতে পাওয়া যাবে।

বেদগ্রন্থমালা (বাংলা অনুবাদ)

ঋগ্বেদ	সংহিতা	ঋগ্বেদ সংহিতা	প্রথম খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
সামবেদ	সংহিতা	সামবেদ সংহিতা	দ্বিতীয় খণ্ড	
শুক্রযজুর্বেদ	সংহিতা	মাধ্যন্দিন সংহিতা	তৃতীয় খণ্ড	
কৃষ্ণযজুর্বেদ	সংহিতা	তৈত্তিরীয় সংহিতা	চতুর্থ খণ্ড	
		মৈত্রায়ণী সংহিতা	পঞ্চম খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
		কাঠক সংহিতা	ষষ্ঠ খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
অথর্ববেদ	সংহিতা	অথর্ববেদ সংহিতা	সপ্তম খণ্ড	
ঋগ্বেদ	ব্রাহ্মণ	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	অষ্টম খণ্ড	
সামবেদ	ব্রাহ্মণ	আর্ষেয় ব্রাহ্মণ	নবম খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
		জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ	দশম খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
		পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ	একাদশ খণ্ড	
		ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ	দ্বাদশ খণ্ড	প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ...
শুক্রযজুর্বেদ	ব্রাহ্মণ	শতপথ ব্রাহ্মণ	ত্রয়োদশ খণ্ড	
কৃষ্ণযজুর্বেদ	ব্রাহ্মণ	তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ	চতুর্দশ খণ্ড	
অথর্ববেদ	ব্রাহ্মণ	গোপথ ব্রাহ্মণ	পঞ্চদশ খণ্ড	
ঋগ্বেদ	আরণ্যক	ঐতরেয় আরণ্যক	ষোড়শ খণ্ড	
কৃষ্ণযজুর্বেদ	আরণ্যক	তৈত্তিরীয় আরণ্যক	সপ্তদশ খণ্ড	
		মৈত্রায়ণী আরণ্যক	অষ্টদশ খণ্ড	
			উনবিংশ খণ্ড	
			বিংশ খণ্ড	
প্রধান উপনিষৎসমূহ				
অপ্রধান উপনিষৎসমূহ				



রামকৃষ্ণ মিশন
ইনস্টিটিউট
অব কালচার

₹ 300

ISBN 978-93-81325-74

